লিঙ্গ পুরাণ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস প্রণীত।

ভট্টপল্লী-নিবাসী
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৭ সাল

লিঙ্গ পুরাণ।

পূর্ব্বভাগ।
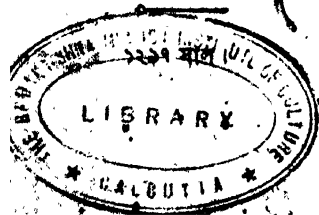
প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ামক পরমাত্মা শিবকে প্রণাম করি। নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কারপূর্ব্বক জয় অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণাদি গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে।

শৈলেশ, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্গস্থিত হিরণ্য-গর্ভ, বারাণসী, মহালয়, রৌদ্র, গোপ্রেক্ষক, শ্রেষ্ঠ পাশুপত, বিঘ্নেশ্বর, কেদার, গোমায়ুকেশ্বর, হিরণ্য-গর্ভ, চন্দ্রনাথ, ঈশান্য, ত্রিবিষ্টপ ও শুক্রেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যথাবিধি শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া মহর্ষি নারদ নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১—৩ ॥ তৎকালে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ নারদকে দেখিবামাত্র আনন্দিত মনে পূজা করিয়া যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। তিনিও মুনিবরকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উত্তমাসনে সুখে উপবেশন করিয়া শিবলিঙ্গ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক মনোহর ভাবশালী উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তথায় সর্ব্বপুরাণবেত্তা বুদ্ধিমান্ সূত স্বয়ং মুনিদিগকে প্রণাম করিতে উপস্থিত হইলে নৈমিষবাসী মুনিগণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শিষ্যের অভ্যর্থনা জন্য যথাযোগ্য সবিনয় সম্ভাষণ ও পূজা বিধান করিলেন ॥ ৪—৭ ॥ অনন্তর তাঁহাদিগের পুরাণশ্রবণে ইচ্ছা হইলে তপস্বি সকল অতি বিশ্বস্ত বিদ্বান্ রোমহর্ষণ সূতকে শিবলিঙ্গ-মাহাত্ম্যপূর্ণ পবিত্র পুরাণ শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ হে মহামতে সূত! আপনি পুরাণের জন্য মহর্ষি বেদব্যাসকে উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকটে পুরাণ শাস্ত্র অবগত হইয়াছেন। হে পৌরাণিকাগ্রগণ্য! সেই জন্য লিঙ্গ-মাহাত্ম্য-পূর্ণ স্বর্গীয় পুরাণ-সংহিতা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ব্রহ্মার পুত্র শ্রীমান্ মুনিবর নারদ, দেবাধিদেব পরমাত্মা মহেশ্বরের তীর্থস্থানসকল পরিভ্রমণপূর্ব্বক লিঙ্গপূজা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত আছেন। আপনি, আমরা ও মহর্ষি নারদ সকলেই শিবভক্ত; অতএব আপনি মহর্ষি নারদের নিকটে সানুগ্রহে পবিত্র পুরাণ বলুন। এইরূপে আপনি যাহা জানিয়াছেন, তাহা সকলই সফল হইতে পারিবে পে কাগ্রগণ্য পুণ্যাত্মা সূতকে এইরূপ বলিলে তিনি ব্রহ্মার পুত্র নারদ অনন্তরকে, নৈমিষবাসী মুনিগণকে বাদন করিয়া, পুরাণ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০– আমি লিঙ্গপুরাণ বলিবার জন্য মহাদেবকে ম করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মুনিবর বেদব্যাসকে স্মরণ তেছি। শব্দ ব্রহ্ম যাঁহার শরীর, যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের প্রকাশক, বর্ণমালা যাঁহার অঙ্গ, যিনি প রূপে স্থিতি করিলেও অব্যক্ত স্বরূপ, যিনি অকার, ও মকার স্বরূপ এবং যিনি সূক্ষ্ম, স্থূল, পরাৎপর, ওঙ্কার মন্ত্র যাঁহার মুখ, সামগান যাঁহার জিহ্বা, যজুর্ব্বেদ স্থদীর্ঘ গ্রীবাদেশ, অথর্ব্ববেদ যাঁহার হৃদয়, যিনি প্র পুরুষের অতীত, জন্ম-মৃত্যুবর্জ্জিত হইলেও তমোগুণ কাল রুদ্র, রজোগুণ যোগে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যোগে স বিষ্ণু নামে বিখ্যাত, যিনি নির্গুণ অবস্থায় পরম মহেশ্বর, যিনি প্রকৃতি পুরুষ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার দশেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত রূপে বিরাজমান হই স্বয়ং ইহাদিগের অতীত ষড়বিংশ স্বরূপ, সেই ম কারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-লীলার জন্য লিঙ্গরূপধারী সব মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলময় লিঙ্গপুরাণ বলিতে অ করিতেছি ॥ ১৭—২৩ ॥

লিঙ্গপুরাণে পূর্ব্বভাগে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্রহ্মা ঈশানকল্পবৃত্তান্ত আ করিয়া শ্রেষ্ঠ লিঙ্গপুরাণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তৎকা কোটি পরিমিত গ্রন্থ, ও তাহাদিগের শত কোটী অধিক শ্লোক সংখ্যা ছিল! অনন্তর প্রত্যেক মন্বন্ত ব্যাস সকল আবির্ভূত হইয়া দ্বাপরের প্রারম্ভে ব্রহ্মা

পুরাণ বিস্তার করেন। তখন তাহার শ্লোকসংখ্যা হইল, তাহাদিগের মধ্যে লিঙ্গপুরাণ একাদশ। গণ! ইহার শ্লোকসংখ্যা এগার হাজার, আমি সেই শ্রবণ করিয়াছি, সুতরাং আপনাদিগকেও সেই বলিব। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পুরাণসকল ক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া লিঙ্গপুরাণ এগার হাজার বর্ণনা করিয়াছেন। এই লিঙ্গপুরাণে প্রাধানিকসৃষ্টি, তিক-সৃষ্টি, বৈকৃত-সৃষ্টি,অণ্ডের উৎপত্তি ও তাহার অষ্ট ণ, ইহা আমি ব্যাসের নিকট শ্রবণ করিয়াছি॥ ১—৩॥ গুণযোগে শিবের অণ্ড হইতে উৎপত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি, রুদ্রমূর্ত্তি ও তাঁহার তোয়রাশিতে শয়ন; প্রজাপতিগণের, পৃথিবীর উদ্ধার, ব্রহ্মার দিবারাত্র ও আয়ুর পরিমাণ, ার যজ্ঞ ও তাঁহার যুগকল্প, দেবতা, মানুষ, ঋষি, ধ্রুব ও লোকের বর্ষ পরিমাণ, পিতৃলোকের উৎপত্তি, আশ্রমি-র ধর্ম্ম, পুনরায় জগতের হ্রাস, শিবার শক্তিরূপে ত্তি, ব্রহ্মার স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, মিথুন-সংসর্গ-জনিত সৃষ্টি, উৎপন্ন হইয়া রোদন করাতে তাঁহার অষ্ট নাম- ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বিবাদ, পুনরায় লিঙ্গোৎপত্তি, শিলা- তপস্যা, দর্শন, অযোনিজ পুত্রের প্রার্থনা ও তাহার তা, শিলাদ ও ইন্দ্রের পরস্পর কথোপকথন, ব্রহ্মার হইতে উৎপত্তি, কলিযুগে গুরুশিষ্যের নিকটে র আবির্ভাব, ব্যাসগণের অবতার, কল্প ও মন্বন্তর সকল, য়ক্রমে নামভেদে কল্পসকলের কল্পত্ব প্রতিপাদন, বরাহ-কল্পে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি,মেঘবাহন-কল্পের বৃত্তান্ত, রুদ্রমাহাত্ম্য, ঋষিদিগের মধ্যে পুনরায় শিবলিঙ্গোৎপত্তি, শিবলিঙ্গের আরাধনা, স্নানবিধি ও শুচি হইবার লক্ষণ, বারাণসী ও তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য বর্ণনা, পৃথিবীতে শিব ও বিষ্ণু গৃহের পরিমাণ, স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ দেবগৃহের বর্ণনা, দ্বিতীয় মন্বন্তরে দক্ষের পুনরায় ভূমিতে পতন, দক্ষের প্রতি শাপ ও তাহার মোচন, কৈলাস পর্ব্বতের বর্ণনা, পাশুপত যোগ, চারিযুগের পরিমাণ ও সবিস্তর যুগ ধর্ম্ম, চারিযুগের সন্ধ্যাংশ কাল পরিমাণ, সন্ধ্যাকালে শিবের নৃত্যাদি-অনুষ্ঠান, শ্মশানে বাস, চন্দ্রকলার উৎপত্তি, শিবের বিবাহ, গণেশের জন্ম, কামাচারপ্রসঙ্গে অনুরাগ ও আনন্দাদি বৃত্তির নাশ, জগতের ভয়,সতীকর্ত্তৃক শাপ প্রদান,শিবের ত্রিপুরাসুরবধ দ্বারা বিষ্ণু ও দেবতাদিগকে রক্ষা, শিবের শুক্র পরিত্যাগ, কার্ত্তি-কের জন্ম, সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণাদি সময়ে লিঙ্গস্থাপনের ফল, ক্ষুপ এবং দধীচ মুনির বিবাদ, বিষ্ণু-দধীচ বিবাদ, দেবদেব মহাদেবের নন্দী নামে আবির্ভাব, পতিব্রতার উপাখ্যান, পশুরজ্জু-বিষয়ক বিচার, গার্হস্থ্যোপযোগী ও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান, বসিষ্ঠতনয়ের জন্ম, মহাত্মা বাসিষ্ঠ মুনিদিগের বংশ-বিস্তার, রাজাদিগের শক্তিনাশ, বিশ্বামিত্রের দৌরাত্ম্য, সুরভিনাম্নী গাভীর বন্ধন, বসিষ্ঠের পুত্রশোক, অরুন্ধতীর বিলাপ, পুত্রবধূর প্রেরণ, গর্ভস্থের বাক্য, পরাশর ব্যাস ও শুকের অবতার, পরাশর-কর্ত্তৃক রাক্ষসদিগের বিনাশ সম্পাদন, গুরু পুলস্ত্যের প্রসাদে পরাশরের দেবতা ও পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান ও তাঁহার আদেশে পুরাণ রচনা, ত্রিভুবনের পরিমাণ, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের গতি. জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ বিধি. শ্রাদ্ধার্হ লোককীর্ত্তন, সামান্য শ্রাদ্ধ ও নান্দী শ্রাদ্ধ বিধি, অধ্যয়নের নিয়ম, পঞ্চ যজ্ঞের শক্তি ও তাহার বিধি, রজস্বলা স্ত্রীদিগের ব্যবহার, ব্যবহারানুসারে পুত্রের উৎকর্ষ, পর্য্যায়-ক্রমে প্রতিবর্ণের মৈথুন বিধি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির খাদ্যাখাদ্য বিধি, বিস্তৃতরূপে প্রত্যেকের প্রায়-শ্চিত্ত, নরকসকলের স্বরূপ বর্ণনা, কর্ম্মানুসারে দণ্ড, জন্মান্তরে স্বর্গবাসী নারকী পুরুষদিগের চিহ্ন, অনেক প্রকার দান, যম-রাজপুরী বর্ণন, পঞ্চাক্ষরকল্প, পঞ্চব্রহ্মো-পাসনাপ্রণালী, শিবমাহাত্ম্য, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ, বিশ্বরূপ বধ, শ্বেত ও মৃত্যুর উপাখ্যান, শ্বেতের জন্য কালের কালপ্রাপ্তি, শিবের দেবদারু বনে প্রবেশ, সুদর্শ-নোপাখ্যান, ক্রম সন্ন্যাসের নিয়ম, শিবভক্তি ও শ্রদ্ধার বশীভূত, এতদ্বিষয়ক ব্রহ্মার উপদেশ, মধু ও কৈটভাসুর কর্ত্তৃক বিভু ব্রহ্মার জ্ঞান অপহৃত হইলে তাঁহাকে পরম তত্ত্বজ্ঞানপ্রদানের জন্য শিবের আবির্ভাব, বিষ্ণুর মৎস্যা-বতার, লীলানুসারে সকল অবস্থাতেই বিষ্ণুর আবির্ভাব, শিবপ্রসাদে বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতার ও জিষ্ণু মদনের প্রদ্যুম্নরূপে জন্ম, মন্থান ধারণের জন্য বিষ্ণুর কূর্ম্মাবতার, বলরামের উৎপত্তি, চণ্ডিকার পুনরায় জন্ম গ্রহণ, যদুবংশের উৎপত্তি, স্বয়ং বিষ্ণুর যাদবকুলে জন্ম, সর্ব্বময় কৃষ্ণরূপধারী বিষ্ণুর প্রতি মাতুল ভোজরাজের দৌরাত্ম্য,বাল্যাবস্থায় কৃষ্ণের ক্রীড়া, পুত্রের জন্য তাঁহার শিবপূজা, বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী শিবের কপালে জলের উৎপত্তি, ভূভার হরণের জন্য বিষ্ণুর শিবারাধনা, বৈণ্য পৃথু কর্ত্তৃক পৃথিবীর দোহনারম্ভ, দেবাসুর-যুদ্ধসময়ে বিষ্ণুকর্ত্তৃক ভৃগুশাপপ্রাপ্তি, মাধবের কৃষ্ণাবতারে দ্বারকায় অবস্থিতি, জগতের মঙ্গলার্থ হরিকর্ত্তৃক দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত শাপপ্রাপ্তি, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বিনাশার্থ পিণ্ডারবাসিদিগের শাপ, এরক ও তোমরাস্ত্রের উৎপত্তি, এরকাস্ত্রলাভে পরস্পর বিবাদ দ্বারা বৃষ্ণিবংশ ধ্বংস, লীলানুসারে কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্ববংশের সংহার, এরকাস্ত্রবলে স্বেচ্ছানুসারে গমন, সুবিস্তর ব্রহ্ম ও মোক্ষবিষয়ক বিজ্ঞান, ত্রিপুর, অন্ধক, অগ্নি, দক্ষ, গজাসুর, মৃগরূপী যজ্ঞ, মদন, আদিদেব ব্রহ্মা, দেবশত্রু রাক্ষসাদি এবং হলাহল, দৈত্যের প্রতি শিবকর্ত্তৃক অবজ্ঞা প্রদর্শন, জালন্ধরের বধ ও সুদর্শন চক্রের উৎপত্তি, বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রপ্রাপ্তি, সহস্র প্রকার চরিত্রবর্ণন, রুদ্রের চেষ্টা ও মহাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের শক্তিপ্রকাশ, শিবলোক বর্ণন, ভূমিতে রুদ্রলোক ও পাতালে হাটকেশ্বরের বর্ণনা, তপস্যার নিয়ম, ব্রাহ্মণদিগের শক্তি, সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির প্রাধান্য, এই সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। যিনি এই সকল জানিয়া পুরাণ-সংক্ষেপ কীর্ত্তন করেন, তিনি সকল পাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন॥ ৪—৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পণ্ডিতগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে লিঙ্গের কারণ ও অব্যক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। মহাদেব সেই নির্গুণব্রহ্ম. তাহা হইতে অব্যক্ত আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভূমিকা।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে লিঙ্গপুরাণ একটী মহামূল্য রত্ন। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব, যোগসম্বন্ধে নানা কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি, দেবাদিদেব মহাদেবের অপূর্ব্বলীলা,—অন্ধক-নিগ্রহ, নৃসিংহবিজয় প্রভৃতি অনেক নূতন উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত। রচনার পারিপাট্য বা ভাষার কৌশল, এ গ্রন্থে নাই; বরং অত্যন্ত দুরূহ ভাব ও ভাষা, অনেকাংশ হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে মহান্ অন্তরায় হইয়া আছে। তথাপি বলিব;—ইহা একটী মহামূল্য রত্ন। আকর-সম্ভূত অতি-কঠোর-স্পর্শ মহামণি সংস্কার না হইলেও—গর্ভমল দূরীকৃত না হইলেও বিজ্ঞ-সমাজে আদর লাভে বঞ্চিত হয় না।

এই পুরাণে প্রায় ১১ হাজার শ্লোক। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পুস্তক দুর্লভ। ইহার অনুবাদ অদ্যাবধি হয় নাই। এই অনুবাদই প্রথম। এ গ্রন্থের অনুবাদক; পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর ন্যায়বাগীশ, রামময় বিদ্যাভূষণ, জগন্নাথ বিদ্যার্ণব, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, নন্দগোপাল কাব্যতীর্থ, রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ, কৃষ্ণপদ কাব্যতীর্থ এবং আমি। সকলের অনুবাদই আমি একপ্রকার পরিদর্শন করিয়াছি। এ অনুবাদে লোকের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে। ইতি।

শকাব্দাঃ ১৮১২।
অগ্রহায়ণ।

সম্পাদক
শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা।
ভট্টপল্লী।

লিঙ্গপুরাণ-সূচীপত্র।

পূর্ব্বভাগ।

উত্তরভাগ।

লিঙ্গপুরাণ-সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ প্রধান ও প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ। হে দ্বিজগণ! গন্ধ-রূপ-রসশূন্য, শব্দ-স্পর্শাদিগুণ-বর্জ্জিত নির্গুণ সত্য সনাতন পরমব্রহ্ম শিবই অলিঙ্গ। তাহা হইতে গন্ধ, বর্ণ ও রসসম্মিষ্ট শব্দস্পর্শাদি গুণভূষিত জগতের উৎপত্তি-কারণ স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহাভূতময় জগতের শরীরাত্মক লিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমব্রহ্মের মায়াদ্বারা সেই এক অব্যক্ত লিঙ্গ বড়্‌বিংশতি প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছেন। তাহা হইতে শিবস্বরূপ প্রধান দেবত্রয় আবির্ভূত হন। প্রধান দেবত্রয়ের মধ্যে একজন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, একজন পালক ও অপর ইহার সংহারক, এইরূপে জগৎ শিবময় হইল। অলিঙ্গ,লিঙ্গ, লিঙ্গালিঙ্গ ; এই তিন প্রকার লইয়া জগৎ। ইহা যথাযথরূপে কথিত হইয়া স্বয়ং জগৎই ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইল। লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে অকারণ জগতের কারণ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক সেই নির্গুণ ভগবান্ পরমেশ্বরই সকলের কারণ। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে আত্মস্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ব, প্রাজ্ঞ ও তৈজস বলিয়া থাকেন ; পুরাণ সকলে এই রুদ্র, মুনিবর, ব্রহ্মা এবং নিত্য জ্ঞানময় স্বাভাবিক বিশুদ্ধ পরমাত্মা তুরীয় বলিয়া বিখ্যাত॥ ১—১০॥ হে দ্বিজগণ! সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবীমায়া প্রথমে পরমেশ্বর শিবকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ ব্যক্তভাবে আবির্ভূতা হইলেন। অব্যক্ত প্রভৃতি স্থূল ভূতচয় যাহার অন্ত, সেই জগৎ তাঁহা হইতে প্রকাশিত হইল। সেই শৈবী প্রকৃতি বিশ্বপ্রসবিনী সনাতনী বলিয়া বিখ্যাত। বদ্ধজীব সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অনেক-প্রজাজননী নিজমূর্ত্তিস্বরূপা একাসনাতনী প্রকৃতিকে সেবা করিতে অনুসারিণী হন, বিরক্ত জীব তাঁহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করেন। পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা সেই প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী। ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ সৃষ্টিকালে ত্রিগুণময়ী পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি হইতে প্রথম মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি পরমেশ্বরকর্ত্তৃক দৃষ্ট ও সৃজনেচ্ছায় প্রেরিত হইলে সনাতন অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া স্থূলভূত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহত্তত্ত্বের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়াত্মক সাত্ত্বিক বৃত্তি। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণময় রজোগুণ অধিক অহঙ্কার-যুক্ত হইলেন এবং সেই রজোগুণ দ্বারা অধিকরূপে আবৃত হওয়ায় তমোগুণ প্রবল হইল। মহত্তত্ত্বসম্ভূত তমোগুণাধিক অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্র সৃষ্টি হইল। অহঙ্কার হইতে শব্দমাত্র ও তাহা হইতে নিত্য আকাশ প্রকাশিত। অনন্তর শব্দের কারণ অহঙ্কারশব্দযুক্ত আকাশময় হইল। এইরূপে তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইল। হে মহামুনে! আকাশ হইতে স্পর্শমাত্র, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে রূপমাত্র, তাহা হইতে অগ্নি, তাহা হইতে রস, রস হইতে কল্যাণময় বারি, তাহা হইতে গন্ধমাত্র এবং তাহা হইতে পৃথিবী হইল। আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবৃত করিল এবং ক্রিয়াত্মক বায়ুরূপ মাত্রকে আবৃত করিয়া বহিতে লাগিল॥১১—২২॥ সাক্ষাৎ অগ্নিদেব রসমাত্র ও সর্ব্বরসময় বারি গন্ধমাত্র আবরণ করিল। অতএব পৃথিবীর পাঁচগুণ, জলের চারিগুণ, অগ্নির তিনগুণ, বায়ুর দুইগুণ,অনন্ত আকাশের একগুণ মাত্র। তন্মাত্র হইতে পরস্পর পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি। বৈকারিক ও প্রাকৃতিক সৃষ্টি এক সময়ে প্রবর্ত্তিত হইলেও অহঙ্কারের প্রাধান্য-বশতঃ এই পুরাণাদি এবং বচন এইরূপে বর্ণিত হইল। জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, শব্দ, প্রভৃতি সকলের পরিচালক বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক। মহত্তত্ত্ব আদি স্থূল ভূতচয় এই অণ্ড সৃজন করেন। ব্রহ্মা জলবুদ্বুদের ন্যায় সেই অণ্ড হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্র, তিনি বিশ্বব্যাপী প্রভু বিষ্ণু। সেই অণ্ডের মধ্যে সপ্তলোকে আছে,—এই জগৎ আছে। সেই অণ্ড দশগুণ জলদ্বারা, জল দশগুণ তেজদ্বারা, তেজ দশগুণ বায়ুদ্বারা, বায়ু দশগুণ আকাশদ্বারা বহির্ভাগে আবৃত। এইরূপে আকাশদ্বারা বায়ু, অহঙ্কারদ্বারা আকাশ, মহত্তত্ত্ব-দ্বারা শব্দের কারণ, অহঙ্কার এবং স্বয়ং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি দ্বারা আবৃত॥ ২৩—৩২॥ পণ্ডিতেরা সপ্ত প্রকার অণ্ড ও তাহার আত্মাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই লিঙ্গপুরাণে কোটি কোটি পরিমিত অণ্ড কথিত আছে। সেই সকল অণ্ডেতেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে পরমব্রহ্ম শম্ভুর সমীপবর্ত্তিনী প্রকৃতি সৃজন করিয়াছেন। ইহাতে পরস্পর ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত লয়ও বর্ণিত আছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র মহেশ্বরই কর্ত্তা। তিনি সৃজন সময়ে রজোগুণ-ময়, প্রতি-পালন সময়ে সত্ত্বগুণময়, প্রলয় কালে তমোগুণময় হইয়া ক্রমে তিনি প্রকার হইয়াছেন। যেহেতু শিবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সর্ব্বময়; সেই হেতু ব্রহ্মাধিপতি শিবময় দেবাদিদেব মহেশ্বরই প্রাণিদিগের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারক। এই ব্রহ্মাণ্ডে এই সমস্ত লোক আছে ও ব্রহ্মরূপী শিবই ইহার কর্ত্তা। হে দ্বিজগণ! আমি ব্রহ্মার পুরুষাধিষ্ঠিত মঙ্গলময় অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলিলাম॥ ৩৩—৩৯॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

এক্ষণে ব্রহ্মরূপী শিবের প্রাকৃতিক-সৃষ্টির যে কাল, তাহাই দিবস ও সেইরূপ প্রকার রাত্রি সংক্ষেপে জানিবে। ঈশ্বর, দিবসে সৃষ্টি ও রজনীতে প্রলয় করেন। বাস্তবিক ইঁহার পক্ষে দিবস ও রাত্রি নাই, ইহা কেবল সৃষ্টি ও প্রলয়ের ঔপচারিক সংজ্ঞামাত্র। বিকারময় বিশ্বদেবতা প্রজাপতি অন্যান্য মহর্ষি প্রভৃতি অনিত্য বস্তু সকল দিবসে বর্ত্তমান থাকেন। রাত্রিকালে সকলই অন্তর্হিত হন, নিশান্তে পুনরায় আবির্ভূত হন। সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যেরূপ দিবস হয়, রাত্রিও সেইরূপ প্রকারে হইয়া থাকে। সহস্র চারিযুগের অন্তে চতুর্দ্দশ মনু সকল আবির্ভূত হন। হে দ্বিজগণ! দিব্য চারিসহস্র বৎসর ঐ সত্যযুগের পরিমাণ জানিবে; দিব্য চারিশত বৎসরে সত্য যুগের সন্ধ্যা ও সেই পরিমাণ সময়ে সন্ধ্যাংশ হয়। ক্রমে ত্রেতাযুগের তিন শতবৎসর, দ্বাপরের দুইশত বৎসর ও কলির একশত বৎসর সন্ধ্যার পরিমাণ। সত্যযুগের সন্ধ্যাংশ বাদে অন্যান্য যুগত্রয়ের ছয় শত বৎসর সন্ধ্যাংশের পরিমাণ। হে তপস্বিগণ সন্ধ্যাংশ পরিমাণ বাদে ত্রেতার দিব্য তিন হাজার বৎসর, দ্বাপরের দুই হাজার বৎসর ও কলিযুগের এক হাজার-বৎসর পরিমাণ, ইহা আমি তোমা-

দিগকে বলিলাম। সুস্থ মনুষ্যের চক্ষুর পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিশ কলায় মুহূর্ত, পঞ্চদশ মুহূর্তে রাত্রি ও সেইরূপ পরিমাণে দিবস হইয়া থাকে। মানুষ-পরিমিত একমাসে পিতৃলোকের রাত্রি দিন হয়। তাহার এই বিভাগ, তাঁহাদিগের কৃষ্ণপক্ষ দিবস ও শুক্লপক্ষ শয়নের জন্য। মানুষ-পরিমিত ত্রিশ মাসে পিতৃলোকের এক মাস ও তিনশত ষাটি মাসে পিতৃলোকের এক বৎসর পরিকল্পিত হইয়াছে। মনুষ্যপরিমিত শতবর্ষে পিতৃলোকের তিন বৎসর গণিত হইয়া থাকে ॥ ১—১৩ ॥ সেইরূপ দ্বাদশ মাসে পিতৃলোকের এক বৎসর হয়। লৌকিক পরিমাণে মনুষ্যদিগের যাহা অব্দ, পুরাণে তাহাই দেবতাদিগের অহোরাত্র বলিয়া বর্ণিত হয়। মানুষবর্ষে দেবতাদিগের অহোরাত্র হয়। তাহার বিভাগ উত্তরায়ণ দিবস ও দক্ষিণায়ন রাত্রি, এই দেবতাদিগের রাত্রিদিন বিশেষরূপে গণিত হইল।

মানবীয় ত্রিশ বৎসরে দৈব একমাস ও শত বৎসরে দেবতাদিগের তিন মাস দশ দিন হয়, ইহা দৈববিধি জানিবে। মানুষের তিনশত ষাটি বর্ষে দৈব এক বৎসর হয়। মনুষ্য-পরিমাণে তিন হাজার ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষি লোকের বৎসর জানিবে। মানুষ-পরিমাণে নয় হাজার নবতি বৎসরে ধ্রুবলোকের এক বৎসর হয়। মানবীয় ছত্রিশ সহস্র বর্ষে দিব্য এক শত বৎসর জানিবে। সন্ধ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ মনুষ্যপরিমাণে তিন লক্ষ ষাটি হাজার বৎসরে দিব্য এক সহস্র বৎসর বলেন ॥ ১৪—২৩ ॥ এইরূপ দিব্য বর্ষ পরিমাণে চতুর্যুগের পরিমাণ প্রকল্পিত হয়। হে তপস্বিগণ! প্রথমে সত্য, অনন্তর ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ বিহিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ! প্রথম সত্য যুগ দিব্যমানে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে মানুষপরিমাণে সংবৎসর সকল দেখা যাইতেছে। চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর সত্য যুগের, দশ লক্ষ অশীতি হাজার বৎসর ত্রেতার, সাত লক্ষ বিশ হাজার কাল দ্বাপরের, তিন লক্ষ ষাটি হাজার কাল কলিযুগের পরিমাণ। এই-রূপে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বাদে চতুর্যুগ-কাল একত্রিত করিলে ছত্রিশ লক্ষ বৎসর হয়। সন্ধ্যাংশের সহিত চতুর্যুগ সময় তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর পরিমাণ হয়। এইরূপ প্রকার সত্য ত্রেতাদির সহিত সপ্ত চতুর্যুগ অতীত হইলে, মন্বন্তর বলা যায়। মন্বন্তর কাল সংখ্যা-বর্ষ পরিমাণে কীর্ত্তিত হইতেছে। হে দ্বিজগণ! মানুষ-পরিমাণে ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিশ হাজার কাল মন্বন্তরের সংখ্যা, ইহা লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত হইল। চতুর্যুগের বর্ষপরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প হয়। ব্রহ্মা নিশাবসানে লোক সৃষ্টি করেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়। অষ্টাবিংশতি কোটি বৈমানিকগণ কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী। তিন-শত দ্বিনবতি কোটি বৈমানিকগণ, মন্বন্তর পর্য্যন্ত স্থায়ী। হে বিপ্রগণ! কল্প অতীত হইলেও সকল সময়েই অষ্ট-সপ্ততি সহস্র বৈমানিক অবশিষ্ট থাকেন। সেই কল্পাব-সানিক বৈমানিকগণ ব্যতীত সকলের প্রলয় উপস্থিত হইলে তাঁহারা মহর্লোক ত্যাগ করিয়া জন লোকে গমন করেন। দুই সহস্র অষ্ট শত বিরাশি কোটি সপ্ততি লক্ষ বৎসর আট কল্পের কালসংখ্যা, সম্পূর্ণ কল্পও এতদনুসারে জানিবে। কল্প সহস্রে ব্রহ্মার এক বর্ষ, আট হাজার ব্রাহ্ম বর্ষে ব্রহ্মার একযুগ, ব্রহ্মার সহস্রযুগে বিষ্ণুর এক দিন, বিষ্ণুর নয় হাজার দিনে কালস্বরূপ সকলের প্রভু মহাদেবের এক দিন হয়। হে মুনিবরগণ! ভবোদ্ভব তপ ভব্য রম্ভ ক্রতু ঋতু বহ্নি হব্যবাহ সাবিত্র শুদ্ধ উশিক কুশিক গান্ধার ঋষভ, ষড়্জ মজ্জালীয় মধ্যম বৈরাজ নিষাদ মুখ্য মেঘবাহন পঞ্চম চিত্রক আকৃতি জ্ঞান মন সুদর্শ বৃংহ শ্বেতলোহিত রক্ত পীতবাস অসিত সর্ব্বরূপক,—অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই সকল কল্প জানিবে। হে মুনিগণ! এইরূপ কোটি কোটি সহস্র কল্প অতীত হইয়াছে, সেই পরিমাণে কল্প সকল এখন রহিয়াছে, সেই কল্প ব্রহ্মার রাত্রি দিন স্বরূপ ॥ প্রলয় কালে প্রকৃতি সমুদ্ভূত বিশ্ব সকল লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪—৫০ ॥ শিবের আজ্ঞানুসারে সমস্ত বিকৃত পদার্থের সংহার হয়। বিকার সংহৃত হইলে এবং প্রকৃতি আত্মাতে স্থিতি করিলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করেন। হে বিপ্রগণ! গুণত্রয়ের বৈষম্যে সৃষ্টি ও সাম্যাবস্থায় লয় হইয়া থাকে, সেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের মহেশ্বরই একমাত্র কারণ। মহাদেব লীলাক্রমে অধিষ্ঠিতা প্রকৃতি হইতে সংক্ষেপে এইরূপ প্রকার অসংখ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অসংখ্য কল্প, অসংখ্য ব্রহ্মা ও অসংখ্য বিষ্ণু; কিন্তু মহেশ্বর কেবল এক। তাঁহার লীলানুসারে প্রাকৃত পদার্থসকল প্রধান হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; সেই দেবের সত্ত্ব, রজ ও তমোময় তিন প্রকার বৃত্তি। সনাতন পরমাত্মার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। ব্রহ্মার দুই পরার্দ্ধ পরিমিত বৎসরই জীবন কাল জানিবে। দিবাসৃষ্ট বস্তুসকল রাত্রিকালে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই প্রলয়ে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক সকলই নাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক নাশ পায় না। রাত্রিকালে একার্ণব হইলে এবং স্থাবর জঙ্গম সকল নষ্ট হইলে, ব্রহ্মা অর্ণব সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইলেন। বেদবিদ্বর ব্রহ্মা রাত্রিশেষে প্রবুদ্ধ হইয়া চরাচর শূন্য দেখিয়া সৃজন করিতে মনন করিলেন। সনাতন বিষ্ণুরূপী সকলের প্রভু ব্রহ্মা, বরাহ রূপ ধারণপূর্ব্বক জলপ্লাবিত পৃথিবীকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিলেন এবং নদী নদ ও সমুদ্র সকল পূর্ব্বের ন্যায় করিলেন। তিনি পৃথিবীকে যত্নে নিম্নোন্নতি-বর্জ্জিত করিয়া, তাহাতে পূর্ব্ববৎ বিকট পর্ব্বত সকল সৃজন করিলেন। অনন্তর, ভগবান্ স্রষ্টা পূর্ব্বের ন্যায় ভূর্লোক প্রভৃতি চারিলোক সৃজন করিয়া পুনরায় প্রাণী সৃজন করিতে মনন করিলেন ॥ ৫১—৬৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে দ্বিজগণ! মহাত্মা প্রকৃতিসমুদ্ভূত ব্রহ্মা যখন সৃজন করিতে মনন করিলেন, তখন তাঁহার অনবধানমূলক মোহ হইয়াছিল। ব্রহ্মার তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধ-

তামিস্র এই পঞ্চপ্রকারে অবিদ্যা আবির্ভূত হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া ফলজনক না হওয়াতে, তাহা অপ্রধান বিবেচনা করিয়া তিনি অন্যসৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন। বৃক্ষ সকল তাঁহা হইতে প্রথম উৎপন্ন হইল। ধ্যানপরায়ণ মুনিবর ব্রহ্মার কণ্ঠ, সত্ত্ব-রজ তমোগুণময় তিন প্রকার হইয়াছিল। মহাত্মা ব্রহ্মা হইতে প্রথম পশু প্রভৃতি, অনন্তর সত্ত্বগুণাবলম্বী দেবগণ ও মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল। মহত্তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মার অহঙ্কার প্রথম সৃষ্টি, দ্বিতীয় পঞ্চভূত-তন্মাত্র সৃষ্টি; তৃতীয় ঐন্দ্রিয় সৃষ্টি, চতুর্থ ব্রহ্মা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছিল। সজীব পদার্থ সৃষ্টির মধ্যে উহাই প্রথম। পঞ্চম তির্য্যক্‌জাতি, ষষ্ঠ দেবতা, সপ্তম মানুষ, অষ্টম অনুগ্রহ, নবম সনৎকুমারাদির সৃষ্টি হইল। এই সকল প্রকৃতি-সমুদ্ভূত বস্তু সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনিগণ! ব্রহ্মা প্রথমে সনন্দ, সনক ও সনাতন সৃজন করিলেন। তাঁহারা কর্ম্ম সংন্যাস দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি যোগবিদ্যাপ্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠকে সৃজন করিলেন॥ ১—১০॥ বেদবিৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার এই নয় পুত্র সত্যবাদী ও ব্রহ্মার সদৃশ জানিবে। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দক্ষ, ধর্ম্ম ও তৎসন্নিহিত অধর্ম্মসমেত দ্বাদশটী পুত্র। প্রথমে সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমার সৃজন করিলেন। প্রথমজাত দিব্যকুমার ঊর্দ্ধরেতা, সত্যবাদী, ব্রহ্মার তুল্য সর্ব্বজ্ঞ ও বিশ্বব্যাপক। হে মুনিবরগণ! পূর্ব্বোক্ত অগ্রজন্মা মুনিদিগের পত্নী সকল ও সন্তানোৎপত্তি সংক্ষেপে বলিতেছি। ব্রহ্মা, স্বায়ম্ভুব মনু ও রাজ্ঞী শতরূপাকে সৃজন করিলেন। অযোনিসমুদ্ভূতা পবিত্রা রাজ্ঞী শতরূপা মনু হইতে পুত্রদ্বয় ও কন্যাদ্বয় লাভ করিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধীমান্ উত্তানপাদ জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়ব্রত কনিষ্ঠ; প্রধানা আকূতি জ্যেষ্ঠা ও প্রসূতি কনিষ্ঠা। রুচিনামক প্রজাপতি আকূতিকে ও ভগবান্ দক্ষ লোকধাত্রী যোগিনী প্রসূতিকে বিবাহ করিলেন। হে দ্বিজগণ! আকূতি দক্ষিণা নাম্নী কন্যার সহিত যজ্ঞনামক পুত্রকে ও প্রসূতি দক্ষ হইতে চব্বিশটী কন্যা প্রসব করিলেন; তাহাদিগের নাম, শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, খ্যাতি, শান্তি, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, দেবরক্ষাকর্ত্রী, স্বাহা, স্বধা ও মহাভাগা। মহাতপা দক্ষ ইহাদিগকে যথাক্রমে ধর্ম্মহস্তে প্রদান করিলেন॥ ১১—২২॥ পরমদুর্ল্লভা শ্রদ্ধা প্রভৃতি কীর্ত্তি অবধি শ্রেষ্ঠ কন্যাগণ প্রজাপতি ধর্ম্মকে পতি লাভ করিলেন। ধীমান্ ভৃগু শান্তি স্বরূপা খ্যাতিকে, মরীচি সম্ভূতিকে, অঙ্গিরা মুনি স্মৃতিকে, পবিত্রাত্মা পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ মুনি ক্ষমাকে, ক্রতু সন্নতিকে, ধীমান্ অত্রি অনসূয়াকে, মাননীয় ভগবান্ বসিষ্ঠ পদ্মনয়না ঊর্জ্জাকে, বিভাবসু স্বাহাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করিলেন। মনঃপ্রসূতা মঙ্গলময়ী জগজ্জননী দক্ষের কন্যাস্থানা সতী রুদ্রকে পতি লাভ করিলেন। এই ত্রিভুবনে সকল স্ত্রী তাঁহার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ প্রকার রুদ্র ও সেই মহেশ্বরের অংশোৎপন্ন। সেই সতী সমুদায় স্ত্রীলিঙ্গস্বরূপা, মহাদেব ও সমস্ত পুংলিঙ্গ স্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষকে দেখিয়া এবং সুব্রতা সতীকে অবলোকন করিয়া বলেন, তোমার ও আমার মাতৃস্বরূপা ত্রিজগদ্ধাত্রী সতীকে পুন্নাম্না নরক হইতে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া পুত্রীসম্ভাষণে গ্রহণ কর। এই সুন্দরী বিশ্বজননী তোমার কন্যা হইবার উপযুক্ত, অতএব ইনি সতীনামে তোমারই তনয়া হইবেন। তখন মুনিবর দক্ষ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে সাক্ষাৎ সতীকে তনয়ারূপে গ্রহণপূর্ব্বক সাদরে রুদ্রকে প্রদান করেন॥ ২৩—৩৩॥ শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী বলিয়াছি, এক্ষণে যথাক্রমে তাহাদিগের পুত্র সকল বলিতেছি, হে দ্বিজগণ! কাম, দর্প, নিয়ম, সন্তোষ, লোভ, শ্রুত, দণ্ড, সময়, প্রভাশালী বোধ, অপ্রমাদ, বিনয়, ব্যবসায়, ক্ষেম, সুখ ও যশ—এই সকল ধর্ম্মের পুত্র। ধর্ম্মের ক্রিয়ানাম্নী পত্নীতে দণ্ড ও সময় এবং বুদ্ধি হইতে অপ্রমাদ ও বোধ নামক দুই পুত্র হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী হইতে ধর্ম্মের পোনেরটী পুত্র জন্মিয়াছে। ভৃগুপত্নী খ্যাতি, বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মী ও সুমেরুর জামাতা ধাতা ও বিধাতা নামক দুই পুত্র প্রসব করিলেন। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস ও মারীচ নামক দুই পুত্র ও তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করিলেন। হে মুনিসত্তমগণ! ক্ষমা পুলহ সংসর্গে কর্দম, বরীয়ান্, সহিষ্ণু এই তিন পুত্র এবং সুবর্ণবর্ণা পীবরী নাম্নী পৃথিবীসমা শুভ কন্যা উৎপাদন করিলেন। পুলস্ত্য, প্রীতির গর্ভে দাম্ভোর্ণ ও বেদবাহু এই দুই পুত্র এবং দৃষদ্বতী নামে এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। ক্রতুপত্নী কল্যাণী সন্নতি, ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করেন, তাঁহারা সকলে বালখিল্য নামে প্রসিদ্ধ। হে সুব্রতগণ! অঙ্গিরামুনির পত্নী স্মৃতি,—সিনীবালী, কুহূ, রাকা, অনুমতি এই চার কন্যা এবং লব্ধ-নুভাব নামক যশস্বী অগ্নিকে প্রসব করিলেন। অত্রিভার্য্যা অনসূয়া যে ছয়টী সন্তান প্রসব করেন, তন্মধ্যে শ্রুতিনাম্নী একটী মাত্র কন্যা; আর পাঁচটীই পুত্র। মুনি সত্যনেত্র, ভব্য, মূর্ত্তি, মন্দচারী অপ এবং সোম এই পঞ্চপুত্র। কন্যা শ্রুতি সর্ব্বকনিষ্ঠা। পুত্র বৎসলা সুলোচনা শ্রেষ্ঠা ঊর্জ্জা, বসিষ্ঠ সংসর্গে পুণ্ডরীকনয়ন বাসিষ্ঠগণের জননী হইলেন॥ রজঃ, সুহোত্র, বাহু, সবন, অনঘ, সুতপা এবং শুক্র মুনি-বসিষ্ঠের এই সপ্ত পুত্র॥ প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মসম্ভূত অনলাভিমানী রুদ্ররূপী বহ্নির সংসর্গে স্বাহা জগতের হিতার্থ তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন॥ ৩৪—৫০॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সেই অগ্নি-পুত্রগণের নাম পবমান, পাবক এবং শুচি, ইহারাও অগ্নি। অরণিপ্রসূত ঘর্ষণ-সম্ভূত অগ্নি পবমান, বৈদ্যুতাগ্নি পাবক এবং সৌরাগ্নি শুচি এই তিন জন স্বাহাপুত্র। পুত্রপৌত্র লইয়া ইহাদিগের

সংক্ষেপিত সংখ্যা সপ্ত-সপ্ত অর্থাৎ একোন পঞ্চাশৎ। এই সমস্ত ব্যক্তি কথিত হইল। ইঁহারাই যজ্ঞে প্রণীত হইয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই তপস্বী, সকলেই ব্রতপরায়ণ, সকলেই প্রজাপতি এবং সকলেই রুদ্ররূপী। হৃষ্টচিত্ত-পিতৃগণ নিরগ্নি এবং সাগ্নিক দুইভাগে বিভক্ত। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ নিরগ্নি; বর্হিষদ পিতৃগণ সাগ্নিক। স্বধা উক্ত পিতৃগণের মানসকন্যা মেনাকে প্রসব করেন। লোক বিখ্যাতা মেনা অগ্নিষ্বাত্তদিগের মানসতনয়া। মেনা,—মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এই দুইপুত্র, তদনুজা উমা এবং শিব-মৌলি-সঙ্গ-পাবনী হৈমবতী গঙ্গার জননী। আর স্বধা-পিতৃগণের মানসী কন্যা যজ্ঞযাজিনী ধারিণীকে প্রসব করিলেন। সেই কমললোচনা পর্ব্বতরাজ সুমেরুর পত্নী। পিতৃগণ অমৃতপায়ী বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহাদিগের বিস্তার এবং ঋষিগণের সমুদয় বংশ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিবে। এই সকল কথা বলিবার জন্য পৃথক্ অধ্যায় তোমাদিগের নিকট পরে অবতারণা করিব। দাক্ষায়ণী সতী শিবসহচরী হন। পরে তিনি দক্ষকে নিন্দা করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত নীল লোহিত, সেই সতীকে ধ্যান করিয়া হাস্য করত ক্ষণ-মধ্যে সর্ব্বলোক নমস্কৃত আত্মতুল্য অনেক রুদ্র সৃজন করিলেন॥ ১—১২॥ চতুর্দ্দশ ভুবন সেই সমস্ত রুদ্র-গণে আচ্ছাদিত হইল। পিতামহ, নির্ম্মল, জরামরণ বর্জ্জিত নানাবিধ নীল লোহিত রুদ্রগণকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ত্রিনেত্র নীল লোহিত মহা-দেবগণ! তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্রগ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, বামন। তোমরা সৌম্য, দৃষ্টিঘ্ন, নিত্য, বুদ্ধ, নির্ম্মল। তোমরা নির্দ্বন্দ্ব, (সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু), বীতরাগ, বিশ্বাত্মা এবং শিব পুত্র। হেমাণ্ড-সম্ভূত ভগবন্ ব্রহ্মা, রুদ্রগণকে এইরূপ স্তব করিয়াও রুদ্র শিবকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কহিলেন, হে শঙ্কর মহা-দেব! অমর প্রজা সৃজন করা উচিত হইতেছে না। প্রভো! মৃত্যুযুক্ত প্রজা সৃষ্টি করুন। অনন্তর ভগবান্ মহাদেব, তাঁহাকে বলিলেন, আমার নিয়ম সেরূপ নহে; অতএব প্রভো! তুমিই ইচ্ছামত জরামরণযুক্ত প্রজা সৃজন কর। চতুরানন, শঙ্করের আজ্ঞা পাইয়া জরামরণ-সংযুক্ত সমুদয় চরাচর জগৎ সৃজন করিলেন। তখন শঙ্করও রুদ্রগণের সহিত সৃষ্টি বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন। এই জন্য সেই স্বেচ্ছাধৃত-দেহ নিষ্কল আত্ম-স্বরূপী মহাত্মা শম্ভু শঙ্কর স্থাণু নামে অভিহিত হন। যেহেতু পরমাত্মা রুদ্র, কৃপা করিয়া অনায়াসে সর্ব্বভূতের 'শং' সম্পাদন করেন; এই জন্য তিনি শঙ্কর যোগবিদ্যা দ্বারা 'শং' সম্পাদন বিরাগীদিগের করিয়া থাকেন। সংসার-বিরাগীদিগের বিমুক্তি 'শং' নামে অভিহিত। সংসার-দুঃখদর্শনে ক্রমোৎপন্ন বৈরাগ্যবলে পুরুষের বিষয় ত্যাগ হইয়া থাকে। কিন্তু আবার সংসারসুখ দর্শনে বৈরাগ্য দূর হয়। বিচার না করিয়া আত্মানাত্ম বিবেক জ্ঞানের পরিত্যাগ অজ্ঞানবিজৃম্ভিত এবং অপ্রশস্ত। তত্ত্ববিচার এবং সর্ব্বত্যাগের মিলন পরমেষ্ঠী শিবের প্রসাদেই হইয়া থাকে। সমুদয় জীবগণেরই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য শঙ্করের প্রসাদেই পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ নীল লোহিত পিণাকপাণিই শঙ্কর পদবাচ্য॥ ১৩—২৫॥ যাহারা শঙ্করের আশ্রিত, তাহারা সকলেই মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। পাপিষ্ঠ হইলেও ভয়াবহ নরকে গমন করে না। অতএব শঙ্করাশ্রিতগণ, শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হন। নীল লোহিত রুদ্র শিবশঙ্করের অনাশ্রিত পাপিগণ, ঘোর প্রভৃতি মায়া পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি কোটি নরকে পড়িয়া থাকে। শঙ্কর—সর্ব্বভূতের আশ্রয়, অব্যয়, জগতের পতি। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, পুরুহূত, পুরুষ্টুত। শিব, তমোগুণ-যোগে কালাগ্নি রুদ্র নামে, রজোগুণ যোগ হিরণ্যগর্ভ নামে, সত্ত্বগুণ যোগ সর্ব্বত্রগ বিষ্ণু নামে এবং গুণাতীত ভাবে মহেশ্বর নামে কীর্ত্তিত। (ঋষিগণ বলিলেন)। হে মহামতে সূত! মানবগণ কোন্ কর্ম্ম বা অকর্ম্ম ফলে নরকগামী হয়, তাহা শুনিতে আমাদিগের কৌতূহল হইয়াছে॥ ২৬—৩১॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, আমি আপনাদিগের নিকট অমিত-তেজা সর্ব্বদর্শী শিবশঙ্করের অতি গোপনীয় আদ্য প্রভাব সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি। পর বৈরাগ্যাবলম্বী করুণা প্রভৃতি গুণযুক্ত প্রাণায়ামাদি অষ্ট সাধনসম্পন্ন সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণকে ও বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ফলে স্বর্গে বা নরকে গমন করিতেই হয়। তবে মহেশ্বরের প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়; জ্ঞান হইতে যোগ প্রবৃত্তি; যোগের ফল মুক্তি; অতএব প্রসাদ হইতেই সমস্ত হইয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন, হে যোগাভিজ্ঞপ্রধান! যদি মহেশ্বরের প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তবে আপনাকে সেই মহেশ্বর স্বরূপ দিব্য মহেশ্বর যোগ—কীর্ত্তন করিতে হইবে। চিন্তাশূন্য প্রভু ভগবান্ শিব, যোগমার্গানুসারে কোন্ সময়ে কিরূপে মনুষ্যগণের প্রতি প্রসাদ সম্পন্ন হন। রোমহর্ষণ বলিলেন পূর্ব্বকালে, শৈলাদি-ঋষি, দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণে সমীপে সনৎকুমার এবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ আপনারা শ্রবণ করুন। হে সুব্রতগণ! দ্বাপর শে মহাদেব, ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্যাস অনেক; কলিযু তিনি যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন, তাহাও অনেক। সে সমস্ত যোগাচার্য্য-অবতারেই প্রভুর চার জন করিয়া শা গুণাবলম্বী শিষ্য থাকে। প্রশিষ্য বহুতর; ঈশ্বর, শি প্রশিষ্যাদির প্রতি যোগমার্গাবলম্বনপ্রযুক্ত প্রসন্ন হন। যো জ্ঞান প্রভুর অনুকম্পায় তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হই এইরূপ উপদেশপরম্পরায় মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃ বৈশ্য পর্য্যন্ত যথাযোগ্য বিস্তৃত হইতেছে। ঋষিগণ বলিলে কোন্ কল্পে কোন মন্বন্তরে দ্বাপরে দ্বাপরে কোন্ কোন্ ব হন? তাহা আমাদিগকে আপনার বলিতে হইবে॥ ১—১ সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্ত এবং অন্যান্য মন্বন্তরের ও শিবাবতার ব্যাসগণের বি

এক্ষণে কীর্ত্তন করিতেছি। তাঁহারা সকল কল্পেই বেদ-বিভাজক, পুরাণপ্রকাশক এবং জ্ঞান প্রদর্শক। যথাক্রমে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি;—ক্রতু (প্রভু), সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরা, সবিতা, মৃত্যু, শতক্রতু, ধীমান্ মুনিপুঙ্গব বসিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, মুনিপুঙ্গব ত্রিবৃত, শততেজাঃ, স্বয়ং ধর্ম্মরূপী নারায়ণ, তরক্ষু, ধীমান্ অরুণি, দেব, কৃতঞ্জয়, ঋতঞ্জয়, ভরদ্বাজ, কবিসত্তম গৌতম, স্বয়ং বাচশ্রবা মুনি, পবিত্র শুষ্মায়ণি, তৃণবিন্দু মুনি, রক্ষ, শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ্য এবং সাক্ষাৎ হরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি—হে দ্বিজগণ! ইঁহারাই বেদব্যাস। এক্ষণে কলিযুগে শিবের যোগেশ্বরাবতার কথা শ্রবণ করুন;—এই যোগেশ্বরাবতার অসংখ্য, সকল কল্পে সকল মন্বন্তরে কলিকালে হইয়া থাকে। রুদ্রাবতার বেদব্যাসগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি। বারাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল অবতার, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। অন্য মন্বন্তরেও এইরূপ অবতার আছে॥ ১২—২০॥ রোমহর্ষণ কহিলেন, হে দ্বিজগণ! সর্ব্বপ্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর; তৎপরবর্ত্তী স্বারোচিষ মন্বন্তর উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ধর্ম্ম, সাবর্ণিক, পিশঙ্গ, পিশঙ্গাভ, শবল এবং বর্ণক এই চতুর্দ্দশ মনু অকারাদি ঔকার পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ স্বরাত্মক। হে দ্বিজোত্তমগণ! ইঁহাদিগের বর্ণ শ্বেত, পাণ্ডু, রক্ত, তাম্র, পীত, কপিস, কৃষ্ণ, শ্যাম, ধূম্র, সুধূম্র, ঈষৎ পিঙ্গল, পিঙ্গল, ত্রিবর্ণ মিশ্রিত চিত্রবর্ণ এবং কালন্ধুর বর্ণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার। এই শুভ মনুগণের অকারাদি বর্ণস্বরূপত্ব, নাম এবং শ্বেতাদি বর্ণ সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল। মন্বন্তরাধিপতিগণ, স্বরাত্মক; তন্মধ্যে সুরেশ্বর বৈবস্বত মনু ঋকারাত্মক এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইনি সপ্তম মনু। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকল্পে এই মন্বন্তরের অন্তর্ভূত সমুদয় কলিযুগে যে সকল যোগাচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। এক্ষণে বারাহকল্পে, সপ্তম মন্বন্তর, সমস্ত কল্প ও সমস্ত কালের যোগাচার্য্যদিগের শিষ্য প্রশিষ্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক যথাক্রমে এই মন্বন্তরের কলি কালীয় শিবাবতার যোগাচার্য্যদিগের ও তদীয় শিষ্যাদির নাম কীর্ত্তন করিতেছি। হে মুনিসত্তমগণ! বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম কলিতে শিবাবতার যোগাচার্য্যের নাম শ্বেত, তৎপরে যথাক্রমে সুতার, মদন, সুহোত্র, কাঙ্কণ, লোকাক্ষি, মহাতেজা জৈগীষব্য, ভগবান্ দধিবাহন, ঋষভ, মুনি, জ্ঞানী উগ্র, অত্রি, সুবালক (বালি,) সর্ব্বদেবনমস্কৃত ভগবান্ গৌতম, বেদশীর্ষ, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডভৃৎ, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাকায় মুনি, শূলী, দণ্ডধারী স্বয়ং মুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, জগদ্গুরু এবং লকুলীশ—হে সুব্রতগণ! সকল কল্পই বৈবস্বত মন্বন্তরে এই সকল মহাত্মা শিবাবতার যোগাচার্য্য; ইঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তিত হইল॥ ২১—৩৫॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্যাসগণও এইরূপ অর্থাৎ সকল কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরেই উক্ত ঋষিগণ ব্যাস। সবে তাঁহারা দ্বাপরে দ্বাপরে আবির্ভূত হন এই মাত্র। *

* ইঁহারাই দ্বাপরে ব্যাস, কলিতে যোগাচার্য্য হন। ব্যাসগণের অংশ যোগাচার্য্যগণ। এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে।

প্রত্যেক যোগেশ্বরের চার জন করিয়া প্রধান শিষ্য॥ শ্বেত, শ্বেতশিখণ্ডী, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতলোহিত (১), দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, কেতুমান (২), বিশোক, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন (৩), সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম, দুরতিক্রম (৪), সনক, সনন্দ, প্রভু, সনাতন (৫), ঋভু, সনৎকুমার, সুধামা, বিরজা (৬) শঙ্খপাৎ, বৈরজ, মেঘ, সারস্বত (৭), সুবাহন, সর্ব্বপ্রধান মুনি, মেঘবাহন, মহাদ্যুতি (৮), কপিল, আসুরি, মুনিবর পঞ্চশিখ, মহাযোগী বাস্কল—ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা এই চার জন (৯), পরাশর, গর্গ, ভার্গব, অঙ্গিরা (১০), বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, তপোধন (১১), লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ, (১২), সর্ব্বজ্ঞ সমবুদ্ধি, সাধ্য, সর্ব্ব (১৩), কশ্যপবংশীয় সুধামা, বসিষ্ঠবংশীয় বিরজা, অত্রি, দেবসদ (১৪), শ্রবণ, শ্রবিষ্ঠ, কুণি, কুণি বাহু (১৫) কুশচীর, কুনেত্র, কশ্যপ, উশনা (১৬), চ্যবন, বৃহস্পতি, উতথ্য, মহাযোগী মহাবল বামদেব (১৭), বাচশ্রবা, সুধীক, শ্যাবাশ্ব, যতীশ্বর (১৮), হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোগাক্ষি, কুথুমি (১৯), সুমন্ত, বর্ব্বরী, জ্ঞানী কবন্ধ, কুশিকন্ধর (২০) প্লক্ষ, দাল্‌ভ্যায়নি, কেতুমান্, গোপন (২১), ভল্লাবী, মধুপিঙ্গ, শ্বেতকেতু, তপোনিধি (২২), উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল, কবি (২৩), শালিহোত্র, অগ্নিবেশ, যুবনাশ্ব, শরদ্বসু (২৪), ছগল, কুণ্ডকর্ণ, কুম্ভ, প্রবাহক (২৫), উলূক, বিদ্যুত, মণ্ডূক, আশ্বলায়ন (২৬), অক্ষপাদ, কুমার, উলূক, বৎস (২৭), এবং কুশিক, গর্ভ, মিত্র, কৌরুষ্য (২৮) এই মহাত্মগণ, সকল কল্পেই যোগাচার্য্যদিগের শিষ্য॥ ৩৬—৫১॥ ইঁহারা সকলেই নির্ম্মল, ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ, জ্ঞানযোগপরায়ণ, ভস্মাবৃত দেহ এবং সিদ্ধ পাশুপত। ইঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য শত শত সহস্র সহস্র। ইঁহারা পাশুপত যোগলাভ করিয়া রুদ্রলোক লাভ করিয়াছেন। দেবতা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই পশু নামে অভিহিত। সর্ব্বেশ্বর, তাঁহাদিগের পতি বলিয়া পশুপতি নামে কীর্ত্তিত হন। হে দ্বিজগণ! সেই পশুপতি রুদ্র, চরাচর বিভূতির জন্য যে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই পাশুপত যোগ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি জগতের হিতের জন্য শিবকল্পিত যোগস্থান সকল তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে কহিব। যাহা বিতস্তি পরিমাণে গলার অধোদেশ ও নাভির উপরিভাগ, তাহাই উত্তম যোগ স্থান অর্থাৎ হৃৎপদ্ম আর নাভির অধস্থিত যোগস্থানকে মূলাধার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আবর্ত্তন নামক যোগস্থান জানিবে। যাহা হইতে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের লাভ হয়, তাহাকেই জীব যোগ কহে; সেই জীব-যোগ প্রসাদে সর্ব্বদা জীবের একাগ্রতা জন্মে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহা বলিতে পারেন না, সেই যোগসাধ্য প্রসন্নতাময় পদার্থ মনুষ্যগণের ক্রমশঃ জন্মিয়া থাকে। যোগশব্দ দ্বারা নির্ব্বাণাখ্য মাহেশপদ নির্ণীত হয়। সেই মাহেশপদের কারণ মহর্ষি রুদ্রের জ্ঞান জানিবে। এই হেতুক তাঁহার প্রসাদে

জ্ঞান জন্মিলে জীবগণ অগাধ সংসারসাগর অনায়াসে পার হইতে পারে। জ্ঞান জন্মিলে সদা বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধপূর্ব্বক পাপ বিনষ্ট হয়; কেন না, যিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়াছেন, তিনিই যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলিয়া জানিবে। সিদ্ধির নিমিত্ত এই স্থানে আটপ্রকার যোগের সাধন কথিত হইতেছে। প্রথমটী যম, দ্বিতীয়টী নিয়ম, তৃতীয় আসন, চতুর্থ প্রাণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, ষষ্ঠ ধারণা, সপ্তম ধ্যান, অষ্টম সমাধি; এই আট প্রকার যোগের সাধন মনীষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। তপস্তার উপরতির নাম যম, হে সংযমি-শ্রেষ্ঠগণ! অহিংসাই যম সাধনের প্রথম কারণ জানিবে। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই কয়টি নিয়ম। যমই নিয়ম সাধনের মূলীভূত কারণ; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকল বিষয়ে আত্মবৎ প্রবৃত্ত হওয়াই অহিংসা জানিবে। ইহা আত্মজ্ঞানের সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন॥ ১—১২॥ লোকে যেটী যথার্থ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকে এবং যেটী সদনুমিত ও যেটী যথার্থ নিজে অনুভব করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ক পরপীড়াশূন্য কথনকেও সত্য বলিয়া সাধুগণ কীর্ত্তন করেন। অশ্লীল বাক্য কীর্ত্তন করিবে না, পরদোষ জানিলেও প্রকাশ করিবে না, ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার শ্রুতি আছে, এটীও সত্য। আপৎকাল উপস্থিত অর্থাৎ পোষ্যবর্গ অধিক হইতে থাকিলেও বিচারপূর্ব্বক মন ও বাক্যদ্বারা ও পরদ্রব্যের অমাদানকে অস্তেয় কহে, ইহা সংক্ষেপে কহিলাম। মানসিক, বাচনিক, কায়িক ও ক্রিয়াত্মক মৈথুনের অনিচ্ছাই ব্রহ্মচর্য্য; এই ব্রহ্মচর্য্য যতি ও ব্রহ্মচারিগণের বিশেষতঃ অবিবাহিত ব্রহ্মচারিগণের এবং সদার গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কার্য্য, এই স্থলে তোমাদের নিকট আমি বলিতেছি। স্বদারে যথাশাস্ত্র উপভোগাদি করিয়া পরদারে মানসিক, কায়িক ও ক্রিয়াত্মক মৈথুনের অপ্রবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য।—সাধুগণ, এইটীই সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকেন। মেধ্যানারী সম্ভোগ করিয়া স্নান করিবে। গৃহস্থব্যক্তি এই প্রকার করিলে যুক্তাত্মা অর্থাৎ যোগ সংলগ্নমনা ও ব্রহ্মচারী হয়, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দ্বিজ, গুরু ও অগ্নিপূজনে হিংসাকার্য্য অহিংসা হইয়া থাকে; কেন না, যথাশাস্ত্র যে হিংসা হয়, তাহাকেই অহিংসা বলিয়া মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন। বনিতাবৃন্দ, সাধুগণের সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন শবের সহিত সঙ্গত হইতে ইচ্ছা করেন না; সেই রূপ সাধুপুরুষ তাহাদিগের সহিত সঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে না। যেমন বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ কাল উপস্থিত হইলে বহির্ভূমি গমনে ইচ্ছা হয়; রতিকাল উপস্থিত হইলে স্বদারেতেও সেই প্রকার মতি করিবে, পরস্ত্রীর প্রতি এরূপ করা নিষিদ্ধ॥ ১৩—২২॥ নারী তপ্তাঙ্গার সদৃশী, পুরুষ ঘৃতকুম্ভ সদৃশ; সেই হেতুক নারীসংসর্গ দূরতঃ পরিহার করিবে। বিচার করিয়া দেখিলে ভোগদ্বারা বিষয়ের তৃপ্তি জন্মে না; সেই জন্য মন, কর্ম্ম, ও রাজ্যদ্বারা বিরাগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিবে। কেন না, বিষয়ের উপভোগে কাম কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না; বরং বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেমন বহ্নি ঘৃতদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কখনও শান্তিলাভ করিতে দেখা যায় না। সেই হেতুক মোক্ষের জন্য যোগীর কাম সর্ব্বদা ত্যাগ করা উচিত; যেহেতু অস্থিরাগী মনুষ্য নানাযোনিতে ভ্রমণ করে। হে শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞানবিদ্‌প্রবর যোগিগণ! মানবেরা কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিলেও নরকবারণ শতপুত্র জন্মিলেও বহুবিধ ফলসাধন ধনদান করিলেও মানবগণ, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না॥ ২৩—২৭॥ সেই জন্য সকল বিষয়ে বিরাগ করা উচিত। মন, বাক্যদেহ ও কর্ম্মদ্বারা রতি নিবৃত্তিকে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া মনীষিগণ, স্মরণ করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে আটপ্রকার যোগসাধনের অন্তর্ভূত "যম" বলিলাম; এক্ষণে নিয়ম কাহাকে বলে, তাহা তোমাদের নিকট বলিতেছি। যথা—শৌচ, যাগ, তপস্তা, সৎপাত্রে যথাশাস্ত্র অর্পণ, বেদাধ্যয়ন, উপস্থনিগ্রহ, ব্রত, উপবাস, মৌন, স্নান, এই দশ প্রকার নিয়ম। অনীহা, শৌচ, তুষ্টি, তপ, জপ, পদ্মক স্বস্তিকাদি আসন এই কয়টিও নিয়ম। বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের সাধ্য আভ্যন্তর শৌচই প্রধান। বাহ্য শৌচে যুক্ত হইয়া আভ্যন্তর শৌচ আচরণ করিবে; আর ভস্মস্নান, উদকস্নান, মন্ত্রস্নান এই কয়প্রকার স্নান শিবপূজকগণের করা উচিত॥ ২৮—৩২॥ অন্তঃশৌচবর্জ্জিত পুরুষ আমরণকাল মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক তীর্থজলে অবগাহন করিলেও মলিনবৎ প্রতীত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! শৈবাল, ঝষক, মৎস্যাদি প্রাণিগণ ও মৎস্যোপজীবিগণ, ইহারা সকলে জলে বিচরণ করে বলিয়া কি বিশুদ্ধ হইতে পারে? সেই হেতু যথাবিধি আভ্যন্তর শৌচ নিরন্তর করিবে। বিশুদ্ধভাবে উত্তম বৈরাগ্য মৃত্তিকাদ্বারা একবার দেহ বিলেপন করিয়া আত্মজ্ঞান রূপ জলে স্নান করিলে, মানব, শুদ্ধ হয়; এই প্রকার আভ্যন্তর শৌচ কীর্ত্তন করিলাম। আভ্যন্তর শুদ্ধ পুরুষেরই অভীষ্ট লাভ হয়, অশুদ্ধ পুরুষের সিদ্ধি কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না; স্থায়াগত বৃত্তি দ্বারা যে পুরুষ সন্তুষ্ট হয়, সেই সুব্রতই চিরসন্তোষসম্পন্ন॥ ৩৩—৩৭॥ ধনাদিলাভে সকলের সন্তোষ জন্মে বটে; কিন্তু সে সন্তোষ অচিরস্থায়ী, এজন্য তাহা সন্তোষই নহে। চিরস্থায়ী সন্তোষকে সাধুগণ সন্তোষপদবাচ্য কহেন। অবিদ্যমান বিষয়ে চিন্তা না করাই অনীহা। প্রণবজপই স্বাধ্যায় কথিত হইল; সেই প্রণবজপ অর্থাৎ স্বাধ্যায় তিন প্রকার যথা,—বাচনিক প্রণবজপ অধম, উপাংশুজপ মুখ্য, মানসজপ উত্তম হইতেও উত্তম, পঞ্চাক্ষর ক্রমে উক্ত জপস বিস্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্মদ্বারা শিবের উপাসনাকে শিবপ্রণিধান শিবজ্ঞান জানিবে। অচলা সুপ্রতিষ্ঠিতা গুরুভক্তিই শিবজ্ঞান, বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ দূরীকরণ করিলে নিগ্রহ হয়; সেই নিগ্রহই প্রত্যাহার চিত্তের স্থানে বন্ধন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্মাদি স্থানে বিষয়জালের আকর্ষণই ধারণা; এই ধারণা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল॥ ৩৮—৪২॥ ধ্যান ও বিচার দ্বারা ধারণার দৃঢ়তা

বিকল্প সমাধি হয়। তার মধ্যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান। অর্দ্ধরাত্রে চিদাভাস অর্থাৎ যে অবস্থায় চিৎ-চৈতন্যই ভাসমান হয়; স্থূল লিঙ্গ ও সূক্ষ্ম, এই ত্রিবিধ শরীরের লীনাবস্থায় অবস্থানকে সমাধি বলিয়া ও ধ্যান সমাধির কারণই প্রাণায়াম, ইহা জানিবে। প্রাণবায়ু স্বদেহ হইতেই জন্মিয়া থাকে। যম, সেই প্রাণবায়ুর নিরোধক; সাধুগণ যমকে আবার তিনরূপে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—মন্দ, মধ্যম ও উত্তম। প্রাণ ও অপানবায়ুর নিরোধের নাম প্রাণায়াম, সেই প্রাণায়ামের পরিমাণ দ্বাদশমাত্র। অর্থাৎ নিমেষ উন্মেষকালে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ জানিবে॥ ৪৩—৪৬॥ প্রাণায়ামকালে নীচাবস্থায় দ্বাদশ অঙ্গুল উদ্‌ঘাতাবস্থায় দ্বাদশ অঙ্গুল,মধ্যমাবস্থায় চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত বায়ুর গতি হয়। কেবল মুখ্য অবস্থায় ষটত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত বায়ুর গতি হয়। যথাক্রমে ঐ কয় অবস্থায় প্রস্বেদ, কম্পন, উত্থানজনক বায়ু হইয়া থাকে। আনন্দ ও যোগ এই উভয়ের লাভের জন্য নিদ্রাভাস, ঘূর্ণন, রোমাঞ্চ, ভ্রমরসদৃশ গুঞ্জনপূর্ণ, আসনবন্ধাদিকালে নিজের অঙ্গমোড়ন, কম্পন, অর্থাৎ আনন্দের আন্দোলন, স্বেদজনিত ভ্রমণ, হ্রাস, সম্বিৎমূর্চ্ছা; এই কয়টি যৎকালে হয়, তৎকালে অত্যুত্তম এবং সুশোভন প্রাণায়াম কথিত হইয়াছে। যোগ অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি প্রাণায়াম অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তির কখন ব্যসন জন্মিবে না। এইরূপে অভ্যস্যমান প্রাণবায়ু, যোগিগণের মানসিক, কায়িক দোষ সকল দহন করে এবং সম্যক্‌রূপে প্রাণায়াম অভ্যাসকারী সুবুদ্ধি যোগীর দেহও রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা স্বর্গীয় শান্ত্যাদিগণ যথাক্রমে সিদ্ধ হয়। শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ—হে দ্বিজগণ! শান্তি এই স্থলে এই চতুষ্টয়ের আদীভূত কথিত হইয়াছে। স্বাভাবিক ও আগন্তুক পাপ সকলের শান্তি হয় বলিয়া শান্তির "শান্তি" নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথাশাস্ত্র বাক্যের সংযমই প্রশান্তি! হে দ্বিজগণ! সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশের নাম দীপ্তি। সকল ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা বুদ্ধি ও প্রাণবায়ু সকলের প্রসন্নতা এবং মানসিক প্রসন্নতা শান্ত্যাদি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রসাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই প্রাণবায়ুর যে প্রসাদ, তাহারও "প্রসাদ" নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে বায়ু হইতে প্রয়ান হইয়া থাকে, সেই বায়ুর নাম "প্রাণ" এবং আহারাদির অপনয়ন করে বলিয়া "অপান" নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে বায়ু অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিশেষরূপে আনত করে এবং ব্যাধিপ্রভৃতির প্রকোপক হয়; সেই বায়ুর নাম ব্যান।" যে বায়ু, মর্ম্মস্থান সকলকে উদ্বেজিত করে; তাহা উদান নামে প্রকীর্ত্তিত। যে বায়ু, যুগপৎগাত্রব্যাপক হয়, তাহার নাম সমান। যথাক্রমে এই পঞ্চবায়ু কথিত হইল। উদ্গারে নাগবায়ু উন্মীলনে কূর্ম্ম নামক বায়ু। বিজৃম্ভণ অর্থাৎ হাইতোলাবিষয়ে দেবদত্ত নামক বায়ু, মহাশব্দকারী ও সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু জানিবে॥ ৪৭—৬৬॥ যে পুরুষ, প্রাণায়াম দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দশ বায়ুর সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, বিপ্রগণ! সেই পুরুষের শান্ত্যাদি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রসন্নতা তুরীয় সংজ্ঞক অর্থাৎ মোক্ষ ফলোপযোগী হয়। বিশ্বর, মহৎপ্রজ্ঞা, মন, ব্রহ্মা, চৈতন্য, স্মরণ, খ্যাতি, সম্বিৎ, ঈশ্বর, মতি, হে দ্বিজগণ! এই কয়টি মহত্তত্ত্বরূপা বুদ্ধির সংজ্ঞা প্রাণায়াম দ্বারা এই বুদ্ধির প্রসাদ সিদ্ধ হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দ্বন্দ্ববিশ্বরীভাবই বিশ্বর, যিনি সর্ব্ব তত্ত্বের অগ্রজ ও পরিমাণে শ্রেষ্ঠ; তিনিই মহৎ। যেটি প্রমাণের গুহাস্বরূপ; সেইটিই প্রজ্ঞা, যেটি মনন উপায় স্বরূপ; সেইটিই মন; হে ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য সাধুগণ! যাহাতে বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ত্ব আছে; তিনিই ব্রহ্মা। যেটি ভোগের জন্য সকল কর্ম্মে ব্যাপ্ত আছে, সেইটিই চিতি। লোকে যেটি স্মরণ করে, সেইটিই স্মৃতি। যাহা হইতে সফল লাভ করা যায়, সেইটিই সম্বিৎ। অনেক প্রকারে যেটি জ্ঞানাদি কর্ত্তৃক বিখ্যাত হয়,যিনি সকলতত্ত্বের অধিপতি, যিনি সকল বিষয়ক জ্ঞানবান্; তিনিই ঈশ্বর। যাহা হইতে মনন প্রমাণের বিষয় ঘটে, হে মতিমৎ সাধুগণ! সেইটিই মতি, যেটি অর্থবোধক ও জ্ঞানের বিষয়, লোকে তাহাকে বুদ্ধি বলিয়া কহে॥ ৬৭—৭৪॥ প্রাণায়াম দ্বারা এই বুদ্ধির প্রসন্নতা সিদ্ধ হয়। সংযমী পুরুষ প্রাণায়াম আশ্রয় করতঃ সকল দোষ দহন এবং ধারণ ও প্রত্যাহার দ্বারা পাতক দহন করে। বিষয় বিষবৎ মনে করিয়া ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ সকলকেও দহন করে। হে যতিশ্রেষ্ঠগণ! সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞা বর্দ্ধিতা করিবে এবং অনুক্রমে উত্তম স্থান লাভ করিয়া যোগের অষ্টাঙ্গ সকল অভ্যাস করিবে। আত্মবিৎ ব্যক্তি, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত বিধিবৎ স্বস্তিকাদি আসন সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করিবে; যে হেতুক গুরুর উপদেশ কালে যোগদর্শন কদাচ হয় না॥ ৭৫—৭৮॥ অগ্নি সন্নিকটে বা জলে বা শুষ্ক পর্ণব্যাপ্ত স্থানে যোগাঙ্গ আচরণ করিবে না। জন্তুব্যাপ্ত, শ্মশান, জীর্ণগোষ্ঠ, চত্বপথ, শব্দবিশিষ্ট স্থান, ভয়যুক্ত স্থান, চৈত্য বল্মীক ব্যাপ্ত স্থান, অশুভকর স্থান, দুর্জ্জনাক্রান্ত এবং মশকাদিসমন্বিত স্থান, এই সকল স্থানে এবং দেহ বাধা ও দৌর্ম্মনস্য-সম্ভব স্থানেও কদাচ যোগাঙ্গ অভ্যাস করিবে না। সুগুপ্ত, শুভকর, পর্ব্বতের গুহা, এই সকল স্থানে যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। সুগুপ্ত শিবক্ষেত্র বা সুগুপ্ত শিব উদ্যানে বা বাধাশূন্য এবং নির্ম্মল বায়ুপূর্ণ গৃহে জন্তুবর্জ্জিত বিজনে, দর্পণ মধ্য সদৃশ অত্যন্ত নির্ম্মল প্রদেশে, চন্দনোশীরাদি প্রলিপ্ত, বিচিত্রিত এবং উত্তম কৃষ্ণাগুরুধূপিত নির্ম্মল স্থানে, নানা সুগন্ধি কুসুমযুক্ত, উপরি বিতান শোভিত স্থানে এবং কুশপুষ্পাদিসমন্বিত স্থানে সম্যক্ প্রকারে আসনস্থ হইয়া কোন ঋষির নিকট হইতে স্বয়ং যোগাঙ্গ অভ্যাস করিবে। প্রথমে গুরু, তৎপরে ভব, দেবী, গণেশ, সশিষ্য যোগীশ্বরগণকে প্রণিপাত করিয়া যোগবিৎ পুরুষ স্বস্তিক, পদ্মাসন বা অর্দ্ধাসন অর্থাৎ সিদ্ধাসন বদ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইবে॥ ৭৯—৮৬॥ ধীমান্ পুরুষ, সমজানু বা এক-জানু হইয়া এককালীন চরণদ্বয় সঙ্কোচ করতঃ এককালীন দৃঢ়রূপে আসন বদ্ধ করিবে এবং মুখ সম্বরণ করতঃ বাহ্যইন্দ্রিয় বন্ধন করিয়া বক্ষঃস্থল অগ্রে অবলম্বন পূর্ব্বক তৎপরে পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা বৃষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষদ্বয় ও উপস্থ রক্ষা করতঃ কিঞ্চিৎ উন্নমিতশিরা হইয়া স্বকীয় নাসি

কাগ্র দর্শনকরতঃ চতুর্দ্দিক্ অবলোকন না করিয়া দন্তসমষ্টি দ্বারা দন্তসমষ্টিকে স্পর্শ করিবে না। রজোগুণ দ্বারা তমোগুণ আচ্ছাদন করিয়া সত্বগুণ দ্বারা রজোগুণ আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে সত্বগুণস্থ হইয়া শিবধ্যান অভ্যাস করিবে। পুণ্ডরীক কর্ণিকায় মন সমর্পণ করিয়া মায়াতীত, সর্ব্বোৎকর্ষসম্পন্ন অতএব দীপশিখাসদৃশ ওঁকার পদবাচ্য পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে॥ ৮৭—৯১॥ নাভির অধোভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে অর্থাৎ মূলাধারে বিদ্বান্ পুরুষ অষ্টকোণ বা পঞ্চকোণ উত্তমকমল ধ্যান করিবে অথবা অনুক্রমে নিজের শক্ত্যনুসারে আগ্নেয়• ত্রিকোণ, সৌম্যত্রিকোণ বা সৌরত্রিকোণ পথ উক্তমূলাধারে ধ্যান করিবে কিংবা সৌর, সৌম্য এবং আগ্নেয় এইরূপ আনুক্রমিক ত্রিকোণ পদ্ম মূলাধারে ধ্যান করিবে কিংবা আগ্নেয় তৎপরে সৌর ও সৌম ত্রিকোণ পথ এই অনুসারে ধ্যান করিবে। এইরূপে অগ্নির অধোভাগে ধর্ম্মাদি চতুষ্টয় (ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এই চতুর্বিধ) কল্পনা করিবে। যথাক্রমে মণ্ডলোপরি গুণত্রয়ের ভাবনা করিবে। স্বশক্তি (উমা) পরিমণ্ডিত সত্বস্থ রুদ্রকে চিন্তা করিবে। নাভিদেশে, গলে, কিংবা ভ্রূমধ্যে বা ললাটফলকে বা মস্তকে যথাবিধি রুদ্রদেবের ধ্যান সম্যক্‌রূপে আচরণ করিবে॥ ৯২—৯৬॥ যথাক্রমে দ্বিদল বা ষোড়শার প্রপদ্মে দ্বাদশার, দশার ষড়স্র বা চতুর শিবকে স্মরণ করিবে। কনককান্তি কমনীয় প্রদেশে বা তপ্তাঙ্গার সদৃশ স্থানে বা অতি শুভ্র প্রদেশে কিংবা দ্বাদশাদিত্যবৎ প্রভামণ্ডিত স্থানে বা চন্দ্রবিম্ব তুল্য শীতল প্রদেশে বা কোটি বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বালীকৃত প্রদেশে, অগ্নিবর্ণ অথবা বিদ্যুৎবলয়াভ স্থানে সমাহিত হইয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে॥ ৯৭—৯৯॥ কোটি বজ্রপ্রভামণ্ডিত স্থানে পদ্মরাগমণিকান্তিবৎ শীতল স্থানে, নীল ও লোহিত বর্ণময় প্রদেশে যোগীপুরুষ, ধ্যান অভ্যাস করিবে। হৃদয়ে মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে, নাভিপদ্মে সদাশিবকে, ললাটে চন্দ্রচূড়কে ধ্যান করিবে, ভ্রূমধ্যে স্বয়ং শঙ্করের ধ্যান, দিব্য ও শাশ্বত স্থানে শিবধ্যান করিবে। যিনি কাহারও স্বরূপ নন, যাঁহাকে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর, মঙ্গলময় ও নিরালম্ব, যাঁহাকে কেহই তর্কদ্বারা স্থাপন করিতে পারে না; যে পুরুষ বিনাশ ও উৎপত্তি বর্জ্জিত; যিনি কৈবল্য, নির্ব্বাণ ও অনুপম নিশ্রেয়স স্বরূপ; যিনি অমৃত, যাঁহার কোনকালে ক্ষরণ হয় না ও অদৃষ্টাধীন জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; যোগিগণ, যাঁহাকে মহানন্দ, পরানন্দ, যোগানন্দ, ও অনাময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যিনি হেয় উপাদেয় রহিত; যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও স্বয়ং বেদ্য; যাঁহাকে কেহই জ্ঞানের বিষয় করিতে পারে না; সেই জ্ঞানময় নির্ম্মল, নিষ্কল, শান্ত জ্ঞানরূপী পরম ব্রহ্মস্বরূপ শিবকে হৃৎপদ্মে বা মনে চিন্তা করিবে। যিনি অতীন্দ্রিয়, পরমতত্ব ও পরাৎপর, সকল উপাধিবর্জ্জিত, ধ্যানগম্য অদ্বিতীয়, রজস্তমোগুণের পরপারে সংস্থিত, সেই মহাদেবকে মনে বা হৃৎপদ্মে এই প্রকার চিন্তা করিবে: নাভিস্থানে সর্ব্বদেবময় পরমবিভু শিবকে ধ্যান করিবে॥ ১০০—১০৮॥ দেহ মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানময় দেবদেব পরমবিভু শঙ্করকে কন্তসমার্গ (প্রাণায়াম বিশেষ) দ্বারা আর উদ্‌ঘাত (দ্বাদশ মাত্রক কুম্ভক) দ্বারা ধ্যান করিবে। হে সুব্রতগণ! মধ্যম কন্তস (চতুর্বিংশতিমাত্রক কুম্ভক) দ্বারা উত্তম কন্তস (ষটত্রিংশৎমাত্রক কুম্ভক) দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ, শিবধ্যান অভ্যাস করিবে। ধীমান ব্যক্তি, সমাহিত হইয়া হৃদয়ে বা নাভিদেশে বত্রিশবার রেচন করিবে, হে দ্বিজসত্তমগণ! রেচক পূরক ত্যাগ করিয়া কেবল কুম্ভক করতঃ দেহ মধ্যে সমরস দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শিবকে স্মরণ করিবে। শিবস্মরণ কালে বিদ্বান্ পুরুষ, সমরসস্থিত হওয়ার পর একতা লাভ হইলে রসসম্ভব যে ব্রহ্মানন্দ তাহাই সমাধি, আর যাহাতে দ্বাদশ মাত্রক প্রাণায়াম বর্ত্তমান ও দ্বাদশ প্রকার ধারণা বিশিষ্ট ধ্যান যাহাতে আছে এবং যৎকালে দ্বাদশ প্রকার ধ্যান উপস্থিত হয়, সেই চিত্ত সাধারণে সমাধি মনীষিগণ, স্থির করিয়াছেন অথবা হে বিপ্রগণ! জ্ঞানিগণের সম্পর্কেতেও সমাধি জন্মিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! অতিশয় যত্ন সহকারে নবীন অভ্যাসি-পুরুষের বহুকালে, পূর্ব্ব জন্মাভ্যাসী যোগীর অল্পকালে সমাধি জন্মে; তাহাতেও বহুতর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যোগাভ্যাস করিতে করিতে কিংবা তৎকালে গুরুর সমাগম হইলে সেই সকল বিঘ্ন বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১০৯—১১৬॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম আধ্যায়।

সূত কহিলেন; প্রথম আলস্য, তৎপরে প্রমাদ, সংশয় স্থানে চিত্তের অনবস্থিতি, অশ্রদ্ধা, ভ্রান্তিদর্শন, ভ্রান্তি, ত্রিবিধ দুঃখ, তৎপরে দৌর্ম্মনস্য, ও অযোগ্য বিষয়ে চিন্তাকর্ষণ এই দশ প্রকার যোগিগণের যোগের অন্তরায় জন্মিয়া থাকে। দেহ ও চিত্তের গুরুত্বনিবন্ধন অপ্রবৃত্তিই আলস্য। ধাতুর বৈষম্য হেতুক কর্ম্মজাত ও দোষজাতই ব্যাধি, সাধন বস্তুর অচিন্তনকে সমাধি প্রমাদ কহে। এই স্থানটিই বা এইটিই উত্তম স্থান এইরূপ বিজ্ঞানই স্থান সংশয়, যোগীর অপ্রতিষ্ঠাই চিত্তের অনবস্থিতি। চিত্তের ভূমি (বিষয়) লব্ধ হইলেও সংসারনিবন্ধন ভাবরহিতা সাধনবিষয়িণী বৃত্তিই অশ্রদ্ধা চিত্তসাধ্য, গুরু, জ্ঞান আচার ও শিবাদি বিষয় বিপর্য্যয় জ্ঞানকে ভ্রান্তি দর্শন কহে॥ ১—৭॥ অজ্ঞানবশতঃ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধির নাম ভ্রান্তি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ স্বাভাবিক। ইচ্ছার বিঘাতবশতঃ চিত্তের সংক্ষোভই দৌর্ম্মনস্য; সেই দৌর্ম্মনস্য পরম বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধ করিবে। যৎকালে রজ ও তমোগুণে মন আবদ্ধ হয়, তৎকালে তাহারই নাম দুর্ম্মনঃ হয়, সেই দুর্ম্মনঃ সঞ্জাতই দৌর্ম্মনস্য, ইহার এই ব্যুৎপত্তি। হঠাৎ যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা স্বীকার করিয়া বিচিত্র বিধায় জন্তুর বিষয় লোলতাই যোগতা (পূর্ব্বে যাহার চিন্তাকর্ষণ নাম দেওয়া হইয়াছে) যোগিগণের এই কয়টি মহৎ অন্তরায় খ্যাত হইল॥ ৮—১২॥ অত্যন্ত উৎসাহযুক্ত

পুরুষেরই অন্তরায় সমুদায় বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অন্তরায় সকল প্রনষ্ট হইলে, দ্বিজগণ "যোগী" এই শব্দবাচ্য হন। ব্যবহার কালে সিদ্ধি-স্বরূপ ও সমাধির অসিদ্ধি-সূচক উপসর্গ সকল প্রবর্ত্তিত হয়; যথা, হে বিপ্রগণ! প্রতিভাই প্রথমা সিদ্ধি, দ্বিতীয়া শ্রবণা, তৃতীয়া বার্ত্তা, তুরীয়া দর্শনা, পঞ্চমী আস্বাদা, ষষ্ঠীকা বেদনা। পূর্ব্বোক্ত ছয় রকম সিদ্ধি ত্যাগ হইলে অণিমাদি সিদ্ধি সকল, মুনির সিদ্ধিদাতা হন। প্রত্যেক পদার্থে প্রতিভাবৃত্তিই প্রতিভাসিদ্ধি। যে বুদ্ধি জ্ঞানলভ্য পদার্থকে বোধ করিয়া দেয় তাহাকেই বিবেচনাবুদ্ধি কহে। সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, অতীত, দূরবর্ত্তী ও অনাগত এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা আনুক্রমিক জ্ঞানকে প্রতিভাবুদ্ধি কহে। হে যোগিগণ! সকল শব্দের স্বাভাবিক শ্রবণই পূর্ব্বোক্ত শ্রবণা কহে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি স্বরের শ্রবণ হেতুক যে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হয় সেইটিই বেদনা, স্বর্গীয়রূপের স্বাভাবিক দর্শনই ইহ দর্শনা জানিবে। সেই স্বর্গীয়বাস স্বাভাবিক যে জ্ঞান জন্মে, সেইটিই আস্বাদ ॥ ১৩—২৩ ॥ দিব্যগন্ধের তন্মাত্রা-বিষয়িণী যে সম্বিৎ অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান তাহারই নাম বার্ত্তা। হে দ্বিজগণ! সেই হেতুক যোগীরা এই জগতে আব্রহ্মলোক স্বদেহে বিদ্যমান জানিতে পারেন। হে দ্বিজগণ! ঔপসর্গিক চতুঃষষ্টি গুণ সকল বক্ষ্যমাণ গুণসমূহে গ্রথিত হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার ঔপসর্গিক দুঃখপ্রযোজক, সেই গুণ সকল সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে। হে দ্বিজগণ! পিশাচ ভবনে পার্থিবগুণ, রাক্ষস নগরে উদকময়, যক্ষ নগরে তৈজস, গন্ধর্ব্বপুরে বায়ুগুণ ইন্দ্রালয়ে আকাশরূপ, চন্দ্রালয়ে মানসগুণ, প্রজাপতি ভবনে * অহঙ্কার; ব্রহ্মালয়ে অনুত্তম বোধ বর্ত্তমান। পার্থিবাংশ অষ্ট প্রকার জলীয় অংশ ষোল প্রকার, তৈজসাংশ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, বায়ংশ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার, অকাশাংশ খণ্ড খণ্ড চত্বারিংশৎ প্রকার, কিন্তু স্থূল অংশ পঞ্চ ভূতাত্মক মাত্র। গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটী প্রত্যেকে অষ্টধা বিভক্ত করিয়া যতগুলি হইবে ততগুলি শতক্রতুর গুণ জানিবে। হে দ্বিজগণ! অষ্টচত্বারিংশৎ, ষটপঞ্চাশৎ ও চতুঃষষ্টি প্রকার ব্রাহ্মগুণ সাধু পুরুষ লাভ করিয়া থাকেন, আব্রহ্ম ভুবনে ঔপসর্গিক গুণ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে, যোগবিৎ যোগাবলম্বন করিয়া পরম সুখ লাভ করিতে পারেন। স্থূলতা, হ্রস্বতা, বাল্য, বার্দ্ধক্য, যৌবন, নানাজাতি ভূত পার্থিবাংশ পরিত্যাগ করিয়া চারি দ্বারা দেহ ধারণ। পার্থিবাংশ সতত সুগন্ধ ভোগ পার্থিবাংশের এই অষ্টগুণই মহৎ ঐশ্বর্য্য ॥ ২৪—৩১ ॥ মাতৃ গর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়া ভূমিবাসবৎ জলেতেও বাস ইচ্ছা করিবে। শক্ত হওত সমুদ্রকেও স্বয়ং পান করিতে ইচ্ছা করিবে। কিন্তু আতুর ব্যক্তি এই সকল ইচ্ছা করিবে না। এই জগতে যেখানে সে ব্যক্তি জল দর্শন ইচ্ছা করে, সেই স্থানে তাহার জল দর্শন হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে যে বস্তু ভোজনেচ্ছা জন্মে, সেই সেই রসান্বিত বস্তুই তাহার দেহবর্দ্ধক। ভাণ্ড ব্যতিরেকে হস্ত-দ্বারা জলরাশি ধারণ, পার্থিবাংশ সমন্বিত শরীরের অব্রণতা এই কয়টি জলময় উত্তম ঐশ্বর্য্য জানিবে। দেহ হইতে অগ্নি নির্ম্মাণ, অগ্নির উত্তাপজনিত ভয়ত্যাগ, লোক দগ্ধ হইলেও তাঁহাকে নিজের যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা অদগ্ধ করণ, জল মধ্যে অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহার পরিরক্ষণ, হস্তে অগ্নি গ্রহণ, স্মৃতিমাত্রে বস্তুর আগম, ভস্মীভূত জীবের পূর্ব্ববৎ নির্ম্মাণ, বায়ু ও আকাশ হইতে রূপের নিষ্পত্তি। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই চতুর্ব্বিংশাত্মক তৈজস গুণ জানিবে। মনোযায়িত্ব জীবগণের অন্তরে বাস, স্কন্ধ দ্বারা পর্ব্বতাদি মহাভার বস্তুর উদ্বহন, আবশ্যক বিষয়ে লঘুতা ও গুরুতা এবং হস্তদ্বারা বায়ু ধারণ, অঙ্গুল্যগ্রের আঘাতে সকল স্থানে ভূমির কম্পন, এই কয়টী বায়ুর ঐশ্বর্য্য ॥ ৩২—৪১ ॥ ছায়াবিহীন হইয়া ইন্দ্রিয় দর্শন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত নিত্য আকাশ গমন, দূরের শব্দ গ্রহণ, সকল শব্দে অবগাহন, তন্মাত্র লিঙ্গের গ্রহণ, সকল প্রাণির দর্শন, এই কয়টী ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা কায়ব্যূহ সামর্থ্যের বিষয় উক্ত হইল। ইচ্ছানুরূপ লাভ, সকল স্থানে ইচ্ছানুরূপ বিনির্গম, অভিভব ও সকল গোপনীয় বস্তুর নিদর্শন, ইচ্ছানুরূপ নির্ম্মাণ, বশিত্ব, প্রিয় বস্তুর দর্শন, সংসার দর্শন, এই কয়টী মানসগুণ। ছেদন, তাড়ন, বন্ধন, সংসার-পরিবর্ত্তন, সর্ব্বভূতে প্রসন্নতা, মৃত্যুকাল জয় এই কয়টী দক্ষাদি প্রজাপতি সম্বন্ধি উত্তম আহঙ্কারিক গুণ উক্ত হইল। অকারণ জগৎ সৃষ্টি, অনুগ্রহ, প্রলয়, অধিকার, লোক চরিত্রের প্রবর্ত্তন, অসাদৃশ্য, পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মাণ, সংসারের কর্ত্তৃত্ব এই অনুত্তম ব্রাহ্মগুণ ব্যক্ত হইল। ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যের মুখ্য কারণ বলিয়া বৈষ্ণবপদই প্রধান। ব্রাহ্মাই প্রধানের গুণ জানিতে সমর্থ হন। অন্য কোন ব্যক্তির প্রধান গুণ জানিবার শক্তি নাই। তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট শৈব পদ আছে। বিষ্ণুও সেই পদ অবগত নন। শুদ্ধ (মায়াশূন্য) শিবাত্মক অসংখ্যেয় গুণ কে জানিতে পারে? ব্যবহার-কালে এই সকল সিদ্ধিরূপ উপসর্গ কীর্ত্তিত হইল। পরম বৈরাগ্য দ্বারা যত্নসহকারে উক্ত উপসর্গাদি নিরোধ করিবে। যে ব্যক্তি বিষয় ও ভয়ে নাশের আতিশয্য জ্ঞাত হইয়া অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক সকল ত্যাগ করে, সেই পুরুষই বিরক্ত ॥ ৪২—৫৩ ॥ পুরুষে যে বৈতৃষ্ণ্য খ্যাত আছে, তাহাকে গুণবৈতৃষ্ণ্য কহে, বৈরাগ্যদ্বারা ঔপসর্গিক সিদ্ধি ত্যাগ করিবে। আব্রহ্ম ভুবনে ঔপসর্গিক (সমাধিকালীন পরম বিঘ্ন স্বরূপ ও ব্যবহার কালে পরম সিদ্ধিরূপ যে গুণ, তাহাকে ঔপসর্গিক ঐশ্বর্য্য কহে) ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিবে। নিরোধ করিয়া সকল ত্যাগ করিলে মহেশ্বর প্রসন্ন হন। ৫৪—৫৫ ॥ তিনি প্রসন্ন হইলে বা পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে বিমলা মুক্তি হয়। অথবা যে মুনি ভগবানের অনুগ্রহের জন্য লীলার্থ ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিয়া চেষ্টিত হইবেন, সেই পুরুষও এই প্রকার সুখী অর্থাৎ মুক্ত হইবেন। ভগবল্লীলানুকারী সেই পুরুষ কোনস্থলে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকাশে শ্রীসমেত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, কোনস্থলে বেদের সূক্ষ্ম অর্থ সংক্ষেপে উচ্চারণ করে, কোনস্থলে বা বেদার্থ অবলম্বন

* এই স্থলে প্রজাপতি শব্দে দক্ষাদি বুঝিতে হইবে।

করিয়া শ্লোক রচনা করেন, কোনস্থলে সহস্র সহস্র দণ্ডক অর্থাৎ স্তম্ভনাত্মক শ্লোক বন্ধনও পদ্মক স্বস্তিকাদি অনেক বন্ধ রচনারূপ শ্লোক বন্ধন করেন। এবং মৃগপক্ষিসমূহের শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন অর্থাৎ কোন সময়ে কিরূপ শব্দ করিলে কি প্রকার ফল হয় তাহার তাহা অবিদিত নাই অধিক আর কি বলিব, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তস্থিত আমলকবৎ হয়, হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! এবং সহস্র সহস্র বিজ্ঞান সকল সেই মহাত্মা মুনির উৎপন্ন হয়, অভ্যাস সহকারে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাঁহার স্থির হয়, যোগবিৎ পুরুষ, সকল তেজোরূপ নয়নগোচর করেন ও অনেক সহস্র দেববিম্ব বিমানেও নয়নগোচর করেন এবং সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণাদি, দেবগণ, গ্রহ, নক্ষত্র, তারাগণ, সহস্র ভুবন, পাতাল তলস্থিত প্রাণিগণও দর্শন করেন। স্বচ্ছ অতএব নিষ্কম্প, প্রসাদরূপ অমৃতপূর্ণ, সত্ত্বগুণরূপ পাত্রস্থিত আত্ম জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানতম নিহত করিয়া জীব, পরমাত্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ঈশ্বরপ্রসাদে ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, আপবর্গ এই কয়টী জীবের হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কোন বিচার করা উচিত নয়। শিবমাহাত্ম্য বিস্তারে বলিতে অযুতবর্ষেও কেহই সক্ষম হন না, হে মুনীশ্বরগণ! পাশুপতযোগে যেন নিষ্ঠা চিরস্থায়িনী হইয়া থাকে॥ ৫৬—৬৭॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! সৎপুরুষ, জিতাত্মা, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধু, আচার্য্য শিবভক্ত, এই সকলের প্রতি মহেশ্বর অতি প্রসন্ন হন্। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দয়াবান্ তপস্বিগণ, সন্ন্যাসিগণ, বিরাগী, জ্ঞানী, বশী, গৃহীতা, দাতা, সত্যবাদী, অলুব্ধ, যোগযুক্ত, শ্রুতিস্মৃতিবিদ্‌গণ এবং শ্রৌত স্মার্ত্তের অবিরোধি মনুষ্যগণের প্রতিও মহেশ্বর প্রসন্ন হন। "সৎ" এই শব্দটী ব্রহ্মবাচক, জীবগণ, ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শব্দার্থকে লাভ করেন ও ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন বলিয়া তাহারা "সৎ" এই নামে খ্যাত হন। যাহারা ইন্দ্রিয়-সাধ্য কর্ম্মবিষয়ে ও পূর্ব্ব অধ্যায়োক্ত অষ্টবিধ সাধনৈশ্বর্য্য-বিষয়ে ক্রুদ্ধ বা হৃষ্ট নহেন; তাঁহারাই জিতাত্মা নামে স্মৃত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা সামান্য দ্রব্যে ও বিশেষ দ্রব্যে যে হেতুক নিযুক্ত হন; সেই জন্য দ্বিজাতি এই নাম ধারণ করিয়াছেন। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে নিযুক্ত ও স্বর্গাদি সুখের কারণ শ্রুতিস্মৃতি বিহিত ধর্ম্মবিৎ পুরুষকেই ধর্ম্মজ্ঞ কহে। আত্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ বলিয়া গুরু হইতেও হিতকারী ব্রহ্মচারী সাধু। ক্রিয়া অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি হইতে যাহা নিষ্পন্ন হয়, সেই গৃহস্থও সাধুনামে কীর্ত্তিত হন। অরণ্যে তপস্যার সাধন করেন বলিয়া বৈখানস ও (বিশেষ ব্রহ্মচারীর নাম) সাধু। যৎকর্ত্তৃক যোগসাধিত হয় ও যিনি যতজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমে বিশেষ যত্নবান্, তিনি যতি ও সাধু, আর যাঁহারা আশ্রমধর্ম্ম সাধন করেন, মনীষিগণ, তাঁহাদিগকেও সাধুনামে স্মরণ করিয়া থাকেন॥ ১—১০॥ এই স্থলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই শব্দদ্বয় ক্রিয়াত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুশল ও অকুশলকর্ম্মই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ধারণ অর্থে ধর্ম্ম শব্দই মহৎ। অধারণ ও অমহত্ত্ব অর্থে অধর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়। আচার্য্যগণ, এই দুই শব্দের মধ্যে ইষ্ট (অভিলষিত বস্তু) প্রাপক ধর্ম্ম আর অধর্ম্মকে অনিষ্ট ফলজনক বলিয়া উপদেশ করেন। বৃদ্ধ, অলুব্ধ, আত্মবান্, অদাম্ভিক, সম্যক্ বিনীত, সরল স্বভাব এতাদৃশ ব্যক্তিই আচার্য্য হইয়া থাকেন। যিনি স্বয়ং আচারবান্ ও যিনি লোকদিগকে সদাচারসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন ও শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন তিনিই আচার্য্য। শ্রবণাধীন যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাই শ্রৌত, যাহা স্মরণাধীন নিষ্পন্ন হয় তাহাই স্মার্ত্ত। যাগ যজ্ঞদানাদি শ্রৌত ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই স্মার্ত্ত ধর্ম্ম এই অনুরূপ বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া যে গোপন না করে, যে যে গোপন করে এবং যাহারা যথাদৃষ্ট কীর্ত্তন করে, এই ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা এই লিঙ্গ পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য মৌন, নিরাহার, অহিংসা, সর্ব্বপ্রকার শান্তি, এই কয়টী তপস্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ আচরণ করে ও হিতাহিতের জন্য ব্যবহার সকল অনেকবার প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকেই দয়া কহে। অত্যন্ত দূষিত যে যে দ্রব্য ন্যায় লব্ধ হয়, গুণবান্ পুরুষে সেই সেই দ্রব্য যথাক্রমে অর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে দাতার দান লক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারিবে। দান ত্রিবিধ, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ও মধ্যম। কারুণ্যবশতঃ সর্ব্বভূতে সমভাগের নাম মধ্যম দান। শ্রুতিস্মৃতিনিষ্পাদিত বর্ণাশ্রমাত্মক ও শিষ্টাচারের অবিরোধী যে ধর্ম্ম, সেইটীই সাধুধর্ম্ম। যিনি মায়াশূন্য ও কর্ম্মফলশূন্য, তিনিই শিবাত্মা নামে খ্যাত॥ ১১—২৩॥ যিনি সকল সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই যুক্ত যোগী। জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ভয়জন্য সমস্তই অনিত্য, এই বিবেচনা করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রার্থনা বাক্য অর্থাৎ কেন বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছেন, বিষয় ভোগ করেন ইত্যাদি উপস্থিত হইলে যে পুরুষ বিষয়ে অসক্ত, সেই পুরুষই অলুব্ধ ও সংযমী। এই কর্ম্মভূমিতে আপনার জন্য বা পরের জন্য যার ইন্দ্রিয়গণ মিথ্যা অর্থাৎ অসৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না হয়, সেইখানেই শমের লক্ষণ যাইবে। অনিষ্ট হইলেও যাহার চিত্ত বিকৃত না হয়, আর ইষ্টলাভে যিনি অভিনন্দন না করেন, প্রীতি, তাপ, বিষাদ, এই কয়টী যাহার নাই; তাহার যথার্থ বৈরাগ্য। অকৃত কর্ম্মের সহিত কৃতকর্ম্মের যে ন্যাস, তাহাই সন্ন্যাস। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পরিহারকে ন্যাস বলিয়া সাধুগণ কীর্ত্তন করেন। অব্যক্ত (প্রধান) হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এই অচেতন বিকারে চেতন (জীব) অচেতন (জড়) এতৎদ্বয়ের অন্তত্ব জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্ম বিজ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের প্রতি শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে দ্বিজোত্তমগণ! এইটী ধর্ম্ম, কিন্তু অতিশয় গোপনীয় বিষয় যতগুলি আছে, আমি এখন তোমাদের নিকট তৎসমস্তই বলিব। পরমেশ্বর মহাদেবে সকল সময়ে ভক্তি করিবে; কেন

না ভক্তিযুক্ত পুরুষই মুক্তিলাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ পুরন্দর বিবিধ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীকরণ করিয়া অযোগ্য ভক্তের প্রতিও প্রসন্ন হন, ইহাতে কোন সংশয় নাই; আর জ্ঞান, অধ্যাপনা, হোম, ধ্যান, যজ্ঞ, তপ, শাস্ত্রশ্রবণ, দান, অধ্যয়ন এই সকল ভবভক্তির জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও কোন সংশয় নাই। হে মুনি-বরশ্রেষ্ঠগণ! সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রত, শত প্রাজাপত্য, মাস-সাধ্য অন্য উপবাস সকল দ্বারাও যে ভক্তি জন্মে, তাহাও মুক্তির কারণ বলিয়া জানিবে। যাহারা শিবভক্তিপরায়ণ না হয়, তাহারা গিরি গুহাশয়, লোকে (স্বর্গকামোহ গ্নিষ্টোমেন যজেত) ইত্যাদি শ্রুতি নিষ্পাদিত কর্ম্ম মার্গে আত্মভোগের জন্য পতিত হয় অর্থাৎ ভোগ লাভের আশায় নিমগ্ন হয়। শিবভক্ত জীব, দৃঢ় নিশ্চয়বশতঃ মুক্ত হয়। হে দ্বিজগণ! ভক্তদিগের দর্শনেই মনুষ্যদিগের স্বর্গাদি লাভ দুর্লভ থাকে না; ইহাতে সংশয় নাই, ভক্তদিগের দর্শনের ত কথাই নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সুরেন্দ্র এবং অন্য দেবগণের ও ভক্তি আশ্রয় করিলেই স্থিতি লাভ হয় আর মুনিগণের দর্শনে বল ও সৌভাগ্য হয়। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকালে বারাণসী-পুরীতে পিনাকী ভব, স্বপত্নী উমাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে এই সমস্ত কহিয়াছিলেন; আর রুদ্রাণী, অবি-মুক্ত আসনে সমাসীনা হইয়া পরমাত্মরূপী রুদ্রের সহিত বারাণসীপুরী লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন। শ্রীদেবী কহিলেন;—হে মহাদেব! কি উপায়ে লোক তোমাকে বশ করিতে পারে; কি উপায়ে বা তুমি পুজনীয় হও, কি উপায়ে বা লোকে তোমার সাক্ষাৎকার করিতে পারে? তপস্যা, বিদ্যা বা যোগ এই গুলি কি সাক্ষাৎকারাদির উপায় স্বরূপ? হে প্রভো! তাহা আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়। সূত কহিলেন, বালেন্দুতিলক শিব, পার্ব্বতীর বচন শ্রবণে তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক বাসস্থান হিমালয় পর্ব্বতে গিরিপত্নী মেনকাদেবীর সহিত চিরকাল স্থিতি দর্শন করিয়া বাস নির্ম্মাণার্থ পূর্ব্ব কথিত বাক্য স্মরণ করিয়া হাস্য করত পূর্ণচন্দ্রবদনা দেবীকে কহিলেন। হে দেবি! হে বিলাসিনি! তোমার মাতা যাহা কহিয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃতা হইয়াছ? এই সময়ে তুমি রমণীয়া পুরী লাভ করিয়াছ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যোগ্যা হইতেছ। পরম ব্রহ্মরূপী আমাকে দর্শন করিতে অদ্য তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, সেই প্রকার পিতামহ ব্রহ্মাও পূর্ব্বকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে শুভে! লোকপিতামহ ব্রহ্মা, শ্বেতকল্পে শ্বেত বর্ণ সদ্যোজাত পরম ব্রহ্মরূপী আমাকে দর্শন করিয়া, নীল লোহিতকল্পে রক্ত বর্ণ বামদেব-রূপী আমাকে দর্শন করিয়া, পীতকল্পে পীতবর্ণ তৎপুরুষ-রূপী আমাকে দর্শন করিয়া, অঘোরকল্পে কৃষ্ণবর্ণ ঈশ্বর দর্শন করিয়া কহিলেন, হে বাম! হে সদ্যোজাত মহেশ্বর! হে অঘোর! তুমিই সেই পুরুষ। হে মহেশ্বর! দেব-দেব! গায়ত্রী ও আমি তোমাকে দর্শন করিয়াছি, হে মহাদেব! কি উপায়ে আপনি বশ্য ও ধ্যেয় হইবেন, আপনি ভিন্ন আর কাহারও বলিবার যোগ্যতা নাই। হে দেব! কেবল আপনি উমাদেবীরই দর্শনীয় ও পূজনীয়। ভগবান্ কহিলেন, হে বারিজসম্ভব! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'যাহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই আমাকে বশ করিতে পারেন। ভগবৎ বিষ্ণু, জলনিধিতে অবস্থান করিয়া আমার ধ্যান করেন, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ, পবিত্র সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্রদ্বারা পঞ্চস্বরূপী আমাকে পূজা করে॥ ২৪—৪৯॥ হে জগদ্গুরো! হে অগুজ! আমাতে তোমার ভক্তি আছে বলিয়া অদ্য তুমি আমাকে দর্শন করিলে। তিনিও আমাকে বলেন, পূর্ব্ব-কালে আমিও তাহাকে ভাবার্থ ভাবদান করিয়াছি। হে দেবেশি! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বররূপী আমাকে তিনি হৃদয়ে দর্শন করিলেন; সেই হেতুক হে গিরিসুতে! যাহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই আমাকে বশ ও দর্শন করিতে যোগ্য হন। দ্বিজগণ শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা লিঙ্গরূপী আমাকে পূজা করেন। শ্রদ্ধাই পরম সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, তপ ও হবনীয় দ্রব্য; শ্রদ্ধাই স্বর্গ ও মোক্ষ। আমি শ্রদ্ধাসহকারে সদা দর্শনীয় হই॥৫০—৫৩॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, ব্রহ্মা পুরাণ পুরুষোত্তম মহাত্মা বামদেব মহেশ্বর আদ্যার ঈশান সদ্যোজাতকে কি প্রকারে দর্শন করিলেন, তাহা আনুক্রমিক বলিতে হইবে। সূত কহিলেন, শ্বেতকল্প একোনত্রিংশ (উনত্রিশ) জানিবে। সেই কল্প উত্তম ধ্যানবিশিষ্ট, ব্রহ্মা হইতে শিখাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ নেত্রপ্রাপ্ত, নখকরচরণ-সকল রক্তবর্ণ, একটি কুমার উৎপন্ন হইল। শ্রীমৎ বিশ্বমুখ ব্রহ্মা, সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূপী ঈশ্বর সদ্যোজাত শিশুকে হৃদয়ে করিয়া ধ্যানযোগপর হইলেন। ধ্যানযোগে সেই সদ্যোজাত শিশুকে ঈশ্বর জানিতে পারিয়া বন্দনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, তিনিই ব্রহ্ম এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইহার পার্শ্বে সুনন্দ, নন্দন, বিশ্বনন্দন, উপনন্দন, এই সকল মহাযশা শ্বেতবর্ণ তাঁহার শিষ্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন; তাঁহারা সদ্যোজাতরূপী ব্রহ্ম সেবা করেন। তাঁহার অগ্রে শ্বেতবর্ণ মহাতেজা শ্বেতনামে মহামুনি উৎপন্ন হইলেন। সেই হেতুক শ্বেত মুনিই হর। সেই সময়ে সেই শৌনকাদি ঋষিগণ পরম ভক্তিসহকারে শাশ্বত ব্রহ্মপদ ইচ্ছা করত সদ্যোজাত মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। যে দ্বিজগণ প্রাণায়ামপর ও ব্রহ্মতৎ-পরমানস হইয়া দেবদেব বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহারা সকলে নির্ম্মলান্তঃকরণ, পাশনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক রুদ্রলোক গমন করেন॥ ১—১১॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, রক্তকল্প ত্রিংশত্তম জানিবে। কে কল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা, পুত্রকামনা করিলে রক্তভূষণ নামে

মহাতেজা কুমার প্রাদুর্ভূত হইল। যাঁহার কণ্ঠে রক্ত-মাল্য, উত্তরীয় রক্তবস্ত্র, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ। অতিশয় প্রতাপশালী ব্রহ্মা, রক্তবাসা মহাত্মা কুমারকে দর্শন করিয়া পরম ধ্যান আশ্রয় করতঃ তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞান করিলেন। জগৎরথের পরম সারথি ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বামদেব কুমারকে প্রণাম করিয়া, ইনিই ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরমেশ্বর বোধে মহাদেবকে স্তব করিলেন। সর্ব্বস্বরূপ ও লোকহৃদয়বিৎ সেই পুরুষ, পিতামহ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন। হে পিতামহ! যেহেতুক তুমি পুত্রকামনায় আমার ধ্যান এবং ব্রহ্মপূর্ব্বক অর্থাৎ বামদেবায় এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলে; সেই জন্য আমাকে দেখিতে পাইলে। প্রতিকল্পে অতি যত্নসহকারে ধ্যানবল লাভ করিয়া প্রসংখ্যাত অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত লোকাধার ভূত ও নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ আমাকে জানিতে পারিবে। অনন্তর তাঁহার চারিটী কুমার উৎপন্ন হইল। তাঁহারা অতি বিশুদ্ধ, ব্রহ্মসদৃশ তেজঃসম্পন্ন ও মহাত্মা। তাহাদিগের নাম বিরজা, বিবাহু বিশোক ও বিশ্বভাবন ইহারা বীর ও অধ্যবসায়ী। ইহাদিগের পরিধেয় রক্তবস্ত্র, ইহাদিগের গলে রক্তমাল্য; গাত্রে রক্তচন্দন রক্তকুঙ্কুম অনুলিপ্ত এবং রক্ত ভস্মের অনুলেপন সুশোভিত। অনন্তর সহস্র বৎসরান্তে এই মহাত্মারা ব্রহ্মত্বে অধ্যবসায়ী এবং বামদৈবিক মন্ত্রচিন্তাপরায়ণ লোকের অনুগ্রহার্থ শিষ্টগণের হিতকামনার্থ অখিল ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার প্রীতিকর হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা পুনরায় অব্যগ্ররুদ্র মহাদেবে প্রবিষ্ট হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অন্য যাঁহারা সমাধি অবলম্বনে বাম (সুন্দর) ঈশ্বর ধ্যান করতঃ মহাদেব সাক্ষাৎকার করিবেন। তাঁহারা শিবভক্ত ও তৎপরায়ণ। নির্ম্মলমন, ব্রহ্মচারী ইহাঁরা সকলে পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরাবৃত্তি দুর্লভ রুদ্রলোকে গমন করিবেন॥ ১—১৫॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, একত্রিংশৎকল্প পীতবাসা এই নামে খ্যাত; যে কল্পে মহাভাগ ব্রহ্মা পীতবাসা হইয়াছিলেন॥ ধ্যানশীল, পুত্রকামী পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার পীতবস্ত্রধৃক্ মহাতেজা কুমার জন্মিল। তাহার অঙ্গ পীতগন্ধে অনুলিপ্ত; পীত-মাল্যে ও পীত উত্তরীয় বসনে সুশোভিত। তিনি যুবাপুরুষ, সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীতধারী, পীতবর্ণ উষ্ণীষশালী ও মহাভুজ। ধ্যানসংযুক্ত ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকাধার ভূতবিভু মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন॥ সেইকালে ধ্যানগত ব্রহ্মা মহেশ্বর মুখনির্গতা বিশ্বরূপা, শ্রেষ্ঠা মাহেশ্বরী গোদর্শন করিলেন। চতুষ্পদা, চতুর্বক্ত্রা, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা চতুঃশৃঙ্গী চতুর্দংষ্ট্রা, চতুর্মুখী এবং দ্বাত্রিংশৎগুণযুক্তা বিশ্বধন্যা ও ঈশ্বরী মহাতেজা সর্ব্বদেবনমস্কৃতা মহাদেবী গোদর্শন করিয়া সর্ব্বদেবনমস্কৃতা মহাদেবীকে পুনরায় কহিলেন; মতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি এই নামে আমি পুনঃ পুনঃ গীয়মান হই, হে মহাদেবি! এইখানে আগমন কর, মহাদেব এইরূপ কহিলে, সেই মহাদেবী মহেশ্বরী কৃতাঞ্জলি হইয়া আগমন করতঃ তাহাকে কহিলেন, হে জগৎগুরো! যোগ দ্বারা বিশ্ব আবৃত করিয়া সকল জগৎ বশে আনয়ন করুন। অনন্তর, দেবস্বামী মহাদেব তাহাকে কহিলেন, হে দেবি! তুমি রুদ্রাণী হইবে, অধিক আর কি বলিব, ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে তুমি তাহাদিগের মোক্ষরূপা হইবে। জগৎ-গুরু শিব, পুত্র কামী ধ্যানশীল পরমেষ্টিকে সেই চতুষ্পদা দান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তাহাকে পরমেশ্বরী জ্ঞান করিলেন এবং জগৎস্বামী মহাদেব হইতে চতুষ্পদা মাহেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অনুমন্ত্রিত হইয়া রৌদ্রী গায়ত্রীধ্যান করতঃ বেদসম্ভবা জ্ঞানদা রুদ্রদৈবত্যা সর্ব্বদেবনমস্কৃতা, ইনিই সেই গায়ত্রী, এইরূপ তাহাকে জপ করিয়া ধ্যানযুক্তহৃদয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে বহুশ্রুত-দিব্যযোগ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, সম্পত্তি ও বৈরাগ্য দান করিলেন। অনন্তর উহার পার্শ্বে দিব্যকুমারগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন, 'মস্তকে পীতাভ উষ্ণীষ' পীতবদন, পীতকেশপুঞ্জ। অনন্তর সেই কুমারেরা বিমলতেজস্বী, যোগাত্মা, তপস্যা বিষয়ে আহ্লাদদাতা ও ব্রাহ্মণগণের হিতার্থী এবং ধর্ম্মবল ও যোগবল উপেত হইয়া মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্নিকটে বাস করত দীর্ঘসত্রি-মুনিদিগকে মহাযোগ উপদেশ দিয়া সহস্র বৎসরান্তে পুনরায় মহেশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। অন্য যাহারা এই উপায়ে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহারা সকলে সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া পাপত্যাগ করত নির্ম্মল ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও জন্মমরণাদি রহিত হইয়া রুদ্র মহাদেবে প্রবিষ্ট হইবেন॥ ১—২১॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, পীতবর্ণ সেই কল্প গত হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুনরায় অন্যকল্প প্রবৃত্ত হইল; সেই কল্পের নাম অসিত কল্প। দিব্যসহস্রবৎসর একার্ণব হইলে ব্রহ্মা প্রজা সৃজন ইচ্ছাকরত দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিলেন। চিন্তনশীল পুত্র কালীধ্যানপরায়ণ পরমেষ্টির একটী কৃষ্ণবর্ণ পুত্র হইল। মহাতেজা ব্রহ্মা কুমার দর্শন করিলেন। সেই কুমার কৃষ্ণবর্ণ, অতিশয় বীর্য্যবান্ স্বতেজে, দীপ্যমান; তাঁহার পরিধেয় কৃষ্ণবর্ণ বসন, মস্তকে উষ্ণীষ কৃষ্ণবর্ণ; তিনি কৃষ্ণ যজ্ঞোপবীতধারী কৃষ্ণ মৌলিযুক্ত কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণচন্দনে অনুলিপ্ত। ব্রহ্মা এতাদৃশ পুত্রকে দর্শন করিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ দেবদেবেশ্বর ঘোর বিক্রম মাহাত্মা অঘোরের বন্দনা করিলেন; এবং প্রাণায়ামপর হইয়া মহেশ্বরকে হৃদয়ে করত ধ্যানযুক্তচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, অঘোরকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিলেন। ঘোর বিক্রম অঘোর, ধ্যানশীল পরমেষ্টিকে দর্শন দিলেন। অনন্তর ইহাঁর পার্শ্বে কৃষ্ণমাল্যানুলিপ্ত কৃষ্ণবর্ণ চারিটী মহাত্মা উৎপন্ন হইলেন; কৃষ্ণাস্য, কৃষ্ণবস্ত্রধৃক্, কৃষ্ণবর্ণ

শিখাযুক্ত সেই কুমারচতুষ্টয় সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যোগদ্বারা মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া শিষ্যদিগকে মহাযোগ প্রদান করিলেন; এবং পুনরায় যোগসম্পন্ন হইয়া মনোযোগদ্বারা শিবে প্রবেশপূর্ব্বক অমলনির্গুণ জগময় ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। অন্ত যাঁহারা এই প্রকার যোগদ্বারা মহাদেব চিন্তা করিবেন, তাঁহারাও অব্যয় রুদ্রে গমন করিবেন॥ ১—১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেই কল্পগত হইলে ব্রহ্মা বৃষরূপী সেই দেব দেবেশ্বরকে স্তব করিলেন। অনন্তর হর অনুগৃহীত ও তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে পরমেষ্ঠিন্! আমি এই রূপ দ্বারাই সকল সংহার করিব; ইহা স্থির জানিবে। মহাভাগ! ভয়ঙ্কর ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক ও অন্ত বিবিধ মহাপাতকও সংহার করিব। হে সুব্রত উপপাতকও এই প্রকার মৎকর্ত্তৃক সংহৃত হইবে। পিতামহ! অধিক আর কি বলিব, অতি ভয়ঙ্কর মানস বাচিক কায়িক প্রাসঙ্গিক, সাংসর্গিক, জ্ঞানকৃত, স্বাভাবিক, আগন্তুক যে সকল পাপ আছে, তাহাও বিনষ্ট হইবে। এবং মাতৃদেহ সমুৎপন্ন পাতক, পিতৃদেহস্থিত পাতক আর যা কিছু পাতকরাশি আছে, তাহাও সংহার করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। লক্ষ অঘোর মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মহা ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে। হে প্রভো! বাচনিক পাপে লক্ষার্দ্ধ জপ, বৎস! মানস পাপে তদর্দ্ধ জপ, অজ্ঞান জ্ঞানকৃত পাপে ইহার চতুর্গুণ জপ, ক্রোধজ পাপে অষ্টগুণ উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া পাপমুক্ত হয়। বীরহত্যা লক্ষ জপে বিশুদ্ধ হয়। ভ্রূণহা, কোটি জপ অভ্যাস করিবে। মাতৃহা, নিযুত জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে; এবিষয়ে সংশয় নাই। গোঘাতী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীহন্তা, আর অন্য মহাপাতকযুক্ত নরও অযুত অঘোরমন্ত্র জপ করিলে পাপমুক্ত হইবে; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক অজ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপায়ী লক্ষ অঘোর মন্ত্র জপ করিলে পাপশূন্য হইবে, ইহা স্থির জানিবে। বারুণী পানকারী লক্ষার্দ্ধ জপ, অস্নাত ভোজী সহস্র জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ ইষ্ট জপ না করে, উক্ত মন্ত্র সহস্র বার জপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যে দ্বিজ অহুতদ্রব্য ভোজন করে; সহস্র বার সেই মন্ত্র জপ করিলে তাহার শুদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি, দেবতা, অতিথি বিপ্র ইহাদিগকে অন্ন দান না করে, সহস্র অঘোর মন্ত্র জপে তাহার শুদ্ধি হইবে। যে ব্রহ্মস্বের অপহর্ত্তা ও যে সুবর্ণচোর (অশীতিরত্তিকা পরিমিত সুবর্ণকে সুবর্ণকহে) তাহার পক্ষে মনে মনে সেই মন্ত্রের নিযুত জপই শুদ্ধির কারণ জানিবে। গুরুতল্পগামী, মাতৃহন্তা, ব্রহ্মঘ্ন ইহারাও সেই মন্ত্র নিযুত বার জপ করিবে তাহা হইলে তাহাদের শুদ্ধি হইবে। পিতামহ! যদ্যপি পাপীর সম্পর্কে যে পাপ জন্মে, তাহাও তৎতুল্য রূপে কথিত হইয়াছে; তথাপি অযুত জপ মাত্রেই সে পাপ ধ্বংস হইবে। জ্ঞান-পূর্ব্বক সংসর্গাধীন পাতকী হইলে মানস লক্ষজপ করিবে। যে ব্যক্তি, মনে মনে জপ না করিতে পারে; সেই ব্যক্তি মানস চতুর্গুণ উপাংশু জপ বা অষ্টগুণ বাচনিক জপ করিবে। উপপাতকিগণের মহাপাতকীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। মহাপাতক উপপাতক ভিন্ন পাপীর তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত। এ বিষয়ে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, সুবর্ণ চুরি, গুরুতল্প গমন, এই সকল পাপ যদি ব্রাহ্মণ করে, তাহা হইলে সেই পাপকৃৎ ব্রাহ্মণ, রুদ্র দৈবত্যা গায়ত্রী পাঠ করিয়া কপিলা গোর গোমূত্র গ্রহণ করিবে। গন্ধ দ্বারা দুরাধর্ষাং ইত্যাদি মন্ত্র, মন্ত্র দ্বারা অস্পৃষ্ট ভূমি গোময় আহরণ করিবে; পণ্ডিত ব্যক্তি তেজোঽসি শুক্র ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কাপিল ঘৃত পান করিবে। আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্ষীর, দধিক্রাবেহকার্ষং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অভিনব কপিলাদধি, দেবস্তত্বা সবিতুঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশোদক পান করিবে। কিংবা অঘোর মন্ত্রদ্বারা সুবর্ণ পাত্রে একস্থ করিয়া শোভিত করিবে। কিংবা তাম্র বা পদ্মপাত্র বা শুভ পালাশদলে সকূর্চ্চ অর্থাৎ অর্থাৎ পঞ্চগব্য সমবেত সর্ব্বরত্নযুক্ত কাঞ্চন ক্ষেপণ করিয়া ঘৃতাদি দ্বারা হোম পূর্ব্বক অঘোরাখ্য মন্ত্র লক্ষ করিবে। ঘৃত, চরু, সমিদ্‌ তিল, যব ও ব্রীহি এই সকল দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ সাতবার করিয়া হোম করিবে। এই সকল দ্রব্যের অভাবে কেবল ঘৃতদ্বারা অঘোর মন্ত্র মাত্র উচ্চারণ করতঃ হোম করিয়া পুনরায় স্নান করিবে। অষ্ট দ্রোণ পরিমিত ঘৃতদ্বারা শিবকে স্নান করাইয়া পঞ্চগব্যে বিশোধন করিবে। অনন্তর স্বয়ং অহোরাত্র উপবাসপূর্ব্বক স্নাত হইয়া শিবাগ্রে কূর্চ্চ অর্থাৎ বিধি নির্ম্মিত পঞ্চগব্য পান করিবে। এবং যথাবিধি আচমন করিয়া ব্রাহ্ম গায়ত্রী জপ করিবে। এই প্রকার করিলে কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহা ইহারাও পাপমুক্ত হইবে। বীরহন্তা, গুরুঘাতী, মিত্র-বিশ্বাস-ঘাতক, স্তেয়ী, সুবর্ণ স্তেয়ী, নিরন্তর, গুরুতল্প রত, মদ্যপ, বৃষলী সক্ত, পরদার বিকর্ষক, ব্রহ্মস্ব অপহর্ত্তা, গোঘাতী, মাতৃহা, পিতৃহা, দেবনাশকারী, লিঙ্গ প্রধ্বংসক, দ্বিজাতি এই প্রকার হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে॥ ১—২৯॥ আর দ্বিজ যদি মানস বাচনিক ও কায়িক পাপ সহস্র সহস্র বার করে, তাহা হইলে উক্ত উপায় দ্বারা সদ্যোমুক্ত হইবে। আর জন্মান্তরে শত পাপ হইতেও মুক্ত হইবে। হে দ্বিজগণ! অঘোরেশ প্রসঙ্গাধীন এই গোপনীয় বিষয় তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। সেই জন্য দ্বিজগণ পাপ শুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য এই মন্ত্রজপ করিবে॥১—৩২॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ! অনন্তর, ব্রহ্মার অন্ত এক পরমাদ্ভুত কল্প আছে; সেই কল্প বিশ্বরূপ এই নামে খ্যাত; প্রলয়কাল গত ও চরাচর সৃষ্ট হইলে পুত্রকামী ধ্যানশীল পরমেষ্ঠির পুত্রীরূপে মহানাদ বিশ্বরূপা সরস্বতী অবতীর্ণা হইলেন। তিনি বিশ্বরূপ মাল্য ও

অম্বর ধারণ করিতেছিলেন। তিনি বিশ্ব যজ্ঞোপবীতিনী। তাঁহার মস্তকে বিশ্বরূপ উষ্ণীষ, তিনি বিশ্বগন্ধা বিশ্বমাতা। ভগবান্ পিতামহ, শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ সর্ব্বাভরণ ভূষিত বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে মানসিক ধ্যান করতঃ যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বব্যাপী সেই প্রভুকে বন্দনা করিলেন। হে ঈশান! তুমিই ব্রহ্ম; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! তুমি সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে বৃষভবাহন! তুমি সর্ব্বভূত নিয়ন্তা তোমাকে নমস্কার। তুমিই ব্রহ্মার অধিপতি, তুমিই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপী। হে ব্রহ্মাধিপতে! হে সদাশিব! তোমাকে নমস্কার এবং আপনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। হে ওঁকারমূর্ত্তে! দেবেশ! হে সদ্যোজাত! তোমাকে ননস্কার করি; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি মরণ ও উৎপত্তি বর্জ্জিত; এবং অদৃষ্টাধীন জন্ম কোন কালেই তোমার সম্ভব নাই।— এই জন্য তোমাকে নমস্কার করি। হে ভবোদ্ভাব! হে ঈশান! হে মহাদ্যুতে! আমাকে ভজনা কর। হে বামদেব! তোমাকে নমস্কার; তুমি জ্যেষ্ঠ ও বরদ অতএব তোমাকে নমস্কার; তুমি রুদ্র, কাল, ও রক্ষক তোমাকে শত শত নমস্কার করি। হে কালবর্ণ! হে বর্ণিন্ তোমাকে মনোরূপী নমস্কার; তুমি নিত্য বলীদিগের বল ও মনোস্বরূপ; হে বল প্রমথন! তুমিই বলী ও ব্রহ্মরূপী; হে সর্ব্বভূতের ঈশ্বর! হে ভূতদমন! তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাদেব! দেবরূপা তোমাকে নমস্কার করি। হে বামদেব! হে বাম! হে মহাত্মন্! তোমাকে নমস্কার! হে জ্যেষ্ঠ! হে বরদ! তুমিই কালহন্তা; হে মহাত্মন্! তোমাকে নমস্কার এই স্তবদ্বারা বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিলেন। যে ব্যক্তি এই মর্ত্তভূমে একবারও এই স্তব পাঠ করিবেন; সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোক গমন করিবেন॥ ১—১৬॥ যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে এই স্তব শোনাইবে; সেই ব্যক্তি পরমা গতি লাভ করিবে। ভগবান্ ঈশ, ধ্যানগত প্রণত পিতামহকে এই প্রকার বলিলেন। তোমার স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি কি ইচ্ছা কর? অনন্তর তিনি প্রণত হইয়া প্রীত মানসে, বিশুদ্ধ, প্রীত মহেশ্বরকে কহিলেন, যে, তোমার এই বিশ্বরূপ ও প্রেয়শী ঈশ্বরী বিশ্ব গো দর্শন করিতেছি ইনি কে? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে পরমেশ্বর! চতুষ্পদ চতুর্মুখী চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্ব্বক্ত্রা, চতুর্দ্দংষ্ট্রা, চতুস্তনী, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা, এই সাক্ষাৎ ভগবতী কি প্রকারেই বা ইনি বিশ্বরূপা হন, ইহার নাম কি? গোত্রইবা কি? ইনি কাহার কোন-কর্ম্মাধীন এবং কিরূপ শক্তিসম্পন্ন? বৃষধ্বজ তাঁহার বাক্য শ্রবণে, দেবশ্রেষ্ঠ আত্মসম্ভব ব্রহ্মাকে কহিলেন, সকল মন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়, পাবন, পুষ্টিবর্দ্ধন, আদি সৃষ্টি কালীন এই পরম গুহ্যবিষয় শ্রবণ কর। বর্ত্তমান এই কল্প বিশ্বরূপ নামে অভিহিত। হে প্রভো! যে কল্পে তুমি এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে দেব! আমার বামাঙ্গজাত বিকুণ্ঠাত্মজ বিষ্ণুও তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর পদ লাভ করিয়াছেন। তথা হইতে এই কল্প ত্রয়স্ত্রিংশত্তম জানিবে। তোমার পূর্ব্বে শত লক্ষ ব্রহ্মা অতীত হইয়াছে। হে মহামতে! সে বিষয় শ্রবণ কর। যে মাণ্ডব্য গোত্র তপোবলে মদীয় পুত্রত্ব লাভ করিয়াছে এবং যে আনন্দ সারূপ্যে বিশেষ অবস্থিতি করিতেছে; সেই ব্রহ্মরূপ আনন্দ জানিতে যোগ্য হইতেছে॥ ১৭—২৮॥ যোগ্য, সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, তপঃ, (কৃচ্ছ্রাদি) বিদ্যা, বিধি, ক্রিয়া, ঋত (প্রিয়ভাষা) সত্য, দয়া, ব্রহ্ম (বেদসকল) অহিংসা, সম্মতি, ক্ষমা, ধ্যান, ধ্যেয়, (ঈশ্বর সন্নিধান) দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) শান্তি, বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) অবিদ্যা (মায়া) মতি (বুদ্ধি) ধৃতি (ধৈর্য্য) কান্তি, নীতি, পৃথা (খ্যাতি) মেধা, লজ্জা, দৃষ্টি (দিব্যজ্ঞান) সরস্বতী (বাণী) তুষ্টি (সন্তোষ) পুষ্টি, ক্রিয়া (বেদবিহিত কর্ম্ম) প্রসাদ এই উত্তম গুণসকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্বরূপা তোমার প্রসূতি, ইনিই দ্বাত্রিংশ অক্ষররূপা অকারাদি বর্ণরূপা। দ্বাত্রিংশৎ গুণা প্রকৃতিই মৎকর্ত্তৃক উৎপাদিতা হইয়াছেন। হে প্রভো! ইনি ভগবৎ বিষ্ণুরও প্রসূতি বলিয়া অন্য দেবগণেরও প্রসূতি জানিবে। সেই এই ভগবতী মৎপ্রসূতি (মৎসন্নিধান হেতু যাহা হইতে প্রজার উৎপত্তি হয়) ইনিই জগৎযোনি চতুর্ম্মুখী প্রধানা, ইনিই গো এই নামে প্রতিষ্ঠিতা॥ ২৯—৩৩॥ ইনিই গৌরী, মায়া, বিদ্যা, কৃষ্ণা, হৈমবতী। তত্ত্বচিন্তকগণ ইহাকে প্রধান ও প্রকৃতি এইরূপে ব্যবহার করেন, তাহাকে অজা (নিত্যা) একা লোহিতা (রজোগুণ স্বরূপা) শুক্ল কৃষ্ণা (সত্ত্ব তমোগুণ স্বরূপা) সমানরূপা বিশ্বপ্রজাপ্রসবিনী জানিবে। আমিই অজ আমাকে বিশ্বরূপা আর ইহাকে বিশ্বরূপা গো জানিবে; ইনিই সেই গায়ত্রী। মহাদেব এই প্রকার বলিয়া সৃজন করিলেন। অনন্তর, দেবীর পার্শ্বগামী সর্ব্বরূপ কুমারগণ উৎপন্ন হইল। তাহারা কেহ জটী, কেহ মুণ্ডী, কেহবা শিখণ্ডী, কেহবা অর্দ্ধমুণ্ডী। অনন্তর তাহারা যথোক্ত যোগদ্বারা অতি তেজস্বী হইয়া মহাদেবের উপাসনা-পূর্ব্বক অখিল ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শিষ্ট ও নিয়তাত্মা হইয়া স্বর্গীয় সহস্র বৎসরান্তে জগদীশ্বর রুদ্রে প্রবিষ্ট হন॥ ৩৪—৩৯॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এই প্রকার সংক্ষেপে সদ্যাদি জন্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ ও শ্রবণ করে ও ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায় সে ব্যক্তি পরমেষ্ঠীর প্রসাদে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, কিরূপে লিঙ্গ উৎপন্ন হইল; কিরূপে লিঙ্গে শঙ্করকে পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গ বা কে? লিঙ্গী বা কে? হে সূত, তুমি বলিতে সমর্থ, ইহা আমাদিগকে বল। রোমহর্ষণ কহিলেন, দেব ও ঋষিগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! লিঙ্গ কিরূপে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং লিঙ্গে মহেশ্বর রুদ্র কি হেতু পূজ্য হন॥ ১—৩॥ পিতামহ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, লিঙ্গপ্রধান, লিঙ্গী পরমেশ্বর শিব। হে সুরোত্তমগণ! আমার ও বিষ্ণুর রক্ষার্থ সমুদ্রে ছিলেন, মহর্বিগণের

সহিত বৈমানিক সর্গ অর্থাৎ যেকল জনলোক গমন করিলে জনলোকে স্থিতি কাল পূর্ণ হইলে, সেই লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্যুগ সহস্রের পর দেবর্ষিগণ সত্যলোক প্রাপ্ত হন; তৎকালে আমার আধিপত্য না থাকায় অন্তকালে সকলই সমতা লাভ করিল এবং অনাবৃষ্টিবশতঃ সকল স্থাবর পদার্থ শুষ্ক হইল। আর পশু, মানুষ, বৃক্ষ, পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্বাদি, ইহারা সকলে যথাক্রমে সূর্য্যকিরণ দ্বারা দগ্ধ হইল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ মহাঘোর অন্ধকারময় জগৎ একার্ণব অর্থাৎ জলময় হইল; তাহাতে যোগাত্মা নির্ম্মল পরমেশ্বর, নিরুপপ্লব হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। তিনিই সহস্রশীর্ষা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সর্ব্বজ্ঞ ও দেবগণের উৎপত্তি বীজস্বরূপ। তিনি রজোগুণাবলম্বনে ব্রহ্মা, তমোগুণযোগে শঙ্কর, সত্ত্বগুণযোগে সর্ব্বগ বিষ্ণু; আর নির্গুণ সর্ব্বাত্মাস্বরূপ তিনিই মহেশ্বর। তিনি কালস্বরূপ; তিনিই কালনাভ ও সত্ত্বগুণপ্রধান; তিনি তমঃস্বরূপ এবং নির্গুণ। সেই মহাবাহু নারায়ণ সর্ব্বাত্মা এবং নিত্য ও অনিত্য-রূপ ॥ ৫—১৩॥ সমুদ্রজলশায়ী পঙ্কজলোচন নারায়ণকে তথাভূত দর্শন করিয়া আমি সেই সর্ব্বময় পুরুষের মায়ায় মুগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলাম। তুমি কে? আমাকে বল, তাঁহাকে এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া হস্তদ্বারা সেই সনাতন পরম পুরুষকে উত্থাপন করিলাম। সেই কালে সুদৃঢ় ও তীব্রহস্ত প্রহার দ্বারা তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। কমলবৎ নির্ম্মললোচন ও জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ হরি, অনন্ত শয্যা হইতে ক্ষণকাল গাত্রোত্থান করিয়া নিদ্রায় ক্লেদযুক্ত শরীরে অগ্রেস্থিত আমাকে দেখিলেন এবং সেই ভগবান্ উত্থিত হইয়া একবার মধুর হাস্য করতঃ আমাকে বলিলেন, বৎস! পিতামহ! মহাদ্যুতে! সুখে আগমন করিয়াছ ত? তাঁর সেই ঈষৎ হাস্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রজোগুণে আবিষ্ট-তর হইয়া জনার্দ্দন হরিকে আমি বলিলাম—হে অনঘ! যেমন গুরু শিষ্যকে কহিয়া থাকে, সেই প্রকার অন্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া সৃষ্টি-সংহার-কারণ আমাকে মোহ-বশতঃ বৎস! বৎস! কি জন্য প্রয়োগ করিলে? আমি জগতের কর্ত্তা সাক্ষাৎ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। আমি সনাতন অজ; আমি বিষ্ণু ও বিরিঞ্চি এবং বিশ্বের কারণ; আমিই বিশ্বময়, আমিই বিধাতা, আমিই ধাতা, পঙ্কজেক্ষণ; অতএব আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সত্বর যোগ্য হও। তিনিও আমাকে বলিলেন, আমিই জগতের কর্ত্তা, এইটি জ্ঞাত হও। আমার অব্যয় অঙ্গ হইতে তুমি অবতীর্ণ হইয়া এই বিশ্ব ভরণ ও হরণ করিতেছ। জগতের স্বামী অনাময় নারায়ণকে তুমি বিস্মৃত হইয়াছ ॥ ১৭—২৩॥ তিনি পরম পুরুষ পরমাত্মা, পুরুহূত ও পুরুষ্টুত; তিনি বিষ্ণু, অচ্যুত ঈশান এবং তিনি বিশ্বপ্রভু ও দেবগণেরও কারণ। এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ নাই, আমার মায়াবশে তুমি সমস্তই ভুলিয়াছ। হে চতুর্ম্মুখ! তুমি শ্রবণ কর, আমি সেই সর্ব্বদেবের ঈশ্বর। আমি কর্ত্তা, আমিই জগতের পালক ও হর্ত্তা; আমার তুল্য কিছু নাই; হে পিতামহ! আমিই পরমব্রহ্ম ও পরমতত্ত্ব। আমিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ; আমিই পরমাত্মা ও পরম বিভু। এই জগতে সকল চরাচর যা কিছু দেখিতেছ ও শুনিতেছ, হে চতুর্ব্বক্ত্র! সেই সমস্ত মৎস্বরূপ, এইটী তুমি জ্ঞাত হও। পূর্ব্বকালে আমি স্বয়ং চতুর্বিংশতি ব্যক্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছি। নিত্যান্ত ক্রোধোদ্ভবাদি পরমাণু, তুমি এবং নানা ব্রহ্মাণ্ড আমাকর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে। আমি বুদ্ধিকে সৃজন করিয়াছি, সেই বুদ্ধিতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে; সেই অহঙ্কার তিন প্রকার; সেই অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র-পঞ্চক মন এবং ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন; পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত হইয়াছে। তিনি এই প্রকার কহিলে, আমিও সেই প্রকার কহিলে পর, প্রলয়কালীন সমুদ্র মধ্যে রজোগুণে আরব্ধবৈর আমাদের দুইজনের রোমহর্ষণ এবং অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৪—৩২॥ ইহার মধ্যে আমাদের অগ্রে বিবাদশমন ও প্রবোধের জন্য ভাস্বর লিঙ্গ উৎপন্ন হইল। সেই লিঙ্গের আভা সহস্র-শিখা সমুজ্জ্বল প্রলয়কালগত অনলতুল্য। তাহা সাদৃশ্যহীন ক্ষয়-বৃদ্ধিশূন্য আদিমধ্যান্তবর্জ্জিত, বিশ্ববীজ, অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত। ভগবান্ হরি, তাঁহার শিখা সহস্রে মোহিত হইয়া মোহিত আমাকে কহিলেন, এই অগ্নির উৎপত্তি বিষয়ে আমাদিগের পরীক্ষাকরা উচিত। অনুপম অনল স্তম্ভের অধোভাগে আমি গমন করিব। তুমি যত্নসহকারে ঊর্দ্ধে গমন করিতে সত্বর যত্নবান্ হও। সেইকালে বিশ্বময় হরি এই প্রকার করিয়া বারাহরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে দেবগণ! আমিও শীঘ্র হংসত্ব প্রাপ্ত হইলাম। তৎকাল প্রভৃতি সকলে আমাকে হংস হংস বিরাট বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমাকে হংস হংস বলিবে, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে। দেবগণ! উত্তম শ্বেতবর্ণ, বহ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয়, চতুর্দ্দিকে উত্তম পক্ষযুক্ত, মন এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী হইয়া আমি ঊর্দ্ধে আগমন করিলাম। বিশ্বময় নারায়ণ,—নীলাঞ্জন সদৃশ, দশ যোজন বিস্তৃত, শত যোজন আয়ত, মেরুপর্ব্বতের ন্যায় শরীরধারী, গৌর, তীক্ষ্ণাগ্র-দংষ্ট্রাবিশিষ্ট, প্রলয়কালীন আদিত্যতুল্য কান্তিধারী, দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট, মহাশব্দকারী হ্রস্বপাদ, বিচিত্রাঙ্গ, জয়শীল, দৃঢ়, অনুপম কৃষ্ণবর্ণ বারাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালে গমন করিলেন, এবং সহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া বিষ্ণুও অধোগমন করিলেন ॥ ৩৩—৪৩॥ শূকররূপী ভগবান্ এই লিঙ্গের মূল অল্প পরিমাণেও দেখিতে পাইলেন না। আমিও তাবৎ-ঊর্দ্ধে গমন করিলে পর সর্ব্বপ্রযত্নে সত্বর তাঁহার অন্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অন্ত না দেখিতে পাইয়া শ্রান্ত হইলাম; এবং অহঙ্কারবশতঃ অধোগমন করিলাম। দেবগণের উৎপত্তি বীজস্বরূপ সেই মহাকায় ভগবান্ বিষ্ণু, সেই প্রকার শ্রান্ত ও ভয়কম্পিতলোচনে সত্বর উত্থিত হইলেন। সেই মহামনা বিষ্ণু, আমার সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক মায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধ ও সংবিগ্ন মানসে শম্ভুর অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। পশ্চাতে, পার্শ্বদেশে ও অগ্রভাগে পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া আমার সহিত ইহা কি, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! সেই-কালে সেই স্থানে ওঁ ওঁ এই শব্দ স্বরূপ, সুব্যক্ত প্লুত স্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। কি মহৎশব্দ উৎপন্ন হইল?

এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাপুরুষ, আমার সহিত লিঙ্গের দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যভাগে অকার উকার ও মকার দর্শন করিলেন; তাহার অন্তে নাদ। সেই বর্ণত্রয়েই ওঙ্কার। অকারের বর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উকার অনল তুল্য। আর মকার চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ। তাহার উপরিভাগে সেই সময়ে শুদ্ধস্ফটিকবৎ প্রভুকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৪—৫৩ ॥ তিনি তুরীয়াতীত, অমৃত অর্থাৎ নাশশূন্য নিষ্কল অর্থাৎ ভাগশূন্য, যাহা হইতে তরণোপায় নির্গত হইয়াছে; তাঁহা হইতে সুখদুঃখাদিরূপ ভিন্ন পদার্থ নির্গত হইয়াছে; যিনি অদ্বিতীয়; যিনি ভেদশূন্য ও অপরিচ্ছিন্ন; যি[illegible] ও অভ্যন্তর স্বরূপ; যিনি বাহ্যজগতে ও অভ্য-
যিনি [illegible]মান; যিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত;
ন্তর জগতে ব[illegible] অকার উকার মকাররূপা যাহার
যিনি আনন্দেরও কারণ; [illegible] অর্থাৎ প্রণবশব্দ-
তিনমাত্রা, যাহার অর্দ্ধেক অর্দ্ধেকমাত্রা। [illegible]
স্বরূপ; যিনি শব্দব্রহ্ম। ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ তাহার মাত্রারূপে অবস্থিত। মাধব, এইপ্রকার জ্ঞাত হইয়া এই বেদ শব্দ হইতে বিশ্বময় পরমেশ্বরকে চিন্তা করিলেন, সেই সময়ে বেদনামা ঋষি উৎপন্ন হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু, বেদনামা ঋষিদ্বারা পরমেশ্বর শিবকে জ্ঞাত হইলেন। বেদ কহিলেন, মনের সহিত বাক্যও যাঁহাকে লাভ না করিয়া নিবর্ত্ত হয়, সেই রুদ্র চিন্তাতীত; কেবল তিনি একাক্ষর অর্থাৎ প্রণবদ্বারা বাচ্য হন। তিনি সত্যস্বরূপ আনন্দময়, তিনি পরম সত্যপরাৎপর পরম ব্রহ্মস্বরূপ। অকারাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা কেবল একাক্ষর অকার দ্বারা বাচ্য হন, আর উকারাখ্য পরম কারণ হরি তিনিও একাক্ষর দ্বারা বাচ্য; ভগবান্ নীললোহিত সেই একাক্ষর বাচ্য, মকার দ্বারা অকারাখ্য পুরুষ। সৃষ্টিকর্ত্তা, উকারাখ্য পুরুষ জগতের মোহক; মকারাখ্য পুরুষ সেই পুরুষদ্বয়ের নিত্য অনুগ্রহকারী হইয়া থাকেন ॥ ৫৪—৬২ ॥ মকারাখ্য বিভু বীজী, লোকে অকারকে বীজ কহে, উকারাখ্য প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হরি যোনিস্বরূপ। নাদবাচ্য মহেশ্বর যোনিবীজী এবং বীজস্বরূপ। সেই বীজ স্বেচ্ছাক্রমে নিজ আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অবস্থিত আছেন। জগৎপ্রভু রুদ্রের লিঙ্গ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অকারাখ্য বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই বীজ চতুর্দ্দিকে উকার যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, আদি ও অক্ষর অর্থাৎ নিত্য এই সুবর্ণময় অণ্ডপ্রভব পদার্থ সকল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইল এবং অনেক বৎসর ব্যাপিয়া সেই দিব্য অণ্ড জলমধ্যে ব্যবস্থিত ছিল। তাহার পর সহস্র বৎসরান্তে জলমগ্ন আত্মাচ্ছুত সেই অণ্ডকে সাক্ষাৎ আদ্যাখ্য ঈশ্বর দ্বিধা করিয়াছিলেন। সেই অণ্ডের সুবর্ণময় মঙ্গলজনক যে কপাল ঊর্দ্ধে সংস্থিত ছিল; সেই কপাল হইতে স্বর্গ, এবং অপর কপাল হইতে পঞ্চলক্ষণা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অণ্ডোদ্ভব অকারাখ্য চতুর্ম্মুখ উৎপন্ন হইলেন। তিনিই সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, সেই প্রভুই ত্রিবিধ। যজুর্ব্বেদের উপনিষদ্ভাগ এইরূপ ওঙ্কার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, ঋগ্বেদ এবং সামবেদ, যজুর্ব্বেদের কথা শ্রবণে সাদরে তাহার অনুমোদন করিয়া,—বলিলেন হে হরে! হে ব্রহ্মন্! এই কথাই বটে। বেদবাক্য হইতে দেবেশকে জানিতে পারিয়া বৈদিক মন্ত্র দ্বারা আমরা মহোদয় মহেশ্বরের স্তব করিলাম। নিরঞ্জন সেই মহাপুরুষ, আমাদিগের উভয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দিব্যশব্দময় রূপ ধারণ করতঃ হাস্য করিতে করিতে সেই লিঙ্গে অবস্থান করিলেন। সেই পুরুষের মস্তক অকার, ললাট দীর্ঘ অর্থাৎ আকার, দক্ষিণ নেত্র ইকার, বামলোচন ঈকার, তাহার দক্ষিণ কর্ণ উকার, বামকর্ণ ঊকার; সেই পরমেষ্ঠির দক্ষিণ কপোলে ঋকার; বাম কপোল ৠকার; তাঁহার উভয় নাসাপুটে যথাক্রমে ঌকার ৡকার; তাঁহার ওষ্ঠ একার ঊর্দ্ধ ঐকার; সেই বিভুর অধর ওকার, দন্তপংক্তি ঔকার; তাঁহার তালুদ্বয় অনুস্বার ও বিসর্গ। তাঁহার দক্ষিণ দিক্‌স্থ পঞ্চ হস্ত কাদি পঞ্চ অক্ষর; এবং বামভাগস্থ পঞ্চহস্ত চাদি পাঁচটী অক্ষর জানিবে। টাদি পঞ্চাক্ষর তাঁহার দক্ষিণ পাদ; তাদি পঞ্চাক্ষর তাঁহার বাম পাদ ॥ ৬৩—৭৮ ॥ পকার তাঁহার উদর, ফকার তাঁহার পার্শ্ব; বকার বামপার্শ্ব; ভকার স্কন্ধ। মকার শম্ভুর হৃদয়, যকার হইতে সকারান্ত বর্ণ পরম যোগী মহাদেবের সপ্তধাতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। হকার তাঁহার আত্মরূপ; ক্ষকার ক্রোধ জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণু, উমার সহিত ভগবান্ মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় ঊর্দ্ধ দিকে ওঁকারপ্রভব কলাপঞ্চক-সংযুক্ত মন্ত্রকেও দর্শন করিলেন। পুনরায় তিনি, শুদ্ধ স্ফটিকসংকাস, মেধাকর সকল ধর্ম্ম ও অর্থসাধক শুভ অষ্টত্রিংশৎ বর্ণাত্মক সর্ব্ব বিদ্যামন্ত্র হইলেন। গায়ত্রীর মধ্যে প্রধান, চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরযুক্ত চতুষ্কল অনুত্তম বশ্যকারক হরিতবর্ণ রুদ্রগায়ত্রী মন্ত্র, অভিচার ক্রিয়ায় অতিশয় প্রয়োজনীয় অষ্ট কলাযুক্ত, ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ণাঢ্য কৃষ্ণবর্ণ অথর্ব্ব বেদোক্ত অঘোর মন্ত্র। যাহাতে পঞ্চত্রিংশৎ শুভ অক্ষর বিদ্যমান; যেটী অষ্টকলাযুক্ত শান্তিকর ও উত্তম শ্বেতবর্ণ, সেইটী যজুর্ব্বেদোক্ত সদ্যোজাত মন্ত্র ॥ ৭৯—৮৬ ॥ যাহার আদিতে জগতীচ্ছন্দে সন্নিবেশিত, যেটী বৃদ্ধি ও সংহারের কারণ ও রক্তবর্ণ যাহাতে ত্রয়োদশকলা বর্ত্তমান; সেই মন্ত্রই সামবেদপ্রভব বমদেব । মন্ত্র। এই মন্ত্রপ্রবরের ষড়ধিক ষষ্টিবর্ণ। ভগবান্ বিষ্ণু, এই পঞ্চমন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিলেন। অনন্তর যিনি ঋক্, যজু ও সামবেদ স্বরূপ; যিনি ঈশান; যাঁহার মুকুট "ঈশান" এই মন্ত্রস্বরূপ; যাঁহার আস্য তৎপুরুষ মন্ত্র, চতুঃষষ্টিকলাই কান্তি; যিনি পুরাতন পুরুষ, করুণহৃদয় ও হৃদ্য; যাঁহার গুহ্যস্থান সুন্দর; যাঁহার চরণ "সদ্যোজাত" এই মন্ত্র; যিনি সদাশিব, মহাদেব ও মহাভোগীন্দ্র ভূষণ; যাঁহার চরণ ও বদন বিশ্বময়; ভগবান্ হরি সেই ব্রহ্মার অধিপতি ও সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারের কারণ মহাদেব শঙ্করকে দর্শন করিয়া পুনরায় ইষ্টবাক্য দ্বারা বরদ সেই ঈশ্বরকে স্তব করিলেন ॥৮৭—৯২ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বিষ্ণু কহিলেন, হে রুদ্র! একাক্ষররূপী তোমাকে নমস্কার; হে আদ্যরূপিন্! আকাররূপী তোমাকে নমস্কার;

হে আদিদেব! হে বিদ্যাদেহ! উকাররূপী তোমাকে নমস্কার। হে শিব! তুমি পরমাত্মা ও মকার; তুমি সূর্য্য অগ্নি সোমবর্ণ; তুমি যজমান। হে রুদ্র! তুমি অগ্নি ও রুদ্রাধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি শিব, শিবমন্ত্র, তুমি সদ্যোজাত ও বেধা। হে বামদেব! তুমি অমৃত, বরদ, তুমি বাম, তোমাকে নমস্কার। হে অতিঘোর! হে সদ্যোজাত! হে অঘোর! বেগরূপী তোমাকে নমস্কার। হে ঈশান! তুমি শ্মশান অর্থাৎ কাশীক্ষেত্র; হে অতি-বেগ! তুমি বেগবান্; হে ঊর্দ্ধলিঙ্গ! তুমি লিঙ্গী (বিচিত্ররূপী), হে জ্ঞেয়! দেব তোমাকে নমস্কার। হে হেমলিঙ্গ! তুমি হেম, তুমি জল কারণ ও জল, তুমি মঙ্গলময়; হে শিবলিঙ্গ! তুমি ব্যোমরূপী বা সর্ব্বব্যাপী; তুমি বায়ু ও বায়ুবৎ বেগশালী বায়ুব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। হে তেজোব্যাপিন্! তুমি তেজ ও তেজোভর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। হে জলভূত! তুমি জল ও জলব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও পৃথিবীব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। হে গণাধিপতে! তুমি শব্দ, স্পর্শ, তুমি রস, গন্ধ, তুমি গুহ্য হইতে গুহ্যতম; অতএব তোমাকে নমস্কার! হে অনন্ত-পদার্থের আশ্রয়! তুমি অনন্ত ও বিরূপ অর্থাৎ গরুড়। হে বারিগর্ভ! হে যোগিন্! তুমি শাশ্বত ও বরিষ্ঠ। হে জন্মমূর্ত্তে! ব্রহ্মা ও আমি এই উভয়ের মধ্যে তোমাকে প্রকাশমান দেখিতেছি। হে সংহার-মূর্ত্তে! হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা এবং নিরন্তর সাধুদিগকে রক্ষা করিতেছ ও যথা-সময়ে আপনাতে তাহাদিগকে আবার লীন করিতেছ। হে অচেতন! লোকে তোমাকেই চিন্তা করিয়া থাকে এবং তুমি জীবগণের জন্ম মরণ ক্লেশ হরণ করিয়া থাকে। তুমি নীরূপ এবং সাধকের জন্ম রূপবান্ হইয়াছ। হে অনঙ্গ! হে অনঙ্গহারিন্! তোমাকে নমস্কার। ভানু, সোম অগ্নি ইহারা তোমা হইতে উৎপন্ন ও তোমার শরীর ভস্মলিপ্ত। হে হিমালয়বিহারিন্, হে শ্বেত! শ্বেতবর্ণ তোমাকে নমস্কার। হে শ্বেত লোহিত তুমি সু-শ্বেতবর্ণ তোমার বদন অতি সুন্দর। হে শ্বেতবক্ত্র! হে মহাস্ত! হে শ্বেতশিখ! তোমাকে নমস্কার। হে হর! হে শব্দময়! তুমি বিশিষ্ট, তুমি দুন্দুভি, হে বিরূপ! হে শতরূপ তুমি নিরন্তর কেতুমান্ হইয়া লোকের অদৃষ্ট রূপে পরিণত হও, হে কপর্দ্দিন্! হে পিনাকিন্! তুমি কখন দম্পতিরূপ হইয়া লোকদিগকে সুখী কর বা কখন শোকরূপে পরিণত হও। কিন্তু তোমার শোক নাই। হে পাশনাশিন্! তোমার কর্ম্ম-রজ্জু নাই; কিন্তু লোকের শিক্ষার্থ ও দুষ্টদমন জন্য কখন উক্ত কর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ হও; অতএব তোমাকে নমস্কার॥ ১—১৫॥ হে সুবক্ত্র! তোমার অগ্রভাগ অতি সুন্দর! তুমি উত্তম হোত্র ও হবিষ্য হে সুব্রহ্মণ্য! তুমিই বিদ্বান্ অর্থাৎ বিদ্যা থাকে ত তোমাতেই আছে। তোমাকে কেহই দমন করিতে পারে না; কিন্তু আপনা আপনি দমন হও। হে কঙ্কণীকৃত পন্নগ! তুমি কঙ্ক অর্থাৎ কপট দ্বিজ-স্বরূপ ও যম-স্বরূপ। হে সনাতন! হে সনন্দন! হে সনৎকুমার! তোমাকে নমস্কার। হে সনৎকুমার! হে মহাত্মন্! [illegible] করিয়াছ বলিয়া তোমার [illegible]

ও বিরজা, তোমাকে নমস্কার॥ ১৬—১৯॥ হে মেষবাহন! তুমি স্বারস্বত ও মেষ স্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্খপাল ও শঙ্খ, তুমি রজঃ ও তমঃ। হে শিব! হে রুদ্র! তুমিই প্রধান, তুমি বিবাদ শূন্য ব্যক্তির বরদাতা; তুমি বিবাহু ও সুবাহু, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে সংহার-কারণ! তুমি জীবের সংসার অর্থাৎ জনন মরণাদি স্বরূপ। তুমি চতুর্ব্যূহাত্মক ও ত্রিগুণাত্মক তোমাকে নমস্কার। হে স্বামিন্! হে জগৎ ব্যাপক! তুমি আত্মা ও ঋষি। তুমি মোক্ষ-কর্ত্তা ও মোক্ষ-স্বরূপ কিংবা তুমিই মোক্ষ। তুমি নারায়ণ অর্থাৎ নরগণের আশ্রয় ও সর্ব্বময়। হে আদিদেব! হে হিরণ্যগর্ভ! তোমাকে নমস্কার। হে মহাদেব! হে দেবেশ্বর! তুমি প্রজাপতি ও তাহাদিগের সমষ্টিকারণ, তুমি অজ ॥২০—২৬॥ হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি ব্রহ্মা, তুমি শর্ব্ব, সত্য ও শমন; তোমাকে নমস্কার। হে মহাত্মন্! তুমি চিতি স্বরূপ কিংবা সাক্ষাৎ চিতি। হে স্মৃতিরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে জ্ঞান-গম্য! তুমি জ্ঞান ও সম্বিদ্। হে নীলকণ্ঠ! শিখররূপী তোমাকে নমস্কার। হে স্থানো! হে অব্যক্ত! তোমার অর্দ্ধ-শরীর নারীস্বরূপ; তুমি একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিভেদক। হে ভব! তুমি সোম তুমি সূর্য্য ভবহারী তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! হে ঈশ্বর! তুমি লোকের যশস্কর ও নিজের ইচ্ছায় ক্রীড়া কর; হে অম্বিকাপতে! হে উমাপতে! তুমি হিরণ্যবাহু ও হিরণ্যরেতা তোমাকে নমস্কার ॥২৭—৩২॥ শিতিকণ্ঠ! হে নীলকেশ! তুমি বিশ্বস্বরূপ; হে কপর্দ্দিন্! সর্পগণ তোমার অঙ্গের ভূষণ, তোমাকে নমস্কার। হে বৃষারূঢ়! তুমি সর্ব্বহর্ত্তা ও কর্ত্তা, তোমাকে শত শত নমস্কার। হে বিভো! হে বীররমণ! তুমি অতিরাম, হে রামনাথ! তোমাকে নমস্কার। হে রাজাধিরাজ! হে রাজপতি! হে পালাশাঙ্কৃত! তোমাকে নমস্কার। হে রক্ষাধিপতে! তোমাকে নমস্কার। হে গোপতে! তোমার ভূষণ কেয়ূর; হে শ্রীকণ্ঠ! হে নাথ! লিকুচপাণি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে ভুবনেশ! হে বেদশাস্ত্র! তোমাকে নমস্কার। হে রাজহংস! তুমি সারঙ্গ, তোমাকে নমস্কার। তোমার অঙ্গদ ও হার কনকময়; তুমি সর্পোপবীতধারী; সর্পগণ তোমার কুণ্ডলমালাসদৃশ হইয়াছে; এবং তুমি তাহাদিগকে কটি সূত্রবৎ করিয়াছ। হে শিব! বেদই তোমার বাসস্থান; তুমি জীবের আধানস্বরূপ কিংবা বিশ্বের আধান। ব্রহ্মা কহিলেন, হরি, আমার সহিত একত্রে স্তব করিয়া বিরত হইলেন, এই স্তব সকলের প্রধান এবং সকল পাপ নাশ করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিবে, বা বেদ-পারগ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে; সেই ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে রত হইলেও ব্রহ্মলোক গমন করিবে, সেই হেতু এই স্তব প্রতিদিন জপ ও পাঠ করিবে এবং উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শোনাইবে। সকল পাপ ক্ষালনের জন্যই এই স্তব বিষ্ণু-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ৩৩—৪২॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর মহাদেব কহিলেন, হে সুরসত্তমদ্বয়! আমি প্রীত হইয়াছি, আমাকে উভয়ে দর্শন কর ও ভয় পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বকালে আমার গাত্র হইতে অতি বলবান্ তোমরা উভয়ে প্রসূত হইয়াছ। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে লোক পিতামহ ব্রহ্মা, বাম পার্শ্বে আমার হৃদয়জাত বিশ্বাত্মা বিষ্ণু অবস্থিত। তোমাদের দুইজনের স্তবে সম্যক্ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা যা অভিলাষ করিয়াছ, সেই বরদান করিতেছি। পরমেশ্বর, বিষ্ণুকে এই প্রকার কহিয়া কৃপানিধি সেই রুদ্র সুন্দর হস্তদ্বয়দ্বারা কৃপাপ্রকাশ করত স্পর্শ করিলেন। অনন্তর নারায়ণ প্রহৃষ্টচিত্তে মহেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া লিঙ্গদেহশূন্য লিঙ্গস্থিত জগন্নাথকে কহিলেন, যদি প্রীত হইয়া থাক ও যদি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাতে আমাদের অব্যভিচারিণী ভক্তি যেন প্রতিদিন হয়। হে দেবগণ! চন্দ্রভূষণ বিশ্বেশ্বর নিজের আত্মায় অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা দান করিলেন। তিনি আবার ব্রহ্মা বিষ্ণুকেও অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা দান করিলেন। নারায়ণ স্বয়ং পুনরায় ক্ষিতি-নিহিত জানু হইয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবেশ! আমাদিগের অতি আশ্চর্য্য বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে; আমাদিগের বিবাদ শমনের নিমিত্ত আপনি এই খানে উপস্থিত আছেন। হর, তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত মস্তকে কৃতাঞ্জলি হরিকে ঈষৎহাস্য করত কহিলেন॥ ১—১০॥ হে! ধরণীপতে! তুমি প্রলয় স্থিতি ও সৃজনের কর্ত্তা। বৎস! হে হরে! এই চরাচর বিশ্বপালন কর। হে বিষ্ণো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভব এই নামে আমি তিন প্রকার এবং সৃজন, পালন ও লয় এই ত্রিতয় গুণবিশিষ্ট নিষ্কল পরমেশ্বর জানিবে। হে বিষ্ণো! মোহ পরিত্যাগ কর, এই পিতামহকে পালন কর পাদ্মকল্পে পিতামহ ব্রহ্মা তোমার পুত্র হইবেন। তৎকালে তুমি আমায় দেখিতে পাইবে এবং পদ্মযোনিও আমাকে দেখিতে পাইবেন। ভগবান্ এই কথা কহিয়া সেই খানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন হইতে লিঙ্গের অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। লিঙ্গ বেদী মহাবেদী; লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর। লয় করেন বলিয়া লিঙ্গ নাম হইয়াছে, হে সুরগণ! যে ব্রাহ্মণ, লিঙ্গ সন্নিকটে লিঙ্গের আখ্যান নিত্য পাঠ করে; সে বিপ্র শিবতা লাভ করিবে, এই বিষয়ে বিচার করিবে না॥১১—১৭॥

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন; পাদ্মকল্পে পুরাকালে ব্রহ্মা কেমন করিয়া পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? কি প্রকারেই বা পুরুষোত্তম বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া ভবকে দর্শন করিয়াছেন। হে সূত! সম্প্রতি এই সকল বিষয় বলিতে বিশেষ যত্নবান্ হও। সূত কহিলেন, এই জগৎ অতি ভয়ঙ্কর ও অন্ধকারময় বিভাগশূন্য একার্ণব ছিল। যিনি পুরুষসাধ্য শ্রেষ্ঠ; যাঁহাকে লোকে যোনি বলিয়া থাকে; যিনি অষ্ট-পত্র-বিশালাক্ষ, যাঁহা হইতে সর্ব্বতত্ত্বাগণউদ্গীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই শঙ্খ চক্র গদাধর, জলধররুচি, পদ্মলোচন, কিরীটী শ্রীপতি, হরি, তিনিই নারায়ণ, যোগাত্মা ও যোগবিৎ; সেই পুরুষ অনির্ব্বচনীয় যোগ আশ্রয় করিয়া অন্ধকার সদৃশ কান্তিমৎ সহস্রফণাবিশিষ্ট উত্তম মহামূল্য আসনাবৃত অনন্তের দেহে একার্ণব জগতে একমাত্র প্রভু হরি সেই মহৎ পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন॥ ১—৬॥ অক্লিষ্টকর্ম্মা, জগৎকারণ, সেই অনন্ত শয্যায় শয়ান বিষ্ণু অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিবার জন্য নাভিদেশস্থিত একটি পুষ্কর সৃজন করিলেন। সেই পদ্ম শতযোজন বিস্তীর্ণ, তরুণ আদিত্যসদৃশ ও হীরকমৃণাল। হিরণ্যগর্ভ, জিতেন্দ্রিয় বিশালাক্ষ চতুর্বক্ত্র ব্রহ্মা, ক্রীড়ামান সেই পুরুষের সমীপে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সুগন্ধি দিব্যপদ্ম দ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া উত্তম বাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন। হে সৌম্য! আপনি কে? জলমধ্য আশ্রয় করত শয়ন করিতেছেন। অনন্তর অচ্যুত ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করতঃ তাদৃশ পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান ও প্রত্যুত্তর করিলেন। আমি জগন্নিবাস, অতএব প্রতিকল্পে আমার এই আশ্রয় জানিবে এবং যাকিছু কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া থাক, সেইটী মৎকৃত; আমিই স্বর্গ ও পৃথিবী এবং আমিই পৃথিবীর পরম স্থান। ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় কহিলেন, তুমি কে? কোথা হইতেই বা আমার নিকটে আগমন করিলে পুনরায় কোথায় বা যাইবে এবং তোমার আশ্রয় বা কোথায়? বিশ্বমূর্ত্তি তুমি কে? মৎকর্ত্তৃক তোমার কি কর্ত্তব্য সাধন হইবে? ভগবান্ হরি এই প্রকার কহিলে পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, শম্ভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে আমি জানিতে পারি নাই; আপনিও তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে জানিতে পারেন নাই; আপনি যাদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রজাপতি, আমিও তাদৃশ সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রজাপতি। ব্রহ্মার সবিস্ময় বাক্য শ্রবণ করিয়া হে নাথ! "আমিই বিশ্বকারণ ও বৈকুণ্ঠ" এই প্রকার জ্ঞান আজ আমার উপস্থিত হইল। বিষ্ণু মহাযোগ অবলম্বন করিয়া পরম কৌতুহলে ব্রহ্মার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাতেজা নারায়ণ, উদরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সপ্তসমুদ্র ও অষ্টকুলাচলসমেত এই সেই অষ্টাদশ দ্বীপ। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাকুল, ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সনাতন সপ্তলোক বর্ত্তমান; কি আশ্চর্য্য! তপস্যাপ্রভাব, এইকথা পুনঃ পুনঃ কহিয়া বিবিধলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্রবৎসর ভ্রমণ করিয়াও যখন অন্ত দেখিতে পাইলেন না; তখন ব্রহ্মমুখ হইতে নির্গত হইয়া পতগেন্দ্র স্বামী জগৎবিধাতা নারায়ণ পিতামহকে কহিলেন॥ ৭—২৪॥ পিতামহ! আমি ভগবান্, আমি আদি অন্ত ও মধ্য; আমি কাল, দিক্ ও আকাশ। হে অনঘ! তোমার উদরের অন্ত দেখিতে পাইলাম না, এই কথা কহিলে হরি পুনরায় পিতামহকে কহিলেন, আমিই ভগবান্ আমার শাশ্বত উদরে প্রবেশ করিয়া হে সুরোত্তম অনুপম এই সকল দ্বীপাদি তুমি দর্শন কর। অনন্তর আহ্লাদযুক্ত বাক্য শুনিয়

তাহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীপতির উদরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার গর্ভস্থ সেই সকল লোক দর্শন করিলেন হরি, উদরে পর্য্যটন করিয়াও যাহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু, পিতামহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সকল দ্বার নিরোধপূর্ব্বক আমি সুখে প্রসুপ্ত হইব, এই চিন্তা করিয়া শীঘ্রই এইরূপ করিতে মন করিলেন॥ ২৫—২৯॥ অনন্তর দ্বার সকল আচ্ছাদিত দর্শন করিয়া আত্মরূপ সূক্ষ্ম করত নাভিদেশস্থিত দ্বার লাভ করিলেন। পশ্চাৎ চতুরানন পদ্মসূত্রানুসারে দেখিলেন ও পুষ্কর হইতে আত্মরূপ উদ্ধার করিলেন। পদ্ম-গর্ভের ন্যায় কান্তিমান্ ব্রহ্মা অরবিন্দ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনিই স্বয়ম্ভূ ও জগৎ-যোনি। ইতিমধ্যে জলমধ্যে উভয়ের সহিত একে একে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে অপরিচ্ছিন্ন শরীর, জীব প্রভু উত্তম সুবর্ণময় অম্বরধারী শূলপাণি মহাদেব, যেখানে নাগভোগপতি হরি বর্ত্তমান, তথায় গমন করিলেন। বিক্রমকারী সেই পুরুষের পদদ্বয়ের আক্রমণে পৃথুল তোয়বিন্দুরাশি পীড়িত হইয়া সত্বর আকাশে উদ্ভূত হইল এবং সেই সময় অত্যুষ্ণ অতি শীত বায়ুও বহন করিতে লাগিল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে কহিলেন! ঈষৎ শীত ও ঈষৎ উষ্ণ জলবিন্দু আজি পদ্মকে কেন অতিশয় কম্পিত করিতেছে, আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ বলিয়া তাহা দূর কর, আর অন্য কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? পিতামহ মুখনির্গত এবংবিধ বাক্য শুনিয়া অসুরান্তকৃৎ ভগবান্ বলিলেন, হে পিতামহ! তুমি আমার নাভিদেশে উৎপন্ন হইয়া কি জন্য এই স্থানে বাস করিতেছ, এই স্থানে কেই রহিয়াছে? তুমি অতিশয় প্রীতিকর বাক্য কহিয়াছ। আমিই ইহার কোপের প্রতি কারণ,এই মানস মধ্যে ধ্যান করিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। অদ্য কি জন্য ভগবান্ এই পুষ্করে সম্ভ্রমযুক্ত হইতেছেন, আমি কি করিয়াছি। হে দেব! তুমি কি জন্য আমাকে অনুত্তম প্রিয়বাক্য বলিতেছ, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহা সত্য করিয়া বল। বেদনিধি প্রভু ব্রহ্মা এই প্রকার প্রশ্নকারী ও লোক-যাত্রানুগামী দেবেশ অধুজাক্ষকে কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বদীয় ইচ্ছাক্রমে পূর্ব্বে তোমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আমিই সেই। হে প্রভো! আপনি যেমন আমার উদরে সকল লোক দর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমিও তোমার উদরে সমস্ত দর্শন করিয়াছি। অনন্তর মৎসরভাবে আমাকে আপনি বশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহস্র বৎসরান্তে উৎপন্ন, আমার চতুর্দ্দিকের দ্বার সকল আপনি রুদ্ধ করিলেন। তারপর হে মহাভাগ! চিন্তা করিয়া স্বকীয় তেজে আমি আপনার নাভি প্রদেশ দ্বারা পদ্মসূত্র হইতে বিনির্গত হইলাম। কোন প্রকারে মনের ব্যাঘাত না হউক, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এই গমন কেবল বিষ্ণু কার্য্যের অনুকূল জানিবে। অনন্তর আমার কি কর্ত্তব্য আছে; আমিই বা কি করিব, তাহা বল। তৎপরে হিরণ্যকশিপু হন্তা সর্ব্বব্যাপক হরি,ব্রহ্মার এতাদৃশ প্রীতিকর ও মঙ্গলজনক বাক্য শুনিয়া মাৎসর্য্যশূন্য বাক্য তাঁহাকে বলিলেন; ঈদৃশ কার্য্য মৎকর্ত্তৃক অধ্যবসিত হয় নাই,কেবল তোমাকে জানাইবার জন্য ইচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করণার্থ আমি দ্বার সকল রোধ করিয়াছি, আপনি ইহা অন্য প্রকার জ্ঞান করিবেন না; আপনি আমার মান্য ও পূজ্য। হে কল্যাণময়! আমি যে অপকার করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, আপনাকে আমি ত্যাগ করিলাম, হে প্রভো! তুমি পদ্ম হইতে অবতরণ কর। আপনি তেজোময় ও গুরু, অতএব আমি আপনাকে বহন করিতে সমর্থ হইব না। অনন্তর, ব্রহ্মা "হে প্রভো! আমাকে পদ্ম হইতে অধঃস্থাপন কর যাহা অভিলাষ তাহা বল" তাহাকে এইপ্রকার কহিলেন। হে শত্রুঘ্ন! তুমি আমার পুত্র হও এবং পরম আনন্দলাভ করিবে॥ ৩০—৪০॥ হে ব্রহ্মন্! তুমি মহাযোগী, পূজনীয়; হে প্রণবাত্মক এই হেতুক পদ্ম হইতে অবতরণ কর এবং আমাদিগকে সম্ভাবৰাক্য প্রয়োগ কর, অদ্য প্রভৃতি তুমি সকলের স্রষ্টা ও পদ্মযোনি এই নামে খ্যাত হইবে। হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার পুত্র; অতএব তুমি সপ্তলোকের অধিপতি; এইপ্রকার বিষ্ণু প্রার্থনা করিলে পর ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাই হউক, এইরূপ বরদান করিয়া প্রীতহৃদয়ে ও গতমৎসর হওত অতি সমীপবর্ত্তী বালার্কসদৃশ-কান্তিমান্, বিস্তৃতবদন ভবকে সমাগত দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, অপ্রমেয় মহাবদন, দংষ্ট্রী, দশবাহু, সর্ব্বদর্শী, লোকপ্রভু, অতি ভৈরব গর্জ্জনকারী এই পুরুষ কে? বোধ হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ তেজোরাশি সকল দিক্ ও স্বর্গ আসিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছে। ভগবান্ বিষ্ণু তৎকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন॥ ৪১—৬২॥ যাঁহার মহৎ বেগ সহকারে পদতল নিপাতে আকাশমণ্ডলে জলভরাবনত জলধর সকল উত্থিত হইয়াছে। পদ্মসম্ভব! তুমি বিশ্বসাধ্য অত্যন্ত স্থূলজলে সিক্ত হইবে। ঘ্রাণজবায়ুদ্বারা কম্পমান মদীয় নাভিজাত স্বচ্ছ এই পদ্ম তোমার সহিত কম্পিত ও উত্তপ্ত হইবে। আপনি অনাদি, অন্তকৃৎ, ও প্রভু, আপনি ঈশ্বর এইখানেই উপস্থিত আছেন। আপনি ও আমি স্তোত্রদ্বারা মহাদেবের উপাসনা করিব, অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া পদ্মলোচনকে কহিলেন, ত্রিলোকপ্রভু আত্মাকে জাননা এবং আমি ব্রহ্মা তাহাও জান না? এই শঙ্কর কে? ইন আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত তাহার ক্রোধজনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, হে কল্যাণময়! আমার নিকট মহাত্মা শিবের নিন্দা করিও না; তিনি মহা যোগেশ্বর সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও বরদাতা এবং এই জগতের হেতু; তিনি পুরাণপুরুষ ও অব্যয় তিনি সাক্ষাৎ কারণ অন্য সকল বীজ স্বরূপ উঁহার সাধ্য তিনি একমাত্র জ্যোতীরূপ, পরে সেই বিভু শঙ্কর,বালক্রীড়নবৎ সৃষ্টিস্থিতি ও লয়াত্মক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনিই প্রধান ও প্রকৃতি তিনিই অব্যক্ত ও তম যদি পুনরায় বল ইনি কে? তাহা হইলে যাঁহাকে তুমি দর্শন করিলে তিনিই সেই পুরুষ জন্মমরণাদি দুঃখদর্শনে বিরক্ত যতিগণ কেবল তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। এই পুরুষই বীজবান্, আপনি বীজ, আমি যোনি ও সনাতন। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি যোনি, আমি বীজ, মহেশ্বর বীজবান্

এই বিষয়ে আমার বড়ই সংশয় বোধ হইতেছে, আমার সংশয়চ্ছেদ করিতে তুমিই যোগ্য। লোকবিধাতা ব্রহ্মার বিবিধ প্রাদুর্ভাব জানিতে পারিয়া ভগবান্ হরি, অত্যন্ত অসদৃশ প্রশ্নের উত্তর করিলেন। ইহা হইতে মহত্তর অন্য আর গোপনীয় নাই। মহত্তত্ত্বের পরম ধাম জ্ঞানিগণের গম্য জানিবে। আত্মা দুই প্রকার নির্গুণ ও সগুণ, ইহার মধ্যে নিষ্কল অর্থাৎ নির্গুণ আত্মা অব্যক্ত; সগুণ আত্মা মহেশ্বর ॥ ৬৩—৭৭ ॥ তুমি অগম্য গহন ও মায়াবিধিজ্ঞ মহেশ্বরের লিঙ্গোৎপন্ন প্রথম বীজ পূর্ব্বকালে তৎস্বরূপ বীজ আমার যোনিতে যুক্ত করিয়া কালপর্য্যায়ে সেই বীজ আমার যোনিতে হিরণ্ময় অণ্ডরূপে জন্মিয়াছিল। সেইঅণ্ড সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সহস্র বৎসরান্তে সেই অণ্ড দ্বিধাকৃত হইল। এক খণ্ড কপালে স্বর্গরূপে পরিণত হইল, অপর খণ্ড পৃথিবী হইল; সেই অণ্ডের উল্ব (গর্ভের আবরণ) অত্যন্ত কনক পর্ব্বত; ইহাকে সুমেরু পর্ব্বত কহে। অনন্তর সেই অণ্ড হইতে উৎপদ্যমান শরীর দেবদেব বিশ্বপ্রভু ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ জগতে তারা ইন্দু নক্ষত্র পর্য্যন্ত না দেখিতে পাইয়া আমি কে? এইরূপ চিন্তা করিলে, সেইকালে প্রিয়দর্শন যত্নশীল ঐ যতিগণের পূর্ব্ব সমুৎপন্ন তোমার কুমারগণ উৎপন্ন হইল। সহস্র বৎসরান্তে পুনরায় তোমার সেই সকল আত্মজগণ এক কালে উৎপন্ন হইবে। তাঁহারা ভুবনদহনসমর্থ অনলবৎ তেজস্বী, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত লোচন, প্রতিভাশালী, পরমাণুবৎ অপ্রত্যক্ষ দর্শন জগতের স্থিতিকারণ। তাঁহাদিগের নাম শ্রীমৎ সনৎকুমার ও ঋভু; ইহাঁরা দুই জনে ঊর্দ্ধরেতা। সনক, সনাতন, সনন্দন, ইহাঁরা তাপত্রয়বর্জ্জিত বলিয়া কর্ম্মাদি করিলেন না। যাহাতে বহু ক্লেশ ও অল্প সুখ আছে; সেই জরাশোকসমন্বিত জীবন মরণ ও পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, আর স্বর্গে অল্পই সুখ, নরকে বহুতর দুঃখ এবং সকল আগম ও অবশ্য ভবিতব্যতা এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া তোমার বাসস্থিত ঋভু ও সনৎকুমারক দর্শনপূর্ব্বক অতি তেজস্বী তোমার আত্মজ সনকাদিত্রয় গুণত্রয় পরিহারপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মতি প্রদানে উদ্যোগী হইলেন। অনন্তর, সনকাদিত্রয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলে শঙ্করের মায়ায় তুমি বিমূঢ় হইবে। হে অনঘ! এইরূপ কল্পে প্রবৃত্ত হলেই, তোমার সংজ্ঞা নষ্ট হইবে। প্রবৃত্ত কল্পে অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ও পার্থিব প্রাণিসকলের ঐশ্বরী মায়া "জাগৃতি" এই নামে খ্যাতা হইবে। যেমন এই সুমেরুপর্ব্বত দেবগণের আশ্রয় বলিয়া, উদাহৃত হয়; তদ্রূপ দেবদেব মহেশ্বরের মাহাত্ম্যও জানিবে। ঈশ্বর সদ্ভাব ও আমাকে অনুজেক্ষণ এইরূপে জ্ঞাত হইয়া জীবগণের বরদাতা ও প্রভু মহাভূত জগৎগুরু মহাদেবকে প্রণবযুক্ত বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা নমস্কার করিয়া উঠিবে; নচেৎ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ও আমাকে নিশ্বাস দ্বারা দগ্ধ করিবেন। তাহার এই প্রকার মহাযোগ ও মহাবল জানিতে পারিয়া আমি উত্থান করত তোমাকে অগ্রে করিয়া অমরপ্রভ দেবকে স্তব করিব ॥ ৭৮—৯৭ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, গরুড়ধ্বজ সেই মহাপুরুষ বিষ্ণু, ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ছান্দস নামদ্বারা এই স্তোত্র উদীরণ করিলেন। বিষ্ণু কহিলেন, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার; হে সুব্রত! তোমার তেজ অনন্ত; হে ক্ষেত্রাধিপতে! তুমি বীজী ও শূলধারী, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে সূক্ষ্মরেতঃ তুমি সুরেন্দ্র, অর্চ্চিসেন্দ্র ও দন্তী; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, তুমি পূর্ব্ব ও প্রথম, তোমাকে নমস্কার। হে সদ্যোজাত! তুমি মান্য ও পূজ্য; তোমাকে নমস্কার। তুমি গহ্বর ও চেষ্টমান জীবের ঈশ্বর, গগন তোমার চীরাম্বর, তুমি অস্মদাদি জীবের প্রভু; তোমাকে নমস্কার। তোমা হইতে বেদ ও স্মৃতি সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি কর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান; তুমি দ্রব্যের জনক; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে যোগপ্রভো! তোমাকে নমস্কার, হে সাংখ্য প্রভো! তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্রুব নিবদ্ধঋষিগণের অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণের প্রভু; তুমি নক্ষত্র ও সূর্য্যাদি গ্রহেরও স্বামী; অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমা হইতে বৈদ্যুত, অশনি ও মেঘগণের গর্জ্জন হইয়াছে। তুমি মহোদধি ও সপ্তদ্বীপেরও প্রভু, তুমি অদ্রি ও বর্ষারও প্রভু; তোমাকে নমস্কার। তুমি নদী ও নদেরও প্রভু। তুমি মহৌষধি ও বৃক্ষগণেরও প্রভু তোমাকে নমস্কার, তুমি ধর্ম্ম বৃক্ষ ও ধর্ম্ম। তুমি পরার্দ্ধ ও পরপ্রভু; তুমি রস ও রত্নের আকর, তুমি ক্ষণ ও লবের জনক; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস মাস ও ইহাঁদিগেরও প্রভু; তোমা হইতে ঋতুগণ ও সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে; তুমি পরার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধেরও প্রভু; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি পুরাণ প্রভু ও সৃজনেরও প্রভু। তুমি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরও যোগের প্রভু। তোমা হইতে চতুর্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ। জীবের সৃজনেরও প্রভু। অনন্ত চক্ষুরূপী তোমাকে নমস্কার; তুমি কল্প, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বার্ত্তা এই সকলেরও প্রভু; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বপ্রভু ও ব্রহ্মাধিপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিদ্যা প্রভু ও বিদ্যাধিপতি; তুমি ব্রত প্রভু ও ব্রতাধিপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি মন্ত্রাধিপতি ও মন্ত্র প্রভু; তুমি পিতৃগণের প্রভু ও পশুপতি; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে বাক্বৃষ! (যাহার বাক্যই বৃষ অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাকে বাক্বৃষ কহে) তুমি পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব তোমাকে নমস্কার, হে পশুপতে! তুমি গোবৃষ, ইন্দ্রধ্বজ, তোমাকে নমস্কার, তুমি দৈত্যদানব ও রক্ষোগণের পতি; তুমি গন্ধর্ব্ব যক্ষগণের পতি অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি গরুড়, উরগ, সর্পগণ ও পক্ষিগণের পতি; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে গুহ্যাধিপতে! তোমাকে নমস্কার; তুমি গোকর্ণ, গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক ও শঙ্কুকর্ণ তোমাকে নমস্কার। হে অপ্রমেয়! তুমি বরাহ ধ্বজ ও বিরজ তোমাকে নমস্কার। হে গণপতে! হে সুরপতে! তোমাকে নমস্কার; তুমি জলপতি ও ওজঃপতি, তুমি লক্ষ্মী-

পতি, শ্রীপতি ও ভূপতি; তোমাকে নমস্কার; তুমি বলাকল-সমূহ ও অক্ষোভ্য ক্ষোভক; তোমাকে নমস্কার; যতগুলি দীপ্তশৃঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে তুমি প্রধান শৃঙ্গ। তুমি বৃষভ ও ককুদ্মী; তোমাকে. নমস্কার। তুমি অতীত ভবিষ্য ও বর্ত্তমান; তুমি উত্তম তেজঃ ও বীর্য্য, তুমি শূর অজিত, তুমি বরদ বরেণ্য ও মহাত্মা পুরুষ তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূত, ভব্য, মহৎ ও প্রভু; তোমাকে নমস্কার। তুমি জন, তপঃ ও বরদ; তুমি মহৎ অণু ও সর্ব্বব্যাপী। তুমি বন্ধ, মোক্ষ; তুমি স্বর্গ, ও নরক; তুমি ভব, দেব, ইচ্ছা ও যাজক; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রত্যুদীর্ণ, দীপ্ত, তত্ত্ব ও অতি গুণ, তুমি পাশ ও অস্ত্র; তোমাকে নমস্কার। তুমি আভরণ, হুত (দেবোদ্দেশে পরিত্যক্ত দ্রব্য বিশেষ) তুমি উপহুত (যজ্ঞের আদিতে যাহা হবনের বিষয় হয়; তাহাকে উপহুত কহে) প্রহুত (অতিশয় ভক্তিসহকারে যাহা দেবোদ্দেশে দান করা হয় তাহাকে প্রহুত কহে) ও প্রাশিত অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি ইষ্ট, পূর্ত্ত (কূপ তড়াগাদি) ও অগ্নিষ্টোম যাগকৃৎ দ্বিজ স্বরূপ। তুমি সদস্য, (বিধি-দর্শক) দক্ষিণাবভৃথ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমার হিংসা নাই, অতিশয় লোভ নাই; তোমাতে পশুমন্ত্রৌষধ বিদ্যমান। তুমি সুশীল সৎস্বভাব সম্পন্ন ॥ ১—৩৩ ॥ তুমি অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান; তুমি সুবর্চ্চা ও বীর্য্য, তুমি শূর ও অজিত তুমি বরদ, বরেণ্য ও মহাত্মা; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূত, ভব্য সদৎ; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে অতি তরুণ! হে সুবর্ণরূপ! হে বরদ! তোমাকে নমস্কার। তুমি মহৎ ও নিদ্রিত ব্যক্তির গতি অতএব তোমাকে নমস্কার তুমি জীবরূপে ইন্দ্রিয়রূপ বাহনের আস্বাদন করিয়া থাক। তুমি বিশ্বরূপ ও বিশ্ব তুমি বিশ্বশীর্ষা (বিশ্বঘটক যা কিছু পদার্থ দৃশমান হয়, তাহারা তোমার অগ্রভাগ) সকলই তোমার পাণি (হস্ত) ও পাদ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র ও অপ্রতিম (সাদৃশ্যশূন্য অর্থাৎ তোমার সাদৃশ্য কোন স্থানে নাই) তুমি হব্য, কব্য ও হব্যবাহ অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধ, সেব্য, ইষ্ট ও ইজ্যাপর অর্থাৎ যাগশ্রেষ্ঠ; তুমি সুবীর, সুঘোর, অক্ষোভ্যক্ষোভক, তুমি উত্তম প্রজ্ঞাসম্পন্ন উত্তম মেধাশালী ও দীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শুদ্ধবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানময়, বিস্তৃত ও লোকের অভিমত; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও সর্ব্বপ্রকার লোকের দৃশ্য; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বর্ষণকর্ত্তা, জ্বলনকর্ত্তা; তুমি বায়ু ও শিশির তুমি বক্রকেশ ও প্রশস্তবক্ষ স্থল অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সুবর্ণ সদৃশ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে বিরূপাক্ষ! তোমাকে নমস্কার! তুমি লিঙ্গ, পিঙ্গল ও মহৌজা। হে সৌম্য দর্শন! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি ধূম্র, শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি পিশিত, পিশঙ্গ ও নিষঙ্গী; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ; তুমি ইজ অর্থাৎ সর্ব্বস্থানযোগ্য পূজ্য; হে উপজীব্য! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৪—৪৫ ॥ তুমি ক্ষেম্য, বৃদ্ধ ও বৎসল; তুমি সত্য ভূত ও সত্যাসত্য অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে পদ্মবর্ণ! তোমাকে নমস্কার। তুমি মৃত্যুর মৃত্যু; তুমি গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ; তুমি মহাসন্ধ্যাকালীন মেঘ সদৃশ চারুদীপ্ত ও দীক্ষাবিশিষ্ট; হে কপর্দ্দিন্! তোমার হস্তদ্বয়ে কমল বিরাজমান, তুমি দিগ্বাসা; তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল অপ্রমাণ, অব্যয় ও অমর; তুমি শাশ্বত রূপ ও গন্ধ, তুমি অক্ষত; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিভ্রান্ত ও কৃত, তুমি দুর্গম, তুমি মহেশ, তুমি ক্রোধ ও কপিল ॥ ৪৬—৫০ ॥ হে বলশালিন্! তুমি রংহঃ অর্থাৎ বেগ তোমার শরীর তর্কণীয় এবং অতর্কণীয়। তুমি বালুকাপ্রচারবৎ সূক্ষ্ম বা তাহা হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ; এই জন্য তোমাকে সিকত্য ও প্রবাহ্য কহে; তুমি প্রস্তরবৎ স্থিরতর বা তাহা হইতেও বিস্তৃত পদার্থ অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি উত্তম মেধাবী কুলাল পৃথিবী পালক ও শশিখণ্ডধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিচিত্ররূপী বিচিত্র বেশবান্ বিচিত্র বর্ণ ও মেধা। তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও চেকিতান; যোগিগণ তোমাতে কর্ম্ম সকল অর্পণ করেন; এই জন্য তোমার নাম নিহিত হইয়াছে। তোমাতে ক্ষমাগুণ আছে বলিয়া তোমার নাম ক্ষান্ত, তুমি দান্ত, বজ্র সংহনন; তুমি রাক্ষসকুলনিহন্তা ও বিষহন্তা; তুমি শিতিকণ্ঠ ও উর্দ্ধমন্যু অর্থাৎ অভ্যন্তর কোপশূন্য, তুমি সর্প স্বরূপ তুমি কৃতান্ত, তুমি আয়ুধধারী তুমি পরম হর্ষময়; তোমাকে নমস্কার। তুমি অনাময় সর্ব্বময় ও মহাকাল; তুমি প্রণবস্বামী ও ভগনেত্রের অন্তক। তুমি ব্রহ্মরূপী মৃগকে বধ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম মৃগব্যাধ হইয়াছে তুমি দক্ষ অর্থাৎ সকল কার্য্যে তোমার নৈপুণ্য আছে ও দক্ষ যজ্ঞান্তক; তুমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ ও দেবগণ হইতে তোমাতে আতিশয্য আছে; তুমি ত্রিপুরহন্তা ও উত্তম শস্ত্রসম্পন্ন; তুমি উত্তম ধনুষ্মান্ ও পরশুধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি কোন কালে অর্য্যমার দন্ত ভগ্ন করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম পূষদন্ত-বিনাশন হইয়াছে; তুমি কামদাতা, বরিষ্ঠ ও কামাঙ্গনাশক ॥ ৫১—৫৮ ॥ যুদ্ধকালে তোমার বদন অতি ভয়ঙ্কর, তুমি গজানন স্বরূপ; তুমি দৈত্য হন্তাদিগেরও প্রভু; তুমি দৈত্যদিগের আক্রন্দন কর, তুমি হিমঘ্ন, তীক্ষ্ণ ও আর্দ্র-চর্ম্মধারী এবং শ্মশানে নিত্য তোমার অনুরাগ আছে; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে প্রাণরক্ষক! তুমি মুণ্ডমালাধারী এবং শোকশূন্য বিবিধ প্রাণিবর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত। হে নারী শরীর, তুমি দেবীর অতিশয় প্রিয়ভাজন; তোমাকে নমস্কার। তুমি জটী, মুণ্ডী, ও নাগ যজ্ঞোপবীতধারী; তুমি নৃত্যশীল নৃত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণেরও প্রীতিকর তুমি যজ্ঞ, গীতাসক্ত ও মুনিবৃন্দকর্ত্তৃক গীয়মান; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি তিগ্মকটঙ্কট অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সিংহরূপী, তুমি অপ্রিয়, ও প্রিয়; তুমি বিভীষণ, ভীষ্ম ও ভগপ্রমথন, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৯—৬৪ ॥ হে সিদ্ধগণপতে! হে মহাভাগ! তোমাকে নমস্কার। হে মুক্তাট্টহাস! তুমি ক্ষ্বেড়িত ও অস্ফোটিত। হে মুদিতাত্মন্! তোমাতে নর্দ্দনকর্ত্তৃত্ব ও কূর্দ্দনকর্ত্তৃত্ব আছে! অতএব তোমাকে নমস্কার। হে

হুক। তোমাতে নিশ্বাসক্রিয়া ও গমনক্রিয়া বিদ্যমান। তুমি জগতের অধিষ্ঠাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধাতা; তুমি সুবর্ণ রস বলিয়া সকলে কৃষণ করে। তুমি কখন কোন জন্মে শিক্ষার্থ বা অদৃষ্টের বলবত্তা স্থাপন জন্য রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম একটী রুদৎ হইয়াছে এবং তোমার নাম দ্রবৎ; তোমাকে নমস্কার। হে লম্বোদর শরীরিন্! তুমি কখন তাদৃশ ভক্তজনের অভিলাষ পূরণার্থ ক্রীড়া করিয়া থাক। কখন বা তুমি গতিবিশেষযুক্ত, এই জন্য তোমার ক্রীড়ৎ ও বলগৎ এই দুইটী নাম হইয়াছে। অতএব তোমাকে নমস্কার। হে উন্মত্তদেহ! হে কিঙ্কিণীকার! তুমি বিকটমুণ্ড এবং কুত্য অতএব তোমাকে নমস্কার। হে বিকৃতবেষ! তুমি ক্রুর, অমর্ষণ, অপ্রমেয়, গোপ্তা, দীপ্ত ও নির্গুণ অতএব তোমাকে নমস্কার। হে চূড়ামণিধর! তুমি সুন্দর ও সুন্দরপ্রিয়, তুমি স্তোক ও তনু (সূক্ষ্ম) এবং হে গণাপ্রমিত তোমাকে নমস্কার॥ ৬৫—৭০॥ হে অগম্যগহন! তুমি গুহ্য ও গুণযোগ্য তোমাকে নমস্কার। এই লোকাধারভূতা পৃথিবী তোমার চরণদ্বয়, সজ্জনগণ ইহা সেবা করিয়া থাকেন। তোমার বক্ষস্থল তারাগণ বিভূষিত আকাশ স্বরূপ। তাহাতে স্বাতি পথের ন্যায় হার বিরাজমান্ রহিয়াছে। হে বিভো! তোমার উদর যাবদীয় সিদ্ধিযোগের অধিষ্ঠানভূত; দশ দিক্ কেয়ূরাঙ্গদভূষিত ত্বদীয় হস্ত, নীলাঞ্জন চয়সদৃশ তোমার বিস্তৃত দেহের বিশালতা, শ্রীসম্পন্ন হেমসূত্রবিভূষিত ত্বদীয় কণ্ঠ হইয়া শোভিত হয়॥ ৭১—৭৪॥ সূর্য্যে দীপ্তি, চন্দ্রে বপু, শৈলে স্থৈর্য্য, অনিলে বল, অগ্নিতে উষ্ণতা, জলে শৈত্য, আকাশে শব্দ, এই সকল গুণ, নাশশূন্য সেই পুরুষের আভ্যন্তরীণ কিঞ্চিদংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ জানিয়া থাকেন। হে মহাদেব! তুমি সাক্ষাৎ মহা যোগী, জপ ও জপ্য। তুমি পুরেশয় (জীব) গুহাবাসী খেচর, রজনীচর, তপোনিধি, গুহগুরু, সাক্ষাৎ আনন্দ ও আনন্দবর্দ্ধন। হে ভূতভাবন! তুমি বিধাতা ও ধাতা, তুমি বোদ্ধব্য ও বোধিত, তুমি নেতা, দুদ্ধর্ষ ও দুঃপ্রকম্পন। তুমি বৃহদ্রথ, ভীমকর্ম্মা ও বৃহৎকীর্ত্তি, তুমি ধনঞ্জয়, ঘণ্টাপ্রিয় ও ধ্বজী। তুমি ছত্রী, পিণাকী ও ধ্বজিনীপতি; তুমি কবচী, পট্টিশী, খড়্গী, ধনুর্দ্ধর ও পরশ্বধী; তুমি অঘস্মর, অনঘ, শূর, দেবরাজ ও অরিমর্দ্দন॥ ৭৫—৮১॥ হে ঈশ্বর! পূর্ব্বকালে তোমার সাহায্য লাভ করিয়া আমরা যুদ্ধস্থলে শত্রুদিগকে নিহত করিয়াছি। তুমি বাড়বানলরূপে সতত সমুদ্রজল; তুমি তাহাকে পান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না। হে দেবদেব! তুমি ক্রোধাকর ও প্রসন্নাত্মা, তুমি ইচ্ছানুরূপ দাতা, ইচ্ছানুরূপ গমনশীল ও প্রীতিকর। তুমি ব্রহ্মচারী, অগাধ ব্রহ্মণ্য ও শিষ্টপূজিত; তুমি দেবগণের অক্ষয় কোশস্বরূপ; কেননা তুমি যজ্ঞকল্পনা করিয়াছ। হব্যবাহন, তোমার শেষোক্ত হব্য বহন করিয়া থাকেন। হে মহাদেব! তুমি প্রীত হইলে, আমরা প্রীত হই॥ ৮২—৮৪॥ তুমি ঈশ. অনাদি, তুমি সকল লোকের ব্রহ্মকর্ত্তা, ব্রহ্মরূপে সকলের কর্তৃত্ব তোমাতে আছে, তুমিই আদি স্বজন। সাঙ্খ্যোক্ত যোগীরা ক্ষীণধ্যান হইয়া তোমাকে প্রকৃতি হইতে পর জানিতে পারিয়া, অমৃতত্বপ্রাপ্ত তোমাতেই প্রবেশ করেন। ধ্যানশীল যোগীরা নিত্যনিত্য তোমাকে জ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার সেই সকল যোগ ত্যাগ করেন। অত যাহারা বিশুদ্ধ হইয়া তোমার শরণাগত হয়, তাহারাও সর্ব্বকাল দিব্য ভোগ লাভ করিয়া থাকে। তোমার তত্ত্ব অপ্রমেয়, তুমি অপার মহাত্মা; আমরা নিজ শক্তি অনুসারে যেরূপ তোমার মাহাত্ম্য বিদিত আছি, তাহা কীর্ত্তিত হইল। তুমি আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলময় হও; কিংবা তুমি যা-হও, তা-হও, তোমাকে নমস্কার। সূত কহিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ব্রহ্ম-নারায়ণ স্তব কীর্ত্তন করিবে বা শোনাইবে এবং যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া এই স্তব শুনিবে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহারা সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। যে মর্ত্ত্য পাপাচার হইয়াও শিবসন্নিকটে এ স্তব শ্রবণ করে বা জপ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক গমন করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দেবকার্য্য, যজ্ঞ বা অবভৃথাদিকর্ম্মে বা সাধুমধ্যে ইহা কীর্ত্তন করিবে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করিবে॥ ৮৫—৯১॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ভগবান্ শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে অত্যন্ত অবনত দর্শন করিয়া সত্য কীর্ত্তন করাতে তিনি অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইলেন এবং বিরূপাক্ষ দক্ষ যজ্ঞবিনাশন, পিনাকী উমাপতি, তাহাদিগের স্তবে অতিশয় প্রীত হইলেন, অনন্তর ভগবান্ মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাহাদিগের অমৃত বচন শুনিয়া ক্রীড়া করণার্থ কহিতে লাগিলেন, তোমরা উভয়ে কে? দেখিতেছি তোমরা মহাত্মা ও পরস্পর হিতৈষী, কেনই বা এই ঘোর মহাপ্লবে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক নিত্য বস্তু শিবকে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! তোমার অগোচর ত কিছুই নাই; বিভো! হে মহাময় রুদ্র! তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছ। তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিনন্দন ও সম্মতিপ্রকাশপূর্ব্বক ভগবান্ শিব, মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন। হে হিরণ্যগর্ভ! হে কৃষ্ণ! তোমাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। নিত্য ও বিনাশশূন্য সংবিষয়িণী তোমাদিগের এই ভক্তিতেই আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা উভয়ে মদীয় হৃদয়ের অতিশয় হৃদ্য; তোমাদিগকে কি দান করিব? অভিলষিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর গ্রহণ কর। অনন্তর মহাতাপ বিষ্ণু ভবকে কহিলেন, তবে যদি তুমি তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে, হে দেব! হে শঙ্কর! আমি সকলের কর্ত্তা হই, ভক্তি তোমাতে সুপ্রতিষ্ঠিতা হউক। মহাদেব, বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত. হইয়া কেশবকে আশ্বাসিত করতঃ নিজ পদাম্বুজে ভক্তি প্রদান করিলেন। তুমি সকল লোকের কর্ত্তা ও দেবতা, হে বৎস! তোমার মঙ্গল হউক আমি গমন করিব। ভগবান্ বিষ্ণুকে এইরূপ কহিয়া অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক শুভজনক হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মাকে

স্পর্শ করিলেন ও তাঁহাকে হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি মৎসম ও আমার পরম ভক্ত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, তোমার মঙ্গল হউক ও তুমি সংজ্ঞা লাভ কর, আমি গমন করিব। পরমেশ্বর এইরূপ কহিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন॥ ১—১৫॥ সর্ব্বদেব নমস্কৃত পরমেশ্বর গণনায়ক গমন করিলে, পিতামহ পদ্মযোনি শোকবিদ্ধ হইতে চৈতন্য লাভ করিলেন, অনন্তর সেই পিতামহ, প্রজা সৃজন ইচ্ছাকরতঃ উগ্র তপস্যা করিতে লাগিলেন, তিনি এইরূপ তপস্যা করিলেও কিছুই ফল দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, দীর্ঘকাল তপস্যা করাতে তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল; অনন্তর, সেই অশ্রুবিন্দুতে বাতপিত্তকফাত্মক মহাবলবান্, মহাভাগ স্বস্তিক চিহ্নালঙ্কৃত বিস্তৃতকেশসমূহে ভূষিত, মহাবিষধারী সর্পগণ প্রাদুর্ভূত হইল। সর্পগণকে অগ্রজাত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা আত্মাকে নিন্দা করিলেন। অহো! তপস্যার ফল যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে আমায় ধিক্! আমি কি হত-ভাগ্য! প্রথমেই আমার জগন্নাশনী প্রজা জন্মিল। ক্রোধ ও অমর্ষ-জনিত তাহার মূর্চ্ছা হইল। প্রজাপতি, মূর্চ্ছার আধিক্যবশতঃ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অপ্রতিমবীর্য্য প্রজা-পতির দেহ হইতে একাদশ রুদ্র, অতি করুণস্বরে রোদন-পরায়ণ হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। তাঁহারা রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের রুদ্র এই নাম হইয়াছিল; যাঁহারা রুদ্র; তাঁহারাই প্রাণ; যাঁহারা প্রাণ, যাঁহারাই রুদ্র॥ ২৪॥ সাধুনীললোহিত শূলধারী, পুনরায় অত্যুগ্র, মহত্ত্বগুণশালী সদাচার-সম্পন্ন প্রজাপতিকে প্রাণদান করিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় প্রাণলাভ করিয়া দেবদেব উমাপতিকে প্রণাম করত দণ্ডায়মান রহিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন অনন্তর, সর্ব্বলোকময়, বিশ্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক গায়ত্রীদ্বারা স্তব করিয়া বিস্ময়লাভ করত মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো! তোমার সদ্যোজাতাদি রূপত্ব কেমন করিয়া হইল॥ ১৬—২৮॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, তাঁহার সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ভব, প্রবোধার্থ ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে কহিলেন, যৎকালে শ্বেতকল্প ছিল, সেইকালে কেবল আমিই ছিলাম, আমি তখন শ্বেতোষ্ণীষধারী; শ্বেতমাল্যযুক্ত, শ্বেতাম্বর ধর, শুভ্র, শ্বেতাস্থি, শ্বেতরোমা ও শ্বেতরক্তএই হেতুক শ্বেতলোহিত নামে আমি বিখ্যাত ও শ্বেতকল্পও এইজন্য শ্বেতকল্প, এই নামে প্রসিদ্ধ। মৎপ্রসূতা ব্রহ্মসংজ্ঞত গায়িত্রী, তিনিও সেকালে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতবর্ণা শ্বেতলোহিতা হইয়াছিলেন, হে দেবেশ! সেইজন্য তুমি স্বীয় গুহ্য তপোবলে সদ্যোজাতরূপী আমাকে জানিতে পারিলে। সদ্যোজাততত্ত্ব অতি গুহ্য। যে ব্রাহ্মণগণ, সেই সদ্যোজাত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাঁহারা পুনরাবৃত্তিশূন্য মৎ-সমীপে গমন করিবেন। যৎকালে আমার লোহিত এইনাম ছিল, সেইকালে মৎকৃত বর্ণদ্বারাই লোহিত কল্প এই নাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইকালে লোহিতমাংসা, লোহিতাস্থি, লোহিতক্ষীর-জনিকা, লোহিতাক্ষী, প্রশস্তস্তনা, গো গায়ত্রী নামে কীর্ত্তিতা হন। বর্ণের বিপর্য্যয় ও তাহার লোহিত্যনিবন্ধন এবং দেব সৌন্দর্য্যবশত আমি বামদেবত্বলাভ করিয়াছি। হে মহাসত্ত্ব! তুমি সংযতাত্মা হইয়া স্বকীয়যোগবলে রূপান্তরে অবস্থিত আমাকে জ্ঞানের বিষয় করিয়াছ; সেইহেতুক আমি ভূতলে বামদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি॥ ১—১১॥ যে দ্বিজাতিরা এই মর্ত্ত্যভূমে বামদেবত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবে, তাহারা পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত রুদ্রলোক গমন করিবে। যৎকালে আমি পুনরায় এই মর্ত্ত্যভূমে যুগক্রমে পীতবর্ণ হই; সেইকালে মৎকৃতনামদ্বারা পীতকল্প হয়। তৎকল্পে মৎপ্রসূতা গায়ত্রী দেবী, পীতাবয়বা, পীতলোহিতা, পীতবর্ণা হইয়াছিলেন। হে মহাসত্ত্ব! সেইকল্পে যাগযুক্তহৃদয়ে যোগতৎপরমনা আমাকে জানিতে পারিয়াছ ও পুনরায় তৎপুরুষত্বরূপে আমি তোমাকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছি; সেইজন্য হে কনকাণ্ডজ! আমি তৎপুরুষত্বলাভ করিয়াছি॥ ১২—১৬॥ যাহারা রুদ্ররূপী আমাকেও রুদ্রদৈবত্যা বেদমাতা গায়ত্রীকে তপোবলে জানিতে পারিবে, তাহারা নির্ম্মল ও ব্রহ্মৈকত্ববৎ হইয়া পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত রুদ্রলোকে গমন করিবে। যখন আমি পুনরায় ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলাম, মৎকৃতবর্ণদ্বারা সেই কল্প কৃষ্ণকল্প নামে কথিত হয়। হে ব্রহ্মন্! সেইকল্পে কালসঙ্কাশ, কালরূপী, ঘোর-পরাক্রম, ঘোররূপী এই-রূপে তুমি আমাকে জ্ঞানের বিষয় করিয়াছিলে। মৎ-প্রসূতা গায়ত্রী কৃষ্ণাঙ্গী, কৃষ্ণলোহিতা, কৃষ্ণরূপা হইয়া ছিলেন। সেই হেতুক যাঁহারা ভূতলে ঘোররূপী আমাকে জানিতে পারিবেন, তাহাদিগের সমীপে আমি শান্ত, অব্যয় ও অঘোররূপী হইব। হে ব্রহ্মন্! যে কালে পুনরায় আমি বিশ্বরূপ হইয়া ছিলাম, সেই কালে তুমি আমাকে পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলে, লোকাধারভূতা গায়ত্রী বিশ্বরূপা হইয়াছিলেন; তাহাতে যাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে আমাকে বিশ্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের নিকট আমি মঙ্গলময় হইয়া নিরন্তর থাকিব; যে হেতুক এই কল্প বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হয়। সে জন্য সাবিত্রীদেবীই বিশ্বরূপা নামে উদাহৃতা হন॥ ১৭—২৫॥ তৎকালে আমার চারিটী পুত্র জন্মে, মৎ কথিত সেই পুত্রগণ লোকসম্মত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা গায়ত্রীদেবী প্রজাগণের সর্ব্ববর্ণরূপা হইবেন এবং বর্ণাধীন সর্ব্বভক্ষা হইবেন; অর্থাৎ পাতক-সমূহনাশিনী যজ্ঞের উপযোগিনী হইবেন। তদ্দ্বারা মোক্ষ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই চতুর্ব্বর্গ হইবে ও বেদ বেদ্য চার প্রকার হইবে। ভূতগ্রাম চতুর্ব্বিধ প্রাণী, চতুর্ব্বিধ আশ্রম, চতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্মের পাদ চতুষ্টয় আমার চার পুত্র। এই সচরাচর জগৎ চতুর্য্যুগে ব্যবস্থিত। এই জগৎ চার প্রকারে অবস্থিত এবং চতুষ্পাদ হইবে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক সত্যলোক তৎপরে বিষ্ণুলোক এই লোক অষ্টাক্ষররূপে অবস্থিত। তাহা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, ভূর্ভুবঃ, স্বর্মহঃ, এই চারিটী পাদ স্বরূপ জানিবে। ভূর্লোক,—

গায়ত্রী-দৈবীর প্রথম পাদ, তৎপরে দ্বিতীয় পদে ভুবর্লোক, তৃতীয় পাদ স্বর্লোক, চতুর্থপাদ মহর্লোক, জনলোক পঞ্চম, তপোলোক ষষ্ঠ, বলিয়া কথিত হয়। সপ্তম সত্যলোক অদৃষ্টাধীন মরণশূন্য ব্যক্তিই এই লোক প্রাপ্ত হন। পুনরাবৃত্তি দুর্লভ স্থানকে বিষ্ণুলোক বলিয়া নির্ণীত হয় এবং স্কান্দ স্থান স্কন্দ কার্ত্তিক তৎসম্বন্ধি স্থানকে স্কান্দ স্থান কহে। ঔম স্থান (উমা পার্ব্বতী তৎসম্বন্ধি স্থান) সকল প্রকার সিদ্ধিযুক্ত। তাহা হইতে দূরবর্ত্তী রুদ্রলোক জানিবা সেই স্থান যোগিগণের শুভকর। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, কাম, ক্রোধবর্জ্জিত দ্বিজগণ ধ্যানতৎপর মানস ও যোগী হইলে উহা দেখিতে পাইবেন। চরম স্থান বিষ্ণুলোক। কৌমার স্থান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্কান্দ স্থান উত্তম ও শান্তিগুণ বিশিষ্ট। ঔম স্থান ও শৈব স্থান ও পূর্ব্বোক্ত গুণশালী সেই চতুষ্পদা গায়ত্রী হইতে চতুষ্পদ পশুগণ এবং তাহাদিগের চারিটি পয়োধরও হইবে। যেহেতুক মদীয় মুখগলিত মন্ত্রযুক্ত সোমই প্রাণভৃৎগণের জীবনদাতা; সেই জন্য সেই পশুগণ সময়ান্তরে পীতস্তনা এই নামে স্মৃতা হইবেন॥ ২৬—৪০॥ সেই হেতুক সোমময় অমৃতই জীব নামক। জীবের সোমরূপতা হইবে। তাহারা চতুষ্পদ ও দুগ্ধের শ্বেতত্ব হইবে। যখন দ্বিপদা গায়িত্রী ক্রিয়ারূপা হইয়া দৃষ্টা হইবেন এবং লোকের উৎপত্তিজনিকা ও জননী হইবেন, তখনই সকল নরগণ দ্বিপদ দ্বিস্তন হইবে। ই নি অজা হইয়া সকল জীবের আধারভূতা, সর্ব্ববর্ণ স্বরূপা হইলে ইহাকে তুমি যখন দর্শন করিবে, তখনই আমি বিশ্বরূপ হইব। যখন মহাতেজা অমোঘরেতা বিশ্বরূপ হইবেন ও যখন ইহাঁর হুতাশন মুখবৃত্তি হইবে, তখনই পশুরূপী হুতাশন সর্ব্বগত হইয়া মেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞার্হ হইবেন। যে দ্বিজগণ তপোবলে ভাবিতাত্মা হইয়া ঈশিত্ব ও বশিত্ব অবলম্বনে সর্ব্বগ ও সর্ব্বস্থানে অবস্থিত আমাকে দর্শন করিবে, সেই দ্বিজগণ রজস্তমোগুণ রহিত হইয়া মানুষ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি দুর্লভ মৎসমীপে আগমন করিবে। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্র কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া প্রযত ভাবে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! যে পুরুষ এই রূপ গায়ত্রী দ্বারা সর্ব্বময় ও বিশ্বরূপ তোমাকে জানিতে পারিবে, হে ঈশ্বর সেই গায়ত্রী পদ সেই পুরুষকে দান কর; অনন্তর মহেশ্বর তথাস্তু এই কথা বলিলেন। যে ব্যক্তি "গায়ত্রী বিশ্বরূপা ও মহেশ্বর বিশ্বরূপ" এই রূপ জ্ঞাত হয়েন সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মরূপ শিববচনাধীন, ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন॥ ৪১—৫১॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন ব্রহ্মা রুদ্র পরিভাষিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্ হে দেবেশ! মহেশ্বর! উমাধব! হে লোকবন্দিত তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বরূপ মহাভাগ! দ্বিজাতিগণ এই মর্ত্ত্যভূমে বাস করিয়া কোন সময়ে বা কোন্ যুগ সম্ভূতিকালে লোকবন্দিত যে এই তোমার অনন্তশরীর বিরাজমান সেই শরীর দর্শন করিবেন। কিং-নামক তপোবলে বা কিং-নামক ধ্যান ও যোগবলে দ্বিজাতিরা তোমাকে দেখিতে সমর্থ হন? হে মহাদেব তোমাকে নমস্কার। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক হাস্য করত ঋগ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের পরম যোনি শর্ব্ব, মহাদেব কহিতে লাগিলেন। মানবগণ তপস্যা, বৃত্ত অর্থাৎ সৎস্বভাব, দান ধর্ম্মফল দ্বারা আমায় দেখিতে সমর্থ হয় না, এবং তীর্থ যোগ বা সদক্ষিণ বহুযাগ দ্বারাও আমায় দেখিতে সমর্থ হয় না। বহুতর বেদাধ্যয়ন বা বিত্তব্যয় করিলেও আমায় দেখিতে পায় না, কেবল এই জগতে ধ্যান আশ্রয় করিলে আমায় দেখিতে সমর্থ হয়। পিতামহ! সপ্তম মন্বন্তরে বরাহকল্পে আমি কল্পেশ্বর ও সর্ব্বলোক প্রকাশকরূপে উৎপন্ন হইব এবং সেই কল্পে বৈবস্বত মনু তোমার পৌত্র হইবেন॥ ১—৯॥ হে ব্রহ্মন্! সেই কল্পে দ্বাপর সমাপ্তি কালে লোকানুগ্রহার্থ ও ব্রাহ্মণ হিতের নিমিত্ত আমি উৎপন্ন হইব। দ্বাপরের প্রথম অবস্থায় যৎকালে ব্যাস প্রভুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ, সেই কালে আমি ব্রাহ্মণের জন্য যুগের অন্তিম কলির প্রথম অবস্থায় উত্তম শিখাপ্রযুক্ত শ্বেত নামে মহামুনি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব। রমণীয় হিমালয়শিখরের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ছাগল পর্ব্বতে আমার চারিটি শিষ্য শিখাযুক্ত হইবে, সেই শিষ্য চতুষ্টয়ের নাম যথা .শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাস্য ও শ্বেত লোহিত, তাঁহারা অতি মহাত্মা ও বেদ পারগ জানিবে; অনন্তর তাহারা অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মপথ দর্শন করিয়া ধ্যান ও যোগপরায়ণ হইয়া মৎসমীপে গমন করিবেন। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপরে যৎকালে সাত্যোনামে প্রজাপতি প্রভু ব্যাস, হইবেন; তৎ কালে লোক হিতার্থ আমিও পুনরায় সুতার নামে জন্মিব। কলির সন্ধির স্থানে শিষ্যানুগ্রহ ইচ্ছা করত দুন্দুভি, শতরূপ. সটীক এবং কেতুমান, ইহারা সকলে শিষ্য নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া ভূতলে যোগ ও ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান স্থাপন করত আমার সহচারী হইয়া পুনরায় তাহারা রুদ্রলোকে গমন করিবে। তৃতীয় দ্বাপরে যৎকালে ভার্গব ব্যাস নামে বিখ্যাত হইবেন সেই কালে আমি দর্শক নাম ধারণ করিব সেই যুগান্তকালে আমার চারিটী পুত্র হইবে; তাহাদিগের নাম বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন। সেই মহৌজা পুত্রগণও যোগোক্তমার্গ দ্বারা পুনরাবৃত্তি দুর্লভ ব্রহ্মধামবাসী হইবে। চতুর্থদ্বাপরে অঙ্গিরা যোগময় ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ সেই সময় আমি সুহোত্রনামে উৎপন্ন হইব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই সময়ে আমার পুত্র চতুষ্টয় জন্মিবে। তাহারা সাক্ষাৎ যোগস্বরূপ তপোধন ও দৃঢ়ব্রত। তাহাদিগের নাম সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দর ও দুরতিক্রম। ইহারা সূক্ষ্ম যোগমার্গ লাভ করিয়া দগ্ধকিল্বিষ হইবে এবং ইহারা যোগযুক্ত ও অতি তেজস্বী হইয়া সেই সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন করিয়া পুনরাবৃত্তিদুর্লভ রুদ্রলোক গমন করিবে। পঞ্চম দ্বাপরে যখন সবিতা ব্যাস হইবেন, তখন আমি

মহাতপা রুদ্র নাম ধারণ করিব। লোকানু-গ্রহার্থ যোগময় ও লোকের এক কলারূপে আমি পরম উপায় স্বরূপ হইব॥ ১০—২৮॥ আমার চারিটী শিষ্য হইবে। তাহারা মহাভাগ যোগময় দৃঢ়ব্রত ও শুদ্ধ যোনি স্বরূপ। তাহাদিগের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন সনৎকুমার ইহারা সকলেই নির্ম্মল ও নিরহঙ্কৃত; ইহারাও পুনরাবৃত্তিদুর্লভ মৎসমীপে গমন করিবে। দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যখন ব্যাস মৃত্যুরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমি লোকাক্ষি নামে বিখ্যাত হইব। সেই সময়ে যে সকল শিষ্য সমুৎপন্ন হইবে, তাহারা যোগময় দৃঢ়ব্রত লোক পূজিত ও মহাভাগ। সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাৎ ও রজ; তাহারা এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে॥ ২৯—৩৩॥ সেই সকল মহাত্মা শিষ্য দগ্ধকিল্বিষ হইয়া ধ্যান ও যোগ আশ্রয় করত পুনরায় পুনরাবৃত্তিদুর্লভ মৎসমীপে গমন করিবে। সপ্তম দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যৎকালে শতক্রতু ব্যাস নাম ধারণ করেন, সেই সময়ে আমি সকল যোগিগণের শ্রেষ্ঠ ও জৈগীষব্য বিভু নামে খ্যাত হইব। আমি পূর্ব্ব জন্মে মহা-তেজা বিভু নামা ছিলাম, ইহাও জানিবে। সেই যুগে আমার যে সকল পুত্র হইবে, তাহাদিগের নাম সারস্বত, মেঘ, মেঘবাহন ও সুবাহন এই নাম হইবে। তাহারাও যোগ-মার্গ দ্বারা ধ্যান ও যোগপরায়ণ হইয়া নিরাময় রুদ্রলোক-গামী হইবে। অষ্টম দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যখন বসিষ্ঠ ব্যাস হইবেন, তখন আমি দধিবামন নাম ধারণ করিব। সেই সময়ে মদীয় পুত্রগণ যোগাত্মা ও দৃঢ়ব্রত হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের সমান যোগী পৃথিবীতে তৎ-কালে হইবে না। তাহারা কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বাস্কল, এই নাম ধারণ করিবে। মহাযোগী, ধর্ম্মাত্মা ও মহৌজা মদীয় পুত্রগণ যথাসময়ে মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া জ্ঞানী ও দগ্ধকিল্বিষ হইয়া পুনরাবৃত্তি দুর্লভ মৎসমীপে গমন করিবে। নবম দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যে সময় সারস্বত ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, সেই সময় আমি ঋষভ নামা হইব। মহাতেজঃসম্পন্ন মহাত্মা পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা এই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আমার পুত্ররূপে সেই সময় অবতীর্ণ হইবেন। শাপানুগ্রহ যোগবিদ্ মৎপুত্রেরা তপোবলে পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া যোগোক্ত ধ্যানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করিবে। দশম দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যখন "ত্রিপাৎ ব্রাহ্মণ" ব্যাস নাম ধারণ করিবেন, তখন আমি মুনি রূপে অবতীর্ণ হইব॥ ৩৪—৪৮॥ রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ভৃগুতুঙ্গ-পর্ব্বতে দেবপূজিত ভৃগু নামক শিখর প্রথিত আছে, সেই শিখর মদ্রূপ জানিবে। সেই পর্ব্বতে মৎপুত্রেরা বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই নাম ধারণ করত যোগাত্মা, মহাত্মা, তপোযোগবিশিষ্ট হইয়া তপোবলে পাপরাশি বিনষ্ট করত রুদ্রলোকগামী হইবে। একাদশ দ্বাপর উপস্থিত হইলে যখন ত্রিব্রত মুনি ব্যাস নামে খ্যাত তখন আমি কলি যুগে গঙ্গাদ্বারে মহাতেজা উগ্রনামা হইব। আমার সেই নাম সকল লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে ও হইবে। সেই স্থানে লম্বোদর লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক এই নামধারী মৎপুত্রগণ মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবে॥ ৪৯—৫৪॥ দ্বাদশ দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যখন মহাতেজা কবিসত্তম শততেজ ব্যাস মুনি নামা হইবেন, তখন আমি এই কলিযুগে হৈতুকবনে সর্ব্ব-লোক বিখ্যাত অত্রি নামে উৎপন্ন হইব। সেই বনে ভস্মানুলিপ্ত রুদ্রলোকপরায়ণ মৎপুত্রেরা উৎপন্ন হইবে। এবং সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব্ব এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মাহেশ্বর যোগলাভ করত রুদ্রলোকে গতি লাভ করিবে॥৫৫—৫৮॥ পরিবর্ত্তন ক্রমে ত্রয়োদশ দ্বাপর প্রাপ্ত হইলে যখন ধর্ম্মনারায়ণ ব্যাস মুনি হইবেন, তখন আমি পুণ্য বাল্যখিল্য আশ্রমের অন্তর্গত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বালি নামক মহামুনি হইব। সেই পর্ব্বতে আমার চারিটী পুত্র জন্মিবে তাহারা সুধামা, কাশ্যপ, বাসিষ্ঠ, ও বিরজা এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত ঊর্দ্ধরেতা ও মহাযোগবলে বলী হইয়া মহেশ্বরযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক রুদ্রলোকগামী হইবে। পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দশ দ্বাপর উপস্থিত হইলে যৎ-কালে তরক্ষু ব্যাস নামা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমি পুনরায় শ্রেষ্ঠ আঙ্গিরস বংশে গৌতমনামা হইব। এবং অতি পবিত্রকর সেই বন গৌতম নামক হইবে॥৫৯—৬৪॥ সেই কালে সেই আঙ্গিরস বংশে অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ, শ্রবিষ্ঠক ইহারা পরম যোগী, মহাত্মা ও সকল প্রকার যোগে পারদর্শী হওত জন্মগ্রহণ করিবেন এবং মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। অনন্তর ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত পঞ্চদশ দ্বাপর আগত হইলে যৎকালে ত্রয্যারুণি ব্যাস নামা হইবেন॥ ৬৫—৬৭॥ সেইকালে আমি বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণ হইব এবং সেই সময় বেদশির এই নামে পরমেশ্বরের মহাবীর্য্য একটি অস্ত্র জন্মিবে। সরস্বতী নদীর অন্তর্গত উত্তম কোন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী ও হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চাৎবর্ত্তী বেদশীর্ষ নামা একটি পর্ব্বতও জন্মিবে। সেইকালে কতকগুলি তপোধন আমার পুত্ররূপে ভূতল অলঙ্কৃত করিবেন; তাহাদিগের নাম কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুণেত্রক ইহারা সকলে মহাত্মা ঊর্দ্ধরেতা ও সাক্ষাৎ যোগস্বরূপ; অন্তকাল উপস্থিত হইলে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। ষোড়শদ্বাপার আগত হইলে যখন ব্যাস দেব-নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, সেইকালে আমি ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তিপ্রদানার্থ গোকর্ণনাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইব; এবং সেই স্থান অতি পবিত্র গোকর্ণ নামক বন হইবে। সেই সময়ে ও সেই বনে আমার পুত্রগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়া পরম যোগী হইবেন। মৎপুত্রেরা কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ধ্যান ও যোগসমন্বিত হওত যোগোক্ত মার্গ দ্বারা মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রকেই প্রাপ্ত হইবেন॥ ৬৮—৭৫॥ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত সপ্তদশদ্বাপর উপস্থিত হইলে যখন কৃতঞ্জয় ব্যাস নামা হইবেন, তখন আমি হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত মহাতুঙ্গ মহালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়া গুহাবাসী এই নাম ধারণ করিব, সেই মহালয় পর্ব্বত অতি পবিত্র ও সিদ্ধক্ষেত্র হইবে। সেই স্থানেও মৎপুত্রগণ জন্মিয়া

যোগবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবে। এবং উতথ্য, বামদেব, মহাযোগ ও মহাবল এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত অহঙ্কারশূন্য, নির্ম্মল ও মহাত্মা হইয়া মর্ত্ত্যভূমে বাস করিবে। সেইকালে তাহাদিগের ধ্যানযুক্ত শত সহস্র শিষ্য হইবে॥ ৭৬—৮০॥ মৎপুত্রেরা চরম অবস্থায় যোগাভ্যাসে রত হইয়া হৃদয়ে মহেশ্বরকে স্থাপনপূর্ব্বক মহালয় পর্ব্বতে মন্নিক্ষিপ্ত পদকমল দর্শন করিয়া শিবপদ প্রাপ্ত হইবে। কলির সন্ধ্যাবস্থায় যে মহাত্মারা ধ্যানে মন অর্পণপূর্ব্বক নির্ম্মল ও শুদ্ধবুদ্ধি হইবে, তাহারা বিগতজ্বর হইয়া মহালয় পুণ্যক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক মহেশ্বরপদ দর্শন করত, মৎপ্রসাদে শিবলোকগামী হইবে। সংসার-বন্ধনোত্তীর্ণ জন্তু পূর্ব্বদশ পুরুষ ও অধঃদশ পুরুষকে সংসারনিবৃত্তি করিয়া দেয় বটে, কিন্তু সিদ্ধক্ষেত্র মহালয় পর্ব্বতে গমনকারী পুরুষেরা একবিংশতি পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকে ও প্রথম দশ পুরুষ ও অধঃ দশ পুরুষকে সংসারনিবৃত্তি করিয়া বিগতজ্বর হওত মৎপ্রসাদে রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনন্তর হে বিভো! অষ্টাদশ দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে, যৎকালে মহাত্মাগণ ক্রতুঞ্জয় নামা হইবেন, তৎকালে আমি শিখণ্ডীনাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইব। দেবদানবপূজিত মহাপুণ্যজনক সিদ্ধক্ষেত্র রমণীয় হিমালয় শিখরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতও শিখণ্ডীনামে বিখ্যাত হইবে। যে স্থান সিদ্ধগণসেবিত, সে স্থান শিখণ্ডীনামক বন হইবে। সেই স্থানে মৎপুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া তপোধন হইবে এবং পরশ্রবা ঋচীক, শ্বাবাশ্ব ও যতীশ্বর নাম লাভ করিয়া তাহারা সকলে যোগাত্মা মহাত্মা হওত বেদে পারদর্শিতা লাভ করিবে। চরমকালে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকগামী হইবে। অনন্তর ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত একোনবিংশ দ্বাপর আগত হইলে যখন ভরদ্বাজ ব্যাস নামা মহামুনি হইবেন; তখন আমি যেখানে রমণীয় হিমালয় শিখরের মধ্যবর্ত্তী জটায়ু নামক পর্ব্বত বিদ্যমান, সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া জটামালী নাম ধারণ করিব। সেই স্থানেও মহৎতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ জন্মিবে, তাহাদিগের হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি ও কুথুমি নাম হইবে। সেই পুত্রেরা সাক্ষাৎ ঈশ্বর; যোগ ও ধর্ম্মস্বরূপ এবং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া মাহেশ্বর যোগ লাভ করত রুদ্রলোকের জন্য অবস্থিত থাকিবে। অনন্তর বিংশতিতম দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যৎকালে গৌতম নামা ব্যাস মহামুনি হইবেন, তখন আমি অট্টহাস নামা কোন পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিব॥৮১—৯৫॥ তৎকালীন পুরুষ সকল অট্টহাসপ্রিয় হইবে এবং সেইখানেই হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চাৎবর্ত্তী অট্টহাস নামক মহাগিরিবিদ্যমান। দেবদানব যক্ষরাজ ও সিদ্ধচারণগণ ঐ পর্ব্বত সেবা করিয়া থাকে, সেই স্থানেও মৎপুত্রেরা ওজস্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং যোগাত্মা, মহাত্মা, ধ্যানশীল, নিয়তনিয়মী হইয়া জগতে সুমন্ত, বর্ব্বরী, কবন্ধ ও কুশিকন্ধর, এই নাম ধারণ করত পরিণামে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোক গমন করিবে, ক্রমাগত পরিবর্ত্ত হইতে থাকিলে যখন বচশ্রবা নামা ব্যাস ঋষিসত্তম হইয়া বিখ্যাত হইবেন, তৎসময়ে আমি দারুক নামা হইব। সেই হেতুক সেই স্থান, মঙ্গলকর পুণ্যজনক দারুক নামক বন হইবে। সেইস্থানেও অতি ওজস্বী আমার পুত্রগণ জন্মিবে। তাহারা প্লক্ষ, দার্ভায়ণি, কেতুমান্, ও গৌতম এই নাম ধারণ করিয়া নিয়মী ও ঊর্দ্ধরেতা হওত নৈষ্ঠিক ব্রত আচরণ পূর্ব্বক রুদ্রলোকের প্রস্থান করিবে। দ্বাবিংশ দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যখন শুষ্মায়ণি ব্যাস হইবেন, তখন আমি বারাণসীতে অতি ভয়ঙ্কর লাঙ্গলী নামা মহামুনি হইয়া অবতীর্ণ হইব, কলিকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, লাঙ্গলি স্বরূপ আমাকে দর্শন করিবেন, সেই সময়ে আমার পুত্রগণ উত্তম ধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহারা ভল্লবী, মধুপিঙ্গ, কেতু, ও কুশ এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ধ্যানপরায়ণ হওত অন্তকালে রুদ্রলোকে যাইবে। ত্রয়োবিংশ দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যৎকালে তৃণবিন্দু নামা মুনি ব্যাস হইবেন, তৎকালে হে ব্রহ্মন্! আমি মহাকায় ধার্ম্মিক মুনিপুত্র শ্বেত হইব। গিরিবরোত্তম হিমালয় পর্ব্বতে কালকে জরাগ্রস্ত করিব, সেইহেতুক সেইপর্ব্বত কালঞ্জর নামা হইবে॥ ৯৬—১০৯॥ সেইখানে তপস্বিগণ আমার শিষ্য হইবে, শিষ্যের নাম উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি। তাহারা চরম সময়ে মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোকগামী হইবে। হে বিভো! চতুর্ব্বিংশ যুগ পরিবর্ত্ত হইলে যখন ঋক্ষ ব্যাস নাম ধারণ করিবেন, তখন আমি কলিকালে দেববন্দিত নৈমিষক্ষেত্রে শূলীনামা মহাযোগী হইব। সেইস্থানে তপোধনগণ আমার শিষ্য হইয়া শালিহোত্র, অগ্নিবেশ, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু এই নাম ধারণ করিরা যোগ মার্গ দ্বারা রুদ্রলোকে গমন করিবে। গত পরিবর্ত্তিত পঞ্চবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে যৎকালে বাসিষ্ঠ শক্তি ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, তখন আমি প্রভু দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর হইব। সেই সময় তপোধনগণ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ছাগল, কুম্ভল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক এই নাম ধারণপূর্ব্বক মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে মুক্তি লাভ করিবে। ষড়বিংশ দ্বাপর পরিবর্ত্ত হইলে যখন পরাশর ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন; তখন আমি যুগান্ত কলিকালে ভট্টবট নগর প্রাপ্ত হইয়া সহিষ্ণু নাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিব॥ ১১০—১১৮॥ সেইখানে আমার পুত্রেরা সুধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং উলূক, বিদ্যুত, শম্বুক ও আশ্বলায়ন এই নামে প্রসিদ্ধ হওত মাহেশ্বর যোগ আশ্রয় করিয়া রুদ্রলোক গমন করিব। অনন্তর ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল সপ্তবিংশ দ্বাপরযুগ আগত হইলে যখন ব্যাস জাতূকর্ণ নামা তপোধন হইবেন; তখন আমি সোমশর্ম্মা নামক দ্বিজোত্তম হইব এবং প্রভাসতীর্থে যোগাত্মা বা সাক্ষাৎ যোগ এইরূপে বিখ্যাত হইয়া কাল অতি বাহন করিব, সেইস্থানে তপোধনগণ আমার শিষ্য হইবে। শিষ্যগণের নাম হইবে, অক্ষপাদ, কুমার, উলূক ও বৎস এবং মহাত্মা সেই শিষ্যগণ, নির্ম্মল ও নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোক গমনের জন্য সেইস্থান হইতে গমন করিবে। ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত অষ্টাবিংশতি যুগ আগত হইলে যখন লোকপিতামহ কিংবা সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী পরাশর সুত শ্রীমান্ ব্যাস দ্বৈপায়ন নামে ভূতলে অবতী

হইবেন, তখন মদীয় যত্নাংশভূত পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বসুদেব হইতে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব উৎপন্ন হইবেন; আমিও সেই সময় লোকবিস্ময়ের জন্য যোগমায়া দ্বারা ব্রহ্মচারী হইয়া শ্মশানে মৃত পরিত্যক্ত অনাথকায় দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ যোগমায়া অবলম্বনে সেই দেহে প্রবিষ্ট হইব এবং হে ব্রহ্মন্! তোমার সহিত দিব্য সুমেরু গুহা আশ্রয় করিয়া লকুলীশনাম গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থান করিব। যে পর্য্যন্ত পৃথিবী জীবকুল ধারণ করিবেন, তদবধি "কায়াবতার" এই নামক সিদ্ধক্ষেত্র সুবিখ্যাত হইবে। ॥ ১১৯—১৩০ ॥ সেই স্থানেও তপস্বীরা আমার পুত্র হইয়া কুশিক, গর্গ, মিত্র, কৌরুষ্য এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে; এবং তাহারা বেদপারগ ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া পাপক্ষালন করত মাহেশ্বর যোগ লাভ পূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি দুর্লভ রুদ্রলোক গমন করিবে। ইহারা সকলে পশুপতি মন্ত্রে দীক্ষিত সিদ্ধ ও ভস্মলিপ্ত, দেহ-লিঙ্গার্চ্চনে প্রতিদিন রত, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচযুক্ত আমাতে ভক্তি ও যোগদ্বারা ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। জ্ঞানমার্গপ্রকাশক পাশুপাত যোগই মহৎ কারণ তাহাতে স্বরূপ জ্ঞানসিদ্ধি ও সংসার বন্ধন ছেদন হয়। যোগমার্গ অনেক প্রকার আছে ও জ্ঞানমার্গও অনেক প্রকার, কিন্তু পঞ্চাক্ষরী (নমঃ শিবায়) মন্ত্র ব্যতিরেকে কোন স্থলে কোন পুরুষ সংসারনিবৃত্তি লাভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যে পুরুষ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিত এই তপ আচরণ করিবে, তখন সে পুরুষ মুক্ত হইয়া পঙ্কফলবৎ অবস্থান করিবে। এইটী সকলেরি মত। যে পুরুষ একাহকাল সম্যক্‌রূপে পাশুপতব্রত আচরণ করিবে, সাংখ্য বা পঞ্চরাত্র অনুসারে কার্য্য করিলে সে গতি তাহার লাভ হয় না। অষ্টাবিংশতি যুগক্রমে মন্বাদি কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অবতার লক্ষণ তোমার নিকট আমি বলিলাম। যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবতীর্ণ হইবেন, তখন শ্রুতিসমূহের ধর্ম্মলক্ষণ বিভাগ হইবে ॥ ১৩১—১৪০ ॥ সূত কহিলেন, মহাতেজা ভগবান্ পিতামহ মহাদেব কীর্ত্তিত রুদ্রাবতার শ্রবণ করিয়া মহেশ্বরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ইষ্ট বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। দেবতারা বিষ্ণুময়, প্রাণিমাত্রেও বিষ্ণুময়। বিষ্ণুতুল্য অন্য কোন গতি বিধান হয় নাই, এই প্রকার বেদত্রয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই। সেই দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু কেনই বা তোমার লিঙ্গার্চ্চনে রত, কেনই বা তোমার প্রণামপর হইলেন। সূত কহিলেন, শঙ্কর পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে যেন চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা স্নেহ আকর্ষণ করত প্রশ্ন-গৌরবে পরম প্রীত হইয়া তাহাকে নয়নগোচর দেখিয়া, পূজা-প্রকরণ কহিতে লাগিলেন। হে বিভো! সাক্ষাৎ সুরোত্তম আপনি নারায়ণ ও শক্র এবং মুনিবৃন্দ ইহারা সকলে নিরন্তর বিধিপূর্ব্বক লিঙ্গপূজা করিয়া স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহারা সকলে পূজা করিয়া থাকেন। মদীয় লিঙ্গার্চ্চন ব্যতিরেকে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিশ্চল স্থান হয় না; সেই জন্য জনার্দ্দন শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন; মহেশ্বর অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এই প্রকার ব্রহ্মাকে কহিয়া দেবেশকে পুনঃ পুনঃ দর্শনপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া অশেষ জগৎ সৃজন করিতে শঙ্করের অনুজ্ঞা লাভ করিলেন ॥ ১৪১—১৫০ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, লিঙ্গরূপী মহেশ্বর কি উপায়ে পূজনীয়? হে রোমহর্ষণ! সম্প্রতি আমাদিগের নিকট তাহা বল। সূত কহিলেন, কৈলাস পর্ব্বতে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব অকস্মা দেবীকে যথাক্রমে লিঙ্গার্চ্চন-বিধি কহিয়াছিলেন। সেই সময় পার্শ্বস্থিত নন্দী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মপুত্রের নিকট তাহা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে লিঙ্গার্চ্চন বিধি বলেন, তাহা হইতে মহাতেজা ব্যাস, শ্রুতিসম্মত লিঙ্গপূজা শুনিয়াছিলেন, শৈলাদি তাহার মুখ হইতে যাদৃশ স্নান যোগউপচার শুনিয়াছেন, আমিও সেইপ্রকার স্নানাদিও অর্চ্চনাবিধি তোমাদের নিকট বলিব। শৈলাদি কহিলেন ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য সর্ব্বপাপহর স্নানবিধি বলিব, ইহা পূর্ব্বকালে মহাদেব আমাকে বলিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণবিধি দ্বারা স্নান, একবার শঙ্কর পূজাপূর্ব্বক ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে চতুর্ম্মুখ সুরোত্তম! দেবদেব শম্ভু ব্রাহ্মণাদির হিতের জন্য ত্রিবিধ স্নান কহিয়াছেন, অগ্রে বারুণ স্নান অর্থাৎ জলস্নান করিয়া উত্তম আগ্নেয় স্নান অর্থাৎ ভস্মদ্বারা স্নান করিবে, অনন্তর মন্ত্রস্নান করিয়া পরমেশ্বর শিবকে পূজা করিবে। ভাবদুষ্ট ব্যক্তি জলস্নান করিয়া ভস্মস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না, অতএব ভাবশুদ্ধ হইয়া শৌচ (স্নান) করিবে, অন্যথা ভাবশুদ্ধি না থাকিলে স্নান বিফল হয় ॥ ১—১০ ॥ সরিৎ, সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি সকল জলাশয়ে প্রলয় পর্য্যন্ত স্নান করিলেও ভাবদুষ্ট মনুষ্য কদাচ শুদ্ধ হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। যেহেতু স্বভাবত মনুষ্যদিগের হৃদয়কমল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে মুদিত থাকে, সেই অজ্ঞান মুদিত হৃদয়কমল যখন জ্ঞান ভানুকিরণে প্রবুদ্ধ হয়, তখনই শুচি বিবেচনা করিবে ॥ ১১—১২ ॥ স্নানের জন্য মৃত্তিকা, গোময়, তিল, পুষ্প, ভস্ম ও কুশ লইয়া ঐ সকল দ্রব্য তীরে রাখিয়া স্নানার্থ তীর্থে পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক দেহ হইতে মল শুদ্ধি করিয়া আচমনান্তে সেই তীরস্থ মৃত্তিকা সেই সকল গোময়াদিদ্বারা স্নান করিবে ॥ ১৩—১৪ ॥ উদ্ধৃতাসি ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় মৃত্তিকা গাত্রেলেপন করিয়া দেহ শোধন করিবে। স্নান করিয়া পবিত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক গন্ধ দ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে অন্তরীক্ষ গৃহীত কপিলা গোময় দ্বারা শরীর অনুলেপন করিবে ॥ ১৫—১৬ ॥ লেপনান্তে পুনঃ স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শুক্লবসন পরিধান করিয়া স্নান আচরণ করিবে। সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধির জন্য, বরুণকে আবাহন করিয়া ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা মানসিক শিবপূজাপূর্ব্বক তিনবার আচমন করিবে। অনন্তর শিবস্মরণ করত তীর্থে

অবগাহনান্তে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া যথাবিধি তীর্থজলে মন্ত্র পাঠান্তে অবগাহনপূর্ব্বক অঘমর্ষণ ঋক্ জপ করিবে। জীতেন্দ্রিয় পুরুষ সেই জলে ভানু, সোম, অগ্নিমণ্ডল স্মরণ করিবে। অনন্তর আচমন করিয়া সেই জল হইতে উত্তীর্ণ হইবে। পুণ্য বৃদ্ধির জন্য পুনরায় তীর্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া গোশৃঙ্গ ও জলপ্রক্ষালিত পালাশ পর্ণ পুটকস্থ কুশ ও পুষ্পযুক্ত জল দ্বারা অভিষিক্ত হইবে। মন্ত্রবিদ্ মনুষ্য ত্বরিতাখ্য যো রুদ্র ইত্যাদি পাবমানী মন্ত্র আর তরৎ সমং দিবর্গাদ্য ও শান্তিদ্বয় মন্ত্র (শন্নোমিত্রে ইত্যাদি) আর কোন শান্তি ধর্ম্ম মন্ত্র (শন্নোদেবীতি) ও পঞ্চব্রহ্ম পবিত্রক মন্ত্র (সদ্যোজাতাদি মন্ত্র) দ্বারা এই সকল মন্ত্রে অধিদেবতা স্বরূপ ও ঋষি স্মরণ করত, হে দ্বিজগণ! এই প্রকার জল দ্বারা স্বীয় মস্তকে অভিষেকানন্তর হৃদয়েতে পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র ঈশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করিবে॥ ১৭—২৫॥ স্বশাখোক্ত বিধি দর্শন করিয়া আচমন করিবে, তারপর পবিত্র হস্ত ও শুচিদেশে যথাবিধানে সুখাসনাদিরূপে আসীন হইয়া দক্ষিণ কর দ্বারা জল অভ্যুক্ষণ করিয়া চক্রবৎ ও আলস্যশূন্য হইয়া জল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সকুশ জল তিন বার পান করিবে; হিংসাজনিত পাপশান্তির জন্য প্রদক্ষিণ করিবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! সকল ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত সংক্ষেপে স্নান ও আচমন কহিলাম॥ ২৮—২৯॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নন্দী কহিল, অনন্তর মহেশ্বরী বেদমাতা গায়ত্রী দেবীকে আয়াতু বরদে দেবি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। এবং ঐ দেবীকে পাদ্য আচমনীয় অর্ঘ্য দান করিবে! অনন্তর কুম্ভক, রেচকরূপ প্রাণায়াম সমাসীন (পদ্মাসনস্থ) অথবা উত্থিত হইয়া অষ্টাধিক সহস্র, অষ্টাধিক পঞ্চশত, অষ্টোত্তর শত এই কল্পত্রয় মধ্যে এক কল্প আশ্রয় করিয়া প্রণবযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে॥ ১—৩॥ জপের পূর্ব্বে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দান, অর্চ্চনা ও নমস্কার করিবে, জপান্তে উত্তরে শিখরে দেবী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রী দেবীকে উদ্বাসন (বিসর্জ্জন) করিবে। সূর্য্যার্ঘ্য দানের পর পূর্ব্বদিকে অবলোকন করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে বন্দনা (নমস্কার) করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভাস্কর দেবের নিকট প্রার্থনা রতে হয়। উদুত্যং,চিত্রং এবং জাতবেদস মন্ত্র দ্বারা ভাস্কর দেবকে অভিবন্দন (উপাসনা) করিয়া প্রার্থনা করিবে, পুনর্ব্বার যথাবিধি সূর্য্য ও ব্রহ্মাকে অভিবন্দন (নমস্কার) করিয়া, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদোক্ত সৌরসূক্ত জল দ্বারা বিভাবসুকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত গায়ত্রী জপ করিবে॥ ৪—৭॥ পরে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মাকে অভিবন্দনপূর্ব্বক সূর্য্য, ব্রহ্মা ও বিভাবসু উদ্দেশে অভিবন্দন ও হোম করিয়া,মুনি,পিতৃদেবদিগকে তর্পণার্থ সর্ব্বানাবাহয়ামি এই মন্ত্র দ্বারা আবাহনপূর্ব্বক প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া বক্ষ্যমাণ বিধানে যথার্থরূপে পিত্রাদির স্বরূপ ধ্যান করিয়া অভিবন্দনপূর্ব্বক দেবাদিক্রমে তর্পণ করিবে॥ ৮—১০॥ দেব তর্পণ পুষ্পতোয় দ্বারা, ঋষিদিগের কুশোদক দ্বারা পিতৃগণের তিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে, সর্ব্বত্র গন্ধযুক্ত হওয়া আবশ্যক। হে বিপ্রেন্দ্র! দেব তর্পণে যজ্ঞোপবীতী ঋষি-তর্পণে নিবীতী (হারবৎ লম্বমান যজ্ঞসূত্রধারী) পিতৃতর্পণে প্রাচীনাবতী হইবে। ধীমান্ শ্রোত্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বসিদ্ধি নিমিত্ত অঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা দেব-তর্পণ, ঋষিদের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা তর্পণ, পিতৃগণের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্পণ করিবে। হে মুনিশার্দ্দূল! এই প্রকার ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, এক পিতৃযজ্ঞ, যজ্ঞকর্ম্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ॥ ১২—১৫॥ স্ব স্ব শাখার অধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ কহে, অগ্নিতে অন্নহোমের নাম দেবযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়, যথাবিধি সর্ব্বভূত উদ্দেশে অন্নদানকে ভূতযজ্ঞ কহে,এই অন্নদানে সকল মনুষ্যের ভূতি (ঐশ্বর্য্য) হয়। সর্ব্বতত্ত্ব দেববিৎ সাদরে ব্রাহ্মণগণকে প্রণতিপূর্ব্বক অন্নদান মনুষ্যযজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। পিতৃগণ উদ্দেশে যে অন্নদান করা যায়, তাহাকে পিতৃযজ্ঞ কহে, এই প্রকার পঞ্চ মহাযজ্ঞ সকল অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য করিতে হয়। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ মনুষ্য ব্রহ্মলোকেও মান্য হন, ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের সহিত সকল দেবগণ, ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণু, শঙ্কর, বেদ সকল ও পিতৃগণ সকলেই সন্তুষ্ট হন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মযজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণগ্রামের বহির্দেশে গমন করিয়া অর্থাৎ যে স্থান হইতে গৃহের ছদ (ছাদ) দৃষ্ট না হয়, এরূপ স্থানে গমন করিয়া পূর্ব্বমুখ উত্তরমুখ অথবা ঈশানাভিমুখ হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞের নিমিত্ত পবিত্র আচমন করিবে। বিপ্রগণ ঋগ্বেদের প্রীত্যর্থ পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রক্ষালন করত তিনবার জলপান করিয়া যজুর্ব্বেদে প্রীতির জন্য মুখ দুইবার মার্জ্জনপূর্ব্বক জল দ্বারা হস্ত প্রক্ষালনান্তে, সাম বেদের তৃপ্তির হেতু মস্তক স্পর্শনানন্তর অথর্ব্ব বেদের প্রীতিসাধন নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। আঙ্গিরসের তৃপ্তির জন্য নাসিকাদ্বয় স্পর্শান্তে বারিদ্বারা পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গশাস্ত্র, ব্রহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ, উপ-পুরাণ, সৌরাদি মন্ত্র ও ইতিহাস সকল ও শৈবাদি মন্ত্রগণের তুষ্টির জন্য শ্রোত্র-দ্বয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর, হে কল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ! কল্পবিদ্-মনুষ্য সকল কল্পাদির সন্তোষার্থ হৃদয় স্পর্শ করিবে, এইরূপ আচমন করিয়া দর্ভ পিঞ্জল (কুশ) আস্তরণ করিয়া পাণিতলে দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক হেমাঙ্গুলীয় (গৃহীত হেমাঙ্গুরীয়ক) ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত কুশহস্ত হইয়া ঈশানাভিমুখে সমাহিত চিত্তে স্ব স্ব সূত্রানুসারে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। দ্বিজোত্তম মুনি পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিলে, শূকর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই হেতুক আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সর্ব্ব যত্নে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে॥ ১৬—৩২॥ ব্রহ্মযজ্ঞের অনন্তর অবগাহন স্নান করিয়া তীর্থ-জল গ্রহণপূর্ব্বক বশী (জীতেন্দ্রিয়) হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। অনন্তর, গৃহ বহির্দেশে জলদ্বারা হস্ত ও পাদ প্রক্ষালনান্তে দেহশুদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্রজ ভস্ম প্রণব দ্বারা শোধন করিয়া ঐ জলদ্বারা যথাবিধি স্নান করিবে। জ্যোতি! সূর্য্য ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত

হইলে এবং সায়ংকালে জ্যোতিরগ্নি ইত্যাদি দ্বারা হোম করিবে। সূর্য্য অনুদয় কালে হোম, বৃথা (বিফল) হয়, এই হেতুক সূর্য্য স্থিতি কালে হোমস্থ ভস্ম পবিত্র ও শুভ ॥ ৩৩—৩৬॥ হে সুব্রত ব্রাহ্মণগণ! যে হেতু উদিত হোমের সমান শুভ ও পবিত্র ভস্ম নাই এবং অনুদিত হোমের ভস্ম বৃথা (বিফল) হয়, ঈশান মন্ত্রদ্বারা শিরোদেশ, তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা মুখ, অঘোর মন্ত্রদ্বারা বক্ষ ও বাম মন্ত্রদ্বারা গুহ্য সদ্যো মন্ত্রদ্বারা পাদদ্বয় প্রণবদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অভিষেক করিবে। অনন্তর, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ পাদ ও হস্ত প্রক্ষালনান্তে ভস্ম ত্যাগ করিয়া কুশ গ্রহণপূর্ব্বক দেব দেব মহাদেবকে স্মরণ করত আপোহিষ্টাদি ঋক এবং ঋক, যজুঃ, সাম, সস্তব, পবিত্র মন্ত্রদ্বারা মন্ত্র স্নান করিবে। ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত অদ্য তোমাকে সংক্ষেপে স্নান বিধি বলিলাম। এই প্রকার যে ব্যক্তি একবার স্নান করিবে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৭—৪১॥

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, আমি সংক্ষেপে লিঙ্গপূজা বিধি কহিতেছি শ্রবণ কর। বিস্তারপূর্ব্বক বলিলে শতবর্ষেও সমাপ্তি হয় না। এইপ্রকার যথাবিধি স্নানান্তে পূজাস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণায়ামত্রয় করিয়া দেবত্র্যম্বকের ধ্যান করিবে, পঞ্চবক্ত্র দশভুজ, শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ শুক্লবর্ণ সকলপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিত বিচিত্রবসন-পরিধান মহাদেবের এইরূপ রূপ চিন্তা করিয়া দহনাদি (বহ্নিবীজাদি) দ্বারা শৈবীতনু (শিবশরীর) স্বয়ংও অবলম্বনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে পূজা করিবে। এইরূপে দেহশুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র ক্রমে ন্যাস করিবে। সর্ব্বত্র প্রণবযোগে ব্রহ্মমন্ত্র ন্যাস করা বিধেয়। পূজাবিষয়ে নমঃশিবায় এই পরম শুভ ঐ সূত্রে ছন্দ (বেদ) আর মন্ত্রগণ সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করেন। সূক্ষ্ম বটবীজে শাখাপ্রশাখাশালী বটবৃক্ষের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতির ন্যায় অতি শোভন মহৎ ও কারণ স্বরূপ পঞ্চাক্ষর ক্ষুদ্রমন্ত্রে ব্রহ্ম স্বয়ং সূক্ষ্মবৎ অবস্থিত আছেন॥ ১—৭॥ গন্ধচন্দন জল দ্বারা পূজাস্থান মার্জ্জন প্রক্ষালন প্রোক্ষণাদিদ্বারা পূজাপাত্র শুদ্ধি করিবে। ক্ষালন ও প্রোক্ষণ কর্ম্মে প্রণব পাঠ বিহিত আছে। ধীমান্ বিপ্র, প্রোক্ষণীপাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আচমনীয়ার্থ কল্পিত পাত্র অবগুণ্ঠন (নির্জ্জল) করিয়া যথাবিধি রাখিবে। পরে সে সকল পাত্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হয়। অনন্তর সকল পাত্রে সুশীতল জল দিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দ্রব্য সকল রাখিবে। উশীর (বেণারমূল) চন্দন পাদ্যপাত্রে, জায়ফল কক্কোল কর্পূর অনন্তমূল ও মানচূর্ণ করিয়া আচমনীয় পাত্রে স্থাপন করিবে, এইরূপ সকল পাত্রেতে দিয়া লেপনার্থ চন্দনকর্পূর ও বিবিধ পুষ্প পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে॥ ৮—১৪॥ কুশাগ্র, অক্ষত, যব, ব্রীহি তিল, গব্যঘৃত সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ) ভস্ম এই সকল দ্রব্য অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবে। কুশ পুষ্প যব ব্রীহি বহুমূল (অনন্তমূল) তমাল ও ভস্ম প্রণব দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিবে। পঞ্চাক্ষর রুদ্রগায়ত্রী বা বেদসার কেবল প্রণব ন্যাস করিবে। অনন্তর প্রোক্ষণীপাত্রস্থজলদ্বারা প্রণব ও ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া সমুদায় পূজোপকরণ প্রোক্ষণ করিতে হয়। দেবদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে দীপ্ত অগ্নির সদৃশ ত্রিনেত্র ত্রিদশেশ্বর কালচন্দ্র-মুকুট হরি চক্র চতুর্ভুজ পুষ্পমাল্য ধর, সর্ব্বাভরণভূষিত এইরূপ নন্দী আদিষ্ট আমাকে অর্চ্চনা করিবে॥ ১৫—২০॥ উত্তর পার্শ্বে আমার পবিত্র সুযশানাম্নী ভার্য্যা ও মরুতের শুভা সব্রতা নাম্নী পত্নী অম্বার (দুর্গার) পাদমণ্ডন তৎপরা এই উভয়কে পূজা করিয়া পরমেষ্ঠী মহাদেবের গৃহমধ্যে প্রবেশানন্ত দেবদেবের পঞ্চ মস্তকে ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা ভক্তিভাবে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, গন্ধ পুষ্প ধূপ আর বিবিধ উপচার দ্বারা শঙ্করকে পূজা করিয়া কার্ত্তিক, গণেশ ও দেবী পূজানন্তর লিঙ্গশুদ্ধি মস্তক হইতে নির্ম্মাল্য অপসরণ করিবে। প্রণবাদি নমোঽন্তক সকল মন্ত্র জপান্তে প্রণবপাঠ পূর্ব্বক পদ্মাসন কল্পনা করিবে॥ ২১—২৪॥ সেই পদ্মের পূর্ব্বদিকস্থ পত্র অক্ষর (অবিনাশী) সাক্ষাৎ অণিমাময় দক্ষিণ পত্র, লঘিমাময় পশ্চিম পত্র, মহিমাময় উত্তর পত্র প্রাপ্তিময় বহ্নি কোণ প্রাকাম্য নৈঋত পত্র ঈশিত্ব, বায়ুকোণে বশিত্ব, ঈশান পত্র সর্ব্বজ্ঞত্ব, পদ্মকর্ণিকা চন্দ্রমণ্ডল চন্দ্রের অধোদেশে সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যের অধঃ সাক্ষাৎ অগ্নি। ধর্ম্মাদি (ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য) বিদিকে (অগ্ন্যাদি চার কোণে) ক্রমে অনন্ত্যাদি কল্পনা। পূর্ব্বাদি (দিগ-চতুষ্টয়ে) অব্যক্তাদি (অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ) সোমের অন্তে গুণত্রয় (সত্ত্বরজঃ তমঃ) তাহার ঊর্দ্ধে তিন আত্মতত্ত্ব (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ) তাহার অন্তে (উপরি) শিবপীঠ (শিবাসন) ঐ পীঠে সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি, এই মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বর মহাদেবকে আবাহন, বামদেব মন্ত্র দ্বারা পীঠোপরি স্থাপন, রুদ্র গায়ত্রী দ্বারা সান্নিধ্য করণ, অঘোর মন্ত্র পাঠে নিরোধ করিয়া, ঈশান মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্য বিভুকে প্রদান করিবে, গন্ধ ও চন্দনযুক্ত জল দ্বারা যথাবিধি রুদ্রকে স্নান করাইবে। যথাবিধানে পাত্রে পঞ্চগব্য রাখিয়া মন্ত্র-পূর্ব্বক শোধনান্তে তাহা দ্বারা প্রণব পাঠপূর্ব্বক যথা-বিধি স্নান করাইবে। আজ্য মধু তথা ইক্ষুরস আর পবিত্র অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা প্রণব পাঠপূর্ব্বক মহাদেবকে অভিষেক করিবে, পবিত্র জলপূর্ণ ভাণ্ডদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক জল মহেশ্বর মস্তকোপরিক্ষেপণ করিবে॥ ২৫—৩৪॥ ঐ জল অগ্রে শুভ্র বস্ত্র দ্বারা সাধকগণ শোধন করিয়া লইবে। ঐ জল কুশ, অপমার্গ, কর্পূর, জাতি, করবীর ও শুক্ল পুষ্প মল্লিকা, কমল, উৎপল, ও চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিবে, জলোপরি সদ্যোজাতাদি মন্ত্রপাঠ করা বিধি সিদ্ধ। তাম্রপাত্র পদ্মপত্র, ও পলাশ পত্র রচিত পাত্র, শঙ্খ, মৃণ্ময় ও শুভপাত্র সকূর্চ্চং ও সপুষ্প ঐ সকল পাত্রদ্বারা মন্ত্রপূর্ব্বক স্নানে বিহিত। তোমাকে স্নানমন্ত্র কহিতেছি, ঐ সকল মন্ত্র সর্ব্বার্থ সিদ্ধিহেতু হয়, শ্রবণ কর॥ ৩৫—৩৯। যে সকল মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইলে

মনুষ্য মুক্ত হয়,বেদোক্ত মন্ত্রগণে। পবমানব্রত অশ্বা সমীয়ক-মন্ত্র, রুদ্রমন্ত্র, নীলরুদ্র, শুভ্রশ্রী সূক্ত, রজনী সূক্ত শুভ আরণ্ড, চমক মন্ত্র। শিব শুভ আথর্ব্ব, শান্তি, পুনঃ শান্তি, আরুণ্য, বারুণ,জ্যেষ্ঠ, বেদব্রত, পুণ্য পুরুষসূক্ত, ত্বরিত রুদ্র, বাপি, বাপৰ্দ্দি, আবোসজ্ঞ, সাম, বৃহচ্চন্দ্র, বিষ্ণু ও বিরূপাক্ষ স্তব, শতরুদ্র, শিব পঞ্চব্রহ্ম, সূত্র ও কেবল প্রণব এই সকল মন্ত্র দ্বারা সকল পাপ নাশ জন্য দেবদেব শিবকে স্নান করাইবে পরে বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত তথা আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ ও অন্নক্রমে দিবে এবং সুগন্ধি জল ও পুনঃ আচনীয় দান করিবে। ॥ ৪০—৪৭ ॥ মুকুট, শুভচ্ছত্র (রত্নালঙ্কার) ও অন্যান্য ভূষণ প্রণব পাঠে দিবে, মুখ বাসাদি তাম্বুলও দান করিবে। অনন্তর স্ফটিক সদৃশ শুভ্র বর্ণ, নিষ্কল, অবিনাশী দেবগণের কারণ স্বরূপ শিব সর্ব্বলোকময় ব্রহ্মা,বিষ্ণু রুদ্রাদি, ঋষিগণ অন্যান্য দেবগণ বেদবিৎগণ ও বেদান্তের অগোচর শ্রুতি এই কথা কহে। এবং আদি, মধ্য, অন্ত রহিত ভব-রোগীর ভেষজ স্বরূপ শিবলিঙ্গস্থিত শিব বলিয়া কথিত হয়, উঁহাকে প্রণব দ্বারা শিবলিঙ্গের মস্তকে পূজা করিবে, স্তব যথাবিধি জপ, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর বিশে-বার্ঘ্য দান করিয়া চরণদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি দানানন্তর প্রণিপাতান্তে সহৃদয়ে শিবকে আনয়ন করিবে, এইরূপ উত্তম সংক্ষেপে শিবলিঙ্গার্চ্চন বিধি কথিত হইল। অদ্য আমি তোমার নিকট আভ্যন্তর পূজাবিধি কহিতেছি ॥ ৪৮—৫৪ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, হৃদয়ে অগ্নিমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্র-মণ্ডল ক্রমে চিন্তা করিয়া তার উপর গুণত্রয় ও আত্মত্রয় ক্রমে স্থিত তদুপরি শুদ্ধ সম্পূর্ণাকৃতি অর্দ্ধনারীশ্বর দেহ মহাদেবকে ধ্যানবিৎ ব্যক্তি পূজা করিবে। সেই মহাদেব-চিন্তকের চিন্তনীয় বিষয় বর্ত্তমান যদিও বহু প্রকার, তাহা হইলেও শিববিষয়িণী চিন্তাই শিব চিন্তকের আবশ্যক, অন্যথা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধি না হইলে শিববিষয়িণী চিন্তা উপপন্না হয় না। সেই হেতুক ধ্যেয়, ধ্যান, যজমান ও প্রয়োজন এই কয়টীকে শিবরূপে স্মরণ করিবে। অন্যথা জীবের ইহ শরীরে কখনও শিবাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হয় না। পুর শব্দে দেহ, সেই দেহে যিনি শয়ান, তিনিই পুরুষপদবাচ্য যজ্ঞদ্বারা যাজ্য ইষ্টদেবকে যজন (পূজা) করে যে, তাহাকে যজমান কহে, যজমানই পুরুষ। ধ্যেয়, মহাদেব ধ্যানের নাম চিন্তন, ফল নিবৃত্তি (মহাসুখ) প্রধান পুরুষেশান মহাদেব যথাতথ্য (নিশ্চয়) জানিবে। শিব ষড়বিংশ তত্ত্ব; তিনিই স্বরূপ ও ধ্যেয়, পঞ্চবিংশ তত্ত্বাত্মক পুরুষাধ্যাতা ও জীব। প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, (শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র; গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র,) কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ (বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় (কর্ণ, চক্ষু, রসনা নাসিকা এবং ত্বক্) এবং মন পঞ্চ ভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ বায়ু ও আকাশ) এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। শিব, ষড়্বিংশ স্বরূপ, এই মহেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা ও ভর্ত্তা। এই [illegible] রুদ্র হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাকেই বিশ্বাধিক বিশ্বের আত্মা বিশ্বরূপ বলিয়া লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। যে রূপ পিতা মাতা ব্যতিরেকে সন্তান জন্মে না, সেই রূপ শিব ব্যতীত জগতের উৎপন্ন হয় নাই। ॥ ১—১১ ॥ সনৎ-কুমার কহিলেন, যদি মহেশ্বর জগতের কর্ত্তা, কারয়িতা, এইরূপ প্রতিপন্ন হন এবং জীবগণের পরাধীনতাবশতঃ ও ঈশ্বরে নির্ঘৃণতা ও বৈষম্যের বিরহপ্রযুক্ত যদি বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা-নুরোধে ও মহেশ্বরে মুক্তি দাতৃত্ব সম্ভবনা হয়, তবে তিনি কেন শুদ্ধ বুদ্ধ, নিত্য নিষ্কল পরমেশ্বর ও পরমাত্মা কিংবা অনিষ্কল ও অকর্ম্মণ্য এই রূপ ব্যবহৃত হন এবং তাহাতে জগতের কর্ত্তৃত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? শৈলাদি কহিলেন কাল সব করিতেছে, কালকে পরমেশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই, সেই পরমেশ্বর শিব নিষ্কল, এইটি নিষ্কল মনই জানিতে পারেন ॥ ১২—১৪ ॥ কর্ম্ম দ্বারাই তাহার জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবদেবের অষ্টমূর্ত্তি (ক্ষিত্যাদি) স্বরূপই জগৎ, আকাশ বিনা জগৎ হয় না আকাশ তাঁহার মূর্ত্তি এবং পৃথিবী বায়ুতেজ বারি বিনাজগৎ সম্ভব হয় না এবং যজমান বিনাও তাহা সম্ভবেনা। সূর্য্য চন্দ্র বিনা লোক সম্ভূত হয় না,এই সকল পদার্থ প্রভু মহাদেবের শরীর। বিচার করিলে সেই রুদ্র দেবেরই এই চরাচর স্থূলদেহ। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঋষিগণ তাঁহার সেইটাই সূক্ষ্ম শরীর কহেন, যে শরীর বাক্য ও মনের অগোচর, বিদ্বান্ পুরুষ, কেন ব্রহ্মানন্দে ভীত হন? সেই পিনাকী হইতে আনন্দ জাত হইয়া তাঁহার ভয় করা উচিত নহে ॥ ১৫—২১ ॥ যা কিছু ভাব পদার্থ আছে,তৎসমস্তই রুদ্রের বিভূতি এইরূপ বিবেচনাকরিয়া তত্ত্বদর্শি-মুনিগণ, সকলই রুদ্র অর্থাৎ রুদ্রময় এইরূপ কহিয়া থাকেন। এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময়। রুদ্র, সর্ব্বময় ও ঈশ্বর। মহাদেব,পুরুষ (জীবাত্মা) মহেশান, পরমাত্মা ও মঙ্গলময় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তদ্বিষয়ক চিন্তনই ধ্যানও নির্দ্দিষ্ট হইল। হে সুব্রত! চতুর্ব্যূহমার্গ দ্বারা বিচারপূর্ব্বক দর্শন করিলে সংসার (জননমরণাদি)ই সংসারহেতু আর নিবৃত্তি (বিরাগ) মোক্ষের হেতু। চতুর্ব্যূহমার্গ দুইপ্রকার আছে তাহার মধ্যে কেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই চারিটীকে চতুর্ব্যূহমার্গ বলেন, কেহ বা ধ্যেয় ধ্যান যজমান ও প্রয়োজন এই চারিটীকেও চতুর্ব্যূহমার্গ বর্ণনা করেন। চতুর্ব্যূহমার্গদ্বয় ব্রহ্মচিন্তক যোগিগণেরই আবশ্যক। চিন্তা বহুপ্রকার হইলেও কেবল তাহার বাসস্থান বুদ্ধি। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেই রুদ্রবিষয়িণী চিন্তাকে সুনিষ্ঠা, এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য চিন্তার রৌদ্রী এই সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। ইন্দ্রবিষয়িণী যে চিন্তা, তাহাকে ঐন্দ্রীচিন্তা কহে; সোমবিষয়িণী চিন্তাকে সৌম্যা; নারায়ণ বিষয়িণী চিন্তাকে নারায়ণী চিন্তা কহে। সূর্য্য, বহ্নি-বিষয়িণী চিন্তাকে পূর্ব্ববৎ তন্নামক চিন্তা কহে। এই সকল চিন্তা কদাচ মুখ্যা হইতে পারে না; কেবল রুদ্রবিষয়িণী চিন্তাই মুখ্যা। যে পুরুষ এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক "সেই আমি, আমি সেই" এইরূপ বিচারে মনকে সংযত করে, সেই পুরুষ জড় ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এই

...প্রাণী ...অভিহিত হয়? হে সনৎকুমার! ... এই ... জগৎ ... ও শিবের পূর্বোক্ত অষ্ট মূর্ত্তি স্বরূপ, এইরূপ চিন্তা করিবে। ২২—২৭। সূক্ষ্ম পুরুষ, অভিপ্রেত (ব্রহ্ম) স্মরণ করত চরাচর বিভাগ ত্যাগ করিবে। ত্যাজ্য, গ্রাহ্য, অলভ্য, কৃত্য ও অকৃত্য এই কয়টী যাহার নাই, তিনিই তৃপ্ত; তাঁহারই ব্রাহ্মী চিন্তা হইয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না। ক্রমে আভ্যন্তর অর্চ্চনা কথিত হইল। আভ্যন্তর পূজকই পূজ্য। যে ব্রহ্মবাদীরা বিরূপ ও বিকৃত, তাহারাও নিন্দনীয় নহে। আভ্যন্তর অর্চ্চকদিগকে পরীক্ষা করিবে না। যদি কেহ বিজ্ঞাত হইয়া পরীক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিন্দক, এই শব্দে ব্যবহার করিব ও তাহারা দুঃখপীড়িত ও অল্পচেতা হইবে; যেমন পূর্ব্বকালে দারুবনে মুনিগণ রুদ্রনিন্দা করিয়া দুঃখপীড়িত হইয়াছেন। অতএব বর্ণাশ্রমশূন্য ব্রহ্মবাদিগণ বর্ণাশ্রমীদিগের সেব্য ও নমস্কার্য্য ॥ ২৮—৩৩ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, হে বিভো! পূর্ব্বকালে তপশ্চিন্তারত দেবদারু-বনবাসী মুনিদিগের সেই বনে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ঊর্দ্ধরেতা দিগম্বর ভগবান্ মহাদেব বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে দেবদারু-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই বনে পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেব সম্বন্ধে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, দেবদেবের সেই বনচরিত্র যথার্থরূপ বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়। সূত কহিলেন, শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞোত্তম ভগবান্ শিলাদতনয় তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে স্মরণ করতঃ কিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শৌলাদি বলিলেন, সস্ত্রীক, সপুত্র ও সাগ্নিক মুনিগণ মহাদেবের সন্তোষার্থ দেবদারু-বনে সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। মায়াবলে নিতান্ত সংশয়োত্তাবক, ধূর্জ্জটি, পরমেশ্বর, নীললোহিত, জগন্নাথ, ভগবান্ রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দারুবনবাসি-মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন কি না, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং দেবদারু-বনস্থ সকাম ধর্ম্মাচারীদিগের নিষ্কাম ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠার্থ ভগবান্ শঙ্কর বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ দিগম্বর, বিষম-লোচন, সুন্দর, দ্বিহস্ত, কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া দিব্য দারুবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১—৯ ॥ পরম সুন্দরাকৃতি ভগবান্ মহাদেব সুমন্দ হসিতসহকারে রমণীগণের কামোদ্দীপক ভ্রুবিলাস প্রদর্শন ও সঙ্গীত করিলেন। মধুরাকৃতি অনঙ্গশত্রু মহাদেব নারীবৃন্দ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের বহুপরোনাস্তি কামোদ্দীপন করিলেন। পতিব্রতা কামিনীগণও বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরুষরূপী মহাদেবকে দর্শন করিয়া সমাদরে তাঁহারই অনুগমন করিল। বনস্থ পর্ণকুটীর-দ্বারস্থিত এবং বৃক্ষবাটিকাবলম্বিনী নারীগণ তাঁহার মুখারবিন্দে হাস্য দর্শন করত গলিতবস্ত্রা ও পতি... হইয়া ... পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারই অনুগমন করিল। কেহ কেহ স্বভাবত বিলাসশূন্য হইলেও তাঁহাকে অবলোকন করত কামমদে ঘূর্ণিতলোচন হইয়া ভ্রুবিলাস প্রকটিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন কোন কামিনী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সস্মিত বদনে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বসন অল্প অল্প স্খলিত ও কোটিভূষণ গলিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিপ্রাঙ্গনা তখন তাঁহাকে বনমধ্যে অবলোকন করত মদোন্মত্তা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বস্ত্রজন পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের নববসন স্খলিত হইল। তখন গলিতবস্ত্রা, দিগম্বরী কোন কামিনী তাঁহাকে দেখিয়াও জানিতে পারিল না। মদোন্মত্তা অন্য অন্য কামিনীগণও শাখাসুশোভিত, সুপ্রসিদ্ধ পাদপ অথবা বস্ত্রজন কিছুই জানিতে সমর্থ হন নাই। হে দ্বিজসত্তম! তদনন্তর কেহ কেহ তাঁহার উদ্দেশে গান করিতে আরম্ভ করিল, কেহ নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা ধরাতলে শয়ন করিল। কেহ হস্তিনীর ন্যায় গমন করিতে, কেহ বা কিছু বলিতে লাগিল ॥ ১০—১৮ ॥ কোন কোন কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরস্পরে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং মহাদেবের পথ রোধ করিয়া নানা কৌশল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিল। কেহ বলেন আপনি কে? কেহ বা বলিল, এই স্থানে উপবেশন করুন, কোথায় যাইতেছেন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। রমণীগণ পুলকিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। দেবদেবের মায়াবলে পতিব্রতা কামিনীগণও বিগলিত-বস্ত্র ও গলিতকেশ হইয়া পতিসন্নিকটে বিপরীত ভাবে পতিত হইতে লাগিল। ক্ষয়বিকৃতিরহিত ভগবান মহাদেব, সেই রমণীগণের আচরণ ও বাক্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়া শুভাশুভ কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মর্ষিগণ তাদৃশাবস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতাকার শঙ্করকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যোদয়ে আকাশস্থ তারকারাশির ন্যায়, শঙ্করের আগমনে তাঁহাদের তপস্যা দূরীভূত হইল। কথিত আছে, মহাত্মা ব্রহ্মার বহুমঙ্গলাকর যজ্ঞ ঋষিশাপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভৃগুমুনির অভিসম্পাতে মহাবীর্য্যশালী বিষ্ণুও দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া চিরদুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পূর্ব্বকালে গৌতম মুনির ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ঋষিদিগের অভিসম্পাতে বসুদিগের মনুষ্যযোনি ও নহুষরাজের সর্পত্ব প্রাপ্তির বিষয়ও কথিত আছে ॥ ১৯—২৮ ॥ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা নারায়ণাশ্রিত অমৃতাধার ক্ষীরোদ সমুদ্রকেও অপেয় করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ দুষ্টারি মধুসূদন বারাণসী নগরীতে অবিমুক্তেশ্বর নামক দেবদেব ত্র্যম্বকলিঙ্গ দুগ্ধাভিষিক্ত করত তাঁহার দেহাশ্লিষ্ট অমৃততুল্য দুগ্ধ লইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে, মুনিগণ ও ব্রহ্মাদ্বারা অভিষেক করিত ক্ষীরোদ সমুদ্রকে পুনরায় আপনারি বাসযোগ্য করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, মহাত্মা মাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। কৃষ্ণাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং দুর্ব্বাসাদি ঋষিগণ শাপ প্রদান...

মনুষ্য মুক্ত হয়,হে মহাত্মা বারবগণ! পবমানমন্ত্র তথা সমীরক-মন্ত্র, রুদ্রমন্ত্র, নীলরুদ্র, শুভশ্রী সূক্ত, রজনী সূক্ত শুভ ভারুণ্ড, চমক মন্ত্র। শিব শুভ আথর্ব্ব, শান্তি, পুনঃ শান্তি, আরুণ্য, বারুণ,জ্যেষ্ঠ, বেদব্রত, পুণ্য পুরুষসূক্ত, ত্বরিত রুদ্র, বাপি, বাপর্দ্দি, আবোসজ, সাম, বৃহচ্চন্দ্র, বিষ্ণু ও বিরূপাক্ষ স্কন্দ, শতরুক, শিব পঞ্চব্রহ্ম, সূত্র ও কেবল প্রণব এই সকল মন্ত্র দ্বারা সকল পাপ নাশ জন্য দেবদেব শিবকে স্নান করাইবে পরে বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত তথা আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অনুক্রমে দিবে এবং সুগন্ধি জল ও পুনঃ আচনীয় দান করিবে। ॥ ৪০—৪৭ ॥ মুকুট, শুভচ্ছত্র (রত্নালঙ্কার) ও অন্যান্য ভূষণ প্রণব পাঠে দিবে, মুখ বাসাদি তাম্বূলও দান করিবে। অনন্তর স্ফটিক সদৃশ শুক্ল বর্ণ, নিষ্কল, অবিনাশী দেবগণের কারণ স্বরূপ শিব সর্ব্বলোকময় ব্রহ্মা,বিষ্ণু রুদ্রাদি, ঋষিগণ অন্যান্য দেবগণ বেদবিৎগণ ও বেদান্তের অগোচর শ্রুতি এই কথা কহে। এবং আদি, মধ্য, অন্ত রহিত ভব-রোগীর ভেষজ স্বরূপ শিবলিঙ্গস্থিত শিব বলিয়া কথিত হয়, উঁহাকে প্রণব দ্বারা শিবলিঙ্গের মস্তকে পূজা করিবে, স্তব যথাবিধি জপ, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর বিশে-বার্ঘ্য দান করিয়া চরণদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি দানানন্তর প্রণিপাতান্তে স্বহৃদয়ে শিবকে আনয়ন করিবে, এইরূপ উত্তম সংক্ষেপে শিবলিঙ্গার্চ্চন বিধি কথিত হইল। অদ্য আমি তোমার নিকট আভ্যন্তর পূজাবিধি কহিতেছি ॥ ৪৮—৫৪ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, হৃদয়ে অগ্নিমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্র-মণ্ডল ক্রমে চিন্তা করিয়া তার উপর গুণত্রয় ও আত্মত্রয় ক্রমে স্থিত তদুপরি শুদ্ধ সম্পূর্ণাকৃতি অর্দ্ধনারীশ্বর দেহ মহাদেবকে ধ্যানবিৎ ব্যক্তি পূজা করিবে। সেই মহাদেব-চিন্তকের চিন্তনীয় বিষয় বর্ত্তমান যদিও বহু প্রকার, তাহা হইলেও শিববিষয়িণী চিন্তাই শিব চিন্তকের আবশ্যক, অন্যথা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধি না হইলে শিববিষয়িণী চিন্তা উপপন্না হয় না। সেই হেতুক ধ্যেয়, ধ্যান, যজমান ও প্রয়োজন এই কয়টীকে শিবরূপে স্মরণ করিবে। অন্যথা জীবের ইহ শরীরে কখনও শিবাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হয় না। পুর শব্দে দেহ, সেই দেহে যিনি শয়ান, তিনিই পুরুষপদবাচ্য যজ্ঞদ্বারা যাজ্য ইষ্টদেবকে যজন (পূজা) করে যে, তাহাকে যজমান কহে, যজমানই পুরুষ। ধ্যেয় মহাদেব ধ্যানের নাম চিন্তন, ফল নিবৃত্তি (মহাসুখ) প্রধান পুরুষেশান মহাদেব যথাতথ্য (নিশ্চয়) জানিবে। শিব ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব; তিনিই স্বরূপ ও ধ্যেয়, পঞ্চবিংশ তত্ত্বাত্মক পুরুষাখ্যাতা ও জীব। প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, (শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র; গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র,) কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ (বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় (কর্ণ, চক্ষু, রসনা নাসিকা এবং ত্বক্) এবং মন পঞ্চ ভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ বায়ু ও আকাশ) এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। শিব, ষড়্‌বিংশ স্বরূপ, এই মহেশ্বর ব্রহ্মারও কর্ত্তা ও ভর্ত্তা। এই শঙ্কর রুদ্র হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইঁহাকেই বিশ্বাধিক বিশ্বের আত্মা বিশ্বরূপ বলিয়া লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। যে রূপ পিতা মাতা ব্যতিরেকে সন্তান জন্মে না, সেই রূপ শিব ব্যতীত জগতের উৎপন্ন হয় নাই ॥ ১—১১ ॥ সনৎ-কুমার কহিলেন, যদি মহেশ্বর জগতের কর্ত্তা, কারয়িতা, এইরূপ প্রতিপন্ন হন এবং জীবগণের পরাধীনতাবশতঃ ও ঈশ্বরে নির্ঘৃণতা ও বৈষম্যের বিরহপ্রযুক্ত যদি বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা-নুরোধে ও মহেশ্বরে মুক্তি দাতৃত্ব সম্ভবনা হয়, তবে তিনি কেন শুদ্ধ বুদ্ধ, নিত্য নিষ্কল পরমেশ্বর ও পরমাত্মা কিংবা অনিষ্কল ও অকর্ম্মণ্য এই রূপ ব্যবহৃত হন এবং তাহাতে জগতের কর্ত্তৃত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? শৈলাদি কহিলেন কাল সব করিতেছে, কালকে পরমেশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই, সেই পরমেশ্বর শিব নিষ্কল, এইটি নির্ম্মল মনই জানিতে পারেন ॥ ১২—১৪ ॥ কর্ম্ম দ্বারাই তাহার জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবদেবের অষ্টমূর্ত্তি (ক্ষিত্যাদি) স্বরূপই জগৎ, আকাশ বিনা জগৎ হয় না আকাশ তাঁহার মূর্ত্তি এবং পৃথিবী বায়ুতেজ বারি বিনাজগৎ সম্ভব হয় না এবং যজমান বিনাও তাহা সম্ভবেনা। সূর্য্য চন্দ্র বিনা লোক সম্ভূত হয় না, এই সকল পদার্থ প্রভু মহাদেবের শরীর। বিচার করিলে সেই রুদ্র দেবেরই এই চরাচর স্থূলদেহ। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঋষিগণ তাঁহার সেইটাই সূক্ষ্ম শরীর কহেন, যে শরীর বাক্য ও মনের অগোচর, বিদ্বান্ পুরুষ, কেন ব্রহ্মানন্দে ভীত হন? সেই পিনাকী হইতে আনন্দ জাত হইয়া তাঁহার ভয় করা উচিত নহে ॥ ১৫—২১ ॥ যা কিছু পদার্থ আছে,তৎসমস্তই রুদ্রের বিভূতি এইরূপ বিবেচনাকরিয়া তত্ত্বদর্শি-মুনিগণ, সকলই রুদ্র অর্থাৎ রুদ্রময় এইরূপ কহিয়া থাকেন। এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময়। রুদ্র, সর্ব্বময় ও ঈশ্বর। মহাদেব,পুরুষ (জীবাত্মা) মহেশান, পরমাত্মা ও মঙ্গলময় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তদ্বিষয়ক চিন্তনই ধ্যানও নির্দ্দিষ্ট হইল। হে সুব্রত! চতুর্ব্যূহমার্গ দ্বারা বিচারপূর্ব্বক দর্শন করিলে সংসার (জননমরণাদি)ই সংসারহেতু আর নিবৃত্তি (বিরাগ) মোক্ষের হেতু। চতুর্ব্যূহমার্গ দুইপ্রকার আছে তাহার মধ্যে কেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই চারিটিকে চতুর্ব্যূহমার্গ বলেন, কেহ বা ধ্যেয় ধ্যান যজমান ও প্রয়োজন এই চারিটিকেও চতুর্ব্যূহমার্গ বর্ণনা করেন। চতুর্ব্যূহমার্গদ্বয় ব্রহ্মচিন্তক যোগিগণেরই আবশ্যক। চিন্তা বহুপ্রকার হইলেও কেবল তাহার বাসস্থান বুদ্ধি। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেই রুদ্রবিষয়িণী চিন্তাকে সুনিষ্ঠা, এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য চিন্তার রৌদ্রী এই সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। ইন্দ্রবিষয়িণী যে চিন্তা, তাহাকে ঐন্দ্রীচিন্তা কহে; সোমবিষয়িণী চিন্তাকে সৌম্যা; নারায়ণ বিষয়িণী চিন্তাকে নারায়ণী চিন্তা কহে। সূর্য্য, বহ্নি-বিষয়িণী চিন্তাকে পূর্ব্ববৎ তন্নামক চিন্তা কহে। এই সকল চিন্তা কদাচ মুখ্যা হইতে পারে না; কেবল রুদ্রবিষয়িণী চিন্তাই মুখ্যা। যে পুরুষ এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক "সেই আমি, আমি সেই" এইরূপ হৃদাম্বুজে মনকে সংস্থাপন করে, সেই পুরুষ ভক্ত ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এই

রূপ চিন্তাই ব্রাহ্মী নামে অভিহিতা হয়। হে সনৎকুমার! প্রথম স্বষ্ট চরাচর জগৎ ব্রহ্মময় ও শিবের পূর্ব্বোক্ত অষ্ট মূর্ত্তি স্বরূপ, এইরূপ চিন্তা করিবে॥ ২২—২৭॥ সুস্থ পুরুষ, অভিপ্রেত (ব্রহ্ম) স্মরণ করত চরাচর বিভাগ ত্যাগ করিবে। ত্যাজ্য, গ্রাহ্য, অলভ্য, কৃত্য ও অকৃত্য এই কয়টী যাহার নাই, তিনিই তৃপ্ত; তাঁহারই ব্রাহ্মী চিন্তা হইয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না। ক্রমে আভ্যন্তর অভ্যর্চ্চন কথিত হইল। আভ্যন্তর পূজকই পূজ্য। যে ব্রহ্মবাদীরা বিরূপ ও বিকৃত, তাহারাও নিন্দনীয় নহে। আভ্যন্তর অর্চ্চকদিগকে পরীক্ষা করিবে না। যদি কেহ বিজ্ঞাত হইয়া পরীক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিন্দক, এই শব্দে ব্যবহার করিব ও তাহারা দুঃখপীড়িত ও অল্পচেতা হইবে; যেমন পূর্ব্বকালে দারুবনে মুনিগণ রুদ্রনিন্দা করিয়া দুঃখপীড়িত হইয়াছেন। অতএব বর্ণাশ্রমশূন্য ব্রহ্মবাদিগণ বর্ণাশ্রমীদিগের সেব্য ও নমস্কার্য্য॥ ২৮—৩৩॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, হে বিভো! পূর্ব্বকালে তপশ্চিন্তারত দেবদারু-বনবাসী মুনিদিগের সেই বনে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ঊর্দ্ধরেতা দিগম্বর ভগবান্ মহাদেব বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে দেবদারু-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই বনে পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেব সম্বন্ধে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, দেবদেবের সেই বনচরিত্র যথার্থরূপ বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়। সূত কহিলেন, শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞোত্তম ভগবান্ শিলাদতনয় তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে স্মরণ করতঃ কিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌলাদি বলিলেন, সস্ত্রীক, সপুত্র ও সাগ্নিক মুনিগণ মহাদেবের সন্তোষার্থ দেবদারু-বনে সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। মায়াবলে নিতান্ত সংশয়োদ্ভাবক, ধূর্জ্জটি, পরমেশ্বর, নীললোহিত, জগন্নাথ, ভগবান্ রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দারুবনবাসি-মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধর্ম্ম-আচরণ করিতেছেন কি না, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং দেবদারু-বনস্থ সকাম ধর্ম্মাচারীদিগের নিষ্কাম ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠার্থ ভগবান্ শঙ্কর বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ দিগম্বর, বিষম-লোচন, সুন্দর, দ্বিহস্ত, কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া দিব্য দারুবনে প্রবেশ করিলেন॥ ১—৯॥ পরম সুন্দরাকৃতি ভগবান্ মহাদেব সুমন্দ হসিতসহকারে রমণীগণের কামোদ্দীপক ভ্রুবিলাস প্রদর্শন ও সঙ্গীত করিলেন। সুমধুরাকৃতি অনঙ্গশত্রু মহাদেব নারীবৃন্দ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের বৎপরোনাস্তি কামোদ্দীপন করিলেন। পতিব্রতা কামিনীগণও বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরুষরূপী মহাদেবকে দর্শন করিয়া সমাদরে তাঁহারই অনুগমন করিল। বনস্থ পর্ণকুটীর-দ্বারস্থিত এবং বৃক্ষবটিকাবলম্বিনী রমণীগণ তাঁহার মুখারবিন্দে হাস্য দর্শন করত গলিতবস্ত্রা ও পরিত্যক্তলজ্জা হইয়া চেষ্টান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারই অনুগমন করিল। কেহ কেহ স্বভাবত বিলাসশূন্য হইলেও তাঁহাকে অবলোকন করত কামমদে ঘূর্ণিতলোচন হইয়া ভ্রূবিলাস প্রকটিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন কোন কামিনী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সস্মিত বদনে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বসন অল্প অল্প স্খলিত ও কোটিভূষণ গলিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিপ্রাঙ্গনা তখন তাঁহাকে বনমধ্যে অবলোকন করত মদোন্মত্তা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বন্ধুজন পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের নববসন স্খলিত হইল। তখন গলিতবস্ত্রা দিগম্বরী কোন কামিনী তাঁহাকে দেখিয়াও জানিতে পারিল না। মদোন্মত্তা অন্য অন্য কামিনীগণও শাখাসুশোভিত, সুপ্রসিদ্ধ পাদপ অথবা বন্ধুজন কিছুই জানিতে সমর্থ হন নাই। হে দ্বিজসত্তম! তদনন্তর কেহ কেহ তাঁহার উদ্দেশে গান করিতে আরম্ভ করিল, কেহ নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা ধরাতলে শয়ন করিল। কেহ হস্তিনীর ন্যায় গমন করিতে, কেহ বা কিছু বলিতে লাগিল॥ ১০—১৮। কোন কোন কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরস্পরে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং মহাদেবের পথ রোধ করিয়া নানা কৌশল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিল। কেহ বলেন আপনি কে? কেহ বা বলিল, এই স্থানে উপবেশন করুন, কোথায় যাইতেছেন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। রমণীগণ পুলকিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। দেবদেবের মায়াবলে পতিব্রতা কামিনীগণও বিগলিত-বস্ত্র ও গলিতকেশ হইয়া পতিসন্নিকটে বিপরীত ভাবে পতিত হইতে লাগিল। ক্ষয়বিকৃতিরহিত ভগবান মহাদেব, সেই রমণীগণের আচরণ ও বাক্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়া শুভাশুভ কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মর্ষিগণ তাদৃশাবস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতাকার শঙ্করকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যোদয়ে আকাশস্থ তারকারাশির ন্যায়, শঙ্করের আগমনে তাঁহাদের তপস্যা দূরীভূত হইল। কথিত আছে, মহাত্মা ব্রহ্মার বহমঙ্গলাকর যজ্ঞ ঋষিশাপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভৃগুমুনির অভিসম্পাতে মহাবীর্য্যশালী বিষ্ণুও দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া চিরদুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পূর্ব্বকালে গৌতম মুনির ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ঋষিদিগের অভিসম্পাতে বসুদিগের মনুষ্যযোনি ও নহুষরাজের সর্পত্ব প্রাপ্তির বিষয়ও কথিত আছে॥ ১৯—২৮॥ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা নারায়ণাশ্রিত অমৃতাধার ক্ষীরোদ সমুদ্রকেও অপেয় করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ দুষ্টারি মধুসূদন বারাণসী নগরীতে অবিমুক্তেশ্বর নামক দেবদেব ত্র্যম্বকলিঙ্গ দুগ্ধাভিষিক্ত করত তাঁহার দেহাশ্লিষ্ট অমৃততুল্য দুগ্ধ লইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে, মুনিগণ ও ব্রহ্মাদ্বারা অভিষেক করত ক্ষীরোদ সমুদ্রকে পুনরায় আপনার বাসযোগ্য করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, মহাত্মা মাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। কৃষ্ণাত্মজকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং দুর্ব্বাসাদি ঋষিগণ শাপ প্রদান করেন। সাগ্রজ রাঘবমহাত্মা দুর্ব্বাসার শাপগ্রস্ত হন।

বিষ্ণুও সুজ্ঞানী ভৃগুমুনির পদাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁরা এবং দেবদেব উমাপতি বিরূপাক্ষ ভিন্ন অনেকেই ব্রাহ্মণের বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে শৈবমায়া-মুগ্ধ মুনিগণ ভগবান্ শঙ্করকে জানিতে না পারিয়া কঠোর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুর্ব্বলচেতা মুনিগণও নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে প্রাতঃকালে দারুবন হইতে উৎকৃষ্ট আসনাসীন মহাত্মা পিতামহ সন্নি-ধানে গমন করিয়া দেবদেবের দারুবনাশ্রিত কার্য্যসকল নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, ক্ষণকাল মাত্র মুনিগণের দারুবনাশ্রিত কার্য্যকলাপ স্মরণ করত উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শঙ্করকে প্রণাম করিলেন এবং অবিলম্বেই দারুবনাশ্রিত মুনিগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে মুনিগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা নিতান্ত ভাগ্যবিহীন, যেহেতুক তোমরা উৎকৃষ্ট নিধি প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে না, তোমাদিগের জীবন বৃথা॥ ১৯—৪১॥ সংসারধর্ম্মাবলম্বী তোমরা দারুবনে বিকৃতাকারধারী যে পুরুষকে দেখিয়াছ, তিনিই পরমেশ্বর; হে ব্রাহ্মণগণ! অতিথি বিরূপ, সুরূপ, মলিন বা মূর্খ, যাহাই হউক' গৃহস্থেরা কখন তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন না। পূর্ব্বকালে পৃথিবীতলে দ্বিজাগ্রগণ্য সুদর্শন মুনি অতিথিসেবার বলে কালমৃত্যুকেও জয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীতলে অতিথিসেবা ব্যতীত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধার বা আত্মশোধনের আর উপায়ান্তর নাই। সুবিখ্যাত সুদর্শন মুনি গৃহস্থ হইয়াও মৃত্যু জয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, পতিব্রতা ভার্য্যাকে এইরূপ বলিয়া-ছিলেন। হে সুব্রতে, হে সুভ্রু! হে সুভগে! যত্নপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি কখনও গৃহাগত অতিথি-দিগকে অবমানিত করিও না। সকল অতিথিই সাক্ষাৎ মহাদেব স্বরূপ; অতএব আত্মদান করিয়াও অতিথি সেবা করিবে। সেই পতিব্রতা কামিনী এইরূপ কথিত হইয়া সন্তপ্ত ও বিবশ হইলেন এবং ক্রন্দন করতঃ কহিতে লাগি-লেন;—হে প্রভো! আপনি কি বলিলেন। সুদর্শন তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, অতিথি স্বয়ং মহাদেব স্বরূপ; অতএব আর্য্যে সেই শিবতুল্য অতিথিকে সকল বস্তুই দান করা উচিত। তুমি সর্ব্বদা সকল অতিথি-দিগকেই পূজা করিবে। সেই পতিব্রতা কামিনী এইরূপ কথিত হইয়া মালার ন্যায় পতির আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হে দ্বিজোত্তম! সাক্ষাৎ ধর্ম্মদেব তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা পরীক্ষার নিমিত্ত দ্বিজোত্তম বেশে মুনির গৃহে আগমন করিলেন। নিষ্পাপ সুদর্শন ভার্য্যারূপী ধর্ম্মদেবকে অবলোকন করিয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন এবং ধর্ম্মদেব এইরূপে পূজিত হইয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! তোমার বুদ্ধিমান্ পতি সুদর্শন কোথায়॥ ৪২—৫৪॥ হে আর্য্যে! অদ্য আমি অন্নাদির প্রার্থনা করিব না, আজ আমি তোমাকেই চাই। সেই পতিব্রতা কামিনী পূর্ব্বোক্ত স্বামিবাক্য স্মরণ করতঃ লজ্জাবনত মুখে চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্মদেব, তাঁহাকে আরও কিছু বলিলেন, তিনিও পতির আজ্ঞানুসারে আত্ম-সমর্পণার্থ প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহার স্বামী মহা মুনি সুদর্শন, গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া [illegible] ডাকিলেন, হে ভদ্রে! কোথায় যাইলে, এই স্থানে এস। তখন অতিথি বলিলেন, হে মহাভাগ সুদর্শন! আমি তোমার ভার্য্যার সহিত সুরতাসক্ত আছি, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি তাহা বল। তার পরেই বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! সুরতান্ত হইল, আমি পরম সন্তোষলাভ করিলাম। মহামুনি সুদর্শন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি আমার ভার্য্যাকে যথেচ্ছ ভোগ করুন, আমি চলিলাম। ধর্ম্মদেব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া স্বমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। অনন্তর মহাদ্যুতি ধর্ম্মদেব, বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি তোমার সুশোভনা ভার্য্যাকে ভোগ করিবার কল্পনাও করি নাই, ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, কেবল শ্রদ্ধা পরীক্ষা করিবার জন্যই আগমন করিয়াছি। হে সুব্রত! তুমি ধর্ম্মবলে মৃত্যুকেও জয় করিলে। অহো! ইহাঁর তপস্যার কি অদ্ভুত বল! এই কথা বলিয়া ধর্ম্মদেব গমন করিলেন। অতএব সকল অতিথিকেই সর্ব্বদা পূজা করা উচিত। হে ভাগ্য-বিহীন দ্বিজেন্দ্রগণ! আর বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, তোমরা ভগবান্ শঙ্করেরই শরণাগত হও। দ্বিজগণ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করত দুঃখিত ও ব্যাকুল-নয়ন হইয়া অভিবন্দন পূর্ব্বক বলিলেন॥ ৫৫—৬৬॥ হে মহাভাগ! আমরা জীবনের জন্য কিছুই ভাবিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের বিকৃতাবস্থা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, অনিন্দিত মহাদেবকে নিন্দা করিয়াছি এবং অজ্ঞানবশতঃ সর্ব্বব্যাপী, পিনাকী নীল-লোহিত মহাদেবকেও অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অবলোকনমাত্রেই শাপ-শক্তি কুণ্ঠিত হইয়াছে। হে দেবেশ! ভীমাকার কপর্দী দেবদেবকে দর্শন করিতে যাদৃশ সন্ন্যাসের আবশ্যক ক্রমে ক্রমে সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বর্ণনা করুন। পিতামহ বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! প্রথমত মুনি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরম শ্রদ্ধা ও তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবে। জ্ঞানান্তকাল বা দ্বাদশ বর্ষ অধ্যয়ন করিয়া সমাপ্তি স্নান করতঃ দারগ্রহণ ও সুসন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। অনুরূপ বৃত্তি বিধানানন্তর পুত্রগণকে বিভক্ত ও স্বয়ং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক অগ্নি-ষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা পরমাত্ম-স্বরূপ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অগ্নিতে পূজা করিবে। অনন্তর, দ্বাদশ বর্ষ বা এক বর্ষ অথবা দ্বাদশ-পক্ষ বা দ্বাদশদিন দুগ্ধমাত্র পান করতঃ শান্ত ও সংযত হইয়া, দেবগণের পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজাদি সমাপন করিয়া, মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যজ্ঞীয় পাত্রসকল অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতঃ মৃন্ময়পাত্র সলিলে নিক্ষিপ্ত ও তৈজসাদি গুরুকে দান করিবে। অসঙ্কুচিত চিত্তে সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদিগকে দান ও ভূমি-বিলুণ্ঠিতমস্তকে গুরুকে প্রণাম করত যতি ও সংসার-বিরাগী হইয়া, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে॥ ৬৭—৭৬॥ বিবেকী, শিখার সহিত কেশচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞোপ[illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূ স্বাহা বলিয়া পাঁচবার সলিলে [illegible] প্রদান করিবে। অনন্তর যতি, শৈবমুক্তি [illegible] জন্য অনশন বা জলমাত্র পান করিয়া এইরূপ [illegible] স্থাপন করিবে। যতি-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সর্ব্বতোভাবে, দুঃখ [illegible] এই

ব্রত পালন করিয়া ফল ভোজন করিয়া জীবন যাপন করত যদি মৃত্যু উপস্থিত না হয়, তবে এক বৎসর বা ছয় মাস কাল প্রহারাদি কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। হে সুব্রত মুনিগণ! এইরূপ ব্রতাচরণ করিয়া ভক্তিযুক্ত নর, কর্ম্মফলে শিবসাযুজ্য বা অবিলম্বেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃত রুদ্রভক্তের যথানিয়মে পূর্ব্বোক্ত ত্যাগাদি, নানাবিধ যজ্ঞ, দান, হোম, বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বেদ পাঠের কোন আবশ্যকতা নাই। মহাত্মা শ্বেতমুনি ভবভক্তিবলে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, তোমাদিগেরও সেই পরমাত্মস্বরূপ মঙ্গলময় মহাদেবে ভক্তি বৃদ্ধি হউক॥ ৭৭—৮৩॥

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি বলিলেন, তৎকালে ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিদিগকে এইরূপ কথা বলিলে, তাঁহারা পবিত্র শ্বেতমুনির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতামহ বলিলেন;—হে দ্বিজগণ! বৃদ্ধতম শ্রীমান্ শ্বেতনামা মহামুনি নমস্তে রুদ্রমন্যবে ইত্যাদি পবিত্র রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্রদ্বারা সমাসক্ত মনে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করত মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তার পর মহাতেজা যম শ্বেত মুনির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। গতায়ু, পুণ্যাত্মা শ্বেতমুনি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ধ্যান করত মহাদেবের পূজা করিলে মৃত্যু আমার কি করিবে, এই মনে করিয়া যশস্বী পুষ্টিবর্দ্ধন মহাদেবকে পূজা করিলেন। লোকভয়ঙ্কর যম,তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—এস, এস; শিবপূজায় তোমার কোন ফল হইবে না। হে দ্বিজোত্তম! আমি যাঁহাকে অধিকার করিয়াছি,ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এ বিষয়ে আমিই প্রভু; যাহাকে ক্ষণকালমধ্যে যমালয়ে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার রুদ্রারাধনায় কি হইবে? হে মুনে! তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্যই তোমাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি॥ ১—৯॥ মুনিসত্তম, তাঁহার সেই ধর্ম্মমিশ্রিত ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া, হা রুদ্র! হা মহাদেব! এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্বেতমুনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সজল ও সম্ভ্রান্ত-লোচনে কালদেবকে অবলোকনপূর্ব্বক বলিলেন;—যদি আমাদিগের স্বামী মঙ্গলময় দেবদেব বৃষধ্বজ রুদ্র এই লিঙ্গে বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে কাল! তুমি কি করিতে পার? হে মহাবাহো! মদ্বিধ মহাত্মাও নিতান্ত শিবানুরাগীদিগের প্রতি তোমার ঈদৃশ চেষ্টাতে কোন ফল হইবে না। পাশধারী ভয়ঙ্কর যম, শ্বেত মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া গতায়ু মুনিকে বন্ধন করিয়া পুনঃ বলিলেন;—হে বিপ্রর্ষে! যমালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে এখন বদ্ধ করিলাম; দেবদেব রুদ্র তোমার কি করিলেন? কোথায় শিব, কোথায় বা তোমার তাদৃশ [illegible] তোমার পূজা বা পূজার ফলই বা কোথায়; আর ও [illegible] কোথায়? হে শ্বেত! আমার কি ভয় আছে? আমি তোমাকে বদ্ধ করিলাম। হে শ্বেত! যদি এই লিঙ্গস্থ মহাদেব রুদ্র, তোমাকে রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহাকে পূজা করিয়া কি হইবে? তার পর ত্রিপুরারি সদাশিব ত্র্যম্বক মহাদেব,ব্রাহ্মণ হননার্থ আগত যমকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার জন্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া পার্ব্বতী, নন্দী ও প্রমথাধিপগণের সহিত সত্বর নির্গত হইলেন। বলবান্ যম মহাদেবকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়া মুনিসন্নিধানে পতিত হইলেন॥ ১০—২১॥ হে দ্বিজসত্তমগণ! উচ্চমতি শ্বেতমুনি মহাদেবের নিরীক্ষণ মাত্রে সর্ব্বান্তকারী যমকে মৃত অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিলেন। প্রধানতম দেবগণেরা নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষিগণ আহ্লাদিত হইয়া মহাদেব ও মহাদেবী উমাকে প্রণাম করিলেন। খেচরগণ মহাদেব ও শ্বেতমুনির মস্তকোপরি আকাশ হইতে সুশোভন ও সুশীতল পুষ্পবর্ষণ করিলেন। শ্বেতমুনি তখন অন্তককে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। শৈলাদি শিবানুচর নন্দী শঙ্কর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, "চঞ্চলমতি যম মরিয়াছে, আপনি মুনির প্রতি প্রসন্ন হউন।" তদনন্তর ভগবান্ মহাদেব শ্বেতমুনিকে অনুগ্রহ করিয়া এবং যমকে ক্ষণকাল মধ্যে মৃত দেখিয়া লিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতএব হে দ্বিজগণ! মুক্তিদ ও সর্ব্বসুখপ্রদ মৃত্যুঞ্জয়কে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। আর বহুবাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, তোমরা সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে পূজা করিলেই শোকমুক্ত হইবে॥ ২২—২৯॥

শৈলাদি বলিলেন, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ বলিলে তাঁহারা বলিলেন, হে দেব! কিরূপ তপস্যা, যজ্ঞ বা ব্রতদ্বারা পিনাকী রুদ্র দেবদেব মহাদেবে ভক্তি এবং দ্বিজগণ শিবভক্ত হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন;—হে মুনিসত্তমগণ! দান, তপস্যা, বিদ্যা, যজ্ঞ, হোম, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, যোগশাস্ত্রালোচনা বা ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয় না, কেবল চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারাই পরম কারুণিক মহাদেবে ভক্তি উৎপন্ন হয়। অনন্তর মহর্ষিসকল তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ও ভার্য্যাগণের সহিত, ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। অতএব পাশুপাতী ভক্তি ধর্ম্ম অর্থ কামাদি প্রদান করে এবং মুনিগণ সেই ভক্তিপ্রভাবে বিজয় লাভ ও সর্ব্ববিধ মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বকালে দধীচমুনি অমরগণের সহিত বিভু হরিকে জয় করিয়া ক্ষুপরাজকে পাদাঘাত করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাস্থিত্ব প্রাপ্ত হন। আমিও মহাদেবের গুণগান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি। মুনিবর শ্বেত কালকবলিত হইয়াও মহাদেবের অনুগ্রহে আমার ন্যায় মৃত্যুজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ ৩০—৩৩॥

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, দেবদারুবনবাসী মুনিগণ, মহাদেবের অনুগ্রহে কিরূপে তাঁহাকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত

হুন. আপনি অনুগ্রহ করিয়া তদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন্। শৈলাদি বলিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবদারু-বনবাসী তপঃপ্রভাবে পাবকপ্রভ সেই মহাভাগ মুনিগণকে বলিলেন ;—এই মহেশ্বরই সর্ব্ব প্রধান দেবতা, তাঁহা অপেক্ষা পরম বস্তু আর কিছুই নাই। তিনি দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের প্রভু এবং এই ভগবান্ মহেশ্বরই কালরূপী হইয়া সহস্র যুগান্তে প্রলয়কালে সকল শরীরীকে সংহার করেন। তিনিই একাকী স্বতেজ দ্বারা সমস্ত প্রজা সৃজন করিতেছেন। ইনিই চক্রধারী, ইনিই বজ্রধারী, ইনিই শ্রীবৎস-চিহ্ন ধারণ করিতেছেন। ইনি সত্যযুগে যোগী, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে কালাগ্নি ও কলিযুগে ধূমকেতু বলিয়া বিখ্যাত। পণ্ডিতেরা রুদ্রদেবের এই সকল মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ১—৭॥ গৌরীপট্টমধ্যে সংস্থাপিত চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ অথবা বর্ত্তুলাকার সুদৃশ্য ও সুযোগ্য শৈবলিঙ্গের পূজা করিতে হইবে। তমোগুণময় অগ্নি, রজোগুণময় ব্রহ্মা এবং সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু একমূর্ত্তি মহাদেবের মূর্ত্ত্যন্তরমাত্র। গৌরীপট্টসংযুক্ত লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, বিপ্রর্ষিগণ, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত, অন্যূন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, পরম সুন্দর সুবর্ত্তুল, শাস্ত্রসম্মত, সমমধ্য অষ্টকোণ অথবা ষোড়শকোণ, বা সুবৃত্ত, মঙ্গলময়, দিব্য, সর্ব্বফলপ্রদ, প্রভু, সনাতন, দেবদেব, মহাদেবকে যথাবিধি আরাধনা করেন।• লিঙ্গাধারবেদিকা, লিঙ্গের দ্বিগুণ, সমান অথবা এক তৃতীয়াংশ, এবং সুলক্ষণসংযুক্ত ও গোমুখাকৃতি হইবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! বেদিকার চতুষ্পার্শ্বে যবপরিমিত পট্টিকা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তদনন্তর হে দ্বিজোত্তমগণ! সুবর্ণ, রজত, প্রস্তর বা তাম্রময়—বর্ত্তুল, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অথবা ত্রিকোণ ব্রণশূন্য, শ্বেতবর্ণ, সুলক্ষণযুক্ত, পূজার্হ লিঙ্গ চতুর্দ্দিকে ত্রিগুণ বিস্তৃত বেদিকামধ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদি সন্নিকটে সহিরণ্য, সবীজ ব্রহ্মমন্ত্রপূত কলশ স্থাপন করিবে। অনন্তর পঞ্চ মন্ত্রদ্বারা লিঙ্গ সেচন করিতে হইবে। ॥ ৮—১৮॥ এইরূপে যথাসাধ্য পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে। পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া একান্তমনে পূজা করিলে শূলপাণিকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহাকে দর্শন করিলে অজ্ঞান ও অধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হয় এবং অকৃতপুণ্য-ব্যক্তিরা যাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না, অনন্তর তোমারা তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। তদনন্তর দেবদারুবনবাসী ঋষিগণ পরমতেজস্বী ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেবদারুবনে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে দেবদেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৯—২২॥ বিচিত্র স্থণ্ডিল, পর্ব্বতগুহা, শুভদ নির্জ্জন নদীপুলিন প্রভৃতি স্থানে, কেহ বা শৈবাল মধ্যে উপবেশন করিয়া, কেহবা জলমধ্যে শয়ান, কেহবা দর্ভাসনে উপবিষ্ট, কেহবা চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অধিষ্ঠিত হইয়া, কেহবা দন্তচর্ব্বিত দ্রব্যমাত্র, কেহবা প্রস্তরকুট্টিতদ্রব্য ভোজন করিয়া বীরাসনে উপবেশন ও মৃগবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাবুদ্ধি মুনিগণ পূজা ও তপস্যা দ্বারা কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সংবৎসরকাল অতীত এবং বসন্ত সমাগত হইলে, দেবদেব পরমেশ্বর ভক্ত মুনিগণের পারতোষার্থ প্রসন্ন হইয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক সত্যযুগে, সিদ্ধিপ্রদ হিমালয়ের একদেশস্থিত দেবদারুবনে উপস্থিত হইলেন। ভস্ম ও ধূলিলিপ্তাঙ্গ, বিকৃতাকার, অগ্নিহস্ত, রক্তপিঙ্গল-লোচন, দিগম্বর, মহাদেব,—কখন ভয়ঙ্কররূপে হাস্য, কখন সবিস্ময়ে গান, কখন শৃঙ্গারভাবে নৃত্য, কখন বা বারংবার রোদন করতঃ আশ্রম মধ্যে পুনঃ পুন ভিক্ষা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥২৩—৩০॥ তাদৃশী মায়া বিস্তার করত দেবদেব দেবদারু-বনে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সস্ত্রীক ও সপুত্র মহাভাগ মুনিগণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জল, বিবিধ মাল্য, ধূপ, গন্ধ ও স্তুতিবাক্যদ্বারা যথোচিত পূজা করত বলিতে লাগিলেন ;—হে দেবদেবেশ! আমরা অজ্ঞানপূর্ব্বক বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা যে কোন অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত ক্ষমা করুন। হে মহাদেব! আপনার বিচিত্র, গুহ্য, দুর্ব্বোধ্য চরিত ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অজ্ঞেয়। হে বিশ্বেশ্বর মহাদেব! আপনার গম্য বা অগম্য পথ আমরা কিছুই জানিনা ; আপনি যাহাই হউন, আপনাকে নমস্কার ; মহাত্মা ব্যক্তিরা দেবদেব মহাদেব আপনাকে স্তব করে॥ ৩১—৩৬॥ আপনি ভব, ভব্য, ভাবন ও উৎপত্তি-কারণ এবং অনন্ত বল-বীর্য্যশালী ভূতপতি ; আপনাকে নমস্কার। আপনি সংহারকর্ত্তা পিঙ্গসবর্ণ, অব্যয়, নশ্বর, গঙ্গা-সলিলধারী, জগদাধার, গুণময়, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলধারী, সুখবিধাতা, অগ্নিস্বরূপ, পরমাত্মা, শঙ্কর, বৃষধ্বজ, গণপতি, দণ্ডহস্ত, কালান্তক, পাশধারী, বৈদিক মন্ত্রোক্ত প্রধান উপাস্যদেব, অনন্ত ; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, স্থাবর, জঙ্গম সকলই আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আপনিই পালন ও ধ্বংস করিতেছেন। হে ভগবন! আপনি প্রসন্ন হউন॥ ৩৭—৪২॥ মনুষ্যগণ অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক যে কোন কর্ম্ম করে, ভগবন্! আপনিই যোগমায়াবলে সে সকল কার্য্য করাইতেছেন। মুনিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে এইরূপে দেবদেবের স্তব করিয়া আমরা আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি, এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক তদ্দর্শনার্থ তাঁহাদিগকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিলেন। দেবদারুবনবাসী মুনিগণ, লব্ধদৃষ্টি দ্বারা ত্র্যম্বককে অবলোকন করিয়া পুনরায় ঈশানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৩—৪৬॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

• আপনি দিগম্বর, কৃতান্ত, ত্রিশূলী, সুন্দর, করাল, করালবদন, গজাননমস্তকানন্দকারী, রুদ্র, যজমানরূপী, সর্ব্বদেবনমস্কৃত, প্রণতাত্মা, নীলজটাজূটধারী, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, চিতাভস্মশোভিত-দেহ, দেব! আপনাকে নমস্কার। তুমি দেবগণ মধ্যে ব্রহ্মা, রুদ্রগণ মধ্যে নীল লোহিত, সর্ব্বভূতের আত্মা, তুমিই সাঙ্খ্যোক্ত পুরুষ, পর্ব্বত মধ্যে মহামেরু, নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণ মধ্যে বসিষ্ঠ, দেবগণমধ্যে ইন্দ্র ও বেদগণ মধ্যে ওঙ্কার ; তুমি সামগীতমধ্যে শ্রেষ্ঠ সামগান। হে

পরমেশ্বর তুমি আরণ্য-পশুমধ্যে সিংহ, গ্রাম্য-পশুমধ্যে বৃষ; আপনি লোকপূজিত ভগবান্ ॥ ১—৭ ॥ আপনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও যে যে রূপ অবলম্বন করিবেন, আমরা ব্রহ্মোক্ত বাক্যানুসারে সেই রূপেতেই আপনাকে দেখিতে পাইব। কাম, ক্রোধ, লোভ, বিষাদ, মদ, এই সকল বুঝিতে ইচ্ছা করি, হে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। হে দেব! আপনি সংযতাত্মা; মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে আপনি ললাটে হস্তার্পণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন। (জিজ্ঞাসান্তে শঙ্কর প্রসাদে মুনিগণ আপনারাই সমস্ত জানিতে পারিলেন) সেই অগ্নি ও অগ্নিশিখাদ্বারা সমস্ত জগৎ বেষ্টিত হইল। সেই শৈবললাটোত্থিত অগ্নি হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, উপদ্রব প্রভৃতি বিকৃতাগ্নির উৎপত্তি হয়। আপনার ললাটোত্থ বহ্নিদ্বারা মনুষ্য, চরাচর ভূতসমূহ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণিগণ দগ্ধ হয়। হে সুরেশ্বর! দহনকালে আপনিই আমাদিগের পরিত্রাতা ॥ ৮—১৩ ॥ হে মহেশ্বর! মহাভাগ প্রভো! হে শুভদর্শিন্! আপনি লোকহিতের জন্য সোমরূপে ভূতগণকে শীতল করেন। হে নাথ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করিব; সহস্রকোটি ভূত ও শতকোটি রূপেতেও আমরা আপনার অন্ত নির্ণয় করিতে পারি না; হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৪—১৬ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

নন্দী কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর, মুনিদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভপূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন;—তোমাদিগের কীর্ত্তিত এই স্তব যে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে বা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবে, সেই ব্রাহ্মণ, গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! তোমরা মদ্ভক্ত; তোমাদিগের হিতার্থ পুণ্য-কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আমার দেহজা প্রকৃতি দেবী স্বরূপ; এবং হে বিপ্রগণ! সমস্ত পুংলিঙ্গ আমার দেহসমুদ্ভব পুরুষ স্বরূপ, এই উভয় দ্বারাই আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব দিগম্বর সর্ব্বোত্তম বালক ও উন্মত্তের ন্যায় চেষ্টাবান্, মদ্ভক্ত ব্রহ্মবাদী যতীদিগকে কদাচ নিন্দা করিবে না। যে ব্রাহ্মণেরা ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর, যাঁহারা ভস্মদ্বারা পাপ দূরীভূত করিয়াছেন, যাঁহারা যথোক্ত, ব্রতাচারী, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানপরায়ণ, শিবভক্ত ঊর্দ্ধরেতা হইয়া সংযত বাক্যমনকায়দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চির কালের জন্য রুদ্র লোকে গমন করেন। অতএব লিঙ্গরূপী মহাদেবের দুঃসাধ্য শ্রেষ্ঠ ব্রত অথবা তত্ত্বাবলম্বী ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারীদিগকে নিন্দা বা লঙ্ঘন করা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য নয় ॥ ১—৯ ॥ যাঁহারা ইহ বা পরলোকে আত্মহিত প্রার্থনা করেন, তাঁহারা কদাচ ব্রহ্ম শিব ভক্তদিগের প্রতি হাস্য বা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ না করেন, কারণ যে দুর্বুদ্ধি তাঁহাদের নিন্দা করে, তাঁহারা প্রকারান্তরে শিবেরই নিন্দা করিয়া থাকে। যিনি করেন না, তিনি মহাদেবকেই পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপে মহাদেব ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ মহাযোগীরূপ ধারণ করিয়া, লোকহিতার্থ যুগে যুগে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই ব্রত অবলম্বন করিলে, তোমাদিগেরও মঙ্গল ও সিদ্ধি লাভ হইবে। মহাভয়-প্রণাশ-হেতু শিবোক্ত অনুপম পরম পদ বিদিত হইয়া, চিত্ত হইতে সংসার সুখ ও মোহ দূরীকৃত করতঃ ঋষিগণ অবনত মস্তকে মহাদেবকে তৎকালে প্রণাম করিলেন। তৎপরে ঋষিগণ নন্দীবাক্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিয়া, বিশুদ্ধ কুশপুষ্পমিশ্রিত সুগন্ধি মহাকুম্ভজলে মহেশ্বরকে স্নান করাইলেন এবং সুস্বরময় স্তোত্র ও হুঙ্কার গান করিতে লাগিলেন। হরগৌরী-রূপী, সাংখ্যযোগ-প্রবর্ত্তক, মেঘরূপী কৃষ্ণবাহনারূঢ়, গজচর্ম্ম-পরিধান, কৃষ্ণসার-চর্ম্মোত্তরীয়, সর্প-যজ্ঞোপবীতধারী, মহাদেবকে নমস্কার ॥ ১০—১৭ ॥ যিনি সুরচিত বিচিত্র কুণ্ডল, উৎকৃষ্ট মাল্য ধারণ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিতেছেন, অতি যশস্বী সেই শঙ্করকে নমস্কার। অনন্তর, মহেশ্বর প্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন;—হে সুব্রত তপস্বিগণ! আমি তোমাদিগের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমরা বরগ্রহণ কর। তার পর ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, সুকেশ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, কশ্যপ, কণ্ব, মহাতপা সম্বর্ত্ত প্রভৃতি মুনিগণ মহদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন। হে প্রভো! কিরূপে ভস্মদ্বারা দেহ পবিত্র হয়, নগ্নত্ব কয় প্রকার, প্রতিপথগামিত্ব বা কাম্যকর্ম্মসেবিত্বই বা কিরূপ, এই পূর্ব্বোক্ত চতুষ্টয় মধ্যে কোনগুলি সেব্য বা অসেব্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তার পর ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল ঋষিগণকে অবলোকন করতঃ বলিলেন ॥ ১৮—২৪ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আজ আমি ভস্মস্নানাদিমাহাত্ম্য কথার সার অংশ তোমাদিগকে বলিব। সোম কারণ অগ্নি এবং নিত্য অগ্নিসংযুক্ত সোম, এই উভয়ই আমি। ভারতবর্ষাশ্রয়ে উৎপন্ন কর্ম্মফল অগ্নিই আনয়ন করিয়া থাকেন। অগ্নি স্থাবরজঙ্গমাত্মক, উত্তম ও পবিত্র জগৎকে বারংবার দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়াছেন। সোম ভস্মদ্বারা সামর্থ্যবর্দ্ধিত করিয়া ভ্রাতৃগণকে উন্মীলিত করেন। যে ব্যক্তি অগ্নির উপাসনা করিয়া তিলক সেবা করিবে, সে ব্যক্তি আমার ভস্ম দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ভস্ম ভক্ষণ করিলে শোভা বৃদ্ধি হয়, শুভ ভাবনা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত হয়; এই জন্যই ইহার নাম ভস্ম হইয়াছে। পিতৃগণ উষ্মপায়ী, দেবগণ সোমসমুদ্ভূত, এই স্থাবরজঙ্গম সমস্ত জগৎ অগ্নি ও সোমাত্মক ॥ ১—৬ ॥ আমি অতি-তেজস্বী অগ্নি এবং সোমদেব অম্বিকা স্বরূপ। অগ্নি-স্বরূপ আমি এবং সোম এই উভয়ে সাক্ষাৎ পুরুষ

ও প্রকৃতি। হে মহাভাগ ঋষিগণ! এই জন্তই ভস্ম আমার বীর্য্য বলিয়া বিখ্যাত। আমি শরীর দ্বারা স্ববীর্য্য ধারণ করিয়া অবস্থিতি করি। তদবধি অশুভ লোক ও সূতিকাগৃহ ভস্ম দ্বারাই রক্ষিত হয়। ভস্মলেপন দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা, জিত-ক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ আমার সমীপে চিরকালের জন্ম আগমন করেন। পাশুপত ব্রত, যোগশাস্ত্র এবং সাংখ্যশাস্ত্র আমাকর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম পাশুপতব্রত অগ্রে নির্ম্মিত হইয়াছে। অনন্তর, আমি ব্রহ্মা-দ্বারা অবশিষ্ট আশ্রমিগণকে স্বজন করাইয়াছি। লজ্জামোহ-ভয়াত্মক সমস্ত স্বষ্ট পদার্থই আমি স্বজন করিয়াছি। দেবতা, মুনিগণ এবং এই জগতের সমস্ত লোকই নগ্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যাহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও নগ্ন এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, তাঁহারা বস্ত্রশূন্য হইলেও অনগ্ন। অতএব বস্ত্র নগ্নতা বা অনগ্নতার কারণ নয়। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, বৈরাগ্য, মান এবং অবমানে তুল্য জ্ঞান, এই সকলই প্রকৃত ও উত্তম আবরণ। যে ব্যক্তি ভস্ম দ্বারা পবিত্রাঙ্গ হইয়া মনে মনে মহাদেবের ধ্যান করেন, অথবা সহস্র অকার্য্য করিয়াও ভস্ম দ্বারা আত্ম শরীর পূত করেন, তাহা হইলে অগ্নি যেমন তেজঃ দ্বারা বন দহন করে, তেমনি ভস্মও তাঁহার সমস্ত অকার্য্য দগ্ধ করে। অতএব যত্নপর হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যার ভস্মস্নান অর্থাৎ ভস্ম-দ্বারা গাত্র পবিত্র করেন, তিনি গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হন। বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন ও উত্তম ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক যাঁহারা মহাদেবের লীলাবিগ্রহ ভাবনা করতঃ তাঁহার চিন্তা করেন, তাঁহারা বামমার্গে মোক্ষ লাভ করেন; আর যাঁহারা দক্ষিণমার্গে কাম্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা অণিমা, গরিমা, লঘিমা, ইচ্ছামাত্রেই অভিলাষসিদ্ধি, প্রাচুর্য্য, বিভুত্ব, বশিত্ব এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৭—২১॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ সকাম ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদিগের তেজস্বিতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে; অতএব মদ, মোহ, বিষয়ানুরাগ, তমঃ ও রজো দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবযন্ত্রণা নিবৃত্তিহেতু পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই মহাদেবের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। যে ব্যক্তি শুচি, শ্রদ্ধাযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বপাপনাশন এই শিববাক্য ধ্যান করতঃ পাঠ করেন, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোক গমন করেন। বসিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষিগণ শৈববাক্য শ্রবণ করতঃ ভস্ম-পাণ্ডুরাঙ্গ ও বিগত-স্পৃহ, হইয়া শৈব তেজোবলে কল্পান্তকালস্থায়ী শিবলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত অবস্থিতি করিলেন। অতএব সর্ব্বদা মহাযোগীন্দ্র আশঙ্কায়, বিকৃত, মলিন হইলেও ভস্মদিগ্ধাঙ্গ ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না; বরং তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। এক্ষণে বহুবাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, ভবভক্ত দ্বিজোত্তমদিগকে শিবব্রত পূজা করিতে হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভবভক্ত দৃঢ়ব্রত বিপ্রেন্দ্রগণ মলিন হইলেও পূজনীয়। দধীচ মুনি কেবল রুদ্রশক্তি দ্বারা দেবদেব নারায়ণকে জয় করিয়াছিলেন। অতএব ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর জটিল, বা মুণ্ডিত-মস্তক, নগ্ন বহুরূপধারীদিগকে, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা শিববৎ পূজা করিবে॥ ২২—৩১॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, হে সুব্রত শৈলাদে! দধীচ মুনি কিরূপে দেবদেব জনার্দনকে সমরে জয় করিয়া ক্ষুপ রাজাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, কিরূপেইবা মহাতপ মুনিবর মহাদেবের অনুগ্রহে বজ্রাস্থিত্বলাভ ও মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। শৈলাদি বলিলেন, মুনিবর দধীচের মিত্র ব্রহ্মপুত্র, মহাতেজস্বী, লোকপালক ক্ষুপ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বহুকালান্তে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষত্রিয়—শ্রেষ্ঠ না, ব্রাহ্মণ—শ্রেষ্ঠ এই বিষয় লইয়া তাঁহাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজা অষ্ট লোকপালের শরীর ধারণ করেন, অতএব আমি ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, কুবের; অধিক্ কি আমিই ঈশ্বর; নিঃসন্দেহ আমাকে অবমাননা করা উচিত নয়। হে সুব্রত! হে চ্যাবনেয়! শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ণুও আমি অতএব আমাকে অবমাননা করা দূরে থাক, সর্ব্বপ্রকারে পূজা করাই উচিত। চ্যবনতনয়, স্বগৌরবোগ্র, মুনিসত্তম দধীচ ক্ষুপরাজের তাদৃশ মত শ্রবণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বামমুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলেন এবং বলবান্ ক্ষুপনৃপতি বজ্রদ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন করিলেন॥ ১—৯॥ পূর্ব্বকালে ক্ষুপনৃপতি ব্রহ্মার ক্ষুত হইতে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অসুরবধার্থ ইন্দ্র-প্রেরিত হইয়া ইন্দ্র হইতে বজ্রলাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নরদেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হন। এই জন্ম মহাবল-পরাক্রম, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ শ্রীমান্ এবং গর্ব্বিত ক্ষুপরাজা দ্বিজেন্দ্র দধীচকে জয় করিয়াছিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দধীচ বজ্রনিহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভার্গব মুনিকে স্মরণ করিলেন। দেহিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যও যোগবলে আগমন করিয়া বজ্র-অড়িত দধীচের দেহ সন্ধিত করিলেন। ভার্গব মুনি, দধীচের দেহ পূর্ব্ববৎ সন্ধিত করিয়া বলিলেন, ভো মহাভাগ! দধীচ! হে বিপ্রর্ষে! ব্রহ্মাদি দেবগণ-পূজ্য, নিরঞ্জন দেবদেব উমাপতিকে পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে তুমি অমরত্ব লাভ কর। আমিও তাঁহারই প্রসাদে এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছি॥ ১০—১৬॥ এই জগতে কোন স্থানেই শিবভক্তের মৃত্যুভয় নাই। ত্রিলোকের পিতা, সোম, অগ্নি, সূর্য্য এই ত্রিমণ্ডলের জনক; সত্ত্ব, রজঃ তমঃ প্রভৃতি এই ত্রিগুণের—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ এই ত্রিতত্ত্বের, গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি এই অগ্নিত্রয়ের ঈশ্বর, সর্ব্বত্র ত্রিধাভূত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপ, যশস্বী, পুষ্টিবর্দ্ধন মহাদেবকে আমরা পূজা করি। তিনি সর্ব্বভূত, ত্রিগুণ, প্রকৃতি, সর্ব্বেন্দ্রিয়, দেবগণ, প্রমথ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান আছেন। যশস্বী পরমেশ্বর পুষ্পস্থ গন্ধের ন্যায় সূক্ষ্ম, হে দ্বিজোত্তম! পরমেশ্বরের পুষ্টিপ্রকৃতি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হে। সুব্রত! মহামুনে! মায়াশ্রম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মুনিগণ, ইন্দ্র, দেবগণ,

সকলেরই মহাদেব হইতে পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। আমরা, কর্ম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যোগ ও ধ্যান দ্বারা, সনাতন রুদ্রদেবকে আরাধনা করি। পূর্ব্বোক্ত সত্যব্রত আশ্রয় করিলে মহাদেব স্বয়ং মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিবেন। কাঁকুড় ফল যেমন সূর্য্যতাপে পক্ব হইয়া আপনি বন্ধনমুক্ত হয়, শিবভক্তেরাও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে স্বয়ং মুক্তিলাভ করেন। আমিও মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র শঙ্কর হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি জলমাত্র পান করিয়া দিবা রাত্র জপ, হোম ও মন্ত্র পাঠ করতঃ লিঙ্গসমীপে ধ্যান করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না। দধীচ মুনি তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া, বজ্রাস্থিত্ব, অবধ্যতা এবং অদীনতা লাভ করেন। মুনিসত্তম দধীচ এইরূপে বজ্রাস্থিত্ব ও অঙ্গের অবধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুপরাজার মস্তকে পাদাঘাত করিলেন। ক্ষুপ ভূপতিও তাঁহার বক্ষঃস্থলে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭—২৯ ॥ বজ্রময় শরীর পরমেশ্বরের প্রভাবে ক্ষুপপ্রক্ষিপ্ত বজ্র দধীচমুনির প্রাণনাশক হইল না। তখন ক্ষুপরাজা দধীচ মুনির অবধ্যত্ব, অদীনতা, ও প্রভাব দর্শন করিয়া, পদ্মাক্ষ, ইন্দ্রানুজ মুকুন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩০—৩৬ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর শ্রী-ভূমি-সমন্বিত, শ্রীমান্‌, শঙ্খচক্রগদাধর, কিরীটী, পদ্মহস্ত, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, পীতাম্বর, দেবদৈত্যগণবেষ্টিত গরুড়ধ্বজ ভগবান্‌ পুরুষোত্তম, তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষুঃদ্বারা দেবদেবজনার্দ্দনকে অবলোকন করিয়া প্রণাম করত স্তুতিবাক্যে গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—তুমি সকলের আদি, তোমার আদি নাই, তুমি প্রকৃতি, তুমি জনার্দ্দন। তুমি পুরুষ, তুমি জগতের নাথ, তুমি বিষ্ণু, তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, পিতামহ ব্রহ্মাও তুমি; হে জনার্দ্দন! তুমি আদ্য প্রথম জ্যোতিঃ; হে শ্রীপতে! হে ভূপতে! হে প্রভো! তুমিই পরম ধাম পরমাত্মা, তমোময় রুদ্র তোমারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন, তোমার অনুগ্রহেই জগৎকর্ত্তা রজোময় পিতামহ এবং সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। হে কালমূর্ত্তি! হে হরে! হে বিষ্ণো! হে নারায়ণ! হে জগন্ময়! হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে মহেশ্বর! মহা অহঙ্কার এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, সর্ব্বত্রই আপনি অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১—৯ ॥ হে মহাদেব! হে জগন্নাথ! হে পিতামহ! হে জগৎগুরো! হে দেবদেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, প্রসন্ন হউন। হে বৈকুণ্ঠ! হে শৌরে! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে বাসুদেব! হে মহাভুজ! হে শঙ্কর্ষণ! হে মহাভাগ! হে মহাবল! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বত্রানিরুদ্ধ! হে মহাবিষ্ণো! হে সদাবিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে দিব্য প্রকৃতি এবং সহস্র ফণাসংযুক্ত তমোময় মূর্ত্তি অনন্ত তোমার আসন। হে দেবেশ! হে সুব্রত! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সেই আসনের পাদস্বরূপ। সপ্ত পাতাল তোমার পাদ স্বরূপ, ধরা তোমার জঘনদেশ, সপ্ত সমুদ্র তোমার বস্ত্র, দিক্‌সকল তোমার মহাভুজ। হে বিষ্ণো! স্বর্গ তোমার নাভি, বায়ু তোমার নাসিকা, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়, পুষ্করাদি মেঘসকল তোমার কেশ, নক্ষত্রাদি তোমার কণ্ঠভূষণ; আমি কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? কিরূপেই বা পুরুষোত্তম আপনাকে পূজা করিব ॥ ১০—১৭ ॥ হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। আমি শ্রদ্ধা সহকারে যাহা করিলাম, যাহা শুনিলাম এবং আপনার যে যশঃকীর্ত্তন করিলাম, হে ঈশ! যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, আপনি ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপাপপ্রণাশন সুপরিচিত বৈষ্ণবস্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে; সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥ ১৮—২০ ॥

ক্ষুপ ভূপতি দেবাদিসংস্তুত অজেয় নারায়ণকে পূজা ও স্তুতি করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অবলোকন ও অবনতমস্তকে প্রণাম করতঃ নিবেদন করিলেন,—হে ভগবন্‌! দধীচ নামেতে বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা, বিনীতস্বভাব এক জন ব্রাহ্মণ আমার পরম বন্ধু ছিলেন। হে বিষ্ণো! হে বিশ্ব! হে জগৎপতে! সকলের অবধ্য, শিবারাধনতৎপর সেই দধীচ সভামধ্যে অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমার মস্তকে বাম পাদাঘাত করিলেন এবং সগর্ব্বে বলিলেন, আমি কাহাকেও ভয় করিনা। হে জগদীশ্বর! আমি তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি. হে জনার্দ্দন যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহা করুন। শৈলাদি বলিলেন, অনন্তর হরি দধীচির অবধ্যত্ব এবং মহেশ্বরের অতুল প্রভাব স্মরণ করিয়া ক্ষুপ ভূপতিকে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শিবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণদিগের আর কোন ভয় থাকেনা। বিশেষতঃ নীচ ব্যক্তিরও রুদ্রাশ্রয়ে কোন ভয় নাই, দধীচের কথা আর কি বলিব ॥ ২১—২৮ ॥ অতএব হে মহাভাগ ভূপতে! কোন মতেই তোমার বিজয় লাভের সম্ভাবনা নাই। দেবগণ এবং আমারও বিপ্রশাপ হইবে, সেই জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত। হে রাজেন্দ্র! দক্ষযজ্ঞে ব্রাহ্মণশাপে আমার ও দেবগণের মৃত্যু ও উত্থান হইবে। অতএব হে রাজেন্দ্র! হে বিপ্রেন্দ্র! দধীচবিজয়ের জন্য আমি সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। শৈলাদি বলিলেন, ক্ষুপভূপতি বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণকে বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। অনন্তর ভক্তবৎসল জগৎগুরু ভগবান্‌ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া মহর্ষি দধীচের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন; শ্রীভগবান্‌ কহিলেন;—হে দধীচে! হে ব্রহ্মর্ষে! হে শিবসেবাতৎপর সনাতন! আমি আপনার নিকটে একটি বর প্রার্থনা করি, আপনি আমাকে সেই বর দান করুন। দধীচ মুনি এইরূপে দেবদেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া কহিলেন;—হে জনার্দ্দন! আমি আপনার সমস্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি, আপনি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছেন। হে জনার্দ্দন! আমি রুদ্রদেবের অনুগ্রহে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগ করুন। হে মধুসূদন! ক্ষুপভূপতি আপনাকে আরাধনা করিয়াছে। হে

ভগবন্! হে হরে! তোমার এই ভক্তবৎসলতা আমি জানি, আপনার এই ভক্তবৎসলতা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। হে বরদ! হে পদ্মলোচন! যদি শিবারাধন-তৎপর মাদৃশ ব্যক্তির কোন ভীতি থাকে, আপনি তাহা যত্নপূর্ব্বক বলুন॥ ২৯—৩৯॥ হে জনার্দ্দন! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, এই জগতে দেব, দৈত্য, দ্বিজ, কাহারও সমীপে আমি ভয় পাই না। নন্দী বলিলেন;—জনার্দ্দন দধীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমাত্রে দ্বিজরূপ পরিত্যাগ ও স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন;—হে সুব্রত! তোমার কোন স্থানেই ভয় নাই, তুমি শিবারাধনায় নিযুক্ত; সুতরাং তোমার কোন বিষয়েই অজ্ঞতা নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমায় নমস্কার করি, তুমি আমার আদেশানুসারে সভামধ্যে "আমি ভয় পাইতেছি", এই কথাটি একবার ক্ষুপ ভূপতিকে বল। মহামুনি নারায়ণের এই সান্ত্বনা-বাক্য শ্রবণ করিয়াও সাক্ষাৎ পিনাকী, শঙ্কর শম্ভু, দেবদেব মহাদেবের প্রভাবে আমি কাহাকেও ভয় করি না, এই কথা বলিলেন। অনন্তর নারায়ণ মহামুনির বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া মুনিসত্তম দধীচকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় চক্র উত্তোলন করিলেন। দধীচপ্রভাবে সুদর্শনাস্ত্র ক্ষুপ ভূপতির সমীপেই কুণ্ঠিত হইল॥৪০—৪৭॥ দধীচমুনি বিষ্ণুচক্রের কুণ্ঠিত ভাব দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত জগৎকারণ বিষ্ণুকে কহিলেন, হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! আপনি পূর্ব্বকালে অতি যত্ন সহকারে সুদর্শন নামক সুদারুণ চক্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাদেবের এই শুভচক্র আমাকে আঘাত করিবে না; অতএব ব্রহ্মাস্ত্র বা অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করুন। শৈলাদি বলিলেন, নারায়ণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ ও আপনার অস্ত্রকে নির্বীর্য্য দর্শন করিয়া দধীচকে আঘাত করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল অমরগণ একমাত্র ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত নারায়ণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। বজ্রময়াস্থি, জিতেন্দ্রিয় দধীচ মুনি মহাদেবকে স্মরণ করতঃ কুশমুষ্টি গ্রহণ ও দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। দধীচপরিত্যক্ত কুশমুষ্টি প্রলয়াগ্নি সদৃশ প্রভ দিব্য ত্রিশূল রূপ ধারণ করিলেন। দধীচ মুনি দ্বিতীয় প্রলয়াগ্নির ন্যায় ত্রিশূল দ্বারা দেবগণকে দহন করিতে উদ্যত হইলেন। হে মুনে! নারায়ণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, সেই সমস্ত অস্ত্রই ত্রিশূলকে প্রণাম করিতে লাগিল॥ ৪৮—৫২॥ হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর দেবগণ নির্বীর্য্য হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু আত্ম সদৃশ লক্ষ লক্ষ দিব্য যোদ্ধৃগণ আত্মশরীর হইতে সৃজন করিলেন। মুনিবর সে সমস্তই সহসা ভস্মসাৎ করিলেন। অনন্তর হরি মুনির বিস্ময় সাধনার্থ, বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মুনিবর ভগবান্ দধীচ, নারায়ণের শরীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ দেবগণ, কোটি কোটি রুদ্র ও প্রমথগণ, এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া বিশ্বরূপ জগন্নাথ অনাদি, বিষ্ণু নারায়ণকে জলাভিষিক্ত করতঃ সবিস্ময়ে বলিলেন;—হে মহাবাহো! বিচারপূর্ব্বক প্রতিভাজনিত মায়াত্যাগ করুন, হে মাধব! বিজ্ঞানসহস্র নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়॥ ৫৩—৬২॥ হে অনিন্দিত! আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টিদান করিতেছি, তুমি আমার শরীরমধ্যে তোমার সহিত সমস্ত জগৎ, ব্রহ্মা, রুদ্র, এই সমস্তই অবলোকন কর। এই কথা বলিয়া দধীচমুনি আপনার শরীরমধ্যে সমস্ত জগৎ দর্শন করাইয়া, সর্ব্বদেবজনক হরিকে কহিলেন;—হে প্রভো! হে বিষ্ণো! ঈদৃশ মায়া, মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি বা ধ্যানশক্তিতে কি হইবে? অতএব এইরূপ মায়া পরিত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করুন। দেবগণ তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া, পুনরায় পলায়ন করিলেন এবং জগৎগুরু ব্রহ্মা নিশ্চেষ্ট নারায়ণকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। দধীচপরাজিত ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিকে প্রণাম করতঃ গমন করিলেন। ক্ষুপ রাজা দুঃখাতুর হইয়া, দধীচমুনিকে পূজা ও বন্দনা করতঃ বিহ্বলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন;—হে দধীচ! হে সখে! আমি অজ্ঞানপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি শিবভক্ত,—বিষ্ণু বা দেবগণ আপনার কি করিতে পারেন? হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! মদ্বিধ ক্ষত্রিয়াধম দুর্জ্জনদিগের শৈবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ॥ ৬৩—৭১॥ তাপসশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিসত্তম দধীচ ক্ষুপরাজার বাক্য শুনিয়া, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলেন এবং মুনীন্দ্রগণ, ইন্দ্র ও নারায়ণের সহিত দেবগণ প্রজাপতি মহাত্মা দক্ষের পবিত্র যজ্ঞেতে রুদ্র কোপানলে বিনষ্ট হউন" এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম দধীচমুনি এইরূপ অভিসম্পাৎ প্রদান করিয়া ক্ষুপ রাজাকে অবলোকন করতঃ বলিলেন;—হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণেরা দেবগণ, নৃপতিগণ ও অন্য অন্য সকলেরই পূজনীয়; কারণ ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃত বলবান্ এবং তাঁহারাই নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। মহাদ্যুতি দধীচ এই কথা বলিয়া আপনার পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুপ রাজাও দধীচিকে বন্দনা করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। সেই স্থান স্থানেশ্বর নামে তীর্থ হইল। স্থানেশ্বরে গমন করিলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়॥ ৭২—৭৭॥ হে মহামুনে! ক্ষুপ ও দধীচের বিবাদ এবং দধীচি ও মহাদেবের প্রভাব বৃত্তান্ত তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। যে ব্যক্তি ক্ষুপ ও দধীচের দিব্য বিবাদবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, সে ব্যক্তি অপমৃত্যু জয় করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না এবং সে ব্যক্তি বিজয় লাভ করে॥ ৭৮—৮৮॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন;—আপনি কিরূপে উমাপতি মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। শৈলাদি বলিলেন;—হে মহামুনে! আমার অন্ধ পিতা শিলাদ পুত্রার্থী হইয়া বহুকাল সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। বজ্রধৃক্ ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিলাদকে বলিলেন, আমি তোমার

তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। হে মুনিসত্তম! তদনন্তর শিলাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া অমরগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করত কহিলেন, হে ভগবন্! হে বরপ্রদ! হে দেবশত্রুনাশক ইন্দ্র! আমি অযোনিজ মৃত্যুরহিত একটি পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমি তোমাকে যৌনিজ এবং মরণ-ধর্ম্মশীল একটী পুত্র দান করিব। অমর এবং অযোনিজ পুত্র দান করিব না; কারণ মৃত্যুশূন্য পুত্র কোন মতে হইতে পারে না। ভগবান্ পিতামহও মৃত্যুহীন এবং অযোনিজ পুত্র তোমাকে দান করিবেন না, অন্য লোকের ত কথাই নাই। সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মাও মৃত্যুশূন্য নয়। তিনিও অণ্ডজ, সুতরাং যোনি-সম্ভূত। মহেশ্বরাঙ্গজ ভবানীতনয়েরও পরার্দ্ধদ্বয় পরিমিত আয়ুঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহুকল্পের কোটি কোটি সহস্র দিন অতীত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! অযোনি-সম্ভব মৃত্যুহীন পুত্রের আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসদৃশ পুত্র গ্রহণ কর॥ ১—১১॥ শৈলাদি বলিলেন, পুণ্যাত্মা লোকবিখ্যাত আমার পিতা শিলাদ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় মহেন্দ্রকে বলিলেন। হে ভগবন্! ব্রহ্মার অণ্ডযোনিত্ব, পদ্মযোনিত্ব এবং মহেশ্বরাঙ্গযোনিত্ব আমি শুনিয়াছি, হে মহেন্দ্র! হে মহাবাহো! আমি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারদের কাছে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে শীঘ্র আমাদিগকে বলুন। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং দক্ষের পুত্রী দাক্ষায়ণী; সুতরাং দাক্ষায়ণী ব্রহ্মার পৌত্রী; তবে ব্রহ্মা আবার ভবানী-তনয় কিরূপে হইতে পারেন? ইন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্র! তোমার এই সংশয় ন্যায্য ও প্রকৃত, এক্ষণে ইহার কারণ এবং তৎপুরুষকল্পে মহাদেবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাদেব সমস্ত উৎপাদ্য দ্রব্য চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। মেঘবাহন-কল্পে জগন্নাথ জনার্দ্দন নারায়ণ মেঘরূপ ধারণ করিয়া বহুমান ও সমাদরপূর্ব্বক দিব্য সহস্র বর্ষ দেবদেব মহাদেবকে বহন করেন। মহাদেব শঙ্কর হরির ভক্তি ভাব দর্শন করিয়া ব্রহ্মার সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার উপর ভার অর্পণ করিলেন॥ ১২—১৯॥ এইজন্যই উক্ত কল্প মেঘবাহন কল্পনামে অভিহিত হইয়াছে। শঙ্কর দেহোদ্ভব, অধুনা জনার্দ্দনসুত ব্রহ্মা তৎকালে মহাদেবকে অবলোকন ও প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, বিষ্ণু আপনার বামাঙ্গসম্ভব এবং আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন, তথাপি অচ্যুত আমার সহিত সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন। আদি ও জগন্ময় বিষ্ণু মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎগুরু দেবদেব আপনাকে বহন করিয়াছেন; কিন্তু হে প্রভো! নারায়ণ অপেক্ষা আমি আপনার অধিকতর ভক্ত, প্রসন্ন হইয়া আমাকে আপনার সর্ব্বাত্মব্যাপিত্ব প্রদান করুন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে মহাদেব হইতে সর্ব্বাত্মত্ব লাভ করিয়া অনন্তর সত্বর গমনপূর্ব্বক, শুভ্র, সুদারুণ অন্ধকারময়, হেমরত্নপূর্ণ, দিব্য মনোনির্ম্মিত, দুর্জ্জনের অপ্রাপ্য, সনকাদি-মুনিগণের গোচর, অমৃতময়, অদ্বিতীয়, ক্ষীরার্ণবালয়ে, অনন্তের শরীরোপরি শয়ান, যোগনিদ্রায় নিদ্রিত, পঙ্কজলোচন, জগদাধার, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ, সর্ব্বাভরণালঙ্কৃত, চন্দ্রমণ্ডল-দ্যুতি, শ্রীবৎস-লক্ষণ-চিহ্নিত, প্রসন্নবদন, জনার্দ্দন, লক্ষ্মীর মৃদুকরকমলস্পর্শে রক্তিমচরণ, পরমাত্মা, সর্ব্বপ্রভু, তমোগুণে জগতের ধ্বংস, রজোগুণে সর্ব্বলোকের সৃজন ও সত্বগুণে সকলের পালনকর্ত্তা সর্ব্বাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা ভগবান জনার্দ্দনকে অবলোকন করিয়া বলিলেন;—শিবের অনুগ্রহে পূর্ব্বে আপনি যেমন গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আপনাকে সেইরূপ গ্রাস করিতেছি। মহাবাহু ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ প্রবুদ্ধ ও বিস্ময়াম্বিত হইয়া পিতামহকে অবলোকন এবং ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পিতামহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া অণ্ডজ মধ্যেপ্রবেশ করিলেন॥ ২০—৩৪॥ তার পর ব্রহ্মা ভ্রূমধ্যদ্বারা অচ্যুতকে সৃজন করিলেন। হরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া অবলোকন করতঃ তাহার সন্নিকটে অবস্থিতি করিলেন। ইতোমধ্যে সর্ব্বদেব কারণ উভয়ের বরপ্রদ রুদ্র বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া যেস্থানে বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর প্রভু ব্রহ্মা এবং হরির প্রতি অতুল অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইস্থানে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবদ্বয় সমবেত হইয়া সর্ব্বদেব-কারণ কালাগ্নি সদৃশ প্রভু মহাদেবকে অবলোকন করিয়া উগ্র কপর্দ্দী মহাদেবকে স্তব করতঃ বহুমান-পূর্ব্বক দূর হইতে বরপ্রদ শিবকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ জগন্নাথ মহাদেব দেব-পিতামহ এবং জনার্দ্দনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন॥ ৩৫—৪০॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি বলিলেন, দেব মহেশ্বর গমন করিলে পর ভগবান্ অজোদ্ভব জনার্দ্দন মহাদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে কহিলেন;—পরমেশ জগন্নাথ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর এই শঙ্কর আমাদিগের দুই জনের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং আশ্রয়; হে ব্রহ্মন্! আমি মহাত্মা শঙ্করের বামাঙ্গজ এবং আপনি তাঁহার দক্ষিণাঙ্গসম্ভূত; ঋষিগণ বিচার করিয়া আমাকে প্রধান প্রকৃতি এবং অব্যক্ত অজ আপনাকে প্রধান পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঋষিগণ অবিনশ্বর সর্ব্বজগৎপ্রভু মহাদেবকে এইরূপ আমাদিগের কারণ বলিয়া থাকেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মাও সেই জনার্দ্দনের বাক্য শুনিয়া মহাদেবকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। অনন্তর জনার্দ্দন বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া জলপ্লাবিত ভূমি গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন। পৃথিবীকে সমতল করিয়া নদী, নদ সমুদ্র এই সমস্তকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন॥ ১—৮॥ ভূধরাকৃতি জনার্দ্দন পৃথিবীতে সমস্ত পর্ব্বত স্থাপন করিয়া পৃথিব্যাদি লোকচতুষ্টয় পূর্ব্ববৎ কল্পনা করিলেন। মতি-মতাম্বর নারায়ণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃক্ষাদি, পশু, দেব ও মনুষ্যগণ সৃজন করিলেন। তখন মহাবুদ্ধি প্রভু বিষ্ণু অনুগ্রহসর্গ এবং কৌমারসর্গ করিলেন। সেই দেব কৌমার সর্গারম্ভ—সনন্দ, সনক এবং সাধুশ্রেষ্ঠ সনাতনকে

সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাসপ্রযুক্ত পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বসিষ্ঠ, সঙ্কল্প, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে যোগবিদ্যা বলে সৃজন করিলেন। প্রকৃতি-সম্ভূত ব্রহ্মনামধারী বিষ্ণু হইতে এই দ্বাদশ প্রজাপতির উৎপত্তি। সনাতন, বিষ্ণু, ঋভু এবং সনৎকুমারকে ইহাঁদিগের পৃষ্ঠে সৃষ্টি করেন. সেই ব্রহ্মবাদী •অগ্রজাত দিব্যতির কুমার ঋষিদ্বয় ঊর্দ্ধরেতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মতুল্য। হে শিলাদ! বিশ্বস্রষ্টা পদ্মনাভ বিষ্ণু, এইরূপে মুখ্যাদি সৃষ্টি করিয়া নিখিল যুগধর্ম্ম ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৯—১৬ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, মদীয় পিতা মহামুনি শিলাদ শক্রোপদিষ্ট এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে আরও শুশ্রূষান্বিত হইয়া পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত! সর্ব্বজ্ঞ ভগবন্ সহস্রাক্ষ! হে জগন্নাথ শচীপতে শক্র! মহেশ্বর পদ্মযোনি কিরূপ যুগধর্ম্ম করেন, সম্প্রতি সেই বিষয় সকল এই প্রণত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করুন। শৈলাদি বলিলেন, সেই মহাত্মা শিলাদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ শক্র যথাদৃষ্ট যুগধর্ম্ম বিস্তার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১—৪ ॥ প্রথম সত্যযুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর ও চতুর্থ কলিযুগ জানিবেন। এই কৃতাদি যুগ চতুষ্টয় সংক্ষেপে কথিত আছে। সত্যযুগ সত্ত্বগুণময়, ত্রেতা রজোময়, দ্বাপর রজোগুণময় ও তমোগুণময় এবং কলি মাত্র তমোময়। ইহাই চারযুগের যুগবৃত্তি। সত্যযুগে ঈশ্বরধ্যানই প্রধান, ত্রেতায় যজ্ঞ প্রধান, দ্বাপরে ভজন এবং কলিযুগে মাত্র দানই প্রধান। দিব্য চার সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, তাহার সন্ধ পরিমাণ দিব্য বৎসরের চারশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণও সেইরূপ চারশত বৎসর। হে শিলাদ! সত্যযুগে এই ভারতভূমে প্রজাগণের মনুষ্য-মানে চারসহস্র বৎসর পরমায়ু। ঐ কৃতযুগে সন্ধ্যাংশ গত হইলে সমস্ত যুগধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সর্ব্বোত্তম ত্রেতাযুগের পরিমাণ সত্যযুগের চারভাগের একভাগ ন্যূন (অর্থাৎ দিব্য পবিমাণ তিন সহস্র বৎসর) দ্বাপরের সত্য যুগের অর্দ্ধ পরিমাণ (অর্থাৎ দুই বৎসর) এবং কলির পরিমাণ তাহার অর্দ্ধ, (অর্থাৎ এক সহস্র বৎসর) এবং ঐ ত্রেতাদি যুগের যথাক্রমে সন্ধ্যা পরিমাণ ঐ রূপ দিব্য পরিমাণে তিনশত বৎসর; দুই শত বৎসর ও এক শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ যুগে যুগেও ঐ রূপ যথাক্রমে জানিবেন। ঐ ত্রেতা, দ্বাপর, কলির সন্ধ্যাও সংন্ধ্যাংশের পরিমাণ সহিত যথাক্রমে পরিমাণ দিব্যমানে তিন হাজার ছয় শত বৎসর, দুই হাজার চার শত বৎসর ও একহাজার দুইশত বৎসর পরিমাণ ॥৫—১২॥ আদি সত্যযুগে সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে মাত্র একপাদ, তাহাও ক্রমে হ্রাস পাইয়া কেবল [illegible]মাত্রই পরে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। সত্যযুগে স্ত্রীপুরুষের উৎপত্তি, জীবনোপায়ে নানাবিধ মধুরাদি রসের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ সত্যযুগে প্রজারা যখন যে রস লাভে ইচ্ছা করিত, তখন তাহাই পাইত এবং ঐ সত্যযুগে প্রজাগণের নিয়ত তৃপ্তি, নিয়ত আনন্দ ও প্রজাগণ সদাসর্ব্বদাই ভোগী থাকিত। সেই প্রজাগণের উত্তমতা অধমতা ইত্যাদি ইতরবিশেষ ছিল না। সকলের সমান আয়ুঃ, সুন্দর রূপ ও সকলেই অবিনশ্বর ভাবে সুখ ছিল। তাহাদিগের সর্ব্বদাই তৃপ্তি থাকিত, কখনও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জন্য ক্লেশ হইত না, কাহারও দ্বেষ ছিল না, এবং পরিশ্রম কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না। গৃহ তাহা-দিগের আশ্রয় ছিল না, নিরন্তর পর্ব্বতে পর্ব্বতে সমুদ্রে সমুদ্রেই বাস করিয়া বেড়াইত। শোকের লেশও ছিল না, কেবল তাহারা সত্ত্বময় ছিল, নির্জ্জনে নির্জ্জনে থাকিত, এবং ঐ কৃতযুগে প্রজাগণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, নিত্যই প্রফুল্লমনা থাকিত; অতএব ঐ সত্যযুগে স্বর্গ-নরক-নিদান পুণ্যপাপ কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। বর্ণাশ্রমের তখন ব্যবস্থা ছিল না। সাঙ্কর্য্য ছিল না। কালক্রমে ত্রেতাযুগে রসোল্লাস (অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে রস প্রাদুর্ভাব) বিনষ্ট হয়, যখন তাদৃশ সিদ্ধি বিনষ্ট হইল, তখন অন্য একসিদ্ধি উৎপন্ন হয়। তখন জলের সূক্ষ্মতা বিনষ্ট হইয়া মেঘ উৎপন্ন হয়, সেই স্তনয়িত্নু মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টির সহিত পৃথিবীর সংযোগ হইবামাত্র গৃহ নামক বৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হয়, প্রজাগণের সেই সকল বৃক্ষ হইতে উপভোগাদি বৃত্তি নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। সেই ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে প্রজাগণ সেই সকল বৃক্ষ হইতে জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। পরে কালের মহীয়সী শক্তিবলে প্রজাগণের বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া অকস্মাৎ রাগমোহময় ভাব উৎপন্ন হয়। কাল-প্রভাবে তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্য্যয় হওয়াতে তখন সেই সকল গৃহ নামক বৃক্ষ বিনষ্ট হইল। সেই বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইলে মৈথুনোদ্ভব প্রজাগণ সত্যপরায়ণ হইয়া সেই সিদ্ধি চিন্তা করিতে লাগিল, পরে প্রজাগণের আবার সেই সকল গৃহসংজ্ঞক বৃক্ষ আবির্ভূত হইল ॥ ১৩—২৬ ॥ সেই বৃক্ষসকল প্রজাগণের বসন ভূষণ ফল প্রভৃতি প্রসব করিতে লাগিল, ও সেই সকল বৃক্ষ হইতেই প্রজাগণের বর্ণ-গন্ধ-রসান্বিত মহাবীর্য্য প্রতি পাত্রপূর্ণ অমাক্ষিক মধু উৎপন্ন হইতে লাগিল; সেই মধুতেই তাহাদিগের সুখ আয়ু প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সিদ্ধিবলে তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও জ্বরশূন্য হইল। পরে আবার কালক্রমে তাহারা লোভাবৃত হইয়া সেই সকল বৃক্ষ হইতে বলপূর্ব্বক মধু গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের তাহাতে লোভকৃত ব্যবহারে সেই সকল কল্পবৃক্ষ মধুর সহিত বিনষ্ট হইতে লাগিল।

কালবশে সেই সিদ্ধি অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, পরে কিছুদিন গত হইলে ঐ ত্রেতাতে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাব উৎপন্ন হইল। তখন প্রজাগণ শীত বর্ষা-আতপাদি-দ্বন্দ্ব পীড়িত হইয়া সাতিশয় দুঃখ পাইতে লাগিল। এইরূপ দুঃখ পাইয়া প্রজাগণ তখন আবরণ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বের প্রতিরোধ করিত। তাহারা পূর্ব্বে স্বেচ্ছাচারী হইয়া গৃহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত না, কেবল ইচ্ছানুযায়ী যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিত। এখন তাহারা যথাযোগ্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বের প্রতিরোধ করিয়া মধুর সহিত কল্পবৃক্ষসকল বিনষ্ট হওয়াতে তাহারা স্ব স্ব বৃত্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তখন তাহারা তৃষ্ণা-ক্ষুধাদিতে পীড়িত হইয়া কেবল বিবাদ করিয়াই ব্যাকুল হইতে লাগিল। পরে আবার তাহাদিগের সিদ্ধি প্রকাশ পাইল। তখন তাহাদিগের ইচ্ছাক্রমে কৃষ্যাদি বৃত্তির উপযোগী অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টিজল, নিম্নগামী হইল, ও সেই সকল বৃষ্টিজলই স্রোতস্বিনীরূপে পরিণত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বৃষ্টিতে প্রজাগণের এই প্রকার নদী সকল উৎপন্ন হইল। আর সেই বৃষ্টিজলের যে যে বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, জলও ভূমির সংযোগে সেই জল বিন্দু হইতে চতুর্দ্দশ প্রকার ব্রীহি প্রভৃতি গ্রাম্যারণ্য ওষধি বিনা বপন অল্প কর্ষণেই উৎপন্ন হইল। এবং যাহাদিগের ঋতুভেদে ফল পুষ্প জন্মায়, সেই সকল বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতিও উৎপন্ন হইল। এই প্রকার ওষধি ও বৃক্ষজাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে প্রজাগণ তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল ॥ ২৭—৪১ ॥ অবশ্যম্ভাবী অর্থ কে নিরাস করিতে পারে? সে কারণে ও যুগের প্রভাবে প্রজাগণ আবার রাগমোহাভিভূত হইল। তখন তাহারা নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বতাদি হইতে বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি বলপূর্ব্বক যথেচ্ছা গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপ অত্যাচারে ঐ সকল চতু-র্দ্দশ প্রকার ওষধি প্রভৃতি বিনষ্ট হইতে লাগিল। পিতামহ বিষ্ণু, সেই সকল ওষধি প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া পৃথু নামক ভূপতি রূপ ধারণ করিয়া সকল ভূতের হিত নিমিত্ত প্রযত্ন-সহকারে পৃথিবীকে দোহন করিলেন। সেই অবধি ওষধি সকল সর্ব্বত্র ফালদ্বারাই কর্ষিত হইয়া থাকে ও সেই অবধি প্রজাগণের কৃষিবার্ত্তাই জীবিকারূপে পরিণত হইল। কৃষিকার্য্য বার্ত্তাবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়।—ত্রেতাযুগের অপগম সময়ে প্রজাগণের সেই কৃষি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু জীবিকা ছিল না। সেই সময় জল, হস্ত সাহায্যেই উৎপন্ন হইতে লাগিল; কোনও খনিত্রাদির অপেক্ষা রহিল না। যুগের প্রভাবে সেই সময় আবার প্রজাগণ বলপূর্ব্বক সম্পদে পুত্র দার ধনাদি গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রভু স্বয়ম্ভূযোনি, সে সকল অবগত হইয়া, মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত প্রজাগণকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় ক্ষত্রিয়গণকে সৃজন করিলেন ও স্বীয় সামর্থ্যবলে বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত স্ব স্ব ধর্ম্মের বৃত্তি ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ত্রেতাযুগে ক্রমে যজ্ঞ প্রবৃত্তি আরম্ভ হইল এবং সেই সময় মুমুক্ষুগণ পশু যজ্ঞ অবলম্বন করিতেন না। সর্ব্বদর্শী বিষ্ণু তখন স্বীয় প্রভাবে যজ্ঞ করিলেন, সেই ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণগণ পশু যজ্ঞকারী অপেক্ষা মোক্ষের নিমিত্ত অহিংসা অবলম্বন করিয়া মাত্র, পুরোডাশাদি দ্বারা যজ্ঞানু-ষ্ঠিগণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দ্বাপরেও ঐরূপ বুদ্ধি-পর্য্যয় হয়; সেই সময় ঐ মনুষ্যগণের কায়িক, মানসিক ও বাচনিক কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল ॥ ৪২—৫৩ ॥ সেই সময় সকল প্রাণীর কায়িক ক্লেশ হইতে লাগিল বলিয়া ক্রমে লোভ, বেতন গ্রহণের নিমিত্ত সেবা অর্থাৎ দাসত্ব, বাণিজ্য, বিবাদ, যথার্থ বস্তুতে চিত্তের কলুষতাবশতঃ সন্দেহ, বেদশাখা বিভাগ, ধর্ম্মসঙ্করবর্ণাশ্রমের ধ্বংস, কাম, দ্বেষ, লোভ, মদ, রাগ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দ্বাপরের আদিকালে ব্যাসকর্ত্তৃক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। ত্রেতা পর্য্যন্ত একবেদেই ঋগাদি চতুষ্পাদ বিশিষ্ট করিয়া বিহিত হয়। তখন তাহাই অধীত হইত। পরে সেই এক বেদ দ্বাপরাদি কালে আয়ুর ক্ষয় হওয়াতে বিভক্ত হয় ॥ ৫৪—৫৭ ॥ তাহার পর সমান ভাগে বিভক্ত সেই সেই বেদের সংহিতা সকল আবার ঋষিপুত্রগণ স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে অন্য প্রকারে মন্ত্র ব্রাহ্মণ বিন্যাসে ও স্বরবর্ণ বিপর্য্যয়ে বিভাগ করেন এবং বেদের ব্রাহ্মণভাগ, কল্পসূত্র, মীমাংসা ন্যায় সূত্র, এসকলও ঋষিগণের রচিত। সে সকল মতের কতিপয় ঋষি বিরোধী হন, আর কতিপয় ঋষি তাহার সপক্ষ থাকেন। ইতিহাস পুরাণও আবার কল্পভেদে বিভিন্ন হয়। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্যৎ, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য গারুড়, স্কন্দ, ব্রহ্মাণ্ড, এই সকল সেই পুরাণের ভেদ কথিত আছে; সেই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এই লিঙ্গপুরাণ একাদশ। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ, ইত্যাদি সহস্র ঋষিগণ সেই ভেদের প্রণেতা। দ্বাপরযুগে অনাবৃষ্টি অকালমৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি উপদ্রব হওয়াতে বাঙ্মনঃকর্ম্মজ দুঃখ হয়, সেই দুঃখে নির্ব্বেদ, ও সেই নির্ব্বেদে দুঃখ মোচনের বিচারণা জন্মে এবং তাদৃশ বিচার হইতে বৈরাগ্য ও পরে সেই বৈরাগ্য হইতে দোষ দর্শিত উৎপন্ন হয়, শেষে সেই দোষ দর্শন ও দুঃখে জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সত্য ত্রেতায় স্বাভাবিকই জ্ঞানে প্রবৃত্তি ছিল। হে মুনিবর! এই রজোগুণ-তমোগুণময়ী প্রবৃত্তি দ্বাপরের জানিবেন, আর আদ্য সত্যযুগে সর্ব্বত্রেই ধর্ম্ম ছিল, (অর্থাৎ তখন স্বভাবতই ধর্ম্মজ্ঞান ছিল,) পরে ত্রেতায় সেই ধর্ম্ম বিধানাদিতে প্রবর্ত্তিত হয়। আর দ্বাপরে সেই ধর্ম্ম পীড়িত ও চালিত হইয়া শেষে কলিযুগে নাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৮—৭০ ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র বলিলেন, কলিযুগে মনুষ্যেরা তমোগুণে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া মায়া ও অসূয়াতে অভিভূত হইবে এবং তপস্বিগণের বধে নিয়ত রত থাকিবে; কলিকালে প্রমাদ, সতত রোগ, ক্ষুধা, ভয়, ঘোর অনাবৃষ্টি ভয়, ও দেশের বিপর্য্যয় ঘটিবে। কলিকালে শাস্ত্রের আর প্রামাণ্য থাকিবে না, মনুষ্যেরা নিয়ত অধর্ম্মপরায়ণ হইবে এবং সকলে অধার্ম্মিক, অনাচার, মহাক্রোধী ও নীচচেতা হইবে। কলিকালোৎপন্ন নিশ্চিত

প্রজাগণ দুরভিসন্ধি ও দুরভিলাষই আশ্রয় করিবে এবং দুরাচার ও দুরাগমসম্পন্ন হইয়া নিয়ত অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিবে, লোভী হইবে। ঐ কলিযুগে ব্রাহ্মণের কর্ম্মদোষেই প্রজাদিগের ভয় জন্মিবে এবং সে সময় ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবেন এবং যাজনকার্য্যও পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ক্রমশ উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। শূদ্রগণের ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রোপদেশ যোগে সম্বন্ধ জন্মিবে; এবং একত্র শয়ন ভোজনাদিতেও ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রগণের সম্বন্ধ থাকিবে। নৃপতিগণ প্রায়ই শূদ্র হইবেন • এবং তাঁহারা নিয়ত ব্রাহ্মণের পীড়া দিবেন। কলিকালে এই ভারত ভূমিতে প্রজাতে ভ্রূণহত্যা বীরহত্যা প্রভৃতি দোষ জন্মিবে; এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচার ও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের আচর অবলম্বন করিবেন। চৌরেরা রাজার বৃত্তি অবলম্বন করিবে, আর রাজারা চৌরাচার অবলম্বন করিবেন। পতিব্রতার ভাগ কম হইবে। আর ব্যভিচারিণীর অংশ বৃদ্ধি পাইবে। মনুষ্য আর বর্ণাশ্রমের নিয়মে প্রতিষ্টিত থাকিবে না। ঐ কলিকালে পৃথিবী অল্প-ফলা হইবেন, কোন কোন স্থলে বা বহুফল জন্মিবে। রাজারা আর রক্ষক থাকিবেন না, কেবল হরণ করিতেই রত থাকিবেন। শূদ্র সকল জ্ঞানী হইবে, ও ব্রাহ্মণগণ নিয়ত তাহাদিগকে বন্দনা করিবেন; রাজা অক্ষত্রিয় হইবেন এবং বিপ্রগণ শূদ্রোপজীবী হইবেন। উচ্চাসনোপবিষ্ট অল্পবুদ্ধি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াও উচ্চাসন হইতে চলিত হইবে না; অল্পবুদ্ধি শূদ্রগণ দ্বিজেন্দ্রগণকে নিযত তাড়না করিবে। ব্রাহ্মণগণ নীচ ব্যক্তির ন্যায় শূদ্রের কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া আপন মুখের নিকটে হাত রাখিয়া বিনীতভাবে সেই শূদ্রের সহিত কথোপকথন করিবেন। কালের প্রভাবে ঐ কলিকালে রাজা ব্রাহ্মণের মধ্যস্থলে উচ্চাসনারূঢ় শূদ্রকে জানিতে পারিয়াও দণ্ড করিবেন না। যাহাদিগের অল্প শাস্ত্রজ্ঞান এবং অল্প সামর্থ্য ও ভাগ্য তাহারা, সুগন্ধি পুষ্পে ও অন্যান্য শুভ মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা শূদ্রগণকে পূজা করিবে। গর্ব্বিত শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে কটাক্ষেও অবলোন করিবে না॥ ১—১৬॥ ঐ কলিকালে শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ বাহনারূঢ় শূদ্রগণকে বেষ্টন করিয়া সেবায় তৎপর থাকিবে, ও নানাবিধ স্তুতিতে স্তব করিবে। ঐ কলিতে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ তপোযজ্ঞ ফলের বিক্রেতা হইবেন এবং কলিতে অনেকানেক সন্ন্যাসীবেশধারীও দেখা যাইবে। কলিতে পুরুষের ভাগ অল্প হইবে, আর স্ত্রীর ভাগ অধিক হইবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাদি বিদ্যা ও শ্রৌতস্মার্ত্তাদি কর্ম্মের নিন্দা করিবেন। ঐ কলিকালে দেবদেব শঙ্কর নীললোহিত মহাদেব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিকৃতাকৃতি অর্থাৎ বিছিন্ন বিভিন্ন লিঙ্গ-স্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। যে বিপ্রগণ সেই বিকৃতকৃতি শঙ্করকে যে কোনরূপেও পূজা করিবেন, তাঁহারা কলিদোষনিচয় জয় করিয়া পরম শিব পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ কলিযুগে শ্বাপদ সকল প্রবল হইবে, গো-গণ কেবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে এবং সাধুলোকের বিনাশই হইতে থাকিবে। ঐ কলিতে আশ্রম-চতুষ্টয়ের শৈথিল্য হইবে [illegible]হোদর্ক সুক্ষদানমূল ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে। নৃপতিগণ প্রজারক্ষণে অবহেলা করিবেন, কেবল করগ্রহণেই তৎপর হইবেন। ঐ কলিতে সকলে স্ব স্ব রক্ষণে তৎপর থাকিবেন, জনপদে কেবল অন্ন ও কন্যা বিক্রয় হইতে থাকিবে, চতুষ্পথে বেদবিক্রয় হইবে, স্ত্রীগণ বেশ্যা-বৃত্তি আচরণে পণ্যস্বরূপ হইবে এবং আশ্চর্য্য বৃষ্টি হইবে অর্থাৎ কখন কখন উত্তমরূপ বৃষ্টি হইবে। ঐ কলিকালে সকলেই বার্দ্ধুষিক (অর্থাৎ সুদখোর) হইবে; কুৎসিত স্বভাবে ও আচরণে নিয়ত আসক্ত থাকিবে এবং বৈদিক মার্গপরিত্যাগ করিয়া কেবল দাম্ভিকগণের সহিত পরিবৃত থাকিবে, পরস্পরে বহুযাজন হইবে, সদাসর্ব্বদা ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিবে, ঋজুতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অসূয়াতে অভিভূত হইবে এবং ঐ যুগে কেহ প্রত্যুপকর্ত্তা থাকিবে না। কেবল সকলে নিন্দুক ও পতিত হইবে। বসুমতী আর ধনধান্যপরিপূর্ণা না হইয়া স্বীয় অম্বর্থনাম পরিত্যাগ করিবেন ও পতিবিহীনা হইবেন। দেশে দেশে নগরে নগরে কেবল জনশূন্য স্থান হইবে। পৃথিবী অল্প-জলা ও অল্পফলা হইবেন। যাহারা রক্ষক,তাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না। ঐ যুগের শেষে পৃথিবীতে পুরুষগণ অশাসন হইয়া পড়িবে, কেবল পরবিত্ত হরণ, পরস্ত্রী-ধর্ষণ, সাহসপ্রিয়তা প্রভৃতি অবলম্বন করিবে। সকলই কামাভিভূতচেতা, অধম ও দুরাত্মা হইবে। কাহারও আর উদ্যোগ থাকিবে না, সকলেই রোগী, বেশ্যাসমান্বিত ও নির্লজ্জ হইবে এবং তাহাদের আয়ুর পরিমাণ ষোড়শ বৎসর হইবে। শূদ্রগণ মুণ্ডিত-মস্তক ও শুভ্রদন্ত হইয়া রুদ্রাক্ষ কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও কাষায় বসন ধারণে যতিবেশ অবলম্বন করত ধর্ম্মাচরণ করিবে॥ ১৭—৩৪॥ ঐ কলিকালে সকলে শস্যচোর হইবে, ও বস্ত্র দেখিলেই তাহার গ্রহণে অভিলাষী হইবে। চৌরেরা চৌরগণের পর্য্যন্ত সম্পত্তি অপহরণ করিবে। আর হরণ-কারীর দ্রব্যও অপরে হরণ করিবে। যখন যোগ্য কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবে ও লোক সকল নিষ্ক্রিয় হইবে, তখন কীট, মূষিক ও সর্প মানবগণকে হিংসা করিতে থাকিবে। ঐ সময়ে কি সুভিক্ষ, কি মঙ্গল, কি আরোগ্য, কি সামর্থ্য সকলই দুর্লভঃ হইবে। তখন প্রজাগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে কাতর হইয়া আপন দেশ হইতে কৌশিকী নদীতে গমন করিবে॥ ৩৫—৩৭॥ ঐ কলিতে দুঃখাভিভূত মনুষ্যগণের একশত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু ও ঐ কলিতে সমগ্র বেদ প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হইবে না। যজ্ঞ কেবল অধর্ম্মে পীড়িত হইয়া উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ যুগে মানবেরা কাষায় বসন পরিধানাদিতে যতিবেশধারী হইয়াও মূর্খ এবং অধিক সংখ্যকই কাপালী, আর কেহ কেহ বা বেদবিক্রয়ী ও কেহ কেহ বা শাস্ত্রবিক্রয়ী হইবে। যে যে অবৈদিক মার্গ বর্ণাশ্রমের পরিপন্থী, ঐ কলিযুগ উপস্থিত হইলেই সেই সকল উৎপন্ন হইবে। সেই সময় শূদ্রগণ ধর্ম্মার্থবেত্তা হইয়া বেদাধ্যয়নেও রত থাকিবে; এবং ঐ শূদ্রেরাই রাজা হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। তখন প্রজাগণ স্ত্রী বালক গো প্রভৃতি হনন করিয়া এবং পরস্পরে পরস্পরের হত্যা করিয়া পরস্পরে উপদ্রব করিতে থাকিবে। কলিতে প্রজাগণের অধর্ম্মে অভিনিবেশ থাকিবে .বলিয়া প্রভূত দুঃখ, অল্প আয়ু,

বেহের উৎসাদ, নিয়ত রোগ, এই সকল তমোগুণের কার্য্য হইবে। তখন প্রজারা ব্রহ্মহত্যাদি করিতে থাকিবে; অতএব কলিকালে সকলেরই রূপ, বল, আয়ুঃ প্রভৃতি সকল বিনষ্ট হইবে। কিন্তু ঐ কলিতে মানবেরা অল্প কালেই সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ঐ কলিকাল আগত হইলে যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবে ও যাহারা অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিস্মৃতি কথিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহারাই ধন্য। কারণ ত্রেতা যুগে এক বর্ষে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরে তাহা এক মাসে পাওয়া যায় এবং কলিতে এক দিন নিয়মিত ক্লেশ করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফল পাওয়া যাইবে। ইহাই কলি যুগের অবস্থা; এক্ষণে সন্ধ্যাংশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতি যুগে যুগস্বভাব সিদ্ধি সকল তিন পাদ করিয়া ক্ষয় হইয়া আইসে, আর যুগসন্ধ্যায় ঐ যুগসিদ্ধি মাত্র এক পাদে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধ্যাংশে সেই সন্ধ্যাসিদ্ধির এক পাদ মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে॥ ৩৮—৭৯॥ কলি যুগের অন্তে যখন এইরূপ সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত হইবে, তখন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যিনি প্রমিতি নামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অসাধু ভূতগণের নিধন নিমিত্ত শাস্তা হইয়া সোমশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পূর্ণ বিংশতি বৎসর পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রথ-বাজি-কুঞ্জরসমন্বিত সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। পরে গৃহীতাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ ও সেই সকল সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছগণকে নিহত করিবেন এবং শূদ্র রাজগণকে ও সকল বৈদিকমার্গবিহীনগণকে নিঃশেষ করিবেন এবং যাহারা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ নহে, তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। আর যাহারা বর্ণবিপর্য্যয়ে জন্মিয়াছে দেখিবেন, তাহাদিগকে ও তাহাদিগের অনুজীবিগণকে বিনাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, ম্লেচ্ছগণের বিনাশ সাধন করিবেন। পরে সকল ভূতগণের অধৃষ্য হইয়া, পৃথিবী পরিচরণ করিবেন। যিনি পূর্ব্বজন্মে প্রমিতি নামে ছিলেন, তিনি বিষ্ণু ও মানবের অংশে কলিযুগে পূর্ণ হইলে, সোম শর্ম্মনামক ব্রাহ্মণগোত্রে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি এইরূপে বিংশতি বৎসর পর্য্যটন করিয়া, শত সহস্র প্রাণীর বিনাশ সাধন করিবেন এবং পরস্পর নিমিত্তভূত আকস্মিক কোপ উৎপাদনে সকল শূদ্র প্রভৃতি অধার্ম্মিকগণকে সংহার করতঃ পৃথিবীকে বীজশেষ করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে সানুচরে অবস্থান করিবেন। তাহার পর কিছু দিন গত হইলে, অমাত্য ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ ও রাজগণকে উৎসাদিত করিবেন। এইরূপে কোনও স্থলে প্রজা অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, যখন সন্ধ্যাংশ উপস্থিত হইবে; তখন সেই অবশিষ্ট প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল ও লোভাবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস জন্মাইয়া পরস্পরের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে। যুগের প্রভাববলে পৃথিবী অরাজক হইলে চতুর্দ্দিকে সংশয় উপস্থিত হইবে; তখন অবশিষ্ট প্রজাগণ পরস্পরে ভয়ার্ত্ত হইয়া, স্বীয় পত্নী গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করতঃ নির্দ্দয় হৃদয়ে আপন প্রাণে পর্য্যন্ত আস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। সে সময় শ্রৌত স্মার্ত্তাদি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন পরস্পরে নিহত হইতে থাকিবে ও আপন মর্য্যাদাবিহীন হইবে। তাহাদিগের স্নেহ বা লজ্জা কিছুই থাকিবে না, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ও এতাদৃশ হ্রস্ব হইবে যে, পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত তাহাদের আকার হইবে এবং স্বীয় পুত্রদারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বিষাদে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইবে। তখন অনাবৃষ্টি হইতে থাকিবে; তাহাতে তাহারা সাতিশয় পীড়িত হইয়া স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করত স্বীয় জনপদ ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিবে এবং সরিৎসাগর কূপ পর্ব্বত প্রভৃতি আশ্রয় করিবে। মধু মাংস ফল মূলাদিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; চীরখণ্ড কৃষ্ণসার চর্ম্ম প্রভৃতি পরিধান করিবে; এইরূপে নিষ্ক্রিয়, নিষ্পরিগ্রহ ও বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্ট হইয়া ঘোর সঙ্কটাপন্ন হইবে এবং সেই অল্পশেষ প্রজাগণ দারুণ কষ্ট পাইতে থাকিবে; জরাব্যাধি ক্ষুধাদিতে নিয়ত ক্লেশ পাইতে থাকিবে; অবশেষে দুঃখে নির্ব্বিণ্ণমনা হইয়া নির্ব্বেদবশতঃ বিচার করিতে থাকিবে; পরে বিচার করিয়া সকলের সমান অবস্থা জানিতে পারিবে; সেই সাম্যাবস্থাজ্ঞানে তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হইবে; সেই জ্ঞানেতেই ধর্ম্মে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইবে; তখন সেই অবশিষ্ট প্রজাগণ কুৎসিতাকার ও শক্তিহীনতাবশতঃ শমাবলম্বী হইবে। পরে ঐ কলিযুগ সেই প্রজাগণের সুপ্ত ও মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অহোরাত্রে নিরন্তর চিত্তের মোহ জন্মাইয়া নিবৃত্ত হইবে। পরে ভাবী অর্থের গৌরবে সত্যযুগ পুনরায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই সত্যযুগ পুনরায় প্রবৃত্ত হইলে, কলিযুগের অবশিষ্ট প্রজাগণ সত্যযুগের লোক হইবে। তখন এই ভারতভূমে যে সপ্তসিদ্ধ অদৃষ্টভাবে থাকিবেন, তাঁহারা সপ্তর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই সত্যযুগে বিচরণ করিতে থাকিবেন; এবং ঐ সত্যযুগে বীজভূত যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র থাকিবেন, তাঁহারা সেই সকল কলিযুগজাত ব্যক্তির সহিত সমান হইবেন। সপ্তর্ষিগণ ও অন্যেও তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত শ্রৌত স্মার্ত্ত এই দুই প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন। এইরূপে সপ্তর্ষিগণ শ্রৌতস্মার্ত্ত-কর্ম্মের ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিলে, তখন সেই প্রজাগণ অনুষ্ঠানবান্ হইবে ও তাহাতে প্রজাসকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে॥ ৫০—৭৯॥ ঐ কলিযুগের শেষে ধর্ম্ম ব্যবস্থাপকগণ গূঢ়ভাবে অবস্থান করিবেন, কেননা এক এক মন্বন্তরের অধিকার সময় পর্য্যন্ত সেই মুনিগণ অবস্থিত থাকেন। যেরূপ দাবাগ্নিতে তৃণ সকল দগ্ধ হইলে পরে পৃথিবীতে বৃষ্টি পতিত হইলে সেই সকল দগ্ধ তৃণ মূল হইতে আবার তৃণ সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐরূপে কলিযুগজাত মনুষ্যসকল বিনষ্ট হইলে আবার সত্যযুগে প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না মন্বন্তর বিনষ্ট হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ পরস্পর একযুগের পর অপরযুগ এই অব্যবচ্ছেদে যুগ সন্তান চলিতে থাকে। সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ কাম, এ সকল যুগে যুগে তিনপাদ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যুগে ও সন্ধ্যাংশের মধ্যে ধর্ম্মসিদ্ধি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই প্রতিসিদ্ধি নামে কথিত হইয়া

থাকে, ঐ নিয়মানুসারেই যথাক্রমে যুগচতুষ্টয়ের সাধন হইয়া থাকে। এই যুগ চতুষ্টয়ের সহস্র বার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হইলে ব্রহ্মার এক দিবা; এবং ঐ প্রকার পুনরায় যুগচতুষ্টয়ের সহস্র গুণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলে ব্রহ্মার একরাত্রি হয়। যে পর্য্যন্ত না যুগক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত ভূতগণের কুটিলতা ও আলস্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাই সকল যুগের লক্ষণ। এই যুগচতুষ্টয়ের এক সপ্ততিবার ক্রমে প্রত্যাবর্ত্তন হইলে এক এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এক যুগচতুষ্টয়ে যে সময়ে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা অন্য যুগচতুষ্টয়ে ও সেইরূপ সেই সময়ে যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। প্রতি সৃষ্টিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যেরূপ ভেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য সৃষ্টিতেও সেইরূপ ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার কিছু ন্যূনতা বা আধিক্য হয় না, এবং কল্প ও পূর্ব্বমত স্বলক্ষণ, যুগ ও যুগলক্ষণের সহিত উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর সকল মন্বন্তরেরও ঐ প্রকার লক্ষণ জানিবেন। যেমন যুগস্বভাববশতঃ যুগের পরিবর্ত্তন চিরকাল হইতেছে, সেই প্রকার এই জীবলোকও ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে ॥ ৮০—৯৩॥ এই সংক্ষেপে সকল মন্বন্তরের অতীত ও অনাগত যুগসমূহের লক্ষণ কথিত হইল। যেরূপ এক মন্বন্তরের দ্বারায় সকল মন্বন্তর কথিত হইল, সেইরূপ এক কল্পে দ্বারায় সকল কল্পও কথিত হইল। যাঁহারা ঐ বিষয়ে জ্ঞানী; তাঁহারা অনাগত কল্পাদিতে ঐ রূপ অনুমান করিয়া লইবেন। সকল ভূত ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে আদিত্যাদি অষ্টবিধ দেবগণ মন্বন্তরাধিপতিগণ, এবং ঋষি ও মনুগণ সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তুল্যাভিমানী হইবেন, ও সকলেরই পূর্ব্বের ন্যায় নাম রূপাদি থাকিবে, এবং সকলেই পূর্ব্বমত তুল্য প্রয়োজন হইবেন। এই রূপ বর্ণাশ্রম বিভাগ ও যুগস্বভাবও পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে, ভগবান্ প্রভুই এ সকলের বিধাতা, জানিবেন। হে মুনিবর! প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ণাশ্রম বিভাগ, যুগ, যুগসিদ্ধি যুগ পরিমাণ, প্রভৃতি কথিত হইল। এক্ষণে পদ্মযোনি ব্রহ্মার দেবী পুত্রত্ব কিরূপে হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৯৪—১০০॥

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র বলিলেন, ভগবান্ পিতামহ সহস্র যুগপরিমিত নিশাকালে বিনষ্ট প্রজাগণকে প্রভাত হইলে পুনর্ব্বার সৃজন করিলেন। এই রূপ দ্বিপরার্দ্ধ কাল যখন গত হইল, তখন পৃথিবী জলে, জল বহ্নিতে, বহ্নি বায়ুতে ও সমীরণ আকাশে, সকলে স্ব স্ব গন্ধাদি গুণসমন্বিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। আর, দশ ইন্দ্রিয় মন ও তন্মাত্র সকল অহঙ্কারে লীন হইল, অভিমান মহৎতত্ত্বে লীন হইল এবং মহৎতত্ত্বও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইল, আর প্রকৃতি স্বীয় গুণের সহিত পুরুষ শিবে লয় পাইলেন ॥ ১—৫॥ পরে সেই পুরুষ শিব হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভগবান্ সেই সময় মানস পুত্রগণ সৃজন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও জগতে প্রজাবৃদ্ধি হইল না। তখন ব্রহ্মা সেই সকল মানসপুত্রগণের সহিত ভগবান্ শিব উদ্দেশে দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শিব, ব্রহ্মার তাদৃশ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সেই ব্রহ্মার ললাটমধ্য হইতে নির্গত হইলেন ও "তোমার আমি পুত্র" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রী পুরুষ রূপে অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপ ধারণ করিলেন। তাহার পর জগদ্গুরু দেবদেব ব্রহ্মাদি সকলকে দগ্ধ করিলেন। পরে সেই অর্দ্ধাঙ্গরূপা কল্যাণী পরমেশ্বরীকে জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমার্গে ভোগ করিলেন। অনন্তর বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর সেই দেবীতে হরি, ব্রহ্মা ও পাশুপত অস্ত্র সৃজন করিলেন ॥ ৬—১২॥ সেই হেতু ব্রহ্মা ও হরি মহাদেবীর অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মার অণ্ডযোনিত্ব, পদ্মযোনিত্ব ও মহেশ্বরাঙ্গযোনিত্ব ইত্যাদি সকল পুরাতন ইতিহাস কথিত হইল এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পরার্দ্ধ অতীত না হয়, সে পর্য্যন্ত যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য থাকিবে, তাহাও সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মার তমঃসম্ভূত বৈরাগ্য পরে সংক্ষেপে বলিতেছি। ভগবান্ নারায়ণও স্বীয়তনু দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই স্বীয় অঙ্গ হইতেই এই চরাচর সকলকে সৃজন করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, ও পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃজন করেন, আবার কল্পান্তরে রুদ্রও হরিকে ও ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, এবং কল্পান্তরে হরিও ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, ব্রহ্মা আবার নারায়ণকে সৃজন করেন, আবার ভগবান্ ভবও ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। প্রলয়কালে ভগবান্ ব্রহ্মা এই সংসার দুঃখময়, এইরূপ চিন্তা করিয়া সৃষ্টি পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতে মনোনিবেশ করিয়া প্রাণবায়ুর সঞ্চার রোধে পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দশসহস্র বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়স্থিত অধোমুখ সুশোভন পদ্ম পুবক দ্বারা বায়ু পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রস্ফুটিত হইল ও তাঁহার ঊর্দ্ধস্থিত বদনকুম্ভকে দ্বারা নিরোধিত হইল, পরে ধ্যান করিয়া সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে ঈশ্বরকে নিশ্চলভাবে স্থাপিত করিলেন। সেই সংযমী যম বিশুদ্ধাত্মা মহনীয় ব্রহ্মা মৃণালতন্তুর শত ভাগের এক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম পীতবর্ণ বহ্নিশিখা মধ্যবর্ত্তী (ওঁ) এই শব্দ সম্বন্ধীয় অর্দ্ধমাত্রোরূপ হইতে ও পরনাদ প্রতিপাদ্য পূজনীয় অব্যয় ঈশ্বরকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া যম পুষ্পাদি উপচারে পূজা করিলেন। সেই অংশজাত-রুদ্র, হৃৎকমলস্থ ব্রহ্মার নিয়োগে তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। শিবের হৃদয়োদ্ভব পুরুষ রুদ্র প্রকৃতি সংযোগে নীল হইলেন ও বহ্নির সংযোগে লোহিতবর্ণ হইলেন, সেই জন্যই সেই কালাকৃতি পুরুষ নীল এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া নীললোহিত নামে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই দেব ভগবান্ বিভু কাল ব্রহ্মা দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন; বিশ্বাত্মা দেবকে এইরূপ প্রীতমনা; দেখিয়া ভগবান্ বিশ্বাত্মা পিতামহ নামাষ্টক কীর্ত্তনে স্তব করিলেন। পিতামহ বলিলেন,—হে ভগবান্ রুদ্র রূপের।

অমিতভেজাঃ! আপনাকে নমস্কার করি। হে আকাশ-মূর্ত্তে ভব! হে অমুময়! আপনি রসনিলয়, আপনাকে নমস্কার করি। হে ক্ষিতিরূপিন্! শর্ব্ব! আপনি সর্ব্বদা গন্ধবিশিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্যোমমূর্ত্তে ঈশ! আপনি স্পর্শগুণ ধারণ করেন, আপনাকে সদা নমস্কার করি॥ ১৩—৩০॥ হে পাবকরূপিন্ পশুপতে! আপনি অতিতেজা, আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্যোমূর্ত্তে! হে ভীম! আপনার শব্দমাত্র গুণ, হে সোমরূপিন্! মহাদেব! আপনি অমৃতময়, আপনাকে আমার অসংখ্য নমস্কার। হে যজমানরূপিন্ উগ্র! আপনি কর্ম্মফলভোক্তা জীবরূপী; আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যে এই রুদ্র-উদ্দেশে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উক্ত স্তব সমাহিতচিত্তে পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সে এক বর্ষের মধ্যে অষ্টমূর্ত্তির সাযুজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। পিতামহ এইরূপ মহাদেবকে স্তব করিয়া তাঁহাকে অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভগবান্ মহাদেব অষ্টমূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশ পাইলেন। পৃথিবী, বায়ু, পুরুষ, জল ও সর্ব্বব্যাপী গগণ সেই অবধিই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অবধিই ভগবান্ ঈশ্বর অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হন। ঐ অষ্ট-মূর্ত্তিরই প্রসাদে ভগবান্ বিরিঞ্চি পুনর্ব্বার সকল সৃজন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা সমস্ত সৃজন করিয়া পুনর্ব্বার কল্পান্তে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত সকল চরাচর অপ্রবুদ্ধ থাকিলে, পরে প্রজাগণের সৃজনবাসনায় উগ্র তপস্যা করিলেন। এতাদৃশ ঘোর তপস্যা করিয়াও তাঁহার কিছুই ফল হইল না। পরে এইরূপে দীর্ঘকাল দুঃখ পাওয়াতে তাঁহার ক্রোধ জন্মিল। সেই ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। সেই সকল অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত প্রেত উৎপন্ন হইল। প্রথমেই সেই সকল ভূত-প্রেত নিশাচরগণকে জন্মিতে দেখিয়া তখন অজ ব্রহ্মা আত্মাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; এবং ক্রোধান্বিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই প্রভু ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাণময় রুদ্র বালার্ক সদৃশ আকারে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর আত্মাকে একাদশ রুদ্রাকারে বিভক্ত করিলেন ও অর্দ্ধভাগ হইতে উমাকে বিভক্ত করিলেন। সেই দেবীও সে সময় লক্ষ্মী, দুর্গা, শ্রেষ্ঠা সরস্বতী, বামা, রৌদ্রী, মহামায়া, বারিজনয়না বৈষ্ণবী, কলা, বিকিরিণী, কমলবাসিনী, বলবিকিরিণী ও বলপ্রমথনীকে সৃজন করিলেনএবং সর্ব্বভূত দমনকারিণী, মনোন্মাদিনী ও অন্যান্য সহস্র নারীগণ সৃজন করিলেন। পরে সেই সকল রুদ্র ও সেই সকল নারীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ভগবান্ ত্রিভুবনেশ্বর সেই মৃত সর্ব্বাত্মা পরমেষ্ঠী দেব ব্রহ্মার অগ্রে গমন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। তাহার পরে ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র মহেশ্বর সদয় হইয়া সেই মৃত ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করিলেন। অনন্তর আত্মস্থ ব্রহ্মার প্রাণ প্রদান করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাকে প্রত্যাগত-জীবন দেখিয়া ভগবান্ দেবেশ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পরমবাক্য বলিলেন;—হে জগদগুরো মহাভাগ বিরিঞ্চে! আমিই এখানে আপনার প্রাণ স্থাপন করিয়াছিলাম, অতএব ভীত হইবেন না, উত্থিত হউন। প্রত্যাগত-জীবন ব্রহ্মা দেবদেবের তাদৃশ স্বপ্নপ্রায় মনোগত বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্তে প্রফুল্লকমল সদৃশ নেত্রে মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্নিগ্ধ-গম্ভীর বচনে বলিলেন, হে মহাভাগ! দেবেশ! আপনি আমার চিত্তের সাতিশয় সন্তোষ প্রদান করিতেছেন, অতএব এই একাদশাত্মক অষ্ট-মূর্ত্তি আপনি কে? পবিচয় প্রদান করুন। ইন্দ্র বলিলেন;—ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সুরারিরিপু মহেশ্বর সুখ-স্পর্শ করে তাঁহাকে স্পর্শ কবিয়া বলিলেন;—আমাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞাত হউন এবং এই দেবীকে অজা মায়া বলিয়া ও এই একাদশ জনকে রুদ্র বলিয়া অবগত হউন, আমরা আপনারই রক্ষার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। দেবদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে হর্ষগদ্গদবচনে বলিলেন; হে ভগবন্ দেবদেবেশ! আমি অতিশয় দুঃখাকুলিত হইয়াছি, অতএব হে শঙ্কর! আমাকে এই সংসার হইতে মোচন করুন। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে "মুক্ত ও আবার মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন" এই বিবেচনা করিয়া হাসিতে হাসিতে দেবীও সেই সকল রুদ্রগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র কহিলেন;—অতএব হে শিলাদ! এই ত্রিলোকে মৃত্যুহীন অযোনিজ পুরুষ দুর্লভ জানিবেন;—যে হেতু এহেন পদ্মজাত অযোনিজ মৃত্যুহীন ব্রহ্মাও মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু যদি দেবেশ্বর রুদ্র প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে অযোনিজ মৃত্যুহীন পুত্র দুর্লভ হইবে না। আমি কিংবা বিষ্ণু কিংবা মহাত্মা ব্রহ্মা কেহই অযোনিজ মৃত্যুহীন পুত্রদানে সমর্থ হইবেন না। শৈলাদি বলিলেন; দয়ালু সুরপতি ইন্দ্র এই কথা বলিয়া বিপ্রেন্দ্র পিতাকে অনুগৃহীত করতঃ ঐরাবতারোহণে দেবগণ-পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন॥ ৩১—৬৪॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন;—সেই বরপ্রদ সহস্রাক্ষ গমন করিলে পর শিলাশন মহাদেবকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর সেই দ্বিজশিলাদের নিরন্তর তপস্যাতে তৎপরতা থাকায় দিব্য সহস্র বৎসর একক্ষণের ন্যায় গত হইল। এই রূপ একাগ্রতায় তপস্যা করিলেন যে, তাঁহার শরীর বল্মীকে আবৃত হইল। তাঁহার শরীর আর দেখা যাইলনা, কেবল কীটগণ উপরে লক্ষিত হইতে লাগিল; ও অন্যান্য বজ্রমুখ সূচীমুখ রক্তকীটে তাঁহার শরীর নির্ম্মাংস ও রুধিরশূন্য করিয়া ফেলিল, তথাপি তিনি লক্ষ্য না করিয়া ভিত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিত রহিলেন। এইরূপে ক্রমশ শেষে অস্থিশেষ হইলেন, ভগবান্ শঙ্কর তাহা জানিতে পারিলেন, পরে তিনি স্বয়ং সেই দ্বিজকে স্পর্শ করিলেন। সেই দেবের স্পর্শ লাভ করিয়াই

সেই দ্বিজশার্দ্দূল শিলাদ পরিশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিজের এতাদৃশ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবদেব, উমা ও গণের সহিত আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি যে শঙ্করের উদ্দেশে তপস্যা করিতেছ, সেই শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়াছেন; হে মহামতে! তোমার এই তপস্যায় আর কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? আমি তোমায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থবিশারদ পুত্র প্রদান করিতেছি। পরে শিলাশন উমাসঙ্গী চন্দ্রচূড়কে প্রণাম করিয়া নানাবিধ স্তব করত হর্ষগদ্‌গদ বচনে বলিলেন;—হে ভগবন্ ত্রিপুরার্দ্দন শঙ্কর! আমি অযোনিজ মৃত্যুহীন এক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি॥ ১—৯॥ সূত বলিলেন, অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আরাধিত দেব পরমেশ্বর এক্ষণে শিলাদের এইরূপ আরাধনায় সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, হে তপোধন দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বেও আমি ব্রহ্মা এবং সুরোত্তমগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত তপস্যায় আরাধিত হইয়াছি, অতএব হে মুনে! আমিই তোমার "নন্দী" নামে অযোনিজ পুত্র হইব, তাহাতে তুমি আমার ও জগতের পর্য্যন্ত পিতা হইবে। এই কথা বলিয়া সেই প্রণতভাবে অবস্থিত মুনিকে উমাসঙ্গী চন্দ্রশেখর সন্তুষ্ট হইয়া সদয়চিত্তে নিরীক্ষণ করতঃ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে যজ্ঞবিত্তম আমার পিতা লব্ধপুত্র হইয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশের পূর্ব্বে সেই শম্ভুর আজ্ঞাবলে আমি প্রলয়াগ্নি সমপ্রভ হইয়া উৎপন্ন হইলাম॥ ১০—১৫॥ সেই সময় পুষ্করবর্ত্তকাদি মেঘগণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। খেচর কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল এবং সিদ্ধসাধ্যগণ ও উপেন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন বাল্যাবস্থাপন্ন হইয়াও আমি কাল-সূর্য্যসদৃশ, জটামুকুটধারী, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ, শূল-টঙ্ক গদাধর, বজ্রী, হীরক বর্ম্মাবৃত, হীরক কুণ্ডলধারী, মেঘগম্ভীর-নিনাদ, ইন্দ্রের পর্য্যন্ত আরাধ্য হইয়া আবির্ভূত হইলাম। আমাকে দেখিয়া ব্রহ্মাদি সুরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ স্তব করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল নাদ হইতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ঋষিগণ ঋগ্ যজুঃ সামসম্ভূত মাহেশ্বরমন্ত্রে স্তব করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ১৬—২০॥ ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, মহাতেজাঃ ভাস্কর, পবন, অনল, ঈশান, নিঋতি, যক্ষ, যম, বরুণ এবং বিশ্বদেবগণ, মহাবল রুদ্র ও বসুগণ আর সাক্ষাৎ অম্বিকা, লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ শচী, জ্যেষ্ঠা, দেবী সরস্বতী, অদিতি, দিতি, শ্রদ্ধা, লজ্জা, ধৃতি, নন্দা, ভদ্রা, সুরভী, সুশীলা, সুমনা প্রভৃতি দেবগণ ও বৃষেন্দ্র, মহাতেজাঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মজ প্রভৃতি সকল আমাকে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করত স্তব করিতে লাগিলেন। পুণ্যাত্মা পিতা শিলাদও আমাকে তাদৃশ অদ্ভুতাকার-সম্পন্ন দেখিয়া প্রীতি-ভরে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। শিলাদ কহিলেন, হে ভগবন্ অব্যয় দেবদেবেশ ত্র্যম্বক! আপনি আমার পুত্র হইয়াছেন, অতএব আপনি যে হেতু জগতেরও ত্রাতা, সুতরাং আমাকেও যে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, হে সর্ব্বগ পুত্র! তুমি যে হেতু জগতের রক্ষক, তখন আমারও তুমি পিতা। অযোনিজ জগদ্যোহন। হে পিতামহ জগৎপিতঃ জগদ্‌গুরো মহেশান। হে পুত্র! তোমাকে আমার অসংখ্য নমস্কার হে পরমেশ্বর মহাভাগ বৎস! আমাকে রক্ষা কর। পুত্র! যেহেতু তোমাকর্ত্তৃক আমি আনন্দিত হইয়াছি অতএব হে সুরেশ্বর! তুমি নন্দী নামে কীর্ত্তিত হইবে। অতএব আনন্দদাতা জগদীশ্বর নন্দীনামধারী তোমাকে নমস্কার করি। হে নন্দিন্! তুমি প্রসন্ন হও। আজ আমার পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রপিতামহগণ রুদ্রলোকে গমন করিলেন। যেহেতু মহেশ্বর আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে জগৎ প্রভো নন্দিন্! আর আমারও ইহলোকে জন্ম সার্থক হইল। যেহেতু আমার রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ মদীয় সুতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে নন্দীশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি, হে সুরেশান! তোমাকে নমস্কার করি। হে জগদ্‌গুরো! মহাদেব! হে পুত্র! আমায় রক্ষা কর। হে নন্দীশ্বররূপিন্! শিব! হে সুরাসুর স্তব্য! আমি আপনাকে পুত্র জ্ঞান করিয়া যাহা যাহা কহিলাম, তাহা সদয় হইয়া ক্ষমা করুন। যে আমার এই পুত্র-স্তব পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা ভক্তিপূর্ব্বকও যদি কাহাকে শ্রবণ করায়, সে আমার সহিত আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। সুব্রত শিলাদ বালক পুত্রকে এইরূপে স্তব করিয়া বহুমানপুরঃসর নমস্কার করতঃ মুনিগণকে অবলোকন করিয়া বলিলেন;—হে মুনিগণ! আমি কি মহাভাগ্যবান্ তাহা অবলোকন করুন, যেহেতু অব্যয় প্রভু মহেশ্বর আমার পুত্র নন্দীরূপে যজ্ঞাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। আজ আমার সমান ইহলোকে কি দেব, কি দানব; কোন পুরুষ আছে? যেহেতু এহেন নন্দী আজ আমার হিতের নিমিত্ত যজ্ঞ ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন॥ ২১—৩৮॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন, নির্ধন ব্যক্তি যে ধন লাভ করিয়া আনন্দে সত্বর গৃহে গমন করে, সেইরূপ পিতাও আমাকে লাভ করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করতঃ আমার সহিত আপন উটজে শীঘ্র গমন করিলেন। যখন আমি পিতার উটজে উপস্থিত হইলাম, তখন দৈবদেহ পরিত্যাগ করতঃ মানুষ দেহ আশ্রয় করিলাম এবং তখন অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরেচ্ছায় আমার দৈবীস্মৃতি লোপ পাইল। পরে পূজনীয় পিতা আমার মনুষ্য-শরীর অবলোকনে সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া আত্মীয় জন পরিবেষ্টিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল শালঙ্কায়নপুত্র সর্ব্ববিৎ পিতা, আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন এবং যথা সময়ে অর্থাৎ আমার সাত বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে আমাকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের সাঙ্গোপাঙ্গ শাখা সহস্র এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ব শাস্ত্র, অশ্বলক্ষণ, হস্তি-চরিত ও নরলক্ষণ প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিলেন।

তাহার পর এক দিন মহাত্মা যোগবলান্বিত মিত্রাবরুণ নামে মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়, বিভু পরমেশ্বরের আজ্ঞায় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত পিতার আশ্রমে আগত হইলেন। উপস্থিত সেই মহাত্মদ্বয় মুহুর্মুহু আমাকে নিরীক্ষণ করতঃ পিতাকে বলিলেন ;—হে তাত ! দুঃখের কথা আর কি বলিব ; এই সর্ব্বশাস্ত্রার্থপরায়ণ নন্দী অল্পায়ু ; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ হেন সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ তনয়ও আর এক বর্ষের অধিক জীবিত থাকিবেন না। তাঁহারা এইরূপ নিদারুণ মর্ম্মস্পৃক কথা বলিলে, পুত্রবৎসল শিলাদ দুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া, সন্তাপে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, পুত্রকে আলিঙ্গন করতঃ হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে করিতে, অহো ! বিধাতা দৈববিধির কি বল ? এইরূপ খেদ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার এতাদৃশ আর্ত্তস্বর শ্রবণে আশ্রমনিবাসিগণ শোকে বিহ্বল হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন, এবং মঙ্গল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ উমাপতি ত্রিয়ম্বকের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং ত্রিয়ম্বক মন্ত্রেই সর্ব্বদ্রব্যসমন্বিত অযুত সংখ্যক দূর্ব্বামধুসিক্ত করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। পরে পিতা ও পিতামহ বিলাপ করিতে করিতে বিগতচৈতন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃতবৎ পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া আমি ‘ পাছে তাঁহাদিগের মৃত্যু হয়”, এই ভয়ে ও আপন মৃত্যুভয়ে সেই মৃতবৎ পতিত পিতা-পিতামহকে ভূতলে মস্তক নত করিয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম ; এবং হৃদয়-পদ্ম-বিবরে ত্রিগুণপালক ত্র্যম্বক দশভুজ পঞ্চ-বক্ত্র সদাশিবকে ধ্যান করিয়া রুদ্রাধ্যায় জপ করিতে লাগিলাম। পরে পরমেশ্বর সোমার্দ্ধ-বিভূষণ উমাসঙ্গী মহাদেব পুণ্য সরিতের তীরে অবস্থিত আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;—হে বৎস মহাবাহো নন্দিন্ ! তোমার আবার মৃত্যুভয় কোথায় ? ঐ বিপ্রদ্বয়কে আমিই প্রেরণ করিয়াছি জানিবে ; আমাতে তোমাতে কিছুই ভেদ নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। বৎস ! তোমার এই দেহ বস্তুতঃ লৌকিক নহে, পূর্ব্বে দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ মুনিগণ-পূজিত যে তোমার দৈবিক দেহ, তাহা তোমার পিতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। সংসারের এই স্বভাব যে, সুখ দুঃখ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে ॥ ১—২২ ॥ বিবেকী মানবের সর্ব্বথাই স্ত্রী-সঙ্গম পরিত্যাগ করা উচিত। সর্ব্বদেব মহেশ্বর এই কথা বলিয়া সুকোমল করকমল-যুগলে আমাকে স্পর্শ করিলেন। পরে সেই প্রীতাত্মা জরাশূন্য নিত্য দুঃখবিবর্জ্জিত অক্ষয় অব্যয় পিতা ও নিরঞ্জন স্বরূপ সুরেশ্বর বৃষভধ্বজ গণপতিগণও দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, তুমি গণপতি হইবে ও আমার প্রিয়, আমার ন্যায় বীর্য্যবান্, আমার ন্যায় পরাক্রমী, ও মহাযোগ-বলান্বিত হইবে ; এবং সদাসর্ব্বদা তুমি আমার পার্শ্বগত হও, এরূপ আমার অভিলাষ জানিবে। গণ-আহারী ভগবান্ মহাতেজাঃ বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া আপনার কমলময়ী মাল উন্মোচন করিয়া আমার গলে প্রদান করিলেন। সেই কণ্ঠস্থিত মালার প্রভাবে আমার তখন তিননেত্র, দশভুজ হইল। তখন আমি দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলাম। পরে আমাকে পরমেশ্বর বৃষধ্বজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আজ তোমায় কি উত্তম বর প্রদান করিব, বল ? পরে স্বীয় জটাস্থিত বারি গ্রহণ করিয়া, “এই জল নদীরূপে প্রবাহিত হউক', এই বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই জল, দিব্যতোয়া, পদ্ম-উৎপল-বন-বিরাজিতা, শুভ্রজল পরিপূর্ণ নদীরূপে প্রবৃত্তা হইল। সেই পরম শোভমানা মহাদেবী নদীকে বলিলেন, যেহেতু তুমি এই জটাজলে উৎপন্না হইয়াছ ; অতএব জটোদকা নামে পুণ্যা সরিদ্বরা হইবে। মানবগণ তোমাতে স্নান করিলেই সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইবে। তাহার পর প্রভু মহাদেব শিলাদতনয়কে দেবীর সম্মুখে “ তোমার এই পুত্র ” এই বলিয়া দেবীর পাদকমলে পতিত করাইলেন ; পরে দেবী আমার মস্তক চুম্বন করতঃ হস্ত দ্বারা আমার গাত্র স্পর্শ করিলেন। পরে দেব-দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া, পুত্রস্নেহে আপন স্তন হইতে ত্রিস্রোতাকারে নিঃসৃত শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে আমাকে অভিষিক্ত করিলেন। দেবীর সেই স্তন্যদুগ্ধের স্রোতত্রয় স্রোতস্বিনী রূপে পরিণত হইল। সেই নদীকে দেবদেব ত্রিস্রোতাঃ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৃষ সেই নদীকে দেখিয়া, পরম হর্ষান্বিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিল। সেই শব্দে বৃষনাদ-সম্ভূতা বলিয়া অন্য এক নদী উৎপন্না হইল। দেবদেব সেই নদীর নাম “বৃষধ্বনি” রাখিলেন। তৎপরে দেব বৃষধ্বজ মহেশ্বর আপন বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সর্ব্বরত্নময় সৌবর্ণ-চিত্র মুকুট আমার মস্তকে বন্ধন করিয়া দিলেন ও বৈদর্য্যবিভূষিত দিব্য সুন্দর কুণ্ডলদ্বয় আমার কর্ণে পরিধান করাইলেন ॥ ২৩—৪৩ ॥ দেবদেব কর্ত্তৃক তাদৃশ অভ্যর্চ্চিত আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রভাকর সূর্য্য মেঘের সহিত মেঘজলে আমাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। দিবাকর এইরূপ অভিষেক করিলে সেই জল সুবর্ণ হইতে বেগে নিঃসৃত হইয়া নদীরূপে প্রবৃত্ত হইল। সেই নদী সুবর্ণনিঃসৃতা বলিয়া দেবদেব তাহার স্বর্ণোদকা নাম রাখিলেন। আর পুণ্যা দ্বিতীয়া নদী জম্বূনদময় মুকুট হইতে নিঃসৃতা হইয়া প্রবাহিতা হইল ; সেই হেতু ঐ নদী জাম্বূনদী বলিয়া কীর্ত্তিতা হয়। যে এই পঞ্চনদে আগমন করিয়া ঐ জপ্য ঈশ্বরকে পূজা করে, সে যে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৪—৪৮ ॥ অনন্তর সর্ব্বভূতপতি মহাদেব ভব, অজা দেবী গিরিসুতাকে বলিলেন, হে দেবি ! এক্ষণে এই ভূতপতি গণেশ্বরকে অভিষেক করি এবং উহাকে গণেন্দ্র বলিয়া সম্ভাষণ করি ; হে অব্যয় ! ইহাতে তোমার মত কি ? দেবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভবানী প্রফুল্লবদনা হইয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ভূতপতি ভবকে বলিলেন,—এই শৈলাদি যখন আমার তনয়, সুতরাং হে ভবানীপতে ! এই তনয়কে সর্ব্বলোকাধিপত্য ও গণেশ্বরত্ব প্রদান করা, আপনার উচিত হইতেছে। পরে সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর বৃষধ্বজ দেবদেব ভগবান্ সর্ব্ব গণপতিকে স্মরণ করিলেন ॥ ৪৯—৫২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি বলিলেন, রুদ্রদেবের স্মরণমাত্রেই সহস্রভুজ গণেশ্বরগণ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাদের হস্তে সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র, বদনমণ্ডলে উজ্জ্বল নয়নত্রয়ে সুশোভিত। দেবগণ,নিরন্তর তাঁহাদের স্তব করিয়া থাকেন,তাঁহাদের কোটি কালাগ্নির ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি,—শিরোদেশে জটাভার বিলম্বিত ও বদনমণ্ডল বিকট দশনসমূহে ভীষণ। সেই নির্ম্মলজ্যোতি নিত্যরূপ প্রভৃত বুদ্ধিশালী তুল্য অসংখ্য। গণেশ্বরসমূহ স্বীয় স্বীয় প্রভাবলে কোটিগণের তাঁহারা অনন্দে বিহ্বল হইয়া আগমন করত ক্ষণে নৃত্য, গীত ও ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলভাবে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাবা মুখে প্রভূত বাদ্যবাদন করিতে লাগিলেন। কেহ রথে, কেহ গজে কেহ অশ্বে, কেহ সিংহে, কেহ মর্কট-বাহনে ও কেহ কেহ রত্নখচিত রথে আরোহণ কবিয়া আগমন করত ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, ঢাক, গোমুখ, পটহ, পুষ্কর ও অন্যান্য বিবিধ বাদিত্র-বাদন করিতে লাগিলেন। ভেরী,মুরজ,ডিণ্ডিম,মর্দ্দল,বেণু,বীণা, দুর্দ্দুর, কচ্ছপ প্রভৃতি বাদ্য সকল সুতালে তলঘাতবশত তুমুল নিনাদে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করিল। তৎপরে সেই মহা-বল পরাক্রান্ত সকল দেবগণের ঈশ্বরস্বরূপ গণেশ্বরসমূহ, দেব-গণের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রুদ্রদেব ও দেবীকে প্রণাম করত বলিলেন, ভগবান্ বৃষধ্বজ! আপনি কি জন্য আমা-দিগকে স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন; ত্র্যম্বক! আমাদের কি কোন সাগরে গমন করিতে হইবে? কিংবা অনুচরবর্গের সহিত দেবরাজকে বিনাশ করিব? কিংবা মৃত্যুতনয়া বা পদ্মযোনিকে পশুর ন্যায় বিনাশ করিতে হইবে? অথবা আমরা ক্রোধভরে দেবগণ সহ ইন্দ্রকে, বায়ুর সহিত বিষ্ণুকে, কিংবা দানব কুলসহ দৈত্যদিগকে দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিয়া আপনার সমক্ষে আনয়ন করিব? দেব! আপনার আজ্ঞাক্রমে আমরা অদ্য কাহার ঘোরবিপদ সম্পাদন করিব, কাহার বা অদ্য অভিলষিত সমৃদ্ধি পাইবার সুদিন হইবে; গণেশ্বরকুল অতি সদর্পে এই রূপ বলিলে, ভগবান্ তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা জগতের হিতকারক, তোমরা যে জন্য আহুত হইয়াছ তাহা শ্রবণ করিয়া সুদূর শঙ্কা করিত্যাগ করত স্থির হও, সকলের ঈশ্বরের ঈশ্বর স্বরূপ এই নন্দীশ্বর আমার পুত্র, তোমাদের সেনাপতি পদের অতি উপযুক্ত লোক; অতএব আমার আজ্ঞাক্রমে এই যোগ-পরায়ণ নন্দীশ্বরকে তোমরা সেনাপতি পদে অভিষেক কর, এই আমার অভিলাষ। ভগবান্ এই কথা বলিলে গণেশ্বরগণ "তাহাই হইবে", এই বলিয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করত উপায়ন সমস্ত সাদরে ভগবান্‌কে অর্পণ করিলেন। তৎপরে সুবর্ণখচিত সুমেরু সদৃশ মনোহর আসন প্রদান করিয়া, পরে মুক্তাদামজড়িত মনোহর বহু রত্ন-স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে সারি সারি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহ বিদোলিত হইতে লাগিল; সেই মণ্ডলের চারিদ্বার রত্নময় কপাটযুক্ত। এইরূপ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে, তাহার আসন বিন্যস্ত করত তাহার সম্মুখে নীলবর্ণ হীরকোদ্ভাসিত পাদপীঠ স্থাপন করিলেন এবং পাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাহার উভয় পার্শ্বে উত্তম সলিলপূর্ণ দুইটী কলস স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মুখ মনোহর পদ্মযুগলে আবরণ করিলেন। তাহার পরে গণাধিপগণ তীর্থজলপূর্ণ সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কলসসমূহ, মনোহর বস্ত্রযুগল এবং অন্যান্য দেব-ভোগ্য গন্ধদ্রব্য সকল আহরণ করত সাদরে তথায় সংস্থাপন করিলেন এবং কেয়ূর, কুণ্ডল, মুকুট, হার, শতশলাকাযুক্ত ছত্র, তালবৃন্ত, ব্রহ্মা প্রদত্ত উপরি ও অধোভাগ সুবর্ণ-মণ্ডিত শঙ্খ, ব্যজন, চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ হেমদণ্ড চামর, ঐরাবত ও সুপ্রতীক নামক শ্রেষ্ঠ গজদ্বয়, বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত কাঞ্চনময় মুকুট, মনোহর সুনির্ম্মল কুণ্ডলযুগল, বজ্র, শ্রেষ্ঠ ধনু, সুবর্ণ-সূত্র। কেয়ূরযুগল ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যজাত গণাধিপসমূহ সযত্নে আহরণ করত তথায় আনয়ন করিলেন ॥ ১—৩০।

তৎপরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, ব্রহ্মা ও দেবগণ সহ ব্রহ্মার মানসপুত্র নয় জন সকলেই সেই দেব সভায় আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলে সেই দেব-সমিতিতে উপস্থিত হইলে, ভগবান ভূতভাবন কর্ত্তব্যকার্য্যের সমাধানের নিমিত্ত পিতামহ কমলযোনিকে আদেশ করিলেন। মহানুভাব ব্রহ্মা ভগবানের নিয়োগবশত সাবধানে অভিষেকক্রিয় সমাধান করিলেন। শিবের আদেশক্রমে, প্রথমত ব্রহ্মা অর্চ্চনা করিয়া অভিষেক করিলেন, তৎপরে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও লোকপালগণ ক্রমান্বয়ে নিয়মানুসারে এই গণেন্দ্র নন্দীশ্বরের অভিষেক কার্য্য সমাপন করিলেন ॥ ৩১—৩৪ ॥ তাহার প ব্রহ্মাপ্রমুখ ঋষিগণও মনোহর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন তাঁহাদের স্তবপাঠ শেষ হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু শিরোদেশে অঞ্জলি নিবদ্ধ করিয়া অতি যত্নের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া পুনঃ পুন জয় শব্দোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে গণাধিপ গণ ও সুরগণও অভিষেক করত স্তব পাঠ করিলেন। এ রূপে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এই নন্দীশ্বরকে স্তব ও অভিষে করিলেন। এই নন্দী পিতামহের অনুমতিক্রমে মরুত্তন দেবী সুযশাকে পরিণয় করিয়া তাহাতে যৌতুকস্বরূপ চন্দ্রে ন্যায় সুবিমল ছত্র, চামরধারিণী বহু পরিচারিকা, উ সিংহাসন, সমস্ত লাভ করিলেন। দেবী মহালক্ষ্মী মুকুটা সুমনোহর ভূষণে বিভূষিত করিলেন, তৎপরে নন্দী দেবী কণ্ঠগত হার, বৃষেন্দ্র, শ্বেতহস্তী, সিংহ,সিংহধ্বজ রথ,চন্দ্রবি তুল্য শুভ্র ছত্র প্রভৃতি সকল গ্রহণ করিলেন। শিবানুগ্র আমার সদৃশ বিভু অদ্যাপি কোথাও উৎপন্ন হয় নাই তৎপরে শম্ভু, বান্ধবের সহিত আমাকে ও পার্ব্বতীকে লই বৃষে আরোহণ করত গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! সে গমনকালে নন্দী ও দেবগণসহ দেবী ও ভূতভাবন দর্শন করিয়া মুনি, দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ, পশুপতির আ প্রার্থনা করিলেন। তখন আমি প্রভু গিরিজাপতির আনন্দ হইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিলা সেই মহর্ষিগণ মুনিশ্রেষ্ঠ নন্দীশ্বরসমীপে পশুপতির আ প্রাপ্ত হইয়া তদবধি অত্যন্ত শিবভক্ত হইলেন। এই ভক্তের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক বলিয়া সকলেই শিবকে অর্চ্চনা করি

শঙ্করের নমস্কারবিহীন ব্যক্তি বারংবার তাঁহারি নাম উচ্চারণ করিলেও দশ ব্রহ্মহত্যা তুল্য মহাপাপে বিলিপ্ত হইয়া থাকে; সেইহেতু নমস্কার প্রভৃতি কার্য্য অবশ্য করিবে। প্রথমত নমস্কার করিবে, তৎপরে শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে॥ ৩৫—৪১॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! আপনি শঙ্করের সমস্ত বিষয় অতি স্ফুটভাবে বর্ণন করিলেন; এক্ষণে সর্ব্বাত্মা রুদ্রদেবের ভাব এবং স্বরূপ বর্ণনা করুন। সূত বলিলেন, ঋষিগণ! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, পাতাল, কোটি নরক, সমুদ্র, তারকাসমূহ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, ধ্রুব, সপ্তর্ষিগণ ও অন্যান্য স্বর্গলোকবাসী দেবগণ, ইহাঁরা সকলেই সেই রুদ্রদেবের প্রসাদে অবস্থান করিতেছেন। ইনিই এইরূপ সমস্ত সৃজন করিয়াছেন এবং এ সমস্তই ইহাঁর স্বরূপ। ইনি সমস্তের সমষ্টিস্বরূপ। ইনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও নিয়ত বিদ্যমান॥ ১—৪॥ মূঢ়গণ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী মহাত্মা মহেশ্বরকে জানিতে পারে না। এই ত্রিভুবন, সেই রুদ্র দেবের শরীর স্বরূপ; অতএব আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জগত্রয়ের নির্ণয় বর্ণন করিতেছি। যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে,তাহা বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ভুবনত্রয়ের স্বরূপ বলিতেছি। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক প্রভৃতি সপ্তলোকই অণ্ডসম্ভূত। হে দ্বিজগণ! এই সপ্তলোকের অধোদেশে মহাতল প্রভৃতি সপ্ততল,ক্রমে তাহার অধোভাগে নরকচয় বিদ্যমান আছে। মহাতল ও হেমতল নানাবিধ রত্নে বিভূষিত এবং শঙ্কর ভবনের বিচিত্র প্রাসাদশ্রেণীতে সুশোভিত। সেই অট্টালিকাভ্যন্তরে অনন্ত মুচুকুন্দ নিয়ত বিরাজ করিতেছে। তাহাতে স্বর্গরূপ পাতালবাসী বলি তথায় অবস্থান করেন। হে বিপ্রগণ! কথিত আছে, রসাতল শিলাময়, তলাতল সিকতাময়, সুতল পীতবর্ণ, বিতল বিদ্রুমের ন্যায় প্রভাশালী, অতল শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ তল। পৃথিবীর বিস্তার, যেরূপ সপ্ত পাতালের সেইরূপ বিস্তার। সমীপস্থিত মেঘসমন্বিত আকাশের আয়তন সহস্র যোজন দশসহস্র যোজন, লক্ষ যোজন ও সপ্ত সহস্রযোজন, মহাতলাদি তলাতল পর্য্যন্ত চার পাতালের সমীপবর্ত্তী মেঘযুক্ত আকাশের যথাক্রমে পরিমাণ। বিতলাদিত্রয়ের সমীপস্থ আকাশের আয়তন ত্রিংশ সহস্র যোজন॥ ৫—১৫॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! রসাতল সুবর্ণনাগ ও বাসুকি নাগের দ্বারা বিখ্যাত এবং অন্যান্য নাগগণও তথায় অবস্থান করে। বিরোচন হিরণ্যাক্ষ নরকপ্রভৃতি অসুরগণ নিরন্তর তলাতলে বিরাজ করে বলিয়া তলাতল অতি বিখ্যাত এবং বহু শোভাসম্পন্ন। কালনেমি, বৈনায়ক ও অন্যান্য অসুর প্রভৃতি সুতলে নিয়ত বিরাজ করে; সেই সুতল অতি শোভাশালী। এইরূপ বিতলে তারক ও অগ্নিমুখাদি দানবগণ সর্ব্বদা অবস্থান করে এবং মহান্তকাদি নাগগণ ও অসুরবর প্রহ্লাদ নিয়ত বাস করিয়া থাকেন; বিতল কুবলাশ্বের অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়া বিখ্যাত তল। বীরশ্রেষ্ঠ মহাকুম্ভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুকর্ণ ও নমুচি প্রভৃতি অন্যান্য নানারূপ বীরের অধিষ্ঠিত স্থান এবং অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন। সেই সমস্ত তলেই গণেশ্বরগণ সহ পুত্র নন্দীশ্বর ও পত্নী জগদম্বার সহিত মহেশ্বর নিত্য অবস্থান করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তলসমূহের উর্দ্ধভাগে ক্রমে সপ্তভুবন ও সপ্ত পৃথিবী বিদ্যমান আছে। সে বিষয় আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি॥ ১৬—২৩॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! পৃথিবী সপ্তদ্বীপা; ও নদী পর্ব্বতসঙ্কুলা। তাহা চারিদিকে সপ্তসাগরে বেষ্টিত; দ্বীপসমূহের নাম যথা;—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর এই দ্বীপ সকল ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে। সেই সমস্ত দ্বীপেই শঙ্কর স্বীয়গণের সহিত নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া, নিয়ত বিরাজ করেন। লবণ-সমুদ্র,ইক্ষুরস-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র, ক্ষীর-সমুদ্র, জল-সমুদ্র,— এই সপ্তসমুদ্র। সমুদ্রসমূহে গিরিজাকান্ত স্বীয় গণের সহিত জলরূপ ধারণ করতঃ উর্ম্মিমালারূপ বাহুদ্বারা নিয়তক্রীড়া করেন ॥১—৫॥ ক্ষীর সমুদ্রের অমৃতরাশির ন্যায় শ্রীহরি শিবচিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্ষীরসাগরে যোগনিদ্রায় শয়ান রহিয়াছেন। যখন সেই ভগবান্ পরম কারুণিক হরি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন, তখন এই অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয় এবং যে সময়ে তিনি শয়ন করেন, সে সময়ে তন্ময় চরাচর সুপ্ত হইয়া থাকে। তিনি এই অখিল জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং তিনিই শিবানুগ্রহে ধারণ, রক্ষা ও সংহার করিয়া থাকেন॥ ৬—৮॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সুষেণ প্রভৃতি বিখ্যাত হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই শঙ্খচক্রধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে নিয়ত পূজাদি করেন। তাঁহারা ভগবান্ অনিরুদ্ধকে ধ্যান করত আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া নারায়ণ তুল্য ও নিখিল সম্বন্ধিশালী হইয়াছেন। এইরূপে ভগবান্ সনক, সনন্দ, সনাতন, বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ, সিদ্ধগণ ও মিত্রাবরুণ, সেই বিশ্বস্রষ্টা হরিকে সতত পূজাদি করিয়া থাকেন। সপ্তদ্বীপে সমুদ্র পর্য্যন্ত আবৃত নানাশৃঙ্গ-গহ্বরযুক্ত গিরিসমূহ বিদ্যমান আছে। কালের গৌরববশতঃ বহুতর ধরাপতি সকল বর্ত্তমান ছিলেন। অতীত বর্ত্তমান্ ও অনাগত মন্বন্তর প্রভৃতি সমস্ত মন্বন্তরেই তাঁহারা ভগবান্ শঙ্করসমীপে সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছেন॥ ৯—১৮॥ সেই ধরাপতিদিগের বিষয় পরে তোমাদিগকে বলিব, অধুনা স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকৃত কালের রাজগণের বিষয় বর্ণনা করিতেছি; স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র প্রিয়ব্রতাত্মজগণ, দশ ভ্রাতা; সকলেই তুল্যাভিমানী ও মহাবলপরাক্রান্ত এবং সকলের তুল্য প্রয়োজন। তাহাদের নাম যথা;—আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি,বপুষ্মান্, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্যসবন, পুত্র। প্রিয়ব্রত এই পুত্রগণকে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর করিলেন।

তাহার মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপে, বপুষ্মানকে শাল্মলিদ্বীপে, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে, দ্যুতিমানকে, ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হব্যকে শাকদ্বীপে ও সবনকে পুষ্করদ্বীপে, অভিষেক করত অধীশ্বর করিলেন। পুষ্করদ্বীপে সবনের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার এক জনের নাম মহাবীর, অপর জনের নাম ধাতকি। মহাবীরের নামানুসারে মহাবীরবর্ষ ও ধাতকির নামানুসারে ধাতকীখণ্ড হইয়াছে। শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের পুত্র, জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, কুসুমোত্তর, মোদাকী ও মহাক্রম এই সপ্ত পুত্র। তাহার মধ্যে প্রথম জলদের নামানুসারে অলদবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এইরূপ দ্বিতীয় কুমারের নামে কৌমার বর্ষ; তৃতীয় সুকুমারের নামে সুকুমারবর্ষ, চতুর্থ মণীচকের নামানুসারে মণীচকবর্ষ, পঞ্চম কুসুমোত্তরের নামানুসারে কুসুমোত্তরবর্ষ, ষষ্ঠ মোদাকির নামানুসারে মোদকবর্ষ, সপ্তম মহাক্রমের নামানুসারে মহাক্রমবর্ষ প্রসিদ্ধ হইল। পৃথিবীতলে হব্যরাজার এই সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তটী বর্ষ হইয়াছে॥ ১৫—২৯॥ ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি দ্যুতিমানের কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি, দুন্দুভি এই সাত পুত্র। ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ দেশ আছে। তাহার মধ্যে কুশলের নামে কুশল, মনুগের নামানুসারে মনোনুগ, উষ্ণের নামানুসারে উষ্ণ, পীবরের নামানুসারে পীবর, অন্ধকারকের নামানুসারে অন্ধকারক, মুনির নামে মুনি, ও দুন্দুভির নামে দুন্দুভি দেশ প্রসিদ্ধ হইল। ক্রৌঞ্চদ্বীপে এই সমস্ত জনপদ রাজা দ্যুতিমানের পুত্রগণের নামে খ্যাত হইল; কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মান্ রাজার সাত পুত্র উদ্ভিদ, বেণুমান, দ্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর, কপিল, তাহার মধ্যে প্রথম উদ্ভিদের নামে উদ্ভিদবর্ষ, দ্বিতীয় পুত্র বেণুর নামে বেণুবর্ষ, তৃতীয় দ্বৈরথের নামে দ্বৈরথবর্ষ, চতুর্থ পুত্র লবণের নামে লবণবর্ষ, পঞ্চম ধৃতিমানের নামে ধৃতিমদ্বর্ষ, ষষ্ঠ প্রভাকরের নামে প্রভাকরবর্ষ ও সপ্তম কপিলের নামে কপিলবর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে॥ ৩০—৩৭॥ এইরূপ শাল্মলিদ্বীপের অধীশ্বর বপুষ্মানের সাত পুত্র। তাহার প্রথম শ্বেত, দ্বিতীয় হরিত, তৃতীয় জীমূত, চতুর্থ রোহিত, পঞ্চম বৈদ্যুত, ষষ্ঠ মানস, সপ্তম সুপ্রভ। শ্বেতের নামে শ্বেত, হরিতের নামে হারিত, জীমূতের নামানুসারে জীমূত; রোহিতের নামানুসারে রোহিত, বৈদ্যুতের নামে বৈদ্যুত, মানসের নামানুসারে মানস ও সুপ্রভের নামে সুপ্রভ দেশ প্রসিদ্ধ হইল। জম্বুদ্বীপ হইতে প্লক্ষদ্বীপের মধ্যগত সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিতেছি॥ ৩৮—৪০॥ মেধাতিথির সাতটী পুত্র। তাহারা সকলেই প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভয়। তাহাদের নামেই সপ্তবর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই শান্তভয় হইতে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক, ধ্রুব এই মেধাতিথির পুত্রগণের নামে সপ্তবর্ষ হইয়াছে এবং তাহারাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই সকল বর্ষের সংস্থাপন করিয়া তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারী প্রজাগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত পঞ্চ দ্বীপেই বর্ণাশ্রম বিভাগ বর্ত্তমান আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই দ্বীপসমূহে সুখ, পরমায়ু, স্বীয়রূপ, বল, ও ধর্ম্ম সকলি সর্ব্ব সাধারণের প্রতি সমান এবং তথায় রুদ্রার্চ্চনতৎপর অন্যান্য প্রজাগণও উদ্ভূত হইল তাহারা সকলেই প্রজাপতি ও রুদ্রদেবের ভাবরূপ অমৃত পানে মত্ত॥ ৪১—৪৯॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! রাজকুলতিলক প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর পদে অভিষেক করিলেন। আগ্নীধ্র অত্যন্ত শিবভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদা তপস্যা রত ও তরুণ বয়স্ক। তিনি সর্ব্বদা শিব পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরলাবণ্য অতী কমনীয় এবং তিনি অতি বুদ্ধিমান্। সেই মহাত্মা প্রজাপতি সদৃশ নয়টি পুত্র। সকলেই মহেশ্বরের পূজা রত ও শিবপরায়ণ। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের না নাভি, তাহার অনুজের নাম কিম্পুরুষ, তৃতীয় হরিবর্ষ চতুর্থ ইলাবৃত, পঞ্চম রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্মান্, সপ্তম কুরু, অষ্ট ভদ্রাশ্ব, নবম কেতুমাল। ইহাদের প্রত্যেকের দেশের বিষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আগ্নীধ্র, প্রিয় তনয় নাভিকে হেম নামক দক্ষিণ বর্ষ প্রদান করিলেন। আগ্নীধ্ররাজ, এইরূপে কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ, হরিকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুযুক্তবর্ষ, রম্যকে নীলাচলাশ্রিত বর্ষ, হিরণ্মানকে নীল চলোপরিত বর্ষের উত্তরস্থিত শ্বেতবর্ষ; কুরুকে শৃঙ্গবর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মাল্যবান্ বর্ষ, কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষ প্রদান করিলেন। আগ্নীধ্র এইরূপ বর্ষসকল পৃথক্ পৃথক রূপে ভাগ করিয়া পুত্রগণকে তাহার প্রত্যেক বর্ষে যথাক্রমে অভিষেক করিলেন; এবং তিনি স্বয়ং তপস্যায় রত হইলেন তৎপরে তিনি তপস্যা দ্বারা বিভাবিত ও স্বাধ্যায় নিরত হই পরে শিবধ্যানপরায়ণ হইলেন। মঙ্গলময় কিম্পুরুষা অষ্টবর্ষ, অতি সুখের স্থান। তাহাতে অযত্নসিদ্ধ সুখানুভব হয়, এবং সকল কার্য্যই স্বভাবসিদ্ধ হইয়া থাকে। সে বর্ষসমূহে কোনরূপ বিপর্য্যস্ত ভাব, কি জরামৃত্যু ভ ধর্ম্মাধর্ম্ম, উত্তম অধম ও মধ্যম ভাব প্রভৃতি কিছুই উৎপ হয় না এবং সেই অষ্ট ক্ষেত্রেই যুগব্যবহার নাই স্থাবর অথবা জঙ্গম যেরূপ জীব হউক না কেন, যাহ রুদ্রক্ষেত্রে মৃত্যু হইবে; তাহারা সকলেই ভূতনাথের প্রাসঙ্গি ভক্তরূপে পরিণত হইবে। রুদ্রদেব তাহাদের হিতের নিমিত্ত এই অষ্টক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানে মহাদে স্বয়ং রুদ্রক্ষেত্র মৃত-প্রাসঙ্গিক ভক্তগণের সমীপে সর্ব্ব অবস্থান করেন। অষ্টক্ষেত্রনিবাসী মানবগণ ভূতভাব মহাদেবকে সর্ব্বদা হৃদয়-পটে দর্শন করিয়া অনুক্ষণ সু ভোগ করতঃ অন্তে স্বর্গীয় গতি লাভ করেন॥ ১—১৮ হে দ্বিজগণ! এই হিমলাঙ্কিত প্রদেশে নাভির বিষয় বর্ণ করিতেছি অবগত হও। মহামতি নাভি, স্বীয়পত্নী মরুদেবী গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহার নাম ঋষভ তিনি ক্ষত্রিয়-কুলের পূজিত। সেই ঋষভের প

ত। পুত্রবৎসল ঋষভ পুত্রেতে সমস্ত রাজ্যভার র্পণ করিয়া, ভীষণ বিষধর সদৃশ ইন্দ্রিয়সকল জয় ত স্বীয় জ্ঞানবলে বৈরাগ্যাশ্রমে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং র্ব্বপ্রকারেই পরমাত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বরকে স্বীয় আত্মাতে স্থাপন করিয়া জটাচীর ধারণ করত নিরাহারে দহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞান-শূন্য হইয়া শিব সম্ব-র পরম পদলাভ করিলেন। ঋষভ হিমগিরির দক্ষিণ ভরতকে প্রদান করিয়াছেন; এজন্য পণ্ডিতগণ সেই ত্যাধিকৃত বর্ষের নাম ভারতবর্ষ বলিয়া সম্যক্‌রূপে অবগত াছেন। কালক্রমে ভরতবাজের সুমতি নামে এক পুত্র লে। ভরত তাহার প্রতি সমস্ত রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া ং স্বীয় রাজ্যলক্ষ্মী পুত্রে সমর্পণ করিয়া বনগমন করি-ন॥ ১৯—২৫॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এই দ্বীপের মধ্যে মেরুনামক মহাগিরি াছে। সেই পর্ব্বত নানারূপ রত্নময় শৃঙ্গে সুশোভিত। াহার দৈর্ঘ্য চতুরশীতি সহস্র যোজন, অধোভাগ ষোড়শ ন বিস্তৃত; শরাবের ন্যায় তাহার আকারবশত অগ্রভাগ ত্রিংশভাগ বিস্তৃত; ইহার ত্রিগুণ বিস্তার, এই পর্ব্বত এত-ই বিশাল যে, ইহার অগ্রভাগ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ রিয়াছে। মহাদেবের সুনির্ম্মল অঙ্গ-স্পর্শে ইহা হেমময় রিরূপে পরিণত হইয়াছে। ধুস্তুর পুষ্পের ন্যায় এই র্ব্বত অতি মনোহর এবং সকল দেবতার আবাস স্থান। রকুল এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে ক্রীড়া করেন এবং ইহাতে অনেক শ্বর্য্য বিষয় বর্ত্তমান আছে। এই মহাগিরির আয়াম লক্ষ জন; ক্ষিতিতলে ইহার ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট ইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পণ্ডিতগণ সেই শৃঙ্গধর মেরুর য ও উপবিভাগের মূলায়াম ও বিস্তার যে বর্ণন করিয়াছেন, াহাতে বলিয়াছেন যে মূল হইতে, দীর্ঘের পরিমাণ অপেক্ষা স্তার দ্বিগুণ। গিরির পূর্ব্বভাগ পদ্মরাগ মণির আভা সম্পন্ন; ক্ষিণ ভাগ হেমের ন্যায় উজ্জ্বল আভাযুক্ত, পশ্চিম ভাগ লবর্ণ, উত্তর বিদ্রুমের ন্যায় শোভাশালী। সেই পর্ব্বতের রিভাগে অমরাবতী বিরাজিত। তাহাতে বহুপ্রাসাদশ্রেণী শোভা পাইতেছে। তাহা মণিময় জালে আবৃত এবং দেবগণ রস্তর তথায় বিরাজ করেন। সেই অমরাবতীর নানারূপে রচিত পুরদ্বার সকল হৈম ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত ও মণি-নির্ম্মিত তোরণ সকল সুবর্ণসমূহে বিমণ্ডিত হইয়া তি মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে। মণিময় ভূষণে ভূষিত ও স্তনভরে অবনমিত সহস্র সহস্র রমণীরত্ন ও প্সরাসমূহে সেই অমরাবতী পরিব্যাপ্ত এবং তাহা-র মধুরালাপ-জনিত মনোহর ঝঙ্কারে অমরাবতীর রতা আরও অধিক হইয়াছে। অমরাবতীর দীর্ঘিকা সকল তি বিচিত্র। বিকচপদ্ম-নিচয় ও হেমবিনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীতে তাহার অতি মনোহর শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। মময় সুগন্ধি নীলোৎপল ও অন্যান্য উৎপলশ্রেণী-বিরাজিত তড়াগ, নদী ও নদসমূহ সেই অমরাবতীতে বিদ্যমান আছে। সেই মনোহর পুরীতে এই পর্ব্বত অতিশয় শোভাশালী হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরিভাগে অগ্নিকোণে অমরাবতী সম তেজস্বিনী নামে এক মনোহর শোভাযুক্ত পুরী আছে। তাহা পাবকের নিকেতন। দক্ষিণে যমের আবাস স্থান বৈবস্বতী নামক পুরী। তাহা সুবর্ণময় ভবন-সমূহে পরিবৃত। ঐরূপ নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ শুদ্ধবতী নামক পুরী; বায়ুকোণে মনোহারিণী গন্ধবতী নামে পুরী; উত্তরে মহোদয়া; ঐশানকোণে যশোবতী। দিগন্তস্থিত এই সকল পুরী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণের আবাস-স্থান। এই পুরী সকল সমস্ত ভোগের আকর এবং মনোহর বহুবিধ দীর্ঘিকাসমূহে শোভাসম্পন্ন ও পুণ্যময়। তাহাতে কত যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শ্রেষ্ঠ মুনি ও অন্যান্য বিবিধ আকার-বিশিষ্ট ভূতসমূহ নিয়ত বিরাজ করে॥ ১—২০॥ হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে বামদিকে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় অবদাত অতি বিস্তীর্ণ বিমান বর্ত্তমান আছে। তাহার উপরিভাগে সোম-সূর্য্যাগ্নিলোচন মহাভুজ শঙ্কর মণিময় সিংহাসনে পার্ব্বতী ও কার্ত্তিকেয়ের সহিত বিরাজ করেন। শঙ্করের বিমান হইতে অর্দ্ধ বিস্তীর্ণ বিমানে শ্রীহরি অবস্থান করেন। পর্ব্বতের উপরিভাগে দক্ষিণে ব্রহ্মার পদ্মরাগ-মণিময় সপ্ততল ভবন। এই পর্ব্বতে ইন্দ্রের অতি রমণীয় পুরী। তাহার চারিদিকে যম, সোম, বরুণ, নির্ঋতি, পাবক, বায়ু ও রুদ্রের আলয় সকল বিদ্যমান আছে। দেবগণের সেই সমস্ত সপ্ততল-প্রাসাদসমূহে এবং ঈশ্বরক্ষেত্রে দেবপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্য নিয়ত প্রতিষ্ঠিত; এই পর্ব্বতে সিদ্ধেশ্বরগণ ও শিষ্যবর্গের সহিত শৈলাদি, সিদ্ধগণের সহিত সনৎকুমার, সনক সনন্দ ও সহস্র সহস্র দেবগণ নিয়ত অবস্থান করেন। ইহার কোন স্থান যোগভূমি ও কোন স্থান ভোগভূমি তাহাতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সপ্ততল প্রাসাদযুক্ত এক ভবন বিরাজিত রহিয়াছে। সেটী শৈলাদির আবাস স্থান। তাহাতেই গণেশ্বর-কুল অবস্থান করেন এবং কার্ত্তিকেয়, গণেশ, গণসমূহ, সুযশা, সুনেত্রা নাগগণ ও মদন প্রভৃতি দেবগণও সেই ভবনেই অবস্থান করেন। জম্বুনামে নদী সেই ভবনের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণ-পার্শ্বে জম্বুবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। বৃক্ষের অগ্রভাগ অতি উচ্চ ও বিস্তীর্ণ। সেই বৃক্ষ সকল কালেই ফলপ্রদ। মেরুর চারিদিকে অতি বিস্তীর্ণ ইলাবৃতবর্ষ। তাহাতে ভোগিগণ কেহ জম্বু-ফলাহারে, কেহ অমৃত ভোজন করিয়া সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ধারণ করত কিংবা নানারূপ বর্ণ ধারণপূর্ব্বক নিয়ত অবস্থান করে। হে বিপ্রগণ! মেরুর পাদাশ্রিত অতি মনোহর এই মধ্যম দ্বীপ। ইহাতে নববর্ষ নদী-নদ গিরি সমুদয় বিদ্যমান আছে। জম্বুদ্বীপ ও নববর্ষের সমস্ত বিস্তার ও মণ্ডল যোজন পরিমাণে যথা-যথরূপ বর্ণন করিব॥ ২১—৩৫॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! সেই দ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ। তাহার অনুদ্বীপ সকল চারি সহস্র যোজন। তাহাতে সমুদ্রযুক্তা ধরাও পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তীর্ণা। পৃথিবীতে সপ্তদ্বীপ ও লোকালোকে পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। তাহাতে যে মেরু নামক পর্ব্বত আছে,—তাহার উত্তরে নীলাচল, তাহার উত্তরে শ্বেত পর্ব্বত, তাহার উত্তরে শৃঙ্গী, তাহার উত্তরে তিনটী বর্ষ পর্ব্বত। মেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট নামে পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত এবং তাহার দক্ষিণে হেমকূট নামে গিরি ও তাহার দক্ষিণে হিমালয়; মেরুর পশ্চিমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন, এই দুই পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্ব্বতসমূহে সিদ্ধচারণগণ নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে দূরতা নব সহস্রযোজন। এই হৈমবতবর্ষ, ইহাই ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। হেমকূটের পর কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূট হইতে নৈষধপর্ব্বত পর্য্যন্ত হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর হইতে মেরু পর্য্যন্ত ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃত হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত রম্যক বর্ষ। রম্যক হইতে শ্বেত পর্ব্বত পর্য্যন্ত হিরণ্ময় বর্ষ। হিরণ্ময় বর্ষার পর শৃঙ্গী নামক পর্ব্বত। তাহার পর কুরু বর্ষ, তাহার দক্ষিণোত্তরে ধনুরাকারে অবস্থিত দুইটী বর্ষ আছে। তাহাতে দীর্ঘ চারি বর্ষ। তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। মেরুর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইবর্ষ, তাহাও দীর্ঘ নহে। নিষধ পর্ব্বতের উত্তরস্থিত প্রদেশ বেদ্যর্দ্ধা। বেদ্যর্দ্ধের দক্ষিণে তিন বর্ষ। উত্তরে তিন বর্ষ। ইহার মধ্যে মেরু-মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষ; এবং নীলাচলের দক্ষিণে নিষধের উত্তরে মাল্যবান্ নামে মহাপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। তাহার উপবিভাগ দুইসহস্রযোজন বিস্তৃত। তাহার আয়াম চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রযোজন। তাহার পশ্চিমদিকে গন্ধমাদন নামে এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বত আয়ামে মাল্যবানের ন্যায় বিস্তৃত। জম্বূদ্বীপের চারিদিক্ সমান বিস্তারবশতঃ এই ছয়টী বর্ষ পর্ব্বত পুরোভাগে আয়ত হইয়া পশ্চিম ও পূর্ব্ব সমুদ্রে অবনত হইয়াছে॥ ১—১৭॥ হিমালয় পর্ব্বত হিমযুক্ত, হেমকূট ও হেমবিশিষ্ট নিষধ বালাতপের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং হিরণ্যবিশিষ্ট। মেরু নামক পর্ব্বত রত্নময় সানুতে সুশোভিত ও চারিবর্ণে বিচিত্র দৃশ্য। তাহার বিস্তৃতি ঊর্দ্ধদিকে, আকৃতি সুগোল এবং তাহার বিশালতা চারিদিকে বিস্তীর্ণ। নীলাচল বৈদূর্য্য-মণিময়, শ্বেত পর্ব্বত শুক্লবর্ণ এবং হিরণ্ময় পর্ব্বতের বর্ণ ময়ূর-পিচ্ছের ন্যায়। শৃঙ্গী পর্ব্বত সুবর্ণময় শৃঙ্গত্রয়ে সুশোভিত। এই সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে শ্রেষ্ঠ গিরি-সমূহের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মন্দর ও হেমকূট, এই দুই পর্ব্বত পূর্ব্ব দিকে বিদ্যমান আছে। কৈলাস, গন্ধমাদন ও হেমবান্ পর্ব্বত,—ইহারা পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত ও সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। নিষধ ও পারিপাত্র,—এই দুই পর্ব্বত পশ্চিম দিক্‌কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই পর্ব্বতদ্বয়ের যেরূপ পূর্ব্বভাগ, সেইরূপ দক্ষিণ ভাগ॥ ১৮—২৩॥ ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি,—এই দুই পর্ব্বত উত্তরদিকে বিদ্যমান আছে। ইহারা পূর্ব্বদিকে আয়ত ও সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। মনীষিগণ এই পর্ব্বতসমূহকে সীমা পর্ব্বত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। হে বিপ্রকুলোত্তমগণ! মেরু নামক কন[ক] পর্ব্বত অতি উচ্চ। ইহার চারিটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত, চারিদি[কে] চারিটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতরূপে বিখ্যাত। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী তাহাদে[র] সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থা[ন] করিতেছে। তাহাদের আয়াম দশ সহস্র যোজন। সে[ই] চারিটি পর্ব্বতের মধ্যে পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদ[ন], পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব। এই সমস্ত পর্ব্বতের উপ[রি]ভাগে কেতুর ন্যায় চারিটী বৃক্ষ আছে। তাহার মধ্যে মন্[দর] পর্ব্বতের শৃঙ্গে কেতুর রাজা স্বরূপ কদম্ব বৃক্ষ আছে। তাহ[ার] সুবিস্তৃত শাখাচয় চারিদিকে বিলম্বিত হইয়া শোভা পা[ই]তেছে। এইরূপ দক্ষিণদিকস্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরিস্থি[ত] শৃঙ্গে পবিত্র ফলশালী জম্বূ-বৃক্ষ আছে। তাহা মনোহর মা[ল্য]জালে সুশোভিত ও দেবগণ সেই বৃক্ষ শ্রেষ্ঠের বহু সম্[মান] করিয়া থাকেন। সেই জম্বু-বৃক্ষ কেতুস্বরূপ ও লোকপ্রসিদ্ধ[।] পশ্চিমদিকস্থ বিপুলাচলের শিখরদেশে এক মহা অশ্বত্থ বৃ[ক্ষ] আছে। উত্তরদিকস্থিত সুপার্শ্ব পর্ব্বতের শৃঙ্গে বিপুল শা[খা]পল্লবাদিযুক্ত উড়ুম্বর বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষ বহু যোজ[ন] বিস্তৃত। হে বিপ্রগণ! ক্রমান্বয়ে সেই শৈলচতুষ্ট[য়ের] বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি। সেই শৈলচতুষ্ট[য়ে] সর্ব্বকাল রমণীয় ও অমানুষিকভাবসম্পন্ন দেবতাদি[গের] ক্রীড়ার একমাত্র স্থান মনোহর চারিটী বন আছে। সে[ই] বনচতুষ্টয়ের মধ্যে পূর্ব্বে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমা[দন], পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে শিবের বন। এইরূপ পূ[র্ব্বে] মিত্রেশ্বর, দক্ষিণে ষষ্ঠেশ্বর, পশ্চিমে বর্দ্ধ্যেশ্বর ও উত্[তরে] অম্রকেশ্বর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেখানে মুনিগণ ক্রীড়া ক[রেন] সেই পার্ব্বত্য কাননে চারিটী সরোবর আছে। পূ[র্ব্বে] অরুণোদয় সরোবর, দক্ষিণে মানস সরোবর, পশ্[চিমে] সিতোদ নামক সরোবর ও উত্তরে মহাভদ্র নামক সরো[বর।] দক্ষিণে শাখের ক্ষেত্র, পশ্চিমে বিশাখের ক্ষেত্র, উত্তরে নৈ[গ]মেয়ের ক্ষেত্র এবং পূর্ব্বে কুমারের ক্ষেত্র। অরুণোদ না[মক] সরোবরের পূর্ব্বদিকে স্বনামপ্রসিদ্ধ যে শৈলেন্দ্রগণ বি[দ্য]মান আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতে[ছি;] বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হইব না। তাহা[দের] নাম সিতান্ত, কুরঙ্গ, কুরর, বিকর, মণিশৈল, বৃক্ষ[বান্,] মহানীল, রুচক, সবিন্দু দর্দ্দুর, বেনুমান্, সমেঘ, নি[ষধ ও] দেবপর্ব্বত। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠপর্ব্বত ও অন্যান্য গিরিস[মূহ] ক্রমান্বয়ে বিদ্যমান্ আছে। ইহারা মন্দর পর্ব্বতের [পূর্ব্ব]ভাগে সিদ্ধগণের আবাস স্থান বলিয়া কল্পিত হইয়া[ছে।] সেই সেই গিরীন্দ্রসমূহে, বনে, গুহায়, রুদ্রক্ষেত্র [ও] ক্ষেত্র আছে। মানস সরোবরের দক্ষিণে অনেক ম[হা]... আছে। তাহাদের সকলের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করি[তেছি।] তাঁহাদের নাম শৈল, বিশিরা, শিখর, একশৃঙ্গ, মহা[...] গজশৈল, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমালয়। [এই] সমস্ত পর্ব্বত অতি উচ্চ ও দেবতাদিগের আবাস-স্[থান।] ইহার প্রত্যেক পর্ব্বতে বন ও গুহাতে সুরশ্রেষ্ঠগণ বি[...] রুদ্রক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণদিকের কথা তো[মা]দিগকে বলিলাম। এক্ষণে পশ্চিমদিকের কথা বলিতে[ছি]॥২৪—৪৯॥ সিতোদ, সরোবরের পশ্চিমে সুরূপ, মহাবল,

মধুমান, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডু, সহস্রশিখর, পারিজাত, শৈলেন্দ্র, শ্রীশৃঙ্গ। এই সমস্ত পর্ব্বত দেবতাদিগের আবাসস্থান অতি উচ্চ এবং রুদ্র ক্ষেত্রযুক্ত। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে যে সমস্ত পর্ব্বত আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, অবগত হও। তাহাদের নাম;—শঙ্খকূট, মহাশৈল, বৃষভ, হংস পর্ব্বত, নাগ, কপিল, ইন্দ্রশৈল, সানুমান্, নীল, কণ্টক শৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পকোষ, প্রশৈল, বিরজ, বরাহপর্ব্বত ময়ূর পর্ব্বত, জারুধি শৈলেন্দ্র, ইহার উত্তরদিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত স্বর্গীয় শৈলসমূহ দেবদেব ভূতনাথের অসংখ্য সপ্ততল ভবনে শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের অভ্যন্তরে দ্রোণী সরোবর ও বন প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। তাহাতে শিবপরায়ণ দেবগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ পিতামহের অনুগ্রহে সস্ত্রীক অবস্থান করেন। এইরূপে বিল্ববনে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ, অর্জ্জুন বৃক্ষবনে, কশ্যপ প্রভৃতি তালবনে ইন্দ্র বামন এবং প্রধান সর্পগণ, উড়ুম্বর বনে কর্দ্দম এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ অবস্থান করেন এবং পুণ্যময় আম্রবনে বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ, নিম্ববনে নাগসমূহ ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন। সেইরূপ কিংশুকবনে সূর্য্য ও রুদ্রগণ, বীজপূর বনে বৃহস্পতি, কৌমুদবনে বিষ্ণু প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং স্থলপদ্মবনে ও ন্যগ্রোধবনে নাগরাজ অনন্ত অবস্থান করেন। অনন্তদেব জগতের কালস্বরূপ এবং তিনিই পাতালে অবস্থান করেন। তিনি বিশ্বগুরু বিষ্ণুমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ বলরামের স্বরূপ। দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরি তাঁহাকে শয়নরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং তিনি বিভুর কঙ্কন স্বরূপ। পনস বৃক্ষের বনে শুক্র ও দানবগণ, বিশাখক বনে কিন্নরগণের সহিত উরগগণ অবস্থান করেন এবং মনোহর বনে যক্ষগণ সর্ব্ব কোটিসমন্বিত;—তাহাতে নন্দীশ্বর গণসমূহের স্তবে সন্তোষ সহকারে অবস্থান করেন। সন্তানক স্থলীমধ্যে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবী অবস্থান করেন। এইরূপ সংক্ষেপে বনসমূহে বনবাসীদিগের বিষয় উক্ত হইল; কিন্তু এ সমস্ত বিষয় অসংখ্য; বিস্তররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহি ॥১৮—৬৯॥

একোনপঞ্চাশঅধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! শিতান্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে পারিজাত বনে দেবরাজ ইন্দ্র অবস্থান করেন। তাহার পূর্ব্বদিকে অতি বিস্তৃত কুমুদ নামে পর্ব্বত আছে। তাহাতে দানবদিগের আটটী পুর আছে। হে দ্বিজ-কুলাবতংসগণ। ঐরূপ পুণ্যময় সুবর্ণ কোটরে মহাত্মা নীলক প্রভৃতি রাক্ষসগণের অষ্ট ষষ্টি সংখ্যক পুর বিদ্যমান আছে; শৈলশ্রেষ্ঠ মহানীল পর্ব্বতে অশ্বমুখ কিন্নরগণের পঞ্চদশ ভবন আছে, এবং মহাশৈল বেণুসৌধ পর্ব্বতে বিদ্যাধরগণের তিনটী পুর আছে। বৈকুণ্ঠে গরুড়, করঞ্জে নীল লোহিত বিরাজ করেন, ও বসুধারে বসুদিগের নিবাস কল্পিত আছে। গিরিশ্রেষ্ঠ রত্নধারে সিদ্ধায়তনযুক্ত পবিত্র সপ্তর্ষিগণের সপ্ত স্থান নিরূপিত হইয়াছে এবং নগশ্রেষ্ঠ এক শৃঙ্গে প্রজাপতির আয়তন। গজশৈলে দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের আয়তন। সুমেধ পর্ব্বতে বসুগণের নিবাস এবং আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁদের নিবাস। অশীতি-সংখ্যক সুরপুরী হৈমকক্ষ পর্ব্বতে নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১—৮ ॥ ঐরূপ সুনীলপর্ব্বতে রাক্ষসদিগের পঞ্চকোটি শত-সংখ্যক ভবন ও পঞ্চকোটে পঞ্চকোটিপুর নিরূপিত হইয়াছে। শতশৃঙ্গপর্ব্বতে অতি তেজস্বী যক্ষদিগের একশত ভবন কল্পিত আছে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাম্রাভ পর্ব্বতে কাদ্রবেয়দিগের আবাস; বিশাখে গুহের আবাস; শ্বেতোদরে সুপর্ণের আবাস; পিশাচক পর্ব্বতে কুবেরের আবাস; হরিকূটে শ্রীহরির আবাস; কুমুদপর্ব্বতে কিন্নরদিগের আবাস; অঞ্জনপর্ব্বতে চারণদিগের আবাস; কৃষ্ণপর্ব্বতে গন্ধর্ব্বদিগের আবাস এবং পাণ্ডুপর্ব্বতে বিশ্বের অশেষ ভোগযুক্ত বিদ্যাধরদিগের সপ্তপুর নিরূপিত আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ঐরূপ সহস্র-শিখর পর্ব্বতে উগ্রকর্ম্মা দৈত্যদিগের বাসস্থান সপ্ত-সহস্রপুর পরিকল্পিত হইয়াছে। পুষ্পকেতু মুকুটপর্ব্বতে পন্নগদিগের আবাস স্থান। শৈলশ্রেষ্ঠ তক্ষকপর্ব্বতে বৈবস্বত সোম বায়ু ও নাগাধিপ প্রভৃতির চারিটী আয়তন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহাত্মা গুহ, কুবের, সোম ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ আয়তন সকল বিদ্যমান আছে। তাহার সীমা-পর্ব্বত শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বতে গুহাবাসী শঙ্কর উমার সহিত বাস করেন। সর্ব্বদেবেশ্বরের শ্রীকণ্ঠে আধিপত্য। তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রবৃত্তিকারক; তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। শিবমাহাত্ম্যে অনন্ত ও ঈশ-প্রভৃতি সকলেই এই অণ্ডের প্রতিপালক; এই ব্রহ্মাণ্ডে বিঘ্নেশ্বরগণ চক্রবর্ত্তী। মর্য্যাদা পর্ব্বতে শ্রীকণ্ঠাধিষ্ঠিত; সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। কালাগ্নি হইতে শিব পর্য্যন্ত এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই শ্রীকণ্ঠে অধিষ্ঠিত; সুতরাং সবিস্তারে বলিব কিরূপে? ॥ ৯—২১ ॥

পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হেমকূট গিরির মধ্যে এক মহাকূট নামক পর্ব্বত আছে। তাহা হৈমবৈদূর্য্য, মণি মাণিক্য ও নীল মণিদ্বারা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠমণি দ্বারা নির্ম্মলভাবে বিনির্ম্মিত ও শত সহস্র শাখাযুক্ত এবং বৃক্ষ সকল দ্বারা বিভূষিত ও চম্পক অশোক পুন্নাগ বকুল প্রভৃতি দ্বারা বিমণ্ডিত। সেই পর্ব্বতে পারিজাত বৃক্ষ সারি সারি শোভা পাইতেছে এবং কত কত পক্ষিগণ তাহার শিখরদেশে বৃক্ষশাখায় সুখে অবস্থান করে। সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বহুচিত্রে চিত্রিত এবং তাহাতে বিচিত্র কুসুম সকল বিকসিত হইয়া মনোহর গন্ধে আমোদিত করে। তাহার নিতম্বদেশে স্তরে স্তরে পুষ্পসকল বিলসিত রহিয়াছে এবং সত্ত্বপ্রাণী তথায় অবস্থান করে। তাহাতে পানীয় সকল বিমল ও সুস্বাদু এবং বহু প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে। সেই পর্ব্বত-প্রদেশ নির্ঝর দ্বারা ও চারিদিকে কুসুমদামে আবৃত। পুষ্প নক্ষত্র এবং স্রবৎসলিলা নদীদ্বারা সেই পর্ব্বত অলঙ্কৃত হইয়াছে। সেই পর্ব্বতে অতি দিব্যা অতি

বিস্তীর্ণ মূল, অনেক শাখা প্রশাখাদিযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা মনোহর শোভাসম্পন্ন মণ্ডলাকারে দশ যোজন বিস্তৃত ঘনচ্ছায়াযুক্ত ভূতবন নামে এক রমণীয় বন আছে। তাহা নিখিল ভূতগণের আবাসস্থান। তাহাতে মহামণি-বিভূষিত ভগবান্ শঙ্করের অতি উজ্জ্বল এক আয়তন আছে। তাহা হেমময় প্রাকারে বেষ্টিত এবং মণিময় তোরণে সুশোভিত। তাহার পুরদ্বার সকল বিচিত্র স্ফটিক দ্বারা সুন্দররূপে গঠিত। তাহাতে বিমল আস্তরণযুক্ত মণিময় সিংহাসন সুশোভিত আছে। ক্ষিতিতল চারিদিকে শিবাধিষ্ঠিত। অম্লানমালাখচিত-নানাবর্ণের গৃহ সকল তাহাতে শোভা পাইতেছে। কত কত স্ফটিকময় স্তম্ভযুক্ত সুবিচিত্র মণ্ডপ-সমূহ সেই বনভূমির মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে। সেই ভূতবনমধ্যস্থিত হরভবনে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রপূজিত সর্ব্ব-ভূতেন্দ্রগণ; বরাহ, গজ, সিংহ, শার্দ্দূল, হস্তী, গৃধ্র, উলূক, মৃগ, উষ্ট্র, অজ প্রভৃতি জন্তুগণ তথায় ইতস্তত বিচরণ করত সুখক্রীড়ায় নিয়ত আসক্ত। সেই ভূতগণের মুখ বরাহ, গজ, সিংহ, শার্দ্দূল, ভল্লুক, করভ, গৃধ্র, মৃগ, উষ্ট্র, এবং ছাগলের ন্যায়। শঙ্করভবনে গিরিকূটসদৃশ প্রমথগণ নিয়ত বিরাজ করিয়া থাকে। প্রমথগণের কেহ ভয়ঙ্কর, কেহ হরিত, কেহ রোমশ, কেহ বা মহাবাহু ও নানা আকৃতিযুক্ত ও নানা-বর্ণ। বহুসংস্থানে অবস্থিত প্রদীপ্ত-বদন, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় প্রতিভাশালী, অণিমাদি গুণযুক্ত নন্দীশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তাহাতে নিত্য অবস্থান করেন। সেই ভবনে দেবগণ, ঝাজ, শংখ, ঘণ্টা, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদনপূর্ব্বক নিত্য ভূত-পতির পূজা করিয়া থাকেন; এবং সেই পূজাসময়ে কত ললিত সঙ্গীত ও বহু আমোদ হইয়া থাকে। এইরূপে সিদ্ধর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, প্রমথ, ব্রহ্মা ও উপেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ শঙ্করকে যথানিয়মে পূজা করিলেন। যে পর্ব্বতে শঙ্খ, বর্চ্চস মনোহর শিখর বিভক্ত হইয়াছে, সেই কৈলাস যক্ষরাজ কুবের ও অন্যান্য কোটি কোটি যক্ষের আবাস স্থান। তাহাতেও দেবদেব মহাদেবের এক মহৎ আয়তন আছে। সেই আয়তনে শঙ্কর স্বীয় গণের সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তাহাতে বিপুল সলিলপূর্ণ মন্দাকিনী সর্ব্বদা প্রবাহিতা। তাহার সোপানশ্রেণী সুবর্ণ ও মণিময়। সেই মন্দাকিনী গন্ধ ও স্পর্শগুণযুক্ত নীল বৈদূর্য্য-পত্রবিশিষ্ট সুবর্ণময় বিকশিতপদ্মে এবং গন্ধযুক্ত মহোৎপল কুমুদ-খণ্ড ও মহাপদ্মে অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন। যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব বনিতাগণ এবং অপ্সরোগণের স্নানাবগাহনে তাহার সলিল-রাশি সদাকাল পবিত্র হইয়া থাকে এবং দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর গণের স্পর্শেও সেই মন্দাকিনী সর্ব্বদা পবিত্রময়। তাহার উত্তর পার্শ্বে বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত শঙ্করের মঙ্গলময় আয়তন। তাহাতে অব্যয় শঙ্কর সদাকাল অবস্থান করেন। হে দ্বিজগণ! কনকনন্দার পূর্ব্ব দক্ষিণ তীরে মৃগ-পক্ষি-সমাকুল একবন আছে। তাহাতে দ্বিজকুল নিয়ত বাস করেন। সেই বনমধ্যস্থিত পর্ব্বত সদৃশ গৃহাভ্যন্তরে ভূতনাথ অম্বিকা ও গণের সহিত ক্রীড়া করেন। নন্দার পশ্চিমতীরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণভাগে বহুবিধ প্রাসাদযুক্ত রুদ্রপুরী নামে এক পুরী আছে, শঙ্কর আপনাকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া উমার সহিত ও স্বীয় গণের সহিত তাহাতে ক্রীড়া করেন। এজন্য সেই স্থান শিবালয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! প্রতিদ্বীপে পর্ব্বতে বনে নদী নদ তড়াগ প্রভৃতির তীরে ও অর্ণবসমূহের সন্ধিস্থানে ঐরূপ শঙ্করের শত সহস্র আয়তন আছে॥ ১—৩১॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! বহু জলপূর্ণা সরোবর-সম্ভূতা অসংখ্য নদীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উত্তর দিক হইতে প্রাদুর্ভূত নদীসকল পূর্ব্ববাহিনী, দক্ষিণবাহিনী বা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষেই এইরূপ নিয়ম। আকাশ সমুদ্রের নাম সোম বলিয়া কথিত আছে। সেই সমুদ্র সর্ব্বভূতের আধার ও দেবগণের অমৃতাকর। সেই সোম নামক সমুদ্র হইতে পুণ্য-সলিলা আকাশগামিনী নদী উদ্ভূতা হইয়াছেন। তিনি সপ্তম অনিল পথে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার জলরাশি অমৃতস্বরূপ। সেই নদী জ্যোতিঃসমূহের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃসমূহও তাঁহাকে সেবা করেন। সেই নদী আকাশ ও কোটি কোটি তারকারাজি দ্বারা অলঙ্কৃত চন্দ্রের ন্যায়। অহরহ তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেই নদী চতুরশীতি সহস্র যোজন বিস্তৃত। তাঁহার মধ্যস্থলে শ্রীকণ্ঠের ক্রীড়াস্থান মহামেরু বিদ্যমান আছে। তাহাতে সমাসীন হইয়া, শঙ্কর সকল গণ ও উমার সহিত চিরকাল ক্রীড়া করেন। এজন্য তাহার সলিল অতি পবিত্র। সেই পুণ্যসলিলা নদী, মেরু গিরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবাহিতা। নদী এরূপে [illegible]হিনী যে, অনিলের প্রতিকূল বেগে তাহার সলিল বি[illegible]পে প্রবাহিত হইয়া, মেরুর অন্তর-কূটচতুষ্টয়ে পতিত হইয়াছে এবং দেবদেব শঙ্করের নিয়োগানুসারে, সেই নদী, চারিদিকে বিভিন্নরূপে সমস্ত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, এই নদী হইতে শত সহস্র নদী বহির্গত হইয়া সকল দ্বীপ, সমস্ত পর্ব্বত ও সকল বর্ষে প্রবাহিত হই-তেছে। যে গঙ্গা আকাশ হইতে বিনির্গতা হইয়া, পৃথিবীতলে প্রবহিতা হইতেছেন, সেই গঙ্গা এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র নদীও তাহা হইতে বহির্গতা। কেতুমাল পর্ব্বতে মনুষ্য সকল কৃষ্ণবর্ণ ও সকলে পনসভোজী এবং স্ত্রীগণ উৎপল বর্ণা। সকলেরই আয়ুঃসংখ্যা অযুত বর্ষ। ভদ্রাশ্বে পুরুষগণ শুক্লবর্ণ ও স্ত্রীগণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় অতি নির্ম্মলবর্ণা। সকলেই কালাম্রভোজী নিঃশঙ্ক ও রতিপ্রিয়। তাহাদের আয়ুঃসংখ্যা দশ সহস্র বৎসর এবং তাহারা শিবভক্ত এবং দেখিতে হিরণ্ময় পুত্তলিকার ন্যায়, তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পিত। রমণক পর্ব্বতে জীবগণ সকলেই ন্যগ্রোধ ফলভোজী। তাহাদের আয়ুঃসংখ্যা দশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর। তাহারা সকলেই শুক্লবর্ণ ও শিবধ্যানপরায়ণ। হিরণ্ময়বর্ষীয় মানব সকল হিরণ্ময়বনে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকে। তাহারা মহাভাগ্যশালী,

তাহাদিগের পরমায়ু একাদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বর্ষ। তাহারা সকলেই অশ্বত্থভোক্তা হিরণ্ময় পুত্তলিকার ন্যায়। ঈশ্বরে সর্ব্বদা তাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে॥ ১—১৮ কুরুবর্ষে কুরুগণ, স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই মৈথুনজাত। ক্ষীর সদৃশ তাহাদের অবয়ব ও ক্ষীর ভোজন তাহাদের জীবনোপায়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত; অতএব তাহারা চক্রবাক সধর্ম্মা। তাহারা রোগশূন্য, শোকবিহীন ও নিত্য সুখ-নিরত। তাহাদের পরমায়ু ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর। তাহারা অন্য স্ত্রীপরায়ণ নহে, কেবল স্বীয় স্ত্রীতে নিয়ত আসক্ত। মহাবল পরাক্রান্ত স্বর্গবাসী সেই কুরুগণের সহমরণ হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদা হৃষ্ট, সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও অমৃত ভোজনে রত। তাহাদের যৌবন চিরস্থায়ী। তাহারা শ্যামাঙ্গ ও সর্ব্ব ভূষণে বিভূষিত এবং চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় জম্বুদ্বীপে কুরুবংশই অতি শোভাশালী। তাহাতে চন্দ্রমৌলি শঙ্কর চন্দ্রপ্রভ নামে এক আয়তন আছে॥ ১৯—২৪॥ ভারতবর্ষে মানবগণ পুণ্যবান্ এবং সকলের কর্ম্মজনিত আয়ু; তাহার সংখ্যা শত বৎসর বলিয়া কথিত আছে। তাহারা নানারূপ বর্ণ ও ক্ষুদ্রদেহী; তাহারা নানারূপ দেবার্চ্চনে রত ও নানারূপ ফলভোগী। তাহারা বহুজ্ঞানার্থসম্পন্ন দুর্ব্বল ও অল্পভোগনিরত। জম্বুদ্বীপের মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রদ্বীপে, কেহ কেহ কাসরুক দ্বীপে, কেহ কেহ তাম্রদ্বীপে, কেহ কেহ গভস্তিমদ্দেশে, কেহ কেহ নাগদ্বীপে, কেহ কেহ সৌম্যদ্বীপে, কেহ গান্ধর্ব্বদ্বীপে ও কেহ বারুণদ্বীপে গমন করিয়াছে। এই ভারতবর্ষে কেহ কেহ ম্লেচ্ছ, কেহ কেহ পুলিন্দ, কেহ কেহ বা নানা জাতিসম্ভূত। পূর্ব্বদিকে কিরাত, তাহার সমীপে পশ্চিম দিকে যবন এবং মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চারি বর্ণ, যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্যে রত। তাহাদের পরস্পরের সংব্যবহার বর্ণ ও আশ্রমের নিজ নিজ ধর্ম্মার্থ কামবিষয়ক সংকল্প ও অভিমান এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত। এই ভারতবর্ষেই স্বর্গ ও অপবর্গের নিমিত্ত মানুষীগণের প্রবৃত্তি, তাহাদের প্রতিই যুগকর্ম্ম ব্যবস্থিত, অন্যত্র সেরূপ নহে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! কিম্পুরুষ বর্ষে মানবদিগের আয়ুর সংখ্যা দশ সহস্র বৎসর। তাহাদের মধ্যে পুরুষের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, স্ত্রীগণ অপ্সরা সদৃশী মনোহারিণী। রোগ শোক ইত্যাদি তাহাদিগকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা শুদ্ধ সত্ত্বসম্পন্ন ও স্বীয় দারার সহিত প্লক্ষ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে॥ ২৫—৩৪॥ হরি বর্ষে মানবগণ মহারজতের ন্যায় শুভ্র। দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া সকলেই দেবতার আকার বিশিষ্ট। তাহারা সর্ব্বেশ্বর শঙ্করকে যজন করে এবং মধুর ইক্ষুরস পান করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কখনও জরায় অভিভূত হইতে হয় না। সেই হরি বর্ষে মানবগণ দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে। পূর্ব্বকথিত মধ্যম ইলাবৃত বর্ষে দিবাকর মানবগণকে সন্তপ্ত করেন না এবং জরাও তাহাদিগকে অভিভূত করে না। তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ কখনও প্রকাশিত হয় না। ইলাবৃত বর্ষে মানবগণের পদ্মের ন্যায় কান্তি, পদ্মের ন্যায় মুখ, পদ্মপত্র সদৃশ চক্ষু, শরীর পদ্মপত্রের ন্যায় সুগন্ধি। তাহারা জম্বুফলের রস ভক্ষণ করে। তাহারা স্থিরপ্রকৃতি ও সর্ব্বদা সদাচারযুক্ত। তাহাতে দেবলোকগত অজরামরগণও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ইলাবৃত বর্ষে নরশ্রেষ্ঠগণ ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং তাহারা জম্বু ফলের রস পান করে। তাহাদিগকে জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও ক্লান্তি কিছুতেই বাধা দিতে সক্ষম হয় না। এই বর্ষে জাম্বুন নামক সুবর্ণ দেবতাদিগের ভূষণ। সেই জাম্বুনদ অতি প্রদীপ্ত ও ইন্দ্রগোপের ন্যায় তাহার প্রতিভা॥ ৩৫—৪৩॥ এইরূপে আমি নববর্ষানুবর্ত্তী বর্ণ, আয়ু ও ভোজনাদির বিষয় বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। হেমকূট পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ অবস্থান করে। নিষধ পর্ব্বতে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ বাস করে। বৈদূর্য্যময় নীল পর্ব্বতে মহাবল পরাক্রান্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক যাজ্ঞিক সুরগণ, সিদ্ধগণ ও সুবিমলহৃদয় ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন; এবং শ্বেত পর্ব্বতে দৈত্য ও দানবগণ বাস করে। এইরূপ শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত পিতৃগণের আবাস স্থান, হিমালয় পর্ব্বত যক্ষগণের ও ভূতেশ্বরের আবাস স্থান। মহাদেব—হরি, ব্রহ্মা, উমা, নন্দী ও গণের সহিত সকল পর্ব্বত, বর্ষ ও বনে অবস্থান করেন। নীল, শ্বেত ও ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে ভগবান্ নীললোহিত সিদ্ধগণ, দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত বিশেষরূপে নিত্য অবস্থান করেন। নীল পর্ব্বত বৈদূর্য্যময়, শ্বেত পর্ব্বত শুক্লবর্ণ, হিরণ্ময় পর্ব্বত ময়ূরপিচ্ছের সবর্ণ, ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সুবর্ণময়। এই পর্ব্বতরাজসকল জম্বুদ্বীপে অবস্থিত॥ ৪৪—৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, প্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপে প্রতিদিকে ঋজু ও আয়ত বর্ষ পর্ব্বত সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। প্লক্ষদ্বীপে সপ্তটী মহাচল আছে, তাহার বিষয় বর্ণনা করিতেছি;—এই প্লক্ষদ্বীপে প্রথম গোমেদক নামক পর্ব্বত, দ্বিতীয় চান্দ্রপর্ব্বত, তৃতীয় নারদপর্ব্বত, চতুর্থ দুন্দুভিগিরি, পঞ্চম সোমকগিরি, ষষ্ঠ সুমনা নামক পর্ব্বত, ইহার নামান্তর বৈভব; সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সাতটী পর্ব্বত প্লক্ষদ্বীপে বর্ত্তমান, ইহা কথিত আছে। এইরূপ শাল্মলি দ্বীপেও সাতটী পর্ব্বত আছে। তাহাদের বিষয় অনুক্রমে বর্ণনা করিতেছি;—পর্ব্বতের নাম,—কুমুদ, উত্তম, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান্। কুশদ্বীপেও সপ্তদ্বীপ ও সপ্তকুল পর্ব্বত আছে, তাহাদের নামমাত্র সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতেছি;—পর্ব্বতগণের নাম, প্রথম বিদ্রুম, দ্বিতীয় হেমপর্ব্বত, তৃতীয় দ্যুতিমান্, চতুর্থ পুষ্পিত, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরিগিরি, সপ্তম মহাদেবের নিকেতন মন্দর পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতভূমিতে প্রবাহিত সলিলরাশির নাম মন্দা। সেই পর্ব্বত মন্দা নামে সলিলরাশি ধারণ করিয়াছে বলিয়া এই পর্ব্বতের নাম 'মন্দর' হইয়াছে, এই পর্ব্বতে বিশ্বনাথ

ভগবান্ বৃষধ্বজ উমা ও নন্দীর সহিত উত্তম হৈমগৃহে বাস করেন। পূর্ব্বে মন্দরপর্ব্বত মহেশ্বরকে তপস্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিল। এজন্য মহাক্ষেত্র পরিত্যাগ না করিয়াও পরমপদ লাভ করিয়াছে। মন্দরগিরি মহাদেবকে উমার সহিত তথায় বাস করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। সেই জন্য শঙ্কর, উমা, নন্দী ও প্রমথাদিগণের সহিত সমাগত হইয়া সেই মন্দর পর্ব্বতে বাস করেন; কদাচ ও পরিত্যাগ করেন না। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি সপ্ত পর্ব্বত আছে। তাহাদের নাম, প্রমথ, ক্রৌঞ্চ, বামনক, কারক, অন্ধ কারক, দিবাবৃৎ, বিবিন্দপর্ব্বত,পুণ্ডরীক পর্ব্বত, দুন্দুভি স্বন পর্ব্বত, এই রত্নময় পর্ব্বত সকল ক্রৌঞ্চ দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত॥ ১—১৬॥ এইরূপ শাকদ্বীপেও সাতটী পর্ব্বত আছে। তাহাদের বিষয় তোমরা অবগত হও; উদয় পর্ব্বত, রৈবত, শ্যামক, রজত, সুশোভন, আম্বিকেয়, সর্ব্বোষধিযুক্ত রম্য পর্ব্বত, বায়ুর উৎপত্তি স্থান কেসরী পর্ব্বত; শাকদ্বীপে এই সপ্ত। পুষ্কর দ্বীপে এক পর্ব্বত আছে,—তাহার নাম মহাশিল। বিচিত্র মণিময় কূটে সমুচ্ছ্রিত শিলাজালে সেই পর্ব্বত অতিশয় শোভাসম্পন্ন। মহাশিল পর্ব্বত উর্দ্ধদিকে পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন উচ্চ এবং অধোদিকে চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রযোজন। এই দ্বীপের অর্দ্ধভাগে মানসোত্তর নামক পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্ব্বত বেলাভূমির সমীপে অবস্থিত হইয়া নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার উর্দ্ধে পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। সেই রূপই পার্শ্বে মণ্ডলাকারে বিস্তীর্ণ। তৎপরে মানস নামক পর্ব্বত। সন্নিবেশের বিভিন্নতাবশত এক মহা সানু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই দ্বীপে মানস পর্ব্বতের মণ্ডলসমীপে পবিত্র রজতময় দুইটী জনপদ আছে। মানস পর্ব্বতের বহির্ভাগে মহাবীত বর্ষ। তাহার মধ্যে একটী স্থানের নাম ধাতকীখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুষ্কর দ্বীপ বহু উদকসম্ভূত সমুদ্রসমূহে পরিবৃত এবং চারিদিকে অতি বিস্তীর্ণ ও অতি মনোহর। এই রূপে দ্বীপসমূহ সাত সাতটী পর্ব্বতে পরিবৃত। দ্বীপের অনন্তর যে সমুদ্র, সেইটী সপ্তম সমুদ্র বলিয়া কথিত। উদকসমুদ্র পুষ্কর দ্বীপকে চারিদিক বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। তাহার পরে মহৎ জনপদ বর্ত্তমান আছে। তাহার ভূমি কাঞ্চনময় ও দ্বিগুণ। তাহা এক শিলাসদৃশ অখণ্ড। তাহার পরে এক পর্ব্বত আছে। তাহার পরিধি সীমাস্বরূপ সেই পর্ব্বত এক অংশে প্রকাশিত ও অন্য অংশে অপ্রকাশিত। তাহার নাম লোকালোক বলিয়া খ্যাত। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে পর্য্যন্ত সেই লোকালোক পর্ব্বতের বিস্তৃতির সীমা, সেই অবধি পৃথিবীরও সীমা। এই পর্ব্বতের উচ্চতা দশ সহস্র যোজন, সেই পরিমাণে ইহার বিস্তৃতি। সেই লোকালোক গিরির দক্ষিণ অর্দ্ধভাগ রবি-রশ্মি-জালে প্রকাশিত থাকে এবং পরের অর্দ্ধভাগ নিত্য তমোরাশিতে আবৃত থাকে। এই জন্য পর্ব্বতের নাম লোকালোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণন করিলাম। হে মুনিসত্তমগণ! এক্ষণে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর বৃত্তান্ত এবং ধ্রুবলোক হইতে স্বর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আবহ প্রভৃতি বায়ুর সাতটি নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে প্রথমাস্তরে আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, তাহার উর্দ্ধে এবং বারপহ তাহার উর্দ্ধে পরিবহ। হে বিপ্রগণ! এই বায়ুর অধিকৃত স্থানে ক্রমান্বয়ে বলাহকগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও রাশিগণ, গ্রহসমূহ, সপ্তর্ষি মণ্ডল, এবং ধ্রুব নক্ষত্র প্রভৃতি এক একটী করিয়া প্রত্যেকে অবস্থান করে। মহীর পৃষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুব লোক, উর্দ্ধে পঞ্চদশ নিযুত যোজন ভূমিতল হইতে এক নিযুত যোজন উর্দ্ধে সূর্য্য মণ্ডল, তাহার উপরি-ভাগে ভাস্করের ষোড়শ সহস্র রথ বিদ্যমান আছে। ভূতল হইতে চতুরশীতি সহস্র যোজন উপরিভাগে মেরু, ধ্রুবলোক হইতে কোটি যোজন উপরে মহর্লোক। হে দ্বিজগণ! এইরূপ মহর্লোক হইতে দুইকোটি যোজন উর্দ্ধে জনলোক। জনলোক হইতে চারিকোটি যোজন উর্দ্ধে তপোলোক। প্রাজাপত্য লোক হইতে ছয়লক্ষ যোজন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক। হে দ্বিজগণ! এই ছয়লোক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুণ্যময় বলিয়া কথিত আছে। সপ্ততলের অধোভাগে কোটি নরক বিদ্যমান আছে; এবং ঘোরাদি মায়া পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নরকও তথায় বিদ্যমান আছে। পাপীগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সেই নরকসমূহ ভোগ করিয়া থাকে। রৌরবাদি নরকও তথায় বিদ্যমান আছে। তাহাদের প্রত্যেকের কথা বলা আছে। তাহার মধ্যে পাঁচটী নরকের কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অণ্ডের বিষয় ও তাহার আচরণের বিষয় বর্ণন করা হইযাছে। এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ সর্গ প্রসঙ্গক্রমে বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি। প্রকৃতি সর্ব্বগামী বলিয়া কথিত। ঈদৃশ অণ্ড সহস্রকোটী। উর্দ্ধভাগ, অধোভাগ ও পার্শ্ব, সর্ব্বত্রই অবস্থিত এই সমস্ত অণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এক মহেশ্বর সকল অণ্ডের হেতু। অণ্ডে, অণ্ডের বহির্ভাগে এবং অণ্ডের আবরণসমূহে-ক্রমশঃ পর্ব্বত-তাহাতে অষ্টমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পরমাত্মা স্বরূপ দেহহীন শঙ্করেরও দেহ অনন্ত অষ্টমূর্ত্তি। গৃহী শঙ্করের গৃহিণী প্রকৃতি দেবী; পুত্র মহদাদি; তাঁহার কিঙ্কর দেহাভিমানী পশু সকল। যিনি আদ্য ও অন্তহীন, অনন্ত, পুরুষপ্রধান প্রভৃতি সপ্ত প্রধান মূর্ত্তি, তিনিই অষ্টতনুবিশিষ্ট মহেশ্বর। তাঁহারি আজ্ঞাবলে এই জগতে ধরা, ধরাধর, বারিধর সমুদ্র সকল, জ্যোতির্গণ, শক্র প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গবাসিগণ ও স্থাবর জঙ্গমসমূহ সকলেই স্ব স্ব নিয়োগ প্রতিপালনে তৎপর হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৭—৫৩ ॥ একদা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লক্ষণবিহীন যক্ষরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করত "এ কিরূপ?" এই প্রকার সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া, নিশ্চয়ের নিমিত্ত পাবক প্রভৃতি সকলেই যক্ষ সমীপে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া,তাঁহারা ক্ষীণশক্তি হইলেন। এজন্য বহ্নি এই যক্ষের সমক্ষে তৃণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতেও সক্ষম হইলেন না এবং বায়ুও তৃণ-চালনে সক্ষম হইলেন না। সেইরূপ অন্যান্য দেবগণও স্বীয় স্বীয় প্রভাব-বিহীন হইলেন। তখন সর্ব্বসমৃদ্ধির কারণভূত স্বয়ং বৃত্ররিপু ইন্দ্র সুরেন্দ্রবর্গের সহিত সুরেশ্বর যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "মহাত্মন্! আপনাকে কুতূহলী দেখিছি, আপনি কে?" এইকথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র যক্ষ অদৃশ্য হইলেন। তখনই প্রসন্নবদনা হৈমবতী অম্বিকা

বহুবিধ মনোহর আভরণে বিভূষিতা হইয়া তথায় আবির্ভূতা হইলেন, তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সেই মনোহর শোভাশালিনী হৈমবতী উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জগদম্বে! এ কিরূপ ভাব? যে যক্ষ দেহ পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সেই মহাত্মা কে?" অম্বিকা বলিলেন, "যক্ষ এই স্থানে অদৃশ্য হইয়াছেন" দেবগণ তাহা শ্রবণ করত, সেই লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অজন্মা উমাকে প্রণাম করিয়া বহু সম্মান করিলেন। তখন সুরাসুরদিগের প্রবৃত্তিস্বরূপা উমা দেবগণকৃত বহুসম্মানে সম্মানিতা হইয়া বলিলেন. হে দেবগণ! আমি পূর্ব্বে পুরুষের প্রকৃতি হইয়া যক্ষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলাম, হে দ্বিজগণ! এই জন্যই তাঁহার নিয়োগবশতঃ সকল অণ্ড সেই অজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অজও অণ্ড হইতে উৎপন্ন এবং এই অখিল জগৎও অণ্ড হইতে উৎপন্ন। জ্যোতির্গণবিশিষ্ট লোক সকলও অজাত্মক ॥ ৫৫—৬২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! গ্রহচারের প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের ক্ষেত্রসকল অবলোকন করিয়া অণ্ডমধ্যে জ্যোতির্গণ প্রচার সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর;— মেরুর পূর্ব্বে মানস পর্ব্বতের উপরিভাগে মাহেন্দ্রী নামে একপুরী আছে এবং দক্ষিণে ভানুপুত্র বরুণের বারুণী নামে পুরী আছে। সৌম্যে সোমের বিপুলা নামে পুরী বিদ্যমান আছে। তাহাতে দিগ্দেবতা সকল অবস্থান করেন। অমরাবতী,সংযমনী, সুখা ও বিভা নামে চারিটী পুরী আছে। লোকপালের উপরিভাগে সকল স্থানে দক্ষিণায়নে দক্ষিণাদিগত সূর্য্যের যে গতি, তাহা বর্ণন করিতেছি অবগত হও। দক্ষিণায়নের উপক্রমে সূর্য্যদেব প্রক্ষিপ্ত ইষুর ন্যায় ধাবিত হইয়া জ্যোতিশ্চক্র সমস্ত গ্রহণ করত গমন করেন। যে সময়ে সূর্য্যদেব শক্রের পুরাভ্যন্তর গত হন, তখন সকলেই সৌর উদয় লক্ষ্য করিয়া থাকে। সেই সূর্য্যই সুখাতে নিশান্তরগত হইয়া দৃষ্ট হন,এবং বিভাতে তাঁহার অস্ত হয়। এই রবি তস্কর-সূর্য্য অমরাবতীতে দৃষ্ট হয় এবং সংযমনী, সুখা ও বিভাকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ ভাবে অবস্থান করেন, তাহা আমি বলিলাম। এইরূপ সূর্য্যদেব যে সময়ে পুষ্কর মধ্যে গমন করিয়া থাকেন; তখন অপরাহ্ণে অগ্নিকোণে, পূর্ব্বাহ্ণে নৈঋত কোণে, শেষ রাত্রিতে বায়ুকোণে এবং পূর্ব্ব রাত্রে ঈশান কোণে অবস্থান করেন। সকল দিকে এইরূপ তাঁহার গতি। সূর্য্যদেব মুহূর্ত্তমাত্র কাল মেদিনীতে ত্রিংশ ভাগ গমন করেন। মুহূর্ত্ত সময়ের প্রতি যোজনের এই সংখ্যা অবগত হও। সেই পূর্ণ সংখ্যা একত্রিংশৎ লক্ষ যোজন এবং কাহারও মতে সহস্রাধিক পঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন। এইটী ভাস্করের মৌহূর্ত্তিক গতি। এই গতিযোগে সূর্য্যদেব দক্ষিণ কাষ্ঠাভিমুখে গমন করেন এবং দিনের শেষ ভাগে সৌম্যদিকে অবস্থান করেন এবং দক্ষিণায়নে পুষ্কর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মানসপর্ব্বতের উত্তর স্থিত পর্ব্বতে সূর্য্যদেব অশীতি অধিক পূর্ণ শতমণ্ডল অতি তেজে পরিভ্রমণ করেন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে বাহ্য ও অভ্যন্তরের বিষয় বলিলাম। সূর্য্যদেব প্রত্যহ সেই মণ্ডলসমূহে বিচরণ করেন। কুলালচক্রের প্রান্তভাগ যেরূপ শীঘ্র বিঘূর্ণিত হয়, সেই দক্ষিণায়নের উপক্রমে সূর্য্যদেবও অতি বিস্তীর্ণ ভূমি অল্পকাল মধ্যে গমন করিয়া থাকেন। দক্ষিণায়নে সূর্য্য দ্বাদশ মুহূর্ত্তে পৃথিবী চক্র ভ্রমণ করেন, এবং একদিনে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্রে সঞ্চরণ করেন ও অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে রাত্রিতে সমস্ত নক্ষত্রে বিচরণ করেন। কুলালচক্রের মধ্যভাগ যেরূপ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ উত্তরায়ণে সূর্য্যদেবও মন্দগতিতে সঞ্চরণ করেন; সেই জন্য বহুকালে অল্প ভূমি অতিক্রম করিয়া থাকেন। ভানুর রথে আদিত্যগণ ও মুনিগণ অবস্থান করেন। সহস্রাংশু তাঁহার অগ্রভাগ, পৃষ্ঠভাগ ও অধোভাগ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গ্রামণী, সর্প ও রাক্ষস প্রভৃতি দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। তিনি ঊর্দ্ধদিকে কর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোহর ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সভাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে মুনিগণ-পরিত্যক্ত সলিল দ্বারা সমাগত নিশাচরদিগকে পুনঃ পুনঃ বিনাশ করত ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচরণ করেন এবং তিনি অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে উত্তরায়ণে পশ্চিমদিকে গমন করেন। তাহাতে একদিন হয়। ভাস্কর রাত্রিকালে মন্দ গতিতে সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্রে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে পরিভ্রমণ করেন, এবং দিবাতে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে নক্ষত্র সকলে পরিভ্রমণ করেন। চক্রের নাভিদেশে যেরূপ মৃদু ঘূর্ণিত হয়, এবং চক্র মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড যেরূপ মন্দ মন্দ বিঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ ধ্রুব পরিভ্রমণ করে। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, উভয় কাষ্ঠার মধ্যে সূর্য্যদেবমণ্ডল সমূহকে ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে যে একবার পরিভ্রমণ করেন, তাহাই অহোরাত্র। কুলাল চক্রের নাভিদেশ যেরূপ মৃদুগতিতে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ সকল গ্রহের অগ্রবর্ত্তী ধ্রুব ও গ্রহগণের সহিত পরিভ্রমণ করে। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও জ্যোতির্গণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। সূর্য্যদেব সমীরণ ও ধ্রুবসহ মিলিত হইয়া কিরণের দ্বারা তোয়রাশিকে গ্রহণ করত অবস্থান করেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহবশত ঔত্তাপাদ নক্ষত্র ধ্রুবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সলিলরাশি পান করেন। ক্রমে তাহা চন্দ্রে সংক্রান্ত হয়, এবং চন্দ্র হইতে ক্রমে সেই সলিল মেঘে সংক্রান্ত হয়। সেই মেঘনিচয় বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া পৃথিবীতলে বর্ষণ করে। সূর্য্যদেব জগৎ প্রদীপ্ত করেন, এজন্য তাঁহার নাম ভাস্কর। তোয়রাশির কোনরূপে নাশ হয় না। প্রাণীদিগের হিতের নিমিত্ত, শঙ্কর সূর্য্যের এইরূপ গতি বিধান করিয়াছেন। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ জল অন্ন ও অমৃত প্রভৃতিও জগতের হিতের নিমিত্ত শঙ্কর বিধান করিয়াছেন। জল, জগতের প্রাণ স্বরূপ এবং ভূত সমূহও ভুবনের স্বরূপ; অধিক কি সমস্ত জগতের স্বরূপ, সলিলের আধিপত্যে ভগবান্ শিব স্বয়ং ব্যবস্থিত আছেন; এবং কথিতও আছে যে, অপের অধিপতি স্বয়ং শম্ভু। এই সমস্ত জগৎ শিবাত্মক, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ভগবান্ শ্রীহরির নারায়ণত্ব অপের দ্বারাই কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণু জগতের আলয় স্বরূপ, কিন্তু অপ্ সেই জগদালয় বিষ্ণুর

আলয় ॥ ১—৩৭ ॥ চরাচর সমস্ত ভস্মীভূত হইলে পৃথিবীর ধূমরূপে যেগুলি বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করে, সেইগুলি অগ্নি এবং বায়ুর সাহায্যক্রমে অভ্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ধূম, অগ্নি ও বায়ুর সংযোগই অভ্র বলিয়াছেন। বারিসমূহ বর্ষণ করে বলিয়া অভ্রনাম হইয়াছে। সেই অভ্রের অধিপতি ইন্দ্র। দ্বিজগণের যজ্ঞ ধূমোদ্ভূত অভ্র অতি হিতকারী, দাবাগ্নির ধূম সম্ভূত অভ্র বনসমূহের হিতকর, এবং মৃত ধূমোৎপন্ন অভ্র অতি অশুভোৎপাদক। ঐরূপ অভিচারাগ্নি সমুদ্ভূত ধূমরাশি হইতে উৎপন্ন অভ্রসমূহও ভূতবর্গের বিনাশের নিমিত্ত হয়। হে দ্বিজগণ! এইরূপ ধূমবিশেষে জগতের হিত ও অহিত হইয়া থাকে। এজন্য মানবকুল অভিচারাগ্নি-সমুদ্ভূত ধূমরাশি যত্নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিবে। যদি কোন দ্বিজ অভিচারসম্বন্ধীয় ধূম আচ্ছাদন না করিয়া উদ্দেশ্য সকলের জন্য ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া লোকের বিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! মেঘসমূহ সলিল রাশির আধার। জগতের হিতের নিমিত্ত পবনের আজ্ঞানুসারে ছয়মাস পর্য্যন্ত সলিলসমূহ বর্ষণ করে। এই জগতে সেই মেঘসমূহের গর্জ্জন বায়ব্য, বৈদ্যুত ও পাবকোদ্ভব, এই তিন রূপ হয় এবং ইহার হিমোৎপত্তিও হইয়া থাকে। যাহা হইতে সলিলরাশিভ্রষ্ট না হয়, সেই অভ্র; সেই সলিলসমূহের মেহন অর্থাৎ সিঞ্চন হয় যাহা হইতে, তাহাই মেঘ, তাহা তিন প্রকার, কাষ্ঠাবাহ্য, বৈরিঞ্চ্য এবং পক্ষসম্ভূত। অগ্নিসমূহের কাষ্ঠসহসংযোগ হইলে অগ্নি হইতে যে ধূমরাশি উদ্গত হয়; সেই ধূমসম্ভূত মেঘ কাষ্ঠাবাহ্য; বিরিঞ্চির উচ্ছ্বাস বায়ুতে যাহার উৎপত্তি হয় সেই বৈরিঞ্চ্য এবং ইন্দ্র পর্ব্বতসমূহের যে পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পক্ষসম্ভূত। বাহ্যেয় মেঘ সকলের নাম জীমূত, তাহারা আবহ বায়ুর স্থানে অবস্থান করে। বিরিঞ্চোচ্ছাসজাত মেঘ সকল প্রবহ বায়ুর অধিকৃত স্থানে অবস্থান করে এবং পক্ষজাত পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ, নিঃশব্দে জল বর্ষণ করে; কিন্তু সেই মেঘসমূহ যখন গভীর গর্জ্জনে দিক্‌দিগন্তর কম্পিত করে, তখন সেই সেই কার্য্যে অল্প জল বর্ষণ করে এবং বহু সময় শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয় ॥ ৩৮—৫০ ॥ জীবক নামক মেঘ অতি ক্ষীণ এবং বিদ্যুতের ধ্বনিশূন্য। ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইতস্তত কেবল গর্জ্জনমাত্রেই তাহার চরিতার্থতা। জীমূত সকল পর্ব্বতের উপরিভাগে ধরা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরেই অবস্থান করে। মেঘসমূহ ধরাপৃষ্ঠ হইতে যোজনমাত্র উর্দ্ধে হইলে পৃথিবীতলে বহু তোয়রাশি প্রদান করে। সেই মেঘ বিদ্যুদ্গুণযুক্ত। এই সমস্ত মেঘের সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম। পক্ষজ ও কল্পজ মেঘ পর্ব্বতে বর্ষণ করে। তাহারা জগতের নাশের নিমিত্ত রাত্রিকালে বর্ষণ করিয়া থাকে। পক্ষজ ও পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ যে সময়ে জল বর্ষণ করে, তখন সমস্ত জগৎ জলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তাঁহাতে স্বয়ং বিষ্ণু শয়ন করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আগ্নেয়, শ্বাসজ, পক্ষজ, জলদসমূহের ধূমের নাম আপ্যায়ন, এবং বৃষ্টিসকল পৌণ্ড। তাহার বিদ্যুৎসমূহ শীত শস্য প্রদান করে। মেঘ সমূহের পুণ্ডদেশে প্রতিভ শীকরসমূহ অতি শীতল। গঙ্গাজলসম্ভূতা শীকরের নাম গঙ্গা। পর্ব্বতসমূহ, নদীসমূহ, দিগ্‌গজ ও মেঘসমূহের পৃথক্ যে জলরাশি পরাবহ বায়ুদ্বারা সমাকুলিত করে, সেই জল নগসমূহে গমন করিয়া থাকে। পরাবহ বায়ুকে অম্বিকা গুরুকে আনয়ন করে। অপর বৃষ্টির শেষভাগ মনকাপতি হিমালয়কে অতিক্রম করিয়া শস্য সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত গমন করে। বৃষ্টিসমূহের কথা দ্বিধারূপে বর্ণন করিলাম; শস্যদ্বয়ের কথা বুদ্ধিক্রমে সংক্ষেপে বলিতেছি;—বৃষ্টিসমূহের সৃজনকর্ত্তা মহতেজাঃ ভানু। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা এবং তিনিই সাক্ষাৎ শিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। তিনি তেজঃস্বরূপ; বলস্বরূপ; যশঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, মৃত্যু, আত্মা, মন্যু, বিদিক্, দিক্, সত্য, ঋত, বায়ু, অম্বর, খচর, লোকপাল, হরি, ব্রহ্মা, রুদ্র, সাক্ষাৎ মহেশ্বর প্রভৃতির স্বরূপ। তাঁহার সহস্র কিরণ, এবং অষ্ট হস্ত। তিনি অর্দ্ধ নারীবপু সাক্ষাৎ ত্রিলোচন স্বরূপ। হে দ্বিজগণ! ইহাঁরই প্রসাদে বৃষ্টিসমূহ বিভিন্নরূপে পরিণত হয়। রবি সহস্র সহস্র গুণরাশি পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কিরণ দ্বারা জলরাশি গ্রহণ করেন। ইহাঁর বিচারক্রমে জপের বৃদ্ধি কি নাশ নাই। বায়ু ধ্রুব-সহ মিলিত হইয়া বৃষ্টিকে বিনাশ করে এবং সূর্য্য গ্রহ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলে এবং ধ্রুবসহ মিলিত হইয়া চারসমীপে প্রবেশ করে ॥ ৫১—৬৮ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণ ও অন্যান্যের রথের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি এবং যেরূপে সূর্য্য গমন করে, তাহাও বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর;—সূর্য্যের রথ ব্রহ্মা কার্য্যবশত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রথ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবয়বাদি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহা তিনটী নাভি ও পঞ্চ-অরযুক্ত-চক্রবিশিষ্ট এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত। ইহাতে সমস্ত দেবগণ ও ভাস্কর স্বয়ং বাস করেন। সেই রথের বিস্তার নবসহস্র যোজন। রথের উপস্থ হইতে ঈষাদণ্ড রথের বিস্তার হইতে দ্বিগুণ দীর্ঘ হইলেও তাহা পরিমিতরূপে সংঘটিত। সেই দণ্ড পরস্পর অসংশ্লিষ্ট অশ্বযুক্ত, সেই অশ্বসমূহ সপ্তচ্ছন্দে সুশিক্ষিত এবং চক্রের পক্ষদেশে নিবদ্ধ। রথের ধ্রুবে অক্ষ অর্পিত আছে। তাহাতে অশ্বের সহিত চক্র এবং অক্ষের সহিত ধ্রুব নিয়ত বিঘূর্ণিত হয়। অক্ষ ধ্রুব ভিন্ন এক চক্রের সহিত যুক্ত হইয়া ভ্রমিত হয়। ধ্রুব বাতরশ্মিবিশিষ্ট হইয়া জ্যোতিসমূহ প্রেরণ করে। রথের অশ্ববল্গাদ্বয় যুগ ও অক্ষের অগ্রভাগে নিবদ্ধ আছে। সেই যুগাক্ষনিবদ্ধ রশ্মি ধ্রুবের সহিত বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। ভ্রমণশীল খেচর ও রথের মণ্ডলসমূহ বিদ্যমান আছে, যুগ এবং অক্ষের অগ্রভাগদ্বয় রথের দক্ষিণ ভাগে বিদ্যমান। ধ্রুবের সহিত রজ্জু দ্বারা প্রগৃহিত চক্রবিরহিত অশ্বদ্বয় সেই ভ্রমণপরায়ণ ধ্রুবের অনুগমন করে। সেই উভয় রশ্মি ও

তাহার অনুগমন করে। সেই বাতোর্ম্মি স্যন্দনেরও যুগাক্ষ কোটি বিদ্যমান আছে। রথের কীলে নিবদ্ধ-রজ্জু হইয়া রথ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উত্তরায়ণে মণ্ডল-সমূহে ভ্রমণশীল রথের রশ্মিদ্বয় বর্দ্ধিত হয়। দক্ষিণায়নে ধ্রুব-সহ মিলিত হইয়া মণ্ডলসমূহকে আকর্ষণ করে। অনন্তর রথের অভ্যন্তরস্থ সূর্য্যমণ্ডল সমূহ ভ্রমণ করেন এবং সেই সূর্য্য ধ্রুববিমুক্ত রশ্মিদ্বয় দ্বারা কাষ্ঠাদ্বয়ের অভ্যন্তরগত অশীতিশত সংখ্যক মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। সেইরূপ বহি-র্ভাগস্থিত সূর্য্যমণ্ডলসকল পরিভ্রমণ করেন এবং বেগের সহিত উর্দ্ধদিকে বেষ্টন করিয়া মণ্ডলসমূহে গমন করিয়া থাকেন॥ ১—১৫॥ হে বিপ্রগণ! দেবকুল সেই দেবশ্রেষ্ঠ ভাস্করকে নিয়ত পূজাদি করিয়া থাকেন। দেবগণ, আদিত্য-গণ, মুনিসমূহ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ, গ্রামণী সর্প ও রাক্ষস সমূহের সহিত সূর্য্য রথস্থ হইয়া থাকেন। ইহাঁরা দুই দুই মাস করিয়া সূর্য্যে অবস্থান করে। মুনিগণ, তেজ দ্বারা ভাস্করের সহিত বিশেষ আপ্যায়িত করেন এবং গ্রথিত বাক্যাবলি দ্বারা রবিকে স্তব করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বকুল নৃত্য ও গীত দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করেন। গ্রামণী, যক্ষ ও ভূতসমূহ তাঁহার রশ্মি সংগ্রহ করিয়া থাকে। সর্পগণ, সূর্য্যকে বহন করে এবং রাক্ষসকুল তাঁহার অনুগমন করে। বালখিল্য প্রভৃতি রবিকে উদয় হইতে নিবারণ করিয়া অস্তমিত করেন। ইহাঁরা সকলেই দুই দুই মাস সূর্য্যে অবস্থান করেন॥ ১৬—২১॥ হে মুনিগণ! মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ, নভস্য, ইষ, উর্জ্জ, সহ, সহস্য, তপ ও তপস্য, এই দ্বাদশ মাস মানবদিগের বর্ষ। তাহাতে বাসন্তিক, গ্রৈষ্ম, বার্ষিক, শারদ, হিম, শৈশির এই ছয় ঋতু বর্ত্তমান আছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্য্যন্য, অংশু ভগ, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ধীসম্পন্ন ভৃগু, ভরদ্বাজতনয়, গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি, কৌশিক, বাসুকি, কঙ্কনী, কব এবং তক্ষক নাগ, এলাপত্র নাগ, শঙ্খপাল অন্যান্য নাগ ও ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কটক, কম্বল, অশ্বতর, তুম্বুরু, নারদ এবং হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, সুরুচি, পরাবসু, চিত্রসেন, মহাতেজা উর্ণায়ু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপা কৃতস্থলা, শুভাননা, শুভাশ্রেণী, পুঞ্জিক-স্থলী, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, শুচিস্মিতা, অনুম্লোচা, ঘৃতা, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা তিলোত্তমা, রম্ভা, অম্ভোজবদনা, রথকৃৎ গ্রামনী, রথৌজা, রথচিত্র সুবাহু, রথস্বন, বরুণ, সুষেণ সেনজিৎ, তার্ক্ষ, অরিষ্ট-নেমি, ক্বতজিৎ, সত্যজিৎ, রক্ষ, হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয় বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, চাপ, বাত, বিদ্যুৎ, আদর,ব্রহ্মোপেত,রক্ষোপেত যজ্ঞোপেত, এই সমস্ত দেবগণ ক্রমে সূর্য্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, স্থানাভিমানী এই সমস্ত দেবতা দ্বাদশ সপ্তকগণ; ধাতা অবধি বিষ্ণু পর্য্যন্ত দেবতা দ্বাদশগণ বলিয়া কথিত। তাঁহারা পরম দেবতা ভানুকে স্তবে আপ্যায়িত করেন। হে মুনিসত্তমগণ! পুলস্ত্য প্রভৃতি কৌশিক পর্য্যন্ত মুনিগণ দ্বাদশ স্তব দ্বারা যথাক্রমে ভানুকে স্তব করিয়া থাকেন এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ অশ্বতর প্রভৃতিকে ও তুম্বুরু প্রভৃতি সূর্য্য-বর্চ্চা পর্য্যন্ত সকলেই মহাদেবকে যথাক্রমে বহন করে এবং দ্বাদশ গন্ধর্ব্বসমূহ তাঁহাকে মনোহর সঙ্গীত দ্বারা উপাসনা করেন। কৃতস্থলা প্রভৃতি অপ্সরোগণ ভগবান্ ভাস্করকে মনোহর নৃত্যদ্বারা উপাসনা করিয়া থাকে। গ্রামনীরথকৃৎ অবধি সত্যজিৎ পর্য্যন্ত দিব্যপুরুষগণ দ্বাদশান্ত ক্রমে সূর্য্য-দেবের রশ্মি সংগ্রহ করেন। রক্ষোহেতি-আদি যজ্ঞোপেত পর্য্যন্ত আয়ুধযুক্ত এই দ্বাদশ রাক্ষস তাঁহার অনুগমন করে। ধাতা, অর্য্যমা, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রজাপতি উরগ, বাসুকি, কঙ্ক-নীক, তুম্বুরু, নারদ, গান-পরায়ণ গন্ধর্ব্বদ্বয়, কৃতস্থলা ও পুঞ্জিক-স্থলা অপ্সরা, গ্রামণী রথকৃৎ, রথৌজা এবং রক্ষোহেতি, প্রহেতি, রাক্ষসদ্বয় ইহারা মধু ও মাধব ঋতুর গণ এবং ইহারা এই গ্রীষ্ম কালের দুই মাস সূর্য্যে বাস করে। মিত্র, বরুণ, অত্রি ও বসিষ্ঠমুনি, তক্ষকনাগ, মেনকা ও সহজন্যা অপ্সরা, হা হা হুহু গন্ধর্ব্বদ্বয়, রথচিত্র ও সুবহ্য নাম গ্রামণীদ্বয় এবং পৌরুষেয় ও বধনামক, রাক্ষসগণ শুচি ও শুক্র এই দুই মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যে বাস করে। এইরূপ অন্যান্য দেবতাগণও সূর্য্যে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্র বিবস্বান্, অঙ্গিরা ভৃগু এলাপত্র ও শঙ্খপাল সর্পদ্বয় বিশ্বাবসু উগ্রসেন বরুণ রথস্বন, প্রম্লো ও অনুম্লোচা অপ্সরাদ্বয় রাক্ষসসমূহ সর্প ও ব্যাঘ্র, ইহাঁরা নভ নভস্য মাসের গণ এবং এই দুইমাসকাল ইহাঁরা সূর্য্যে বাস করেন। পর্য্যন্য পূষা ভরদ্বাজ গৌতম ধনঞ্জয় ইরাবান্ সুরুচি, পরাবসু, অপ্সরা, শ্রেষ্ঠা, ঘৃতাচী ও বিশ্বাচী, সেনজিৎ, সুষেণ এই সেনানী গ্রামণীদ্বয় আপ ও বাত এই রাক্ষসদ্বয়, ইহাঁরা উর্জ্জ ও ইষ এই হৈমন্তিক দুইমাস দিবাকরে বাস করিয়া থাকেন॥ ২২-৫৮॥ অংশু, ভগ, কশ্যপ, ক্রতু, ভুজঙ্গ, মহাপদ্ম ও কর্কটক প্রভৃতি নাগগণ, চৈত্রসেন ও উর্ণায়ু গন্ধর্ব্বদ্বয়, উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরাদ্বয় তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি প্রভৃতি সেনানী ও গ্রামণীদ্বয় বিদ্যুৎ ও দিবা এই দুইজন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ইহারা সকলেই সহ ও সহস্য এই দুই মাস সূর্য্যে অবস্থান করে। এই শিশির ঋতুর দুই মাস ইহারা সূর্য্যে বাস করে। ত্বষ্টা, বিষ্ণু, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, কাদ্রবেয়, কাম্বল ও অশ্বতর নাগদ্বয়, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা গন্ধর্ব্বদ্বয়, অপ্সরাশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা ও রম্ভা, গ্রামণী, রথজিৎ ও সত্যজিৎ, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত রাক্ষসদ্বয় ইহারা দুই দুই মাস অর্কে বাস করে। ইহাঁরা স্থানাভিমানী দ্বাদশ সপ্তকগণ, ইহাঁরা তেজোদ্বারা সূর্য্যকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। মুনিগণ গ্রথিত বাক্যাবলি দ্বারা ভগবান্ ভাস্করের স্তব করেন এবং গন্ধর্ব্বকুলও সেই প্রভা-শালী সূর্য্যকে নৃত্য গীত দ্বারা উপাসনা করেন। গ্রামণী যক্ষ ও ভূত সকল সূর্য্যদেবের রশ্মিসমূহ সংগ্রহ করেন। সর্পগণ সূর্য্যকে বহন করে; রাক্ষসকুল তাঁহার অনুগমন করে। বালখিল্য প্রভৃতি উদয় হইতে সূর্য্যকে নিবারণ করিয়া অস্তমিত করেন। এই সমস্ত দেবতার যেরূপ তেজ, যেরূপ তপস্যা, যেরূপ যোগ, যেরূপ মন্ত্র, যেরূপ ধর্ম্ম ও বল, সূর্য্য ইহাঁদিগের তেজোযুক্ত হইয়া, তদ্রূপ তাপ প্রদান করেন। ইহাঁরা সকলেই দুই দুই মাস দিবাকরে বাস করেন। ঋষি-গণ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও অপ্সরাগণ, গ্রামণী, সমূহ,

যক্ষ ও রাক্ষসসমূহ, ইহাঁরা তাপ প্রদান করেন, বর্ষণ করেন, দীপ্তি করেন, বাত সঞ্চালিত করেন এবং স্বজন করেন। ইহাঁরা ভূতবর্গের অশুভ কার্য্য সকলও নাশ করিয়া থাকেন এবং দুষ্ট মানবগণের শুভ নাশ করেন; সুপ্রচার ব্যক্তিসমূহের দুষ্কৃতিও বিনাশ করিয়া থাকেন এবং ইহাঁরা কামগ দিব্য বিমানে সূর্য্য সহ অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করত বর্ষণ এবং তাপ প্রদান করেন ও আহ্লাদ জন্মাইয়া থাকেন। তাঁহারা ভূতবর্গকে বিনাশজনক কার্য্য হইতে রক্ষা করেন। অতীত ও অনাগত স্থানাভিমানী এই সমস্ত দেবগণের মন্বন্তরসমূহে স্থান কল্পিত আছে এবং সম্প্রতি যাঁহারা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই সূর্য্যে অবস্থান করেন, চতুর্দ্দশ বর্ষে ও মন্বন্তরসমূহে ইহাঁরা চতুর্দ্দশ ও সপ্তকগণ॥ ৫৯—৭৮॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেরূপ হইয়াছে এবং যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিস্তাররূপে, কিয়ৎপরিমাণে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এই সমস্ত দেবতা দুই দুই মাস ক্রমান্বয়ে সূর্য্যে অবস্থান করেন, ইহাঁরা দ্বাদশ সপ্তকগণ ও স্থানাভিমানী সূর্য্যদেব হরিদ্বর্ণ সপ্ত অশ্ববিশিষ্ট এক চক্র রথে দিবারাত্রি সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন॥ ৭৯—৮২॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! চন্দ্র, পথানুবর্ত্তী নক্ষত্র-মণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার রথের তিনটী চক্র ও উভয় পার্শ্বে অশ্ব। সেই অশ্বত্রয় শুক্লবর্ণ, মনের ন্যায় গতিশীল, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং স্থূলকায়। সেই রথ, শত-অর-যুক্ত। চন্দ্রদেব ও পিতৃগণ সেই সেই রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন। তিনি অম্বুময় শুক্লচিহ্নে গভস্তিমান্। তিনি শুক্ল পক্ষের আদিতে সূর্য্য হইতে ক্রমে পাদরূপে সঞ্চারিত হন, এবং দিবসক্রমে তাঁহার অভ্যন্তর পূর্ণ হয়। ক্ষয় সময়ে দেবগণ ভক্ষিত চন্দ্রকে ভাস্কর আপ্যায়িত করেন এবং তিনি সুষুম্নারাশিদ্বারা পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত চন্দ্রকে পান করেন। তৎপরে সেই রশ্মিদ্বারাই পুনর্ব্বার ভাগ ভাগরূপে পূরণ করেন। এইরূপে চন্দ্রের অঙ্গ সূর্য্যদ্বারা আপ্যায়িত হয়। চন্দ্র, পৌর্ণমাসীতে সম্পূর্ণমণ্ডল ও শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপে চন্দ্র দিন দিন পূর্ণ হন, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া অবধি চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত, দেবগণ চন্দ্রের অম্বুময় সুধামৃত পানে করেন। সূর্য্যতেজোদ্বারা অর্দ্ধমাসে চন্দ্রে অমৃত সঞ্চিত হয়, সেই অমৃতরাশি পান করিবার নিমিত্ত সুরগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণসহ পৌর্ণমাসীতে একরাত্রি চন্দ্রকে উপাসনা করেন। কৃষ্ণপক্ষের আদিতে সূর্য্যাভিমুখ চন্দ্রের অভ্যন্তরে পীয়মান কলা সকল ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দেবতা চন্দ্রকে পান করেন। দিন দিন ক্রমে এইরূপ চন্দ্ররশ্মি পান করিলে অর্দ্ধমাস পান করিয়া অমাবস্যাতে গমন করিয়া থাকেন। তৎপরে কলামাত্র অবশিষ্ট পঞ্চদশ ভাগ থাকিলে পিতৃগণ অমাবস্যা ও নিশাকরকে উপসনা করেন এবং তাঁহারা অপরাহ্ণে জঘন্যরূপে চন্দ্রকে উপাসনা করিয়া দ্বিকলা পরিমিত কাল চন্দ্রের অবশিষ্ট কলাকে পান করেন। অমাবস্যাতে গভস্তিসমূহ হইতে সুধামৃত নিঃসৃত হয়। দেবগণ মাসমাত্র কাল অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া অমৃত পান করত গমন করেন পূর্ণিমাতে পিতৃগণকর্ত্তৃক পীয়মান চন্দ্রের কলা, যে পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় তাহার পঞ্চদশ ভাগ, অমাবস্যাতে অবশিষ্ট থাকে। তাহার পর সেই কলার ক্রমে অভ্যন্তর পূর্ণ হয়, পক্ষের আদিতে প্রতিপদে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয় নিশাকরের পক্ষ-বৃদ্ধির কারণ সূর্য্য॥ ১—১৮॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সোমপুত্রের রথ অষ্ট-অশ্বযুক্ত, সেই রথ বারির এবং তেজোময়, তাহার অশ্বসমূহ পিঙ্গলবর্ণ এবং স্বামায় রথ দৈত্যাচার্য্য শুক্রের দশটী স্থূল অশ্বপরিশোভিত এবং সোমতনয়ের অষ্টাশ্বযুক্ত রথ, তাহা হেমনির্ম্মিত, বৃহস্পতির রথ হেমময় অষ্ট-অশ্বযুক্ত, শনৈশ্চরের রথ আয়সনির্ম্মিত এবং অতি সুন্দর, ভাস্করারি স্বর্ভানুর রথও অষ্ট অশ্বযুক্ত। শতরশ্মি সহ প্রগ্রহ সকল ধ্রুবনিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ রথের ধ্রুবের দ্বারা বিঘূর্ণিত হইয়া রশ্মিসমূহ যেরূপে হয়, যতগুলি তারা আছে ততগুলি রশ্মি, সেই রশ্মিসমূহ ধ্রুবনিবদ্ধ হইয়া বিঘূর্ণিত হয়, এবং ধ্রুবকেও বিঘূর্ণিত করে, শতচক্রে চালিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় গমন করে, যে বায়ু জ্যোতিঃসমূহ বহন করিয়া থাকে, তাহার নাম প্রবহ বায়ু নক্ষত্র সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই গ্রহ ও তারাগণ সহ উন্মুখ ও অভিমুখ হইয়া চক্রাকারে আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই গ্রহগণ সহ নক্ষত্র সূর্য্য প্রভৃতি দেব সমূহ, ধ্রুবসহ মিলিত হইয়া, ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশ্বরের দর্শনাভিলাষে মেধীভূত ধ্রুবসমীপে গমন করেন। সবিতার বিষ্কম্ভ (ব্যাস) নব সহস্র যোজন। তাহার মণ্ডলের বিস্তার ইহা হইতে ত্রিগুণ সূর্য্যের হইতে চন্দ্রের দ্বিগুণ বিষ্কম্ভ। ইহার উভয়ের সমতুল রাহু বিস্তৃত; রাহু মণ্ডলাকৃতি পৃথিবীর ছায়া ধারণ করিয়া অধোদেশ হইতে রাহুর বৃহৎ তমোময় তৃতীয় স্থান কল্পিত আছে। বিষ্কম্ভ মণ্ডল ও যোজন সংখ্যাত চন্দ্রসূর্য্যের ষোড়শ ভাগ বৃহস্পতি ভার্গব হইতে একপাদ হীন, এবং তাহা হইতে একপাদ হীন, বক্র ও সৌরি, মণ্ডল এবং বিস্তারে বুধ, তাহা হইতেও একপাদ হীন, তারা নক্ষত্র প্রভৃতি বপুষ্মান্ যাঁহারা যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই বুধের সমতুল। তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন, নক্ষত্রসমূহ প্রায় সকলেই চন্দ্রের সহিত যুক্ত, তারা নক্ষত্রসমূহ পরস্পর হীন, পঞ্চাশত চত্বারিংশ যোজন তাহাদের বিষ্কম্ভ, সকলের উপরিভাগে নিকৃষ্ট তারকামণ্ডল, তাহা যোজনদ্বয় মাত্র, এই মণ্ডল হইতে ক্ষুদ্রমণ্ডল নাই। তাহার অধোভাগে দূরসর্পী সৌর, অঙ্গিরা বক্র, মন্দসঞ্চারী এই তিনটী গ্রহ আছে, তাহার অধোভাগে

সূর্য্য, সোম, বুধ, ভার্গব, এই চারিটী গ্রহ বিদ্যমান আছে। ইহারা অতি শীঘ্রগামী। যতগুলি নক্ষত্র, ততগুলি তারকা। ধ্রুব হইতে নক্ষত্রমার্গে ইহাদের অবস্থিতি; সপ্তাশ্ব সূর্য্যের নীচ ও উচ্চ ক্রমে ইহারা অবস্থান করে। চন্দ্র, পর্ব্বে উত্তরায়ণ মার্গস্থিত হইলে, উচ্চতাবশত শীঘ্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার গভস্তিমালা অপরিস্ফুট থাকে এবং দক্ষিণায়ন মার্গস্থ হইলে নীচ পৃথিবীকে আশ্রয় করেন। যে সময়ে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে সূর্য্য ভূমিরেখাবৃত হয়,তখন যথাকালে শীঘ্র অস্তমিত হইয়া থাকেন; সেইজন্য অমাবস্যাতে নিশাকর উত্তরমার্গে অবস্থান করেন; দক্ষিণমার্গে সামান্যরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষরূপে নহে। জ্যোতিসমূহের গতিযোগে সূর্য্যের তমোরাশিতে আবৃত হইয়া থাকেন। চন্দ্র সূর্য্য বিষুবে সমানকালে অস্তমিত ও সমানকালে উদিত হইয়া থাকেন। উত্তরস্থমার্গে সীমা প্রদেশ হইতে অভ্যন্তরেই উদয় ও অস্তমিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে জ্যোতিশ্চক্রের অনুবর্ত্তী হন, এবং রশ্মিমান্ সূর্য্য যে সময়ে দক্ষিণায়ন মার্গস্থ হইয়া সঞ্চারিত হন, তখন গ্রহণের অধোদেশ প্রগত হইয়া থাকেন। তাহার উর্দ্ধভাগে চন্দ্রমণ্ডল বিস্তীর্ণ করিয়া সঞ্চরণ করেন; তাহার উপরিভাগে নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজ করে। নক্ষত্র হইতে উর্দ্ধে বুধ, বুধ হইতে উর্দ্ধে ভার্গব, তাহা হইতে উর্দ্ধে বক্র; তাহার উর্দ্ধে বৃহস্পতি, তাহার উর্দ্ধে শনৈশ্চর, তাহার উর্দ্ধে সপ্তর্ষি মণ্ডল, তাহার উর্দ্ধে ধ্রুব, দ্বি সহস্র যোজন কিংবা শত যোজন দূর হইতে তাহাকে পরম বিষ্ণু লোক জ্ঞান করিয়া মানবগণ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়, গ্রহ নক্ষত্র তারা ক্রমান্বয়ে অবস্থানের বিষয় বর্ণন করিলাম, গ্রহগণ ও চন্দ্র সূর্য্য ইহারা দিব্য তেজোরাশি দ্বারা যুক্ত, ইহারা অহর্নিশি গতিশীল ও নিত্য নক্ষত্রে মিলিত হন, গ্রহ নক্ষত্র ও সূর্য্য ইহারা নীচ উচ্চ ও সরল ভাবে সংস্থিত, প্রজাগণ সমাগম ও ভেদে দর্শন করিয়া থাকে, ছয় ঋতুতে তাহাদিগের পাঁচ প্রকার সমাগম হয়। তাহারা পরস্পর সংস্থিত ও পরস্পরের সহিত যোগ আছে, কিন্তু তাহাদের যোগ অসঙ্করক্রমে। হে দ্বিজগণ! ভাস্করপ্রভৃতি গ্রহ সমূহের গতি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। রুদ্র যেরূপ গুহকে অভিষেক করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রহ্মা, গ্রহগণের আধিপত্যে সূর্য্যকে অভিষেক করিয়াছেন,সেই জন্য পণ্ডিতগণ আদিত্য ও গ্রহ পীড়াতে এবং কার্য্যার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিতে গ্রহার্চ্চন করিবে॥ ১—৩৯॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব দৈত্য প্রভৃতি সকলকে কি জন্য আধিপত্যে অভিষেক করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহা বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! প্রজাপতি ব্রহ্মা গ্রহগণের আধিপত্যে, দিবাকরকে নক্ষত্র ও ওষধির আধিপত্যে চন্দ্রকে, জলের আধিপত্যে বরুণকে ধনের আধিপত্যে কুবেরকে, আদিত্যের আধিপত্যে বিষ্ণুকে, বসুর আধিপত্যে পাবককে, প্রজাপতির আধিপত্যে দক্ষকে, মরুতের আধিপত্যে শক্রকে, দৈত্য ও দানবগণের আধিপত্যে প্রহ্লাদকে, পিতৃগণের আধিপত্যে ধর্ম্মকে, রাক্ষসগণের আধিপত্যে নিঋতিকে, পশুগণের (ভূতগণের) আধিপত্যে রুদ্রকে নন্দীসমূহের আধিপত্যে গণপতিকে, বীরগণের আধিপত্যে পিশাচগণের ভয়ঙ্কর বীরভদ্রকে মাতৃগণের আধিপত্যে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত চামুণ্ডাকে ও রুদ্রগণের আধিপত্যে দেবেশ্বর নীললোহিতকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং বিঘ্নসমূহের আধিপত্যে গণপতিকে, স্ত্রীগণের আধিপত্যে উমা দেবীকে, বাক্যের আধিপত্যে সরস্বতীকে, মায়াবীদিগের আধিপত্যে বিষ্ণুকে, জগতের আধিপত্যে স্বীয় আত্মাকে, গিরিসমূহের আধিপত্যে হিমালয়কে, নদীসমূহের আধিপত্যে জাহ্নবীকে, সকল সমুদ্রের আধিপত্যে পয়োনিধিকে, বৃক্ষগণের আধিপত্যে অশ্বত্থ বৃক্ষকে এবং গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের আধিপত্যে চিত্ররথকে অভিষেক করিয়াছেন। এইরূপ উগ্রবীর্য্য বাসুকিকে নাগগণের অধিপতি, তক্ষককে সর্পের অধিপতি, ঐরাবতকে দিগ্‌গজ সমূহের অধিপতি, সুপর্ণকে পক্ষীগণের অধিপতি, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের অধিপতি, সিংহকে মৃগগণের অধিপতি, বৃষভকে গোর অধিপতি, শরভকে মৃগাধিপ সমূহের অধিপতি, কার্ত্তিককে সেনাধিপগণের অধিপতি, ও লকুলীশকে শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহের অধিপতি পদে অভিষেক করিয়াছেন এবং সুধর্ম্মা, শঙ্খপদ, কেতুমণ্ড ও হেমরোমাকে দিকের দিক্‌সমূহের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছে। পৃথিবীর আধিপত্যে মহেশ্বরকে এবং চতুর্মূর্ত্তিতে শঙ্করকে অভিষেক করিয়াছেন, প্রজাপতি ভগবান্ শঙ্করের অনুগ্রহে যথাক্রমে পূর্ব্বে অভিষেক করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহাদিগকে বিশ্বযোনি ব্রহ্মা অভিষেক করিয়াছে, তাঁহাদের কথা বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম॥ ১—১৭॥

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন; মুনিগণ এই প্রকার অভিষেক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আবার সংশয়িতচিত্ত হইয়া পুনরায় সূতকে উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সূত! আপনি এই যাহা বলিলেন, ইহা বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন করুন ও পূর্ব্বসূচিত জ্যোতির্গণের নির্ণয় ও বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের সংশয় অপনোদন করুন। ঋষিগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সূত সমাহিতচিত্তে তাঁহাদিগের সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বিষয় মহাপ্রাজ্ঞ শান্তবুদ্ধি ব্যাসাদি যাহা বলিয়াছেন, সেই সূর্য্য, চন্দ্রের গতি ও যে প্রকারে সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহ দেবগণের গৃহ হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এক্ষণে দিব্য ভৌতিক ও পার্থিব এই তিন প্রকার অগ্নির ত্রিবিধ উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছি, তাহা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার রজনী প্রভাত-

প্রায় হইলে, এই ব্রহ্মাণ্ড নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় অব্যক্তভাবে ছিল। বিশেষতঃ এই চতুর্ভাগে বিভক্ত লোক বিনাশপ্রাপ্ত হইলে তখন সর্ব্বলোকার্থ প্রকাশক ভগবান্ স্বয়ম্ভূ জগৎসৃজন করিবার নিমিত্ত খদ্যোতের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী ও জল আশ্রয় করিয়া অগ্নি সৃজন করিলেন; পরে সেই পৃথিবী জল সংহার করিয়া লোক প্রকাশের নিমিত্ত সেই অগ্নিকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। ইহলোকে যাহা পবন বলিয়া ও জ্ঞাত আছে, তাহা পার্থিব বহ্নি, আর যে এই সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইনি শুচিবহ্নি, আর বৈদ্যুত বহ্নি জলীয় বলিয়া কথিত হয়, তাহাদিগের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। বৈদ্যুতাগ্নি জাঠরাগ্নি ও সৌরাগ্নি এই তিন অগ্নি বারিগর্ভ অর্থাৎ ইহাদিগের অভ্যন্তরে জল আছে, সেই হেতুই সূর্য্য জল পান করিয়া কিরণে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। আর জলজ বৈদ্যুতাগ্নি জলেই থাকে, ঐ অগ্নিও জলে নির্ব্বাপিত হয় না। মানবগণের কুক্ষিস্থ পার্থিবাগ্নি অর্থাৎ যাহাকে জাঠর বলা যায় সে পাবকও জলে নির্ব্বাপিত হয় না। যখন অর্চ্চিষ্মান্ পবন নিষ্প্রভ হয় এবং যাহা মণ্ডলাকার ও শুক্লবর্ণ ধারণ করে ও উষ্ম শূন্য হয়, তাহাকেই জাঠরাগ্নি বলিয়া থাকেন॥ ১—১৩॥ সূর্য্য অস্ত গমন করিলে পরে রাত্রিতে সেই সৌরীপ্রভা অগ্নিতে প্রবেশ করে। তাহাতেই অগ্নি রাত্রিতে দূর হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পরে আবার যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সেই অগ্নির উষ্ণতা সূর্য্যতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ অগ্নি পার্থিবাগ্নির প্রবেশেই তাপ দিয়া থাকেন। ঐ সৌর ও আগ্নেয় তেজের প্রকাশ ও উষ্মাই স্বরূপ। ঐ সৌর আগ্নেয় তেজ পরস্পর পরস্পরে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরেরই তৃপ্তি (অর্থাৎ উজ্জ্বলতা) বর্দ্ধন করে। ঐ সূর্য্যাগ্নি কখনও উত্তর ভূমিভাগ ও কখনও দক্ষিণ ভূমিভাগ হইতে উদিত হন। আবার জলে প্রবেশ করেন; সেই হেতু দিবাতে জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া, জল তাম্র বর্ণ হয়। আবার সূর্য্য অস্ত যাইলে, ঐ দিবা জলে প্রবেশ করে বলিয়া; রাত্রিতে জল শুক্লবর্ণ দেখা গিয়া থাকে। এই ক্রমানুসারে দক্ষিণ ভূমি ভাগে উদয়াস্ত হইয়া থাকে এবং নিয়তই দিবা ও রাত্রি জলে প্রবেশ করিতেছে। ঐ সূর্য্য নিয়ত কিরণমালায় জল শোষণ করিয়া তাপ দিয়া থাকেন। ঐ পার্থিবাগ্নিমিশ্রিত দিব্য সূর্য্যাগ্নিই শুচি বলিয়া কথিত হয়। ঐ সূর্য্য গোলাকার কুম্ভ সদৃশ, উনিই চতুর্দ্দিকে সহস্র কিরণে নদী, সমুদ্র, কূপ, মেঘ, দীর্ঘিকা, ও কৃত্রিম সরিতের জল, অধিক কি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জলই শোষণ করেন। সেই সূর্য্যের সহস্ররশ্মির কিয়দংশ শীতপ্রদ, কিয়দংশ উষ্ণতাস্রাবী, ও কিয়দংশ বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে বিচিত্রমূর্ত্তি চারশত কিরণ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাহাদের কতকগুলির নাম ভজন, কতকগুলির নাম মাল্য, কতকগুলির নাম কেতন, ও কতকগুলির নাম পূতন এবং সকলের নাম অমৃত। আর তিনশত, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম রেশা, কতকগুলির নাম মেঘ, কতকগুলির নাম বাৎস্য, কতকগুলির নাম হ্লাদিনী, ঐ তিনশত রশ্মির সমগ্রের নাম চন্দ্রভা, ইহারা শীতজনক। এবং অবশিষ্ট তিনশত রশ্মি উষ্ণতা জন্মাইয়া থাকেন। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম পীতাভা, কতকগুলির নাম শুক্ল, কতকগুলির ককুভ ও অবশিষ্ট গুলির নাম বিশ্বভৃত্। ইহাদিগের সকলের নাম শুক্র। সেই সূর্য্যরূপী দেবদেবী সেই সকল রশ্মির দ্বারা মনুষ্য পিতৃলোক ও দেবতাগণকে পোষণ করিতেছেন। মনুষ্যগণকে ওষধির দ্বারা স্বধা অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে পিতৃভোজ্য দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আর দেবগণের অমৃতের দ্বারা তৃপ্তি করিতেছেন। ঐ সূর্য্য বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তিন শত রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং বর্ষা ও শরৎকালে চারশত রশ্মিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; ও হেমন্ত ও শীতকালে তিনশত রশ্মি দ্বারা হিমবর্ষণ করেন। ইন্দ্র, ধাতা ভগ, পূষা, মিত্র বরুণ, অর্য্যমা, অংশু বিবস্বান্ ত্বষ্টা, পর্জ্জন্য, বিষ্ণু, ইঁহারা মাঘাদি মাসানুসারে প্রতিমাসে এক একজন সূর্য্যরূপী হইয়া কার্য্য করেন। তাহার ক্রম যথা—মাঘ মাসে বরুণ, ফাল্গুন মাসে সূর্য্য, চৈত্র মাসে অংশু, বৈশাখ মাসে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে অর্যমা, শ্রাবণ মাসে বিবস্বান্, ভাদ্র মাসে ভগ, আশ্বিন মাসে পর্জ্জন্য, কার্ত্তিক মাসে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র ও পৌষ মাসে বিষ্ণু তাপ প্রদান করেন। বরুণ যখন তাপ প্রদান করেন, তখন তাঁহার পঞ্চ সহস্র রশ্মি হয়, পূষা ষট সহস্র রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং অংশু সপ্ত সহস্র রশ্মিতে, ধাতা অষ্ট সহস্র রশ্মিতে, ইন্দ্র নব সহস্র রশ্মিতে, বিবস্বান্ দশ সহস্রে, ভগ একাদশ সহস্রে, মিত্র সপ্ত সহস্রে, ত্বষ্টা অষ্ট সহস্রে, অর্য্যমা দশ সহস্রে পর্জ্জন্য নব সহস্রে ও বিষ্ণু ষট সহস্র সংখ্যক রশ্মিতে প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য্য বসন্ত কালে কপিল বর্ণ হয়েন, এবং গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ, বর্ষাকালে শ্বেত বর্ণ, শরৎকালে হেমন্তে তাম্রবর্ণ ও শীতকালে সূর্য্য তাম্রবর্ণ হয়েন; ইহাই সূর্য্যের বর্ণ কথিত আছে। ঐ সূর্য্য ওষধীতে বলদান করেন এবং স্বধা দ্বারা পিতৃলোকের অমৃতের দ্বারা দেবগণের বল দিয়া থাকেন। আদিত্যের ঐ সকল লোকের প্রয়োজনসাধক জলশীতোষ্ণাদিপ্রদ রশ্মি সহস্র এইরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই শুক্লবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলই নক্ষত্র গ্রহ চন্দ্র ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা। চন্দ্রগ্রহ, নক্ষত্র ইহারা সকলে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র ভগবান্ শিবের বামনেত্র আর স্বয়ং ভাস্কর ভগবানের দক্ষিণনেত্র। ঐ ভাস্কর ভগবান্ শূলীরই নয়ন বলিয়া ইহলোকে সকলের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১৪—৪৫॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন;—এই সূর্য্য চন্দ্রাদির অন্ত মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহ ঈশ্বর এবং কামচারী। ঐ সূর্য্যই অগ্নি বলিয়া কথিত হন। চন্দ্রই জল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। আর শেষ গ্রহের যাহা সম্যক্‌রূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুণ। পণ্ডিতেরা সুরসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ই মঙ্গলগ্রহ বলিয়া কথিত হয়েন, এবং শেষ নারা-

রূপকেই বুধ বলিয়া থাকেন। আর সর্ব্বলোক-প্রভু স্বয়ংস্বয়ই মন্দগামী মহাগ্রহ শনৈশ্চর, আর প্রজাপতিসুতদ্বয়ই দেবাসুর-গুরু দ্যুতিমান্ মহাগ্রহ শুক্র ও বৃহস্পতি বলিয়া কথিত হন। এই অখিল ত্রিলোকের যে আদিত্যই মূল, তাহাতে কোনও সন্দেহনাই। ঐ আদিত্য হইতেই এই দেবাসুর-মানুষসঙ্কুল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ, অগ্নিসকল, দেবতাগণ ও লিখিত দ্যুতিমান গণের যাহা দ্যুতি ও সর্ব্বোলৌকিক তেজ, সেই সকল সর্ব্বলোকেশ্বর প্রজাপতি সূর্য্যরূপী মহাদেবেরই স্বরূপ। এজগতে সূর্য্যই ত্রিলোকেশ্বরও তিনিই পরমদেবতা এবং মূল কারণ। তাঁহা হইতে সকল উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই সকল লীন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ সূর্য্য হইতেই ভাব ও অভাব নিঃসৃত হয়। ঐ রবিকে কেহ জানিতে পারেন না এবং উনিই দীপ্তিমান ও উনিই সুপ্রভ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ আদিত্য হইতেই সকল ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সম্বৎসর, ঋতু, যুগ, প্রভৃতি, কাল, উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যে কাল ব্যতিরিক্ত কোনও নিয়ম হয় না; দীক্ষা কি আহ্নিক, কি ক্রম, কি ক্রতু বিভাগ কিছুই হয় না; যে কাল ব্যতিরিক্ত কি পুষ্প, কি ফলমূল, কিছুই হয় না; সেই কালসংখ্যা ঐ আদিত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ জগতে জগত্তাপন রুদ্ররূপী ভাস্করবিহনে শস্য পরিপাক কোথায়? এবং কি তৃণৌষধিগণ, কি স্বর্গে মর্ত্যে ব্যবহার বা জন্তুগণের উৎপত্তি বিনাশ, কিছুই ঐ রুদ্ররূপী ভাস্কর ব্যতিরিক্ত হয় না। ঐ দ্বাদশাত্মা ভাস্করই প্রজাপতি। উনিই কাল এবং উনিই অগ্নি। তিনিই এই সচরাচর ত্রিভুবনে তাপ প্রদান করিতেছেন; এবং তিনিই সর্ব্বলোক-বিখ্যাত। তিনিই তেজোরাশি, ও তিনিই এই জগতের সমস্ত আর সেই প্রভাশালীই উত্তম পথাবলম্বনে রাত্রি দিবা বিভাগ করত এই জগতে ঊর্দ্ধও অধঃপার্শ্ব সর্ব্বত্রই সকল সময়ে তাপ প্রদান করিতেছেন। যেমন এক দেদীপ্যমান গৃহমধ্যস্থিত দীপ গৃহের ঊর্দ্ধও অধঃপার্শ্বে স্থিত অন্ধকার বিনাশ করে, সেইরূপ সহস্রকিরণ জগৎ-প্রভু গ্রহরাজ সূর্য্য ও স্বীয় কিরণে ঐ সকল জগৎ প্রকাশমান করিতেছে। পূর্ব্বে যে ঐ ভাস্করের সহস্ররশ্মি বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রহযোনি সপ্ত রশ্মি শ্রেষ্ঠ। সুষুম্ন হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বব্যচাঃ, সন্নদ্ধ, সর্ব্বাবসু, স্বরাট্, এই সাতটী তাহাদিগের নাম। উহার মধ্যে সুষুম্ন নামক সূর্য্যরশ্মি দক্ষিণ রাশি চন্দ্রকে দ্যুতিমান করে এবং ঐ সুষুম্ন রশ্মি ঊর্দ্ধ অধঃ পার্শ্বকে দীপিত করিয়া থাকে; হরিকেশ নামক রশ্মি নক্ষত্রগণকে প্রকাশমান করে; দক্ষিণ দিকস্থ বিশ্বকর্ম্মা নামে রশ্মি বুধ গ্রহকে দীপ্তিমান্ করিয়া থাকে; পশ্চাতে স্থিত বিশ্বব্যচাঃ নামক রশ্মি শুক্রকে প্রকাশমান করিয়া থাকে। সন্নদ্ধ নামে পঞ্চম রশ্মি মঙ্গল গ্রহকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। সর্ব্বাবসু নামক ষষ্ঠরশ্মি বৃহস্পতিকে প্রকাশিত করে এবং সপ্তম স্বরাট নামে রশ্মি শনিকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে। এইপ্রকারে সূর্য্যেরই প্রভাবে নক্ষত্র, গ্রহ, তারকগণ আকাশে দ্যুতিমান হইয়া লোকের নয়নগোচর হয় এবং এই অখিল বিশ্বও সেই সূর্য্যেরই প্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন ও পাইয়া থাকেন। সেই নক্ষত্রগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই নক্ষত্র নাম ধারণ করিয়াছে॥ ১—২১॥

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রকেই সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়। এই ভারতবর্ষে পুণ্যাচরণফলে এই সকল ক্ষেত্র লাভ করা যায়। আবার পুণ্যক্ষয় হইলে গ্রহাশ্রিত এই তারা-নক্ষত্ররূপী পুণ্যবান্‌দিগকে সূর্য্য গ্রহণ করেন। নিস্তারক বলিয়া এবং শুক্লবর্ণ বলিয়া ইহারা তারক নামে অভিহিত। দিব্য, পার্থিব এবং নৈশ সকল প্রকার তেজ এবং অন্ধকার আদান (অভিভব) করেন বলিয়া সূর্য্যের নাম আদিত্য। সুধাতুর অর্থ প্রসব এবং ক্ষরণ। তেজঃ-প্রসব এবং জলক্ষরণপ্রযুক্ত সূর্য্যের নাম সবিতা। চন্দ্র শব্দের প্রকৃতি চদ্ ধাতুর আহ্লাদনার্থেই বহুল প্রয়োগ শুক্লত্ব, অমৃতত্ব এবং শীতত্ব ও চদ্ ধাতুর অর্থ বটে। আকাশস্থিত শুভ্র চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল দিব্য ভাস্বর, শুক্লবর্ণ এবং বর্ত্তুল কুম্ভাকৃতি, তন্মধ্যে একটী জলময়, একটী তেজোময়। চন্দ্রমণ্ডল নিবিড় জলময় আর শুক্ল সূর্য্য-মণ্ডল নিবিড় তেজোময়। সকল দেবতাগণ, সমুদয় মন্বন্তরেই নক্ষত্র গ্রহচক্র এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া এই সকল স্থানে বাস করেন। গৃহই গ্রহ। দেবগণের গৃহ বলিয়াই সূর্য্যাদিগ্রহ নামে অভিহিত। সূর্য্যদেব সূর্য্যস্থানে থাকেন। চন্দ্রদেব চন্দ্রস্থানে অবস্থিত। প্রতাপসম্পন্ন ষোড়শ কিরণ শুক্রাচার্য্য শুক্রস্থানে বর্ত্তমান। সুরগুরু বৃহস্পতি এই বৃহস্পতি স্থানে বাস করেন। মঙ্গলদেব মঙ্গল স্থানে অধিষ্ঠিত। সূর্য্যপুত্র দেব শনৈশ্চর শনি স্থানে অবস্থিত। বুধ বুধস্থানেও রাহু রাহুস্থানে বর্ত্তমান। নক্ষত্র দেবগণ নক্ষত্রস্থানে বাস করেন। এই সকল জ্যোতিই পুণ্যাত্মাদিগের গৃহ। কল্পের প্রথম হইতে প্রবৃত্ত এই ব্রহ্মনির্ম্মিত সমুদয় স্থানেই দেবগণ প্রলয় পর্য্যন্ত বাস করেন॥ ১—১৩॥ সকল মন্বন্তরেই সমস্ত দেবস্থানে তত্তৎ স্থানাভিমানী দেবগণ অবস্থান করেন। দেবগণ, তত্তৎ স্থানাভিমানী অতীত ও বর্ত্তমান দেবগণের সহিত এই সকল স্থানে অবস্থান করেন। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে বিমানকারী গ্রহগণ এবং অদিতিপুত্র বিবস্বান্ সূর্য্য দ্যুতিমান্ ঋষি পুত্র বসু,—চন্দ্রদেব। অসুরযাজক ভার্গব শুক্র দেব। সুরাচার্য্য মহাতেজা অঙ্গিরঃপুত্র এবার বৃহস্পতি। মনোহরাকৃতি ঋষিপুত্র বুধ। বিবস্বৎপুত্র সংজ্ঞা-গর্ভসম্ভূত বিরূপ শনি এবার শনৈশ্চর। বিকেশীনাম্নী পত্নীর গর্ভোৎপন্ন রুদ্র পুত্র অগ্নি এই যুবা মঙ্গল। দাক্ষায়ণীগণ ঋক্ষ নক্ষত্রনাম্নী। ভূতসন্তাপন অসুর সিংহিকাপুত্র, এবার রাহু। চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ এবং সূর্য্যের অভিমানিনী দেবতার বিষয় কথিত হইল। এই সমস্ত স্থান এবং স্থানাভিমানী দেবতাগণের কথা বলা হইয়াছে। সহস্রাংশু বিবস্বান্ অগ্নিময় সৌর স্থানের অধিকারী। চন্দ্রস্থান জলময় এবং শুক্ল। মনোহর রশ্মিযুক্ত বুধগ্রহ জলময় এবং শ্যামবর্ণ। শুক্র স্থান ষোড়শরশ্মিযুক্ত শুক্লবর্ণ এবং জলময়। মঙ্গলস্থান

রক্তবর্ণ ও নবরশ্মিযুক্ত। বৃহস্পতি স্থান ষোড়শরশ্মিসম্পন্ন হরিদ্রাবর্ণ এবং বৃহৎ। শনৈশ্চর গৃহ অষ্টরশ্মিময় ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ভানুর গৃহ ভূতসন্তাপক অন্ধকারময়॥ ১৪—২৫॥ ঋষিগণ এবং নক্ষত্রগণ একরশ্মিসম্পন্ন। সেই সমস্ত সুকৃতীদিগের আশ্রয় স্থানে তাঁহাদিগের বর্ণানুসারে শুক্লবর্ণ, নিবিড় জলময় এবং কল্পারম্ভেই নির্ম্মিত। সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সেই গৃহ সকল সুপ্রকাশ। নব সহস্রযোজন সূর্য্যের বিষ্কম্ভ। তদীয় মণ্ডলের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা তিন গুণ। চন্দ্রের বিস্তার সূর্য্যবিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। রাহু তাঁহাদিগের তুল্য পরিমাণ হইয়া অধোভাগে আগমন করে। রাহুমণ্ডল, আদিত্য হইতে নির্গত হইয়া পুর্ণিমাদিবসে চন্দ্রসমীপে গমন করে। আবার চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অমাবস্যাদিনে সূর্য্যের সমীপে গমন করে। স্বর্গে ভানুকে অর্থাৎ সূর্য্যকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া উক্ত রাহুর নাম স্বর্ভানু। শুক্রের বিষ্কম্ভ এবং মণ্ডল চন্দ্রের বিষ্কম্ভ এবং মণ্ডলের ষোড়শভাগের এক ভাগ পরিমাণ। বৃহস্পতির মণ্ডল-বিষ্কম্ভ শুক্র-বিষ্কম্ভ অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ কম। মঙ্গল এবং শনির মণ্ডলাদি বৃহস্পতির মণ্ডলাদি অপেক্ষা পাদোন। বিস্তারে ও মণ্ডলে বুধ, তদপেক্ষা পাদহীন। তারা-নক্ষত্র-রূপী আর যে সকল মূর্ত্তিমান জ্যোতি আছে, তৎসমস্তই বিস্তারে এবং মণ্ডলে বুধের তুল্য। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রায় সকল নক্ষত্রকেই চন্দ্রসংবাদ বলিয়া জানিবে। তারা নক্ষত্র-বৃন্দ পরস্পরে দ্বিশত, ত্রিশত, চতুঃশত এবং পঞ্চশত যোজন পর্য্যন্ত; ইহার উপরে দূরসর্পী তিন গ্রহ—শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল। এই সকল গ্রহ মন্দচারী। ইঁহাদিগের গতি পূর্ব্বে যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত নক্ষত্রে গ্রহগণের উৎপত্তি। হে মুনিবরগণ! গ্রহগণের মধ্যে প্রথম গ্রহ অদিতির পুত্র বিবস্বান্, বিশাখা নক্ষত্রে উৎপন্ন। দ্যুতিমান্ ধর্ম্মপুত্র বসু শীতরশ্মি নিশাকর চন্দ্রদেব, কৃত্তিকা নক্ষত্রে সম্ভূত। তারাগ্রহ প্রধান ষোড়শাংশু ভৃগুপুত্র শুক্র, সূর্য্যের পরেই পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জগদ্গুরু দ্বাদশাংশু আঙ্গিরস বৃহস্পতিগ্রহ,পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রে উৎপন্ন। প্রজাপতিপুত্র নবকিরণ মঙ্গলগ্রহ, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে উৎপন্ন। সপ্তার্চি সূর্য্যপুত্র শনি, রেবতী নক্ষত্রে উৎপন্ন। পঞ্চকিরণ সৌম্য বুধগ্রহ, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত। মৃত্যুপুত্র প্রজাক্ষয়কর সর্ব্বনাশক তমোময় শিখী মহাগ্রহ কেতু, অশ্লেষা নক্ষত্রে উৎপন্ন। আর দাক্ষায়ণীগণ, নিজ নিজ নামের নক্ষত্রে জন্মিয়াছেন। তমোবীর্য্যময় কৃষ্ণ-মণ্ডল চন্দ্র-সূর্য্য-মর্দ্দক রাহুগ্রহ ভরণী নক্ষত্রে উদ্ভূত। এই ভার্গবাদি তারাগ্রহগণ নিজ নিজ জন্ম নক্ষত্রোৎপন্ন রোগে বিগুণ হইয়া থাকেন। তখন সেই বিগুণ গ্রহের উপাসনা করিলে সেই দোষ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। আদিত্য সমস্ত গ্রহের আদি। শুক্র তারা গ্রহণের আদি। ধূমবান্ কেতু, কেতুগণের আদি। চতুর্দ্দিকে বিভক্ত গ্রহগণের আদি ধ্রুব। নক্ষত্রগণের আদি ধনিষ্ঠা। অয়নের আদি উত্তরায়ণ। পঞ্চবিধ বৎসরের মধ্যে সংবৎসর আদি। * শিশির ঋতু ঋতুগণের আদি। মাঘ মাস মাসের আদি। পক্ষের মধ্যে প্রথম শুক্ল পক্ষ; তিথির মধ্যে প্রতিপৎ প্রথম। অহোরাত্র বিভাগের মধ্যে দিবসই প্রথম। মুহূর্ত্তগণের মধ্যে রৌদ্রমুহূর্ত্তই প্রথম।

গতিবিশেষবলে, সূর্য্য চন্দ্রবৎ ভ্রমণ করেন। প্রভু ঈশ্বর সূর্য্য, তদ্দ্বারাই কাল ব্যবহারের নিয়ামক। তিনি স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। ভগবান্ রুদ্র, তাঁহারও প্রবর্ত্তক। মহাদেব, লোকব্যবহারের নিমিত্ত, জ্যোতিশ্চক্রের এইরূপ সন্নিবেশ এবং অর্থ নির্ণয় বিধান করিয়াছেন। ভগবান্ রুদ্র, কল্পারম্ভে বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সমস্ত প্রবর্ত্তিত করেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় সকলের আশ্রয় এবং সর্ব্বাভিমানী। প্রকৃতি একরূপা, কিন্তু তাঁহার পরিণাম অদ্ভুত নানাবিধ। প্রকৃতি পরিণামের যথার্থরূপে সংখ্যা করিতে কেহই পারে না। মাংসনেত্র পণ্ডিত মনুষ্য, গ্রহাদির গমনাগমন, শাস্ত্রবাক্য, অনুমান এবং দূরবীক্ষণাদি-সাহায্য-সঞ্জাত প্রত্যক্ষবলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিপুণ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা করিবেন। হে মুনিসত্তমগণ! জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণ বিষয়ে চক্ষুঃ,শাস্ত্র, জল, লেখ্য এবং গণিত এই পাঁচটী হেতু॥ ৬-৬৩॥

একষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, সুবুদ্ধিশ্রেষ্ঠ ধ্রুব, বিষ্ণুর প্রসাদে কিরূপে গ্রহগণের নিয়ন্তা হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমাদিগকে বলুন, সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি পূর্ব্বে নানাশাস্ত্রবিশারদ মার্কণ্ডেয়কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে শুশ্রূষু বুঝিয়া তাহা কীর্ত্তন করেন। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, সার্ব্বভৌম, মহাতেজা উত্তানপাদ রাজা পৃথিবী পালন করিতেন। সুনীতি ও সুরুচি নামে তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন। মহাযশা মহামতি কুলপ্রদীপ মহাপ্রাজ্ঞ ধ্রুব, প্রধানা মহিষী সুনীতির গর্ভে উৎপন্ন হন। তিনি সপ্তম বর্ষ বয়সে একদিন পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তখন সেইরূপ গৌরবশালিনী বিমাতা সুরুচি, ধ্রুবকে ক্রোড় হইতে তাড়াইয়া দিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ পুত্রকে তথায় উপবেশন করাইলেন। সুবুদ্ধি ধ্রুব, পিতার ক্রোড়ে বসিতে না পাওয়ায় দুঃখিতান্তঃকরণে মাতার নিকটে আসিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ধ্রুব-জননী সুনীতি, অতিশয় দুঃখার্ত্তা হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রকে বলিলেন, বাছা! সুরুচি, পতির প্রিয়তমা মহিষী; তাহার পুত্রও তাঁহার প্রিয়তম। আমি অভাগিনী; আমার গর্ভে তোমার জন্ম, অতএব তুমিও অভাগা; কেন আর মিছামিছি বারংবার রোদন করত শোক প্রকাশ করিতেছ বাছারে! তুমি দুঃখিতচিত্ত হইলে আমার শোকের সীমা থাকে না। পুত্ররে! এখন তুমি সুস্থচিত্তে নিজশক্তি বলে, ধ্রুবস্থান লাভ করিতে যত্নবান্ হও। জননী এই কথা বলিলে, ধ্রুব, বনগমন করিলেন। অনন্তর তিনি, বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া যথাবিধি প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে

* সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদা বৎসর, উদা বৎসর, অনু বৎসর। এই পঞ্চবিধ বৎসর।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বলিয়া দিন, কি উপায়ে সর্ব্বোপরি স্থান লাভ হয়। হে মুনিসত্তম! আমি একদা পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলাম—বিমাতা সুরুচি, আমাকে তাড়াইয়া দেন, আমার পিতা মহারাজাও তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মন্! এই কারণে আমি ভীত ও দুঃখিত হইয়া জননী সুনীতির নিকট গমন করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন; পুত্র! শোক করিও না। নিজ কর্ম্মফলে সর্ব্বোত্তম স্থানলাভে যত্ন কর। হে মহামুনে! আমি তাঁহার কথা শুনিয়া আপনার আশ্রম—এই ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ব্রহ্মন্! অদ্য আপনার সাক্ষাৎকার লাভও করিলাম। প্রভো! আপনার প্রসাদেই আমি অদ্ভুত উত্তম স্থান লাভ করিব॥ ১—১৬॥ ধ্রুব এই কথা বলিলে, মুনিবর বিশ্বামিত্র হাস্য করত বলিলেন, রাজনন্দন! শুন, সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব শিবের বামাঙ্গসম্ভূত, ক্লেশনাশক জগদীশ্বর কেশবের আরাধনা করিলে উত্তম স্থান লাভ করিতে পারিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সংযতেন্দ্রিয় এবং জপহোমতৎপর হইয়া সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করত সর্ব্বপাপ-বিনাশন, ইষ্টসিদ্ধিকর পরম পবিত্র অতিনির্ম্মল বিশুদ্ধ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এই উৎকৃষ্ট মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নিত্য জপ কর। মহাযশা ধ্রুব মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে সনিয়মে পূর্ব্বমুখ হইয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব, এক বৎসর আলস্যশূন্য এবং শাকমূল-ফলাহারী হইয়া অবিরত ঐ মন্ত্রজপ করিলেন। মহাত্মা ধ্রুবের বুদ্ধিমোহোৎপাদনার্থ, বেতাল, ঘোরতর রাক্ষস এবং সিংহাদি ভীষণ প্রবল জন্তুসকল, তাঁহার নিকটে বিচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি বাসুদেব নাম জাপে একাগ্রচিত্ত হওয়াতে কিছুই জানিতে পারেন নাই। এক পিশাচী, মাতা সুনীতির রূপধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া অতিশয় দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিল এবং তুমি আমার এক মাত্র পুত্র; কি জন্য ক্লেশভোগ করিতেছ; আমি অনাথা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা অবলম্বন করিয়াছ? সুনীতি-রূপধারিণী পিশাচী এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিল;—কিন্তু মহাতপা ধ্রুব, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, আর কোনরূপ বিঘ্ন রহিল না। অনন্তর কৃষ্ণ-জলধর কান্তি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান রিপুসূদন ভগবান্ বিষ্ণু, সর্ব্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া গরুড়ারোহণে ধ্রুব সমীপে সমাগত হইলেন। মহাদ্যুতি ধ্রুব, সেই জগদীশ্বর হৃষীকেশকে সমাগত দেখিয়া "ইনি কে?" এইরূপ চিন্তা করত অনিমেষ নয়নে একাগ্রভাবে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বাসুদেব নাম জপ করিতে লাগিলেন। তখন, গোবিন্দ, পাঞ্চজন্য শঙ্খের প্রান্তভাগ দ্বারা ধ্রুবের মুখ স্পর্শ করিলেন॥ ১৭—৩১॥ ধ্রুব, ইহাতে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বলোকেশ্বর পুরুষোত্তম হরিকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর! দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন। হে সর্ব্বাত্মন্! বেদেও আপনার স্বরূপ নিরূপণ নাই। হে কেশব! আমি আপনার শরণাগত। যখন পরমাত্মস্বরূপী আপনাকে জানিতে সনকাদি মহর্ষিগণ অশক্ত, তখন আমি জানিব কিরূপে?—হে জগদীশ্বর! আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণু হাস্য করিয়া ধ্রুবকে বলিলেন, বৎস! এস; তোমার নাম ধ্রুব; তুমি ধ্রুবস্থান লাভ করিয়া জ্যোতিশ্চক্রের অগ্রগণ্য হইবে। তুমি জননীর সহিত সেই জ্যোতি স্থান লাভ করিবে। আমার এই ধ্রুবস্থান, নিত্য পরম সুশোভন। দেবদেব শঙ্করকে তপস্যায় আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে এইস্থান প্রাপ্ত হই। যে জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার ধ্রুবলোক প্রাপ্তি হয়। (মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন) অনন্তর, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ সকলে বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে ধ্রুব ও ধ্রুবজননীকে সেই স্থানে নিবেশিত করিলেন। এইরূপে মহাতেজা ধ্রুব, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রপ্রভাবে দুর্লভ জ্যোতির্লোক লাভ করেন। (সূত কহিলেন) ধ্রুব যেরূপে মহাসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা এই আমি তোমাদিগের নিকট কহিলাম। যে মানব, বাসুদেবকে প্রণাম করে, সে ধ্রুবসালোক্য এবং ধ্রুবের ন্যায় চিরস্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হয়॥ ৩২—৪২॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, সূত! আজ আমাদিগের নিকট দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎপত্তি-বিবরণ যথাক্রমে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, কথিত আছে পূর্ব্বে প্রজাপতিগণ, সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শদ্বারা সৃষ্টি করিতেন, প্রাচেতস দক্ষ হইতেই মিথুন-সংসর্গ-সম্ভূত সৃষ্টি। দক্ষ যখন, পূর্ব্বনিয়মানুসারে দেবগণ, ঋষিগণ এবং পন্নগগণের সৃষ্টি করিতে থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি মৈথুনযোগে নিজ ভার্য্যা সূতির (প্রসূতি) গর্ভে পঞ্চসহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। নারদ, সেই সকল দক্ষ নন্দন মহাভাগ হর্য্যশ্বগণকে বিবিধ প্রজা সৃজন অভিলাষে সমাগত দেখিয়া বলিলেন; অহে মুনিবরগণ! লিঙ্গশরীরের বিস্তার আদি-অন্ত সম্পূর্ণভাবে জানিবার পর তোমরা বিশেষরূপে সৃষ্টি করিও। হর্য্যশ্বগণ, নারদের কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। যেরূপ নদীগণ, সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারাও অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। হর্য্যশ্বগণ, এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু দক্ষ প্রজাপতি, সূতির গর্ভে পুনরায় সহস্রপুত্র উৎপাদন করিলেন। শবলাশ্ব নামে খ্যাত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সেই বিপ্রগণ, সৃষ্টির জন্য সমবেত হইলে, নারদ, আবার তাঁহাদিগকে বলিলেন, লিঙ্গশরীরের সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং ভ্রাতৃগণের অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বিশেষরূপে সৃষ্টি করিবে। শবলাশ্বগণও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রাতৃগণের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন॥ ১—১০॥ তাঁহারাও এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ, বৈরণীর গর্ভে ষষ্টি কন্যা উৎপাদন করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চার, বহুপুত্রকে দুই, জ্ঞানী কৃশাশ্বকে দুই এবং অঙ্গিরাকে দুই কন্যা প্রদান করেন। প্রথমে প্রজাবিস্তার

যাঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে, সেই দেব-মাতা দক্ষতনয়াগণের সবিস্তারে নাম শ্রবণ করুন। মরুত্বতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা এবং বিশ্বা ইঁহারা ধর্ম্মের পত্নীবলিয়া আখ্যাত; ইঁহাদিগের পুত্রের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। বিশ্বার গর্ভোদ্ভব বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা সাধ্যগণকে প্রসব করেন। মরুত্বতীর গর্ব্ভে মরুত্বানগণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানুহইতে দ্বাদশ সূর্য্য, মুহূর্ত্তার গর্ব্ভে মুহূর্ত্তাধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং লম্বা হইতে ঘোষাধিষ্ঠাতা দেবগণের উৎপত্তি। নাগবীথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,যামি হইতে উৎপন্ন; অরুন্ধতীর গর্ব্ভে পৃথিবীবাসী সকল জাতীর চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি। সঙ্কল্পার গর্ব্ভে সঙ্কল্পের জন্ম। বসুসৃষ্টির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবগণ, সর্ব্বদিগ্ব্যাপী জ্যোতিষ্মান্ এবং সর্ব্বভূতহিতৈষী, তাঁহারা বসুনামে খ্যাত। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস ইহারা অষ্টবসুনামে কীর্ত্তিত। অজ, একপাৎ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত এবং অজেয় পিনাকী এই একাদশ জন গণাধিপতি রুদ্রনামে আখ্যাত। কশ্যপ ভার্য্যাদিগের পুত্র পৌত্রের কথা বলিতেছি। অদিতি, দিতি, অরিষ্টা, সুরসা, মুনি, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইলা, কদ্রু, ত্বিষা, এবং দনু ত্রয়োদশ জন কশ্যপপত্নী। আপনাদিগের নিকট ইঁহাদের পুত্র সকলের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। অদিতির দ্বাদশ পুত্র। যে দেবগণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে অভিহিত হন, বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য। ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশজন অদিতিনন্দনই সহস্র কিরণ সূর্য্য। (অদিতির পুত্র বলিয়া ইঁহাদিগের নাম আদিত্য)। দিতি, কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র লাভ করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ॥ ১১—১৭ ॥ দনু, কশ্যপ হইতে বলদর্পিত শত পুত্র লাভ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই শত পুত্রের মধ্যে প্রধান বিপ্রচিত্তি। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! কশ্যপপত্নী তাম্রা, শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা এবং শুচি নাম্নী ছয় কন্যা প্রসব করেন। শুকী—শুক ও উলূকগণকে স্বধর্ম্মানুসারে প্রসব করেন। শ্যেনী শ্যেনগণকে, ভাসা কুরঙ্গবৃন্দকে, গৃধ্রী গৃধ্র, কপোত ও কপোতজাতীয় বিহঙ্গমগণকে, শুচি হংস, সারস, কারণ্ডব ও পানকৌড়িদিগকে এবং সুগ্রীবী, ছাগ, অশ্ব, মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণকে প্রসব করেন। কল্যাণী বিনতা, গরুড়, অরুণ এবং সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করী কন্যা সৌদামিনীকে প্রসব করেন। সুরসার গর্ভে সহস্র সর্পের উৎপত্তি। সুব্রতা কদ্রু, সহস্র সহস্র-শীর্ষ সর্পের জননী হন। তন্মধ্যে অনন্ত, বাসুকি, কর্কোটক, শঙ্খ, ঐরাবত, কম্বল, ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্ম, অশ্বতর, তক্ষক, এলাপত্র, মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্পদংষ্ট্র, শুভানন, শঙ্খলোমা, নহুষ, বামন, ফণিত, কপিল, দুর্ম্মুখ এবং পতঞ্জলি এই বড় বিংশতি অত্যুত্তম কাদ্রবেয় সর্পই প্রধান। ক্রোধবশা,মায়াবী রাক্ষসগণ এবং রুদ্রগণকে প্রসব করেন। রমণীপ্রধান সুরভি কশ্যপ-সংসর্গে গো মহিষ উৎপাদন করেন। ইহা আমাদিগের শ্রুতপূর্ব্ব। মুনি মুনিবৃন্দ ও অপ্সরোগণকে এবং অরিষ্টা বহুতর গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণকে প্রসব করেন। ইলা, তৃণ, বৃক্ষ, লতা, এবং গুল্ম সমস্তই উৎপাদন করেন। ত্বিষার গর্ব্ভে কোটি কোটি যক্ষ রাক্ষস উৎপন্ন হয়। এই কশ্যপ তনয়গণের কথা সংক্ষেপে কথিত হইল। ইঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি বংশ বহুতর। মহাত্মা কশ্যপ, এইরূপে প্রজা সৃষ্টি করিলে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রজাই প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন প্রজাপতি, সেই সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে স্ব স্ব জাতীয় প্রধানদিগকে তজ্জাতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করেন। বৈবস্বত মনুকে মনুষ্যগণের অধিপতি করেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাঁহাদিগকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, এখনও সপ্তদ্বীপবতী পর্ব্বতশালিনী এই সমুদয় বসুমতীকে তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশানুসারে পালন করিতেছেন। ব্রহ্মা, স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে যাঁহাদিগকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, অন্য মন্বন্তরেও তাঁহারা অভিষিক্ত হন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বা মনুও হন। নূতন মন্বন্তরে অতীত মন্বন্তরের পার্থিবেরাও অভিষিক্ত হন, অন্যেরাও অভিষিক্ত হন। এক এক মন্বন্তরে অতীত অনাগত সকল প্রকার রাজাই অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কশ্যপ, প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই সকল সন্তান উৎপাদন করিয়া গোত্র করিবার অভিলাষে আমার গোত্রকর পুত্র হউক চিন্তা করতঃ পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮—৪৫ ॥ মহাত্মা কশ্যপ, এইরূপ চিন্তা করিলে, তাঁহার ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবে বৎসর এবং অসিত নামে মহাতেজা দুই পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন, তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদী। বৎসর হইতে নৈধ্রুব এবং সুমহাযশা রৈভ্যের উৎপত্তি। রৈভ্য হইতে রৈভ্যবংশের উৎপত্তি। নৈধ্রুবের কথা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। চ্যবনকন্যার গর্ব্ভে সুমেধার জন্ম। চ্যবনকন্যা, নৈধ্রুবের ভার্য্যা এবং কুণ্ডপায়ি-ঋষিগণের জননী। কশ্যপপুত্র অসিতের ঔরসে একপর্ণার গর্ভে শাণ্ডিল্যশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ সুমহাতপা শ্রীমান্ দেবল উৎপন্ন হন। শাণ্ডিল্য, নৈধ্রুব এবং রৈভ্য—কশ্যপের এই তিন ধারা। পুলস্ত্যের সন্তান নয়টী রাক্ষস, আপনাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। বৈবস্বত মনুর একাদশ চতুর্যুগ অতিক্রান্ত; দ্বাদশ চতুর্যুগের অর্দ্ধ অবশিষ্ট; * দ্বাপর যুগ প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই সময়ে মনুপুত্র নরিষ্যন্তের দম নামে এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দু ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে রাজা হন। তৃণবিন্দুর অনুপম রূপবতী ইলবিলানাম্নী এক কন্যা জন্মে। সেই রাজর্ষি নিজ কন্যা পুলস্ত্যকে প্রদান করেন। পুলস্ত্যের ঔরসে ইলাবিলার গর্ভে বিশ্রবা ঋষির উৎপত্তি। বিশ্রবার নামান্তর ঐলবিল। বিশ্রবার চার পত্নী। সকলেই পুলস্ত্য বংশের বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। দেববর্ণিনী-নাম্নী কল্যাণী বৃহস্পতি তনয়া তাঁহার এক পত্নী। মাল্যবান্ রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা এবং মালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী তাঁহার

* এক এক চতুর্যুগের পরিমাণ দৈব দ্বাদশ সহস্র বৎসর। তাহার অর্দ্ধ ছয় সহস্র বৎসর। ছয় সহস্র বৎসরে ত্রেতার অর্দ্ধাংশ অতীত হয়।

অপরাপর পত্নী। ইহাঁদিগের সন্তান সন্ততির কথা শ্রবণ করুন। বিশ্রবার সংসর্গে দেববর্ণিনী, কুবেরকে উৎপাদন করেন; ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৈকসী, রাক্ষসরাজ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পনখা এবং সুবুদ্ধি বিভীষণকে প্রসব করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুষ্পোৎকটা বিশ্রবার সংসর্গে মহোদর, মহাপার্শ্ব খর এবং কন্যা কুম্ভীনসীকে উৎপাদন করেন। এখন বলাকার সন্তানের কথা শ্রবণ করুন। ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষস এবং কন্যা মালিকা—বলাকার সন্তান। নয় জন পৌলস্ত,ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস। আর বিভীষণ অতি বিশুদ্ধ-স্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাং বিভীষণ এই নয়জনের মধ্যে নহেন, কুবেরত নহেনই। সকল, মৃগ, ব্যাঘ্র, দংষ্ট্রী পশু, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর, হস্তী, বানর, কিন্নর এবং অন্যান্য কিংপুরুষগণ পুলহের সন্তান ॥ ৪৬—৬৭ ॥ বৈবস্বত মন্বন্তরে ক্রতু নিঃসন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রির দশ পত্নী, সকলেই সুন্দরী ও পতিব্রতা। হে বিপেন্দ্রগণ! ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা এবং বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা উৎপন্ন হন। প্রভাকর অত্রি ইহাঁদিগের স্বামী। ইহাঁরা অত্রিবংশের প্রসবিত্রী। সূর্য্য রাহুর আক্রমণে আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে ছিলেন। তাহাতে ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত হইবার উপক্রম হইলে, অত্রিই জগতে প্রভা প্রবর্ত্তিত করেন। অর্থাৎ অত্রি সূর্য্যকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলেন,"সূর্য্য! তোমার মঙ্গল হউক।" ভূতলে পতনোন্মুখ বিভু সূর্য্য, ব্রহ্মর্ষির বচনপ্রভাবে আর আকাশ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এইজন্য মহর্ষিরা প্রভু অত্রিকে প্রভাকর বলিয়াছেন। তপোধন অত্রি, ভদ্রার গর্ভে যশস্বী চন্দ্রকে উৎপাদন করেন। অন্যান্য পত্নীর গর্ভে অন্য পুত্র সকল উৎপাদন করেন। সেই সমস্ত বেদপরায়ণ ঋষিগণ, স্বস্ত্যাত্রেয় নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে আত্রেয়-প্রধান জ্যেষ্ঠ দত্ত এবং কনিষ্ঠ দুর্ব্বাসা এই দুই জনই বিখ্যাতকীর্ত্তি এবং মহাতেজা। ব্রহ্মবাদিনী অমলা তাঁহাদিগের কনিষ্ঠ ভগিনী। অত্রির দুই গোত্রের মধ্যে শ্যাব, প্রত্নস, ববল্গ এবং গহ্বর এই চার জন ভূমণ্ডলে প্রথিত। মহাত্মা অত্রেয়দিগের এই চার প্রকার ভেদ! কশ্যপ, নারদ এবং শান্তিগুণাবলম্বী পর্ব্বতও ব্রহ্মারমানস পুত্র। এক্ষণে অরুন্ধতীকৃত সৃষ্টির বিষয় প্রণিধান করুন। নারদ, বসিষ্ঠকে নিজ কন্যা অরুন্ধতী দান করেন। পরে মহাতেজা নারদ, দক্ষের শাপে ঊর্দ্ধরেতা হন। পূর্ব্বকালে, তারকাময় নামে ঘোরতর দেবাসুর সংগ্রাম হইলে, সমুদয় লোক, লোকপালগণের সহিত অনাবৃষ্টিপীড়িত এবং উগ্রভাবাপন্ন হইয়াছিল। তখন, ধীমান্ বসিষ্ঠ, তপোবলে এইপ্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দয়া করিয়া তপোবলে, অন্নজল, ফলমূল ও ওষধি সৃজন করত তদ্দ্বারা এবং ঔষধ দ্বারা অনাবৃষ্টিপীড়িত প্রজাগণকে জীবন দান করেন ॥ ৬৮—৮২ ॥ বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীর গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শক্তি। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে শক্তির ঔরসে পরাশরের জন্ম। রুধির নামে রাক্ষস শক্তিকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশর ভূমিষ্ঠ হন। কালী (মৎস্যগন্ধা) পরাশরের সংসর্গে প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ন, অরণীর গর্ভে শুককে এবং পীবরীর গর্ভে উপমন্যুকে উৎপাদন করেন। ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ এবং গৌর এই পাঁচ জন শুক-পুত্র জানিবে। যশস্বিনী ব্রতপরায়ণা যোগমাতা শুকের কন্যা। ইনি অনুহের পত্নী এবং ব্রহ্মদত্তের জননী। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৌর, শ্যাম, ধূম্র, অরুণ, নীল এবং বাদরিক ইহাঁরা সকলে পরাশর বংশোৎপন্ন। মহাত্মা পারাশরদিগের এই আট প্রকার ভেদ। ইহার পর ইন্দ্রপ্রমিতির বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে বসিষ্ঠের ঔরসে কপিঞ্জলের উৎপত্তি। এই কপিঞ্জল, ত্রিমূর্ত্তি এবং ইন্দ্রপ্রমিতি নামে অভিহিত হন। পৃথুকন্যার গর্ভে ইন্দ্রপ্রমিতির ঔরসে ভদ্রের জন্ম। ভদ্রের পুত্র বসু; বসুর পুত্র উপমন্যু; উপমন্যু সন্তান বহুতর। মিত্রাবরুণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবার পর বসিষ্ঠের কৌণ্ডিন্য নামে বিখ্যাত কতকগুলি পুত্র হয়। তাহারা এবং পূর্ব্বোক্ত পরাশরসম্ভূত ও ইন্দ্রপ্রমিতিসম্ভূতগণ সকলেই বাসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত এবং সমানপ্রবর। মহাত্মা বাসিষ্ঠদিগের এই দশ প্রকার ভেদ। ভূমণ্ডলে বিখ্যাত রক্ষাকর্ত্তা মহাভাগ এই সকল ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ এবং ইহাদিগের বংশের বিবরণ কীর্ত্তিত হইল। এই দেবর্ষিকুল সম্ভূত ঋষিগণ, ত্রিলোকরক্ষণে সমর্থ, ইহাঁদিগের আবার পুত্র পৌত্র শত সহস্র। ত্রিলোক, সূর্য্যকিরণের ন্যায় ইহাদিগের দ্বারাও পরিব্যাপ্ত ॥ ৮৩—৯৫ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে বাগ্মিপ্রবর সূত! শক্তি এবং শক্তির অনুচরগণ, রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেন কিরূপে? তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। পূর্ব্বকালে, রুধির নামে রাক্ষস, শক্তি প্রভৃতির প্রতি শাপ থাকাতে, সানুজ বসিষ্ঠনন্দন শক্তিকে ভক্ষণ করে। বিশ্বামিত্রপ্রেরিত রুধির, বসিষ্ঠ-যজমান ভূপতি কল্মাষপাদে আবিষ্ট হইয়া শক্তি প্রভৃতিকে ভোজন করে। শক্তিমৎপ্রধান ধর্ম্মজ্ঞ শক্তি, ভ্রাতৃগণের সহিত রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া বসিষ্ঠ বারংবার হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া ক্রন্দন করতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে অরুন্ধতীসহ ভূতলে পতিত হইলেন। শক্তিমান্ বসিষ্ঠ, বংশ নষ্ট হইল শুনিয়া এবং শক্তি প্রভৃতি শতপুত্রকে স্মরণ হওয়াতে মরিতেই কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আত্মবিৎ এবং মনস্বী হইয়াও শক্তি ব্যতীত আমি আর জীবন ধারণ করিব না, এই নিশ্চয় করিয়া দুঃখিত চিত্তে সাশ্রুনয়নে পত্নীর সহিত পর্ব্বত-মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক তথা হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। পৃথিবী বিচিত্রকণ্ঠী, গজেন্দ্র-মন্দগামিনী রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত সেই সভার্য্য ঋষিকে ধারণ করিলেন, এবং সেই রোদনপরায়ণ ঋষিকে করকমল-যুগলে ধারণ করিয়া তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন। তখন, শক্তিপত্নী স্নুষা অদৃশ্যন্তী, ভয়বিহ্বলা এবং রোদন-পরায়ণা হইয়া বদতাংবর মহামুনি বসিষ্ঠকে বলিলেন, হে

প্রভো! বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! আমার গর্ভোদ্ভব নিজ পৌত্র দেখিবার জন্য আপনি এই আপনার শুভ দেহ রক্ষা করুন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার এই সুশোভন দেহ ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না। যেহেতু, শক্তির ঔরসজাত সর্ব্বার্থসাধক পুত্র, আমার গর্ভস্থ আছে॥ ১—১২॥ কমলনয়না ধর্ম্মজ্ঞা অদৃশ্যন্তী, দুই হাতে শ্বশুরকে উত্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জলদ্বারা নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। নিজে অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেও দুঃখিত শ্বশুর এবং দুঃখিতা শ্বশ্রূ কল্যাণী অরুন্ধতীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বসিষ্ঠ, পুত্রবধূর কথা শুনিয়া চৈতন্য লাভের পর অরুন্ধতীকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এদিকে অদৃশ্যন্তী নিজ দুঃখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন। অরুন্ধতী, সেই অশ্রুপূর্ণনয়না অদৃশ্যন্তীকে দুই হস্তদ্বারা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল মুনিশার্দ্দূল বসিষ্ঠও সেই ভার্য্যার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বিষ্ণুনাভি-কমলে অবস্থিত ব্রহ্মার ন্যায় অদৃশ্যন্তীর গর্ভাশয়স্থিত বালক, বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বসিষ্ঠ, আদরপূর্ব্বক সেই বেদমন্ত্র শ্রবণ করিয়া "এ বেদমন্ত্র কে উচ্চারণ করিল?" এই চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তখন সর্ব্বাত্মা, করুণাময় পুণ্ডরীকাক্ষ হরি গগনাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়া সদয় ভাবে বসিষ্ঠকে বলিলেন, "বৎস! ও বৎস! পুত্রবৎসল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ! অদ্য তোমার পৌত্রের মুখকমল হইতে এই বেদমন্ত্র নির্গত হইয়াছে। মুনে! শক্তিসম্ভূত তোমার এই পৌত্র আমার তুল্য শক্তিমান্ হইবে। অতএব হে ব্রহ্মনন্দনশ্রেষ্ঠ! শোক পরিত্যাগ করিয়া সাদরে গাত্রোত্থান কর। এই গর্ভস্থ বালক, রুদ্রভক্ত ও রুদ্রপূজাপরায়ণ হইয়া রুদ্রদেবের প্রভাবে তোমার বংশ উদ্ধার করিবে।" করুণাময় ভগবান্ পুরুষোত্তম, মুনিবর বিপ্র বসিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া সেই খানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন, মহাতেজা বসিষ্ঠ, কমললোচন নারায়ণকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া অদৃশ্যন্তীর গর্ভস্পর্শ করিলেন। হে দ্বিজগণ! কিন্তু কিয়ৎক্ষণপরেই আবার হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া দুঃখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন এবং রোরুদ্যমানা অরুন্ধতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজ পুত্রকে স্মরণ করত দুঃখাবেগে বিলাপ করিতে লাগিলেন;—"পুত্র! একবার এস; অহে শক্তি! এই কুলরক্ষণ তোমার পুত্র অবলোকন করিয়া তোমার জননীর সহিত আমি তোমার নিকট গমন করিব সন্দেহ নাই।" সূত বলিলেন,—বিপ্র বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীকে আলিঙ্গন করত এইরূপ বিলাপ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন কল্যাণী অদৃশ্যন্তী দুঃখিত চিত্তে তনয়ের আশ্রয়স্থল স্বীয় গর্ভে করাঘাত করত বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাহাতে মহামতি বসিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী ভীতিবিহ্বল হইয়া বালিকা পুত্রবধূকে উত্থাপনপূর্ব্বক যথাক্রমে বলিতে লাগিলেন, বিচারশূন্যে! আর্য্যে! নিজ দুর্লভ গর্ভস্থলে করকমল আঘাত করিয়া সমস্ত বসিষ্ঠবংশ নির্ম্মূল করিতে কেন উদ্যতা হইয়াছ বল। ॥ ১৩—৩১॥ মুনিবর বসিষ্ঠ, শক্তির ঔরসজাত সন্তান তোমার গর্ভস্থ জানিয়া এবং সেই মহর্ষি পুত্রের মুখনির্গত বেদমন্ত্রধ্বনিরূপ অমৃত পান করিয়াই নিজ শরীর রক্ষার্থ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, অতএব নিজ শরীর রক্ষা কর। সূত বলিলেন, বসিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী পুত্রবধূকে এইরূপ বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অরুন্ধতী শোক-কাতরা ও বিহ্বলা হইয়া বসিষ্ঠের সম্মুখে পুত্রবধূকে বলিলেন, হে সুব্রতে! এই গর্ভস্থ বালকের, মুনিবর বসিষ্ঠের এবং আমার জীবন এখন তোমার উপরে নির্ভর করিতেছে। অতএব জীবন রক্ষা কর, দেহ ধারণ কর; অনুচিত কার্য্য করিও না। অদৃশ্যন্তী বলিলেন, মুনিবর! আপনি যখন আমার জন্য নিজ মঙ্গলকর দেহ রক্ষা করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন, তখন আমিও আমার এই অশুভ দেহ কষ্টে প্রতিপালন করিব। আমি যে নিতান্ত অভাগিনী, তাহাতে কোন সংশয় নাই; যেহেতু আমি পতিবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। মুনিবর! আমি যে, দুঃখদগ্ধ হইতেছি। মুনে! আমি বড় আশ্চর্য্যব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রভো! আমি আপনার পুত্রবধূ হইয়া কি না দুঃখভাগিনী হইলাম। হে জগদ্গুরো! ব্রহ্মপুত্র! ব্রহ্মন্! আমাকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন। যাহাই হউক, ইহলোকে বিধবা স্ত্রীর বড়ই হীনাবস্থা; হে আর্য্যশ্রেষ্ঠ! বিধবা নারী পরিভূতাই হইয়া থাকে। আমাকে সে কষ্ট হইতে রক্ষা করুন। পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র এবং শ্বশুর ইঁহারা স্ত্রীলোকের প্রকৃত পক্ষে বন্ধু নহেন। ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির বন্ধু এবং একমাত্র গতি। পণ্ডিতগণ যে বলেন, ভার্য্যা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, আমার পক্ষে তাহাও মিথ্যা হইল; কেননা শক্তি পরলোকে গিয়াছেন, আর আমি জীবিতাবস্থায় বর্ত্তমান। মুনিপুঙ্গব! ওঃ! আমার মন কি কঠিন! আমার সকল উৎসবের আধার সেই প্রাণতুল্য পতিকে কি না ছাড়িয়া রহিয়াছি! বসিষ্ঠ! যেমন অশ্বত্থ সদৃশ বৃহৎ পাদপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত লতা মূলহীন হইলেও, সত্বর মরে না, সেইরূপ পতিসঙ্গতা রমণীরাও বহুক্লেশেও ম্লান হয় না; কিন্তু আমি স্বামী হারাইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছি। ধীমান্ আশ্রমী বসিষ্ঠ, পুত্রবধূর কথা শুনিয়া আশ্রমগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অরুন্ধতীরও সে বিষয়ে অভিমতি হইল। ভগবান্ পুণ্যাত্মা বসিষ্ঠ অতি কষ্টে ভার্য্যা অরুন্ধতী এবং অদৃশ্যন্তীর সহিত চিন্তাকুলিতচিত্তে ক্ষণমধ্যে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন॥ ৩২—৫৪॥ হে মুনিবরগণ! পতিব্রতা শক্তিপত্নী বসিষ্ঠ বংশরক্ষার্থ বহুক্লেশে গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অরুন্ধতী যেমন শক্তিমান্ শক্তিকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ শক্তিপত্নিও দশমাস পূর্ণ হইলে সুপ্রভ তনয় প্রসব করিলেন। অদিতি যেমন বিষ্ণুকে, স্বাহা যেমন কার্ত্তিকেয়কে এবং অরণি যেমন অগ্নিকে প্রসব করেন, সেইরূপ শক্তিপত্নিও সাক্ষাৎ পরাশর ঋষিকে প্রসব করিলেন। যেই শক্তির পুত্র ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, অমনি পুণ্যাত্মা শক্তি ভ্রাতৃগণের সহিত দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকের সমতা প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! তখন সেই বসিষ্ঠপুত্র পিতৃলোকে অবস্থিত হইয়া

আদিত্যগণপরিবৃত ভাস্করের ন্যায় ভার্গবগণ সমভিব্যাহারে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে বিপ্রবরগণ! পরাশর ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতৃপিতামহ প্রপিতামহগণ সকলেই নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। ভূতলে ব্রহ্মবাদি মুনিগণ এবং স্বর্গে দেবগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। পুষ্করাদি মেঘগণ মৃদুবর্ষণ এবং দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। গৃধ্রাদি পক্ষিগণ রাক্ষসদিগের নগরে নগরে অশুভ চীৎকার করিতে লাগিল। আশ্রমবাসী মুনিগণ, আনন্দপরম্পরা অনুভব করিলেন। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী পরাশর, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মার ন্যায়, জলদজাল হইতে দিবাকরের ন্যায়, অদৃশ্যন্তী-গর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন অদৃশ্যন্তীর পুত্র মুখ দর্শন ও মৃত পতির স্মরণ হওয়াতে যুগপৎ সুখ দুঃখ হইল। অরুন্ধতী ও বসিষ্ঠেরও যুগপৎ সুখ দুঃখ হইল। বালিকা অদৃশ্যন্তী, নিজ তনয় মহাদ্যুতি পরাশরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিহ্বলভাবে রোদন করিলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠী হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সুহাসিনী অদৃশ্যন্তী, মহামতি পরাশর জন্মিবামাত্র তাঁহাকে দেবদানবগণপূজিত অনঘ বলিয়া জানিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রভো বসিষ্ঠনন্দন! এই পুত্র দর্শনাভিলাষিণী ম্লানমুখী ভার্য্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? তোমার ঔরসজাত অনঘ পুত্রকে অবলোকন কর। যেমন মহাদেব সহাস্যবদনে নিজ প্রমথগণ সমভিব্যাহারে কার্ত্তিকেয়কে অবলোকন করিয়াছিলেন, শক্তে! সেইরূপ তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া এই নিজ তনয়কে অবলোকন কর। অনন্তর মুনিবর বসিষ্ঠ-পুত্রবধূর সেই বিলাপ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রোদন করিও না" ॥ ৪৫—৫৯ ॥ হরিণ-শাবক-নয়না বসিষ্ঠ কুলবধূ বালিকা অদৃশ্যন্তী, বসিষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বালকের লালন পালন করিতে লাগিলেন। একদা শক্তিনন্দন পরাশর অশ্রুপূর্ণনয়না, শোকার্ত্তা সাধ্বী জননীকে মঙ্গলাভরণ-রহিতা দেখিয়া বলিলেন, হে অনঘে! জননি! তোমার এই দেহ মঙ্গলাভরণ-শূন্য বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলরহিত রজনীর ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে। মঙ্গলাভরণ ধারণ না করিবার কারণ কি? অদ্য তাহা বলিতে হইবে। আবার বলিলেন, অ মা! মা! অ শোভনে! তুমি বিধবার ন্যায় মঙ্গলাভরণ ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছ কেন; বলিতে হইবে। অদৃশ্যন্তী পুত্রের কথা শুনিয়াও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন ভগবান্ শক্তিনন্দন, অদৃশ্যন্তীকে আবার বলিলেন, মা! আমার মহাতেজা পিতা কোথায়? বল, শীঘ্র বল। অদৃশ্যন্তী পুত্রের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া রোদন করত বলিলেন, "তোমার পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে" বলিয়াই ভূতলে নিপতিত হইলেন। পৌত্রের কথা শুনিয়া দয়ালু বসিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী রোদন করত ভূতলে নিপতিত হইলেন। মুনিবর বসিষ্ঠের আশ্রমবাসী মুনিপুঙ্গব-গণও অবশিষ্ট রহিলেন না। ধীমান্ পরাশর "তোমার পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে" এই কথা মাতার মুখে শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, মাতঃ! আমি দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে ক্ষণকাল মধ্যে এই সচরাচর ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিব। আমি স্বয়ং পিতাকে দর্শন করিব এবং সকলকে দর্শন করাইব, এই আমার নিশ্চয়। তখন, অদৃশ্যন্তী, সেই শ্রবণসুখকর কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে ঈষৎ হাস্য করত পুত্রের দিকে চাহিয়া তাঁহার এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় বুঝিয়া বলিলেন, পুত্র! পুত্র! মহাদেবের পূজা কর ॥ ৬০—৭০ ॥ কৃপানিধি ধীমান্ মুনিপুঙ্গব ভগবান্ বসিষ্ঠ, পৌত্র শক্তিনন্দনের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া বলিলেন, হে সুব্রত! মুনিশ্রেষ্ঠ! পৌত্র! এই সঙ্কল্প তোমার উপযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকক্ষয় করা তোমার উচিত নহে। শক্তিনন্দন! শুন, রাক্ষসেরাই অপরাধী; রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য সর্ব্বেশ্বর শিবের অর্চ্চনা কর। ত্রৈলোক্য ত তোমার নিকট অপরাধী নহে। অনন্তর মহামতি শক্তি-নন্দন, বসিষ্ঠের আদেশে রাক্ষস বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর, তিনি অদৃশ্যন্তী, বসিষ্ঠ এবং অরুন্ধতীকে প্রণাম করিয়া বসিষ্ঠ সমীপে অস্থায়ী পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক, শিবসূক্ত, শুভ ত্র্যম্বক মন্ত্রদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর শক্তিনন্দন পরাশর, ত্বরিত রুদ্র, শিবসঙ্কল্প, নীলরুদ্র, শোভনরুদ্র, বামীয় ও পবমান সূক্ত এবং ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র, হোতৃমন্ত্র, লিঙ্গসূক্ত আর অথর্ব্ব শিরোমন্ত্র জপ করিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজান্তে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, ভগবন্! রুদ্র! শঙ্কর! রুধির রাক্ষস, আমার মহাতেজা পিতাকে পিতৃব্যগণের সহিত ভক্ষণ করিয়াছে; ভগবন্! আমি আমার পিতাকে পিতৃব্যগণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করি। লিঙ্গের নিকট এই কথা বারংবার বিজ্ঞাপন করত ভূতলে নিপতিত হইয়া হা রুদ্র! হা রুদ্র! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শঙ্কর, রুদ্র, তাঁহাকে দেখিয়া দেবীকে বলিলেন, মহাভাগে! দুর্গে! অশ্রুপূর্ণলোচন, আমার অনুস্মরণে ও আরাধনে সতত তৎপর একটী বালক দর্শন কর। সর্ব্বজন প্রশংসিতা মহাদেবী, পরাশরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, দুঃখসন্তপ্ত নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, নয়নযুগল পরিপূর্ণ; তিনি লিঙ্গপূজা কার্য্যে একান্ত আসক্ত এবং "হর! রুদ্র" এইরূপ কথাই তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। তখন উমা, জগতের মঙ্গলবিধাতা স্বামী ঈশানকে বলিলেন, পরমেশ্বর! প্রসন্ন হউন; এই বালকের সকল অভি-লাষ পূর্ণ করুন। ভার্য্যা আর্য্যা উমার কথা শুনিয়া হলাহলাশন পরমেশ্বর শঙ্কর, তাঁহাকে বলিলেন, ফুল্লনীল-কমললোচন এই দ্বিজ বালককে আমি রক্ষা করিব। ইহাকে আমি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি; এই বালক আমার রূপ দর্শনে সক্ষম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, একাদশরুদ্র এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ-পরিবৃত পরমেশ্বর ভগবান্ নীললোহিত, এই কথা বলিয়া সেই ধীমান্ মুনিবালককে আপনার রূপ প্রদর্শন করিলেন। পরাশরও মহাদেব-দর্শনে আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নয়ন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া সাদরে তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন ॥ ৭১—৮১ ॥ অনন্তর ভবানীর এবং মহাত্মা নন্দীর পদযুগলে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট বলিলেন, আজ আমার জীবন সফল হইল। আজ স্বয়ং শশিকলাশেখর মহাদেব যখন আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তখন এ জগতে কি দেবতা, কি দানব আমার তুল্য কে আছে?

অনন্তর, শক্তিনন্দন পরাশর, তথায় ক্ষণমধ্যেই পিতাকে পিতৃব্যগণ সমভিব্যাহারে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত দেখিলেন। তিনি পিতাকে সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ ভাস্বর সর্ব্বত্রগামী বিমানে তদীয় ভ্রাতৃগণ সহ অবস্থিত দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন গণনাথবৃন্দ-পরিবৃত সভার্য্য দেবদেব বৃষধ্বজ, পুত্র-দর্শন-তৎপর বসিষ্ঠ-নন্দন শক্তিকে বলিলেন, বিপ্রেন্দ্র! শক্তে! আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন বালক পুত্র, পত্নী অদৃশ্যন্তী, পিতা বসিষ্ঠ এবং মাতা দেবতাসদৃশী মহাভাগা কল্যাণী অরুন্ধতীকে অবলোকন কর। হে মহামতে! মাতা-পিতা উভয়কে প্রণাম কর। তখন শক্তিমান শক্তি, দেবদেব মহাদেব, এবং উমাকে প্রণাম করিয়া জগদীশ্বর শিবের আদেশে শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠকে এবং পতিদেবতা কল্যাণী মহাভাগা মাতাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন, বৎস! অ বৎস! বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি পরাশর! হে তাত! হে মহাত্মন্! তুমি গর্ভস্থ থাকাতে আমি রক্ষিত হইয়াছি। হে বৎস পরাশর! হে বালক! আজ যে তোমার মুখ দেখিলাম, ইহা আমার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ সদৃশ। বৎস! মহামতে! মহাভাগা অদৃশ্যন্তী মহাভাগা অরুন্ধতী এবং আমার পিতা বসিষ্ঠকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। বৎস! আমার সমুদয় বংশ তুমি উদ্ধার করিলে। মনীষিগণ সদাই বলিয়া থাকেন, পুত্রদ্বারা ইহ পরলোক জয় করা যায়। লোকভাবন প্রভু ঈশানের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত ঈশ্বর শঙ্করকে বন্দনা করিয়া গমন করিব। জিতেন্দ্রিয় শক্তি, পুত্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান, মহেশ্বরকে প্রণাম এবং মুনি সমাজে ভার্য্যাকে অবলোকন করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলেন। শক্তি-নন্দন পিতা গমন করিলেন দেখিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক শশিভূষণ শিবকে সুমধুর বাক্যে স্তব করিলেন। অনন্তর স্মরহর অন্ধকসূদন মহাদেব, তুষ্ট হইয়া শক্তিনন্দন পরাশরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। জগদম্বার সহিত মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলে, মন্ত্রজ্ঞ পরাশর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মন্ত্র প্রভাবে রাক্ষসবংশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯০—১০৭ ॥ তখন ধর্ম্মজ্ঞ বসিষ্ঠ, মুনিগণপরিবৃত হইয়া পৌত্রকে বলিলেন, বৎস! অত্যন্ত ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ পরিত্যাগ কর। রাক্ষসগণের অপরাধ নাই; তোমার পিতার অদৃষ্টেই তাহা ছিল। ক্রোধ, মূঢ়গণেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানীদিগের হয় না। তাত! কে কাহাকে মারিতে পারে? মনুষ্য ত আপনার কৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিয়া থাকে। বৎস! ক্রোধ—মনুষ্যগণের অতি ক্লেশসঞ্চিত যশ ও তপস্যা ফল বিলুপ্ত করে। নিরপরাধ অক্ষম-রাক্ষসদিগকে আর দগ্ধ করিয়া কাজ নাই। তোমার এই রাক্ষস যজ্ঞের বিরাম হউক; কেন না, ক্ষমাই সাধুগণের সার বস্তু। বসিষ্ঠ বাক্যের অলঙ্ঘনীয়তাপ্রযুক্ত, মুনিপুঙ্গব শক্তিনন্দন, তাঁহার আদেশমাত্রেই তৎক্ষণাৎ রাক্ষসযজ্ঞ শেষ করিলেন। তাহাতে মুনিসত্তম ভগবান্ বসিষ্ঠ, বড়ই প্রীত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র মুনিবর পুলস্ত্য, সেই যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়া বসিষ্ঠপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ ও আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রণত হইয়া অবস্থিত পরাশরকে বলিলেন, বৎস! অত্যন্ত বৈরস্থলেও তুমি যে গুরুবাক্যে ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, এই ফলে তোমার সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মিবে। তুমি যে ক্রুদ্ধ হইয়াও আমার সন্ততি-বিচ্ছেদ করিলে না—এজন্য হে মহাভাগ! তোমাকে অন্য এক প্রধান বর প্রদান করিতেছি। বৎস! তুমি পুরাণ-সংহিতা কর্ত্তা হইবে। তুমি দেবতাদিগের গূঢ় তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে। বৎস! আমার প্রসাদে তোমার কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গেই অসংদিগ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান হইবে। অনন্তর বদতাংবর ভগবান্ বসিষ্ঠ বলিলেন, পুলস্ত্য যাহা বলিলেন, এতৎসমস্তই সফল হইবে। অনন্তর, পুলস্ত্য এবং জ্ঞানী বসিষ্ঠের প্রসাদে পরাশর ছয়অংশে বিভক্ত সর্ব্বার্থসাধক নিখিলজ্ঞানের আধারভূত বিষ্ণুপুরাণ রচনা করেন। এই বিষ্ণুপুরাণ ষট্ সহস্র শ্লোকাত্মক। নিখিল বেদার্থপূর্ণ, পুরাণের মধ্যে চতুর্থ এবং সংহিতা সকলের মধ্যে সুশোভন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকটে সংক্ষেপে বসিষ্ঠ সন্ততিগণের উৎপত্তি এবং শক্তি-নন্দন পরাশরের প্রভাব বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১০৮—১২৬ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে বংশজ্ঞপ্রধান রোমহর্ষণ! তোমাকে আমাদিগের নিকট সংক্ষেপে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন করিতে হইবে। সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! অদিতি কশ্যপসংসর্গে পুত্র আদিত্যকে প্রসব করেন। সেই আদিত্যের তিন ভার্য্যা ছিল। রাজ্ঞী ছিলেন সংজ্ঞা; প্রভা ও ছায়া আর দুইটী ভার্য্যা। ইঁহাদিগের পুত্রগণের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, ত্বষ্ট তনয়া রাজ্ঞীসংজ্ঞা, সূর্য্য-সংসর্গে অত্যুৎকৃষ্ট বৈবস্বত মনু, যম, যমুনা এবং রেবতকে উৎপাদন করেন। প্রভা, আদিত্য-সহবাসে প্রভাতের জননী হইলেন। ছায়া সংজ্ঞাকল্পিত নিজচ্ছায়া মূর্ত্তি। হে দ্বিজগণ! ছায়া আদিত্যসংসর্গে সাবর্ণিমনু, শনি, তপতী এবং বিষ্টিকে যথাক্রমে উৎপাদন করেন। ছায়া নিজতনয় সাবর্ণিমনুর প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেন। বৈবস্বত মনু, ইহা সহ্য করিতেন। কিন্তু যম একদা ক্রোধে অধীর হইয়া ছায়াকে দক্ষিণ পদাঘাত করেন। ছায়া যমকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। তাঁহার শাপে যমের সেই উৎকৃষ্ট চরণ খানি, ক্লেদযুক্ত, পূয়শোণিত-পূর্ণ এবং কৃমিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন যম গোকর্ণ তীর্থে গমনপূর্ব্বক, ফলাহারী, জলাহারী এবং বায়ুভোজী হইয়া অযুত অযুত বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিলেন। যম, শিবের প্রসাদে উৎকৃষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন; এবং সেই দেবদেব শূলপাণির প্রভাবে শাপমুক্তও হন।

পূর্ব্বকালে, অনিন্দিতা ত্বষ্টৃতনয়া সংজ্ঞা, সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নামে আপনার ছায়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করেন। তাঁহাকেই সূর্য্যালয়ে রাখিয়া সেই সুব্রতা, আপনি বড়বারূপধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। (ছায়া এইরূপে সূর্য্যপত্নী হন)। ছায়াপতি প্রভু সূর্য্য, কালক্রমে বহুযত্নে ছায়াকে ছায়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক বড়বারূপিণী সংজ্ঞাতে অশ্বরূপে উপগত হন। তখন বড়বারূপিণী ত্বষ্টৃ-তনয়া সংজ্ঞা, সূর্য্যসংসর্গে দেবগণের বৈদ্য-প্রধান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উৎপাদন করেন। পরে সংজ্ঞা-পিতা মহাত্মা ত্বষ্টা সূর্য্যকে চাঁচিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ তেজ হ্রাস করিয়াছেন। ভগবান্ ত্বষ্টা, প্রধান দিব্য অস্ত্র ভীষণ বিষ্ণুচক্র, সূর্য্যমণ্ডল হইতে অর্থাৎ ক্ষোদন-বিচ্যুত সূর্য্যতেজদ্বারা নির্ম্মাণ করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ, সুদর্শন নামে খ্যাত কালাগ্নিসন্নিভ সেই শুভ চক্র রুদ্র-প্রসাদে লাভ করেন।

বৈবস্বত মনুর আত্মসদৃশ নয়টী পুত্র উৎপন্ন হন। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, সুবুদ্ধিমান্ নাভাগ, দিষ্ট, করূষ এবং পৃষধ্র এই নয় জন মনুপুত্র। ইলা, মনুর প্রধানা জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইলা পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। হে মুনিবরগণ! মিত্রাবরুণের প্রসাদে পুরুষত্ব প্রাপ্তির পর ইলার নাম হয় সুদ্যুম্ন॥ ১—২০॥ সেই মনুপুত্র শ্রীমান্ সুদ্যুম্ন, এক শরবণে গিয়া শিববাক্যপ্রভাবে পুনরায় স্ত্রীত্ব লাভ করেন। তাঁহার এই স্ত্রীত্ব প্রাপ্তিই চন্দ্রবংশ-বিস্তারের কারণ। ইক্ষ্বাকুর অশ্বমেধপ্রভাবে, ইলা কিম্পুরুষ হন। অর্থাৎ ইলা এক মাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ থাকিবেন, এই নিয়ম হওয়াতে তাঁহার নিন্দিত পুরুষত্ব লাভ হয়। ইলা একমাস অন্তর যখন পুরুষ হইতেন, তখন তাঁহার নাম হইত সুদ্যুম্ন। তিনি এক মাস বীরপুরুষ হইতেন, আবার এক মাস স্ত্রীলোক হইতেন। ইলা একদা সোমপুত্র বুধের গৃহে গমন করেন। বুধ, অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে মৈথুনে রত করেন। তৎপরে সেই চন্দ্র-নন্দন বুধের ঔরসে ইলার গর্ব্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তিনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্বপুরুষ, বুদ্ধিমান্, প্রতাপশালী এবং শিবভক্ত। হে তপোধনগণ! ইক্ষ্বাকুর বংশ বর্ণনা পরে করিব। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় এবং বিনতাশ্ব নামে তিন পুত্র হন। উৎকল উৎকলের, পশ্চিম রাজ্য বিনতাশ্বের এবং পরম শোভনা গয়াপুরী গয়ের অধিকারভুক্ত। সেই গয়াতে দেবগণের সম্পূর্ণ অধিষ্ঠান এবং পিতৃগণের সতত অবস্থান। জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকুই জ্যেষ্ঠভাগোচিত মধ্যদেশ প্রাপ্ত হন। স্ত্রীভাবপ্রযুক্ত সুদ্যুম্ন প্রধান ভাগ প্রাপ্ত হন নাই। বসিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রতিষ্ঠান নগরে মহাদ্যুতি মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সুদ্যুম্নের অধিকার হইল। স্ত্রীপুরুষলক্ষণান্বিত মহাভাগ মহাযশা মনুপুত্র সুদ্যুম্ন, সেই রাজ্য পাইয়া তাহা পুরূরবাকে প্রদান করেন। ইক্ষ্বাকু হইতে বিকুক্ষির উৎপত্তি। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্রের মধ্যে ধর্ম্মবিত্তম বীর বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ। বিকুক্ষির পঞ্চদশ পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র সুযোধন॥ ২১—৩২॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সুযোধনের পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র রাজা বিশ্বক। বিশ্বকের পুত্র বুদ্ধিমান্ আর্দ্রক। যুবনাশ্ব আর্দ্রকের পুত্র। মহাতেজা শ্রাবস্তি যুবনাশ্বের পুত্র। হে দ্বিজবরগণ! শ্রাবস্তিই গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করেন। শ্রাবস্তির পুত্র বংশক। বংশক হইতে বৃহদশ্বের উৎপত্তি। কুবলাশ্ব বৃহদশ্বের পুত্র। মহাবল ধুন্ধু অসুরকে বিনাশ করাতে কুবলাশ্বের ধুন্ধুমার সংজ্ঞা হয়। ধুন্ধুমারের—দৃঢ়াশ্ব, চণ্ডাশ্ব এবং কপিলাশ্ব, এই তিন পুত্র ত্রৈলোক্য বিখ্যাত॥ ২৩—৩৬॥ দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ। হর্য্যশ্ব প্রমোদের পুত্র। হর্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ। সংহতাশ্ব নিকুম্ভের পুত্র। সংহতাশ্বের দুই পুত্র কৃশাশ্ব এবং রণাশ্ব। রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র। মান্ধাতার পুরুকুৎস, বীর্য্যবান্ অম্বরীষ এবং পুণ্যাত্মা মুচকুন্দ এই তিন পুত্রই ত্রিভুবন বিখ্যাত। শেষ যুবনাশ্ব অম্বরীষের পুত্র। যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। এই হরিত-বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়া হারিতনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহারা অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। মহাযশা ত্রসদস্যু, পুরুকুৎসের ঔরসে নর্ম্মদার গর্ভে উৎপন্ন। ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূতি। সম্ভূতির এক পুত্র বিষ্ণুবৃদ্ধ। এই বিষ্ণুবৃদ্ধ হইতে বিষ্ণুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। এই সকল ব্রাহ্মণ অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। সম্ভূতি অনরণ্য নামে আর পুত্র উৎপাদন করেন। হে দ্বিজগণ! রাবণ ত্রিলোক-বিজয়ের সময় এই অনরণ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন। অনরণ্যের পুত্র বৃহদশ্ব। হর্য্যশ্ব বৃহদশ্বের পুত্র। হর্য্যশ্বের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে বসুমনা রাজার উৎপত্তি। শিব-চিন্তাপরায়ণ ত্রিধন্বা বসুমনার পুত্র॥ ৩৭—৪৫॥ সেই শিবভক্ত প্রতাপসম্পন্ন রাজা, ব্রহ্মনন্দন তণ্ডীর শিষ্য হইয়া তাঁহার আদেশে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠের ফল-প্রাপ্তি পুরঃসর গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মাত্মা রাজা সুধন্বার তাদৃশ ধন ছিল না। তিনি একদা কিরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করি? এই চিন্তায় আকুল আছেন, ইত্যবসরে; ব্রহ্মপুত্র তণ্ডি নামক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। হে দ্বিজসত্তমগণ! রাজা, সেই তণ্ডীর নিকট হইতে ব্রহ্মকথিত শিবের সহস্র নাম প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র দ্বিজোত্তম তণ্ডি, এই সহস্র নামদ্বারা মহেশ্বরের স্তব করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর, রাজা ত্রিধন্বা, তণ্ডীর নিকট সহস্র নাম লাভ করিয়া, তণ্ডিকথিত সেই সহস্র নাম জপফলে গাণপত্য প্রাপ্ত হন॥ ৪৬—৫০॥ ঋষিগণ বলিলেন, ব্রহ্মনন্দন তণ্ডী, নিখিল বেদার্থপূর্ণ যে শিবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হে সুব্রত! সূত! এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে সেই সহস্র নাম তোমাকে বলিতে হইবে। সূত বলিলেন, হে সুব্রতগণ! সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ অমিততেজা শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম শ্রবণ কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইহা পাঠ করিলে গাণপত্য লাভ হয়। শিবের সহস্র নাম স্তোত্র যথা স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভানু, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, সর্ব্বকর, ভব, জটী, দণ্ডী, শিখণ্ডী, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, হরি, হরিণাক্ষ, সর্ব্ব-ভূতহর, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শান্তাত্মা, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খচর, গোচর, অর্দ্দন, অভিবাদ্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতধারণ, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোক, প্রজাপতি, মহারূপ, মহাকায়, শবরূপ, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভূত, বিরূপ, বামন

নর, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, প্রসাদ, ভয়দ, বিভু, পবিত্র, মহান্, নিয়ত, নিয়তাশ্রয়, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বকর্ম্মা, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোম, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, গ্রহ, মঙ্গল, গ্রহপতি বৃহস্পতি, মত (বুধ), রাজা (শুক্র), রাজ্যোদয় (রাহু) কর্ত্তা, মৃগবাণার্পণ, ঘন, মহাতপা, দীর্ঘতপা, অদৃশ্য, ধনসাধক, সংবৎসর, কৃত, মন্ত্র, প্রাণায়াম, পরন্তপ, যোগী, যোগ, মহাবীজ, মহারেতাঃ, মহাবল, সুবর্ণরেতাঃ, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বৃষবাহন, দশ-বাহু, অনিমিষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বলাগ্রণী, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগ্বাসাঃ, কাম্য, মন্ত্রবিৎ, পরম, মন্ত্র (গুপ্ত সংভাষণীয়,) সর্ব্বভাবের, হর, কমণ্ডলুধর, ধন্বী, বাণহস্ত, কপালবান্, শরী, শতঘ্নী খড়্গা, পট্টিশী, অয়ুধী, মহান্ (মহত্তত্ত্বস্বরূপ), অজ, মৃগরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, বিধি, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র, উদগ্র, বিনত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপ, সর্ব্বার্থ, মুণ্ড, সর্ব্বশুভঙ্কর, সিংহ শার্দ্দূলরূপ, গন্ধকারী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতাঃ, ঊর্দ্ধলিঙ্গী, ঊর্দ্ধশায়ী, নভঃ, তল, ত্রিজটী, চীরবাসা, রুদ্র, সেবা, পতি, বিভু, আহোরাত্র, নক্ত, তিগ্মমন্যু, সুবর্চ্চ, গজহা, দৈত্যহা, কাল, লোকধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপাণামার্দ্রচর্ম্মাম্বরধর, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বাবাস, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, সর্ব্বদর্শী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, সর্ব্বসার, অমৃতেশ্বর, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তন, সর্ব্বসাধক, সকার্ম্মুক, মহাবাহু, মহাঘোর, মহাতপা; মহাশর, মহাপাশ, নিত্য, গিরিবর, অমত, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অনিন্দিত, অঘমর্ষণ, অমর্ষণাত্মা, যজ্ঞহা, কামনাশন, দক্ষহা, পরিচারী প্রহস, মধ্যম, তেজঃ, অপহারী, বলবান্, বিদিত, অভ্যুদিত, বহু, গম্ভীর ঘোষ, যোগাত্মা, যজ্ঞহা, কামনা, অশন, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীর-বলবাহন, ন্যগ্রোধরূপ, ন্যগ্রোধ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বভুক্, তীক্ষ্ণ, অপায়, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্ম, কালবিৎ, বিষ্ণু, প্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, হুতাশন সহায়, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজা, মহাতেজা, জয়, বিজয় কালবিৎ, জ্যোতিষাময়ন, সিদ্ধি, সন্ধি, বিগ্রহ, খড়্গী, শঙ্খী, জটী, জ্বালী, খচর, দ্যুচর, বলী, বৈণবী, পণবী, কাল, কালকণ্ঠ, কটঙ্কট, নক্ষত্রবিগ্রহ, ভাব, নিভাব, সর্ব্বতোমুখ, বিমোচন, শরণ, হিরণ্যকবচোদ্ভব, মেখলা, আকৃতিরূপ, জলাচার, স্তুত, বীণী, পণবী, তালী, নালী, কলিকটু, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, সর্ব্বব্যাপী, অপরিগ্রহ, ব্যালরূপী, বিলা-বাসী, গুহাবাসী, তরঙ্গবিৎ, বৃক্ষ, শ্রীমাল্যকর্ম্মা, সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন, বন্ধন, সুরেন্দ্রযুদ্ধে-শত্রুবিনাশন, সখা, প্রহাস, দুর্ব্বাপ, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দ, আবির্ভাব, তুল্য, যজ্ঞ-বিভাগবিৎ, সর্ব্ববাস, সর্ব্বচারী, দুর্ব্বাসা, বাসব, মত, হৈম, হেমকর, যজ্ঞ, সর্ব্বধারী, ধরোত্তম, আকাশ, নির্ব্বি-রূপ, বিবাসা, উরগ, খগ, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, রৌদ্ররূপ, সুরূপবান্, বসুরেতা, সুবর্চ্চস্বী, বসুবেগ, মহাবল, মন, বেগ, নিশা, চার, সর্ব্বলোকশুভপ্রদ, সর্ব্বাবাসী, ত্রয়ীবাসী, উপ-দেশকর, অধর, মুনি, আত্মা, মুনি (বকবৃক্ষস্বরূপ), লোক, সভাগ্য, সহস্রভুক্, পক্ষী, পক্ষরূপ, অতিদীপ্ত, নিশাকর,

সমীর, দমনাকার, অর্থ, অর্থকর, বশ, বাসুদেব, দেব, বামদে বামন, সিদ্ধিযোগাপহারী, সিদ্ধ, সর্ব্বার্থসাধক, অক্ষুণ্ণ, ক্ষুণ্ণরূ বৃষণ, মৃদু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, ষষ্টিভাগ, গবাংপতি চক্রহস্ত, বিষ্টম্ভী, মূলস্তম্ভন, ঋতু, ঋতুকর, তাল, মধু, মধুকর বর, বানস্পত্য, বাজসন, নিত্য, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী লোক-চারী, সর্ব্বচারী, সুচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, নিশাচারী অনেকদৃক্, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, নন্দি, নন্দিকর, হর, নন্দী-ঈশ্বর, সুনন্দী, নন্দন, বিষমর্দ্দন, ভগহারী, নিয়ন্তা, কাল লোকপিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ সুরাধ্যক্ষ, কালাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা অধ্যাত্মা, অনুগত, বল ইতিহাস, কল্প, দমন জগদীশ্বর, দম্ভ, দম্ভকর, দাতা, বংশ, বংশকর, কলি লোককর্ত্তা, পশুপতি, মহাকর্ত্তা, অধোক্ষজ, অক্ষর, পরম ব্রহ্ম, বলবান্, (রূপবান্), শুক্র (শুক্লবর্ণ) নিত্য, অনীশ শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধ, মান, গতি, হবি, প্রাসাদ, বল (কৈলাসাদি-স্থানপতি), দর্প, (অসুরমোহক), দর্পণ, হব্য, ইন্দ্রজিৎ বেদকার, সূত্রকার, বিদ্বান্, পরমর্দ্দন, মহামেঘ, নিবাসী মহাঘোর, বশীকর, (সংহারক), অগ্নিজ্বাল, মহাজ্বাল পরিধূম্রাবৃত, রবি, বিষণ, শঙ্কর, নিত্য, বর্চ্চস্বী, ধূম্রলোচন নীল, অঙ্গলুপ্ত, শোভন, নরবিগ্রহ, স্বস্তি, স্বস্তিস্বভাব ভোগী, ভোগকর, লঘু, উৎসঙ্গ, মহাঙ্গ, মহাগর্ভ, প্রতাপবান্ কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, সর্ব্ববর্ণিক, মহাপাদ, মহাহস্ত মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহামিত্র, নগালয় মহাস্কন্ধ, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাস, মহাকণ্ঠ মহাগ্রীব, শ্মশানবান্, (কাশীপতি) মহাবল, মহাতেজা অন্তরাত্মা, মৃগালয়, লম্বিতোষ্ঠ, নিষ্ঠ, মহাশয়, পয়োনিধি মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোম মহাকেশ, মহাজট, অসপত্ন, প্রসাদ (অসুরঘাতী,) প্রত্যয় গীতসাধক, প্রস্বেদন, অস্বহেন, আদিক, মহামুনি, বৃষব বৃষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, মণ্ডলী, মেরুবাস, দেববাহন অথর্ব্বশীর্ষ, সামাস্য, ঋক্‌সহস্রাজ্জিতেক্ষণ, যজুঃপাদভুজ গুহ্য, প্রকাশৌজাঃ, অমোঘার্থপ্রসাদ, অন্তর্ভাব্য, সুদর্শন উপহার, প্রিয়, সর্ব্ব, কনক, কাঞ্চনস্থিত, নাভি, নন্দিকর (যজ্ঞফল সমৃদ্ধিকর্ত্তা) হর্ম্ম্য, পুষ্কর, স্থপতি, স্থিত, সর্ব্বশাস্ত্র (সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক) ধন, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্বা, সমাহিত, নগ নীল, কবি, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকার, ভূত ভাবন, সারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মগোপ্তা, ভস্মভূততনু, গণ আগম, বিলোপ, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুক্ল, স্ত্রীরূপসম্পন্ন শুচি, ভূতনিষেবিত, আশ্রমস্থ, কপোতস্থ, বিশ্বকর্ম্মা, পতি বিরাট, বিশালশাখ, তাম্রোষ্ঠ; অম্বুজাল, সুনিশ্চিত; কপিল ক্লেশ, স্থূল আয়ুধ, রোমশ, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, তার্ক্ষ্য অবিজ্ঞে সুশারদ, পরশ্বধায়ুধ, দেব, অর্থকারী, সুবান্ধব, তুম্ববী মহাকোপ, ঊর্দ্ধরেতা, জলেশয়, উগ্রবংশকর, বংশ, বংশবাদী অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গরূপী, মায়াবী, সুহৃদ, (সাধুগণে আশ্রয়) অনিল, বল, (বলরামস্বরূপ) বন্ধন, বন্ধকর্ত্তা সুবন্ধন বিমোচন, রাক্ষসঘ্ন, কামারি, মহাদংষ্ট্র, মহায়ু লম্বিত, লম্বিতোষ্ঠ, লম্বহস্ত, বরপ্রদ, বাহু, অনিন্দিত, সর্ব শঙ্কর, অকোপন, অমরেশ, মহাঘোর, বিশ্বদেব, সুরারিহ

অহির্ব্রধ্ন, নির্ঋতি, চেকিতান, হলী, অজৈকপাৎ, কপালী, শঙ্কুমার, মহাগিরি, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, সূর্য, বৈশ্রবণ, ধাতা, বিষ্ণু, শক্র, মিত্র, ত্বষ্টা, ধ্রুব, ধর, প্রভাস, পর্ব্বত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, ধৃতি, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, নীর, তীর্থ, ভীম, সর্ব্বকর্ম্মা, গুণোদ্বহ, পদ্মগর্ভ, চন্দ্রবক্ত্র, নভ, অনঘ, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যকৃত্তম, ক্রুরকর্ত্তা, ক্রুরবাসী, তনু, আত্মা, মহৌষধ, সর্ব্বাশয়, সর্ব্বচারী, প্রাণেশ, প্রাণিনাংপতি, দেবদেব, সুখোৎসিক্ত, সৎ, অসৎ, সর্ব্বরত্নবিৎ, কৈলাসস্থ, গুহাবাসী, হিমবদ্ গিরিসংশ্রয়, কুলহারী, কুলকর্ত্তা, বহুবিত্ত, বহুপ্রজ, প্রাণেশ, বন্ধকী (মায়া). বৃক্ষ (মায়াচ্ছেদক,) নকুল, অদ্রিক, হ্রস্বগ্রীব, মহাজানু, অলোল, মহৌষধি, সিদ্ধান্তকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দঃ. ব্যাকরণোত্তব, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহাস্য, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগৎকাল, কাল, কম্পী, তরু, তনু, সারঙ্গ, ভূতচক্রাঙ্ক, কেতুমালী, সুবেধক, ভূতালয়, ভূতপতি, অহোরাত্র (সূর্য্যত্রাতা), অমল, মল, বসুভৃৎ, সর্ব্বভূতাত্মা, নিশ্চল, সুবিহু, বুধ, সর্ব্বভূতানামসুহৃৎ, নিশ্চল (অমনস্ক), চলবিৎ, বুধ, অমোঘ, সংযম, হৃষ্ট, ভোজন, প্রাণধারণ, ধৃতি-মান্, মতিমান্, ত্র্যক্ষ, সুকৃত, যুধাংপতি, গোপাল, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, হর, হিরণ্যবাহু, গুহাবাস, প্রবেশন, মহা-মনা, মহাকাম, চিত্তকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধার, সুরাপ, তাপ-কর্ম্মরত, হিত, মহাভূত, ভূতবৃত, অপ্সরাঃ. গণসেবিত, মহাকেতু, ধরাধাতা, নৈকতানরত, স্বর, অবেদনীয়, আবেদ্য, সর্ব্বগ, সুখাবহ; তারণ, চরণ, ধাতা, পরিধা (পৃথিবী), পরি-পূজিত, সংযোগী, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, গণিক, গণাধিপ, নিত্য, ধাতা, সহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবাহু, সুদেব, সুপর্ব্বণ, আষাঢ়, সুষার, স্কন্দ, হরিত, হর, বপুঃ, আবর্ত্তমান, অন্য, বপুশ্রেষ্ঠ, মহাবপুঃ, শিরঃ, বিমর্ষণ, সর্ব্বলক্ষল্যক্ষণভূষিত, অক্ষয়, রথগীত, সর্ব্বভোগী, বহাবল, সাম্নায়, মহাম্নায়, তীর্থদেব, মহাযশা, নির্জ্জীব, জীবন, মন্ত্র, সুভগ, বহুকর্কশ, রত্নভূত, রত্নাঙ্গ, মহার্ণবনিপাতবিৎ, মূল, বিশাল, অমৃত, ব্যক্তাব্যক্ত, তপোনিধি, আরোহণ, অধিরোহ, শীলধারী, মহাতপাঃ মহাকণ্ঠ, মহাযোগী, যুগ, যুগকর, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, বহন, গহন, নগ, ন্যায়, নির্ব্বাপণ, অপাদ, পণ্ডিত, অচলোপম, বহুমাল, মহামাল, শিপিবিষ্ট, সুলোচন, বিস্তার, লবণ, কূপ, কুসুমার্দ্ধ, ফলোদয়, ঋষভ, বৃষভ, ভঙ্গ, মণিবিন্দু-জটাধর, ইন্দু, বিসর্গ, সুমুখ শূর, সর্ব্বায়ুধ, সহ, নিবেদন, সুধাজাত, স্বর্গদ্বার, মহাধনু, গিরাবাস, বিসর্গ, সর্ব্বলক্ষণলক্ষবিৎ, গন্ধমালী, ভগবান্, অনন্ত, সর্ব্বলক্ষণ, সন্তান, বহুল, বাহু, সকল, সর্ব্বপাবন, করস্থালী, কপালী, ঊর্দ্ধসংহনন, যুবা, যন্ত্রতন্ত্রসুবিখ্যাত, লোক (সূর্য্যাদিস্বরূপ) সর্ব্বাশ্রয়, ঋতু, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডী, বিকুর্ব্বণ (কর্ম্মালভ্য.) বার্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রী, দীপ্ততেজা, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য, সর্ব্বলোককৃত, পবিত্র, ত্রিমধু মন্ত্র, কনিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গল, ব্রহ্মদণ্ড বিনির্ম্মাতা, শতঘ্ন, শতপাশধৃক্, কলা, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, অহন্, ক্ষপা, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্রপ্রদ, বীজ, লিঙ্গ, আদ্য, নির্ম্মুখ, সদসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, মোক্ষদ্বার, প্রজাদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, হৃদয় (মনোগ্রাহ্য) ব্রহ্মলোক, পরাগতি, দেবাসুর-বিনির্ম্মাতা, দেবাসুরপরায়ণ, দেবাসুরগুরু, দেব, দেবাসুর-নমস্কৃত, দেবাসুর মহামাত্র, দেবাসুরগণাশ্রয়, দেবাসুর-গণাধ্যক, দেবাসুরগণাগ্রণী, দেবাধিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুর-বরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, বিষ্ণু, দেবাসুর মহেশ্বর, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বয়ংভব, উদ্গাত; বিক্রম, বৈদ্য, বরদ, বরজ, অম্বর, ইজ্য, হস্তী, ব্যাঘ্র, দেবসিংহ, মহর্ষভ, বিবুধাগ্র্য, সুর, শ্রেষ্ঠ, স্বর্গদেব, উত্তম, সংযুক্ত, শোভন, বক্তা, আশানাংপ্রভব, অব্যয়, গুরু, কান্ত, নিজ, সর্গ, পবিত্র, সর্ব্ববাহন, শৃঙ্গী, শৃঙ্গপ্রিয়, বভ্রু, রাজরাজ, নিরাময়, অভি-রাম, সুশরণ, নিরাম, সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, হরিণ, ব্রহ্মবর্চ্চস, স্থাবরাণাংপতি, নিয়তেন্দ্রিয়, বর্ত্তন, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বভূতার্থ, অচিন্ত্য, সত্য, শুচিব্রত, ব্রতাধিপ, পরব্রহ্ম, মুক্তানাং পরমাগতি, বিমুক্ত, মুক্তকেশ, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন, এবং জগৎ। আমি ব্রহ্মার নিকট অনুমতি পাইয়া প্রধান নাম শিব নামের সহিত এই সহস্র নাম স্তোত্র দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রভু শিবকে ভক্তি-সহকারে স্তব করিলাম। মহাযশা ত্রৈলোক্যবিখ্যাত রাজা ত্রিধন্বা, প্রভু তণ্ডীর প্রসাদে তাঁহার নিকট হইতে শিবস্তব লাভ ও শিবের স্তব করিয়া সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভপূর্ব্বক গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন ॥৫১—১৭১॥ হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, শ্রবণ করে, কিংবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়। সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্বর্ণচোর, বিমাতৃগামী, শরণাগতঘাতী, মিত্রঘাতী, বিশ্বাসঘাতক, মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, যজ্ঞদীক্ষিত-ঘাতক এবং ভ্রূণহত্যাকারী ব্যক্তিও ত্রিসন্ধ্যা শিবালয়ে এই সহস্র নাম জপ ও ত্রিসন্ধ্যা শিব পূজা করিলে; সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ১৭২—১৭৫ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ত্রিধন্বা তণ্ডীর প্রসাদে শিবের অনুগ্রহ লাভপূর্ব্বক বিশেষ যত্নসাধ্য সহস্র অশ্বমেধফল লাভ করিয়া সনাতন গাণপত্য প্রাপ্ত ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত হইলেন। ত্রয্যারুণ রাজা ত্রিধন্বার পুত্র। ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। সত্যব্রত পাণিগ্রহণ মন্ত্র সমাপ্ত হইতে না হইতে অমিতৌজা নামক বিদর্ভাধিপতিকে বধ করিয়া, পরিণয়মানা তদীয় ভার্য্যাকে হরণ করেন। রাজা ত্র্যয্যারুণ, সেই অধর্ম্মযুক্ত পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। হে দ্বিজগণ! সত্যব্রত পিতৃত্যক্ত হইয়া, পিতাকে বলিলেন; আমি যাই কোথায়? পিতা তাঁহাকে চাণ্ডালজাতির সহিত থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে বলিলেন। ধীমান্ বীর সত্যব্রত, পিতৃবাক্যে চাণ্ডাল পল্লীর নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পিতা ত্রয্যারুণ বন গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ পুণ্যাত্মা রাজা সত্যব্রত বসিষ্ঠকোপে ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত হন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র মুনি; ত্রিশঙ্কুকে বরপ্রদানপূর্ব্বক, পৈতৃক

রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞ করান। বিভু-বিশ্বামিত্র, দেবগণ ও বসিষ্ঠের সমক্ষেই তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গারূঢ় করেন। কেকয়বংশসম্ভূতা সত্যব্রতা নাম্নী তদীয় মহিষীর গর্ভে, নিষ্পাপ হরিশ্চন্দ্রের উৎপত্তি। বীর্য্যবান্ রোহিত, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। রোহিতের পুত্র হরিত। ধুন্ধু হরিতের পুত্র। ধুন্ধুর দুই পুত্র বিজয় এবং সুতেজাঃ। সর্ব্বদেশস্থিত ক্ষত্রিয়গণের জেতা বলিয়া তাঁহার নাম হয় বিজয়। পরম ধার্ম্মিক রাজা রুচক বিজয়ের পুত্র। রুচকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু। পরম ধার্ম্মিক রাজা সগর, বাহুর পুত্র। সগরের দুই ভার্য্যা প্রভা এবং ভানুমতী। তাঁহারা পুত্রাভিলাষে অগ্নিতুল্য ঔর্ব্বঋষিকে আরাধনা করেন। ঔর্ব্ব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে যথাভিলষিত উৎকৃষ্ট বর প্রদান করেন। ঐ দুই মহিষীর মধ্যে একজন ষাট হাজার পুত্র এবং একজন বংশধর এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভা বহুপুত্র এবং ভানুমতী একপুত্র প্রার্থনা করেন। ভানুমতীর পুত্র হইলে তাঁহার নাম হইল অসমঞ্জা। অনন্তর প্রভা ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিলেন। এই প্রভাপুত্রগণ, পৃথিবী খনন করিতে করিতে কপিলরূপী নারায়ণের হুঙ্কারবাণে দগ্ধ হন॥ ১—১৮॥ অসমঞ্জার পুত্র বিখ্যাত অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই তপস্যা করিয়া গঙ্গা আনয়ন করেন। এই জন্য গঙ্গার নাম ভাগীরথী। ভগীরথের পুত্র শ্রুত। শিবভক্ত প্রতাপবান্ নাভাগ, শ্রুতের পুত্র। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। পৃথিবী নাভাগ এবং অম্বরীষের* ভুজবল পালিতা হইয়া সম্পূর্ণরূপে ত্রিতাপবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্যবান অযুতায়ু। মহাযশা ধীমান্ ঋতুপর্ণ, অযুতায়ুর পুত্র। এই বলবান্ রাজা ঋতুপর্ণ, নলের সখা এবং দিব্য অক্ষক্রীড়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন। পুরাণে দুইজন নল প্রসিদ্ধ। দুইজনেই দৃঢ়ব্রত, এক নল বীরসেনের পুত্র. আর এক নল্ ইক্ষ্বাকুবংশীয়। নরপতি সার্ব্বভৌম ঋতুপর্ণের পুত্র। ইন্দ্রতুল্য রাজা সুদাস, সার্ব্বভৌমের পুত্র। সৌদাস নামে রাজা সুদাসের পুত্র। এই সৌদাস কল্মাষপাদ এবং মিত্রসহ নামে বিখ্যাত। মহাতেজা বসিষ্ঠ, কল্মাষপাদের ক্ষেত্রে ইক্ষ্বাকুবংশবর্দ্ধন অশ্মককে উৎপাদন করেন। উত্তরার গর্ভে অশ্মকের মূলক নামে পুত্র হয়। সেই রাজা পরশুরামভয়ে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হন। বন মধ্যে গিয়া রক্ষা পাইবার আশয় সুতরাং রমণীগণ, তাঁহার উৎকৃষ্ট কবচস্বরূপ হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত তাঁহার নামও হয় নারীকবচ॥ ১৯—২৯॥ ধর্ম্মাত্মা রাজা শতরথ, মূলকের পুত্র। বলবান্ রাজা ইলবিল শতরাম হইতে উৎপন্ন। প্রতাপবান্ শ্রীমান বৃদ্ধশর্ম্মা ইলবিলের পুত্র। তৎপুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের ঔরসে পিতৃকন্যা দিলীপকে উৎপাদন করেন। এই দিলীপ খট্টাঙ্গ নামে বিখ্যাত। খট্টাঙ্গ স্বর্গ হইতে ভূতলে আসিবার পর এক মুহূর্ত্ত জীবন আছে জানিয়া সত্য ও জ্ঞানপ্রভাবে লোকত্রয় এবং অগ্নিত্রয় জয় করেন। খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। দীর্ঘবাহু হইতে রঘুর উৎপত্তি। রঘুর পুত্র অজ, শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ রাজা দশরথ অজের পুত্র। দশরথের ঔরসে ধর্ম্মজ্ঞ লোকবিখ্যাত ইক্ষ্বাকু বংশবর্দ্ধন বীর রাম, ভরত, লক্ষ্মণ এবং মহাবল শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হন। মহাতেজা মহাবীর রাম, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ এবং বহুতর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দশসহস্র বৎসর রাজ্য করেন। রামের এক পুত্র কুশনামে বিখ্যাত। সুমহাভাগ, ধীমান্, মহাবীর লব, তাঁহার আর এক পুত্র। কুশ হইতে অতিথির উৎপত্তি। অতিথির পুত্র নিষধ। নল নিষধের ঔরসে উৎপন্ন। নলের পুত্র নভাঃ। নভার পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। প্রতাপবান্ বীর দেবানীক তাঁহার পুত্র। দেবানীকের পুত্র অহীনর। তাঁহার পুত্র সহস্রাশ্ব। সহস্রাশ্বের পুত্র শুভ এবং চন্দ্রাবলোক। চন্দ্রাবলোকের পুত্র তারাপীড়। চন্দ্রগিরি তারাপীড়ের পুত্র। চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুচন্দ্র। শ্রুতায়ু ভানুচন্দ্রের পুত্র। ভানুচন্দ্রের আর পুত্র বৃহদ্বল। এই মহাতেজা বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকর্ত্তৃক নিহত হন। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ, প্রায় সকলেই রাজা। তন্মধ্যে ইহারা বংশ প্রধান। প্রাধান্যপ্রযুক্ত ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তিত হইল॥ ৩০—৪৩॥ ইহাঁরা সকলেই পাশুপত জ্ঞান লাভপূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চ্চনা যথাজ্ঞান যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কোন কোন মহাত্মা আত্মযোগী হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। নৃগ, ব্রহ্মশাপে কৃকলাসযোনি লাভ করেন। ধৃষ্টকেতু, বীর্য্যবান্ যমবাল এবং রণধৃষ্ট, ধৃষ্টের পরম ধার্ম্মিক এই তিন পুত্র। শর্য্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত্ত, কন্যার নাম সুকন্যা। প্রতাপশালী রোচমান আনর্ত্তের পুত্র। রোচমানের পুত্র রেব, রেবের পুত্র রৈবত। রেবের অপর পুত্রের নাম ককুদ্মী। এই ককুদ্মী একশত রেব পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।* ককুদ্মিকন্যা রেবতী বলরামের পত্নী বলিয়া বিখ্যাতা। মহাবল জিতাত্মা নবিষ্যতের পুত্র। মনুর অপর পুত্র নাভাগের ঔরসে প্রতাপবান্ বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ঋত অম্বরীষের পুত্র। ঋতের পুত্র রুত, সুধর্ম্মা এবং পৃষিত। করূষের পুত্রগণ কারূষনামে প্রসিদ্ধ। কারূষগণ সকলেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি। মনুপুত্র পৃষিত, (পৃষধ্র) গুরু চ্যবন ঋষির গো-হত্যা করাতে পাতকী হইয়া, তাঁহার শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুত আছি। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। নাভাগের পুত্র ভলন্দন। পরাক্রমসম্পন্ন রাজা অজবাহন ভলন্দরের পুত্র। এই সমস্ত ইক্ষ্বাকুর পুত্র পৌত্রাদির এবং অন্যান্য মহাবাহু মনুপুত্রগণের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম। এক্ষণে পুরূরবার বংশ বর্ণনা করিতেছি। সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! রুদ্রভক্ত প্রতাপশালী ইলাপুত্র শ্রীমান পুরূরবা প্রতিষ্ঠান পুরীর অধিপতি এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যমুনার উত্তরতীর মুনিসেবিত পুণ্যতম প্রয়াগক্ষেত্রে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন॥ ৪৪—৫৬॥ তাঁহার সাত পুত্র। সকলেই

* নাভাগপুত্র এবং অম্বরীষপুত্র সিন্ধুদ্বীপের এইরূপ অর্থও একটু কষ্ট স্বীকার করিলে করা যায়।

* অপর—অভিন্ন অর্থাৎ রেবের পুত্র রৈবত এবং ককুদ্মী এক ব্যক্তি। ইহা অর্থান্তর।

র্ব্বলোক-বিখ্যাত মহাবল মহাতেজা শিবভক্ত এবং খ্যাত-কীর্ত্তি। আয়ুঃ, মায়ু, অমায়, বীর্য্যবান্ বিশ্বায়ু, তায়ু, শতায়ু এবং দিব্য পুরূরবার এই সপ্তপুত্র উর্ব্বশী-র্ভোৎপন্ন। আয়ুর পাঁচ পুত্র। সকলেই মহাতেজা ও বীর। ই রাজগণ স্বর্ভানুতনয়া প্রভার গর্ভে উৎপন্ন। ধর্ম্মজ্ঞ াকবিখ্যাত নহুষ তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ। নহুষের ইন্দ্রতুল্য জস্বী মহাবল ছয় পুত্র পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে উৎপন্ন ন। যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অন্ধক এবং বিযাতি ই ছয় পুত্র; সকলেই বিখ্যাতকীর্ত্তি। তন্মধ্যে যতিই জ্যেষ্ঠ, যযাতি যতির কনিষ্ঠ। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ প্রভু যতি মোক্ষার্থী ইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট পাঁচজনের মধ্যে হাবলপরাক্রান্ত যযাতিই জ্যেষ্ঠ। তিনি শুক্রকন্যা দেব-ানিকে এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে ভার্য্যা-পে প্রাপ্ত হন। দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসুকে প্রসব করেন। াহারা দুই সহোদরের শুভকর্ম্মা বিদ্যাবিশারদ এবং প্রশংসা-ভাজন হন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু এবং পূরুকে প্রসব করেন। প্রতাপবান্ বিপ্রেন্দ্র শুক্র, যযাতিকর্ত্তৃক তোষিত হইয়া প্রীতিসহকারে অত্যন্ত বেগ-সম্পন্ন অশ্বযুক্ত পরম ভাস্বর কাঞ্চনময় সুদৃঢ় দিব্য রথ এবং অক্ষয় তূণ তাঁহাকে প্রদান করেন। যযাতি তাহাতে আরোহণ করিয়াই শুক্রকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শিবভক্ত, পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সমদর্শী, যুদ্ধে দেবদানব মানুষগণের দুর্দ্ধর্ষ, যজ্ঞশীল, জিতক্রোধ, সর্ব্বভূতে দয়াসম্পন্ন যযাতি, সেই প্রধান রথে আরোহণ করিয়া ছয়মাসের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী জয় করেন। সেই উত্তম রথ, রাজশ্রেষ্ঠ কুরু-পৌত্র জনমেজয় পর্য্যন্ত সকল কৌরবদিগেরই ভোগ্য ছিল। পরে পাণ্ডবেরা তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন কিন্তু) পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের অধিকার কালে ধীমান্ গর্গের শাপে সেই রথ পুরুবংশীয় রাজগণের পক্ষে একেবারে বিনষ্ট হয়। *। রাজা জনমেজয়, গর্গের বালকপুত্র অক্রুরকে হত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাতকগ্রস্ত হন। রাজর্ষি জনমেজয়, রুধির-গন্ধযুক্ত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। পৌরজনপদগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি কোন স্থানেই সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি দুঃখসন্তপ্ত হইয়া কোনখানেই কোন উপায় প্রাপ্ত হইলেন না। তখন ব্যথিত হইয়া শরণ্য শৌনক ঋষির শরণাপন্ন হইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ইন্দ্রোতি নামে বিখ্যাত উদার বুদ্ধি মুনি, (শৌনকের আদেশে) পাপক্ষয়ের জন্য রাজা জনমেজয়কে অশ্বমেধ যজ্ঞ করান॥ ৫৭—৭৬॥ যজ্ঞে অবভৃত স্নানের পর মহাযশা জনমেজয় রুধিরগন্ধমুক্ত এবং নিষ্পাপ হন। ইতিমধ্যে সেই শুভরথ স্বর্গে চলিয়া যায়। এই রথ পূর্ব্বে একবার কুরুবংশ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তখন ইন্দ্র প্রীত হইয়া চেদিরাজ বসুকে ঐ রথ প্রদান করেন। চেদিরাজ বসু হইতে বৃহদ্রথ উহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে কুরুনন্দন ভীম, বৃহদ্রথ পুত্র জরাসন্ধকে নিহত করিয়া সেই উত্তম রথ প্রীতি সহকারে বাসুদেবকে প্রদান করেন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজবরগণ! নহুষপুত্র প্রভু যযাতি, কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকর্ত্তৃক উপকৃত হওয়াতে তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজা যযাতি, কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণই তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, প্রভো! শুক্রদৌহিত্র, দেবযানির পুত্র, জ্যেষ্ঠ যদুকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ পুরু রাজ্য পাইবেন কিরূপে? তাই আমরা আপনাকে নিবেদন করিতেছি, ধর্ম্ম পালন করুন॥ ৭৭—৮৩॥

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যযাতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণগণ! আমি যে জন্য যদুকে কোন মতেই রাজ্য প্রদান করিব না, সকলই আমার কথা তাহা শ্রবণ করুন্। জ্যেষ্ঠপুত্র যদু, আমার আদেশ প্রতিপালন করে নাই। পিতার প্রতিকূলাচারী পুত্র সাধুসমাজে নিন্দিত। মাতা পিতার আজ্ঞাকারী পুত্রই সাধুগণের প্রশংসাপাত্র। যে মাতাপিতার প্রতি পুত্রো-পযুক্ত ব্যবহার করে, সেই পুত্র। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু সকলেই আমার অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু আমার কথা রাখিয়াছে, আমাকে বিশেষ মান্য করিয়াছে। সে আমার জরা গ্রহণ করিয়াছে।

---

* পূর্ব্বশ্লোকে যে জনমেজয়ের নাম করা গেল। তিনি কুরুর পৌত্র। পরের বর্ণনায় জানা যাইবে, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া এই রথ পুরুবংশীয় চেদিরাজ বসুকে প্রদান করেন। সুতরাং তখনও পুরুবংশীয়দিগের অধিকার এই রথে ছিল। বসুর উত্তরাধিকারী জরাসন্ধকে জয় করিয়া—ভীমসেন এই রথ লাভ করেন এবং ইহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে বা তাঁহার পরে তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে উক্ত রথ আবার বোধ হয় পাণ্ডবদিগের অধিকারে আইসে। নতুবা পরি-ক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের তাহা হইল কিরূপে? জনমেজয়ের সময়ে সে রথ একেবারে অদৃশ্য হয়। পুরুবংশীয়দিগের আর তাহাতে কখন অধিকার হয় নাই। কুরুপৌত্র জনমেজয়ের পিতাও পরিক্ষিৎ বটে, কিন্তু সে জনমেজয়ের ব্রহ্মবধ বৃত্তান্ত আর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। তবে এই বিবরণেই তাহার প্রকাশ; এরূপ বলিয়া লইলে শ্রীকৃষ্ণের পর পাণ্ডবদিগের সে রথে অধিকার হইয়াছিল ইহা না বলিলেই চলে। কেননা "পুরুবংশীয় সেই পরি-ক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের অধিকার কালে গর্গশাপে রথ বিনষ্ট হয়, পরে তাহা চেদিরাজ বসু ইন্দ্রের প্রসাদে লাভ করেন" এইরূপ তাৎপর্য্য সঙ্গত হইতে পারে। পূর্ব্বশ্লোকে "কৌরব জনমেজয়" এই স্থানে "পৌরব জনমেজয়" এইরূপ অনেকের সম্মত। এই পাঠের অর্থ "পুরুপুত্র জনমেজয়" ভাগবতের মতে কুরুর পুত্র পরিক্ষি, পরিক্ষিৎ নহে এবং উক্ত পরিক্ষিৎ নিঃসন্তান। জনমেজয় কুরুর পৌত্র নহে। পুরুপুত্র জনমেজয় সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। বিষ্ণু পুরাণের মতে এই পরিক্ষিতও কুরুর পুত্র; সেই পরিক্ষিতের পুত্রের নাম জনমেজয় বটে।

দেবযানীর জন্য শুক্র আমাকে "জরাগ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে অনেক অনুনয় বিনয়ে তিনি জরা যাহাতে অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন, এইরূপ করিয়া দেন। কাব্য উশনা স্বয়ং শুক্র বর প্রদান করেন, যে পুত্র তোমার অনুবৃত্তি করিবে, সেই রাজ্যাধিকারী হইবে। অতএব আপনারাও পুরুর রাজ্যাভিষেকে অনুমতি প্রদান করুন। প্রজাগণ বলিলেন, যে পুত্র গুণবান্ সতত পিতামাতার হিতকারী। সে কনিষ্ঠ হইলেও প্রভু এবং সকল মঙ্গলের আস্পদ। আপনার আজ্ঞাকারী পুত্র এই পুরুই শুক্রের বর প্রভাবে রাজ্যাধিকারী। ইহার অন্যথাচরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। সূত কহিলেন, জনপদগণ তুষ্ট ইহয়া এইরূপ কহিলে, নহুষ-পুত্র যযাতি, স্বীয় রাজ্যে পুত্র পুরুকে অভিষিক্ত করিলেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে নিযুক্ত করিলেন; এবং মহারাজ যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে দক্ষিণ দিকের শাসনে আদেশ করিয়া পশ্চিম ও উত্তর দিকের আধিপত্যে দ্রুহ্যু এবং অনুকে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রকারে যযাতি রাজা স্বীয় ভুজবীর্য্যে উপার্জ্জিত অবনীমণ্ডল পুরু দেবযানী পুত্রদ্বয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার অপর উভয় পুত্রকে এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। নিজায়ত্ত রাজ্যলক্ষ্মী পুত্রগণের প্রতি সংস্থাপন করিয়া যযাতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া অন্যান্য কার্য্যের ভার বন্ধুবর্গে নিঃক্ষেপ করত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিলেন। মহারাজ যযাতি এই অবকাশে কতগুলি পুরাতনী গাথা গান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ যে গাথা পাঠ করিলে কচ্ছপ যেরূপ কর চরণাদি অঙ্গ সকল সম্বরণ করে, সেই প্রকার কাম সকল প্রত্যাহরণ করিতে পারে; এবং তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি হয়; অন্য কোটি কোটি কর্ম্ম করিলেও শ্রীলাভ হয় না—কাম বিষয়োপভোগ দ্বারা প্রশান্ত হয় না। কিন্তু হবি দ্বারা অগ্নিদেবের ন্যায় কাম উপভোগ দ্বারা অধিকরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু এবং কামিনী প্রভৃতি যত পদার্থ আছে, সেই সকল বস্তু একজনেরও আশা পূর্ণ করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তি এই বিবেচনায় শম অবলম্বন করিবেন। যখন সকল ভূতেই মনবাক্য এবং কর্ম্ম দ্বারা পাপভয় বর্জ্জন করা যায়, তখন ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ হয়। যখন পর হইতে ভীত না হওয়া যায় এবং পরের ভয়জনক না হওয়া যায়, যখন পরের দ্বেষ কিংবা নিন্দা না করা যায়, তখন ব্রহ্ম-সম্পত্তি লাভ হয়। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, জীর্ণ ব্যক্তিরও যাহা ক্ষীণ হয় না, সেই প্রতি দিন বর্দ্ধনশীল তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়াছে, সেই সুখী। মনুষ্যগণ যখন জরাযুক্ত হয়, তখন তাহার জরাবশত কেশ শুক্ল, দন্ত ভগ্ন এবং নয়ন ও শ্রবণ অন্ধ ও বধির হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনও তাহার তৃষ্ণার কোন অংশে ন্যূনতা হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণের সেই জরার প্রতি স্বভাবই একমাত্র কারণ, অন্য কেহই নয়। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলেও তাহার জীবনাশা এবং ধনাশা জীর্ণ হয় না। কামক্রীড়া-জনিত কিংবা স্বর্গাদি বাসজন্য যে সুখ অতিশয় আদরণীয় হয়, সেই সুখ আশা পরিত্যাগজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমতুল নহে। রাজর্ষি এইরূপ সারগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভার্য্যার সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা রাজা তথায় অনশনাদি উপায় দ্বারা ভৃগু তুঙ্গ নামক স্থানে তপস্যা সাধন করত পত্নীর সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। দেব এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংকৃত তাঁহার পাঁচ জন পুণ্যাত্মা পুত্র সূর্য্য কিরণের ন্যায় এই পৃথিবী মণ্ডল আচ্ছাদন করেন। মনুষ্যগণ পবিত্র যযাতিচরিত্র শ্রবণ কিংবা পাঠ করিলে ধন, পুত্র, আয়ু কীর্ত্তি প্রভৃতি লাভ করত অন্তে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হন॥ ১—২৮॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, যযাতি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাতেজা যদুর বংশাবলি সংক্ষেপে যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুর দেবতনয় সদৃশ পাঁচটী সন্তান সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু নীল অজক এবং লঘু নামে বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিত রাজা হয়। শতজিতের হৈহয় হয় এবং বেণুহয় নামে কীর্ত্তিমান্ তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম নামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মনেত্র। ধর্ম্মনেত্রের সঞ্জয় নামে কীর্ত্তিমান পুত্র হয়। সঞ্জয়ের ধার্ম্মিকবর মহিষ্মান্ নামে এক পুত্র হয়। মহিষ্মানের পুত্রপ্রতাপশালী ভদ্রশ্রেণ্য নামে প্রসিদ্ধ। ভদ্রশ্রেণ্য রাজার দুর্দ্দম নামে নরপতি পুত্ররূপেবিখ্যাত। দুর্দ্দমের বুদ্ধিমান্ ধনক নামে পুত্র। ধনকের লোক বিখ্যাত কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা এবং কৃতৌজা নামে চারিটী পুত্র। তাহার মধ্যে প্রথম কৃতবীর্য্যেব ঔরসে কার্ত্তবীর্য্যের জন্ম হয়। তিনি স্বকীয় সহস্র সংখ্যক বাহুর বলে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। পরে ক্ষত্রিয়কুলান্তক নারায়ণের অংশস্বরূপী পরশুরাম তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার একশত পুত্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে পাঁচজন মহারথ, অস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত, বলবান্, শূর, ধার্ম্মিক এবং মনস্বী। তাঁহারা শূর, শূরসেন, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ এবং জয়ধ্বজ নামে বিখ্যাত হইয়া অবন্তীর আধিপত্য লাভ করেন॥ ১—১২॥ জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক মহাবল পুত্র হয়। তাহার ঔরসে উৎপন্ন একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবল বীতিহোত্র রাজ্যাভিষিক্ত হন। সেই পুণ্যকর্ম্মা নরপতির বৃষ প্রভৃতি কতকগুলি পুত্র হয়। তাহার মধ্যে বংশধর বৃষের মধু নামে এক পুত্র হয়। মধুর এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে বৃষ্ণিবংশধর, বৃষ্ণির পুত্রগণ বৃষ্ণি নামে বিখ্যাত, মধুবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মাধব এবং পূর্ব্বপুরুষ যদু এই নিমিত্ত যাদব নামে বিখ্যাত হন। মহাত্মা হৈহয় বংশীয়েরা পাঁচভাগে বিভক্ত। বীতিহোত্র হর্য্যক্ষ ভোজ অবন্তি প্রথম; শূরসেন, দ্বিতীয়; তালজঙ্ঘ, তৃতীয়; শূর শূরসেন বৃষ এবং কৃষ্ণ চতুর্থ; জয়ধ্বজ পঞ্চম—এই হৈহয় কুলপ্রদীপ নৃপতিগণ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শূরসেন প্রভৃতি সেই মহাত্মাগণের শূর-শূ

বীর এবং শূরসেনাদি পুণ্যদেশে আধিপত্য ছিল। বীতিহোত্রের নর্ত্ত নামে বিখ্যাত এক পুত্র হয়। বিপক্ষ বলবিনাশী সার্থক নামা দুর্জ্জয় নামে কৃষ্ণের পুত্র। হে নরপতে! ক্রোষ্টু বংশীয় পৌরুষশালী নৃপতিগণের বংশ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যে বংশে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ১৩—২৭॥ ক্রোষ্টুর বৃজিনবান্ নামে মহাযশস্বী এক পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র স্বাতীর কুশঙ্কু নামে এক পুত্র হয়। অনন্তর মহাবল কুশঙ্কু রাজা পুত্র কামনায় নানাপ্রকার দক্ষিণা দানপূর্ব্বক আরব্ধ নানাপ্রকারযজ্ঞের ফলে সকল কর্ম্মে তৎপর চিত্ররথ নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। অনন্তর চিত্ররথের ঔরসে উৎপন্ন বীরবর শশবিন্দু নামক রাজা বিপুল দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মহাবল বীর্য্যশালী শশবিন্দু রাজা সেই মহাযজ্ঞের ফলে অবনীমণ্ডলের একাধিপত্য এবং শতাধিক এক সহস্র পুত্র লাভ করেন। তাঁহার সেই পুত্রসমূহের প্রধান লোকবিখ্যাত সর্ব্বগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র অনন্তকের যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। যজ্ঞের তনয় ধৃতি। ধার্ম্মিকপ্রবর ধৃতিপুত্র উশনা এই মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সিতেষু নামে বিখ্যাত, উশনার পুত্র পৃথিবীশ্বর হন। কুলবর্দ্ধন মরুন্ত নামা সিতেষু পুত্রের বীরবর কম্বল-বর্হিষ নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। কম্বলবর্হির বিদ্যাশালী রুক্মকবচ নামে এক পুত্র হয়। সেই রুক্মকবচ যুদ্ধমণ্ডলে ধনুষ্মান্ কবচধারী বীরগণকে নিশিত বাণ দ্বারা হনন করত প্রভূত লক্ষ্মী সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকবর সেই নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাহার দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক্‌বৃন্দকে পৃথিবী প্রদান করত পরবীর্য্যহন্তা পরাবৃতি নামে এক অপত্য লাভ করেন। পরাবৃতির রুক্মেষু, পৃথু, রুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ এবং হরি নামে পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয়। মহারাজা পরিঘ এবং হরি নামক পুত্রদ্বয়কে বিদেহ দেশের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। রুক্মেষু পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভ্রাতা পৃথু রুক্মের সাহায্যে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ পরাবৃতি পুত্রগণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিতচিত্তে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। জ্যামঘ আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। শান্তমূর্ত্তি নৃপতিতনয় একাকী ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন। সহায়রহিত সেই রাজা এক দিন ভার্য্যার সহিত ধ্বজবিশিষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক দেশান্তরে যাত্রা করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে মনুষ্যশূন্য ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে গমন করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন॥২৮—৩৬॥ জ্যামঘের সচ্চরিত্রা শৈব্যানাম্নী পতিপরায়ণা পত্নী ছিলেন। সৌভাগ্যশালিনী শৈব্যা কঠোর তপস্যা বলে বৃদ্ধকালে বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব করেন। বিদর্ভ জনক-কর্ত্তৃক নিজ জন্মের পূর্ব্বে আনীত রাজ কন্যার গর্ভে ক্রথ এবং কৌশিক নামে দুইটি সন্তান উৎপাদন করেন। বিদর্ভরাজের পুত্রদ্বয় বীর এবং যুদ্ধে নিপুণ। তাহাদের কনিষ্ঠ রোমপাদের বভ্রু নামে এক সন্তান জন্মে। বভ্রুর সধৃতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ পুত্র হয়। তাহার পুত্র কৌশিকের চৈদ্যাখ্য নামে একটী তনয় হয়। বিদর্ভের আর একটী বংশশাখা প্রবর্ত্তক ক্রথ নামে যে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই ক্রথের কুন্তি নামে এক আত্মজ জন্মে, কুন্তির পুত্র বৃত হইতে প্রতাপবান্ রণধৃষ্টের জন্ম হয়। পরসৈন্যহন্তা নিধৃতি রণধৃষ্টের তনয়। প্রচণ্ড-শত্রুবল-বিনাশক দশার্হ নিধৃতির পুত্র। দশার্হ তনয় ব্যাপ্তের জীমূত নামে এক পুত্র হয়। জীমূত পুত্র বিকৃতির ভীমরথ নামে পুত্র জন্মে। ভীমরথের দানধর্ম্ম সত্য সৎস্বভাববিশিষ্ট নবরথ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। নবরথতনয় দৃঢ়রথের পুত্র শকুনি। সেই শকুনি হইতে করম্ভের জন্ম। করম্ভের পুত্র দেবরাত। মহাযশা দেবরাতি দেবরাতের পুত্র। যিনি দেবসদৃশ এবং দেবক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ। দেবক্ষত্রের মধু নামে শ্রীশালী মহাযশা সন্তান উৎপন্ন হয়। তিনিই মধু বংশের প্রবর্ত্তক। তাঁহার কুরুবংশক নামে পুত্র হয়। কুরুবংশকের পুত্র অনুর ঔরষে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুত্বানের জন্ম হয়। বিদর্ভকন্যা ভদ্রাবতীর গর্ভে অংশুনামে পুরুত্বানের পুত্র হয়। অংশু ইক্ষাকুবংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে সত্বনামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সত্ব হইতে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সাত্বত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের বংশপরম্পরা বিস্তররূপে বর্ণন করিলাম। জ্যামঘনৃপতির বংশ বর্ণন যে ব্যক্তি শ্রবণ কিংবা পাঠ করে, সে দীর্ঘজীবী হইয়া রাজ্যসুখ অনুভব করত অন্তে স্বর্গধামে গমন করে॥ ৩৭—৫১॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনসপ্ততি অধ্যায়।

সূত বলিলেন;—সত্যশীল সাত্বত রাজার শোভাশালী ভজন, দেবাবৃধ অন্ধক এবং বৃষ্ণি এই চারিটী পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির পুত্র চতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভজনের ঔরসে সৃঞ্জয়ীর গর্ভে অযুতায় শতায় বলবান্ এবং হর্ষকৃৎ নামক চারিটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহা দেখিয়া দেবাবৃধ রাজা "আমার সকল গুণসম্পন্ন পুত্র হউক" এই বাসনায় কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যাবলে তাঁহার পুণ্যশ্লোক বভ্রুনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অনুবংশবিৎ পুরাতন পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—যে প্রকার দূর হইতে কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, সেইপ্রকার সাক্ষাতেও দর্শন করিতেছি, বভ্রু মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান এবং দেবাবৃধ দেবগণের তুল্য; ষট্ সহস্র আটশত পঞ্চষষ্টি পুরুষ দেবাবৃধ এবং বভ্রুর পুণ্যবলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বভ্রু দানশীল, যজ্বা, বীর, বেদজ্ঞ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যশস্বী, মহাতেজা এবং সাত্বতগণের মধ্যে মহারথ ছিলেন। তাঁহার বংশে দেবতা সদৃশ ভোজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বৃষ্ণির গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা। গান্ধারী সুমিত্র এবং মিত্রনন্দন নামক পুত্রদ্বয়ের জননী ও দেবমীঢ়ু মাদ্রীর গর্ভে জন্মেন। দেবমীঢ়ুর অনমিত্র ও শিনি নামে দুই পুত্র হয়। অনমিত্র-তনয় নিঘ্নের প্রসেন এবং সত্রাজিৎ নামে দুই পুত্র জন্মে। সত্রাজিতের প্রাণসদৃশ প্রিয়সখা সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া স্যমন্তক নামক মণি তাঁহাকে

প্রদান করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ-সহোদর প্রসেন পৃথিবীতে যত প্রকার মণি আছে, তাহার শিরোমণি সদৃশ সেই মণি লইয়া একদিন মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগরাজ কর্ত্তৃক মণির সহিত বিনিপাতিত হন। বৃষ্ণির কনিষ্ঠতনয় শিনির যুত্র নামে এক পুত্র হয়॥ ১—১৫॥ সত্যবাদী সত্যশীল সত্যক যুত্রের পুত্র। সত্যকের পুত্র শিনির, নপ্তা, সাত্যকি ও যুযুধান। যুযুধানপুত্র অসঙ্গ। অসঙ্গের পুত্র কুণির সুগন্ধরনামে একপুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহারা শৈনেয় বলিয়া বিখ্যাত। মাদ্রীপুত্রের যুদ্ধে পরাভূত বার্ষ্ণি, শফল্ক নামে বিখ্যাত হইয়া জগতের হিতসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা মহারাজাধিরাজ শফল্ক যে স্থানে অধিষ্ঠান করেন, সে স্থানে ব্যাধি এবং অবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব থাকে না। কাশীরাজ গান্দিনী নাম্নী নিজ কন্যা শফল্ককে সম্প্রদান করিলেন। সেই কন্যা বহুবৎসর মাতার গর্ব্ভে অধিষ্ঠান করিতেন। পরে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে না দেখিয়া পিতা কাশীরাজ বলিয়াছিলেন। গর্ব্ভে যেই অধিষ্ঠান কর, শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হও, কি নিমিত্ত দীর্ঘকাল গর্ব্ভমধ্যে নিবাস করিতেছ? তখন গান্দিনী গর্ব্ভ হইতেই পিতাকে বলিলেন, হে পিতঃ! তিন বৎসরকাল প্রতিদিন যদি এক একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি গর্ব্ভ হইতে বহির্গতা হইব। কাশীরাজ কন্যার অভিলাষ পূরণার্থে তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। গান্দিনীর গর্ভে শফল্কের ঔরসে দাতা বীর যজ্বা বেদজ্ঞ দক্ষিণাদায়ী অতিথিপ্রিয় অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন। অক্রূর শৈবকন্যা রত্নাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে উপমন্যু, মাঙ্গুব্রত, জনমেজয় গিরিরক্ষ উপেক্ষ অরিমর্দ্দন শত্রুঘ্ন ধর্ম্মভৃৎ ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর, আবাহ এবং প্রতিবাহ এই পুত্র সকল উৎপন্ন হয়; এবং অক্রূরের স্ত্রী উগ্রসেনকন্যা সুধারা এবং বরাঙ্গনার গর্ভে কুলনন্দন দেবসদৃশ দেববান্ এবং উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। সুমিত্রের মহাযশা চিত্রক নামে পুত্র হয়। চিত্রকের বিপৃথু, পৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুধাসুক, গবেক্ষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্বধর্ম্ম, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি, বহুভূমি, এই কয়টি পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা শ্রবণা এই দুইটি কন্যা জন্মে। অন্ধকের ঔরসে কাশ্যকন্যার গর্ভে কুকুর ভজমান শুচি এবং কবল বর্হিনামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন হয়॥ ১৬—৩২॥ কুকুরপুত্র বৃষ্ণির শূর নামে এক পুত্র হয়। শূরপুত্র কপোতরোমার বিলোমক নামে এক পুত্র হয়। এক গান বিষয়ে তুম্বুরু সদৃশ বিদ্বান্ নল নামে বিলোমকের পুত্র হয়। চন্দনানক দুন্দুভি, এই সুন্দর নামেও তিনি বিখ্যাত। তাঁহার অভিজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্র বসু নরপতি, পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আচরণ করেন। সেই অতিরাত্র যজ্ঞের মধ্য হইতে বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞ দাতা যজ্বা বসু নামে এক পুত্র হয়। অভিজিৎপুত্র বসুর আহক এবং আহুকী নামে কীর্ত্তিমান্ দুই পুত্র জন্মে। আহকের ঔরসে কাশ্যতনয়ার গর্ব্ভে দেবক এবং উগ্রসেন এই দুইটি পুত্র হয়। দেবকের দেবসদৃশ দেববান উপদেব, সুদেব এবং দেবরক্ষিত এই কএকটি পুত্র জন্মে। ইহাদের সাতটী ভগ্নী বসুদেব বিবাহ করেন; তাঁহাদের নাম বৃষ-দেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবাংশা, অতিদেবা, সহদেবা এবং দেবকী। তাঁহাদের মধ্যে সুমধ্যমা দেবকীই জ্যেষ্ঠা। উগ্রসেনের নয় পুত্র। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কংস! তাহাদের ক্রমশঃ শত সহস্র পুত্র হইল। ধীমান্ দেবকের কন্যা দেবকীকে বসুদেব বিবাহ করেন। পতিব্রতা দেবকী, দেবগণেরও পূজ্যা এবং বন্দনীয়া ছিলেন। পুরুবংশীয় বাহ্লিক রাজার কন্যা দেবগণেরও পূজ্যা। বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণী, বলবান্ হলায়ুধ বলরামকে প্রসব করিয়াছিলেন। কংসভয়ে ভীত দেবকীর আত্মা বলদেব আশ্রয় করিয়াছিলেন। রোহিণীর গর্ভে বলদেব জন্মগ্রহণ করিলে এবং পাপাত্মা কংস দেবকীর অতিশয় সুন্দর পুত্র ছয়টিকে হনন করিলে বসুদেব শ্রীহরির জন্ম বিধান করিলেন॥ ৩৩—৪৬॥ তিনিই পরমাত্মা দেবদেব জনার্দ্দন॥ রজতবর্ণ ভগবান্ অনন্ত। ভগবান্ বাসুদেব ভৃগুমুনির শাপচ্ছলে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন! উমাদেহসম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সর্ব্বদেবনমস্কৃতা সাক্ষাৎ প্রকৃতি ধর্ম্মমোক্ষফলদাতা শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পুরুষ। বুদ্ধিমান্ বসুদেব, কংসভয়ে চতুর্ভুজ বিশালনয়ন শ্রীবৎসলাঞ্ছন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবিশিষ্ট জনার্দ্দনরূপী সেই পুত্রটীর পালনের নিমিত্ত গোপরাজ নন্দের হস্তে নিক্ষেপ করত যশোদার কন্যা গ্রহণ করিলেন। জগতের কর্ত্তা ভগবান্ দেবদেব মহাতেজা মহাদেবের ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া বরপ্রদ পরমেশ্বর বলদেবের সহিত নন্দভবনে নিবাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, যদুবংশীয়গণের কল্যাণ এবং দৈত্যভারে পীড়িতা ভূমির ভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া দেবকীর গর্ভ পবিত্র করত আমাদের ক্লেশ হরণ করিলেন॥ ৪৭—৫৬॥ বসুদেব মহারাজ দেবকীর গর্ভে সুলক্ষণসম্পন্না এক কন্যা হইয়াছে এই কথা বলিলেন। "হে সুব্রত কংস! এই দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ভূত সন্তান নিশ্চয় তোমাকে হনন করিবেন" এই পুরাতন বাক্য কংসের স্মৃতিপথে অরূঢ় হইলে, তিনি সেই কন্যাকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। কন্যারূপিণী ভগবতী দেবী অষ্টভুজা হইয়া আকশমণ্ডলে উত্থানপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—"রে মূর্খ! নিজ দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তোর অনন্তকারী অনন্তরূপী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে কংস! নিজ দেহ রক্ষার নিমিত্ত যতই চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার মৃত্যু উপস্থিত। মূর্খ! তোমার কি দুষ্কার্য্য! তোমার অন্তক উপস্থিত" দেবকীর অষ্টমতনয় কংসকে হনন করিবেন, এই প্রকার শুনিয়া কংস তাহার প্রতিকারবাসনায় যে যত্ন অবলম্বন করিলেন, হরির মহিমায় তাহা বৃথা হইল। হে মুনিবরগণ! যোগমায়া যোগবলে কংসকে বিমোহিত করিলেন। পরে কালে অক্লিষ্টকর্ম্মা কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, কংস এবং অন্যান্য দেববিপ্রবিদ্বেষী অসুরগণকে হনন করিলেন। যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ প্রদ্যুম্নাদি শ্রীকৃষ্ণের অনেক পুত্র। কৃষ্ণপুত্র সকল গুণে কৃষ্ণের সদৃশ। এই সকল পুত্রের মধ্যে চারুদেষ্ণাদি রুক্মিণীতনয়গণই বলবান্ বিখ্যাত এবং শত্রুঘাতী। শ্রীকৃষ্ণের শতাধিক যোড়

সহস্র রমণী। তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণীই জ্যেষ্ঠা এবং প্রাধান্য। অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকামনায় বামাযুত্রে তজ্জনপূর্ব্বক দ্বাদশ-বৎসর মহাদেবের পূজা করেন। অনন্তর মহাদেবকৃপায় চারুদেষ্ণ, সুচারু, যশোধর, চারুবেষ, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন এবং সাম্ব এইপুত্র কয়টীকে লাভ করেন ॥ ৫৭—৬১ ॥ শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যা পত্নী জাম্ববতী বীরবর সপত্নীতনয় রুক্মিণীতনয়গণকে সকল বিষয়ে পণ্ডিত দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ;—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ইন্দ্রসদৃশ গুণবান্ এবং বিখ্যাত পুত্র প্রদান করিতে হইবে। অনিন্দিত তপোনিধি শ্রীকৃষ্ণ,জগন্নাথ হইলেও জাম্ববতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্র-পাদমুনির উৎকৃষ্ট তপোবনে গমন করত অঙ্গিরা মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে দিব্য পাশুপত যোগ লাভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্মশ্রু এবং কেশাদি মুণ্ডন করত ঘৃতসিক্তাঙ্গে মৌঞ্জীমেখলা ধারণপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। নিরাবলম্বভাবে পদাঙ্গুষ্ঠমাত্রে পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কেবল ফল, জল ও বায়ুমাত্র দ্বারা তিনটী যজ্ঞ করিলেন। তদনন্তর মহাদেব, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, জাম্ববতীর সাম্বনামক পুত্র এবং আরও অন্যান্য বর প্রদান করিলেন। জাম্ববতী সেই গুণবান্ পুত্র পাইয়া, দেবমাতা অদিতি আদিত্যকে পাইয়া যে প্রকার প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ আনন্দ-যুক্ত হইলেন। হে মুনিশার্দ্দূলগণ! শ্রীকৃষ্ণ মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত বাণরাজার সহস্র হস্ত ছেদন করিলেন। অনন্তর প্রতাপশালী কৃষ্ণ বলদেবের সাহায্যে দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিলেন এবং দুষ্ট ক্ষিতিপতিগণের দণ্ড বিধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবাংশসম্ভূত দৈত্যরাজ নরককে হনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে মহাত্মা বায়ু এবং নারদের অনুগ্রহে অতুল-বিক্রম একশত ষোড়শসহস্র নিজের উপভোগ্য কন্যাসমূহ গ্রহণ করিলেন। অচ্যুত, বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুল ধ্বংস করিয়া, প্রভাসতীর্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭০—৮৩ ॥ জরাক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবে একশত বৎসর দ্বারকায় অতিবাহিত করত বিশ্বামিত্র কণ্ব বুদ্ধিমান্ নারদ পিণ্ডারকি এবং দুর্ব্বাসার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ব্যাধকুমারের অস্ত্রচ্ছলে মনুষ্যদেহ ত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে উদ্ধার করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। অষ্টাবক্রের শাপে শ্রীকৃষ্ণের অভি-প্রায়ানুসারে চৌরগণ তাঁহার স্ত্রীসমূহ হরণ করিল। বল-দেবও নিজ দেহ ত্যাগপূর্ব্বক অনন্তরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ তাঁহার সহিতই দেহ ত্যাগ করিলেন। হে দ্বিজগণ! রেবতীও অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক বিজ্ঞবর বলদেবের অনুগমন করিলেন। হে সুব্রতবৃন্দ! মহাবল পার্থ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব এবং অন্যান্য যাদবগণের দেহ সংকার করত সে সময় কোন দ্রব্য উপস্থিত না থাকায় কন্দমূল ও ফলাদিদ্বারা তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি সম্পা-দন করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার স্বেচ্ছাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিলীন হইলেন, এ বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। দ্বিজগণ! সোমবংশীয় রাজগণের নির্ম্মল চরিত্র বর্ণন করিলাম। ইহা যে ব্যক্তি স্বয়ং পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করায়, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে গমন করে। ইহাতে কোন্ সন্দেহ নাই ॥ ৮৪—৯৪ ॥

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! আপনি আদিসর্গ বিষয়ের সূচনা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকাশ করেন নাই ; এক্ষণে হে সুব্রত! তদ্বিষয় সুবিস্তার বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! পরমাত্মস্বরূপ মহেশ্বর মহাদেব প্রকৃতি ও পুরুষের পরে অবস্থিত। সেই ঈশ্বর হইতে পরম কারণ অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তত্ত্বদর্শীরা তাহাকেই প্রধান বা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। প্রথমতঃ গন্ধ,বর্ণ, রস, শব্দ, স্পর্শবিহীন, অজর, নিত্য, অক্ষয়, আধারভূত আত্মাতেই অবস্থিত, জগতের আদি, মহাভূত, পরাৎপর, সনাতন, সর্ব্ব-ভূতশরীর, ঈশ্বরাজ্ঞা-প্রেরিত, আদ্যন্ত বা জন্মরহিত, সূক্ষ্ম, সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণময়, উৎপত্তি ও বিনাশহেতু, অপ্রকাশিত, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি বর্ত্তমান ছিলেন। মহাদেবের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মের আত্মদ্বারা সমস্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। সমগুণাত্মক অবিভক্ত তমোময় সেই অবস্থাতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতির সৃজনকালে, গুণব্যক্তিহেতু প্রকাশমান মহান (মহত্তত্ত্ব) প্রাদুর্ভূত হয়। অদৃশ্য এবং সর্ব্ব-ব্যাপী প্রকৃতি সমাবৃত, সত্ত্বগুণপ্রধান মহত্তত্ত্ব প্রথমতঃ কেবল সত্ত্বামাত্র প্রকাশক ছিল। সমুৎপন্ন, সূক্ষ্ম, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষাধিষ্ঠিত, অদ্বিতীয় কারণ মহানই মনোনামে অভিহিত। মহান্ সৃজনেচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া লোক-তত্ত্বার্থ কারণ ধর্ম্মাদির সৃষ্টি করেন ॥ ১—১১ ॥ মতি ব্রহ্ম; বুদ্ধি পুর; খ্যাতি ঈশ্বর; প্রজ্ঞা জ্ঞান; তাঁহা-কেই মন, মহান্ মতি, ব্রহ্ম, পুঃ, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি স্মৃতি, জ্ঞান, বিশ্বপতি, ইত্যাদি বলিয়া থাকে। তিনি সর্ব্বভূতের চেষ্টাফল বিদিত হন ; এই জন্য সূক্ষ্মতাহেতু সর্ব্বত্র বিভক্ত; সুতরাং মন বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সর্ব্বতত্ত্বের অগ্রজ, মহৎ পরিমাণ ও বিশেষ গুণসংযুক্ত, এই জন্যই মহান্ এই নামে অভিহিত প্রমাজ্ঞান ধারণ ও বিভাগ কল্পনা করেন এবং ভোগ-সম্বন্ধ হেতু পুরুষরূপে বিদিত হন, এই জন্য তিনি মতি নামে অভিহিত। সর্ব্বাশ্রয়ত্ব হেতুক ভাব-সমূহের বৃহত্ত্ব ও বর্দ্ধনত্বনিবন্ধন ভাবসমূহকে ধারণ করিতেছেন, এই জন্যই ব্রহ্মনামে অভিহিত। যেহেতু তিনি সমস্ত দেবগণকে অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং সকলে তাহার নিকট তত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন, সেই জন্য তাঁহাকে পুঃ এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাতেই পুরুষ সকল ভাব এবং হিত বিদিত হন এবং তিনিই সকলকে বোধিত করেন, এই জন্যই বুদ্ধি নামে অভিহিত। যাহা হইতে খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগ প্রবৃত্ত হয়, সেই হেতু এবং ভোগের জ্ঞানাধারত্ব হেতু খ্যাতি নামে অভিহিত। তাঁহার জ্ঞানাদি গুণরাশি

সর্ব্বত্রই বিখ্যাত, এই জন্যই মহতের আর একটি নাম খ্যাতি। মহাত্তত্ত্ব সাক্ষাৎ সমস্তই অবগত আছেন। এই জন্যই ঈশ্বর নামে অভিহিত। যেহেতু তিনি জ্ঞানের অনুচর; অতএব প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। যে কারণ তিনি ভোগের নিমিত্ত জ্ঞানাদিরূপ বহুকর্ম্মফল চয়ন করেন, সেজন্য তিনি চিতি নামে অভিহিত। তিনি বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্য্য স্মরণ করেন, সেই জন্য স্মৃতি নামে অভিহিত ॥ ১২—২৩ ॥ যাহা হইতে সমস্ত লাভ, জ্ঞান এবং উত্তম মাহাত্ম্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং লাভও জ্ঞানোদয় হেতুক তাঁহার আর একটি নাম সংবিৎ। তিনি সর্ব্বত্র, তাঁহাতেও সমস্ত বর্ত্তমান, সেই জন্য হে মুনিসত্তমগণ! তাঁহাকে সংবিৎ নামে অভিহিত করে। জ্ঞানাধার ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতা হেতু জ্ঞান এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভববন্ধনাদি জয় হেতু পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। তত্ত্বভাবজ্ঞ দেবাস্তিত্বচিন্তকগণ আদ্য এবং সর্ব্বোত্তম তত্ত্বকে ক্রমবাচক শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। মহান্ সৃজনেচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সৃষ্টি করেন। সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় এই দুইটি তাঁহার বৃত্তি। অনন্তর রজোদ্বারা উদ্রিক্ত ত্রিগুণ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। সেই ভূতাদি সর্গ বহির্ভাগে মহত্তত্ত্ব দ্বারা সমাবৃত তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের সৃজন হয়, এই জন্য পঞ্চতন্মাত্র তমোময় ॥২৪—৩০॥ ভূতাদি তামস অহঙ্কার গুণবৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া শব্দ-তন্মাত্র সৃজন করে। সেই শব্দ-তন্মাত্র হইতে শব্দগুণসম্পন্ন অবকাশাত্মক আকাশের উৎপত্তি। শব্দ-তন্মাত্র আকাশ সহযোগে স্পর্শ-তন্মাত্রকে আবরণ করেন, সেই স্পর্শ-তন্মাত্র শব্দ-স্পর্শ-গুণান্বিত বায়ুর উৎপত্তি। স্পর্শ-তন্মাত্র ও বায়ুরূপ-তন্মাত্রকে আবরণ করিলে, সেই রূপ তন্মাত্র হইতে জ্যোতির উৎপত্তি। শব্দস্পর্শ এবং রূপ—জ্যোতির এই তিন গুণ। জ্যোতি বিক্ষুব্ধ হইয়া রস-তন্মাত্র আবরণ করিলে তাহা হইতে সর্ব্বরসাত্মক জলের উৎপত্তি। রস-তন্মাত্র ও জল বিক্ষুব্ধ হইয়া গন্ধতন্মাত্রকে আবরণ করিলে কঠিন পৃথিবীর তাহা হইতে উৎপত্তি হয়। এই পৃথিবীর অসাধারণ-গুণ ধর্ম্ম। সেই সেই সূক্ষ্ম ভূতে সূক্ষ্ম শব্দাদি অবস্থিত বলিয়া তাহার নাম তন্মাত্র। বিশেষ সূচনা না থাকাতে তাহাদিগকে অবিশেষ বলা যায়। তাহারা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় নহে, এই জন্য তাহাদিগকে অবিশেষ বলা যায়। এইরূপে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি। সত্ত্বপ্রধান সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যুগপৎ বৈকারিক সৃষ্টির প্রবৃত্তি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, সাধক এই দশেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দশ জন দেবতা, নিজ গুণে জ্ঞান কর্ম্ম—উভয়াত্মিক মন, ইহাই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় গ্রহণোপযোগী জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত এবং বাক্, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই গমন, ত্যাগ, আনন্দ, শিল্প এবং বাক্যরূপ পঞ্চ কর্ম্মের সাধন ॥ ৩১—৪২ ॥ শব্দমাত্র আকাশ, স্পর্শমাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণযুক্ত। শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে অগ্নির শব্দ স্পর্শ, ও রূপ এই তিন গুণ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ তন্মাত্র, রসতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চার গুণ। উক্ত চার তন্মাত্র গন্ধতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে এই পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ গুণযুক্ত। স্থূলভূতের মধ্যে পৃথিবীই প্রশস্ত। এই পঞ্চভূত শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়, এইজন্য ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। পরস্পর সাহায্যে এই ভূতগণ পরস্পর ধারণ করিয়া আছেন। এই পৃথিবীর শেষভাগ লোকালোক পর্ব্বতে আবৃত। যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারাই বিশেষ; উত্তরোত্তরসম্ভূত ভূতগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্বন্ধ বলিয়া সেই সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলে গন্ধ পাইয়া কেহ কেহ গন্ধকে জলের গুণ বলেন, বস্তুত তাহা নহে। গন্ধ পৃথিবীরই গুণ। যেমন পার্থিব বস্তু মিশ্রিত বায়ু হইতে গন্ধ পাওয়া যাইলে গন্ধ বায়ুর গুণ নহে, তদ্রূপ। মহদাদি এই সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতিই শ্রেষ্ঠ; ইহাঁদিগের পরস্পর-আশ্রয়ে পুরুষের অধিষ্ঠানে ও প্রকৃতির অনুগ্রহে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত তত্ত্ব সকল অণ্ড উৎপাদন করে। এককালে উৎপন্ন জল বুদ্বুদের ন্যায় সেই মহৎ অণ্ডজলোপরি বিশেষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাহিরে দশগুণ জলে অণ্ড, দশগুণ তেজে জল, দশগুণ বায়ুতে তেজ এবং দশগুণ আকাশে, বায়ু আবৃত ছিল। আকাশে বায়ু, ভূতাদিতে, আকাশে, মহতে ভূতাদি ও অব্যক্তে মহান্ আবৃত ছিল। হে সুব্রতগণ! অণ্ডকপালে শর্ব্ব, জলে ভব, অগ্নিমধ্যে ভগবান্ রুদ্র ও বায়ুতে উগ্র বিরাজমান ছিলেন। তখন অবনী মধ্যে ভীম, অহঙ্কারে মহেশ্বর, বুদ্ধিতে ভগবান্ ঈশ ও সর্ব্বত্র পরমেশ্বর ছিলেন। এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে অণ্ড আবৃত ছিল এবং অষ্ট প্রকৃতি পরস্পরকে আবৃত করিয়াছিল। ইহারাই সংহারকালে পরস্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। এইরূপে পরস্পরে উৎপন্ন হইয়া আধারা ধেয় ভাবে পরস্পরকে ধারণ করে। ইহারা সকলেই বিকৃতি। মহেশ্বরই মূল; অব্যক্ত হইতে অণ্ডের উৎপত্তি; সেই অণ্ড হইতে সূর্য্যসম প্রভাশালী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাতে ইচ্ছায় কার্য্য-কারণ শক্তি নিহিত ছিল। তিনি প্রথম শরীর ধারণ করেন বলিয়া পুরুষ নামে অভিহিত হন। তাঁহার বাম অঙ্গ হইতে পরমেষ্ঠি পুরুষের ইচ্ছায় লক্ষ্মী-দেবীর সহিত সর্ব্বদেব পূজ্য বিষ্ণু এবং দক্ষিণ অঙ্গ হইতে সরস্বতী দেবীর সহিত জগদ্গুরু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সেই অণ্ড মধ্যে এই সপ্ত লোক, সমুদয় জগৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, বায়ু, লোকালোক, পর্ব্বত ও অপর যাহা কিছু সমস্তই সমর্পিত ছিল। হে দ্বিজগণ! সৃষ্টিবিষয়ে আমি যে কাল সংখ্যা বলিলাম, উহাই পরমেশ্বরের দিন পরিমাণ। রাত্রি পরিমাণ উক্ত দিন পরিমাণের সমান বলিয়া জানিবে। তাঁহার দিনকেই সৃষ্টি ও রাত্রিকেই প্রলয় কহে, নতুবা তাঁহার দিন বা রাত্রি আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। লোকে হিতেচ্ছায় এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া থাকে মাত্র। ইন্দ্রিয়, বিষয়, পঞ্চ মহাভূত, সর্ব্বজীব, বুদ্ধি ও দেবগণ এই সমস্ত মহেশ্বরের দিবসে বর্ত্তমান থাকিয়া তদন্তে রাত্রিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় রাত্রি অবসানে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। তখন প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে সমভাবে সত্ত্ব, রজ, ও তমে

গুণযুক্ত হইয়া স্ব-কুক্ষিতে মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব সংহার-পূর্ব্বক নিহিত করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহারা পরস্পর সংসর্গে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করেন। গুণের সম অবস্থা লয় ও বৈষম্য অবস্থা সৃষ্টি কহিয়া থাকে। যেরূপ তিলাভ্যন্তরে তৈল অথবা দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত থাকে, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে জগৎ অনুস্যুত আছে॥৪৩—৭৪ প্রকৃতির আদিভূত সেই পরমেশ্বর সমগ্র রজনী উপাসনা করিয়া দিনারম্ভে সৃষ্টি প্রবৃত্তি করেন। তিনি পরম যোগ-বলে প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবেশপূর্ব্বক উহাদিগকে ক্ষোভিত করেন। সেই জগদীশ্বর মহেশ্বর হইতে সর্ব্বাত্মা, শরীরী সনাতন, অজ্ঞেয়স্বরূপ, তিন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁরাই তিন দেবতা; ইহাঁরাই তিনগুণ; ইহাঁরাই তিন লোক; ইহারাই তিন অগ্নি। ইহাঁরা পরস্পরানু-রক্ত, পরস্পরাশ্রিত, পরস্পরবর্ত্তী ও পরস্পর ধারণকারী। ইহাঁরা পরস্পরে মিথুন, পরস্পরে পরস্পরের উপজীবী; ইহাঁদিগের পরস্পরের ক্ষণকাল বিয়োগ নাই—ইহাঁরা পরস্পরকে ত্যাগ করেন না। ঈশ্বর পরমদেব, বিষ্ণু মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা রজোগুণসম্পন্ন; ইহারা সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পুরুষকে পর ও প্রকৃতিকে পরা বলিয়া থাকে। সেই প্রকৃতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠানে সৃষ্টিপ্রবৃত্তা হয়, তৎপরে মহান্ তাঁহার অনুসরণ করিয়া চিরস্থির বলিয়া স্বয়ং বিষয় ভজনা করেন। প্রকৃতির গুণবৈষম্যে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত, সদসদাত্মক সেই মহান্ হইতে অনুপম তেজঃসম্পন্ন, অজ্ঞেয়স্বরূপ, প্রকাশক, ধীশক্তিশালী, কার্য্যকারণে শক্তিমান্ রুদ্র প্রথমে আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে শরীর ধারণ করেন, সুতরাং তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া থাকে। তাহা হইতে কার্য্যকারণে শক্তিমান্, চতুর্ম্মুখ, প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হয়েন। একমাত্র মহেশ্বর এইরূপে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহারা তিনজনেই সম্পূর্ণ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যে সমন্বিত। তাঁহারা মনে যাহা যাহা করিতেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইতে। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, কাল অন্তক ও পুরুষ সহস্রমূর্দ্ধা স্বয়ম্ভুব এই তিন অবস্থা। ব্রহ্ম-মূর্ত্তিতে সৃষ্টি, কালমূর্ত্তিতে সংহার ও পুরুষ-মূর্ত্তিতে ঔদাসীন্য, প্রজাপতির এই তিন কার্য্য। ব্রহ্মা পদ্মগর্ভচ্ছবি, রুদ্র কালানল তুল্য ও পুরুষ পুণ্ডরীকলোচন, ইহাই পরমা-ত্মরূপ। সেই মহেশ্বর কখন এক ও কখন দ্বিধা, কখন ত্রিধা কখন বা বহুধা শরীর বিভক্ত করেন। তিনি নিজলীলাবশে নানা আকার,নানা ক্রিয়া, নানারূপ ও নানা নাম ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি তিন প্রকারে অবস্থান করেন বলিয়া ত্রিগুণ নামে অভিহিত হন। চতুর্ভাগে বিভক্ত হন বলিয়া তাঁহাকে চতুর্ব্যূহও বলিয়া থাকে। তিনি বিষয় সকল প্রাপ্ত হন, গ্রহণ করেন ও ভোগ করেন এবং তাঁহার অস্তিত্ব সদা বর্ত্তমান, সুতরাং তাহাকে আত্মা কহে। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া ঋষি, সকলের স্বামী বলিয়া প্রভু, সর্ব্বপ্রবিষ্ট বলিয়া ধাত্বর্থানুসারে বিষ্ণু, ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া ভগবান্‌ও নির্ম্মল বলিয়া শিব নামে অভিহিত হন। তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরম, রক্ষা করেন বলিয়া ওঁ, সকল জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া শর্ব্ব। সেই পরমেশ্বরই আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। সকলের আদি বলিয়া তাঁহাকে আদিদেব, জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া অজ, প্রজা বর্গকে রক্ষা করেন বলিয়া প্রজাপতি, দেবগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া মহাদেব, সর্ব্বগামী ও কাহারও অধীন নহেন বলিয়া ঈশ্বর, বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্মা এবং আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভূত বলে। তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞান আছে, এই জন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি একমাত্র, এই জন্য কেবল তিনি পুরীতে শয়ন করেন, এই জন্য পুরুষ; তাঁহার আদি নাই ও তিনি সকলের আদি, এই জন্য স্বয়ম্ভূ, তিনি যাজ্য, এই জন্য যজ্ঞ, এবং অতীতদর্শী, এই জন্য কবি নামে আখ্যাত হন। ক্রমণীয় বলিয়া তাঁহাকে ক্রমণ বলে; পালন করেন বলিয়া পালক; কপিল বর্ণ বলিয়া আদিত্য; অগ্রে জাত বলিয়া অগ্নি এবং হিরন্ময়ের গর্ভ ও হিরণ্যের গর্ভজ বলিয়া তাঁহাকে হিরণ্য-গর্ভ বলে॥ ৭৫—১০৬॥ বিশ্বাত্মা স্বয়ম্ভুর কতকাল গত হইয়াছে, তাহা শত শত বর্ষেও নিরূপণ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মার গত কাল সংখ্যা পরার্দ্ধ, অবশিষ্ট কালও তাহাই ধরিয়া লও, তাহার অন্তে প্রলয় হইয়া থাকে। কোটি কোটি সহস্র সৃষ্টি কল্প অতীত হইয়াছে এবং পরে কোটি কোটি সহস্র সৃষ্টি কল্প হইবে। হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি যে কল্প যাইতেছে, উহাকে বারাহ কল্প বলে; তদ্বিষয়ে শ্রবণ কর; ইহাই যাবতীয় কল্পের প্রথম। এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মনু যে গত হইয়াছেন, বর্ত্তমান আছেন অথবা হইবেন, তাঁহারা এই সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা পৃথিবীকে প্রজা ও ধর্ম্মের সহিত পূর্ণ সহস্রযুগ পরি-পালন করিবেন; তদ্বিষয়ে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই এক মন্বন্তর ও কল্পের বর্ণনার অপর সমস্ত মন্বন্তর ও কল্প বুঝিয়া লইবে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অতীত কল্পের ন্যায় ভবিষ্যৎ কল্প বিষয়ে উদর্ক ও অন্বয় সহকারে তর্ক করিবে। পৃথিবী জলমগ্ন হইলে, চতুর্দ্দিকে কেবল মাত্র জলরাশি ছিল। নক্ষত্র ছিল না, সুতরাং কোন বস্তুরই উপলব্ধি হইত না। যখন স্থাবর জঙ্গম নষ্ট হইয়া, একার্ণব হইয়া গেল, তখন সহস্রাক্ষ সহস্রমূর্দ্ধা, সহস্রপাৎ, রজতবর্ণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পুরুষরূপে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তৎকালে নারায়ণসংজ্ঞক ব্রহ্মা জলোপরি নিদ্রিত ছিলেন। সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ তিনি জাগরিত হইয়া শূন্য লোক দেখিলেন। এই নারা-য়ণ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি কথিত আছে;—যথা "নর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, নার শব্দের অর্থ জল, সেই জল তাঁহার শয়নস্থান বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলে।" প্রলয়কালে চারিসহস্র যুগ উপাসনা করিয়া, তিনি রাত্রি অবসানে সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মা তৎকালে বায়ুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন রাত্রে খদ্যোতের ন্যায় জলোপরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অনুমানপটু সেই ভগবান্ নারায়ণ সেই সলিলমধ্যে পৃথিবী মগ্ন আছে জানিতে পারিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের আদি কালের ন্যায় ভূমি উদ্ধার করিবার জন্য অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিবার ইচ্ছা করি-লেন। তৎপরে মহাত্মা সেই ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবী চতুর্দ্দিকে জলে আপ্লাবিত দেখিয়া দিব্যমূর্ত্তির চিন্তা করিলেন,

"আমি কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব;" এই চিন্তা করিবামাত্র তিনি জলক্রীড়ানুরূপ সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, শব্দময়, ব্রহ্মসংজ্ঞক বরাহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী উদ্ধারের জন্য রসান্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি সত্বর উপস্থিত হইয়া সলিলাচ্ছন্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ও নদীর জল নদীতে প্রবেশ করিল। এই রূপে ভগবান্ লোক হিতার্থ রসাতলমগ্ন পৃথিবীকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করিলেন। পরে পৃথিবীধর ভগবান্ পৃথিবীকে স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মোচন করিলে পৃথিবী গুরুতর বলিয়া ভাসমান থাকিল না দেখিয়া ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তৎপরে ভগবান্ কমল-লোচন জগৎ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় সেই পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রবিভক্ত করিতে মানস করিলেন। তিনি পৃথিবীকে সমান করিয়া তাহাতে পর্ব্বত সঞ্চয় করিলেন। তৎকালে অতিবিস্তৃত পর্ব্বত সকল পূর্ব্বসৃষ্টি সংবর্ত্তক অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শীর্ণ বিশীর্ণ অবস্থায় সেই একার্ণবে থাকায় শৈত্যবশতঃ সেই বায়ুতে সংহত হইয়া সর্ব্বত্রই অচলভাবে ছিল। তাহাতেই উহাদিগকে অচল বলে; পর্ব্ব আছে বলিয়া পর্ব্বত; নিগীর্ণ বলিয়া গিরি ও শয়ান বলিয়া উহাদিগকে শিলোচ্চয় বলে। পরে কোটি কোটি পর্ব্বত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে বিশ্বস্রষ্টা কল্পাদিকালে সমুদ্র, ভূমি, সপ্তদ্বীপ, পর্ব্বত ও ভূরাদি চারিলোক বিভাগ করিয়া লোক কল্পনা করিলেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ প্রজাবর্গের ইচ্ছায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিবার কালে তিনি তমোময় হইলেন। তমঃ, মোহ, মহামোহ, অন্ধতামিস্র ও অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি অভিমানী হইয়া ধ্যান করিলে সৃষ্টি তমোব্যাপ্ত, বীজাঙ্কুরের ন্যায় বাহিরে আবৃত অন্তরে অপ্রকাশ, শুদ্ধ নিঃসংজ্ঞ ও পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত হইল। যে হেতু তাহা-দিগের বুদ্ধি, দুঃখ ও ইন্দ্রিয় সকল আবৃত ছিল; অতএব তাহারা আবৃত আত্মা হওয়াতে নগ নামে কীর্ত্তিত হয়। ইহাই মুখ্য সৃষ্টি। ব্রহ্মা উক্তরূপ সৃষ্টি কার্য্যের অনুপযোগী দেখিয়া অপ্রসন্নচিত্ত হইলেন। তখন অন্য সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলেন। ধ্যান করিবামাত্র তির্য্যক্ স্রোতা হইল। যেহেতু বক্রভাবে তাহা প্রবৃত্ত হইয়াছিল; অতএব তাহা তির্য্যক্ স্রোতা নামে কথিত হয়। উৎপথগামী পশুপক্ষ্যাদি উক্ত নামে বিখ্যাত। তিনি অন্যসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিবা-মাত্র সাত্বিক ঊর্দ্ধস্রোতার সৃষ্টি হইল। উহা তৃতীয় সৃষ্টি এবং ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইল। ঊর্দ্ধে প্রবৃত্ত বলিয়া উহাকে ঊর্দ্ধস্রোতা বলিয়া থাকে। ঐ ঊর্দ্ধস্রোত হইতে উৎপন্নগণ সুখ প্রীতিময়, অন্তরে ও বাহিরে আবৃত এবং প্রকাশিত। উহারা সত্বগুণে সৃষ্ট বলিয়া সত্বোদ্ভব ও সুধীগণকর্ত্তৃক তুষ্টাত্মা নামে অভিহিত হয়। ইহাই দেবসৃষ্টি। এইরূপে ঊর্দ্ধস্রোতা দেবগণ সৃষ্ট হইলে বরদাতা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া অপর সৃষ্টির জন্য চিন্তা করিলেন ॥ ১০৭—১৫১ ॥

তৎপরে সত্য-ধ্যান-পরায়ণ ভগবান্ ঈশ্বর ধ্যান করিবামাত্র কার্য্যোপযোগী অর্ব্বাক্স্রোতা প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ব্বাক্ অর্থাৎ অধোভাগে নিবৃত্ত হইল বলিয়া অর্ব্বাক্ স্রোতা নামে তাহারা খ্যাত হইল। তাহারা প্রকাশসত্বময়, তমোগুণে সংপৃক্ত, অধিক রজোগুণান্বিত অতএব দুঃখ বহুল, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিশীল এবং বাহিরে ও অন্তরে আবৃত মনুষ্য নামে প্রসিদ্ধ হইল, উহারা তারকাদি লক্ষণভেদে আটভাগে বিভক্ত, সিদ্ধাত্মা ও গন্ধর্ব্বের সহ একধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাই তৈজস সৃষ্টি অর্ব্বাক্ স্রোতা নামে কীর্ত্তিত। পঞ্চম সৃষ্টি অনুগ্রহ সৃষ্টি, বিপর্য্যয়, শক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টিভেদে উহা চারিভাগে বিভক্ত। স্থাবরে বিপর্য্যয়, তির্য্যক্জাতিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি এবং ঋষি দেবগণে উক্ত সমুদয়ই বর্ত্তমান আছে। ইহাই প্রাকৃত সৃষ্টি, নবম বৈকৃতসৃষ্টি, ভূতাদি ভূতের ষষ্ঠ সৃষ্টি এবং বর্ত্তমান অতীত জ্ঞানপ্রযুক্ত সপ্তম সৃষ্টি কথিত হয়। সেই ভূতাদিগণ, পরিগ্রাহী, সংবিভাগরত স্বাদন ও অশীল। ঐ ভূতাদিতে বিপর্য্যয় আছে, শক্তি নাই। মহৎসৃষ্টি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। তন্মাত্র সৃষ্টি দ্বিতীয়, উহাকে ভূত সৃষ্টি কহে। ইন্দ্রিয় সৃষ্টি তৃতীয়, উহাকে বৈকৃত সৃষ্টিবলে। এইরূপে বুদ্ধি-পূর্ব্বক এই প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছিল। চতুর্থ মুখ্য সৃষ্টি, উহাই স্থাবরসৃষ্টি। তৎপরে সপ্তম অর্ব্বাক্ স্রোতা মানব সৃষ্টি, অষ্টম অনুগ্রহ সৃষ্টি; উহা সাত্বিক ও তামসিক, ইহা-দিগের পাঁচটী বৈকৃত ও তিনটী প্রাকৃত সৃষ্টি। নবম কৌমার সৃষ্টি, উহা প্রাকৃত ও বৈকৃত। উহাদিগের মধ্যে প্রাকৃত সৃষ্টি তিনটী অবুদ্ধিপূর্ব্বক ও অন্য ছয়টী বুদ্ধি-পূর্ব্বক। বিস্তৃতরূপে অনুগ্রহ সৃষ্টি বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা সর্ব্বভূতে চারিপ্রকারে বিদ্যমান আছে। এই এই প্রাকৃত ও বৈকৃত নয়টী সৃষ্টি স্বীয় স্বীয় কারণে পরস্পরে অনুরক্ত পণ্ডিতেরা কহেন। ব্রহ্মা অগ্রে ঋভু, সতৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন এই কয়জন আত্মতুল্য মানস পুত্রে সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ঋভু ও সনৎকুমার এই দুই জ ঊর্দ্ধরেতা ও সকলের প্রথমোৎপন্ন, সুতরাং অগ্রজ। ইহার প্রাচীন ও লোকসাক্ষী। অষ্টমকল্প অতীত হইলে বারা কল্পে ভূর্লোকে তেজের সংক্ষেপ করিয়া আছেন। ইহার উভয়ে সুমুক্ষু, অতএব আত্মার আত্মা আরোপিত করি প্রজা, ধর্ম্ম ও কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্র করিয়াছেন। এতন্মধ্যে সনৎকুমার যেমন অবস্থায় উৎপন্ন সেইরূপে বর্ত্তমান বলিয়া ঐ নামে খ্যাত। উক্ত ঋভু প্রভৃ মানস পুত্রগণ ভূত সৃষ্টিতে অপ্রবৃত্ত, জ্ঞানী ও যোগমা রত হইয়া প্রজা সৃষ্টি না করিয়া লয় প্রাপ্ত হইলেন। তাহ দেখিয়া ব্রহ্মা কার্য্যসাধক জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ স্বর্গ, সমুদ্র, নদী, শৈল, বনস্পতি, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, লব কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, অহঃ, পক্ষ, মাস, অয়ন বৎসরের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা স্থানাভিমানী ও স্থান নামে বিখ্যাত। ইহারা প্রলয় পর্য্যন্ত এই পৃথিবীকে ধার করিয়া আছে। এক্ষণে দেব ও ঋষির কথা বলিতে শ্রবণ কর। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠ এই নয় জন মান পুত্রের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই নয়জন মান পুত্রই পুরাণে ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ পদ্মযো

ব্রহ্ম স্বরূপী ব্রহ্মবাদী সেই নয় জন মানসপুত্রের পূর্ব্বমত স্থান কল্পনা করিয়া সঙ্কল্প ও সুখাবহ ধর্ম্ম সৃজন করিলেন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্যবসায় হইতে ধর্ম্ম ও সঙ্কল্প সৃষ্টি করিলেন। সেই সঙ্কল্প হইতে ব্রহ্মার রুচি নামে মানসপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দক্ষ প্রাণ হইতে, মরীচি চক্ষুদ্বয় হইতে, ভৃগু হৃদয় হইতে, অঙ্গিরা মস্তক হইতে, অত্রি শ্রবণ হইতে, পুলস্ত্য উদান দেশ হইতে, পুলহ ব্যানদেশ হইতে বসিষ্ঠ, সমান দেশ হইতে ও ক্রতু তাঁহার অপানদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। ইহারা ব্রহ্মার একাদশ দিব্য পুত্র বলিয়া খ্যাত। প্রথমোৎপন্ন ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মার পুত্র। পূর্ব্বোক্ত ভৃগু প্রভৃতি নয় জন ব্রহ্মবাদী, গৃহস্থও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। ঋভু ও সনৎকুমার, ইহাঁরা ঊর্দ্ধরেতা, প্রথমোৎপন্ন বলিয়া সকলের অগ্রজ, প্রাচীন ও লোকসাক্ষী। ইহাঁরা অষ্টম কল্প অতীত হইলে তেজের সংক্ষেপ করিয়া আছেন। ইহাঁরা উভয়েই যোগী, সুতরাং আত্মায় আত্মা আরোপিত করিয়া প্রজা, ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন। সনৎকুমার উৎপন্ন অবস্থায় আছেন বলিয়া ঐ কুমার নামে খ্যাত। পরে ধ্যান করিবামাত্র মানসী প্রজা উৎপন্ন হইল। তাঁহার গাত্র হইতে কার্য্য ও কারণসহকারে ক্ষেত্রজ্ঞ সৃষ্টি হইল। অনন্তর ভগবান্ মনুষ্য, পিতৃ-পুরুষ, দেব, অসুর ও এই জলরাশি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় আত্মযোগ করিলেন। উহা করিবামাত্র তমোমাত্র সমুৎপন্ন সৃষ্টি হইল। তাঁহার জঘনদেশ হইতে প্রথমে অসুর নামে পুত্র জন্মিল। অসু অর্থাৎ প্রাণ হইতে জন্ম বলিয়া উহারা অসুর নামে বিখ্যাত। পরে তিনি যে শরীরে সুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র সৌভরী রাত্রি উদ্ভূত হইল। প্রজাগণ ঐ রাত্রিকালে তমসাবৃত হওয়ায় নিদ্রাগত হইয়া থাকে॥ ১৫২—২০১॥ তদনন্তর ব্রহ্মারজোরূপিণী অন্য এক তনু ধারণপূর্ব্বক মনে যে সকল পুত্রের সৃষ্টি করিলেন, রজঃপ্রিয় সেই পুত্রসকল মানসপুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মনস্বী ব্রহ্মা সেই শরীরেই মনুষ্য-পুত্র সৃষ্টি করিলেন॥ ২০২—২১৩॥ তদনন্তর, প্রজাপতি অসুর সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ববহুলা অব্যক্তাত্মা তনু আশ্রয় করিলেন। সনৎকুমার সেই তনুর পূজা করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সেই শরীরে যোগ নিয়োগ করাতে মন প্রসন্ন হইল। তাঁহার মুখ হইতে দেবনশীল দেবতাগণ উৎপন্ন হন। প্রজাগণ দেবতানামে বিখ্যাত; যেহেতু সেই প্রজাপতি হইতে ক্রীড়াপরায়ণরূপে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তই দেবতা নামে প্রসিদ্ধ। দেবস্রষ্টা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া, অন্য এক শরীর আশ্রয় করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সেই শরীর দিনরূপে পরিণত হইল; অতএব দেবগণ ধর্ম্মকর দিনের উপাসনা করেন। তদনন্তর প্রজাপতি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ অপর একটী শরীর অবলম্বন করিলেন। স্বয়ং জনকস্মন্ত হইয়া ধ্যানপরায়ণ প্রজাপতি যে পুত্রগণের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে তাঁহার উভয়পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন সেই সন্তানগণ পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। প্রজাপতি যে শরীর অবলম্বন করিয়া পিতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন, তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত সেই শরীর সন্ধ্যারূপে প্রকটিত হইল। দেবতাগণের দিন এবং অসুরকুলের রাত্রি উভয়ের অন্তর্গতা পিতৃগণের সন্ধ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। অতএব দেব, অসুর, ঋষিকুল এবং মানবগণ আনন্দিত হইয়া দিন ও রাত্রির মধ্যগতা সন্ধ্যাস্বরূপাতনুর উপাসনা করেন, উক্ত প্রজা সৃষ্টি করত স্বকীয় সেই শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহাই জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল। সেই জ্যোৎস্নার উদয়ে প্রজাবৃন্দ আনন্দিত হয়। মহাত্মা ব্রহ্মা এই সকল শরীর পরিত্যাগ করিবামাত্র উক্তক্রমে রাত্রি দিন সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নারূপে পরিগণিত হইল। জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা এবং দিন-স্বরূপিণী তনু সত্ত্বাত্মিকা রাত্রিরূপা তনু মাত্র তমঃ স্বভাবা তাহাই নিশা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি আনন্দিত চিত্তে দিবারূপ তনু-দ্বারা মুখ হইতে যাঁহাদের সৃষ্টি সাধন করেন দিবসে বলবান্ তাঁহারা দিবা বলিয়া বিখ্যাত। লোকপ্রভু জঘন হইতে যে শরীর দ্বারা অসুরগণের সৃষ্টি করেন, প্রাণ হইতে রাত্রিকালে জাত অসুরগণ সেই নিমিত্ত নিশি বলিয়া বিখ্যাত। অতীত এবং ভবিষ্যৎ মন্বন্তরেও দেব, অসুর, মানব ও পিতৃগণ ব্রহ্মার উক্ত স্থান সকল হইতে উৎপন্ন হন। জ্যোৎস্না, রাত্রি, দিন এবং সন্ধ্যা এই চারিটি; যাহা অম্ভ রূপে ভাসমান হয়; পণ্ডিতগণ তাহাকেই অম্ভ (জল) বলেন॥ ২১৪—২২১॥ ভাধাতু দীপ্তি অর্থে উক্ত হয়; প্রজাপতি জল সৃষ্টি করিয়া দেব, মানব, দানব এবং পিতৃগণ ও অন্যান্য নানাপ্রকার সৃষ্টি করত সে তনুত্যাগ করিলেন। তদনন্তর, অন্য শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যোৎস্না সৃষ্টি করিলেন। তারপর প্রজাপতি তম এবং রজঃ প্রায় শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক অন্ধকারে ক্ষুধাকুল অন্য যে সকল প্রজা সৃষ্টি করিলেন; তাহারা সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া জলপানে উদ্যত হইলেন এবং এই জল রক্ষা করিব, এই কথা বলাতে ক্ষুধাবিষ্ট নিশাচরগণ রাক্ষস বলিয়া বিখ্যাত। ঐ প্রকারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে প্রজাগণ পরস্পর হৃষ্ট হইয়া জলপান করিব বলিল, সেই গাঢ় কর্ম্মদ্বারা গুহ্যকগণ যক্ষনামে বিখ্যাত হয়, রক্ষধাতু পালনার্থে অভিহিত হয়। এই প্রকার যক্ষধাতু ভক্ষণার্থে নিরুক্ত হয়। ধীমান্ প্রজাপতির যে সকল প্রজা দর্শন করিয়া কেশশীর্ণ হইল এবং তাহারাও ঊর্দ্ধে উত্থানপূর্ব্বক শীর্ণীভূত হইয়া প্রজাপতিকে রোধ করে, তাহাদের মস্তক কেশহীন। বক্রগামী ব্যালগণ ব্যাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ও হীনত্বপ্রযুক্ত অহি নামেও বিখ্যাত। পতত্ত্বপ্রযুক্ত পন্নগ এবং অপসর্পণ হেতু সর্প। প্রজাপতির ক্রোধ হইতে উৎপন্ন সুদারুণ অগ্নিগর্ভ বিষ সর্পগণে প্রবিষ্ট হইল। তদনন্তর ব্রহ্মা সর্পসমূহ সৃষ্টি করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন; তাহারা ক্রোধাত্মা কপিশবর্ণ উগ্র পিশিতাশন ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভূতত্বপ্রযুক্ত ভূত এবং পিশিত ভোজন করাতে পিশাচ॥ ২২২—২৩৩॥ প্রসন্নভাবে গান করিতে করিতে ব্রহ্মা যে সকল প্রজা সৃষ্টি করেন তাহারা গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত। ধয়তি (ধেধাতু) পানার্থে পঠিত হয়, বাক্য পানপূর্ব্বক যাহাদের জন্ম হইল, তাহারা গন্ধর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত।

লোকস্রষ্টা এই প্রকার আটপ্রকার দেবযোনি সৃষ্টি করিলেন। বক্তাবাসুসারে পক্ষিদ্বারা পক্ষি সকল সৃষ্টি করিলেন। দেবস্রষ্টা এইরূপে পশুকুল সৃষ্টি করিয়া পক্ষিসমূহ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা মুখ হইতে অজা এবং বক্ষঃস্থল হইতে মেষ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা, উদর এবং পার্শ্ব হইতে গো, অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, কাঁকরা এবং অন্যান্য জাতির সৃষ্টি করেন। তাঁহার রোম বিবর হইতে ফলমূল ও ওষধি প্রভৃতিব জন্ম হয়। লোকপ্রভু এই প্রকারে পশু, ওষধি প্রভৃতি সৃষ্টি করত যজ্ঞে নিয়োগ করিলেন। গো, অজ, পুরুষ, অশ্ব, মেষ, অশ্বতর এবং গর্দ্দভ ইহারা গ্রাম্য বলিয়া অভিহিত। বন্য সকলেব বিভাগ শ্রবণ কর। ১ম শ্বাপদ (ব্যাঘ্রাদি) ২য় দ্বিখুব, ৩য় হস্তী, ৪র্থ বানর, ৫ম পক্ষী, ৬ষ্ঠ জলজ পশু, ৭ম সরীসৃপ (সর্পাদি) মহিষ গবয় (গোসদৃশ জন্তু বিশেষ) সিংহ, প্লবঙ্গ, শরভ (অষ্ট পদ মৃগ বিশেষ) বৃক (ব্যাঘ্র বিশেষ) ৭ম প্রকৃত সিংহ ইহারাও বন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ২৩৭—২৪২॥ অনন্তব ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋগ্বেদ ও ত্রিবৃৎ ছন্দ সাত্মক রথন্তর, সাম এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম নির্ম্মাণ করিলেন। পরে দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুভ, ছন্দ পঞ্চদশ সঙ্খ্যক স্তোম এবং বৃহৎসাম ও উক্‌থ ছন্দ সৃজন করিলেন। তদনন্তর পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ জগতী ছন্দ ও সপ্তদশ স্তোম বৈরূপ ও অতিরাত্র নামক মন্ত্র সৃজন করিলেন। তাহার পর উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ, অনুষ্টুভছন্দ একবিংশতি সঙ্খ্যক আপ্তোর্যামা মন্ত্র সৃজন করিলেন। ক্রমে বিদ্যুৎ বজ্রমেঘ লোহিতবর্ণ ইন্দ্রধনু এবং তেজঃপদার্থ সকল সৃজন করিলেন। পরে সেই প্রজাসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার গাত্র হইতে নানাবিধ ভূতসমূহ উৎপন্ন হইল। প্রথমে দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পিতৃগণ এই চতুর্ব্বিধ সৃজন কবিয়া তিনি যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা মনুষ্য, কিন্নর রাক্ষস, পক্ষী, পশু, মৃগ এবং উরগ প্রভৃতি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ভূত সকল সৃষ্টি করিলে যে সকল এই নিত্য ও অনিত্য স্থাবর জঙ্গম ভূত সমূহ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মপরায়ণ ছিল, পুনঃপুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়াও সেই সেই হিংস্র, অহিংস্র, মৃদুক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও সত্য অসত্য-স্বরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইল। ভূতগণ সেই সেই কর্ম্ম-কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে অভিরুচি হয়। ইন্দ্রিয়ার্থ মূর্ত্তি পঞ্চ মহাভূত ক্ষিত্যাদি সৃষ্ট হইলে, বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং ভূতগণের স্বস্বকর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। এ বিষয়ে কোন মনুষ্য কর্ম্ম সম্বন্ধে পুরুষকারকে কেহবা দৈবকে মানেন। ভূতচিন্তকগণ স্বভাবকে স্বীকার করেন, দৈব ও পৌরুষকর্ম্ম স্বভাব বশতই ফলবান্ হয়। কর্ম্মমার্গবর্ত্তী জীবগণ, সংসার বৈচিত্র্যের প্রতি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কারণকে কারণ বলেন; আর সমদর্শী সাত্ত্বিক পুরুষগণ একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন। নিত্য মহেশ্বর প্রথমে বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন ঋষিদিগের নাম কল্পনা করিলেন এবং রাত্র্যবসানে তাহাদিগকে বেদবিহিতবৃত্তি-বিধান করিয়া দিলেন। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার মানসী সিদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে সকল স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইল, রাত্র্যবসানে তাহা দৃষ্ট হইতে লাগিল॥ ২৪৩—২৬০॥ যখন দেখিলেন, এই বিদ্যমান সৃষ্টি প্রজা সকল আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন কেবল তমসাচ্ছন্ন হইয়া শোকে কাতর হইলেন। অনন্তর, তিনি—বিষয়গামী বুদ্ধি বিধান করিলেন। পরে দেখিলেন, সত্ত্ব ও রজঃ ত্যাগ করিয়া আত্মস্থিত নিয়ামক তমোমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগৎপতি ব্রহ্মা সেই দুঃখে কাতর হইয়া তমোগুণ দূরীভূত করিলেন। তমঃ অপনয়ন করিবার পর সত্ত্ব ও রজ আসিয়া তাঁহাকে আবৃত করিল। সেই তম বিধ্বংসিত হইয়া মিথুনরূপে উৎপন্ন হইল। তম হইতে অধর্ম্ম এবং শোক হইতে হিংসা উদ্ভূত হইল। অনন্তর, সেই ভয়ঙ্কর মিথুন উৎপন্ন হইলে ভগবান্ গতাসু হইলেন। তখন প্রীতি ইহাঁকে আশ্রয় করিল। অনন্তর, ব্রহ্মা তমোময় স্বীয় তনু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সেই নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী উৎপন্ন করিলেন। ঐ নারী শতরূপা হইল। প্রভু ইচ্ছাবশত ঐ নারীকে ভূতজনয়িত্রীরূপে নির্দ্দেশ করিলে, সে স্বকীয় প্রভাববলে পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিল। ব্রহ্মার সেই পূর্ব্বতন তনু আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, যাহা স্রষ্টাব শবীবার্দ্ধ হইতে শতরূপা হইয়াছে, সেই দেবী দশলক্ষ বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিয়া এক প্রবল যশঃশালী পুরুষকে স্বামীস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পুরুষ পূর্ব্বে স্বয়ম্ভুপুত্র মনু ছিলেন। এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তব হয়। ঐ পুরুষ সেই অযোনিসম্ভব শতরূপাকে পত্নী-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রতিক্রিয়া করেন। তজ্জন্য তাহার নাম রতি হইল। আদি পুরুষ ব্রহ্মা কল্পাদিতে সৃষ্টিনিহিত-চিত্ত হইয়া বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। সেই বিরাট হইতেও শতরূপা এক বৈরাজ মনু হইল। সেই বৈরাজ পুরুষ মনু প্রজা সৃজন করিলেন। সেই বীর বৈরজ পুরুষ হইতে শতরূপা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক ত্রিলোকবিখ্যাত দুই পুত্র এবং সৌভাগবতী দুই কন্যা উৎপাদন করিলেন। সে কন্যা হইতে এই সকল প্রজা উদ্ভূত হয়। উহার এক জনের নাম আকতি, দ্বিতীয়ার নাম প্রসূত। স্বয়ম্ভূ-তনয় মনু দক্ষকে প্রসূতি প্রদান করিলেন এবং রুচি নামক প্রজপতিকে আকৃতি প্রদান করিলেন। যজ্ঞ ও দাক্ষিণা নামক দুই যমজ মিথুন রুচিকর্ত্তৃক আকৃতিগর্ভে উৎপাদিত হইল॥২৬১—২৭৯॥ দক্ষিণাতে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র জন্মিল। ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শম নামক দেবতারূপে বিখ্যাত এবং এই যজ্ঞপুত্রগণ তজ্জন্য যাম নামে অভিহিত হন্। অজিত, শুক্রগণদ্বয় এবং যে যামগণ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও দেবতা হইয়াছিল। অনন্তর প্রভু দক্ষ সেই স্বায়ম্ভুবকন্যা প্রসূতি গর্ভে চতুর্বিংশতি লোকমাতা কন্যা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে অতি ভাগ্যবতী এবং ভোগবিলাসিনী। তাঁহাদের লোচন কমল সদৃশ। তাহারা ব্রহ্মবাদিনী এবং এই বিশ্বসংসারে জননী। প্রভু ধর্ম্ম শ্রাদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইহাদিগে

ধর্ম্মের দারারূপে বিহিত করিলেন। ঐ কন্যাদের মধ্যে অবশিষ্ট এগারটী যুবতী ও সুন্দরী ইহারা সতী, খ্যাতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা এবং স্বধা নামে অভিহিত। রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বসিষ্ঠ পিতৃগণ এবং অগ্নি ঐ কন্যাদিগকে গ্রহণ করিলেন। দক্ষ, মহাদেবকে সতী, ভৃগুকে খ্যাতি, মরীচিকে সম্ভূতি, অঙ্গিরাকে স্মৃতি, পুলস্ত্যকে প্রীতি, পুলহকে ক্ষমা, ক্রতুকে সন্নতি, অত্রিকে অনুসূয়া, বসিষ্ঠকে ঊর্জ্জা, অগ্নিকে স্বাহা ও পিতৃলোককে স্বধা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের পুত্রগণের বিষয় শ্রবণ কর;—ঐ মহাভাগা অবলাগণ, সৃষ্টি কাল হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সকল মন্বন্তরেই সন্তান প্রসব করিয়া জীবগণের কুশল বিধান করেন। শ্রদ্ধা কামকে প্রসব করিলেন ও লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার তনয় শাস্ত্র, ক্রিয়াদেবীর দুই পুত্র দম ও শম, বুদ্ধিদেবীতে বোধ ও অবোধ এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হন। লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির তনয় মঙ্গল এবং সিদ্ধি হইতে সুখ ও কীর্ত্তি হইতে যশ উৎপন্ন হন। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মের পুত্র। প্রীতির গর্ভে দেবী কামের হর্ষ নামে পুত্র উৎপন্ন হন। এই সুতপরম্পরা ধর্ম্মের সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়; অধর্ম্ম হইতে হিংসা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ হিংসার পুত্র অনৃত ও কন্যা নিকৃতি। ঐ নিকৃতির গর্ভে অনৃতের ঔরসে ভয় ও নরক এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ঐ উভয়ের যথাক্রমে মায়া ও বেদনা দুই পত্নী। তন্মধ্যে মায়া ভয়ের ঔরসে সর্ব্বভূতসংহর্ত্তা মৃত্যুকে প্রসব করিয়াছেন। নরকের ঔরসে বেদনার গর্ভে রৌরব নামক পুত্র জাত হইয়াছে এবং মৃত্যুর পুত্র ব্যাধি, জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া, ইহারা সকলেই অধর্ম্মলিঙ্গক ও দুঃখজনক ইহাদের ভার্য্যা নাই, পুত্র নাই, ইহারা ব্রহ্মার তামস সৃষ্টি। ঐ সকল দেখাইয়া ব্রহ্মা জীবগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। পূর্ব্বে ভগবান্ নীললোহিত প্রজাসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করিবার পর ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধায়ী আত্ম-তুল্য-বলশালী সহস্র সহস্র মানসপুত্র সৃজন করিলেন। উঁহারা রূপে, তেজে, বলে ও বিদ্যায় শিবের সদৃশ। উঁহারা কবচী, কপর্দ্দী, পিঙ্গল, লোহিত এবং সিংহের ন্যায় উন্নত ও জটিল কেশধারী অতিদীর্ঘ বিকৃত রূপ বিশ্বরূপ-স্বরূপ; উঁহারা নৃকপালধারী ও দৃষ্টিসংহারী। ঐ শত শত বলশালী দিব্য পুরুষগণ রথারূঢ় চর্ম্মী বর্ম্মী, বরুথী এবং আকাশপথে বিচরণ-শীল। উঁহারা ত্রিলোচন, স্থূলমস্তক দ্বিজিহ্ব এবং উঁহারা অন্ন ও মাংস ভক্ষণ করেন। উঁহারা যজ্ঞীয় হবি ও সোমরস পান করেন। সকলেই ঊর্দ্ধরেতা, নীলকণ্ঠ, ঊর্দ্ধকপালহ বহুভোজী ও বিখ্যাত ধর্ম্মশীল। কেহ কেহ উপবিষ্ট ও ধাবমান। তাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক শিখাশালী অধ্যাপক; অধ্যয়নশীল জপপরায়ণ যোগশীল এবং সকলেই ধূমবান্। অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত বলিয়া, অতি দীপ্তিশালী বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রিয়-দর্শন নীলগ্রীবাবিশিষ্ট সহস্র নয়ন ক্ষমাগুণশালী সর্ব্বজীবের অদৃশ্য পরমযোগী মহাতেজা এবং বারম্বার ভ্রমণ-লম্ফন-ধাবন-তৎপর সুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ সকল যুবক রুদ্রগণ সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা অবলোকন করিয়া মহাদেবকে কহিলেন, হে দেব! ঈদৃশ প্রজা সৃজন করিবেন না। আপনার সদৃশ এরূপ জন্মমৃত্যুবিহীন প্রজা সৃজন করা উচিত নহে। হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার। অন্য নশ্বর প্রজা সৃজন করুন, এরূপ মৃত্যু-রহিত প্রজাগণ সদসৎ কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে না ॥ ২৮০—৩১৫ ॥ মহাদেব এইরূপ উক্ত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, জরা-মরণশীল প্রজা আমি সৃজন করিব না; তোমার মঙ্গল হউক, আমি নিবৃত্ত রহিলাম; তুমি তাদৃশ প্রজা সৃজন কর। এই যে বিকৃতরূপ সহস্র সহস্র নীললোহিত সৃজন করিলাম; ঐ প্রজাগণ আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; একারণ উহারা মহাবলপরাক্রান্ত রুদ্র নামক দেবতা হইবে এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সমূহ আশ্রয় করিয়া থাকিবে এবং একাত্মা শতরুদ্র হইয়া সকল দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে ও প্রতি মন্বন্তরে যে সকল দেবগণ উৎপন্ন হইবেন, সেই সকল দেবতার সহিত একত্র পূজিত হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন। তখন ধীমান্ মহাদেব এইরূপ কহিলে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন; হে প্রভো! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই হউক। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশেই সকল হইতে লাগিল ও তদবধি দেবদেব স্থাণু আর প্রজা সৃজন্ না করিয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ-রেতা হইয়া রহিলেন। ঐ প্রভু স্থিত অর্থাৎ প্রজাসৃজনে নিবৃত্ত রহিলাম, 'এইরূপ পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন বলিয়া স্থাণু নামে অভিহিত হন। সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ঐ দেব প্রধান পুরুষ মহাদেবের অর্দ্ধশরীর নারীরূপ; কারণ উনি স্বয়ং অর্দ্ধেক স্ত্রী ও অর্দ্ধেক পুরুষ এই দ্বিপ্রকার হইয়াছেন এবং ঐ পরমেশ্বরই অন্য একাদশভাগে বিভক্ত হইয়া একাদশ রুদ্ররূপে অবস্থান করেন। তথায় যে নারী থাকেন, তিনি সেই মহাভাগা ঈশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী। পূর্ব্বোক্ত মহাদেবীই ঐ নারী এবং ঐ দেবীই পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া জগতের হিতার্থে সতীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কোন কারণাধীন তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ শুক্ল ও বাম অঙ্গ কৃষ্ণ; উনি পূর্ব্বে শরীরের বিভেদার্থ শম্ভুকর্ত্তৃক কথিতা হইলে পর শুক্লা ও কৃষ্ণা এই দ্বিপ্রকারা হইয়াছেন। হে দ্বিজগণ! সেই দেবীর নাম সকল কহিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সতী, দাক্ষায়ণী, বিদ্যা, ইচ্ছা, ক্রিয়াত্মিকা, শক্তি, অপর্ণা, একপর্ণা, একপাটলা, উমা, হৈমবতী, কল্যাণী, একমাতৃকা, খ্যাতি প্রজ্ঞা, মহাভাগা, গৌরী, গণা, অম্বিকা, মহাদেবী নন্দিনী, জাতবেদসী, সাবিত্রী, বরদা, পুণ্যা, পবনী, লোকবিশ্রুতা, আজ্ঞা, অন্বেষণী, কৃষ্ণা, তামসী, সাত্ত্বিকী, শিবা, প্রকৃতি, বিকৃতা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কাল-রাত্রি, মহামায়া, রেবতী, ভূতনায়িকা। তিনিই সর্ব্বময়ী, কেবল রূপমাত্র পৃথক্। দ্বাপরযুগের অন্তে তাঁহার এই সকল নাম, গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, কুমারী, যাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধরা, পরমা ব্রহ্ম-চারিণী, মহেন্দ্রভগিনী, উপেন্দ্রভগিনী, দৃষদ্বতী, একশূলধৃক্, অপরা-জিতা, বহুভুজা, প্রচণ্ডা, সিন্ধুবাহিনী, শুম্ভ প্রভৃতি

দানবঘাতিনী, মহামহিষমর্দ্দিনী, অমোঘা বিন্ধ্যনিলয়া, বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। আমি দেবী ভদ্রকালীর এই অতি বরপ্রদ নাম সকল কহিলাম; যে মানবেরা ইহা পাঠ করে, তাহারা নিষ্পাপ হয় এবং অরণ্যে, পর্ব্বতে, নগরে, গৃহে, জলে, স্থলে যে কোন ভয়স্থানে এই সকল পাঠ করিলে ব্যাঘ্র কুম্ভীর চৌরাদি যে কোন হিংস্রক হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অতএব সকল আপৎকালেই দেবীর এই নাম সকল সঙ্কীর্ত্তন করিবে এবং আর্য্যক গ্রহভূত ও পুতনা প্রভৃতি মাতৃগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত বালকগণের রক্ষার্থ এই নাম ধারণ করাইবে। ঐ প্রধান মহাদেবী—প্রজ্ঞা ও শ্রী এই দুই অংশে কীর্ত্তিত হন। তাঁহাদিগের হইতেই সহস্র সহস্র দেবী উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। পরমেশ্বর দেবদেব রুদ্র জগতের হিতার্থে সর্ব্বদা ঐ সতীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করেন এবং ঐ রুদ্র ত্রিপুরদাহের জন্য স্বয়ং পশুপতি হইয়াছিলেন ও তাঁহার তেজে সকল দেবগণ পশু হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই কল্যাণময় প্রথম সৃষ্টিক্রম পাঠ বা শ্রবণ করে কিংবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায় সে ব্রহ্মলোকে গমন করে ॥ ৩১৬—৩৩৭ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন। হে প্রভো! সংক্ষেপে ও বিস্তরে এই মঙ্গলময় সৃষ্টিক্রম কহিলেন। এক্ষণে বলুন কি কারণে, মহেশ্বর ত্রিপুরদাহের জন্য পশুপতি হইয়াছিলেন। হে প্রভো! সব্রহ্মা ও দেবগণ তৎকালে পশুভাবাপন্ন হইলেন কেন? পূর্ব্বকালে ময়দানবের তপোবলে নির্ম্মিত হৈমরাজত ও লৌহময় এই অনুত্তম ত্রিপুরদুর্গ দেব দেব দগ্ধ করিয়াছিলেন, এইটীই আমরা শুনিয়াছি। কিরূপে ভগনেত্র নিপাতন ভগবান্ দিব্য একটী ইষুনিপাত করিয়া পুরত্রয় দাহ করিলেন; আর কেনই বা বিষ্ণুৎপাদিত ভূতগণ সেই পুরত্রয় দগ্ধ করিতে পারিলনা? পুরসম্ভূত সকল বরলাভ অতি সংক্ষেপে শুনিয়াছি, হে সুব্রত! ইদানীং সেই সকল দহনব্যাপার আপনাকে আমাদের বলিতে হইবে। তাহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া পৌরাণিকোত্তম সূত, বিশ্বার্থসূচক ব্যাস নিকটে যেরূপ শুনিয়াছিলেন সেইরূপ কহিতে লাগিলেন। ত্রিলোকবাসি, মন বাক্য কায় নিরন্তর শাপ প্রদান করাতে সবান্ধব তার পুত্র তারকাসুর স্কন্দকর্ত্তৃক অতিযত্নে নিহত হইলে তাহার পুত্র মহাবল বিদ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ ইহারা অতিশয় বীর্য্যবান্ মহাত্মা ও মহাবল পরাক্রম হইলেও তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। পরম নিয়মে অবস্থিত হইয়া উগ্রতপস্যা আচরণপূর্ব্বক তপোবলে দেহ কৃশ করিলেন। পিতামহ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দৈত্যগণ কহিল, প্রভো! আমরা যেন সর্ব্বভূতের সর্ব্বদা অবধ্য হই। তাহারা লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে লোকপ্রভু অব্যয় ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ১—১২ ॥ হে অসুরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও, যেন না সকল প্রকারে অমর কেহই হইতে পারে না; অতএব এক্ষণে তোমাদের যাহাতে সমভিরুচি হয় সেই বর গ্রহণ কর। অনন্তর তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া অভিপ্রেত বিষয় অবধারণপূর্ব্বক জগদ্‌গুরু ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করত তাহাকে কহিতে লাগিল। হে জগৎগুরো! হে লোকেশ! তোমার প্রসাদে আমরা পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। এবং হে অনঘ! সহস্র বৎসর মধ্যে পরস্পর সঙ্গত হইব আর এই পুরত্রয় একীভাব লাভ করিবে। হে ভগবন্! যিনি সমাগত পুরত্রয় একটী বাণদ্বারা হনন করিতে পারিবেন, সেই দেবই আমাদিগের মৃত্যু স্বরূপ হইবেন। এবমস্তু, এই কথা তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া প্রজাপতি, স্বধাম গমন করিলেন। অনন্তর ময় দৈত্য স্বকীয় তপোবলে পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মহাত্মাদিগের পুরত্রয়ের স্বর্গভাগ কাঞ্চনময়, আকাশভাগ রজতময়, পৃথিবীভাগ লৌহময় হইয়াছিল; একএকটী নগর বিস্তার ও দৈর্ঘ্যে সমান—শত যোজন। তারকাক্ষ দৈত্যের কাঞ্চনময় পুর, কমলাক্ষ দৈত্যের পুর রজতনির্ম্মিত, বিদ্যুন্মালী দৈত্যের লৌহনির্ম্মিত, এই ত্রিবিধদুর্গ উত্তম। বলবান্ ময়দানব, দৈত্য দানব পূজিত হইয়া হিরন্ময় রাজত ও আয়স এই ত্রিবিধ পুরমধ্যে নিজের আলয় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, হে সুব্রতগণ! সেই পুরত্রয়, দৈত্যগণের পরমদুর্গরূপে পরিণত হইল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই পুরত্রয় অপর ত্রৈলোক্যবৎ দীপ্যমান হইতে লাগিল॥ ১৩—২৩॥ পুরত্রয় নির্ম্মিত হইলে তৎকালে দৈত্যগণ পুরত্রয়ে প্রবেশ করিয়াই জগৎত্রয়ের মধ্যে অতিশয় বলী হইয়াছিল। সেই পুরী কল্পদ্রুম সমাকীর্ণ, বহুতর গজবাজিব্যাপ্ত, নানাপ্রসাদে পূর্ণ ও মণিজালসুশোভিত; সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ দীপ্তিশীল; অনুত্তম পদ্মরাগমণিশালী এবং চন্দ্রবৎ বিমান সকলে শোভিত। সেই পুরত্রয় ভিন্ন ভিন্ন অনুত্তম কৈলাসশিখরোপম দিব্য প্রাসাদ ও গোপুর (পুরদ্বার) সমূহে শোভিত। তথায় দিব্যাঙ্গনা সহিত সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ব্বগণ বিরাজমান। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেখানে প্রতিগৃহে বহুতর রুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল রুদ্রালয়ে অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণগণ রুদ্রের সেবকরূপে অবস্থিত। সকল স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ ও দীর্ঘিকা পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত। তথায় মত্তমাতঙ্গযূথ, সুশোভন চতুরঙ্গ, বিবিধাকার, বিচিত্র ও বিশ্বমুখ রথসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত এবং সভা, প্রপা (জলছত্র) ও নানাপ্রকার ক্রীড়া স্থানসমূহে সে স্থান অলঙ্কৃত। বিবিধ বেদাধ্যয়নগৃহ, চারিদিকে বর্ত্তমান; অধিক আর কি ময়মায়ানির্ম্মিত সেই পুরত্রয়, কোন প্রাণী মনদ্বারা ধর্ষণ করিতে পারে না। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই পুরের সকল স্থানে পতিব্রতা নারীগণ বিচরণ করিতেছেন। মহাভাগ দৈত্যেশ্বরগণ মহৎ পাপ করিলেও শঙ্করের অর্চ্চনে পাপশূন্য এবং শ্রৌতস্মার্ত্ত, ধর্মজ্ঞ ও তদ্ধর্ম্মে নিরন্তর আসক্ত জানিবে এবং তাহারা মহাদেবের দেবতা ত্যাগ করিয়া কেবল রুদ্রার্চ্চনে নিরত; ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, সদা সকল প্রকার আয়ুধধারী ও সর্ব্বদা ভূষিত; তাহাদিগের নয়নদ্বয় দাবাগ্নি সদৃশ তীব্র দুর্দ্দর্শ।

তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রশান্ত, কুপিত, কুব্জ, বামন কেহ বা নীলোৎপলদল সদৃশ শ্যামবর্ণ নীলকুঞ্চিত কেশ-কলাপ, কেহ বা নীলাদ্রি বা স্বামরু তুল্য, কেহ বা জলধর গর্জ্জনবৎ গর্জ্জনকারী ইহারা সকলে যুদ্ধপ্রিয় যুদ্ধশাস্ত্র বিশারদ ও ময়কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই পুরী ভূষিত করিতে লাগিল। সেই পুরী সমরানুরাগী, সুদৃঢ়, সুর-মথন দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। তাহারা শিবপদ-পূজনে লব্ধ-বলবীর্য্য রবি তুল্য তেজস্বী ও অন্যান্য দেবগণ ও সুররাজ সদৃশ কমনীয় দর্শন ॥ ২৪—৩৭ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যেরূপ ক্রমশ্রেণী দাবাগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণের এতাদৃশ বৈভব হইয়াছিল যে, ইন্দ্র সমেত দেবগণ পুরত্রয়ের অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা দগ্ধ হইতে থাকিলে যখন দেখিলেন নিরুপায়, তখনই দেবেশ্বর হরিকে অভিবন্দনা করিয়া সেই অপ্রতিম তেজস্বী হরিকে সকল বিষয় কহিলে শ্রীমান্ নারায়ণ, তিনিও চিন্তা করিতে লাগিলেন; কি করা উচিত? অস্মৎস্বামী সেই ভগবান্ দেব-কার্য্য বিষয়ে অভীষ্টদাতা এইরূপ মনে করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি জনার্দ্দন, যজ্ঞ পুরুষকে স্মরণ করিলেন। কেন না, তিনি যজ্ঞভুক্, যজ্ঞা ঈশান যাগশীলগণের মনোবাঞ্ছাপূরক ও প্রভু। অনন্তর দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তখন সেই যজ্ঞপুরুষ স্মৃত হইয়া উপস্থিত হইলে, সেই সময় ইন্দ্রসমেত দেবগণ সেই পুরুষকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। ভগবান্ নারায়ণও, যজ্ঞরূপী সেই সনাতন পুরুষকে ও ইন্দ্রসমেত দেবগণকেও দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন; উপস্থিত উপসদ্ যাগদ্বারা পরমেশ্বর শিবকে তোমরা পূজা কর; তাহা হইলে পুরত্রয়ের বিনাশ ও ত্রিজগতের বিভূতি লাভ হইবে। সূত কহিলেন, অনন্তর দেবদেবের সেই বাক্য শ্রবণে মহৎসিংহনাদ করিয়া সেই ধীমান্ দেবগণ যজ্ঞেশকে স্তব করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সুরেশ্বর জনার্দ্দন [illegible]ই চিন্তা করিয়া পুনরায় সেই ত্রিদশগণকে কহিলেন; ন্যায়পূর্ব্বক বা অন্যায় পূর্ব্বক, প্রাণিহনন, দহন, ভোজন করিলেও যদি কোন পুরুষ মহাদেবকে পূজা করে, তাহা হইলে সে পুরুষ অপাপ হইবে; এ বিষয়ে সংশয় নাই। [illegible]প পগনকে হনন করিবে না, পাপিষ্ঠগণই হননীয়, এ বিষয়ে [illegible]শয় নাই। হে সুরোত্তমগণ! অসুরগণ দুর্ম্মদ ও পাপী; [illegible]হ সব। মহাবল হইলেও পরমেষ্ঠী রুদ্রের প্রভাবে তাহাদিগকে [ব]ধ করিতে পারিবে না ॥ ৩৮—৪৯ ॥ হে দেবগণ! আমি কে? [ব্র]হ্মাই বা কে? দেবারিসূদন দৈত্যগণই বা কে? মহাত্মা [মু]নিগণ তাহারই বা কে? বিভুর প্রসন্নতা যে পুরুষে আছে, [তা]হাতেই বিষ্ণুত্ব, ব্রহ্মত্ব, বীরত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ত্তমান। [যি]নি সপ্তবিংশ তত্ত্বস্বরূপ ও নিত্য; যিনি পরাৎপর, ও [প্র]ভু, যিনি বিশ্বেশ্বর ও অমরেশ্বর, যিনি জগৎবন্দ্য ও [ঈ]শ্বর; তিনিই সর্ব্বদেবস্বামী, তিনিই মহেশ্বর; অবলীলা-[ক্র]মে তিনি দেব ও দৈত্যগণ এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন, [দে]বগণ তাহার একাংশ অর্থাৎ (শিবলিঙ্গ) পূজা করিয়া [ই]ন্দ্র লাভ করিয়াছেন; ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। [আ]মি বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত। হইয়াছি এই জগতে তাঁহাকে [পূ]জা না করিয়া কোন্ পুরুষ সিদ্ধি ইচ্ছা করিতে পারে? তিনিই লিঙ্গার্চ্চন বিধিবলে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শ্রৌত-স্মার্ত্ত-বিধিজ্ঞ। সেই সকল দৈত্যগণকে হনন করিতে পারেন। উপসদ্ যজ্ঞে প্রভু রুদ্রকে যথাচারে পূজা করিলেই আমরা দৈত্যসত্তমদিগকে জয় করিব। তারকাক্ষ ও ময়দানব, যে রক্ষা করিতেছে, ত্রিপুর সেই একীভূত স্ফটিক সদৃশ শুভ্র আকাশস্থ, অদ্বিতীয় ত্রিপুর সেই ভগবান্ ত্রিনেত্র ব্যতিরেকে কোন্ পুরুষ হনন করিতে সমর্থ হইবে? সূত কহিলেন, এই প্রকার কহিয়া হরি উপবিষ্ট হইয়া উপসদ্ যজ্ঞে প্রভুকে পূজা করতঃ সহস্র সহস্র ভূতগ্রাম দর্শন করি-লেন। তাহাদিগের হস্তে শূল, শক্তি, গদা, টঙ্ক, পাষাণ, শিলায়ুধ এই প্রকার শস্ত্র সকল বর্ত্তমান। তাহারা নানা বেশধারী, কালাগ্নি রুদ্র সদৃশ ভয়ঙ্কর দর্শন ও কালরুদ্রোপম। হরি সেই সময় প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা দৈত্য পুরত্রয়ে গমনপূর্ব্বক দৈত্যগণকে যথাসম্ভব দহন, ভেদ ও ভোজন করিয়া পুনরায় তোমরা যেখান হইতে আগমন করিয়াছ, সেই স্থানে গমন করিও। এই প্রকার করিলে তোমাদিগের ভূতি (ঐশ্বর্য্য) বৃদ্ধি হইবে। অনন্তর দেবেশ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া যেমন শলভগণ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে ত্রিপুরনগরে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইল; অনন্তর সেই ভূতগণ দেবেশ্বর শিবের আজ্ঞাক্রমে নষ্ট হইলে সহস্র সহস্র দৈত্য-গণ, নৃত্য, হর্ষ ও গান করিতে লাগিল ॥ ৫০—৬২ ॥ এবং পরমাত্মরূপী ঈশ্বর দেবেশকে স্তব করিল। অনন্তর ক্ষণ-কাল মধ্যে ইন্দ্র সমেত দেবগণ, ধ্বস্তবীর্য্য ও পরাজিত হইয়া ভয়ক্রমে উপেন্দ্র সমীপে গমনপূর্ব্বক অধিষ্ঠান করি-লেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম, পরাজিত ও সন্তপ্ত দেবগণকে দর্শনপূর্ব্বক সন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ও আমার কি করা উচিত? পরমেষ্ঠিপ্রসাদে সেই দৈত্যগণেরও বলহানি করিয়া কিরূপে দেবকার্য্য সিদ্ধি করিব, বিচার করিয়া দেখিলেন। ধর্ম্মিষ্ঠ দৈত্যগণের পাপ নাই এইটি নিশ্চয়। সেইজন্য, উপসদোদ্ভব ভূতগণ, তাহাদিগকে বধ করিতে অসমর্থ হইল। ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পাপ বিক্ষিপ্ত হয়, ধর্ম্মে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, এইপ্রকার সনাতনী শ্রুতি আছে। সেই সকল দৈত্য, ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া তাহারা অবধ্য হইয়াছে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! মহৎ পাপ করিলেও যাহারা রুদ্র-অর্চ্চনা করে, তাহারা রুদ্রপরায়ণ হইয়া মুক্ত হইবে। সূত কহিলেন, হে দেবগণ! সেই জন্য আমি দেবকার্য্যার্থ নিজ মায়ায় দৈত্যগণের ধর্ম্ম বিঘ্ন আচরণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিপুর জয় করিব। সূত কহিলেন, ভগবান্ পুরুষো-ত্তম এরূপ বিচার করিয়া সুরারিগণের ধর্ম্মবিঘ্ন মনে মনে করিতে ব্যবসিত হইলেন ॥ ৬৩—৭২ ॥ নারায়ণ বলিলেন, অচ্যুত মায়া অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম বিঘ্নার্থ আত্ম-সম্ভব মায়াময় পুরুষ সৃজন করিলেন। কামরূপ প্রভু ও জগতের শাস্তা পুরুষোত্তম, যাহাতে ধর্ম্ম বিঘ্ন হয়; এতাদৃশ মায়াময় শাস্ত্রও প্রচার করিলেন। সেই শাস্ত্র, সকলের মোহজনক ও দৃষ্ট প্রত্যয়জনক। নিজাঙ্গসমুৎপন্ন পুরুষকে

এই মায়াময়শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে ষোললক্ষ গ্রন্থ আছে; এই শাস্ত্র শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বিরুদ্ধ ও বর্ণাশ্রম বর্জ্জিত। ইহাতে অন্য আর কিছুই নাই; কেবল ইহকালেই স্বর্গ ও নরক এইরূপ জ্ঞানজনক বাক্যই ইহাতে নিবেশিত। ভগবান্ হরি, অচ্যুত স্বয়ং আত্মসম্ভব পুরুষকে সেই শাস্ত্র উপদেশ করিয়া পুরত্রয় বিনাশার্থ তাহাকে কহিলেন, ভোঃ পুরুষ! তুমি সত্বর ত্রিপুর নাশার্থ গমন করিতে উদ্যোগী হও এবং সেই স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর মায়াশাস্ত্রবিশারদ সেই পুরুষ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সত্বর ত্রিপুর নগরে প্রবেশপূর্ব্বক মুনিবেশধারী অর্থাৎ শাক্যমুনি এই নামেই বিখ্যাত হওত মায়া বিস্তার করিলেন। ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ, তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রুতি-স্মৃতি-নিষ্পন্ন ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক তাহার শিষ্য হইল এবং পরমেশ্বর শঙ্করকে পরিত্যাগ করিল। ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে ঋষি-সত্তম নারদও মায়া অবলম্বন করিয়া সেই নগরে প্রবেশপূর্ব্বক মায়ী শাক্যমুনির সহিত দীক্ষিত হইয়া শিষ্য ও প্রশিষ্যগণে স্বয়ং পরিবৃত হইলেন এবং তিনি স্ত্রীগণের অভিচার ফল সিদ্ধিদ স্ত্রীধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ত্রিপুরবাসিনী বনিতারা অভিচারক্রিয়ায় সদ্যই ফল লাভ হয়, দেখিয়া স্ত্রীধর্ম্ম (ব্রতাদি) আচরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা পতিরূপ দেবতা নিন্দা করিয়া অন্য পুরুষে আসক্তা হইল। কলিযুগে অদ্যাপি নারদ মুনির গৌরব বিখ্যাত আছে॥ ৭৩—৮৪॥ তাহাতেই অধমা নারীগণ স্ব স্ব ভর্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া স্বৈরচারিণী হয়। স্ত্রীগণের ভর্ত্তাই মাতা পিতা বন্ধু সখা মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সংশয় নাই; তাহারা ভর্ত্তার প্রেমে পুলকিত-গাত্রা হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহলেও পরম স্বর্গলাভ করিবে; ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে নরকগামিনী হইবে। হে মুনিশার্দ্দূলগণ! যাহারা অদ্বিতীয়া সাধ্বী, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম, অন্যদেবগণ ও জগৎগুরু ইহাদিগকে পূজা না করিয়া কেবল পতি পূজা করাতে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া জরাশূন্যা হওত নিত্য সুখভোগ করিতেছেন। অন্যাসক্ত বনিতারা নরকগামিনী হইয়াছে। সেই জন্য স্ত্রীগণের ভর্ত্তাই পরম উপায় স্বরূপ। এস্থলে সুন্দরীরা বিষ্ণুর মায়ায় বশীভূতা হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত পাতিব্রত্য ত্যাগ করিয়া স্বৈরবৃত্তি হইয়াছিল। তৎকালে বিষ্ণুর আদেশে অলক্ষ্মী স্বয়ং ত্রিপুরবাসিনী হইলেন এবং যে লক্ষ্মীকে তপোবলে পরমেশ্বর নিকট হইতে তাহারা লাভ করিয়াছিল, সেই লক্ষ্মী ব্রহ্মরূপী নারায়ণের আদেশে তাহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিলেন। মায়াময় পুরুষ ও নারদ ইহারা উভয়ে দৈত্য ও তৎবনিতাদিগকে বিষ্ণুমায়া-নির্ম্মিত তথাভূত বুদ্ধিমোহ ক্ষণকাল সাধ্য দান করিয়া ধর্ম্ম-বিঘ্নার্থ অসংভ্রান্ত ও সুখাসীন হইলেন। এবং তৎকালে সুশোভন শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইলে বিশ্বযোনি বিষ্ণু পাষণ্ড ধর্ম্ম বিস্তার করিলে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক মহেশ্বর ও লিঙ্গার্চ্চন পরিত্যক্ত হইলে নিখিল স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট হইলে এবং দুরাচার কর্ম্মে আসক্ত হইলে দেবগণের সহিত পুরুষো-ত্তম আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন॥ ৮৫—৯৫॥

এবং তপোবলে সর্ব্বজ্ঞকে লাভ করিয়া স্তব করিলেন পরমাত্মা হে পরমাত্মন্! তুমি মহেশ্বর; দেব তোমাকে নমস্কার, হে শর্ব্ব! তুমি নারায়ণ ব্রহ্মরূপী ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শাশ্বত, অনন্ত ও অব্যক্ত তোমাকে নমস্কার। সূত কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ, এইরূপ শিবস্তব করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক জলস্থিত হইয়া কোটিবার রুদ্র এই মন্ত্রজপ করিলেন। দেবগণ, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, মরুৎগণ ও সাধ্যগণ মিলিত হইয়া পরমেশ্বর শিবকে স্তব করিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে শঙ্কর! তুমি আর্ত্তিহারী ও সর্ব্বময়; অতএব তোমাকে নমস্কার; হে রুদ্র! নীলরূপী তোমাকে নমস্কার; রুদ্রগণের মধ্যে তুমি প্রধান ও প্রচেতা; তুমি আমাদিগের সর্ব্বদা উপায়-স্বরূপ; হে দেবারিমর্দ্দন! হে অস্মৎবন্দ্য! তুমি আদি তুমি অনন্ত! অক্ষয় ও প্রভু এবং তোমার অন্ত নাই; তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ; তুমি স্রষ্টা হর্ত্তা; হে দ্বিজবৎসল! হে জগৎগুরো! তুমি ত্রাতা, নেতা, বরদ ও বাঙ্ময়; তুমি বাচ্য ও বাচ্য-বাচক-বর্জ্জিত যোগ-বিভ্রম যোগিগণ মুক্তি উদ্দেশে তোমার যাগ করিয়া থাকে; তুমি যোগিহৃৎপুণ্ডরীকস্থানে সর্ব্বদা অবস্থিত; পণ্ডিতগণ তোমাকে পরম ব্রহ্মরূপী ও সৎ এইরূপ কহিয়া থাকেন। হে বিভো! এই জগতে তোমাকে তেজোরাশি পরাৎপার পরমাত্মা কহিয়া থাকেন। হে জগৎগুরো! যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায় এবং স্থাবর ও উৎপত্তিমৎপ্রাণিগণ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তৎসমস্তই আপনি। ঋষিগণ, তোমাকে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও অতিশয় মহৎ কহিয়া থাকেন। তোমার হস্ত ও পাদ সর্ব্বব্যাপক; অক্ষি, শির, মুখও সর্ব্বব্যাপক এবং সমস্তই কর্ণময় এবং তুমি সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ; তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অনাময় ও মহাদেব এবং অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ তোমাকে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না বিশ্বই তোমার-স্বরূপ তুমি বিরূপাক্ষ ও সদাশিব॥৯৬—১০॥ তুমি কোটিভাস্কর সদৃশ, কোটি শীতাংশু তুল্য ও কোটি কালাগ্নিসম, তুমি ষড়্বিংশ তত্ত্বস্বরূপ ও ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত এই জগতে তুমিই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ও প্রপিতামহ; তুমি স্বয়ম্ভূ, সমস্ত জগৎ তোমাতেই বিদ্যমান, তুমি অভীষ্টদাতা শ্রুতিনিকর, এই রূপে তোমাকে নির্দ্দেশ করেন। শ্রুতি-সারবিৎ মনুষ্যগণ, তোমাকে শ্রুতিসার কহিয়া থাকেন। হে অনন্তবিগ্রহ! আমরা তোমাকে নয়নগোচর করিতে পারি না, আপনি ব্যতিরেকে ইহজগতে এমন কিছু নাই অর্থাৎ তোমা হইতে সমস্তই উৎপন্ন; হে শম্ভো! তুমি অসুরোত্তমদিগকে হনন করিয়া দৈত্য, সুর ও ভূতগণকে এবং দেব, মনুষ্য স্থাবর ও জঙ্গমদিগকে রক্ষা কর; আমা-দিগের তুমি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। হে পরমেশ্বর! আপনার মায়ায় সকলই মোহিত হইয়াছে: হে দেব! যেমন তরঙ্গ ও লহরীসমূহ সমুদ্রে পরস্পর জড়ীকৃত হইয়া [illegible] করে, তদ্রূপ সুরাসুরগণ পরস্পর জড়ীকৃত হইয়া [illegible] করিতেছে। হে অজ! এই সমস্ত তোমারই খেলা সূত কহিলেন, যে নর, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

শুচি হইয়া এই স্তব জপ করে বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বকাম লাভ হয়। উমা সহিত মহেশ্বর সুরগণ কর্তৃক এই রূপ স্তুত ও বিষ্ণু জপে প্রসন্ন হইয়া উমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি নন্দিগাত্রে একটী হস্ত অর্পণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত গম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন; হে সুরেশ্বরগণ! আমি এখন দেবকার্য্য জ্ঞাত হইলাম ও ধীমান্ বিষ্ণু ও নারদের মায়াবলও জানিতে পারিলাম। হে দেবোত্তমগণ! আমি অধর্ম্মনিষ্ঠ সেই দৈত্যগণের পুরত্রয় বিনাশ করিব। সূত কহিলেন, অনন্তর তাঁহার বাক্য শ্রবণে সব্রহ্ম দেবগণ, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহারা একত্র সমাগত হইয়া প্রণাম ও স্তব করিলেন। ইহার মধ্যে উমাদেবী তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করতঃ লীলাম্বুজদ্বারা আঘাত করিয়া বৃষধ্বজকে মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন; হে বিভো! রবি তুল্য তেজস্বী, ক্রীড়াপরায়ণ মৎপুত্রষন্মুখকে অবলোকন কর। উত্তম মুকুট, কটক, কুণ্ডল ও শুভ বলয়, এই সকল ভূষণ ইহার অঙ্গে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া রমণীয় দর্শন হইতেছে। নূপুর ছন্নবার, উদবন্ধন কিঙ্কিণী ও হৈম অশ্বত্থপত্র এই সকল সুশোভন ভূষণে ভূষিত মৎপুত্রকে দর্শন কর। হে মহাদেব! কল্পদ্রুমজাত পুষ্পে শোভিত, অলকে সুশোভিত, পদ্মরাগাদিমণিজালে উজ্জ্বলীকৃত হার ও অঙ্গদে ভূষিত, পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভ মুক্তাফলময় হার ও তিলকে শোভিত এবং কুঙ্কুমাদি লেপনে অঙ্কিত পুত্রকে বিলোকন কর। ভস্মনির্ম্মিত বর্ত্তুলতিলক ভালে শোভা পাইতেছে; হে ঈশ! কমলবৃন্দ সদৃশ ইহার বক্ত্রবৃন্দ দেখ॥ ১০৯—১২৬॥ হে বিভো! তুমি ইহার শুভ লোচন-সমূহ এবং গঙ্গাদি কৃত্তিকাদি, বহ্নিপত্নী স্বাহা এবং ষোড়শ-মাতৃগণ-কর্ত্তৃক অঙ্কিত মঙ্গলার্থ শুভ ও চিত্র অঞ্জন দর্শন কর। শিব এই প্রকার লোকমাতার বাক্যে সম্বোধিত হইয়া কার্ত্তিকেয় মুখামৃত পান করিলেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না এবং দৈত্য-শস্ত্র-নিপীড়িত দেবগণকে বিস্মৃত হইলেন। স্কন্দকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাদি আঘ্রাণপূর্ব্বক পুত্র! নৃত্য কর এই কথা বলিলেন। লীলাকরণেচ্ছু কার্ত্তিকও নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্য সকলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গণেশ্বরগণও তাহার সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অখিল ত্রৈলোক্যবাসী ক্ষণকাল নৃত্য করিল। নাগগণ, ইন্দ্রপুরঃসর দেবগণ নৃত্য ও স্তব করিল। এই সকল দর্শনে অম্বা হর্ষিতা হইলেন। অন্যান্য মাতৃগণ পুষ্প বর্ষণ করিলেন। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গান করিল, পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর, সেই সময় নৃত্যামৃত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। নন্দিপ্রমুখ গণেশ্বরগণও তৃপ্তি লাভ করিল। যদ্রূপ অম্বুদ অম্বাম্বুদে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অম্বুদবৎ মহাদেব নন্দী ষণ্মুখ (কার্ত্তিকেয়) ও গিরিরাজ পুত্রীসহিত কান্তিময় দিব্যভবনে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনে দেবগণ দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেবদেবের স্তব করিলেন। একি! একি! এইরূপ পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সমাকুল হওত আমরা পাপিষ্ঠ এইরূপ কেহ কেহ মনে করিল, কেহ কেহ আমরা অভাগ্য আর অন্যান্য দেবগণ দৈত্যেন্দ্রগণ ভাগ্যবান্ এইরূপও মনে করিল, কেহ তাহাদিগেরই প্রকৃত পূজা ফল হইয়াছে, কেহ বলিল আমরাই প্রকৃত পূজা ফল লাভ করিব, এইরূপ পরস্পর কথোপকথন হইতে থাকিলে ইহার মধ্যে মহাতেজা কুম্ভোদরগণের মধ্যে কোন একগণ দেবগণের অনেক প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে তাড়না করিল॥ ১২৭—১৩৮॥ দেবগণ ভয়াবিষ্ট হইয়া হায় হায় আমরা কি হতভাগ্য! এইরূপ বলিতে বলিতে পলায়নপর হইলেন এবং অনেক মুনিগণ ও দেবগণ ধরণীতলে পতিত হইলেন। কশ্যপাদি মুনিগণ অহো! বিধি বাম! এইরূপ কহিলেন। অপর দ্বিজগণ, দেবদেবেশকে দর্শন করিলেও অসুর দ্বেষ্টা দেবগণের অভাববশত কার্য্য সমাপ্ত হইল না এইরূপ কহিয়া সকল দেবগণ ও মুনিগণ ইহারা নমঃ শিবায় এই মন্ত্রদ্বারা হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর শূল, হাল, কুন্তল, বলয়, গদাধারী, জটজূটবিশিষ্ট, মহাদেবপ্রিয় মুনি নন্দীশ বৃষ আরোহণ করিয়া শিবের আজ্ঞায় সুশ্বেত স্থানে গমন করিলেন; অনন্তর কুম্ভোদরগণ নন্দিকে দর্শন করিয়া নতমস্তকে প্রণাম করতঃ দ্রবিত হইয়া গমন করিল। যেমন মেঘরূপ বিষ্ণুপৃষ্ঠে ভব শোভিত হন, সেইরূপ সগণ ও গণনায়ক মহাতেজা নন্দী বৃষপৃষ্ঠে দীপ্তি পাইলেন। দশযোজন বিস্তৃত, মুক্তজালে ভূষিত শৈলাদি নন্দীর সিতাপতত্র আকাশবৎ দীপ্তি পাইল। আকাশ হইতে মহাদেবকে নিপতিতা গঙ্গার ন্যায় মুক্তফলময়ী ছত্রান্ত বিলম্বিনী মালা শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর হে মুনিপুঙ্গবগণ! গণাধ্যক্ষ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের আদেশে দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইল এবং দেবগণ, ইষ্টপ্রদ ও শুভজনক গণস্বামীকে বাক্য দ্বারা স্তব করিল। যেমন দেবগণ, ভবকে দর্শন করিয়া প্রীতিকণ্টকিতগাত্র হন, সেইরূপ তখনও প্রীতিকণ্টকিতগাত্র হইলেন। খেচরগণ ইন্দ্রের আদেশে নন্দির উপর আকাশ হইতে গন্ধাঢ্যপুষ্পবর্ষণ করিলেন। তিনি গগনোদিত পুষ্পবর্ষণে তুষ্ট হইয়া যথার্থ তুষ্টি ও পুষ্টি দ্বারা দীপ্তি পাইয়াছিলেন। শিবরূপ নন্দী স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখাও দেবোৎসৃষ্ট গন্ধবারি দ্বারা দীপ্তি পাইলেন। বৃষের পৃষ্ঠভাগ, নানাবিধ পুষ্পদ্বারা শোভিত হইল। হে সুব্রতগণ! যেমন নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ শোভা পায় এবং চন্দ্র, আকাশপৃষ্ঠে শোভিত হন; তদ্রূপ বৃষপৃষ্ঠস্থিতনন্দী কুসুমে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইলেন। হে সুব্রতগণ! দেবগণ ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া গণবেষ্টিত নন্দীকে দর্শন করিয়া দেবদেবের ন্যায় তাঁহাকে স্তব করিলেন। দেবগণ কহিলেন, তুমি রুদ্র-ভক্ত ও প্রকৃত রুদ্রজপেরত; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্রভক্তগণের আর্ত্তিহারী, রৌদ্রকর্ম্মরত, কুষ্মাণ্ডগণ নাথ ও যোগিপতি তোমাকে নমস্কার। তুমি অভীষ্টপূরক, শরণ্য সর্ব্বজ্ঞ, আর্ত্তিহারী, তুমি বেদবেদ্য, হে বেদস্বামী তোমাকে নমস্কার। তুমি বজ্রী, বজ্রদংষ্ট্র ও বজ্রিবজ্রনিবারী; তুমি বজ্রালঙ্কৃতদেহ ও বজ্রিকর্ত্তৃক আরাধিত; তোমাকে নমস্কার॥ ১৩৯—১৫৭॥ তুমি রক্তবর্ণ; তোমার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ এবং পরিধান রক্তাম্বর। তবপাদকমলে অনুরক্ত

পুরুষের রুদ্রলোক প্রদায়ক তুমি সেনাধিপতি, রুদ্রপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতপতি, ভুবনেশপতি এবং পাপহারী। তুমি রুদ্র ও রুদ্রপতি এবং উৎকট পাপহারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি মঙ্গলময়, সৌম্য ও রুদ্রভক্ত; তোমাকে নমস্কার। সূত কহিলেন, শিলাদাত্মজ গণনায়ক নন্দী, স্তবে প্রীত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! পুরত্রয় বিনষ্ট হইয়াছে, এইটী মনে করিয়া অতি সত্বর ও যত্নসহকারে শম্ভুর রথ, সারথি এবং উত্তম শর ও কার্ম্মুক করিতে তোমরা যত্নবান্ হও। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মার সহিত অতিত্বরাযুক্ত হইয়া দেবদেবের রথ নির্ম্মাণ করিলেন॥ ১৫৮—১৬৩॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা অতি যত্নে ও সাদরে দেবদেবের সর্ব্বলোকময় দিব্য রথ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই রথ গগনাদি পঞ্চভূতাত্মক সর্ব্বদেবগণে ব্যাপ্ত। সর্ব্বদেব-নমস্কৃত সৌবর্ণ ও সকলের অভিমত। দক্ষিণ চক্র সূর্য্য ও বামচক্র চন্দ্র। ইহার দক্ষিণভাগ দ্বাদশার ও বাম ভাগ ষোড়শার হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই অরের মধ্যে দ্বাদশ অর, দ্বাদশ আদিত্য জানিবে। হে সুব্রতগণ! ষোড়শার বামাঙ্গ চন্দ্রের ষোড়শ কলা জানিবে। নক্ষত্রগণ বামাঙ্গ চন্দ্রেরই ভূষণ। হে বিপ্রপুঙ্গবগণ! ছয় ঋতু দক্ষিণ ও বামভাগের নেমী সকল জানিবে। অন্তরীক্ষ তাহার পুষ্কর (অবকাশ স্থান)। রথনীড় (সারথি স্থান) মন্দর পর্ব্বত; অস্তাচল ও উদয়াচল তাহার কুবরদ্বয় (পূর্ব্বাপর সুপক্ষর) জানিবে। মুখ্যাসন সুমেরুপর্ব্বত। প্রত্যন্তপর্ব্বত মেরুর আশ্রয়, রথবেগ সংবৎসর; দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ অক্ষপ্রান্তভাগ জানিবে। মুহূর্ত্তনিচয় রথের, বন্ধুর ত্রিংশৎ কাষ্ঠাত্মিকা কলা তাহার বৃত্তলপট্টিকা; রথের ঘোণা কাষ্ঠা অক্ষদণ্ড ক্ষণনিচয়, অনুকর্ষ (রথের নিম্নকাষ্ঠবিশেষ) নিমেষ ঈষা (যুগাক্ষ সন্ধান) লব, গুপ্তি স্থান নিমেষ হইতেও সূক্ষ্মকলা; রথের বরূথ আকাশ; স্বর্গ ও মোক্ষ সেই রথের ধ্বজদ্বয় জানিবে। ধর্ম্ম আর বিরাগ ইহার দণ্ড, যজ্ঞ সকল রথের ধ্বজদণ্ডপ্রগ্রহ রশ্মি; যজ্ঞের দক্ষিণা রথের সন্ধিস্থান; পঞ্চাশৎ অগ্নি রথের লৌহ অর্থাৎ আয়সকীলক জানিবে। ধর্ম্ম আর কাম তাহার যুগান্তকোটী, ঈষাদণ্ড অব্যক্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নড়্‌ল অহঙ্কার রথকোণ, গগনাদি পঞ্চভূত রথের বল একাদশ ইন্দ্রিয় রথের ভূষণ জানিবে। শ্রদ্ধা রথের গতি বেদনিচয় রথের অশ্বসমূহ, পদনিকর অর্থাৎ বেদপদ-বিভাগ তাহার ভূষণ, ষড়ঙ্গ সকল তাহার উপভূষণ॥ ১—১৩॥ হে সুব্রতগণ! পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইহার কালাশ্রয়পট অর্থাৎ কম্বল জানিবে। গায়ত্র্যাদি মন্ত্র, কাদিবর্ণ পাদ অর্থাৎ ছন্দের চতুর্থাংশ, ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম রথের ঘণ্টা জানিবে। সহস্র ফণাভূষিত অনন্ত অবচ্ছেদ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু, পুষ্করাদি অর্থাৎ তৎসঙ্গক মেঘ তাহার সুবর্ণময় ও রত্নভূষিত পতাকা। চতুঃসমুদ্র রথকম্বলিকা জানিবে। গঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ সরিৎ সকল স্ত্রীরূপে শোভিত চামর গ্রাহিণী। রথোপযোগী সেই সকল দ্রব্য স্ব স্ব স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া রথকে অতিশয় শোভিত করিয়াছিল। আবহাদি সপ্ত বায়ু; উত্তম হৈম সোপান ভগবান্ ব্রহ্মা, সেই রথের সারথি, দেবগণ, রথরশ্মিগ্রাহক। ব্রহ্ম-দৈবত প্রণব, ব্রহ্মার প্রতোদ, লোকালোক পর্ব্বত, রথের বিস্তৃত, সোপান, শৈলেন্দ্র (সুমেরু) কার্ম্মুক। মানস নামে পর্ব্বত, রথের আভ্যন্তর স্নানোপযুক্ত স্থান এবং অন্যান্য পর্ব্বত সকল চারিদিকে নাসাস্বরূপ অবস্থিত। বাসুকি স্বয়ং কালরাত্রি-সমেত জ্যা॥ ১৪—২৩॥ শ্রুতিরূপিণী সরস্বতী ধনুকের ঘণ্টা, মহাতেজা বিষ্ণু ইষু, সোম শরের শল্য, প্রলয়াগ্নি সেই শরের সুদারুণ নিশিতাগ্রভাগ। কালকূট বিষ সমুৎপন্ন অনীক স্থাপনপূর্ব্বক আবাহাদি বায়ু সকল পত্র। এই প্রকার দিব্যরথে কার্ম্মুক-শর-জগতের প্রভু ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সারথি মণ্ডল করিয়া ভব, রণ অর্থাৎ কবচ মুকুটাদি ধারণে স্বর্গ ও পৃথিবীকে কম্পিত করত সকল দেবগণযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, বন্দিগণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। নৃত্যবিশারদ অপ্সরোগণ তাঁহার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। বরদ শিব সারথি দর্শন করিয়াই সুশোভমান হইলেন, লোকসভৃত কল্পিত রথে মহাদেব আরোহণ করিলে বেদসম্ভব তুরগগণ মস্তক দ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর বৃষেন্দ্র-রূপী ভগবান্ অত্যন্ত রথের অধোভাগে ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া রথে যোজিত করিলেন এবং বৃষেন্দ্রও ক্ষণকালমধ্যে জানুদ্বয় দ্বারা ধরাতে গমন করিলেন॥ ২৪—৩১॥ অশ্বরশ্মিধারী প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা, দেবদেবের কথানুসারে অশ্বদিগকে সংযমিত করিয়া সেই শুভ রথ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর দানবগণের আকাশস্থিত পুরত্রয়ের উদ্দেশে পবন ও মনের ন্যায় শীঘ্রগামী অশ্বদিগকে চালিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, আমাকে তোমরা পশুগণের আধিপত্য প্রদান কর, তবে অসুর বিনাশ করিব। হে সত্তম সুরবরবৃন্দ! দেবগণের এবং অন্য সকলের পৃথক্ পৃথক্ পশুত্ব হইলে তবে সেই অসুরেরা বধ্য হইবে; নতুবা নহে। জ্ঞানী মহাদেবের এই কথা শ্রবণে দেবগণ সকলেই পশুভাবের প্রতি শঙ্কিত হইয়া বিষণ্ণ হইলেন॥ ৩২—৩৬॥ অনন্তর মহাদেব, তাঁহাদিগের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! এই পশুভাবে তোমাদিগের কোন ভয় নাই। এই পশুভাব হইতে মুক্তির উপায় শ্রবণ কর এবং তাহা অনুষ্ঠান করিবে। যে দৈবতা দিব্য পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে, সেই পশুভাব হইতে মুক্ত হইবে। ইহা সত্য-প্রতিজ্ঞা। সমাহিত হইয়া অপরে ও আমার এই পাশুপত ব্রত করিলে পশুভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে; হে সুরসত্তমগণ! এবিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি আমরণকাল, দ্বাদশ বৎসর, ছয় বৎসর অন্তত তিন বৎসর আমার শুশ্রূষা করিবে, সে পশুভাব হইতে মুক্ত হইবে। অতএব হে সুরোত্তমগণ! এই পরম দিব্য ব্রত আচরণ করিও; পশুত্বে ভয় কি।

তখন দেবগণ লোকে নমস্কৃত শিবের নিকট "তথাস্তু" বলিয়া পশুভাব স্বীকার করিলেন। তাহাতেই সুরাসুর নরনিকর, প্রভুশিবের 'পশু।' রুদ্রই পশুপতি এবং পশুপাশ বিমোচক। পশু, এই পাশুপতব্রত প্রভাবে স্বীয় পশুত্ব মোচন করিবে। তাহা করিলে আর পাপী থাকিবে না। ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। অনন্তর মহাপরাক্রমশালী সাক্ষাৎ বালক বিনায়ক, দেবগণের নিকট পূজিত না হওয়াতে তাঁহাদিগের নিবারণ করত বলিলেন, উত্তম ভোজ্যভক্ষ্যাদি দ্বারা আমার পূজা না করিয়া এ জগতে কি দেবতা কি দানব কোন্ পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? হে সুরেশ্বরগণ! আমি দেবগণের প্রধান; আমাকে পূজা না করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিঘ্ন করিব। তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভীত হইয়া নানাবিধ ভোজ্যভক্ষ্য মোদকপিষ্টকাদিদ্বারা সেই প্রভু গণপতির পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমাদিগের একার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হউক। তখন নিখিল সুরেন্দ্রপ্রধান মহাদেবও নিজপুত্র গণেশকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বহুতর পুষ্প এবং সুগন্ধ সুরস নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। দেবগণ এবং গণাধিপতিগণের সহিত সেই সুমেরু ধন্বা মহেশ্বর, ঈশ্বরনায়ক পূজনীয় বিনায়ককে পূজা করিয়া ত্রিপুর দাহের জন্য গমন করিলেন ॥ ৩৭—৫০ ॥ তখন প্রভু দেবগণ, সিদ্ধগণ, ভূতগণ এবং নন্দিপ্রমুখ গণাধিপতিগণ সকলেই স্ব স্ব বাহনে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বর দেবদেব মহাদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর যেমন মৃত্যুকে বধ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নন্দী দেবগণ এবং গণনায়কদিগের অগ্রে অগ্রে পর্ব্বতরাজ তুল্য বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরনাশের জন্য গমন করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ, গণাধিপতিগণ এবং প্রমথগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গজরাজ, বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক গমনপরায়ণ শিলাদ পুত্রের অনুগমন করিলেন। অপ্রতিহত-শক্তি গরুড়-ধ্বজ, শম্ভুর বামভাগে গিরিরাজতুল্য পক্ষীন্দ্র গরুড়োপরি আরূঢ় হইয়া জগতের হিতার্থ ত্রিপুরদাহের জন্য সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অনেক দেবগণ, সুতীক্ষ্ণ শক্তি, টাঙ্ক, গদা, ত্রিশূল, খড়্গ প্রভৃতি উত্তম উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে সেই অপ্রমেয় সুরলোক পতি দেব দানব প্রভু নারায়ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কমল-পত্র-প্রভ গরুড়ারূঢ় ভগবান্ বিষ্ণু সুরগণের মধ্যে সুমেরু শিখরাধিরূঢ় প্রখররশ্মি ভগবান্ সহস্রাংশুর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যেমন গরুড়, সর্প বধে গমন করেন তদ্রূপ, সুরগণের অগ্রণী ইন্দ্র, মহাদেবের দক্ষিণে ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া ত্রিপুর দাহের জন্য গমন করিলেন ॥ ৫১—৫৭ ॥ তৎকালে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সুরেন্দ্র, বীরবৃন্দ, অহল্যোপপতি সুরেশ জগৎপতিসুরেন্দ্র বৃন্দাধিপ সহস্র নয়ন ইন্দ্রকে লীলাপরবশ অম্বাতনয়ের ন্যায় প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন, জয়োচ্চারণ ও পুষ্পবৃষ্টিও করিলেন। অনন্তর, যম, অগ্নি, কুবের, বায়ু, নিঋতি, বরুণ, ঈশান, এই সমস্ত দিক্‌পতিগণ শিবের অনুগমন করিলেন। রোম জাখ্য প্রমথগণপরিবৃত রণকুশল বীরভদ্র পুরহননোদ্যত দেবদেব ত্র্যম্বকের নিকটে বৃষে আরূঢ় হইয়া নৈঋতকোণে রথের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। অপর মহাদেবের ন্যায় মহাতেজা মহাকালও সগণে বায়ুকোণে রথের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রগণপরিবৃত হিমালয়সন্নিভ গজারূঢ় কার্ত্তিক ও সিদ্ধচারণ ও সেনাসহ অনুগমন করিলেন। সুরবিঘ্নবিঘাতক বিঘ্নেশ্বর গণেশ, অসুরগণের বিঘ্নের জন্য বিঘ্নগণের সহিত সেই দেশে মহাদেবের অনুগমন করিলেন। তৎকালে গজেন্দ্রগামিনী অসুররক্তপানমত্তা মদচঞ্চলনয়না মত্তগজচর্ম্মপরিধানা কালী কালরাত্রি সদৃশ করধৃত শূল কম্পিত করিতে করিতে প্রমত্ত স্বগণ ও পিশাচগণের সহিত গণেশ্বরের পৃষ্ঠদেশে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগপতি, সুরেন্দ্র প্রভৃতি সকলে হিমালয়-নন্দিনী সেই দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব ও জয়ধ্বনি করিলেন ॥ ৫৮—৬৮ ॥ অসুরঘাতিনী মাতারা সুরগণ কর্তৃক সাদরে পূজিতা হইয়া ধ্বজধারী প্রমথগণের সহিত সবাহনে সেই মাতার অনুগমন করিলেন। সিংহারূঢ়া অতিবীর্য্যবতী অঙ্কুশ-শূল-পাশ-কুঠার-চক্র-খড়্গ শঙ্খ ধারিণী মহাপরাক্রমা বালা দুর্গা মধ্যাহ্ন সূর্য্যসদৃশ সহস্রবহ্নিবৎ নেত্র দ্বারা যেন পথ দগ্ধ করিতে করিতে দৈত্যনাশে গমন করিলেন। তখন দেবেন্দ্র-রবি-সদৃশ মুখ্য প্রমথগণ হস্তী অশ্ব সিংহ বৃষে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরনাশে দেবদেবের অনুগমন করিল। পর্ব্বতসন্নিভ সুরেশ্বর ভূতেশ্বরেরা গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মুষল হলফাল হস্তে গমন করিল। ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি গণনায়ক দেবতারা কিরীটবদ্ধাঞ্জলি হইয়া চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দণ্ডহস্ত জটাধারী মুনিরা নৃত্য করিতে লাগিলেন। খেচর সিদ্ধচারণেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তৎকালে যেন ত্রিপুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। সর্ব্বগণবর্য্য গণেশ্বর ও স্বগণে পরিবৃত ভৃঙ্গী, মহেন্দ্রের ন্যায় বিমানে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরনাশে গমন করিলেন। কেশ, বিগতবাসা, মহাকেশ, মহাজ্বর, সোমবল্লী, সবর্ণ, সোমপ, সেনক, সোমধৃক্, সূর্য্যবাক্, সূর্য্যপেষণক, সূর্য্যাক্ষ, সূরিনামা, সুর, সুন্দর, প্রকুন্দ, কুকুদণ্ড, কম্পন, প্রকম্পন, ইন্দ্র, ইন্দ্রজয়, মহাভীম, ভীমক, পঞ্চাক্ষ, শতাক্ষ, সহাস্রাক্ষ, মহামুণ্ড, দীর্ঘ, পিশাচাস্য, যমজিহ্ব, মহোদর, শতাশ্ব, কণ্টন, কর্ণপূজন. দ্বিশিখ, ত্রিশিখ, পঞ্চশিখ, মুণ্ড, ঊর্দ্ধমুণ্ড, অক্ষপাদ, পিনাকধৃক্, পিপ্পলায়ন, অম্বারকশন, শিথিল, শিথিলাস্য, ভুজ, কুজ প্রভৃতি প্রমথাধিপগণ মহাদেব অনুগমন করিলেন ॥ ৬৯—৮১ ॥ অজবক্ত্র, হয়বক্ত্র, গজবক্ত্র, ঊর্দ্ধবক্ত্র. প্রভৃতি অলক্ষ্য লক্ষণান্বিত প্রমথগণ মহাদেবকে আবরণ করতঃ গমন করিলেন। ঊর্দ্ধরেতা· সহস্র সহস্র রুদ্রগণ সিদ্ধাদিগণাবৃত হইয়া উমাসহচর মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া মহাদেবের অনুগমন করিলেন। এই প্রকার কোটি কোটি গণ ত্রিপুর দহন করিতে দেবদেব মহাদেবের অনুগমন করিল।' অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অপরাপর তিন সহস্র তিন শত দেবতা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া গমন করিতে

লাগিল। সর্ব্বলোক মাতা, গণ মাতা ও ভূতদিগের মাতারা মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নির্ম্মলাকাশে চন্দ্র যেমন নক্ষত্রমধ্যে শোভা ধারণ করেন, মহাদেবও রথমধ্যবর্ত্তী হইয়া সেইরূপ গগণমধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বিশ্বরূপা হিমালয়নন্দিনী গৌরী, স্বপ্রভাবে শিবের ন্যায় তাঁহার বামপার্শ্বদেশে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। হেমাম্বুজবর্ণা শুভাবতী তাহার সখীও চামর হস্তে তাহার পার্শ্বদেশে শোভা পাইতে লাগিলেন। শুভ্রমেঘখণ্ড যেমন বিদ্যুৎ সংসর্গে শোভিত হয়, বিভুর ভস্মচ্ছাদিত শরীর তদ্রূপ অম্বিকা দ্বারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন ইন্দ্রধনুদ্বারা আকাশ, মেরুদ্বারা জগৎ শোভিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ হিরণ্যধনুর প্রভায় চন্দ্রবৎ কমনীয় শম্ভুর শরীর শোভিত হইয়াছিল এবং যেমন চন্দ্রোদয়ে আকাশমণ্ডল শোভাধারণ করে, সেইরূপ তাহা শ্বেতাতপত্র রত্নকিরণে দেদীপ্যমান হইয়াছিল॥ ৮২—৯১॥ সেই ছত্রের দুকূলবসনলম্বিত রক্তাংশুবিভাসিত রত্নমালা ও আকাশ হইতে পতিত গঙ্গার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর তাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা মহেন্দ্র বিভাবসু প্রভৃতি নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তিনিও সর্ব্বলোকের হিতকামনায় অম্বার সহিত ত্রিপুর দহনে গমন করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, ত্রিশূলী মনে করিলে ক্ষণকাল মধ্যে ঐ সমস্ত জগৎকে দগ্ধ করিতে পারেন। তবে কেন সামান্য ত্রিপুরদহনে নিজেও সগণে গমন করিলেন। তাঁহার রথই বা কি নিমিত্ত বাণই বা কি নিমিত্ত, স্বগণ ও দেবগণই বা কি নিমিত্ত; যেহেতু তিনি নিজে অসীম ক্ষমতাশালী। বোধ হয় ভগবান্ পিনাকী লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত ঐ সকল ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নচেৎ এই সকল আড়ম্বরে তাঁহার প্রয়োজন কি?

অনন্তর জগদ্রথ মহাদেব, নন্দি-প্রমুখ দেবগণের সহিত পুরত্রয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং অষ্টশৃঙ্গ মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবগণ অদ্রিসুতা সহিত স্বগণাবৃত ঈশ্বরকে ত্রিপুর মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। রাজগণ, সিদ্ধাদিগণ ও দেবগণবিশিষ্ট সমস্ত জগত্রয়ের ন্যায় দৈত্যত্রয়বিশিষ্ট সেই ত্রিপুর সম্যক্ শোভমান হইতে লাগিল॥ ৯২—১০০॥ অনন্তর মহাদেব ধনুঃ সজ্জিত করিয়া পাশুপতাস্ত্র যোগ করিয়া ত্রিপুর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই রৌদ্র মূর্ত্তি মহাদেব কার্ম্মুক বিস্তৃত করিয়া স্থিতি করিলে পর, সেই সময়েই শীঘ্র তিন পুর এক হইয়া গেল। সমীপাগত তিনপুর এক হইয়া যাইলে মহাত্মা দেবতাদের বিপুল হর্ষ হইয়াছিল। তারপর সকল দেবতারা, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিরা জয়ধ্বনি করিলেন ও অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, আগত পুষ্যযোগেও মহাদেবকে লীলাবশ দেখিয়া বলিলেন, হে মহাদেব হে পরমেশ্বর! আপনার এই চেষ্টা যুক্তিযুক্ত; যেহেতু দৈত্য ও দেবতারা আপনার নিকট সমান। তাহা হইলেও দেবতারা ধর্ম্মিষ্ঠ, দৈত্যেরা পাপী। হে জগন্নাথ! এজন্য আপনি লীলা প্রকাশ করুন। হে ঈশ! হে প্রভো! আপনার রথেই বা কি প্রয়োজন? পুরত্রয় দহনে কালই বা কি প্রয়োজন? বিষ্ণুই বা কেন? আমিই বা কেন? পুষ্য যোগ আগত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না পুষ্য যোগ অতীত হয়, তাহার মধ্যে ত্রিপুর দগ্ধ করুন। অনন্তর উমাসহচর মহাদেব বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ কটাক্ষে পুরত্রয় দগ্ধ করিলে পর, ভগবান্ বিষ্ণু কাল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতাই শরসমীপস্থ হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি আপনার কটাক্ষেই ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে, তথাপি আমাদের হিতের নিমিত্ত শরত্যাগ করুন। অনন্তর ত্রিপুরার্দ্দন ঈশ্বর ধনুর্জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বাণত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিপুরান্তকর শর দগ্ধাবশেষ ত্রিপুর দহন করিয়া দেবদেবের নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রণাম করিল। শত কোটি দৈত্যাবৃত সেই তিনপুর দগ্ধ হইয়া গেল॥ ১০১—১১৫॥ দৈত্যেরাও সেই রুদ্ররূপী বাণের সহিত মহাদেবকে পূজা করাতে, গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবপুঙ্গব মহাদেব ইন্দ্রাদি দেবগণকে ও হিমালয়সুতাকে ভয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া, "কি এ", এই কথা সকলকে বলিয়াছিলেন। তৎপরে দেবতারা তাঁহাকে ইন্দুভূষণা পর্ব্বতরাজদুহিতাকে ও গজাননকে প্রণাম করিলেন। পুনরপি দেবদেব মহেশ্বরকেও বন্দনা করিলেন। পিতামহ কহিলেন, হে দেবদেব! প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হউন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হউন, হে আনন্দদ! হে অব্যয়! প্রসন্ন হউন। তোমার পঞ্চাস্য, তুমি যমেরও যম, তুমি আত্মাত্রয়ে (অর্থাৎ বিশ্ব প্রাজ্ঞ ও তৈজসরূপে) উপবিষ্ট, তুমি সকল বিদ্যার কারণ, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলের কারণ, তুমি ভৈরব ও ভৈরবশ্রেষ্ঠ, তুমি সূর্য্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কোটী বিদ্যুতের ন্যায় দেদীপ্যমান। তুমি পৃথিব্যাদিপ্রকাশক রূপ অবলম্বন করিয়াছ। হে মঙ্গলময়! তোমাকে নমস্কার॥ ১১৬—১২৫॥ তোমার বর্ণ অগ্নির ন্যায়, তুমি রৌদ্র, তুমি অম্বিকার্দ্ধশরীরী, তুমি রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে মুক্তি দান করিয়া থাক; হে দেব! তোমাকে প্রণাম। তুমি সকলের জ্যেষ্ঠ রুদ্ররূপী উমাসঙ্গী সোম, তুমি বরদান করিয়া থাক। তুমি ত্রিলোকস্বরূপ, তুমি স্বর্গ, তুমি বষট্কার, তোমাকে প্রণাম। তুমি হৃৎপদ্ম ও গগণ রূপে অবস্থান করিতেছ এবং গগণের উপরিও তোমার স্থিতি; তোমাকে প্রণাম। তোমারই সূর্য্যাদি অষ্টমূর্ত্তি তুমি অষ্ট পৃথিব্যাদির কারণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি চার বেদরূপে অবস্থিত, চার আশ্রম তোমারই মূর্ত্তিভেদ, চার ব্যূহ তোমার অবয়ব। গগণাদি পঞ্চভূত তোমার মূর্ত্তি; তুমি সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্ররূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি চতুঃষষ্টি বর্ণাত্মক তুমি অকারাত্মক তোমাকে নমস্কার। তুমি দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকারূপী ও উকারাত্মক তোমাকে নমস্কার। তুমি আত্মা আট প্রকারে বিভক্ত করিয়াছ ও অর্দ্ধমাত্রাত্মক; তোমাকে নমস্কার। তুমি ওঁকার তোমাকে প্রণাম, তুমি চার প্রকারে অবস্থিত (অর্থাৎ অকার উকার মকার ও অর্দ্ধমাত্রাত্মক) তুমি গগন ও স্বর্গের ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার। তুমি সপ্তলোক-স্বরূপ পাতাল ও নরকেরও ঈশ্বর অষ্টক্ষেত্রে তোমার অষ্টরূপ; পরাৎপর!

তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্র, তোমার সহস্র মস্তক ও সহস্র পাদ অতএব তোমাকে নমস্কার। নবসংখ্যক যে আত্মতত্ত্ব, তুমি তৎ-স্বরূপ; অতএব নয় ও আট এই সপ্তদশ আত্মাতে তোমার প্রভুত্ব রহিয়াছে। উরঃ প্রভৃতি অষ্ট স্থানে বর্ণ প্রকাশ করিতেছ, অতএব তোমার চতুঃষষ্টি প্রকার মূর্ত্তি; তোমাকে নমস্কার। তুমি চতুঃষষ্টি যোগিনী-রূপী এবং অষ্টবিধ যে সন্ধ্যাদিগুণ, সেই গুণ পরিবৃত; অতএব তুমি গুণী হইয়াও নির্গুণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি মূলাধারস্থ ও শাশ্বত স্থানবাসী নাভিমণ্ডলে বাস করিতেছ ও তুমি হৃদয়ের শক্তচারী প্রাণবায়ু তোমাকে নমস্কার॥১২৬—১৩০॥ তুমি কন্ধরায় তালুরন্ধ্রে ভ্রূমধ্যে ও নাদ মধ্যে বাস করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি চন্দ্রমণ্ডলবাসী মঙ্গলময় শিব, তুমি বহ্নি চন্দ্র সূর্য্য-স্বরূপ; অতএব ষট্‌ত্রিংশৎ শক্তিসম্পন্ন, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোক সকলকে সত্বাদিগুণত্রয়ে বেষ্টন করত ভুজগরূপী হইয়া প্রসুপ্ত হইতেছ, তুমি গার্হপত্য আহবনীয় দক্ষিণাগ্নিরূপে তিনপ্রকারে অবস্থিত; তোমাকে নমস্কার। তুমি সদাশিব, শান্ত মহাদেব, পিনাকধারী, সর্ব্বজ্ঞ, শরণ্য ও সদ্যোজাত, তোমাকে নমস্কার। হে আধার! হে বামদেব! তোমাকে নমস্কার, তুমি তৎপুরুষ, তুমি ঈশান, তোমাকে নমস্কার, তুমি ত্রিশ মুহূর্ত্তেই প্রকাশমান, তুমি শান্ত, তুমি অতীত; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি উত্তম তোমাকে নমস্কার, জ্ঞানই তোমার অদ্বিতীয় চক্ষু তুমি এক রুদ্র। তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররূপী; শ্রীকণ্ঠ ও শিখণ্ডধারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্ত আসনে স্থিত; তুমি অনন্ত; তুমিই অন্তক; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিমল বিশাল, ও বিমলাঙ্গ, তোমাকে প্রণাম করি॥১৩১—১৫৫॥ তুমি বিমলাসনে সর্ব্বদাই থাক এবং তোমার যে সকল কার্য্য, তাহাও বিমল। যোগপীঠে তোমার বাস, তুমি নিজে যোগী ও যোগদাতা। সর্ব্বদা নীবারশূকবৎ যোগী হৃদয়ে বাস কর, তুমি প্রত্যাহার ও প্রত্যাহাররত। তুমি প্রত্যাহাররতদিগের প্রতি স্থানে বাস কর, তুমি ধারণা ও ধারণারত; তোমাকে নমস্কার। যাহারা সর্ব্বদা ধারণাভ্যাসরত, তাহাদের মধ্যে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তুমি ধ্যাতা ধ্যানরূপী এবং ধ্যানগম্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যেয়, তুমি ধ্যেয় মধ্যে সুলভ এবং তোমার চিন্তাই চিন্তনীয়; তুমি ধ্যেয় -ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির ধ্যেয়, হে ধ্যেয়তম! তোমাকে নমস্কার। তুমি সমাধিগম্য ও সমাধিস্বরূপ এবং সমাধিরত ব্যক্তিদিগের নির্ব্বিকল্পার্থ স্বরূপ। তুমি পুরত্রয় দগ্ধ করিয়া জগত্ত্রয়কে রক্ষা করিয়াছ; এবংবিধ তোমাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে, তবে আমি যে তোমাকে স্তব করিয়া সন্তুষ্ট করিব, সে কেবল তুমি নিজেই তুষ্ট বলিয়া; তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! এই মনুষ্য, দেব প্রমথগণ ও সিদ্ধগণ তোমার অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া ভক্তিমান ও সন্তুষ্ট হইয়া তোমার স্তব করিতেছে। হে দেবেশ! হে গণেশ! তোমাকে নমস্কার হে বিভো! ঐ পুরত্রয় ত সামান্য; আপনি ত্রিজগৎ ক্ষণকাল মধ্যে কটাক্ষে দগ্ধ করিতে পারেন। অম্বিকার সহিত লীলা করত ঐ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছেন ও বাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। আমি অনেক যত্নে রথ প্রস্তুত করিয়াছি ত্রিপুরক্ষয় নিমিত্ত ইষু ও শুভ্র শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল দেবতারা দেখিতে পাইলেন না॥১৪৬—১৫১॥ রথ, রথী, দেববর, হরি, শক্র, পিতামহ সকলই তুমি; তোমাকে কে স্তব করিবে এবং তুমিও গুণাতীত। তুমি অনন্তবাহু, তুমি অনন্ত-পাদ, তোমার মস্তক অনন্ত, তুমি সুখ-স্বরূপ, তোমার মূর্ত্তির অন্ত নাই। তুমি এবম্ভূত অতোষ্য, কি প্রকারে তোমার স্তব করিব? তুমি সর্ব্বজ্ঞ শিবরুদ্ররূপী, তুমি সর্ব্ব ও মঙ্গলময়; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থূল, তুমি নিরবধিক সূক্ষ্ম, তুমি সূক্ষ্মার্থবিদ্ বিধাতা; তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সকল সুরাসুরের স্রষ্টা, ভরণকর্ত্তা ও হর্ত্তা এবং জগতের বিধাতা। তুমি সুরাসুরের নেত্রস্বরূপ, দাতা প্রশাস্তা ও সর্ব্ব শাস্ত্রে সমদর্শী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদান্তবেদ্য; মায়াশূন্য এবং বেদান্ত বিদেরা; তোমাকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বেদস্বরূপ তুমি অন্ত, মধ্য তুমি সুমধাম, তোমাকে নমস্কার। তুমি আদি ও অন্তশূন্য সর্ব্বদাই বিরাজমান সত্যস্বরূপ; তুমি চিত্ররূপবিশিষ্ট চিহ্ন-শূন্য ও লিঙ্গময়; তুমি সাক্ষাৎ বেদের আদিস্বরূপ। আমার আদিকারণ; যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর ও আমার অজ্ঞানান্ধকার নাশের নিমিত্ত হস্তনখাগ্রে মস্তক ছেদন করিয়াছিলে। হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! হে সুরাসুরেশ! হে নির্গুণ! তোমার চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু আপনি দেহীর ন্যায় দেবতাদের সহিত কার্য্য করেন॥১৫৬—১৬৩॥ হে বিভো! তোমার মূর্ত্তি সকল অতি বিস্ময়জনক, যেহেতু এক মূর্ত্তি স্থূল অপরমূর্ত্তি সূক্ষ্ম আর এক অতিসূক্ষ্ম, একদেহ ক্ষয় বৃদ্ধিযুক্ত, অন্য মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ অন্য আর একটী আকার-শূন্য অপর দেহ দেখা যায়মাত্র, অপরটী ধ্যেয় ঈশান মূর্ত্তি; তোমাকে প্রণাম করি। কোন অদৃষ্ট পদার্থ শ্রুত হইলে, তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু তুমি অদৃষ্ট অশ্রুত, তোমাকে দেবতারা কিরূপে বর্ণনা করিবে? হে ঈশ! ভগবৎপ্রসাদই কোথা? আমরাই বা কোথা? আপনার স্তুতিই বা কিরূপ? তাহা হইলেও যে সকল প্রলাপ-বাক্য কহিলাম তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। সূত কহিলেন; যে দ্বিজেরা ঐ স্তব শ্রবণ করেন, প্রণত হইয়া পাঠ করেন, তাঁহারা পাপমুক্ত হন। অনন্তর মন্দর শৃঙ্গবাসী মহাবাহু মহাদেব ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ঐরূপ স্তুত হইলেন ও পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে পদ্মযোনি! তোমার ভক্তিতে ও স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। সূত কহিলেন; অনন্তর প্রীতমনা পদ্মযোনি কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবেশকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেবদেব! হে ত্রিপুরান্তক শঙ্কর! তোমাতে যেন আমার ভক্তি থাকে। হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হও। তুমি দেবতাদের সর্ব্বার্থসাধন করিয়া থাক, অন্যবর কি প্রার্থনা করিব। কেবল আপনাতে যেন আমার ভক্তি থাকে ও আপনার সারথ্যকর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করুন। ভগবান জনার্দনও প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সপার্ব্বতীক মহাদেবকে নিবেদন করিলেন। হে ঈশান! তোমার বাহনত্ব সর্ব্বদা

ইচ্ছা করি। হে ঈশান! প্রসন্ন হউন। তোমাতে যেন ভক্তি থাকে, তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর! আপনাকে বহন করিতে সামার্থ্য দান করুন। হে বরদ! আমাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বগত্ব প্রদান করুন॥ ১৬৩—১৯৫॥ সূত কহিলেন, পরমেশ্বর মহাদেব তাঁহাদের যথাভিলষিত বর প্রদান করিলেন এবং দেবী, নন্দী ও ভূতগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। মহেশ্বর সগণে পার্ব্বতীর সহিত গমন করিলে পর সুরেশ্বর, মুনীশ্বর, দেবতা ও ঋষিরা দুঃখবর্জ্জিত হইয়া সবিস্ময়ে ভব ও ভবানীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সবাহনে স্বর্গে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-নির্ম্মিত পবিত্র ত্রিপুরারির স্তব শ্রাদ্ধকালে অথবা দৈব কর্ম্মে পাঠ করে, অথবা দ্বিজকে শুনায়, সে কায়িক, বাচিক; মানসিক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, মহাপাতক, পাতক, উপপাতক নামে যে সকল পাপ আছে, এই অধ্যায় শ্রবণে তাহাও নষ্ট হয়, শত্রুক্ষয় হয়, সংগ্রামে বিজয়ী হয়। পীড়াসকল তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না, আপদ স্পর্শও করিতে পারে না। তাহার ধন, আয়ুঃ, যশ অক্ষুণ্ন হয়॥ ১৯৬—১০৪॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহেশ্বর ত্রিপুর ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করিয়া গমন করিলে পর, ব্রহ্মা সুরেন্দ্র-সভায় কহিলেন, তারক-পুত্র তারের পৌত্র বলবান্ তারকাক্ষদৈত্য, বীর্য্যবান্ কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী, এবং অন্যান্য অনেক দৈত্য, হরির মায়ায় দেবদেবকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইল। তাহাদের পুরধ্বংস হইল; বন্ধু বান্ধবও নষ্ট হইল। তজ্জন্য লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবকে পূজা করা উচিত। যে পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা করিবে,সেই পর্য্যন্তই তোমরা সুখে অবস্থান করিতে পারিবে। অতএব শ্রদ্ধা সহাকারে দেবতাদের তাঁহাকে পূজা করা উচিত ;যেহেতু ঐ জগৎ লিঙ্গাধীন, লিঙ্গে সকলই অবস্থিত। যে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে বাসনা করে, সে লিঙ্গপূজা করিবে। দেবদৈত্য দানব যক্ষবিদ্যাধর সিদ্ধ রাক্ষস পিতৃপুরুষ মুনি পিশাচ কিন্নরাদি সকলেই লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবকে পূজা করিয়া সিদ্ধ হইবে,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! যে কোন প্রকারে লিঙ্গার্চ্চনা করিবে; আমরা সেই ধীমান্ দেবতার নিকট পশুসদৃশ। অতএব পাশুপত ব্রত করিয়া পশুভাব পরিত্যাগ করিতে লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবকে পূজা করা উচিত। প্রথম পাঁচবার ওঁকার উচ্চারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে, তাহা দ্বারা পঞ্চভূত বিশোধন করিবে। তাহার পর চারিবার প্রণবযুক্ত প্রাণায়াম করিবে। হে দেবগণ! তথাবিধ প্রণবযুক্ত তিনবার প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া, প্রণব দুইবার ন্যাস করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নির্দ্দেশ করিবে। জ্ঞানরূপ অমৃত, প্রমূর্ত্ত ও প্রণবদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পূরণ করিবে॥ ১—১৪॥ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, চতুর্থাখ্যায়ক, গুণত্রয়, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞকে বিশোধিত করিয়া চিদাত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ ভাবনা করিয়া অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ভস্ম স্পর্শ করিবে। তারপর বায়ু ইত্যাদি মন্ত্র, ব্যোম ইত্যাদি মন্ত্র, পৃথিবী ইত্যাদি মন্ত্র ও জমদগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভস্ম স্পর্শ করিবে। সেই যোগী সেই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ। হে দেবসত্তমগণ! পশুপাশ বিমোক্ষের নিমিত্ত মহাদেব কর্ত্তৃক ঐ পাশুপত ব্রত কথিত হইয়াছিল। ঐ প্রকারে আমার ও মহাত্মা বিষ্ণু কর্ত্তৃক দৃষ্ট, লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবকে পূজা করিয়া পাশুপত ব্রতাচরণ করিলে, পশুযোনিতে জন্ম হয় না এবং বর্ষমধ্যে দেবতা হয়। আমাদের যখন কার্য্য করিতে হইবে, অগ্রে লিঙ্গরূপী ঈশ্বরকে পূজা করিয়া পরে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হে সুরসত্তমগণ! আমার বিষ্ণুর ও মুনিদিগের ঐ প্রতিজ্ঞা। সেই ক্ষতি,সেইছিদ্র, সেই মূকতা, যেক্ষণে যে মুহূর্ত্তে সেই অদ্বিতীয় শিবকে পূজা না করা যায় যাহারা ভবভক্তিপরায়ণ যাহাদের চিত্ত ভবেপ্রণত ও যাহারা কেবল ভবকে স্মরণ করে, তাহারা কখন দুঃখভাজন হয় না। তাহাদের মনোহর গৃহ হয়, দিব্য আভরণ হয় ও দিব্য স্ত্রী হয়। তাহাদের সন্তোষাতিরিক্ত ধন হয়। যাহারা মহাভোগ বাঞ্ছা করে অথবা স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে। তাহারা সর্ব্বদা লিঙ্গরূপী মহাদেবকে পূজা করুক। কোন ব্যক্তি যদি ঐ সমস্ত প্রাণী ও জগৎকে দগ্ধ করিয়া অদ্বিতীয় সেই বিরূপাক্ষকে পূজাকরে, সেও পাপে লিপ্ত হয় না। এই বলিয়া ব্রহ্মা সর্ব্বদেবকে নমস্কৃত শৈললিঙ্গ পূজা করিয়া স্তব করিলেন। সেই অবধি শক্রাদি দেবগণ ভস্মাঙ্কিত শরীর হইয়া পাশুপত ব্রত অরাব্ধ করিলেন॥ ১৫—২৯॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা স্বাধিকারানুরূপ লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে দিলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রনীল মণিনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র পদ্মরাগময় লিঙ্গ, কুবের হৈমলিঙ্গ বিশ্বদেবতারা রৌপ্যলিঙ্গ, অষ্টবসু চন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত লিঙ্গ, বায়ু পিত্তলময় লিঙ্গ অশ্বিনীকুমারদ্বয় পার্থিব লিঙ্গ, বরুণ স্ফাটিক লিঙ্গ, দ্বাদশ আদিত্য তাম্র লিঙ্গ, চন্দ্র অত্যুত্তম মৌক্তিক লিঙ্গ, অনন্তাদি নাগেরা প্রবাললিঙ্গ দৈত্য ও রাক্ষসগণ লৌহলিঙ্গ, গুহ্যকেরা ত্রৈলোহিক লিঙ্গ, প্রমথগণ সর্ব্ব লৌহ লিঙ্গ চামুণ্ডা মাতৃগণ সৈকত লিঙ্গ, নিঋতি দারুজ লিঙ্গ, যম মরকত লিঙ্গ, নীলাদিরুদ্রগণ ভস্মলিঙ্গ,পিশাচেরা সীসক নির্ম্মিত লিঙ্গ,লক্ষ্মী বৃক্ষলিঙ্গ,কার্ত্তিক গোময়লিঙ্গ, মুনি শ্রেষ্ঠগণ, কুশাগ্রনির্ম্মিত লিঙ্গ বামারা পুষ্পলিঙ্গ, মনোন্মনী গন্ধদ্রব্য নির্ম্মিত লিঙ্গ, বাগ্দেবী রত্নময় লিঙ্গ, দুর্গা সবেদিক হৈম লিঙ্গ, উগ্রা পিষ্টময় লিঙ্গ, মন্ত্র সকল আজ্যময় লিঙ্গ, বেদ সকল দধিময় লিঙ্গ, পূজা করিয়া যথাযোগ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥১—১১॥ অধিক আর কি বলিব, এই চরাচর লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা দ্রব্যভেদে লিঙ্গ ছয় প্রকার কহিয়াছেন। আবার ছয় প্রকার লিঙ্গের মধ্যে চতুশ্চত্বারিংশ প্রকার বিশেষ প্রভেদ আছে।

প্রথম শৈলজ লিঙ্গ তাহা চারপ্রকার; দ্বিতীয় রত্নজ লিঙ্গ তাহা সাতপ্রকার। তৃতীয় ধাতুজ লিঙ্গ তাহা আটপ্রকার। চতুর্থ দারুজ লিঙ্গ তাহা ষোড়শ প্রকার। পঞ্চম মৃণ্ময় লিঙ্গ তাহা দুই প্রকার, ষষ্ঠ রত্ন নির্ম্মিত তাহা সাত প্রকার। রত্নজ লিঙ্গ শ্রীপ্রদ, শৈলজ লিঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক, ধাতুজ লিঙ্গ সাক্ষাৎ ধনদ, দারু লিঙ্গ ভোগ সিদ্ধিদ। হে বিপ্রেন্দ্র! সকল মৃণ্ময় লিঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক শুভ, শৈলজ লিঙ্গ অতি উত্তম, ধাতুজ লিঙ্গ মধ্যম। ঐ প্রকারে লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত সংক্ষেপে নয়টী। মূলে ব্রহ্মা মধ্যে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরি ওঁকাররূপী সদাশিব মহাদেব রুদ্র, ত্রিগুণাত্মিকা মহাদেবী অম্বিকা লিঙ্গবেদিরূপা। যে ব্যক্তি সেই বেদির সহিত লিঙ্গপূজা করে তাহার দেব ও দেবীর পূজা করা হয়। শৈলজ, রত্নজ, ধাতুজ, দারুজ, মৃণ্ময় ও ক্ষণিক লিঙ্গ যে স্থাপন করে তাহার শুভ হয়। সেই পুণ্যাত্মা, সুরেন্দ্র, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তুত হয় এবং দেবদুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে থাকে। সে ব্যক্তি স্বতেজ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোককে আক্রমণ করিয়া উদ্ভাসিত করে। লিঙ্গ স্থাপনে তাহার যে সদ্গতি সেই সদ্গতিরূপ স্বাধীন খড়্গদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া নিঃশঙ্কে নির্গত হয়। শৈলজ, রত্নজ, ধাতুজ, দারুজ, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে। মৃণ্ময় ও রঙ্গাদি নির্ম্মিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে না। যে ব্যক্তি যথাবিধানে স্কন্দ উমার সহিত কুন্দগোক্ষীরবৎ শুভ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাঁহার শরীরে সর্ব্বদা রুদ্র বর্ত্তমান থাকেন। তাহার দর্শনে ও স্পর্শনে লোকেরা সুখী হয়। হে বিপ্রেন্দ্রসকল! তাহার পুণ্য আমি শতযুগে কহিতে সক্ষম হই না। তদ্ধেতু সেইরূপই প্রতিষ্ঠা করিবে। সকলেই তাঁহার সগুণ দেহ ভাবিবেন, কেবল যোগীরা নির্গুণ চিন্তা করিবেন ॥ ১২—৩০ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, ঈশ্বর নিত্য, মায়াশূন্য, নির্গুণ; তিনি কিরূপে সগুণ হইলেন। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহা বলুন। সূত কহিলেন, পরমার্থবিৎ কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে প্রণবরূপী কহেন। হে বিপ্রেন্দ্রসকল! উপনিষদ্ভাগে তাঁহাকে অজ বলিয়া শ্রবণ করাতে, শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ কহেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা কহেন, শব্দাদি বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান। কেহ কেহ বলেন, সেই জ্ঞান ভ্রান্তিশূন্য; অপর পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞান ভ্রান্তিশূন্য নয়, এই কথা কহিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যে জ্ঞান নির্ম্মল অর্থাৎ মায়াশূন্য, বিশুদ্ধ, নির্ব্বিকল্প ও আশ্রয়শূন্য, গুরু যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানই জ্ঞান। কোন কোন মুনির ইহা মত। জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়। প্রসন্নতা জ্ঞান সিদ্ধির কারণ। এই উভয় হইতেই যোগী মুক্ত হইয়া আনন্দময় হন। কোন কোন পণ্ডিত ইহাও কহেন যে, ঈশ্বর স্ব-ইচ্ছায় রূপ করিয়াছেন; যথাবিধি নিষ্কাম কর্ম্মই তাঁহাকে পাইবার উপায়। সেই বিষ্ণুর স্বর্গই মস্তক, সেই পরমেষ্ঠীর আকাশ নাভি; সোম, সূর্য্য, অগ্নি তাঁহার নেত্র। সেই মহাত্মার দিক্‌সকল শ্রোত্র। পাতাল তাঁহার চরণ; সমুদ্র তাঁহার বসন; চতুর্ব্বেদ তাঁহার বাহু; নক্ষত্র সকল তাঁহার ভূষণ ॥ ১—৮ ॥ প্রকৃতি তাঁহার পত্নী; পুরুষ তাঁহার লিঙ্গ। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মা নির্গত হইয়াছেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মার বাহুদ্বয় হইতে জন্মিয়াছেন। বৈশ্য উরুদেশ হইতে; শূদ্র সেই পিনাকীর চরণ হইতে জন্মিয়াছে। পুষ্কর আবর্ত্তক মেঘ তাঁহার কেশ; ঘ্রাণ হইতে বায়ু, শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম তাঁহার গতি। তিনি ঐ প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক পরম পুরুষ; তাঁহাকে জ্ঞানদ্বারাই লাভ করিয়া থাকে। অন্য প্রকারে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সহস্র কর্ম্ম হইতে তপস্যাই প্রশংসনীয়; তপস্যা হইতে জপ উৎকৃষ্ট; সহস্র যপযজ্ঞ হইতে ধ্যান যজ্ঞ প্রশস্ত; ধ্যান যজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট পথ নাই, ধ্যানই জ্ঞানের সাধক। যেকালে যোগী সমরস হইয়া ধ্যানদর্শী হন, তখন ধ্যাননিরত সেই যোগীর শিব সন্নিহিত হন। জ্ঞানীদের শৌচ নাই, প্রায়শ্চিত্তাদি নাই, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তিরা জ্ঞানবিশুদ্ধ; জগতে তাঁহাদের কোন কার্য্য নাই; সুখদুঃখ বিচার নাই; ধর্ম্মাধর্ম্ম জপ হোম—জ্ঞানীদের সর্ব্বদা সন্নিহিত। পরম আনন্দজনক বিশুদ্ধ নিত্য নির্গুণ সর্ব্বগ লিঙ্গ শিব যোগীহৃদয়ে বাস করেন ॥ ৯—১৮ ॥ হে দ্বিজগণ! লিঙ্গ দুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে,—বাহ্য ও আভ্যন্তর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বাহ্য লিঙ্গ স্থূল আভ্যন্তর সূক্ষ্ম। যাহারা স্থূল জ্ঞানী কর্ম্মযজ্ঞরত, তাহারা স্থূল লিঙ্গার্চ্চনা করিয়া থাকে। যেহেতু, স্থূল শরীর অজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয়, তাহারা সূক্ষ্মশরীর চিন্তা করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ব্যক্তি সমস্ত বস্তুই বাহ্যিক বলিয়া কল্পনা করে, সে মূঢ়। যেমন অজ্ঞানীদের মৃৎকাষ্ঠাদিকল্পিত স্থূল লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ সূক্ষ্ম মায়াশূন্য অব্যয় লিঙ্গ জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষবিষয় হয়। অন্য তত্ত্বার্থবাদীরা বলেন যে, নির্গুণ সগুণ, এ অর্থবিচারে প্রয়োজন নাই। যেহেতু সকলই শিবময়। অপর পণ্ডিতেরা কহেন, আকাশ এক; কিন্তু প্রত্যেক শরাবে ভিন্ন। তদ্রূপ শঙ্করের ভেদাভেদ। এক দিবাকর একই স্থানে আছেন, অথচ প্রত্যেক জলাধারে প্রত্যেক প্রতিবিম্ব পতত হয়। স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীই পাঞ্চভৌতিক। তথাপি জাতি ও ব্যক্তিগতভেদে বহুল দেখা যায়। যাহা যাহা দেখা বা শুনা যায়, সে সকলই শিবাত্মক জানিবে। ঐ জগতে লোকের ভেদ প্রাতিভাসিক মাত্র। মনুষ্য স্বপ্নে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া সুখী হয়, আবার দুঃখভোগ করিয়া দুঃখী হয়; কিন্তু বিচার করিলে কিছুই নয়। অন্য বেদার্থতত্ত্ববিদ্গণ কহেন যে, সংসারীদের হৃদয়ে সগুণ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, যোগী হৃদয়ে নির্গুণ জগন্ময় ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। পরমেশ্বরের প্রথম শরীর একমাত্র নির্গুণ দ্বিতীয় সগুণ নির্গুণ, তৃতীয় সগুণ, ঐ ত্রিবিধ শরীরই পরমেশ্বরের আরাধ্য। হে দ্বিজসত্তমগণ! অন্য প্রকারে তিনি পূজ্য হন না ॥ ১৯—৩১ ॥ কোন মুনিরা তাঁহাকে সগুণ

নির্গুণরূপে পূজা করেন। কোন মুনিরা স্বহৃদয়ে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ নির্গুণ স্বরূপ চিন্তা করেন। কেহ কেহ সগুণরূপে তাঁহার লিঙ্গ—বিভাবসুতে পূজা করে। ঐ প্রকারে সংসারীরা তাঁহাকে পুত্রদারের সহিত পূজা করে। যেমন শিব-তেমনি দেবীও পূজনীয়া; যেরূপ দেবী সেইরূপ শিব ও পূজনীয়। তাঁহার সপ্তবিংশতি প্রভেদেই অভেদ বুদ্ধি কর্ত্তব্য। বাহ্য মণ্ডলাদিতে শরীর মধ্যে চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, দশার, দ্বাদশার, ষোড়শার ও ত্রিকোণ চক্রে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। সদসৎসঙ্গরহিত নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ মঙ্গলময় সেই শিব স্ব ইচ্ছায় দেবীর সহিত লোকের উদ্ধারের জন্য সাক্ষাৎ বিরাজমান। তিনি এক অদ্বিতীয়। কোন পণ্ডিতেরা তাঁহাকে প্রকৃতি-পুরুষ কহেন। অন্য পণ্ডিতেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র স্বরূপ কহেন। বেদবিদেরা তাহাকে সংসারী শিব কহেন। ধর্ম্মরতবিশিষ্ট বিপ্রেরা ভক্তির সহিত যোগের দ্বারা যোগেশ অশেষ মূর্ত্তি সেই ভগবান্‌কে ষড়স্রমধ্যে পূজা করেন। যে ব্যক্তি ভ্রূমধ্যে ত্রিগুণ শিবকে দর্শন করে, সে ত্রিত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি ঐ শিবকে দেবীর সহিত দর্শন করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অন্য যোগীরা প্রাপ্ত হয় না॥ ৩২—৪০॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অতঃপর ভগবৎপ্রতিষ্ঠার সমগ্র ফল সর্ব্বলোকের হিতার্থ কহিতেছি। শ্রবণ কর। উত্তম আসনে কার্ত্তিক ও পার্ব্বতীর সহিত ঐ দেবের প্রতিমা রাখিয়া ভক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করিলে, সকল অভীষ্ট লাভ করা যায়। মানব একবার যথাবিধি কার্ত্তিক ও উমার সহিত ভগবানের পূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয় যত দূর শুনিয়াছি, তাহা কহিতেছি। সেই প্রভুর পূজা-পরায়ণ ব্যক্তি পরমযোগী হইয়া কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ও সকল অভিলাষপূরক বিমানে রুদ্রকন্যাগণের সহিত আরোহণ করিয়া, শিবলোকে গমন করত নাট্যগীতাদিদ্বারা আনন্দ অনুভব করিয়া, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শিবের ন্যায় সুখে ক্রীড়া করে এবং ঐ মহাতেজা তথায় অসীম সুখ ভোগ করিয়া পূর্ব্বের মত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক উমালোক, কুমারলোক, ঈশানলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, প্রজাপতি-লোক, জনলোক ও মহলোকে বিচরণান্তে ইন্দ্রলোকে যাইয়া অযুতবর্ষ ইন্দ্রত্ব করিবার পরে কিছুকাল ভুবর্লোকে উত্তম উত্তম দিব্যভোগ উপভোগ করিয়া ও সুমেরু পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দেবগণের ভবনে আনন্দ অনুভব করে। যিনি এক-পাদ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিনয়ন, শূলধারী ও যাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে বিষ্ণু অবস্থিত আছেন; যিনি অষ্টাবিংশতিকোটি রুদ্ররূপী স্বয়ং হৃদয় হইতে পুরুষকে, বামদিক্‌ হইতে প্রকৃতিকে, বুদ্ধিদেশ হইতে বুদ্ধিকে ও অহঙ্কারকে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রকে, ইন্দ্রিয় স্থান হইতে, ইন্দ্রিয়চয়কে, পাদমূল হইতে পৃথিবীকে, গুহ্যদেশ হইতে জলকে, নাভিদেশ হইতে অগ্নিকে, হৃদয় হইতে সূর্য্যকে, কণ্ঠদেশ হইতে চন্দ্রকে, ভ্রূর মধ্য হইতে আত্মাকে ও মস্তক হইতে স্বর্গকে এইরূপে স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎকে সৃজন করিয়া অবস্থান করিতেছেন; এতাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-ব্যাপী ঐ দেবের শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলে শিবসাযুজ্য লাভ হয় অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হয়। মানব ঐষজ্ঞপতি ঈশানকে ত্রিপাদ, চতুঃশৃঙ্গ, সহস্রবাহু, ও মস্তকদ্বয়-বিশিষ্ট করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে বিষ্ণুলোকে যাইয়া পূজিত হয় ও তথায় পরমসুখী হইয়া লক্ষকল্প অসীমভোগ উপভোগ করিয়া, ক্রমে পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া সকল যজ্ঞের পারগামী হয়। এবং যে ব্যক্তি অর্দ্ধচন্দ্র-ভূষণ সোমমূর্ত্তি শিবকে বৃষারূঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠা করে, সে অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া কিঙ্কিণীমালাসমন্বিত সৌবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করে ও তথায় মুক্তিলাভ করে। ভগবানকে প্রমথগণপরিবৃত এবং জগদম্বা ও নন্দির সহিত অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল পাওয়া যায় তদ্বিষয় যেরূপ অবগত আছি কহিতেছি। সে ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলের মত তেজঃসম্পন্ন, চতুর্দ্দিকে নৃত্যশীল অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ দেবদানবগণের দুর্লভ বৃষবাহন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করত দিব্য গণাধিপত্য লাভ করে॥ ১—২১॥ এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব বৃষধ্বজ পরমেশ্বরকে পার্ব্বতীর সহিত নৃত্য-পরায়ণ, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণে সর্ব্বদা পরিবৃত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক নিত্য নমস্কৃত, মাতৃগণ ও মুনিগণ-কর্ত্তৃক সেবিত এবং সহস্র-বাহু অথবা চতুর্ব্বাহু করিয়া প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্য ফল কহিতেছি শ্রবণ কর। সকল যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান, তীর্থদর্শন ও দেবপূজায় যে ফল আছে, সে তাহার কোটিগুণ ফল পাইয়া শিবস্থানে গমন করে। তথায় এক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পরম সুখ ভোগ করিয়া, পুনরায় সৃষ্টিকাল আসিলে মানবযোনিতে গমন করে। চতুর্ব্বাহু, ত্রিনয়ন, দিগম্বর, রজতগিরির ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও সর্পমেখলাস্থানীয়, কেশজাল ঈষৎ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, হস্তে নৃকপাল—এইরূপ মূর্ত্তি করিয়া দেবদেবের প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। সেই প্রভু জগদম্বার সহিত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন। স্বয়ং ধূম্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ নয়নত্রয়সমন্বিত, চন্দ্র তাঁহার শিরোভূষণ হইয়াছে; শিরোদেশে কাকপক্ষ, হস্তে নাগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন; প্রভুর সিংহচর্ম্ম উত্তরীয় ও মৃগচর্ম্ম পরিধেয় বসন হইয়াছে এবং ঐ তীক্ষ্ণদন্ত দেব, হস্তে গদা ও নৃকপাল ধারণ করিতেছেন; অপর হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করিতেছেন এবং 'হুং ফট' এইরূপ বিকট শব্দে সমগ্র দিঙ্মুখ শব্দিত করিতেছেন; কখন হাসিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন ও কখন ভূতসমূহ ও প্রমথসমূহের সহিত নৃত্য করিতেছেন কখন বা বিষ পান করিতেছেন, ভগবানের এইরূপ প্রতিমা করিয়া, সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে, পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সর্ব্ববিপদ্‌ অতিক্রম করে এবং দেহান্তে শিবলোকে যাইয়া পূজিত হয় ও তথায় এক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অনন্তভোগ উপভোগ করে ও তত্রত্য রুদ্রগণের নিকট হইতে বিচারবলে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়

যে ব্যক্তি দুই হস্তে বর ও অভয়, অপর হস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পদ্ম, এইরূপে এই চতুর্ভুজ, অর্দ্ধ নারীরূপ বলিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয় ভাবে সংমিশ্রিত ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত ভগবানের প্রতিমা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবলোকে যাইয়া পূজিত হয় ও তথায় অণিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়া গ্রহনক্ষত্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া, পরে জ্ঞান লাভ করত মুক্তি লাভ করে এবং যে ব্যক্তি ঐ দেবদেবকে শিষ্যোপশিষ্যগণ-পরিবৃত বেদব্যাখ্যানে সমুদ্যত-পাণি, নকুলীশ্বর-স্বরূপ করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে, সেই মানব শিবলোকে গমন করিয়া তথায় শত অশেষ ভোগ লাভ করে ও তথায় জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে। সেই পদ দেবদৈত্যগণের সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট। মুদ্রিতনয়ন, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্মধারী, ললাটে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র, গলদেশে নরমুণ্ডমালা ও ব্রহ্মার কেশনির্ম্মিত উপবীত বামহস্তে ব্রহ্মকপাল ও দক্ষিণহস্তে বিষ্ণুকলেবর; পরমেশ্বর পরমাত্মার এতাদৃশ মূর্ত্তি করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 'ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়' এই অষ্টাক্ষর পবিত্র মন্ত্র যে ব্যক্তি একবারমাত্রও উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং নিজ অর্থশক্তি-অনুসারে গন্ধপুষ্পনৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া ঐ মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেবেশ্বর রুদ্রকে পূজা করিলে, শিবলোকে যাইয়া পূজিত হয়। ঐ জালন্ধরা সুরাসুর প্রভুকে সুদর্শনধারী করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি অর্থাৎ শিবে লীন হয়, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই॥ ২২—৩৭॥ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিজনেত্র কমলদ্বারা পূজিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত সুদর্শনপ্রদ দেবের ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে শিবলোকে আদৃত হইয়া বাস করা যায়। নিকুম্ভের পৃষ্ঠে দক্ষিণ পাদপদ্ম, বামভাগে ভুজলতাঙ্গ পার্ব্বতী, শূলাগ্রের উপর মণিবন্ধ স্থাপিত, অঙ্গে সর্পের কিঙ্কিণী, পার্শ্বে কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিত অন্ধকাসুর, শিবের যথাযোগ্য এইরূপ রূপ প্রতিষ্ঠা করিলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। রথে ব্রহ্মা সারথি, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সঙ্গে উমা, চন্দ্রশেখরের এইরূপ ত্রিপুরান্তক মূর্ত্তি যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবপুরে গিয়া মহানন্দে তথায় ইচ্ছানুযায়ী মহাভোগ ভোগ করিয়া, দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং সেই স্থলেই বিচারিত জ্ঞান লাভ করিয়া সেখানেই মুক্ত হইয়া থাকে। বাম ক্রোড়ে অম্বিকাসমন্বিত গঙ্গার সহিত সুখাসীন চন্দ্রশেখর গঙ্গাধরকে ও জ্যেষ্ঠ বিনায়ক স্কন্দ,সুশোভনা দুর্গা,ভাস্কর, চন্দ্র, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরদা, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও বীরভদ্রসমন্বিতা চামুণ্ডাকে বিঘ্নেশের সহিত নির্ম্মাণ করিলে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। মহা জ্বালমালায় সংবৃত অব্যয় লিঙ্গমূর্ত্তি ও সেই লিঙ্গমূর্ত্তির মধ্যে চন্দ্রশেখর ঈশ্বরকে রাখিবে; ও আকাশে লিঙ্গ ও হংসরূপী ব্রহ্মাকে রাখিবে ও লিঙ্গের অধোভাগে অধোমুখ বরাহরূপী বিষ্ণু এবং দক্ষিণে কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিত ব্রহ্মা, এইরূপ নির্ম্মাণ করিবে। মধ্যস্থলে মহা সমুদ্রে অবস্থিত মহাঘোর লিঙ্গকে রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে; তাহা হইলে শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং দেব ক্ষেত্রপালকে ও পাশুপত প্রভুকে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি নির্ম্মাণ করিলে মানবগণ শিবলোকে পূজিত হইতে সমর্থ হয়॥ ৪৮—৬৩॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ফল, শিবলিঙ্গ স্থাপনবিধি এবং শিবলিঙ্গের বিশেষ লক্ষণ, আমরা তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে মৃত্তিকা প্রভৃতি রত্নপর্য্যন্ত দ্রব্যসমূহদ্বারা শিবমন্দির প্রস্তুত করিয়া মনুষ্যগণ যে ফল লাভে সমর্থ হয়, তাহা তুমি আমাদিগের নিকট বল। সূত বলিলেন, এ জগতে যে দেবের ভক্তগণ জ্ঞান লাভ করিয়া স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হয় না, সে দেবদেব মহাদেবের গৃহাদিতে প্রয়োজন নাই; তথাপি ভক্তগণ ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের পূজ্য, পরমেশ্বর মহাদেবের ইষ্টক কিংবা লোষ্ট্রদ্বারা মন্দির প্রস্তুত করিয়া স্বর্গীয় দেবযানে আরোহণ করিয়া গমন করে। বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে লোষ্ট্র, মৃত্তিকা অথবা ধূলিরাশি দ্বারা শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেও শিবত্ব লাভ করে। সেই হেতু ধর্ম্মকামার্থ-সিদ্ধি-কামনায় ভক্তগণ ভক্তিসহকারে যত্নপূর্ব্বক শিবালয় প্রস্তুত করিবে। কেসর, নাগর, দ্রাবিড় এবং অন্যপ্রকার শিবালয় প্রস্তুত করিয়া শিবলোকে পূজ্য হয়। যে ব্যক্তি মহাদেবের কৈলাসাখ্য শিবমন্দির প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি কৈলাসপর্ব্বতের শিখর সদৃশ বিমানারোহণ-পূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করে। যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক বিভবানুসারে শিব প্রীতিকামনায় উত্তম, মধ্যম, কিংবা অধম, মন্দরাখ্য শিবালয় প্রস্তুত করে, সে মনুষ্য মন্দরপর্ব্বত সদৃশ, সর্ব্বতোমুখ, অপ্সরোগণ পরিবৃত এবং দেবদানব-গণেরও দুষ্প্রাপ্য বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক রমণীয় শিবলোকে গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে উত্তম ভোগ্য বস্তু ভোগ করতঃ জ্ঞানলাভান্তর গাণপত্য প্রাপ্ত হয়॥ ১—১১॥ যে ব্যক্তি মেরুনামক শিবালয় প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি যে ফললাভ করে, সে ফল প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহ করিয়া পাওয়া যায় না; এবং সকল যাগযজ্ঞ, তপস্যা নানাবিধ বস্তু দান, তীর্থপর্য্যটন এবং বেদ পাঠ করিয়া যে ফল লাভ হয়, সে সমস্ত ফল লাভ করিয়া চিরকাল শিবতুল্য হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করে। যে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নিষধ নামক শিবালয় প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি শিবলোক গমনপূর্ব্বক শিবতুল্য সানন্দে কাল-যাপন করে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণপ্রদ হিমালয় পর্ব্বতনামক শিবালয় প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি হিমালয় পর্ব্বত তুল্য যানারোহণপূর্ব্বক কল্যাণপ্রদ শিবলোকে গমনান্তর জ্ঞান লাভ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। অতিশয় সুন্দর নীলাদ্রি শিখর নামক শিবালয় ভক্তিপূর্ব্বক বিভবানুসারে প্রস্তুত করিয়া যে ব্যক্তি ভগবান্ রুদ্রের প্রীত্যর্থ প্রতিষ্ঠা করে, সে মনুষ্য যে ফল লাভ করে, সে ফল

আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হিমশৈল নামক মন্দির করিয়া যে ফল লাভ হয়, তোমার নিকট তাহা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি ঐ সমস্ত ফল লাভপূর্ব্বক সকলদেবগণ কর্তৃক সমস্কৃত হইয়া শিবলোক গমনান্তর রুদ্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করে। মহেন্দ্রপর্ব্বত নামক রুদ্রসম্মত শিবালয় প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, সে ফল আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। মহেন্দ্রপর্ব্বত সদৃশ এবং বৃষভযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিয়া যথাভিলষিত ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগানন্তর রুদ্রগণ-কর্তৃক বিচারিত জ্ঞান লাভপূর্ব্বক বিষের ন্যায় বিষয় বাসনা পরিত্যাগানন্তর শিবসাযুজ্য লাভ করে॥ ১২—২১॥ যে ব্যক্তি সুবর্ণদ্বারা রত্নশোভিত শিবালয় প্রস্তুত করে, দ্রাবিড়, নাগর, অথবা কেসর বিধানানুসারে এ ত্রিবিধ মন্দিরের এক প্রকার প্রস্তুত করে। ঐ মন্দির কূট হউক, মণ্ডপ হউক, কিংবা সমান হউক, অথবা দীর্ঘ হউক, তাহাব যে পুণ্যলাভ হয়, তাহা একশত যুগে বলিয়া উঠা যায় না। হে দ্বিজগণ! জীর্ণ কিংবা পতিত, ভগ্ন, অথবা ছাদাদি শূন্য যে ব্যক্তি দ্বারাদি প্রস্তুত কবিয়া শিবপ্রাসাদ, শিবমণ্ডপ, কিংবা শিবালয়ের প্রাচীর অথবা শিবালয়ের পুরদ্বারকে নূতনের তুল্য করে, সে ব্যক্তি আদিনির্ম্মাণকর্ত্তার অপেক্ষা অধিক পুণ্য লাভ করে, এ কথায় সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ভরণপোষণার্থও শিবালয়ে পরিচর্য্যা করে, সে ব্যক্তি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে গমন করে, এ কথায় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কেবল আত্মভোগ নিমিত্ত শিবালয়ে একবারও পরিচর্য্যাদি কার্য্য করে, সে ব্যক্তি সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। হে মুনিবর-গণ! সে নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভক্তিভাবে কাষ্ঠ দ্বারা কিংবা ইষ্টকাদি দ্বারা শিবালয় প্রস্তুত করিয়া শিবলোকে গমন-পূর্ব্বক পূজ্য হয়। হে মুনিবরগণ! মহেশ্বর শিবের প্রসন্নতা লাভার্থ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তিলাভনিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার যত্ন দ্বারা শিবমন্দির নির্ম্মাণ করা উচিত। যদ্যপি উত্তম শিবমন্দির প্রস্তুত করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে হে মুনিবরগণ! শিবমন্দিরের সম্মার্জ্জনাদি কার্য্য করিলেই তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি মৃদু সূক্ষ্ম সম্মার্জ্জনী দ্বারা এক মাস শিবালয় মার্জ্জনাদি করে, সে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বস্ত্রপূত গন্ধযুক্ত জল কিংবা গোময় জল দ্বারা শিবমন্দিরের যথাবিধি হস্ত লেপনাদি কার্য্য করে, সে ব্যক্তি এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া যে ফল লাভ হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যেস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সে স্থানের চতুঃপার্শ্বে অর্দ্ধ ক্রোশ ভূমি শিবক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হয় জানিবেন। ঐ শিবক্ষেত্রমধ্যে যে ব্যক্তি তনুত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসাযুজ্য লাভ করে॥ ২২—৩৩॥ হে সুব্রতগণ! জ্যোতির্ম্ময় অনাদি লিঙ্গের ক্ষেত্রমানই অর্দ্ধক্রোশ। অন্য অনাদি লিঙ্গের ক্ষেত্রমান এক পোয়া। ঋষিস্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমান অর্দ্ধ পোয়া। হে দ্বিজোত্তমগণ! মনুষ্যস্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমান তদর্দ্ধ। হে দ্বিজোত্তমগণ! যতিদিগের আবাসের ক্ষেত্রমানও ঐরূপ। শিবাবতার যোগাচার্য্য তদীয় শিষ্য প্রশিষ্য, মনুষ্যাবতার ও তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যদিগের আবাস ক্ষেত্রমানও অর্দ্ধ ক্রোশ। হে দ্বিজগণ! অত্যন্ত পবিত্র স্থান শ্রীপর্ব্বতে, কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তী ভূমিতে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসাযুজ্য লাভ করে। অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী তীর্থে, মহাক্ষেত্র কেদারতীর্থে, প্রয়াগতীর্থে এবং কুরুক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রভাসতীর্থে, পুষ্করতীর্থে, অবন্তীতীর্থে, অমরেশ্বরতীর্থে এবং বাণীশৈলাকুলে মৃত ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। বারাণসীক্ষেত্রে মৃত জীব কদাচ পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করে না। অবিমুক্ত ক্ষেত্র, বিশিষ্ট ত্রিপতীর্থে, কেদারতীর্থে, সঙ্গমেশ্বরতীর্থে, শালঙ্কতীর্থে, জম্বুকেশ্বরতীর্থে, শুক্রেশ্বরতীর্থে, গোকর্ণতীর্থে, ভাস্করেশ্বরতীর্থে, গুহেশ্বরতীর্থে, হিরণ্যগর্ভতীর্থে এবং নন্দীশ্বরতীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি অনশনাদি ব্রত দ্বারা দেহকে ক্ষীণ করিয়া শিবক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে যোগী ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবরগণ! ঐ শিবলিঙ্গ মনুষ্যপ্রতিষ্ঠিত হউক; দেবপ্রতিষ্ঠিত হউক; ঋষিপ্রতিষ্ঠিত হউক; অনাদি হউক; অথবা স্বয়মাবির্ভূত হউক; যে কোন শিবলিঙ্গসমীপে মরিলেই শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ৩৪—৪৪॥ শিবালয়ে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক পরমেশ্বর মহাদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া যে ব্যক্তি নিজদেহ পিণ্ডকে হোম করে, সে ব্যক্তি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে। হে মুনিবরগণ! শিবালয়ে অনাহারী হইয়া যে ব্যক্তি প্রাণ পরি-ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসাযুজ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি পাদদ্বয় ছেদন করিয়া শিবালয়ে বাস করে, সে ব্যক্তি শিবত্ব লাভ করে, এ বিষয়ে বিচার নাই। শিবক্ষেত্র দর্শনজ পুণ্য অপেক্ষা শিবালয়ে প্রবেশ করিলে শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবলিঙ্গ স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করিলে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবলিঙ্গকে জল দ্বারা স্নান করাইলে, তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে বিপ্রগণ! দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে, জলস্নান অপেক্ষা শত গুণ অধিক পুণ্য হয়। দুগ্ধস্নান অপেক্ষা দধি দ্বারা স্নান করাইলে, সহস্র গুণ অধিক পুণ্য। দধিস্নান অপেক্ষা মধুদ্বারা স্নান করাইলে, শতগুণ অধিক পুণ্য। ঘৃতদ্বারা স্নান করাইলে, অনন্ত পুণ্য হয়। শর্করাযুক্ত জলদ্বারা স্নান করাইলে, ঘৃতস্নান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবালয়-সমীপস্থ নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া অন্নপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি দেহ বিসর্জ্জন করে, সে ব্যক্তি শিবলোকে গমনপূর্ব্বক পূজ্য হয়। শিবালয়সমীপস্থ নদী, দীর্ঘিকা, কূপ এবং তড়াগ, এ সকল শিবতীর্থ জানিবে। হে দ্বিজবরগণ! ঐ শিবতীর্থে যে মনুষ্য ভক্তিভাবে অবগাহন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে মনুষ্য ঐ সকল শিবতীর্থে প্রাতঃস্নান করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া শিবলোকে গমন করে। ঐ সকল শিবতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক একবার মনুষ্য মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই এবং সূর্য্যাস্তকালে স্নান করিয়া শিব-পদ-প্রাপ্ত

হয়। ৪৫—৫৬॥ হে দ্বিজগণ! ঐ সকল শিবতীর্থে মনুষ্য একদিনও ত্রিকালীন স্নান করিয়া পাপরূপ কঞ্চুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবসাযুজ্য লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে কোন শূকর পথিমধ্যে কুক্কুর দর্শনপূর্ব্বক ভীতচিত্তে প্রসঙ্গাধীন একবার শিবতীর্থে অবগাহন করিয়াছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ শূকর মরণান্তে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে লিঙ্গরূপী দেবদেব জগদীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি অসাধারণ গতি লাভ করে। মধ্যাহ্নকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সায়ংকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং মুক্তি লাভ করে; সংক্রান্তি দিবসে জগদীশ্বর দেবদেব লিঙ্গরূপী প্রভু মহাদেবকে দর্শন করিয়া মানসিক, বাচনিক এবং কায়িক যে সকল মহাপাতক, উপপাতক, কিংবা অনুপাতক আছে, তৎসমস্ত এবং এক মাসে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবপদ প্রাপ্ত হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি এবং বিষুবসংক্রান্তিদ্বয়ে শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পবিত্রদেহে মৃদুগতি দ্বারা বামদক্ষিণ ক্রমে শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে প্রদক্ষিণত্রয় করে, সে ব্যক্তি পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতি দিন বাক্যদ্বারা শিবনাম করে, সে ব্যক্তিও শিবলোক প্রাপ্ত হয়॥৫৭—৬৬॥ গন্ধযুক্ত কিংবা গোময়যুক্ত জল দ্বারা, শিবালয় উপলেপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে মুক্তাচূর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা, ইন্দ্রনীল মণি চূর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা, পদ্মরাগমণি গুণ্ডিকা দ্বারা, অত্যন্ত সুন্দর স্ফটিক চূর্ণ দ্বারা, মরকতমণি চূর্ণ দ্বারা, কিংবা সুবর্ণ চূর্ণ দ্বারা, অথবা রজত চূর্ণ দ্বারা আর নির্দ্ধনগণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ সদৃশবর্ণতণ্ডুলাদি চূর্ণদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া, হে মহাভাগ! বর্ণ-মণ্ডল মধ্যে মহাদেব-মূর্ত্তি-সমীপে কর্ণিকাযুক্ত দশহস্ত পরিমিত কমল লিখিয়া ঐ কমল মধ্যে বামাদিনবশক্তিসমন্বিত মহাদেবকে আবাহন করতঃ পরম অভীষ্ট দাতা মহাদেবকে পঞ্চোপচার, ষড়ুপচার, অষ্টোপচারদ্বারা পূজা করিবে ও পুনর্ব্বার অষ্টোপচারে পূজা করিয়া দশ দলপদ্মে ঈশানকে দশোপচারে পূজা করিবে ও পুনর্ব্বার দশোপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিয়া ঐ দেবদেব উদ্দেশে নিবেদন করতঃ ক্ষিতিদানফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। নির্দ্ধন ব্যক্তিও শুক্লবর্ণ তণ্ডুলাদিদ্বারা পদ্ম লিখিয়া পূর্ব্বোক্ত সমগ্র পুণ্যলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। মণ্ডলমধ্যে দ্বাদশপত্র সুন্দর পদ্ম রত্নাদিচূর্ণ দ্বারা লিখিয়া দ্বাদশ মূর্ত্তির সহিত মণ্ডল মধ্যে ভাস্কর মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিয়া, কিংবা নবগ্রহ পরিবৃত সূর্য্য মূর্ত্তিকে পূজা করিয়া, উৎকৃষ্ট সূর্য্যসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং ষট্‌কোণ-সমন্বিত প্রাকৃত মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি দেবীকে স্থাপনাপূর্ব্বক পদ্মের দক্ষিণভাগে সত্বগুণ মূর্ত্তি, বামভাগে রজোগুণ মূর্ত্তি, অগ্রভাগে তমোগুণ মূর্ত্তি, মধ্যস্থানে জগদম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দক্ষিণভাগে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, উত্তরভাগে জ্ঞানেন্দ্রিয় বিধিবৎ পূজা করিয়া ষড়্‌দলে আত্মা এবং অন্তরাত্মা এই উভয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এ সমস্ত পূজা করিলে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠপ্রাকৃতমণ্ডল কথিত হইল। ইহার পর সকল কাম এবং অর্থ সাধন কার্য্য বলিতেছি শ্রবণ কর। মন্ত্রবেত্তাগণ গোচর্ম্ম-পরিমিত চতুষ্কোণমণ্ডল, গোময়যুক্ত জলদ্বারা লিখিয়া কেবল জলদ্বারা অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক মনোহর চন্দ্রাতপ এবং ছত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করতঃ বুদ্‌বুদাকার অর্দ্ধচন্দ্রসমূহ এবং সুবর্ণময় অশ্বত্থপত্র সমূহ দ্বারা এবং শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ, কিংবা নীলবর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মদ্বারা চন্দ্রাতপের প্রান্তভাগে লম্বিত মুক্তামালা দ্বারা শুক্লবর্ণ ধ্বজসমূহ দ্বারা শুক্লবর্ণ মৃত্তিকাপাত্র সমূহ দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর ফল, পল্লব মালা পতাকা বস্ত্রযুক্ত পূর্ণকুম্ভ সমূহ দ্বারা এবং পঞ্চাশৎ দীপমালাদ্বারা সুশোভিত পঞ্চবিধ ধূপদ্বারা ধূপিত পঞ্চাশৎ পত্রযুক্ত অতি মনোহর পদ্ম লিখিবে। সেই সেই বর্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যচূর্ণ সমূহ দ্বারা অথবা শ্বেতবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা একহস্ত পরিমিত পদ্ম বিধানানুসারে নির্ম্মাণ করিবে। হে সুব্রত মুনিগণ! ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে দেবীর সহিত দেব গণাধিপতি দেবদেব মহাদেবকে রুদ্রগণের সহিত স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে বর্ণবিন্যাসপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা প্রণবাদি নমোহন্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সকল বর্ণকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর পঞ্চাশৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণকে নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইবে; রুদ্রাক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত কুণ্ডল, আসন, দণ্ড, উষ্ণীষ এবং বস্ত্র এ সমস্ত দ্রব্য ঐ সকল ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া দেবদেব মহাদেবকে মহাচরু নিবেদনপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ গোমিথুন অর্পণান্তে দেবদেব ভগবান্ শিবকে ঐ সমস্ত দ্রব্যচূর্ণনির্ম্মিত মণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক যাগোপযুক্ত দ্রব্যসমূহ নিবেদন করিবে এবং যথাক্রমে ওঁকারাদি সকল বর্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জপ করিবে॥৬৭—৯২॥ মনুষ্যগণ ভক্তিভাবে এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট মণ্ডল লিখিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়; তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। যথানিয়মে সাঙ্গচতুর্ব্বেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া এবং জ্যোতিষ্টোমাদি বিশ্বজিৎ পর্য্যন্ত যজ্ঞসমূহ ক্রমান্বয়ে যথাবিধি নির্ব্বাহপূর্ব্বক বিখ্যাত পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন করতঃ ভার্য্যার সহিত সংস্কৃত অগ্নি সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক চান্দ্রায়ণাদি সমস্ত কঠোরব্রত সম্পাদনান্তে লৌকিক ক্রিয়াসমূহ সন্ন্যাস করতঃ যত্ন-সহকারে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলাভপূর্ব্বক জ্ঞানলভ্য পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়া যোগীগণ যে ফল লাভ করেন, বর্ণময় মণ্ডল প্রদর্শন করিলে সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজবরগণ! মনুষ্যগণ যে কোন দ্রব্য দ্বারা আয়তন গৃহলেপন করিয়া উত্তরপার্শ্বে কিংবা দক্ষিণপার্শ্বে অথবা পৃষ্ঠদেশে চূর্ণনির্ম্মিত চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিলে পর সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়; যে মনুষ্য গর্ভগৃহ চতুঃপার্শ্বে একবার ভক্তিপূর্ব্বক আলেপন করিয়া কর্পূরসংযুক্ত চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যসমূহ দ্বারা সুগন্ধি করতঃ চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ধূপ দ্বারা ধূপিত করতঃ ভগবান্ ঈশান মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করে, সে মনুষ্য শিবলোক প্রাপ্ত হয়॥৯৩—১০২॥ শিবলোকে ঐ মনুষ্য এক শত কোটি কল্প কাল ব্যাপিয়া

উত্তমোত্তম ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া স্বীয় শরীরের গন্ধ দ্বারা শিবমন্দির পরিপূর্ণ করত ক্রমশঃ গন্ধর্ব্বত্বলাভপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক পূজিত হয়; তদনন্তর কালক্রমে ইহলোকে আগমনানন্তর অত্যন্ত বীর্য্যসম্পন্ন রাজা হইয়া থাকে। আদিদেব মহাদেব ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী সদাশিব সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী জানিবেন; অসাধারণ মুক্তি সাধন শিব ব্রহ্ম স্বরূপ অমৃত গ্রহণ করিবে; ব্যক্ত এবং অব্যক্ত নিখিল পদার্থস্বরূপ, অচিন্তনীয়, নিত্য পদার্থ, জগৎপ্রভু মহাদেবকে সর্ব্বদা আরাধনা করিবে॥ ১০৩—১০৬॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মুনিগণ! শিবালয় বস্ত্রপূত জল দ্বারা উপলেপন করিতে হইবে, ইহার অন্যথা হইলে সিদ্ধি লাভ হয় না। হে মুনিবরগণ! এই কয় প্রকার জল পবিত্র হয়, বস্ত্র পূত, উদ্ধৃত, ফেনবর্জ্জিত, বিশিষতঃ নদী-জল পবিত্র হইয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ! সেই হেতু সকল দৈব-কার্য্য পবিত্র জল দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধি-নিমিত্ত কর্ত্তব্য জানিবেন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জন্তুসমূহ দ্বারা জল মিশ্রিত হইয়া থাকে। অপবিত্র জল দ্বারা কার্য্য করিলে পর ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম জন্তুকে বিনষ্ট করিয়া পাপ সঞ্চয় হয়। মনুষ্য-গণের গৃহ সম্মার্জ্জন, বিশেষতঃ চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ, তণ্ডুলাদি কণ্ডন, সর্ষপাদি পেষণ এবং কুম্ভমধ্যে জল সংগ্রহ, এ সকল কার্য্যকালে গৃহস্থগণের ক্ষুদ্র কীটাদি হিংসা সর্ব্বদা হইয়া থাকে, সেই হিংসা নিবারণের চেষ্টা করিবে। হে দ্বিজগণ! সকল প্রাণীর অহিংসাই পরমধর্ম্ম জানিবেন। হিংসা নিবৃত্তি-কামনায় জলকে বস্ত্রপূত করিবে, অভয়দান সকল বস্তুদান অপেক্ষা পুণ্যজনক জানিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ নিমিত্ত সকলকালে এবং সকল স্থানে হিংসা পরিত্যাগ করা উচিত; মনের দ্বারা, ক্রিয়াদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা অহিংসক মনুষ্যকে সকল প্রাণীই রক্ষা করে এবং হিংসক নরকে পীড়িত করে; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দান করিয়া যে ফল লাভ হয়, অহিংসক মনুষ্য তাহার কোটিগুণ ফল লাভ করে। মনের দ্বারা, কর্ম্মদ্বারা, এবং বাক্যদ্বারা সকল প্রাণীর স[illegible]দা হিতচেষ্টা করে, সেই দয়া-পরতন্ত্র মনুষ্যগণ শিবলোকে গমন করে। যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ প্রাণীকে স্বামীর ন্যায় স্নেহপরতন্ত্র হইয়া পুত্র পৌত্রা-দির ন্যায় প্রতিপালন করে, তাহারা শিবলোকে গমন করেন হিংসা করা অবিধেয়; এ নিমিত্ত বস্ত্রপূত জলদ্বারা যত্নপূর্ব্বক শিবলিঙ্গকে অভ্যুক্ষণ এবং স্নান করাইবে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হিংসা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় হয়, শিবালয়ে একটি প্রাণীকে হিংসা করিয়া সেই পাপ হয় জানিবেন। হে দ্বিজবরগণ! শিবপূজা-নিমিত্ত সর্ব্বদা পুষ্পহিংসা করা যাইতে পারে॥১—১৩॥ যজ্ঞকার্য্য নিমিত্ত পশু-হিংসা, দুষ্ট-দমন-নিমিত্ত ক্ষত্রিয়গণ প্রজা হিংসা করিতে পারে; ব্রহ্মবাদী যোগিগণের বিধি এবং নিষেধ নাই, সেই হেতু নিষিদ্ধা-চরণেও তাঁহাদিগের দণ্ড নাই। সকল কর্ম্ম ফল পরিত্যাগী ব্রহ্মবাদিগণকে পাপকর্ম্মে রত হইলেও হিংসা করিবে না, বরং সর্ব্বদা পূজা করিবে। অত্রি মুনির বংশজাত সকল রমণীগণ পবিত্র জানিবেন। অত্রিকুলজাত স্ত্রীলোককে হিংসা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। পাপকর্ম্মে-রত হইলেও স্ত্রীলোক অবধ্য জানিবেন। হে বিপ্রগণ! সকল স্থানে সকল কালে, সকল ব্যক্তি, সকল জাতির মধ্যে পাপকর্ম্মে রত হইলেও স্ত্রীজাতি যজ্ঞে হিংসা করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে না। মলিন হউক, আর রূপবতী হউক, বিরূপ হউক, কিংবা মলিন বস্ত্রধারিণী হউক, রমণী-গণকে শিবতুল্য বোধে মনুষ্যগণ কদাচ হিংসা করিবে না। বেদবহিষ্কৃত নিয়মাবলম্বী শ্রুত্যুক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মবিব-র্জ্জিত যে সকল ব্যক্তি, তাহারা পাষণ্ড। তাহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ কদাচিৎ আলাপ করিবে না। তাহাদিগের মুখ দর্শন করিবে না। তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তাহাদিগের মুখ দেখিয়া সূর্য্য দর্শন করিবে। তথাপি এ সকল পাষণ্ড লোককে রাজাই হউন, অন্য ব্যক্তি হউন, কেহ হিংসা করিবে না। হে দ্বিজগণ! কোন প্রসঙ্গা-ধীনও একবার মহেশ্বরকে পূজা করিয়া মনুষ্যগণ রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তমগণ! পরম কারণ মহাদেবে ভক্তিহীন হইলে মনুষ্যগণ দুঃখভাগী হয় এবং নির্দ্দয় হয়। যে সকল মনুষ্য দেবদেব পরমেশ্বর মহাদেবের ভক্ত, তাহারা ইহকালে বহুবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগপূর্ব্বক পরকালে পরম ভাগ্যবান্ হইয়া মুক্তিলাভ করে। মনুষ্য-গণের চিত্ত পুত্র দার গৃহাদিতে যেমন সর্ব্বদা অনুরক্ত, যদি একবারও প্রসঙ্গক্রমে আদিদেব মহাদেবের প্রতি সেইরূপ আসক্ত হয়; তাহা হইলে সেই সকল যতি এবং তপস্বী মনুষ্য শিবলোকের অদূরবর্ত্তী জানিবেন॥ ১৫—২৬॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন, হে মহামতে! অল্পবুদ্ধি, অল্পবীর্য্য, অল্পসত্ব ও স্বল্পায়ু মর্ত্ত্যগণ কর্ত্তৃক দেবদেব কিপ্রকারে পূজ্য হয়েন। যে দেবদেবকে দেবগণ সহস্রবৎসর তপস্যা করিয়াও সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, মানবগণ কেমন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে সমর্থ হয়? ইহা বিস্তারিত বলুন। সূত বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যথার্থ বটে; তিনি ভক্তিদ্বারা দৃশ্য, পূজ্য এবং সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভক্তিহীন মনুষ্যগণ, প্রসঙ্গক্রমে পূজা করিলে ভগবান্ শিব তাহাদিগের ভাবানুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যে দ্বিজাধম উপবিষ্ট হইয়া শিব পূজা করে, সে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়। মূঢ়ধী ক্রোধী হইয়া পূজা করিলে, রাক্ষসস্থান লাভ করিয়া থাকে। অভক্ষ্য ভক্ষী দুর্জ্জন যদি পূজা করে, তাহা হইলে সে যক্ষত্ব লাভ করিয়া থাকে। গানশীল ও নৃত্যশীল ব্যক্তি পূজা করিলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়া থাকে। খ্যাতিশীল স্ত্রীতে আসক্ত নরাধম যদি পূজা করে, তাহা হইলে চন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে, আর মদার্ত্ত ব্যক্তি পূজা করিলে সোমস্থান প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। গায়ত্রীদ্বারা দেবকে পূজা করিলে, প্রাজাপত্য লাভ করিয়া থাকে। প্রণব দ্বারা পূজা করিলে ব্রহ্মত্ব ও অভিনন্দন করিলে, বিষ্ণুত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। আর ভক্তিপূর্ব্বক রুদ্রকে যদি মানবগণ একবার মাত্র পূজা করে, তাহা হইলে রুদ্রলোকে গমন করিয়া রুদ্রগণের সহিত আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়॥ ১—৯॥ •প্রথমত আমরা সুরপূজিত শুভলিঙ্গকে পবিত্র জলে শোধন করিয়া পরে ভক্তিপূর্ব্বক পীঠে আবাহন করিয়া দর্শন করতঃ, যথাবিধি প্রণাম করিবে। তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞানময় বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বলোক-নমস্কৃত আসনে দেবকে স্থাপন করিয়া পাদ্য, আচমন, অর্ঘ্য দান করিবে ও দিব্য জল, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধিদ্বারা যথাবিধি স্নান করাইয়া শোধন করিবে; পরে শুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া চন্দনাদিদ্বারা পূজা করিবে এবং রোচনাদি দ্বারা পূজা করিয়া দিব্য পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। আর অখণ্ড বিল্বপত্র, নানাবিধ পদ্ম, নীলোৎপল পদ্ম, নন্দ্যাবর্ত্ত পুষ্প (তগর ফুল) মল্লিকা, চম্পক, জাতি, করবীর, বকুল পুষ্প, শমীপুষ্প, বৃহৎপুষ্প, ধুস্তুরপুষ্প এবং বক অপামার্গ (অপাঙ্) ও কদম্বপুষ্প, ও নানাবিধ শোভন অলঙ্কার দ্বারা পূজা করিবে। পরে পঞ্চবিধ ধূপ নিবেদন করিয়া পায়স, দধি, মধু, ঘৃতসিক্ত অন্ন এবং শুদ্ধান্ন, মুদ্গান্ন প্রভৃতি ষড়বিধ অন্ন নিবেদন করিবে। কিম্বা পঞ্চবিধ অন্ন ঘৃতযুক্ত করিয়া নিবেদন করিবে। অথবা কেবল শুদ্ধান্ন বা আঢ়ক পরিমিত তণ্ডুল পাক করিয়া নিবেদন করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও মুহুর্মুহু নমস্কার করিয়া স্তব করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার দেব শঙ্করকে পূজা ও জপ করিয়া, ঈশান পুরুষ, অঘোর বামদেব, সদ্যোজাত এই পঞ্চ নামে দেবদেবকে পূজা করিবে। এই বিধিতে পূজা করিলে দেবদেব মহেশ্বর প্রসন্ন হয়েন। যে সকল বৃক্ষ, পুষ্প পত্রাদিদ্বারা শিব পূজার উপযুক্ত হইবে, এবং যে সকল গো দুগ্ধাদি দ্বারা ঐ শিবপূজার উপযোগী হইবে, তাহারাও যে পরমগতি লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অজ ভব শিবকে একবারও পূজা করে, সে পুনরাবৃত্তিরহিত শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ পরমেশান সর্ব্বের পূজা অবলোকন করে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে শাশ্বত আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথবা যদি কেহ শিব পূজা হইবে শুনিয়া তাহাতে অনুমোদন করে, সেও যে পরমগতি লাভ করে, ইহাও নিঃসন্দেহ জানিবেন। যে লিঙ্গ সম্মুখে একবার মাত্র ঘৃত প্রদীপ দান করে, সে আপন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দুর্লভ পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শিবালয়ে কাষ্ঠনির্ম্মিত বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দীপাধার (পীলসুজ) সহিত দীপ প্রদান করে, তাহার কিঞ্চিদধিককুলশত পর্য্যন্ত শিবলোকে পূজাস্পদ হয়। লৌহনির্ম্মিত অথবা তাম্র বা রৌপ্য বা সুবর্ণনির্ম্মিত দীপ যথাবিধি ভক্তিপুরঃসর শিব উদ্দেশে নিবেদন করিলে, অযুত সূর্য্যসম দেদীপ্যমান যানারোহণে শিবপুরে গমন অনায়াসলভ্য হয়॥ ১০—৩০॥ যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শিবসম্মুখে দীপ দান করে, অথবা যথাবিধি পূজ্যমান পরমেশ্বরের পূজা ভক্তিপূর্ব্বক অবলোকন করে, সেইব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা আবাহন সান্নিধ্য করণ স্থাপন ও পূজন আর প্রণবের দ্বারা উপবেশনবিধি কথিত আছে এবং পঞ্চ রুদ্রাদি মন্ত্রে জপন বিহিত আছে। অতএব এই বিধিতে দেবদেব উমাপতিকে নিয়ত পূজা করিবে; আর তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মাকে প্রণবের দ্বারা পূজা করিবে, উত্তরে দেবদেব বিষ্ণুকে গায়ত্রী-দ্বারা পূজা করিবে এবং পঞ্চরুদ্রমন্ত্রে ও প্রণবের দ্বারা যথাবিধি বহ্নিতে হোম করিবে। যে ব্যক্তি এই বিধিতে শঙ্করকে পূজা করে, সে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, এই লিঙ্গার্চ্চনবিধিক্রম ব্যাসদেব সাক্ষাৎ রুদ্রমুখে শ্রবণ করিয়া, পরে আমার জিজ্ঞাসায় কীর্ত্তন করেন, তাহা আমি আপনাদিগের নিকটে এই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম॥ ৩১—৩৭॥

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন, হে সূত! কিরূপে দেবগণ পশুপাশ বিমোচন পশুপতিকে অবলোকন করিয়া পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, পূর্ব্বে দেবগণ কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে ভোগ নামক পুরে অবস্থিত সর্ব্বজ্ঞ শিবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন এবং জনার্দ্দন হরিও দেবগণের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মার সহিত দেবগণ পরিবৃত হইয়া গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করত দেবদেব সমীপে যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রযমাদি দেবগণ ও সাধ্যগণ সকলে গিরিবর মেরু সমীপে আগত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ বাসুদেব গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুরোত্তমগণের সহিত পবিত্র সর্ব্বপ্রদ ভোগ্য প্রধান ঐ সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। সততই ঐ পর্ব্বতে নিরন্তর মধুর গীত চতুর্দ্দিক আনন্দময় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে; চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শত শত অট্টালিকা বিরাজমান; চন্দন ও খদিরাদির পলাশাদি বৃক্ষ সকল অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; কুরর পক্ষিগণ নিয়ত আমোদে মগ্ন। বৃহৎ বৃহৎ নাগনিবহ নিরন্তর সগর্ব্বে রব করিয়া পর্ব্বতকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, ললিত গতি চতুর হংসকুল নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, কোকিল প্রভৃতি বিহগবরবৃন্দ শ্রোত্রসুখকর নিনাদে ও দ্বিরেফমালা নিরন্তর মধুর গুঞ্জনে পর্ব্বতে সেই এক প্রকার কোলাহল হইয়া বংশী স্বরকে পরাভূত করিতেছে। কোন কোন সানুপৃষ্ঠে অন্ধকার নীলিমায় অপূর্ব্ব শোভা হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে বা অশেষ অশেষ সুরদ্রুম ও কুরবক, প্রিয়ক, কদম্ব, তাল, তমাল ও তিলক বৃক্ষ সকল এবং সেই সকল বৃক্ষাশ্রিত লতা সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং বিবিধ বিবধ শিখর সকল যেন সগৌরবে উন্নত মস্তক হইয়া রহিয়াছে। এ হেন গিরিবরের পৃষ্ঠে দেবদেব পরমেষ্ঠী ভবের ক্রীড়ার নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক নির্ম্মিত শৈবপুর দেখিতে পাইয়া সেন্দ্র উপেন্দ্রাদি দেবগণ সমাহিত চিত্তে শূলীর প্রভাবে দূর হইতেই সেই পুর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন॥ ১—১০॥ পরে মহাত্মা আদিদেব বিষ্ণু সেই পর্ব্বতে সহস্র সূর্য্য-সদৃশ-দ্যুতিশালী নিখিল-গুণ-

শুক্তিত কৈলাসপুরীতে আগমন করিলেন। তাহার পর সেই অমরারিসূদন হরি ও ব্রহ্মা সানুচরে সহস্র সহস্র নারী-পরিসেবিতরথ গজবাজি সঙ্কুল গণ ও গণেশ্বরগণে আবৃত গিরীন্দ্রসদৃশ মহাপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। অনন্তর সুবর্ণময় মণিভূষিত ভবনে ও বিবিধাকার বিমানে শোভমান ও সুবর্ণময় প্রাকার বেষ্টিত শম্ভুর বাহ্যপুর দেখিয়া হরি ও বিরিঞ্চি প্রহৃষ্ট বদন হইলেন; পরে চতুর্দ্বার শোভন হীরক বৈদূর্য্যমাণিক্য প্রভৃতি মণিজাল সমাকীর্ণ ঘণ্টা-চামর-বিভূষিত নানাবিধ হর্ম্ম্য। প্রাসাদ ও বৃহৎ বৃহৎ ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকায় পরিবৃত, দেবদেবের দ্বিতীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নিরন্তর মৃদঙ্গমুরজ প্রভৃতি বাদ্য তাড়িত হইয়া গম্ভীর নিনাদে সমুদ্র-বীচি-নির্ঘোষকেও পরাভূত করিতেছে। বীণা বেণুর মধুর ধ্বনিতে অবিশ্রান্ত সেইপুরী আনন্দময়ী হইয়া রহিয়াছে। অপ্সরা সকল নিয়ত নৃত্য করিতেছে, এবং ভূতগণও আমোদে মত্ত হইয়া নৃত্যপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রভবন সদৃশ দৃষ্টি-মনোহর ভবন সকল চতুর্দ্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। এতাদৃশ দ্বিতীয় পুরী অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র, পৌরনারী সকল পুষ্প ফল অক্ষতাদি হস্তে লইয়া যেমন ভবমস্তকে নিঃক্ষেপ করে, সেইরূপ হরিরও চতুষ্পার্শ্বে প্রাসাদশৃঙ্গস্থ নারীগণ ফলপুষ্পাক্ষতাদিতে হরিকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সেই সময় বিশাল-জঘনা অঙ্গনাগণ হরিকে দেখিবামাত্র মদে ঘূর্ণিতনয়না হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, ও আনন্দে গান করিতে লাগিল। কোন কোনও পৌর-কামিনী হৃষীকেশকে অবলোকন করিয়া, স্মিতমুখী হইয়া, বিত্রস্ত-বস্ত্রা ও ত্রস্ত-মেখলা হইল, এবং আনন্দে গান করিতে লাগিল। এইরূপে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পুর প্রবেশ করিয়া সে সকল অতিক্রম করত পরে সেই সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ কৈলাস-শিখরেই গোপতি দেব শম্ভুর সুশোভন অতিশুভ্র সর্ব্বং মঙ্গল-নিলয় নানা ভূষণ-ভূষিত একদেশ পুরীতে আগমন করিলেন। দেখিলেন সেই পুরীর দিক বিদিকে সূর্য্যমণ্ডলসন্নিভ বিমান-রাজি, এবং স্ফটিকময়, সুবর্ণময় ও নানাবিধ রত্নময়মণ্ডপ সকল অপূর্ব্ব শোভাজনক হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। সেই পুরীর পুবদ্বার সকল নানাবিধিভূষণে বিভূষিত, বিবিধ রত্নময় ও সর্ব্বত সুন্দর এবং সেই পুরী অষ্টাবিংশতি বিবিধাকার প্রাকারে বেষ্টিত ও সেই পুরীর দিকবিদিকে দ্বার উপদ্বার সকল বিরাজমান; এবং সেই পুরীতে গুপ্ত গৃহ সকল ও দেবদেবাত্মজ স্কন্দের গৃহ সমধিক শোভা পাইতেছে। আর অন্যান্য দৃষ্টিমোহন মুক্তাময় গ্রাম্য গৃহ ও বিঘ্ন-রাজ গণপতির দিব্য পদ্মরাগময় আয়তন সেই পুরীর সাতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধাকার চন্দন বৃক্ষ সকল ও সুশোভন তড়াগনিচয় সেই শোভা বর্দ্ধনের অনুকূল হইয়া রহিয়াছে। ঐ পুরীস্থ দীর্ঘিকা-সমূহের দিব্য অমৃত জল, হেমময় সোপান পঙ্ক্তি, এবং হংস সকল স্বীয় সবিলাস মন্থরগতি দ্বারা স্ত্রীদিগের গতিজয় করিয়া সেই সকল দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করিতেছে। ময়ূর কারণ্ডব (হংস বিশেষ) কোকিল চক্রবাক, শিত প্রভৃতি সুন্দর পক্ষিসকল সেই বাপীসমূহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। সেই পুরীতে সংলাপালাপনিপুণ-সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, স্তনভরে অবনত, মদ-ঘূর্ণিত, নয়ন দিব্য রুদ্রকন্যা সহস্র মনোহর গান করিতেছে; অমর-দুর্লভা সহস্র সহস্র অপ্সরা নৃত্য করিতেছে; পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আমোদ বিস্তার করিতেছে; পিকবরের মধুর কূজন স্ত্রীগণের গীতের প্রতিধ্বনিস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইতেছে; রুদ্রস্ত্রীগণ জল-ক্রীড়ায় নিয়ত আসক্ত রহিয়াছে; রতোৎসবরতা ও গ্রাম্যরাগে অনুরক্তা পদ্মরাগসম কান্তিমতী সহস্র সহস্র সুন্দরী স্ত্রী আমোদে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছে। দেবগণ পরমাত্মা দেবদেব ভবের পুরীর শোভা অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন॥ ১১—৩৫॥ পরে সেই স্থলেই দেবগণ রুদ্রগণকে দেখিতে পাইলেন, ও সহস্র সহস্র বীরেন্দ্র গণেশ্বরগণও তথায় দৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা সেইস্থানে দেবদেবের বৈদূর্য্যমণিভূষিত সুবর্ণ সোপানে সমধিক সুন্দর স্ফটিকময় বিমান দেখিতে পাইলেন, ও সেই সকল বিমানের শৃঙ্গে অবস্থিতা কমললোচনা, বিশালজঘনা, গন্ধর্ব্ব কামিনী ও অপ্সরাগণ তাঁহাদিগের নয়নের পথিক হইলেন এবং নানাবেশধারী মণ্ডনপ্রিয়া নানা প্রভাবসংযুক্ত নানা ভূষণে বিভূষিত বিবিধ রতিভোগপ্রিয় কিন্নর কিন্নরীগণ ও ভুজঙ্গকন্যা ও সিদ্ধকন্যাগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই সকল কামিনী পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচনা, পদ্মকিঞ্জল্ক-সদৃশ বস্ত্রে বিভূষিতা, নীলোৎপল দলের ন্যায় তাহারা সুন্দর এবং বলয়, নূপুর, হার, চিত্র, ছত্র ও নানাবিধ ভূষণে তাহারা বিভূষিতা। পরে গণেশ্বরগণ ও সুর-সুন্দরীবৃন্দকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ইন্দ্রাদি দেবেন্দ্রগণ, গণপতি ত্রিপুরারির পুর উদ্দেশে গমন করিলেন॥ ৩৬—৪২॥ এইরূপ গমন করিতে করিতে পুরুহূতপ্রমুখ সুরসিদ্ধসমূহ পরমেশ্বর ভবের বালার্কসদৃশ বর্ণ আদি বিমান দেখিতে পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন। সেই বিমানসমীপে আগত হইয়া শক্র-পুরোগম দেবগণ সেই বিমানের দ্বারে অবস্থিত গণেশ্বর শিলাদতনয় নন্দীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দেবগণ সেই গণেশ্বর উদ্দেশে প্রণাম করত "গণেশ্বরের জয় হউক" এইরূপ বলিলেন। এইপ্রকার দেবগণকে আগত দেখিয়া নন্দীও বলিলেন;—হে নিধূত-কল্মষ সর্ব্ব-লোকেশ মহাভাগ দেবগণ! আপনারা কি জন্য আগমন করিয়াছেন; আমাদিগকে তাহা বলিতে হইবে। নন্দীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবগণ বলিলেন;—হে শিলাদনন্দন মহাত্মন্ নন্দিন্! আমাদিগকে পশু পাশ হইতে মুক্তির নিমিত্ত সেই বরপ্রদ ঐরাবত সমপ্রভ দেব মহেশ্বরকে অবলোকন করান্। পূর্ব্বে ত্রিপুরদাহের সময় আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুব্রত! আমরা তাহাতে বড় শঙ্কিত আছি। তবে পরমেষ্ঠী ভবকর্ত্তৃক পাশুপত ব্রতকথিত আছে, ঐ ব্রত করিলে কাহারও আর পশুত্ব থাকে না। সেই ব্রত দ্বাদশ বৎসর বা দ্বাদশ মাস কিংবা দ্বাদশ দিনও অনুষ্ঠান করিলে সকল, পশুগণ পশু পাশ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হয়। আমরা সেই ব্রত করিয়া পশু—পাশ হইতে মুক্ত হইব মানস করিয়াছি। দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সর্ব্বভূত ও

গণসমূহের, ঈশ্বর শিলাদতনয় নন্দী নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণকে সেই পশুপতিকে দর্শন করাইলেন। অম্বা উমার সহিত সুখাসীন সগণ অব্যয় দেব ঈশানকে অবলোকন করিয়া দেবগণ প্রীতি-রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া; প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলেন। পরে পশু পাশ হইতে মোচনের বিষয় দেবকে নিবেদন করিয়া, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উদ্গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে বৃষধ্বজ সেই সকল দেবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের পশুত্ব বিচার করতঃ পাশুপত-ব্রত উপদেশ দান করিয়া দেবীর সহিত উপবিষ্ট রহিলেন। সেই অবধিই দেবগণ পাশুপত বলিয়া কথিত হন॥ ৪৩—৫৬॥ আর যেহেতু দেব পশুপতিও সেই দেবগণের সাক্ষাৎ দেবতা, সুতরাং তাঁহারা পাশুপত নামে অভিহিত হয়েন। তাহার পর সেই দেবগণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দ্বাদশ বৎসর তপস্যার পর সুরোত্তমগণ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সনৎকুমার এই উপাখ্যান পিতামহ সকাশে শ্রবণ করেন; পরে তাঁহার নিকটে ধীমান্ ব্যাস শ্রবণ করেন, ব্যাস সকাশে সেই উপাখ্যান আমিও শ্রবণ করিয়াছি; তাহা এক্ষণে আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে শুচি ব্যক্তি এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে জন দেহান্তর আশ্রয় করিয়া পশু-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে॥ ৫৭—৬০॥

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন;—হে সূত! আপনি যে দেবগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পশুপাশ-বিমোচন লৈঙ্গ পাশুপত ব্রত বলিলেন, আপনার শ্রুতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান যথাযথ বর্ণনা করিয়া আমাদিগের অভিলাষ পূরণ করুন। পূর্ব্বে সনৎকুমার কর্ত্তৃক শৈলাদি নন্দী ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশুপাশ বিমোচন পবিত্র দ্বাদশ লিঙ্গাখ্য ব্রত পূর্ব্বে দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধচারণ ও মহাভাগ মুনিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেবদেব পিনাকী ষড়ঙ্গ সহিত বেদ মথিত করিয়া ঐ ব্রত নির্ম্মাণ করেন। উহা যোগপ্রদ ও ভুক্তি-মুক্তি-কাম-প্রসূতি। উহাতে ভক্তগণের ভয়নাশ হয়; ঐ ব্রত অবিয়োগ সাধন; সকল দান অপেক্ষা, উত্তম ও সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ; এবং অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞও উহার সমতুল হয় না। ঐ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল শত্রুমণ্ডল নাশ পাইয়া থাকে। উহার অনুষ্ঠানে নিখিল জ্বর ব্যাধি দূর হইয়া যায়, এবং যাহারা এই সংসারার্ণবে মগ্ন, সেই জন্তুগণের মোক্ষপ্রদ। ঐ ব্রত পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ অনুষ্ঠান করেন॥ ১—৮॥ বিপ্রেন্দ্রগণ! বৃহৎ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করতঃ চন্দন জলে স্নান করাইয়া চৈত্র মাসে শিবলিঙ্গ ব্রত আচরণ করিবে। প্রথমতঃ সুবর্ণময় নবরত্ন-খচিত কর্ণিকা-কেশরান্বিত অষ্টদল পদ্ম যথাবিধি নির্ম্মাণ করিবে। পরে কর্ণিকাতে পীঠসংযুক্ত স্ফটিকময় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া সেই লিঙ্গে বিল্বপত্রের দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে; ও নানাবিধ শ্বেত বর্ণ সহস্র পদ্ম, রক্তপদ্ম, নীলোৎপল, শ্বেত অর্কপুষ্প, কর্ণিকার কুসুম, করবীর, বক প্রভৃতি পুষ্প এবং অন্যান্য পুষ্পে, আর গন্ধ ধূপ দীপ নানাবিধ নীরাজনাদি মঙ্গলানুষ্ঠানে সেই লিঙ্গ মূর্ত্তি মহেশ্বরকে তদীয় গায়ত্রী দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎপরে তাঁহার দক্ষিণে অঘোর মন্ত্রের দ্বারা অগুরু নিবেদন করিবে; পশ্চিমে সদ্য মন্ত্রদ্বারা মনঃশিলা দান করিবে, উত্তরে বামদেবমন্ত্রে চন্দন দান করিবে, ও পূর্ব্বে পুরুষ মন্ত্রে হরিতাল দান করিবে। শ্বেতঅগুরুজাত; কৃষ্ণ অগুরুজাত,ও গুগগুলনির্ম্মিত সৌগন্ধিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধূপ, ও সিতার নামক ধূপও নিবেদন করিবে এবং মহাচরু কিম্বা আঢ়কপরিমিত অন্ন নিবেদন করিবে। এই পবিত্র শিবলিঙ্গ-মহাব্রত আপনাদিগকে বলিলাম। ইহা সকল মাসেই সমান, তবে যাহা বিশেষ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। বৈশাখ মাসে হীরকময়; জ্যৈষ্ঠ মাসে মরকতময়, আষাঢ় মাসে মুক্তাময়, শ্রাবণ মাসে নীলমণিময়, ভাদ্র মাসে পদ্মরাগময়,—আশ্বিন মাসে গোমেদ (পীতবর্ণ মণি-বিশেষ) কার্ত্তিক মাসে প্রবালময়, অগ্রহায়ণ মাসে বৈদূর্য্যময়, পৌষ মাসে পুষ্পরাগ (মণিবিশেষ) ময়, মাঘমাসে সূর্য্যকান্ত ময়, ও ফাল্গুণ মাসে স্ফটিকময় লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। চৈত্র মাসের কথা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে॥ ৯—২২॥ সকল মাসে সুবর্ণের দ্বারা একটী পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। সুবর্ণের অলাভে কেবল রজতের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। রত্ন না পাইলে কেবল সুবর্ণে বা রজতে পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। আর রজতও না পাইলে তাম্র লৌহ দ্বারা পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। প্রস্তরময় হউক, কাষ্ঠনির্ম্মিত হউক, মৃন্ময় হউক অথবা সকল গন্ধময় হউক, কিম্বা ক্ষণস্থায়ীই হউক বেদিযুক্ত লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা করিবে। হেমন্ত ঋতুতে কেবল বিল্বপত্রের দ্বারাই মহাদেবের পূজা করিবে। সকল মাসে একটি সুবর্ণময় পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া কিম্বা রজতময়, সুবর্ণময়, সুবর্ণ কর্ণিকা-যুক্ত পদ্ম করিয়া দেবের পূজা করিবে। আর রজতময় পদ্মের অলাভে বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা করিবে। যদি সহস্র পদ্ম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধসংখ্যক পদ্মদ্বারা ঐ দেবের পূজা করিবে। তাহাও না পাইলে, তাহার অর্দ্ধ ও সেই অর্দ্ধাঙ্গও না পাইলে, অষ্টোত্তর শত কমলে দেবের অর্চ্চনা করিবে বিল্বপত্রে লক্ষণান্বিতা দেবী লক্ষ্মী বাস করেন; নীলপদ্মে সাক্ষাৎ অম্বিকা বাস করেন; উৎপলে (কহ্লার পুষ্পে) স্বয়ং কার্ত্তিকেয় বাস করেন; আর. শ্বেতপদ্মে সর্ব্বদেবপতি শিব বাস করিয়া থাকেন; অতএব পণ্ডিতেরা দেবের পূজাতে অতি যত্নসহকারে বিল্বপত্র সংগ্রহ করিবে, কদাচ পরিত্যাগ করিবে না॥ ২৩—৩০॥ নীলোৎপল, উৎপল, (কহ্লার কুসুম) রক্তকমল ও শ্বেতপদ্মদ্বারা পূজা করিলে, সকলে বশ্য হয়। আর পূজায় মনঃশিলা সর্ব্বসিদ্ধপ্রদ, জানিবেন। কৃষ্ণাগুরুচন্দন সর্ব্বপাপবিনাশক, গুগ্গুল প্রভৃতি ও দীপ দান করিলে সকল রোগ ক্ষয় পাইয়া থাকে। চন্দনে পূজা

করিলে, নিখিল সিদ্ধি লাভ করা যায়। সৌগন্ধিক ধূপ দান করিলে সকল কামার্থ সিদ্ধি হয়। শ্বেত অগুরু ও কৃষ্ণ অগুরু নির্ম্মিত এবং সৌম্য সিতার নামক ধূপ সাক্ষাৎ নির্ব্বাণপ্রদ জানিবেন। শ্বেত অর্কপুষ্পে সাক্ষাৎ প্রজাপতি চতুরানন বাস করেন। কর্ণিকার পুষ্পে সাক্ষাৎ মেধা অধিষ্ঠান করেন। করবীর পুষ্পে গণেশ অবস্থিত থাকেন এবং বক পুষ্পে সাক্ষাৎ নারায়ণ বাস করেন। আর সকল সুগন্ধি কুসুমে দেবী পার্ব্বতী অধিষ্ঠিতা থাকেন। অতএব এই সকল পুষ্পের মধ্যে যে যে পুষ্প পাওয়া যাইবে, সেই সকল পুষ্পে ও শুভ ধূপাদিতে ভক্তিপূর্ব্বক আপন সম্পত্ত্যনুসারে পূজা করিবে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক পায়স, মহাচরু ও সঘৃত সব্যঞ্জন সর্ব্বদ্রব্যসমন্বিত শুদ্ধান্ন অথবা আঢ়কপরিমিত বা তাহার অর্দ্ধভাগ মুদ্গান্ন নিবেদন করিবে এবং ভক্তিসহাকারে চামর, তালবৃন্ত দান করিবে ও ন্যায়োপার্জ্জিত নানাবিধ দেবদেয় উপহার জলে প্রোক্ষিত করিয়া ভক্তিযুক্তচিত্তে রুদ্র-উদ্দেশে নিবেদন করিবেন। পূর্ব্বে জিষ্ণু বিষ্ণু সকল দেবগণের স্থিতির নিমিত্ত ক্ষীর সমুদ্রমণ্ডলে যে অমৃত উদ্ধার করেন, সেই অমৃত অন্নেতে প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রাণিগণের অন্নদানে শঙ্করের অতিশয় প্রীতি হয়, অতএব অন্ননিবেদনপূর্ব্বক দেব শিবকে অবশ্য অবশ্য পূজা করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। উপহারে তুষ্টি, ব্যঞ্জনে পবন, গন্ধতোয়ে সর্ব্বাত্মক মহাদেব বরুণ এবং পীঠে সাক্ষাৎ প্রকৃতি মহদাদির সহিত অবস্থান করেন ॥ ৩১—৪৪ ॥ অতএব প্রতি মাসে দেবদেবকে যথাবিধি পূজা করিবে, আর পূর্ণিমাতে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রত করিবে। ঐ ব্রতে সত্য, শুচিতা, সন্তোষ, দয়া প্রভৃতি অবলম্বন করিবে ও দান করিতে থাকিবে এবং ঐ পূর্ণিমাতে ও অমাবস্যায় উপবাস করিবে। সংবৎসরান্তে গোদান ও বৃষোৎসর্গ করিয়া বিশেষতঃ বেদপরায়ণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবে; পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে লিঙ্গমূর্ত্তিকে পূজা করিয়া নানাবিধ ভূষণাদি উপহারে অলঙ্কৃত করত শিবালয়ে স্থাপন করিবে, কিম্বা ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ মাসে মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ মহাব্রত করিবে, সে ব্যক্তিই সকল তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সে ব্যক্তিই কোটি সূর্য্য সদৃশ উজ্জ্বল বিমানারোহণে শিবপুরে গমন করিয়া অনির্ব্বনীয় অপ্রাকৃতিক আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, কদাচ এই মর্ত্ত্যে আর আগমন করে না; কিম্বা যদি এক মাস ও এইরূপ সর্ব্বোত্তম ব্রত আচরণ করে, তাহা হইলেও যে শিবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহা আর বিচার্য্য নহে। অথবা যে যে বরপ্রার্থী হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে একবৎসর এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি সেই সেই বর লাভ করিয়া শিবসমীপে গমন করিতে সক্ষম হয় ॥ ৩৫—৫২ ॥ দেবত্ব, পিতৃত্ব, ইন্দ্রত্ব, গাণপত্য, যাহাই হউক না; কেন, সকাম হইয়াও সেই সেই পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী হইয়া এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে বিদ্যা লাভ করিতে সমর্থ হয় ও যে ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ভোগার্থী, সে ভোগ লাভ করে। যে দ্রব্যার্থী, সে অভিলষিত দ্রব্য পাইয়া থাকে, আর যে আয়ুরর্থী, সে চিরজীবী হইয়া থাকে। ফলে যে যাহা কামনা করিয়া ব্রত আচরণ করিবে, সে ইহ লোকেই সেই সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আর যে নিষ্কাম হইয়া এরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে রুদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। বিশ্বস্রষ্টা শিব, দেব, অসুর, সিদ্ধ, বিদ্যাধরও মর্ত্ত্যগণের হিতের নিমিত্ত এই পরম পবিত্র গূঢ় উত্তম ব্রত সৃজন করিয়াছেন। পূজনীয় ঈশ্বরকে যথাবিধি পূজা করিয়া ভৃত্য ও পুত্রগণের সহিত অবনমিত মস্তকে নমস্কার ও সেই পরমেশ্বর শিবকে প্রদক্ষিণ করতঃ যত্ন সহকারে ব্যপোহন স্তব জপ করিবে। এই মহার্ঘ্য ব্যপোহন নামকস্তব মহানুভাব বিশ্বস্রষ্টা পরমেষ্ঠী পিতামহ ত্রিজগতের হিতের নিমিত্ত সুরগণের সহিত নির্ম্মাণ করেন ॥ ৫৩—৫৮ ॥

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, মাহাত্মা সনৎকুমার নন্দীর মুখে যে ব্যপোহন স্তব-শুনিয়া ব্যাসকে বলিয়াছিলেন, মহাত্মা ব্যাসের নিকট আবার আমি বহুমান প্রদর্শনপুরঃসর তাহা শ্রবণ করিয়াছি, হে ঋষিগণ! সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শুভ ব্যপোহন স্তব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি নির্ম্মল, যিনি যশস্বী ও যিনি দুষ্টগণের মৃত্যুস্বরূপ, সেই পরমাত্মা শুদ্ধ সর্ব্বভব শিবকে উদ্দেশে নমস্কার। যিনি পঞ্চবক্ত্র, যিনি দশভুজ, যিনি পঞ্চদশ নয়নযুক্ত, যিনি শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ ও যিনি সকলের উপরে বর্ত্তমান সেই সর্ব্বাভরণভূষিত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, শান্ত, পদ্মাসনস্থ, সাম্ব ঈশ্বর, আশু পাপনাশ করুন। ভগবান্ ঈশান, পুরুষ, অঘোর, সদ্য, ও বামদেব, ইঁহারা শীঘ্র পাপ নাশ করুন। সর্ব্ব বিদ্যেশ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপ্রদ শিবধ্যানৈকসম্পন্ন প্রভু অনন্ত, আমার পাপনাশ করুন। সুরাসুরেশান সূক্ষ্ম শিবধ্যানকরত-গণপূজিত বিশ্বেশ আমার পাপ দূর করুন। মহাপূজ্য শিবধ্যানপরায়ণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রদ শিবোত্তম আমার পাপ দূর করুন। শিবার্চ্চনপরায়ণ শিবধ্যানৈকরত ভগবান্ একাক্ষ ঈশ্বর আমার পাপ নাশ করুন। শিবভক্তিপ্রবোধক শিবধ্যানৈকসম্পন্ন ভগবান্ ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বর আমার পাপ নাশ করুন। শিবার্চ্চন-পরায়ণ সদা শিবধ্যানরত সাক্ষাৎ শ্রীমান্ শ্রীপতি শ্রীকণ্ঠ আমার পাপ দূর করুন। শবভস্মানুলেপন শিবার্চ্চন-পরায়ণ শান্ত ভগবান্ শ্রীমান্ শিখণ্ডী আমার পাপ নাশ করুন। যাঁহার কুরের অগ্রভাগ তরুপল্লবের ন্যায় কোমল, যিনি খট্টাঙ্গধারিণী, যিনি মহাত্মা বীতশোক নন্দীর মাতা, যিনি নৈগমেয়াদি পুত্র চতুষ্টয়ে পরিবৃতা থাকেন, যিনি সকল ভূতের সৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিরূপা হইয়াছেন, যিনি মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব বিজৃম্ভিতা, যাঁহাকে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তি নিয়ত নমস্কার করেন, গণপতি পদ্মযোনি ইন্দ্র, যম, কুবের প্রভৃতি সকল দেবগণ পরম ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার নিয়ত স্তব করেন, এবং যিনি সেই সকল গণপতি প্রভৃতি দেবতার জননী; যিনি ভক্তগণের আর্ত্তি ও ভবভাব নাশ করি

অনায়াসলভ্য ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন, যিনি এ জগতের নিখিল উপদ্রব বিনাশ করেন, যিনি একা হইয়াও এই জগতে সকল স্থলে সর্ব্ব সময়ে বিরাজমানা, যোগিগণের হৃদয়ে যিনি নিরন্তর অধিষ্ঠিতা, আর যিনি এই ব্রহ্মাদি সচরাচর জগৎকে মায়াবলে ক্ষোভিত ও মোহিত করিতেছেন, সেই ত্রিলোকনমস্কৃতা একপর্ণার অগ্রজা একপাটলা উল্কোরা পুরাতনী স্বীয় সখী শুভাবতীর প্রিয়কারিণী গৌরী মনোন্মনী মহাদেবী বরদান-পরায়ণা, অসুরনাশিনী মেনাতনয়া কপর্দ্দিনী নন্দনন্দিনী দাক্ষায়ণী ইন্দীবরনয়না কৌশিকী পঞ্চচূড়ানাম্নী অপ্সরারূপিনী মায়াবিনী মণ্ডলপ্রিয়া সাক্ষৎ দেবী হৈমবতী আমার পাপ নাশ করুন॥ ১—২৪॥ শ্রীমান্ শিবার্চ্চনপরায়ণ সর্ব্ব গণেশ্বর শিবমুখ বিনির্গত চণ্ড আমার পাপ দূর করুন। যাঁহাকে সকলে সর্ব্বদা পূজা করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, ঋষি ও ভূতবিধায়ক ভূতগণ যাঁহার স্তব করেন, যিনি ত্রিলোকের নাথ, সেই হলমার্গোৎপন্ন সর্ব্বভূত মহেশ্বর দেবজামাতা সর্ব্বগ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বেশ সদৃশ শিবরূপী দেবদেবের অন্তঃপুরচর শালঙ্কায়ন পৌত্র নন্দী আমার পাপ অপনোদন করুন। যিনি মহাকায় যিনি দ্বিতীয় মহাদেব সদৃশ সেই শিবার্চ্চনপরায়ণ শিলাদ-তনয় নন্দী আমার পাপ দূর করুন॥ ২৫—৩০॥ যিনি মেরু মন্দার কৈলাসের তট কূটের ভেদক, যাঁহাকে ঐরাবতাদি দিব্য দিগ্‌গজ নিয়ত পূজা করেন, যাঁহার সপ্ত পাতালই পাদ, সপ্তদ্বীপ যাঁহার বিশাল জঙ্ঘা ও যাঁহার সপ্ত সমুদ্র অঙ্কুশ, সকল তীর্থ উদর, আকাশ দেহ, দিক্ সকল বাহু, সোম সূর্য্য, অগ্নি লোচন, যিনি অনেকানেক অসুররূপ মহাবৃক্ষগণকে উৎপাটন করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিদ্যারূপ মদে যিনি মত্ত হয়েন, ব্রহ্মাদি হস্তিপকগণ যে গজে দিব্যযোগপাশে হৃৎকমল স্তম্ভে বৃত্তিরোধ করিয়া বদ্ধ করেন। যিনি শতকোটি গণে পরিবৃত, সেই শিবধ্যানৈকপরায়ণ সাক্ষৎ নাগেন্দ্রবদন আমার পাপ দূর করুন॥ ৩১—৩৫॥ শিবার্চ্চনপরায়ণ ভস্মভোজী দেহধারী পিঙ্গলাক্ষ শ্রীমান্ ভৃঙ্গীশ্বর আমার পাপ দূর করুন। দেবসেনাপতি সর্ব্বাসুর নিবর্হণ শক্তিধর শিখিবাহন শাস্তসেনানী শ্রীমান্ স্কন্দমূর্ত্তি চতুষ্টয়ের দ্বারা আমার পাপ নাশ করুন। ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, উগ্র, ভীম পশুপতি, ঈশান, মহাদেব, এই সকল শিবার্চ্চন-পরায়ণ দেবের অষ্টমূর্ত্তি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। মহাদেব, শিব, রুদ্র, শঙ্কর নীললোহিত, ঈশান বিজয়, ভীম, দেবদেব, ভবোদ্ভব, কপালীশ, এই একাদশ, শিব প্রণাম-পরায়ণ রুদ্রাংশজাত রুদ্র আমার পাপ নাশ করুন। বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, লোকসাক্ষী, ত্রিবিক্রম আদিত্য, সূর্য্য, অংশুমান্, দিবাকর, এই দ্বাদশাদিত্য আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন। গগন, পবন, তেজ, রস, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, ও আত্মা এই দেবের অষ্ট তনু আমাকে পাপ ও ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ্‌তি বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও ভগবান্ অনন্তরূপী হরি এই দশদিক্পালগণ আমার কায়িক মানসিক পাপ নাশ করুন। নভস্বান, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত, প্রাণ, প্রাণেশ, জীবেশ, এই সকল শিবভাবিত শিবপূজারত বায়ু আমার পাপ নাশ করুন। খেচরী, বসুচারী, ব্রহ্মেশ, ব্রহ্মব্রহ্মধী, সুষেণ, শাশ্বত, পুষ্ট মহাবল সুপুষ্ট এই সকল শিবপূজায় একমনাঃ চারণগণ, আমার সকল মালিন্য ও পাপ দূর করুন। মন্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রবিৎ, প্রাজ্ঞ, মন্ত্ররাট্ সিদ্ধপূজিত, সিদ্ধবৎ, পরমসিদ্ধ, এই সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদায়ী শিবপদার্চ্চক সিদ্ধগণ আমার পাপ নাশ করুন। যক্ষ, যক্ষেশ্বর, ধনদ, জৃম্ভক, মণিভদ্র, পূর্ণভদ্রেশ্বর, মালী, শিতিকুণ্ডলি, নরেন্দ্র এই যক্ষেশ্বরগণ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন॥ ৩৬—৫৩॥ অনন্ত, কুগুলিক, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, মহাপদ্ম, শঙ্খপাল, শিব-প্রণামরত এই সকল শিবদেহ ভূষণ ফণীন্দ্র আমার পাপ ও স্থাবর জঙ্গম বিষনাশ করিয়া রক্ষা করুন। বীণাজ্ঞ, কিন্নর, সুরসেন, প্রমর্দ্দন, অতীশয়, সপ্রয়োগী, গীতজ্ঞ এই সকল শিব-প্রণাম-পরায়ণ কিন্নরগণ আমার পাপ নাশ করুন। বিদ্যাধর, বিবুধ, বিদ্যারাশি, বিদাম্বর, বিবুদ্ধ, বিবুধ, শ্রীমান কৃতজ্ঞ মহাযশা শিবের প্রসাদে এই সকল শিবধ্যানপরায়ণ বিদ্যাধরগণ আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন। বামদেব, মহাজন্ত, মহাবল কালনেমি, সুগ্রীব, মর্দ্দক, পিঙ্গল, দেবমর্দ্দন, প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, কিল, বাস্কল, জম্ভ, মায়াবী কার্ত্তবীর্য্য, কৃতঞ্জয় এই সকল মহাদেবভক্ত মহাত্মা অসুরগণ জগতে ঘোরভয় ও আসুরভাব অপনোদন করুন। খেচর, পক্ষিরাজ, নাগমর্দ্দন, হিরণ্ময় তনু বিষ্ণুবাহন, বৈনতেয়, প্রভঞ্জন, নাগমর্দ্দন, নাগাশী বিষনাশী গরুড় এই সকল সুবর্ণ বর্ণাভ নানা ভরণ সম্পন্ন বিষ্ণুবাহন গরুড়গণ আমার পাপ নাশ করুন॥ ৫৪—৬৪॥ অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, কশ্যপ, নারদ, দধীচ, চ্যবন, উপমন্যু এই সকল শিবার্চ্চনপরায়ণ শিবভক্ত ঋষিগণ আমার পাপ দূর করুন। পিতা, পিতামহ, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃলোকগণ বর্হিষদ নামক পিতৃলোকগণ এবং মাতামহাদিগণ এই সকল শিবধ্যানপরায়ণগণ আমার ভয় ও পাপ নাশ করুন। লক্ষ্মী, ধরণী, গায়ত্রী, সরস্বতী, দুর্গা, উষা, শচী, জ্যেষ্ঠা এই সকল ও অন্যান্য সুরপূজিত মাতৃগণ দেবমাতৃগণ, গণমাতৃগণ, ভূতমাতৃগণ এবং যেখানে যিনি যিনি গণমাতা আছেন, সকলে দেবদেবের প্রসাদে আমার পাপ দূর করুন॥ ৬৫—৭০॥ উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, রতি, তিলোত্তমা, সুমুখী, দুর্ম্মুখী, কামুকী, কামবর্দ্ধনী, এই সকল ও অন্যান্য দেবের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে অতি ভক্তিভরে নৃত্যকারিণী অপ্সরাগণ আর অন্যান্য শিবার্চ্চনপরায়ণ দেবীগণ আমার পাপ নাশ করুন। রবি, সোম মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই সকল শিবার্চ্চনাকারী গ্রহগণ আমাকে ঘোর ভয় ও গ্রহপীড়া হইতে রক্ষা করুন। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই শিবপূজাপরায়ণ দ্বাদশ রাশিগণ পরমেষ্ঠীর প্রসাদে ভয় ও পাপ নাশ করুন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরা

ষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই সকল দেবীগণ আমার সর্ব্বদা পাপ নাশ করুন। জ্বর, কুম্ভোদর, মহাবল শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, প্রভাত, মহাভূত-প্রমর্দ্দন, শ্যেনজিৎ, শিবদূত এই সকল প্রমথগণ শত কোটি কোটি ভূতগণের সহিত ভূতগণের মাতৃগণ মহাদেবের প্রসাদে সর্ব্বদা আমাকে ভয় ও পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। যে বৃষেন্দ্রের কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র কান্তিমান আকার; যিনি বড়বানলের মুখ ভগ্ন করেন; যিনি দক্ষযজ্ঞের নাশক, যিনি ভাগীরথীর সদৃশ পবিত্রতা, শুভতা ও দর্শনমাত্রেই পাপনাশকতা-শক্তি ধারণ করেন, যাঁহার রুদ্রলোকে রুদ্র ও গণেশ্বরগণের সহিত নিয়ত বাস; সেই শিবার্চ্চন পরায়ণ শিবধ্যানরত কুন্তকুন্দ-কুসুম ও চন্দ্র ভূষণে-ভূষিত চতুষ্পাদ ক্ষীরোদকান্তিবিশিষ্ট বিশ্বপিতা নন্দ্যাদিগণ ও মাতৃ-গণে পরিবৃত দেব বৃষবর আমার পাপ নাশ করুন॥৭১—৮৭॥ রুদ্রলোকবাসিনী জগন্মাতা গঙ্গা আমার পাপ নাশ করুন। শিবভক্তিমতী নন্দানাম্নী কামদুঘা ধেনু আমার পাপ নাশ করুন। শিবলোকনিবাসিনী মহাভাগ গো-জননী ভদ্রপদা ও ভদ্রা আমার পাপ দূর করুণ। রুদ্রপূজা-পরায়ণা সর্ব্বপাপবিনাশিনী সর্ব্বমঙ্গলময়ী সুরভি আমার পাপ অপনোদন করুন। শীলসম্পন্না শিবভক্তিমতী লক্ষ্মী প্রদায়িনী শিবলোক বাসিনী সুশীলা আমার পাপ নাশ করুন। বেদশাস্ত্রার্থতত্তজ্ঞ সর্ব্বকার্য্য-চিন্তন-কুশল সমস্ত গুণসম্পন্ন সৌম্য দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসী কৃষ্ণ বর্ণ কুঞ্চিত-কেশ কৃষ্ণাঙ্গ রক্তনয়ন চন্দ্রার্দ্ধশেখর ফণিভূষণ মহাবিষ্ণুর মূর্ত্তি-রূপী সেনাপতি, সর্ব্বেশ্বর জ্যেষ্ঠ, ভূতপ্রেত পিশাচ কুষ্মাণ্ডাদি পরিবৃত ঐরাবতারোহী সর্ব্ব দেবেশ্বরাত্মজ শিব পূজাপরায়ণ সাক্ষাৎ কাল ভৈরব আমার পাপ নাশ করুন ॥ ৮৮—৯৫ ॥ ব্রহ্মাণী মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা আগ্নেয়িকা এই সকল সর্ব্বলোক পূজিত মাতৃগণ যোগিনী-গণের সহিত আমার পাপ দূর করুন। যাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে নিয়ত অগ্নিকণা বহির্গত হইতে থাকে, যাঁহার সহস্র বাহু, যাঁহার মহাবৃষভ বাহন, যিনি শিবপূজায় নিয়ত আসক্ত, যিনি দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করেন, সূর্য্যের দন্ত ভগ্ন করিয়া দেন, বহ্নির হস্ত কাটিয়া দেন, পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চন্দ্রের অঙ্গপেষণ করেন, মহাদেবী সরস্বতীর নাসিকা ও ওষ্ঠ কাটিয়া দেন এবং যিনি প্রসন্ন হইয়া আবার সেই ইন্দ্রাদি দেবগণের অঙ্গরক্ষা করেন, সেই মহাতেজা ভগনেত্র নিপাতন হিমকুন্দ-কান্তি শূলধারী সর্ব্বায়ুধ-পাণি ত্রিলোকের অভয়-প্রদ নিয়ত মাতৃগণের পরিত্রাতা সর্ব্বজ্ঞ সেনানী গণেশ্বর রুদ্রতনয় রৌদ্র বীরভদ্র আমার পাপ নাশ করুন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জ্যেষ্ঠা উত্তম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা বরদায়িনী জগন্মাতা মহালক্ষ্মী আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। মহাভাগা শিবার্চ্চনপরায়ণা মহামোহা মহাভূতগণে বেষ্টিতা দেবী মহাশয়া আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। নিখিল গুণসম্পন্না সর্ব্বলক্ষণসংযুতা সর্ব্বগামিনী সর্ব্বপ্রদায়িনী মহামায়া লক্ষ্মী আমার পাপ অপনোদন করুন। শিবার্চ্চন-পরায়ণা সুরপূজিতা ত্রিনেত্রা বরদা সিংহাধিরোহিণী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী অব্যয়া মহাদেবী, পার্ব্বতী; নন্দিনী; মহামায়া; দুর্গা! আমার পাপ দূর করুন। সর্ব্ব লোকপূজিত রুদ্রগণাধারব মানসপুত্র সত্যময় রুদ্রগণ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। ভূতপ্রেত পিশাচ ও কুষ্মাণ্ডনায়ক কুষ্মাণ্ডগণ আমার পাপ নাশ করুন। মাসে মাসে ঐ স্তবে স্তব করিয়া শেষে ভূপাতিত মস্তকে প্রণাম করত সকল লিঙ্গপূজা ব্রতকার্য্য সমাপন করিবে॥ ৯৬—১০৬॥ যে এই দিব্য ব্যপোহন স্তব পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্র লোকে পূজিত হইতে সমর্থ হয়। ঐ স্তববলে কন্যার্থী কন্যা লাভ করে জয়কামী জয় লাভ করে, অর্থপ্রার্থী অর্থ লাভ করে, পুত্রকামী বহুপুত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়, বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করে এবং ভোগেচ্ছুকেরা ইচ্ছানুযায়ী ভোগ লাভ করে, অধিক কি, যাহার যাহা যাহা অভিলষিত থাকে, সেব্যক্তি সে সকলই এইস্তব শ্রবণে অবিলম্বে লাভ করিয়া দেবগণের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ হয়। যাহার উদ্দেশে এই স্তব পঠিত হইবে, তাহাকে আর বাতপিত্তাদি সম্ভব রোগ ক্লেশ দেয় না, তাহার আর অকালমৃত্যু কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সর্পভীতি ও তাহার দূর হয়। তীর্থের যাহা ফল, যজ্ঞের যাহা ফল, দানের যাহা ফল ও ব্রতানুষ্ঠানের পুণ্য, মানবগণ এই স্তবপাঠে কোটিগুণ সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কি গোহন্তা, কি বীর-হন্তা, কি ব্রহ্মঘাতী কি শরণাগতঘাতী, কি মিত্রঘাতী, কি বিশ্বাসঘাতক, কি কৃতঘ্ন, কি দুষ্ট, কি পাপাচারী, কি মাতৃহন্তা কি পিতৃহন্তা সকলেই এই স্তব মহিমায় আপন আপন নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজনীয় হইতে সমর্থ হয়॥ ১১৫ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন, হে সূত! আমরা লিঙ্গদানের প্রসঙ্গে উত্থিত ব্যপোহন স্তব সাদরে শুনিলাম; এক্ষণে ব্রত সকল কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! পূর্ব্বে মহাত্মা নন্দী ধীমান্ সনৎকুমারকে যে ব্রত সকল বলিয়াছিলেন, তাহা আমি আবার বহুদর্শী ব্যাসের নিকট শুনিয়াছি, সেই সকল ব্রত আপনাদিগের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন। যাহারা এক বৎসর উভয় পক্ষেরই অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে রাত্রি ভোজনব্রত অবলম্বনে শিব পূজা করে তাহারা সর্ব্বযজ্ঞ ফল লাভ করিয়া, পরম গতি পাইয়া থাকে। প্রতি পর্ব্বে রাত্রিতে পৃথিবীকেই ভোজন পাত্র করিয়া (অর্থাৎ ভূমিতেই খাদ্য রাখিয়া) ভোজন করিয়া একদিন মাত্র শিব পূজা করিলে, তাহার তিনগুণ অর্থাৎ তিন দিনের ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। মাসের শুক্ল কৃষ্ণ পঞ্চমীতে ও শুক্ল কৃষ্ণ প্রতিপদে রাত্রিতে ক্ষীরধারা ভোজনরূপ ক্ষীরধারা ব্রত করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে। মানবগণ কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত নক্ত ভোজনরূপ ব্রত করিলে অখিল ভোগের ভোক্তা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়॥ ১—৭ ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ ও শিবধ্যাননিরত হইয়া বৎসরা

বিধিপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে সে ব্যক্তি শিবলোকে গমন করে; ইহাতে সংশয় নাই। উপবাসের পর ভিক্ষালব্ধ, তৎপরে অযাচিতপ্রাপ্ত, তৎপরে রাত্রিকালে নক্ত ব্রত করিবে। দেবগণ পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করেন, মধ্যাহ্নে ঋষিগণ, অপরাহ্নে পিতৃগণ, সন্ধ্যাকালে গুহ্যকাদিরা ভোজন করেন। অতএব সকলের ভোজন বেলা অতীত করিয়া রাত্রিতে ভোজন উত্তম। নক্তভোজী মানব, হবিষ্য ভোজন, স্নান সত্য লঘু আহার, অগ্নিকার্য্য এবং অধঃশয্যা আচরণ করিবে। ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ এবং সর্ব্বপাপবিমোচন কর সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ প্রতি মাসিক শিব ব্রত বলিতেছি শ্রবণ কর। যে নর পৌষ মাসে মহাদেবের পূজা করিয়া, সত্যবাদী ও ক্রোধত্যাগী হইয়া শালি-গোধূম এবং গোরস দ্বারা নক্ত ভোজন করে, উভয় পক্ষের অষ্টমীতে যত্নপূর্ব্বক উপবাস এবং ভূমিশয্যা করে, মাসান্তে পৌর্ণমাসীতে ঘৃতাদি দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যাবক ক্ষীর এবং ঘৃতযুক্ত অন্নদান করিয়া সুশীল ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিয়া এবং বিশেষরূপে শান্তি জপ করে এবং পরমেষ্টি, দেবদেব, সকলের উৎপত্তি স্থান, শিব উদ্দেশে কপিলবর্ণ গোমিথুন নিবেদন করে; হে মুনিশার্দ্দূল! সেই নর উত্তম অগ্নিলোকে গমন করে। সেই অগ্নিলোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করে॥ ৮—১৯॥ যে মানব মাঘ মাসে মহাদেবের পূজা করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক ঘৃতসংযুক্ত কৃশর ভোজন করত নক্তব্রত করে, উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশীতে উপবাস করে, পৌর্ণমাসীতে রুদ্র উদ্দেশে ঘৃত ও কম্বল দান এবং কৃষ্ণবর্ণ গোমিথুন নিবেদন এবং শঙ্করের পূজা করে এবং যথাবিভব ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে যমলোক প্রাপ্ত হইয়া যমের সহিত প্রমোদ অনুভব করে। ফাল্গুনমাস উপস্থিত হইলে যে নর ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ঘৃত ক্ষীরসংযুক্ত শ্যামাকান্ন দ্বারা নক্ত ভোজন করে, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতে উপবাস করে, পৌর্ণমাসীতে মহাদেবকে স্নান করাইয়া পূজাপূর্ব্বক তাম্রবর্ণ গোমিথুন শূলপাণি উদ্দেশে প্রদান করে; অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, সে নিঃসন্দেহ চন্দ্রসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। চৈত্রমাসে রুদ্রের পূজা করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন রাত্রিকালে ভোজন করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! রাত্রিকালে গোষ্ঠে ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া মহাদেবের স্মরণ করিবে। পূর্ণিমাতিথিতে মহাদেবকে স্নান করাইয়া শুভ্র গোমিথুন দান করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; এইরূপ করিলে নির্ঋতির স্থান প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসে নক্ত ভোজন করত পৌর্ণমাসীতে পঞ্চগব্য এবং ঘৃতাদি দ্বারা শিবকে স্নান করাইয়া, শ্বেত গো-মিথুন দান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে॥ ২০—৩০॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবেশ্বর উমাপতি শঙ্করকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া মধু জল এবং ঘৃতাদি দ্বারা পবিত্র রক্তবর্ণশালির অন্ন রাত্রিকালে ভোজন করিবে। নিশার অর্দ্ধভাগ বীরাসনে উপবেশন করত গো-শুশ্রূষায় নিরত থাকিবে। পৌর্ণমাসী তিথিতে দেবদেব উমাপতিকে পূজা করিয়া যথাশক্তি স্নান করাইয়া, যথাবিধান চরু দান করিবে। অনন্তর বিত্তক অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ধূম্রবর্ণ গো-মিথুন দান করিবে। এইরূপ করিলে বায়ুলোকে পূজিত হয়। আষাঢ় মাসে ঘৃতমিশ্রিত ভূরিখণ্ড ও সক্তুর সহিত গো-দুগ্ধ রাত্রি-কালে ভোজন করিয়া, পৌর্ণমাসীতে ঘৃতাদিদ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া বদপারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইয়া গৌরবর্ণ গো-মিথুন দান করিলে বারুণলোকে গমন করে। শ্রাবণ মাসে ভগবান্ বৃষভধ্বজকে পূজা করিয়া ক্ষীর এবং ষষ্টিক ভক্তদ্বারা নক্ত ভোজন-পূর্ব্বক পূর্ণিমা তিথিতে ঘৃতাদি দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান ও পূজা করাইয়া বেদপারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া শ্বেতাগ্রপাদ এবং পৌণ্ড্র গোমিথুন দান করিলে সে নর বায়ু সাযুজ্য প্রাপ্ত ও বায়ুর ন্যায় সর্ব্বগামী হয়। ভাদ্রমাস উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় রাত্রিকালে হুত শেষ ভোজন করিয়া বিপ্রেন্দ্রদিগের সহিত বৃক্ষমূলে অব-স্থানপূর্ব্বক দিবা অতিবাহিত করিবে। পৌর্ণমাসীতে দেবে-শ্বর শঙ্করকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। অনন্তর বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে যক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া মানব যক্ষরাজ হয়। অনন্তর আশ্বিন মাসে রাত্রিতে সঘৃত অন্ন ভোজন করিয়া পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্ববৎ শিবভক্ত ও সর্ব্বদা শুচি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা-ইয়া সমুন্নত-বক্ষ নীলবর্ণ বৃষ ও গো যথান্যায়ে দান করিলে ঈশানলোকে গমন করে॥ ৩১—৪৫॥ কার্ত্তিক মাসে সঘৃত ক্ষীরযুক্ত ওদনদ্বারা নক্তভোজন করিয়া, মহাদেবের পূজা করিয়া পৌর্ণমাসীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরু দান করিবে। যথাবিভব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পূর্ব্ববৎ কপিল বর্ণ গোমিথুন দান করিলে নিঃসংশয় সূর্য্য, সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। মার্গশীর্ষ মাসে যথাযোগ্য ঘৃত ক্ষীরাদি-যুক্ত যবান্ন দ্বারা নক্ত ভোজন করিয়া পৌর্ণমাসিতে শম্ভুর পূর্ব্ববৎ স্নান ও পূজা করিয়া দরিদ্র বেদপারগ ব্রহ্মাণগণকে ভোজন করাইয়া বিধিপূর্ব্বক পাণ্ডুর গো মিথুন্ দান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হইয়া সোমের সহিত ক্রীড়া করে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দয়া, তিনবার স্নান, অগ্নিহোত্র, ভূমিতে শয়ন এবং নক্ত-ভোজন উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে এই সকল করিবে। এই প্রতিমাসিক শিবব্রত কীর্ত্তন করিলাম। হে দ্বিজগণ! ক্রমে বা ব্যুৎক্রমে একবর্ষ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শিবসাযুজ্য ও জ্ঞান-যোগ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬—৫৪॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! নরনারীপ্রভৃতি জন্তু-গণের হিতনিমিত্ত মহাদেব কর্ত্তৃক কথিত উমা-মহেশ্বর ব্রত কহিতেছি। একবৎসর পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতে রাত্রিকালে হবিষ্য করিবে এবং শঙ্করের পূজা করিবে। বর্ষান্তে স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা উমা ও মহেশ্বরের সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি, তাহা প্রতিষ্ঠিত

করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া শক্তি অনুসারে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া শ্রেষ্ঠ উপকরণযুক্ত ছত্র-চামরাদি-ভূষিত রথাদি দ্বারা দেবেশ শঙ্করকে রুদ্রালয়ে লইয়া গিয়া সেই পরমেষ্ঠি শিব উদ্দেশে ব্রত নিবেদন করিবে। এইরূপ করিলে নর শিবসাযুজ্য এবং নারী ভগবতীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। কন্যাই হউক বিধবা হউক নিয়ম ও ব্রহ্মচর্য্য-পরা হইয়া অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে এক বৎসর ভোজন করিবে না। বৎসরান্তে পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা যথান্যায়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া, রুদ্রালয়ে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে; যে নারী একবর্ষ এইরূপে কেবল কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ব্রত আচরণ করে; বর্ষান্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কার্য্য করে, সে ভবানীর সহিত একত্র প্রমোদ অনুভব করে। এক বৎসর অমাবস্যায় নিরাহারা হইয়া নিয়মবতী হইবে॥ ১—১০॥ বর্ষান্তে বিধিপূর্ব্বক শূল নির্ম্মাণ করিয়া নিবেদন করিবে এবং ঈশানকে স্নান করাইয়া সহস্র শ্বেতকমল দ্বারা পূজা করিবে। স্বর্ণরচিত কর্ণিকাযুক্ত রজত নির্ম্মিত কমল মহাদেব উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। নারী শূল দান করিলে কামকৃত ভ্রূণহত্যাদি যে কোন পাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হে দ্বিজসত্তমগণ! রমণী এই ব্রতাচরণ করিলে ভবানীর সাযুজ্য লাভ করে। যে নর এই ব্রত করে, সেও রুদ্রসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণ! নারী ও নর এক বৎসর আলস্যশূন্য হইয়া পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় উপবাসনিরত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিবে। স্ত্রীগণ স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্রতের অধিকারিণী হয়। কেননা জপ, দান, তপস্যা, সকল বিষয়েই স্ত্রীগণ অস্বাধীন। বর্ষান্তে সর্ব্বগন্ধাঢ্য প্রতিমা নিবেদন করিলে, সেই সুব্রতা রমণী ভবানীর সাযুজ্য ও সারূপ্য নিশ্চয় লাভ করে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি। অথবা যে নারী ব্রহ্মচারিণী ও ক্ষমা, অহিংসাদি নিয়মসংযুক্ত হইয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় একভক্ত করে এবং আলস্যরহিত হইয়া কৃষ্ণতিলের ভার দান করে এবং পরমেশ্বর মহাদেব ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে ঘৃত ও গুড়যুক্ত ওদন বিভব অনুসারে দান করে এবং অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে উপবাসনিরত হয়, সেই সুব্রতা স্ত্রী, ভবানীর সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করে। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয় দমন এবং রুদ্রপূজা সকল ব্রতের সামান্য ধর্ম্ম॥ ১১—২২॥ হে মুনিগণ! আমি আপনা-দিগকে নন্দীকথিত, বিপুল পুণ্যপ্রদ, মার্গশীর্ষ মাস হইতে অনুক্রমে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসিক ব্রত বলিতেছি। যে নারী মার্গশীর্ষ মাসে পূর্ণাঙ্গ উত্তম বৃষকে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধানে শিব-উদ্দেশে নিবেদন করে, সেই নারী ভবানীর সহিত নিঃসংশয় ক্রীড়া করে। পৌষ মাসে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কার্য্য করিয়া শূল প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শিব উদ্দেশে দান করিলে শঙ্করীর সহিত ক্রীড়া করে। মাঘ মাসে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত রথ নির্ম্মাণ করিয়া দেবপতি মহাদেবের পূজাপূর্ব্বক দান এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সেই মহাভাগা রমণী দেবীর সহিত ক্রীড়া করে; ইহাতে সংশয় নাই। ফাল্গুন মাসে যে স্ত্রী বিভব অনুসারে হিরণ্য, রজতাদি দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয় প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিয়া শিবমন্দিরে স্থাপন করে, যে নিঃসন্দেহ মহাদেবীর সহিত প্রমোদ অনুভব করে। চৈ মাসে শিব, শিবা ও কার্ত্তিকেয়ের তাম্রাদিনির্ম্মিত প্রতিম বিধিবৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রুদ্র উদ্দেশে দান করিলে, ভবানী সহিত ক্রীড়া করে। বৈশাখ মাসে হরপার্ব্বতীসমন্বিত চতুর্দ্দিকে প্রমথবেষ্টিত, সর্ব্বরত্নযুক্ত রজতময় কুবেরনিকেত নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শুভপ্রদশঙ্করনিলয়ে স্থাপি করিবে। এই কৈলাসাখ্য ব্রত করিলে, কৈলাসপর্ব্বতে ভবানী সহিত প্রমোদ করিতে পারে। জ্যৈষ্ঠমাসে কৃতাঞ্জলিপুট ব্রহ্ম বিষ্ণু ও উভয়ের মধ্যস্থিত শিবকর্ত্তৃক সেবিত হংস ও বরাহযু মহাদেবের উমাপতির লিঙ্গমূর্ত্তি তাম্রাদি দ্বারা নির্ম্মাণ করি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। মঙ্গ উদ্দেশে শিবালয়ে শিবসন্নিধানে ব্রাহ্মণের সহিত মূ স্থাপিত করিলে, দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। শুভপ্রদ আষা মাসে আপনার বিভব অনুসারে পক্কেষ্টিকা দ্বারা সর্ব্ববী সর্ব্বরস, সুশোভন উপকরণ, মুসল, উলূখল, দাসী, দা শয্যা ও ভোজ্যাদিতে পূর্ণ এবং বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন করি তদ্দ্বারাঘ্ন মহাদেব উমাপতির স্নান, সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজ করাইয়া বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বিধিপূর্ব্বক পূজা করাইয়া সেই গৃহে যাবৎকাল জীবি সুমধ্যমা কন্যা ক্ষেত্র ও গোমিথুন নিবেদন করিলে, সেই গোলোকধামে মেরুপর্ব্বতসন্নিভ ভবনে ভবানীর সহি ক্রীড়া করে এবং সর্ব্বকল্পে নাশশূন্য হইয়া ভবানীর সাদৃ লাভপূর্ব্বক তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই শ্রাবণমাসে সর্ব্বধাতুসম্পন্ন, বিচিত্রধ্বজশোভিত তিলপর্ব্ব বিতানধ্বজ, বস্ত্রাদি এবং ধাতুর সহিত মহাদেব উদ্দে করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করে ভাদ্রমাসে বিতানধ্বজ বস্ত্রাদি ও ধাতুযুক্ত শোভন শা ধান্যের পর্ব্বত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ঐ পর্ব যথাবিধি দান করিলে সেই স্ত্রী সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন হই ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে। আশ্বিন মাসে সুবর্ণ ও বস্ত্রযু বিপুলধান্যপর্ব্বত দান করিয়া শিবপূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভো করাইয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদয় লাভ করে। ঐ ধান্যপর্ব্বত সর্ব্বধ সর্ব্ববীজ, সর্ব্বরসাদি ও সর্ব্বধাতু-যুক্ত, সর্ব্ব রত্নোপশোভি শৃঙ্গচতুষ্টয়যুক্ত, বিতান ও ছত্রশোভিত, বিচিত্র গন্ধমাল্য ও ধূ আমোদিত, বিচিত্র নৃত্য গীত শঙ্খ এবং বীণাদিযুক্ত, বি মঙ্গল ব্রহ্মঘোষে মহাপবিত্র, আটটী মহাধ্বজসম্পন্ন, বি কুসুমে উজ্জ্বল মেরু নামক ত্রৈলোক্যের সারস্বরূপ পর্ব্বতে নির্ম্মাণ করিবে। তাহার ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে ধাতুদ্বারা শি তাহার দক্ষিণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, উত্তরদিকে দেবদেবেশ অনা নারায়ণ এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ভক্তিসহকারে য বিধানে নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া স্নান করাইয়া শ পূজা করিবে। মহাদেবের দক্ষিণ হস্তে দেবপূজিত শূল বাম হস্তে পাশ, ভবানী-হস্তে হেমভূষিত কমল, বিষ্ণু চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম ব্রহ্মার হস্তে অক্ষসূত্র ও উ কমণ্ডলু, ইন্দ্রের হস্তে বজ্র, অগ্নির শক্তি নামক শ্রেষ্ঠ অ যমের দণ্ড, নিশাচর নিঋতির খড়্গ, বরুণের ভয়ঙ্কর আ

নাগপাশ, বায়ুর যষ্টি, কুবেরের লোকপূজিত গদা, ঈশান-দেবের টঙ্ক, এই সকল ক্রমে নিবেদন করিয়া মহাদেবের চরুযুক্ত মহতীপূজা করিয়া, যথাবিভব সর্ব্বদেবগণের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রযত্নপূর্ব্বক পূজা করিয়া মহামেরু ব্রত করিয়া মহাদেব উদ্দেশে দান করিবে। এইরূপ করিলে নারী মহামেরু প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত ক্রীড়া করে এবং চিরকাল মহাদেবীর সাযুজ্য লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৩—৬৫ ॥ যে নারী কার্ত্তিক মাসে স্বর্ণ বা তাম্রাদি-নির্ম্মিতাসর্ব্বাভরণ-সম্পূর্ণা সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিতা দেবী ভগবতীর যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উভয় প্রতিমার অগ্রে অগ্নি, স্রুবহস্ত ব্রহ্মা ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিত দাতা লোকপাল ও সিদ্ধসঙ্ঘপরিবৃত নারায়ণকে যত্নে প্রতিষ্ঠা করিয়া রুদ্রালয়ে ভক্তিপূর্ব্বক রুদ্র-উদ্দেশে ব্রত অর্পণ করে, সে নারী ভবানীর আকার প্রাপ্ত হইয়া ভবের সহিত ক্রীড়া করে। মার্গশীর্ষ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অনুক্রমে প্রবর্ত্তিত এই পুণ্য এক ভক্ত ব্রত নবনারী প্রভৃতি প্রাণীদিগের হিত নিমিত্ত হয়। হে মুনিসত্তমগণ! এই ব্রত করিলে পুরুষ শঙ্করের সাযুজ্য এবং নারী শঙ্করীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৬—৭২ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সকল ব্রতেই দেবদেব উমাপতির পূজা করিয়া পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক জপ করিবে। বিশেষরূপ জপহেতু নিঃসন্দেহ ব্রতের সমাপ্তি হয়, অন্যরূপে হয় না। অতএব শুভপ্রদ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার জপ করিবে। ঋষিগণ কহিলেন, পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কিরূপ? তাহার প্রভাবই বা কি? মহাভাগ! তাহার ক্রমোপায় বলুন; ইহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের কৌতূহল হইয়াছে। সূত কহিলেন, পূর্ব্বে দেবদেব রুদ্র শম্ভু পার্ব্বতীর নিকট এই পুণ্য বিষয় কহিয়াছেন, অতএব আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবান্ সর্ব্বলোক মহেশ্বর! হে দেবদেবেশ! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের যথার্থ মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীভগবন্ কহিলেন, হে দেবি! শতকোটিবর্ষ বলিলেও পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের মহাত্ম্য বলা যায় না। অতএব আমি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১—৬ ॥ প্রলয় উপস্থিত হইলে স্থাবর, জঙ্গম, দেব, অসুর, উরগ, রাক্ষস, সকলই প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, তোমা দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে দেবি! তখন একমাত্র আমিই ছিলাম, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ছিল না। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে বেদ ও শাস্ত্রসমূহ অবস্থিত ছিল। সেই বেদ ও সমুদয় শাস্ত্র আমার শক্তিদ্বারা পালিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। আমি এক হইয়াও প্রকৃতি ও আত্মা রূপে দুই প্রকার হইয়াছিলাম। সেই ভগবান্ নারায়ণ দেব মায়াময় শরীর অবলম্বন করিয়া, সলিল মধ্যে যোগ পর্য্যঙ্ক শয়নে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার নাভি কমল হইতে পঞ্চবদন পিতামহ উৎপন্ন হইলেন। তিনি লোকত্রয় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহায় না থাকায় অশক্ত হইয়া প্রথমে অমিত তেজঃ-সম্পন্ন দশটী মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের সৃষ্টি প্রসিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে কহিলেন হে মহেশ্বর মহাদেব! আপনি আমার পুত্রদিগের শক্তি দান করুন। আমি ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া পঞ্চবক্ত্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক পদ্মযোনিকে পঞ্চবদন দ্বারা পঞ্চ অক্ষর বলিলাম। লোক পিতামহ ব্রহ্মা পঞ্চবদন দ্বারা সেই পঞ্চ অক্ষর গ্রহণ করিয়া বাচ্য বাচক ভাবে পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইলেন। হে দেবি! ত্রৈলোক্যপূজিত শিব এই পঞ্চাক্ষরের বাচ্য, আর পঞ্চ অক্ষরে পরম মন্ত্রই বাচক ॥ ৭—১৬ ॥ পঞ্চমুখ মহাত্মা ব্রহ্মা, বিধিযুক্ত মন্ত্র প্রয়োগ জ্ঞাত হইয়া সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক জগতের হিত নিমিত্ত পুত্রগণকে পঞ্চবর্ণাত্মক মহার্থ মন্ত্র কহিলেন; পুত্রগণ লোকপিতামহ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা হইতে মন্ত্ররত্ন লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর সেই শিবের আরাধনা করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিত্রয়ের প্রধান ভগবান্ শিব সন্তুষ্ট হইয়া অখিল জ্ঞান ও অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি দান করিলেন। মহাদেবের আরাধনাকাঙ্ক্ষী সেই বিপ্রগণও বর লাভ করিয়া মেরুর রমণীয় শিখরে আমার প্রিয় শ্রীশালী মরুতবর্গ-পরিরক্ষিত মঞ্জবান্ নামক পর্ব্বতের নিকটে লোক সৃষ্টিকামনায় দেবপরিমিত সহস্রবৎসর বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। হে দেবি! সেই ঋষিগণ আমার অনুগ্রহ-নিমিত্ত অবস্থান করিতেছিল। আমি তাহাদের ভক্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ হইলাম এবং আর্য্য লোক হিতকামনায় পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, তাহার ঋষি, ছন্দঃ শক্তি ও বীজযুক্ত দেবতা, ষডঙ্গন্যাস,দিগ্বন্ধ, বিনিযোগ, সমুদয় বলিলাম। সেই তপোধন ঋষিগণ সেই মন্ত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রের বিনিয়োগ করিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলেন। সেই মন্ত্রমাহাত্ম্যে সেই সময় পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ব কল্পসমুদ্ভূত সদেবাসুর মনুষ্য লোক, বর্ণ, বর্ণবিভাগ, শোভন সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত লোক বেদ, মহর্ষি শাশ্বতধর্ম্ম, দেবগণ অধিক কি সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে। অতএব এখন অল্পাক্ষর,মহার্থ,বেদের সারস্বরূপ মুক্তিপ্রদ,আজ্ঞাসিদ্ধ সন্দেহশূন্য,শিবরূপ,নানাসিদ্ধিযুক্ত,দিব্য,লোকচিত্তানুরঞ্জক, সুনিশ্চিতার্থ পারমেশ্বর এবং গম্ভীর এই বাক্য বলিতেছি, তুমি এই সমুদয় অবহিতা হইয়া শ্রবণ কর ॥ ১৭—৩০ ॥ এই মন্ত্র পঞ্চমুখোচ্চার্য্য, অশেষ অর্থের সাধক, সর্ব্ববিদ্যার বীজ, আদ্য মন্ত্র, সুশোভন এবং বটবীজতুল্য অতিসূক্ষ্ম ও মহার্থ। ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্রে সর্ব্বগতশিব ও সূক্ষ্ম ষড়ক্ষর মন্ত্রে পঞ্চাক্ষর শরীর শিব স্বভাবত বাচ্যবাচক ভেদে সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছেন। প্রমেয়ত্বনিবন্ধন শিব বাচ্য, মন্ত্র তাঁহার বাচক; এই অনাদি বাচ্যবাচক ভাব শিবও মন্ত্রে অবস্থান করিতেছেন। বেদে বা শিবাগমে যে যে স্থানে ষড়ক্ষর মন্ত্র স্থিতিকর, মুখ্য পঞ্চাক্ষর মন্ত্রও লোকে সেই সেই স্থান সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। যাহার হৃদয়ে এই প্রকারে এই পরমেশ্বর মন্ত্র সংস্থিত, তাহার বহুমন্ত্র ও বহুবিস্তৃত শাস্ত্রে প্রয়োজন কি? তাহার অধ্যয়ন, শ্রবণ ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। যে বিদ্বান্ যথাবিধানে সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া এই মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই জপই শিব-

জ্ঞান ও পরম পদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা, অতএব পণ্ডিত নিত্য ইহা জপ করিবে। প্রণবযুক্ত এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র আমার হৃদয় ইহা অতিশয় গোপনীয় অক্ষর; সর্ব্বোত্তম মোক্ষজ্ঞান। আমি এই মন্ত্রের প্রতি অক্ষরের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, স্বর, বর্ণ, ও স্থান বলিতেছি। হে সুমুখি! এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি, পংক্তি ছন্দ আমি শিবই দেবতা, পঞ্চভূতাত্মক নকারাদি বীজ সর্ব্বব্যাপী অব্যয় প্রণব আত্মা এবং হে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে দেবেশ্বরি! তুমিই ইহার শক্তি। প্রণবের কিঞ্চিৎ তোমা সম্বন্ধী ও কিঞ্চিৎ আমা সম্বন্ধী। হে দেবি! মন্ত্রের শক্তিস্বরূপ অংশ তোমা সম্বন্ধী এবং মৎসম্বন্ধী প্রণবে অকার, উকার ও মকার ক্রমে অবস্থিত। ত্বদীয় প্রণব ত্রিমাত্র প্লুত। ওঁ কারের স্বর উদাত্ত, ঋষি ব্রহ্মা, বর্ণ শুভ্র, গায়ত্রীছন্দ, পরমাত্মা দেবতা। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর উদাত্ত; পঞ্চম স্বরিত তৃতীয় নিষধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নকারের বর্ণ পীতস্থান পূর্ব্বমুখ ইন্দ্রদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, গৌতমঋষি, মকার কৃষ্ণবর্ণ, দক্ষিণমুখে অবস্থিত; অনুষ্টুপছন্দ, অত্রিঋষি, রুদ্রদেবতা, শিকার ধূম্রবর্ণ, ইহার স্থান পশ্চিম মুখে॥ ৩১—৫০॥ বিশ্বামিত্রঋষি, ত্রিষ্টুপছন্দ, বিষ্ণুদেবতা। বা কার হেমবর্ণ, তাহার স্থান উত্তর মুখ, ব্রহ্মা দেবতা বৃহতীছন্দ, অঙ্গিরাঋষি, য় কারের বর্ণ লোহিত, মস্তক মুখ স্থান, বিরাটছন্দ, ভরদ্বাজঋষি, কার্ত্তিকেয় দেবতা। এখন এই মন্ত্রের সর্ব্বসিদ্ধিকর, শুভদায়ক ও সর্ব্বপাপহর ন্যাস বলিতেছি। উহা উৎপত্তি ন্যাস, স্থিতি ন্যাস ও সংহার ন্যাস, এইরূপে ত্রিবিধ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ও যতি যথাক্রমে ঐ ন্যাস করিবে। ব্রহ্মচারীর উৎপত্তি ন্যাস, গৃহস্থের স্থিতি ন্যাস, ও যতির সংহার ন্যাস উক্ত হইয়াছে। অন্য প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে না। হে বরাননে! অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ও দেহন্যাসও উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারভেদে তিন প্রকার, ইহা তোমাকে বলিতেছি। অক্ষর বিধিক্রমে প্রথমে করন্যাস, অনন্তর দেহন্যাস, তৎপরে করন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে! মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত যে ন্যাস, তাহা উৎপত্তিন্যাস; পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সংহারন্যাস এবং হৃদয়, আস্য, ও গল ন্যাসের নাম স্থিতিন্যাস। এই তিন প্রকার ন্যাস ব্রহ্মচারী, গৃহী ও যতির বিহিত। অনন্তর মস্তকের সহিত সমস্ত দেহ সমস্ত মন্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিবে, ইহাই দেহন্যাস; ইহা সকলেরই সমান। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে বামাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যে ন্যাস, তাহা উৎত্তি ন্যাস; ইহার বিপরীত সংহারন্যাস; হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত যে ন্যাস; হে দেবি! গৃহস্থসম্মত অত্যন্ত ভোগপ্রদ সেই ন্যাসই স্থিতিন্যাস। প্রথমে করন্যাস করিয়া অনন্তর দেহন্যাস ও তৎপশ্চাৎ অঙ্গন্যাস করিবে ইহা সাধারণ বিধি। ওঁকার সম্পুট করিয়া সকল অঙ্গে, উভয় করে, দশ অগ্রাঙ্গুলিতে ক্রমে ন্যাস করিবে। পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া শুচি ও সমাহিত চিত্তে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে ন্যাস কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। হে সুমুখি! প্রথমে ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, পরমাত্মা ও গুরুর স্মরণ করিবে, মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হস্তদ্বয় মার্জ্জন করিয়া তলদ্বয়ে প্রণবন্যাস করিবে। সকল অঙ্গুলির আদ্যন্ত পর্ব্বতে এবং পাঁচটী মধ্যম পর্ব্বে ঋষি বীজ ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমভেদ ক্রমে উৎপত্ত্যাদি তিন প্রকার ন্যাস করিবে। উভয় হস্তদ্বারা পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ প্রণবসম্পুট মন্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিবে। মস্তকে, বক্ত্রে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, গুহ্যে, ও পাদদ্বয়ে, গুহ্যে হৃদয়ে, কণ্ঠে, মুখে, ও মস্তকে হৃদয়ে, গুহ্যে, পাদদ্বয়ে, মস্তকে, মুখে ও কণ্ঠে প্রণবাদি মন্ত্রদ্বারা এই তিন প্রকার অঙ্গন্যাস করিয়া মুখ পরিকল্পনা করিবে। পূর্ব্ব হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত নকারাদি ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পশ্চাৎ যথা স্থানে শোভন নমঃ স্বাহা, বষট, হুং, বৌষট, ফট, এই ছয়টী মন্ত্র ন্যাস করিবে। প্রণব হৃদয়, নকার মস্তক মকার শিখা, শিকার কবচ, বাকার নেত্র, য় কার অস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া অনন্তর দিগ্বন্ধ করিবে। বিঘ্নেশ, মাতৃগণ, দুর্গা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ইহারা যথাক্রমে অগ্ন্যাদি দিকের দেবতা। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-অগ্রদ্বারা সুমুখ সংস্থাপন করিয়া 'রক্ষধ্বং' ইহা বলিয়া সকলকে নমস্কার করিবে। গলদেশ, মধ্যদেশ অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীপ্রভৃতি অঙ্গুলিতে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকার করন্যাস করিবে। এই সর্ব্বপাপ-হর, শুভপ্রদ সর্ব্বসিদ্ধি কর পুণ্যজনক সর্ব্বরক্ষাকর মঙ্গলদায়ক ন্যাস কহিলাম। হে শুভগে! মন্ত্রন্যাস করিলে মনের শিবতুল্য হয়। তৎক্ষণাৎ জন্মান্তর-কৃতপাপ বিনষ্ট হয়। মেধাবী মানব এই রূপ ন্যাস করিয়া শুদ্ধ কথায় ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আচার্য্যপ্রসাদ লাভপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। হে শুভে! ইহার পর আমি মন্ত্র গ্রহণবিধি বলিতেছি। ইহা ব্যতিত জপ নিষ্ফল এবং ইহা করিলে সফল হয়। আজ্ঞাহীন, ক্রিয়াহীন, শ্রদ্ধাহীন, অমানস, ও দক্ষিণাহীন জপ নিষ্ফল; আজ্ঞা-সিদ্ধি ক্রিয়াসিদ্ধি, সুমানস, ও দক্ষিণাসিদ্ধ মন্ত্র যে সে স্থানে জপ করিলে সিদ্ধ হয়॥ ৫১—৮৫॥ শিষ্ট মন্ত্র তত্ত্বার্থবিৎ জ্ঞানী, সৎগুণ যুক্ত, ধ্যানযোগপরায়ণ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া ভাব শুদ্ধ হইয়া প্রযত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। শিষ্য বাক্য, মন, কায় ও ধন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে আচার্য্যের পূজা করিবে। বিভব থাকিলে হস্তী, অশ্ব, রথ, রত্ন, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূষণ, বস্ত্র, ও বিবিধ ধান্য এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে দান করিবে। যদি সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তবে কখনই ধনের শঠতা করিবে না। অনন্তর হে দেবি! পরিচ্ছদের সহিত সকল বস্তু আপনাকে নিবেদন করিবে। শক্তি অনুসারে অবঞ্চনাপূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা করিয়া গুরু হইতে মন্ত্র-এবং ক্রমশ জ্ঞান লাভ করিবে। শিষ্য পূজাপর হইয়া সম্বৎসর গুরুকুলে বাস করিবে। শুশ্রূষণনিরত, অহঙ্কারশূন্য, উপবাসকৃশ এবং শুচি হইলে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যকে স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণ পূজাপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে নদীতীরে গোষ্ঠে দেবালয়ে অথবা গৃহের পবিত্র দেশে সিদ্ধিকর পূর্ব্বাহ্ণ রূপকাল, তিথি, নক্ষত্রে, শুভযোগে সর্ব্বদোষশূন্য কালে সর্ব্বোত্তম শিব অনুগ্রহপূর্ব্বক জ্ঞান প্রদানকরিবেন। গুরু প্রসন্ন বুদ্ধিহইয়া নির্জ্জনে স্বর যুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, অনন্তর সিদ্ধিদ আচার্য্য শিষ্যদ্বারা উচ্চারণ করাইয়া "মঙ্গল হউক, শুভ হউক, শোভন হউক

প্রিয় হউক," এই বাক্য কহিবেন। শিষ্য এইরূপে গুরু হইতে মন্ত্র ও জ্ঞান লাভ করিয়া নিত্য জপ ও সঙ্কল্পপূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিবেন। যাবজ্জীবন নিত্য আহার না করিয়া তৎপর হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিলে পরম গতিলাভ করেন। যিনি আদরপূর্ব্বক নক্তাশী ও সংযত হইয়া চারলক্ষ জপ করেন, তিনি পৌরশ্চরণিক। অচিরে সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিলে পুরশ্চরণ জাপী অথবা নিত্য জাপক এই উভয়ের অন্যতর হইবে ॥৮৬—১০০॥ যে নর পুরশ্চরণ করিয়া নিত্য জাপী হয়, তাহার ন্যায় তেজস্বী সিদ্ধিদবশী ইহলোকে নাই। উত্তমরূপে আসনবন্ধপূর্ব্বক মৌনী ও একাগ্র-মানস হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে সর্ব্বোত্তম মন্ত্র জপ করিবে। জপের আদ্যন্তে প্রাণায়াম করিবে এবং অন্তে অষ্টোত্তর শত শুভ জপ করিবে। প্রাণায়ামের চত্বারিংশ আবৃত্তি হইবে। ইহা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম হইতে শীঘ্র সর্ব্বপাপ পরিক্ষায়, জিতেন্দ্রিয়তা হয়, অতএব প্রাণায়াম করিবে। গৃহে জপ করিলে সম ফল হয়, গোষ্ঠে শতগুণ, নদীতে অযুত, শিবসন্নিধানে অনন্ত, সমুদ্রতীরে, হ্রদে, পর্ব্বতে, দেবালয়ে ও পবিত্র আশ্রমে, কোটী গুণফল দান করে। শিবসন্নিধানে, সূর্য্য ও গুরুর অগ্রে, দীপ, গো, ও জল সমীপেও জপ প্রশস্ত। অঙ্গুলী দ্বারা জপ সংখ্যা করিলে একগুণ রেখা দ্বারা অষ্টগুণ, দশগুণ, শঙ্খ ও মণিদ্বারা শতগুণ, প্রবাল দ্বারা সহস্র গুণ, স্ফটিক দ্বারা অযুতগুণ, মৌক্তিক দ্বারা লক্ষগুণ, পদ্মবীজ দ্বারা দশ লক্ষগুণ, সুবর্ণ দ্বারা কোটিগুণ কুশগ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষ দ্বারা অনন্ত গুণফল হয়। মোক্ষের নিমিত্ত পঞ্চবিংশতি পুষ্টির জন্য সপ্তবিংশতি, সম্পত্তির নিমিত্ত ত্রিংশৎ এবং অভিচার নিমিত্ত পঞ্চাশৎ জপ করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে জপ করিলে লোক বশীভূত হয়, দক্ষিণাভিমুখে অভিচার করা হয়। পশ্চিমমুখে ধন দান করে, উত্তর মুখে শান্তিলাভ হয়। হে শোভনে! জপকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ মোক্ষ-দান, তর্জ্জনী শত্রুনাশন, মধ্যমা ধন দান, অনামিকা শান্তি দান ও কনিষ্ঠা রক্ষা করে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অন্য অঙ্গুলির সহিত জপ করিবে। যেহেতু অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত যে জপ করা হয়, তাহা অফল হয়। হে দেবি! শ্রবণ কর, সকল যজ্ঞ হইতে জপরূপ যজ্ঞ বিশেষ ফলপ্রদ। অন্য সকল যজ্ঞই হিংসাযুক্ত, কিন্তু জপ যজ্ঞে হিংসা নাই। দান ও তপস্যা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম যজ্ঞ আছে, তাহারা জপ যজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। বাচিক জপের যে মাহাত্ম্য, তাহা হইতে উপাংশু জপে মাহাত্ম্য শতগুণ ও মানস জপ সহস্রগুণ অধিক। উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্পষ্টাক্ষর শব্দ বাক্য দ্বারা যে মন্ত্রোচ্চারণ, তাহা বাচিক জপ যজ্ঞ। ঈষৎ ওষ্ঠ চালনপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ যে মন্ত্রোচ্চারণ, যাহা শব্দ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ণাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই জপ উপাংশু। অক্ষর শ্রেণীর বর্ণ, হইতে বর্ণপদে হইতে পদ, এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা যে শব্দার্থের চিন্তা তাহা মানসজপ। এই তিন প্রকার জপ যজ্ঞের পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞের বৈশিষ্ট্যবশত তাহার ফলেরও বৈশিষ্ট্য হয়। জপ দ্বারা স্তব করিলে দেবতা প্রসন্ন হন এবং দেবতা প্রসন্ন হইয়া ভোগ ও শাশ্বতী মুক্তি প্রদান করেন। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সমুদয় ভীষণ গ্রহ ভীত হইয়া জপপরায়ণ ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে আগমন করিতে পারে না। জন্মপরম্পরাকৃত অশেষ পাপ, জপ হইতে প্রশান্ত হয়। জপ হইতে ভোগ ও মৃত্যু জয় করা যায়। জপ হইতে সিদ্ধি এবং মুক্তি লাভ হয় ॥১০১—১২৫॥ এই রূপে শিবজ্ঞান লাভ জপ বিধিক্রম জ্ঞান করিয়া সদাচারী হইয়া নিত্য ও ধ্যান করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের সম্যক্ সাধন, সদাচার বলিতেছি—সদাচার হীন মানবের সাধন বিফল। আচারই পরম ধর্ম্ম, আচারই পরম তপস্যা, আচারই পরম বিদ্যা, আচারই পরম গতি। সদাচারসম্পন্ন মানবের সর্ব্বস্থানেই অভয় হয় এবং আচারবিহীন হইলে সর্ব্বত্রই ভয় হয়। হে বরাননে! সদাচারসম্পন্ন হইলে দেবত্ব ও ঋষিত্ব হয়। আর সদাচার লঙ্ঘন করিলে কুযোনি প্রাপ্ত ও ইহলোকে নিন্দিত হয়। অতএব সিদ্ধি ইচ্ছা করিলে সম্যক আচারবান হওয়া উচিত। দুর্বৃত্ত, পাপিষ্ঠ ও জ্ঞানদূষক ব্যক্তি শুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বর্ণাশ্রম বিধানোক্ত ধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক আচরণ করিবে। যাহার যে কর্ম্ম, তাহা করিলে সর্ব্বদা আমার প্রিয় হয়। প্রসন্নচিত্ত ও শুচি হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক, মোহবশে, ভয়বশে বা লোভবশে দ্বিজ কখনও সন্ধ্যা ত্যাগ করিবেন না। যেহেতু বিপ্র সন্ধ্যা ত্যাগ করিলে পতিত হয়। কিঞ্চিন্মাত্র অসত্য বাক্য কহিবে না এবং সত্য পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য ব্রহ্ম দূষণরূপে উক্ত হইয়াছে। মিথ্যা, পারুষ্য, শাঠ্য ও পৈশুন্য পাপহেতু। কখনও বাক্য বা মনদ্বারাও পরস্ত্রী রতি, পরদ্রব্য হরণ প্রসঙ্গ ও পরহিংসা করিবে না। শূদ্রান্ন, যাতযামান্ন, দেবোদ্দেশে নিবেদনীয়, শ্রাদ্ধান্ন, গণান্ন, সমুদয়ান্ন এবং রাজান্ন, পরিত্যাগ করিবে। মৃত্তিকা বা জলদ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয় না, কেবল অন্নশুদ্ধিতেই তাহা হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই সিদ্ধি হয়; অতএব দুষ্ট অন্ন ত্যাগ করিবে। যেমন ভর্জ্জিত ধান্যাদি বীজের ফল প্রাদুর্ভাব হয় না, সেই রূপ রাজপ্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণগণ দগ্ধ হয় জানিবে ॥ ১২৬—১৪১ ॥ রাজপ্রতিগ্রহ বিষতুল্য অতি ভয়ানক, ইহা প্রথমে বোধ করিয়া পণ্ডিতগণ পরিত্যাগ করিবে এবং কুক্কুর মাংসও ত্যাগ করিবে। স্নান, জপ ও অগ্নিপূজা না করিয়া ভোজন করিবে না। পর্ণপৃষ্ঠে, রাত্রিতে, দীপ ব্যতীত ও পতিত সন্নিধানে ভোজন করিবে না। শূদ্রশেষ অন্ন ও শিশুর সহিত একত্র ভোজন করিবে না। স্নিগ্ধ শূদ্রান্ন সংস্কৃত ও অভিমন্ত্রিত করিয়া ভোজন করিলে ভোক্তা শিবস্মরণপূর্ব্বক মৌনী ও একাগ্র-মানস হইবে। পাত্র ব্যতীত কেবল মুখদ্বারা, দণ্ডায়মান হইয়া এবং অঞ্জলিদ্বারা জল পান করিবে না। বামহস্ত দ্বারা, শয্যায় শয়ান হইয়া এবং অন্যের হস্তদ্বারা জলপান নিষিদ্ধ। বিভীতক, অর্ক, কারঞ্জ এবং গ্রহীবৃক্ষ, স্তম্ভ, দীপ, মনুষ্য, এবং অন্য কোন প্রাণীর ছায়া আশ্রয় করিবে না। একাকী দূরপথে গমন করিবে না। সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইবে না। কূপাদিতে অবরোহণ করিবে না, উচ্চ পাদপে আরোহণ করিবে না ॥ ১৪২—১৫৮ ॥

হে শুভে! সূর্য্য, অগ্নি, জল দেবতা এবং গুরুর বিমুখ হইয়া জপ ও শুভকার্য্য করিবে না। অগ্নিতে পাদ ও হস্ত তাপিত করিবে না। অগ্নির উপরে উপবেশন করিবে না ও তাহাতে কোন প্রকার মলত্যাগ করিবে না। চরণ দ্বারা জল তাড়িত বা তাহাতে অঙ্গমল ত্যাগ করিবে না। তীরে অঙ্গ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান আচরণ করিবে। নখাগ্র ও কেশদূষিত, স্নানবস্ত্র এবং স্নানঘটের জল অশুদ্ধ, যদি তাহা স্পর্শ করে, তবে তাহার শ্রী নাশ হয়। অজ, অশ্ব, খর ও উষ্ট্রের মার্জ্জন করিলে বা তুষ ও রেণু স্পর্শ করিলে হরিরও শ্রী নাশ হয়। যাহার গৃহে মার্জ্জার থাকে, সে নর অন্ত্যজতুল্য। মার্জ্জার সন্নিধিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে ঐ ভোজন চণ্ডালভোজন তুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্ফিচের বায়ু, শূর্পের বায়ু, মুখের বায়ু স্পর্শ করিলে মনুষ্যের সুকৃত নাশ হয়। উষ্ণীষ ও কঞ্চুক ধারণ করিয়া নগ্ন, মুক্তকেশ, মলাবৃত, অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়া এবং প্রলাপ করিতে করিতে কখন জপ করিবে না। ক্রোধ, মত্ততা, ক্ষুধা, আলস্য, নিষ্ঠীবন, জৃম্ভন, কুকুর ও নীচদর্শন, নিদ্রা ও প্রলাপ, জপের শত্রুস্বরূপ। জপকালে এই সকল সংঘটিত হইলে সূর্য্যাদি দর্শন ও আচমনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া অবশিষ্ট জপ করিবে। সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমা, গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাগণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাদপ্রসারণ করিয়া, কুক্কুটাসন হইয়া, আসনশূন্য হইয়া শয়ান হইয়া পথিমধ্যে এবং শূদ্র সন্নিধানে রক্ত ভূমিতে এবং খট্টায় জপ করিবে না। মন্ত্রার্থগত মানস হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সম্যকপ্রকারে জপ করিবে। কৌশেয় বস্ত্র, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, চৈলবস্ত্র, তৌলবস্ত্র, দারুময় অথবা তালপত্রময় আসন করিবে। হিত ইচ্ছা করিলে ত্রিসন্ধ্য, গুরুর পূজা করিবে, যিনি গুরু তিনিই শিব, যিনি শিব তিনিই গুরু। শিবও যেমন, মন্ত্রও সেইরূপ; মন্ত্রও যেমন, গুরুও সেইরূপ ॥১৪৯—১৬৪॥ গুরু হইতে শিববিদ্যা লাভ হয়, অতএব গুরুকে ভক্তি করিলেই শিবভক্তি সদৃশ ফল হয়। দেবি! গুরু সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বশক্তিময়, সেই গুরু সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, তাহার আজ্ঞা মস্তকদ্বারা বহন করিবে। মঙ্গল লাভের ইচ্ছা করিলে মনে মনেও গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর আজ্ঞাপালক সম্যকপ্রকারে জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। গুরু নিকটে থাকিলে গমন, অবস্থান, শয়ন ও ভোজনকালে ও যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহাতে গুরুর অনুজ্ঞা লইবে। গুরু দেব-স্বরূপ, অতএব গুরুগৃহ, দেব মন্দির-স্বরূপ। পাপিগণের সংসর্গে তৎপাপ সংক্রমণে যেমন পতিত হয়, সেইরূপ আচার্য্যের সংসর্গে তাঁহার ধর্ম্মে ধর্ম্মিষ্ঠ হয়। অগ্নিসম্পর্কে কাঞ্চন যেমন মলত্যাগ করে, সেইরূপ মানব আচার্য্যসম্পর্কে পাপশূন্য হয়। যেমন অগ্নিসন্নিধিতে ঘৃত বিলীন হয়, সেইরূপ আচার্য্য সমীপে পাপ বিলীন হয়। প্রজ্বলিত পাবক যেমন বিষ্ঠা ও কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ গুরু তুষ্ট হইলে মন্ত্রতেজে পাপরাশি দগ্ধ করেন। গুরু সন্তুষ্ট হইলে ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র ও সমস্ত দেবগণ তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করেন। কার্য্য, মন ও বাক্যদ্বারা ও গুরুর ক্রোধ উৎপাদন করিবে না। গুরুর ক্রোধ হইলে আয়ু, শ্রী, জ্ঞান ও সৎকর্ম্ম নষ্ট হয়। যাহারা গুরুর ক্রোধ করায়, তাহাদের যজ্ঞ, জপ ও জপ্ত নিয়ম নিষ্ফল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুর বিরুদ্ধ বাক্য বর্জ্জন করিবে না। যদি কেহ মহামোহবশতঃ ঐরূপ করে, তবে রৌরব নরকে গমন করে। চিত্ত, ধন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা গুরুর প্রতি মিথ্যা আচরণ করিবে না। গুরুর দোষ খ্যাপন করিলে শত দুর্গুণভাজন হয় এবং গুরুর গুণখ্যাপন করিলে, সকল প্রকার গুণযুক্ত হয়। গুরু আদেশ করুন্ বা না করুন্ তাঁহার সমক্ষ হউক বা নাই হউক্, সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবে। মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা গুরুর হিত করিবে ॥ ১৬৫—১৮০॥ অহিত করিলে পতিত হয় এবং অধোগমন করিয়া সেই স্থানেই পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব গুরু সর্ব্বদা উপাস্য ও বন্দনীয়। সমীপস্থ হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্বিমুখ হইয়া গুরুকে কহিবে; এইরূপ আচার বিশিষ্ট, ভক্তিশীল, নিত্য জপপরায়ণ, গুরুপ্রিয়কর, মানব মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে যোগ্য হয়। মন্ত্র-সিদ্ধি-নিমিত্ত বিনিয়োগ বলিতেছি। বিনিয়োগ না জানিলে মন্ত্র দুর্ব্বল হয়। যে কার্য্য নিমিত্ত যাহার বিশেষরূপে বিনিয়োগ করা হয়; সেই ঐহিক পারলৌকিক ফলই বিনিয়োগ। আয়ুঃ, আরোগ্য, শরীরের নিত্যতা, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিজ্ঞান, স্বর্গ এবং নির্ব্বাণ বিনিয়োগ হইতে জন্মায়। একাদশ সংখ্যক মন্ত্র জপ দ্বারা প্রোক্ষণ, অভিষেক, অঘমর্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় স্নান করিবে। আলস্যশূন্য হইয়া, পর্ব্বতারোহণপূর্ব্বক শুচি হইয়া লক্ষ জপ করিবে। মহানদীতে দ্বিলক্ষ জপ করিলে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। দূর্ব্বাঙ্কুর, তিল, বালী, গুড়ুচী ও ঘুটিকা দ্বারা দশ সহস্র হোম করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। সুবুদ্ধি সাধক শনিবারে অশ্বত্থবৃক্ষতলে সেই বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া দ্বিলক্ষ জপ করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। শনিবারে পাণিদ্বয় দ্বারা অশ্বত্থ স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিলে তাহার অপমৃত্যু হয় না। মনুষ্য অনন্যচিত্ত হইয়া সূর্য্যাভিমুখে লক্ষ জপ ও অর্ক সমিধদ্বারা অষ্টশত হোম করিলে ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। সমস্ত ব্যাধি শান্তি-নিমিত্ত মানব পলাশ সমিধদ্বারা দশ সহস্র হোম করিলে নীরোগ হয়। নিত্য অর্ক সন্নিধানে অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া জল পান করিলে সমস্ত উদর পীড়া হইতে মুক্ত হয়। একাদশবার মন্ত্র জপে অভিমন্ত্রিত অন্নভোজন করিলে, ভক্ষ্য ও পেয়,—বিষ হইলেও অমৃত তুল্য হয়। পূর্ব্বাহ্নে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া লক্ষ জ[illegible] করিবে। এইরূপে নিত্য সূর্য্যের পূজা করিলে সম্য[illegible] আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। নদীজলে পূর্ণশোভন ঘট স্প[illegible] করিয়া অযুত জপ করিয়া ঐ জলে স্নান করিলে তা[illegible] রোগের ঔষধ স্বরূপ হয়। অষ্টাবিংশতি পলাশ সমি[illegible] হোম ও অষ্টাবিংশতিবার জপ করিয়া প্রতি দিন অন্ন ভোজ[illegible] করিলে আরোগ্য লাভ হয়। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে পবিত্র ভাবে যথাবিধি উপবাস করিয়া গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্য[illegible] সমাহিতচিত্তে সমুদ্রগামিনী নদীতে জপ করিয়া গ্রহণে মুক্তি হইলে পুনরায় অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রসপান করিলে একাহেই সর্ব্বশাস্ত্র-ধারণোপযুক্ত উত্তম মেধা লাভ হয়॥ ১৮১—২০০॥ তাহার অমাবু[illegible]

শক্তি হয়। গ্রহ নক্ষত্র পীড়া হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক অষ্টাধিকসহস্র হোম করিয়া অযুত জপ করিবে, তাহাতেই গ্রহপীড়া বিনষ্ট হইবে। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ঘৃতদ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া অযুত জপ করিবে, তাহাতেই সদ্য শান্তি লাভ করিবে। হে দেবি! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে যথাবিধি লিঙ্গ পূজাপূর্ব্বক দেবসন্নিধানে শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া আদরসহকারে যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনাপূর্ব্বক জপ করিলে পুরুষ নিঃসংশয় সকল অভীষ্ট লাভ করে। গজ, অশ্ব ও গোজাতির পীড়া উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া সমিধদ্বারা হোম করিবে ও বিধিপূর্ব্বক একমাস অযুত পূজা করিলে তাহাদিগের শান্তি ও শুদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। উৎপাত ও শত্রুবাধা উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া পলাশ সমিধদ্বারা অযুত হোম করিলে তাহার শান্তি হইবে। হে দেবি! অভিচার রূপ বাধায় এই রূপ আচরণ করিবে। এরূপ করিলে অভিচার-শক্তি প্রতিকূল হইয়া শত্রুরই উপস্থিত হয়। বিদ্বেষ নিমিত্ত প্রতিলোমভাবে মন্ত্রাক্ষর পাঠ করত আর্দ্র রুধির বা বিষযুক্ত আটটী বিভীতক সমিধ দ্বারা হোম করিবে। রুধিরাভ্যক্ত সমিধ মানবের বিদ্বেষকর ॥ ২০১—২১০ ॥ এখন সর্ব্বপাপ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতেছি। পাপশুদ্ধি যেহেতু জ্ঞান ও সম্পত্তির হেতু; অতএব মানব সম্যক প্রকারে পাপশুদ্ধি করিতে উদ্যত হইবে। পাপ শুদ্ধি না হইলে পুরুষের সকল ক্রিয়া নিষ্ফল ও জ্ঞান ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, অতএব পাপ শোধন কর্ত্তব্য। হে শুভে! বিদ্যা ও লক্ষ্মী শুদ্ধির নিমিত্ত অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক আমার ধ্যান করিয়া একাদশ বার শিব মন্ত্র সলিল দ্বারা চতুর্দ্দিকে অভিষেক করিবে এবং অষ্টোত্তর শত শিবমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে। সেই স্নান সর্ব্বতীর্থ ফলপ্রদ, সর্ব্বপাপহর ও মঙ্গল-দায়ক। সন্ধ্যোপাসনার বিচ্ছেদ হইলে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। বিড়্বরাহ, চাণ্ডাল, দুর্জ্জন ও কুক্কুট কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। করিলে অষ্টাধিক শত জপ করিবে। ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধির জন্য শতকোটি জপ করিবে। অনুপাতক শান্তির জন্য তাহার অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহাতে বিচার করিবেনা। উপাপাতক-দূষিত মানবগণ তাহার অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। অবশিষ্ট পাপের শুদ্ধির জন্য পঞ্চ সহস্র জপ করিবে। যে নর অনাকুল হইয়া আত্মবোধকারক গুহ্য শিব-বোধ-প্রকাশক, মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে শিব স্বরূপ হয় এবং হে ভদ্রে! যে মানব পঞ্চ বায়ু জয় করে ও সুখ প্রাপ্ত হয়। হে সুমুখি! নিগৃহীতেন্দ্রিয় ও শুচি হইয়া পঞ্চলক্ষ জপ করিলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিজয় লাভ করিতে পারা যায়। অনাকুল ও ধ্যানযুক্ত হইয়া যে পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে পঞ্চবিষয়ের জয় প্রাপ্ত হয়। যে নর ভক্তি যুক্ত হইয়া চতুর্থ পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে পঞ্চভূতের বিজয় প্রাপ্ত হয়। যত্নপূর্ব্বক মনঃ সংযম করিয়া যে চতুর্দ্দশ লক্ষ জপ করে, সে ইন্দ্রিয়ের সম্যক বিজয় প্রাপ্ত হয়। হে কমলাননে! মানব পঞ্চবিংশতিলক্ষ জপ করিলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে বিজয় প্রাপ্ত হয়। হে সুন্দরি! নির্ব্বাত মধ্যরাত্রে আদরপূর্ব্বক অযুত জপ করিলে সেই জপরূপ ব্রতে ব্রহ্মসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাতশূন্য ও ধ্বনিবর্জ্জিত মধ্যরাত্রে আলস্য-শূন্য হইয়া লক্ষ জপ করিলে নিঃসংশয় শিব ও শিবাকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অন্ধকারবিনাশক দীপপ্রকাশের ন্যায় আলোক উদ্ভূত হয়, সন্দেহ নাই। আত্মবান্ হইয়া সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধির জন্য অযুত জপ করিবে এবং ভক্তিমান্ ও শুচি নর শিব বীজ সম্পুটিত করিয়া,এই মন্ত্র শতলক্ষ জপ করিলে, আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহার অধিক আর কি হইতে পারে, এই সকল প্রকার পঞ্চাক্ষর বিধিক্রম তোমাকে কহিলাম। যে নর ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। দৈব ও পিত্র্যকর্ম্মে শুদ্ধ ব্রাহ্মণকে পঞ্চাক্ষরবিধিক্রম শ্রবণ করাইলে শিবলোকে পূজিত হয় ॥ ২১১—২৩১ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন;—দগ্ধ কিল্বিষ ব্রাহ্মণগণ সংসারবিরক্ত জ্ঞানিগণের সুশোভন ধ্যানযজ্ঞকে জপ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অতএব হে সূত! তুমি অদ্য যত্নসহকারে বিরক্ত মহাত্মাদিগের ধ্যানযজ্ঞ বিস্তৃতরূপে নিঃশেষ ভাবে বল। সূত দীর্ঘ-সত্রী মুনিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কালকূট নামক বিষ সংসৃষ্ট হইলে রুদ্র, গুহায় অবস্থানপূর্ব্বক মহাত্মাদিগের যে ধ্যানযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা কহিতে লাগিলেন। শংসিতাত্মা মুনিগণ ভবানীর সহিত সুখাসীন গুহাশ্রয় শঙ্করকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং প্রণামানন্তর উমাপতি নীলকণ্ঠকে কহিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি অত্যুগ্র কালকূট নামক বিষ সংহার করিয়াছেন, অতএব হে বৃষধ্বজ! আপনাকর্ত্তৃকই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্বাত্মা ভগবান্ নীললোহিত তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সনন্দনপুরোগম ঋষিগণকে কহিলেন;—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহা সুদারুণ বিষ, আমি তাহা বলিতেছি। এবিষের কথায় প্রয়োজন কি? যে সেই বিষ সংহার করিতে পারে, সেই সমর্থ, এ বিষ সংহার ত ঈষৎকর। কালকূট বিষ নহে সংসারই বিষ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সুদারুণ সংসাররূপ বিষের সংহার করিবে। সেই সংসার আপনার অধিকারানুরূপ রাজস ও তামসভেদে দ্বিবিধ। সংমূঢ়চিত্ত পুরুষগণের ইচ্ছা ও রাগ দোষবশত সেই সুদারুণ সংসারের সংক্ষয় হয় না এবং অজ্ঞানবশত তাহার সৃষ্টি হয়। সেই সংসারবশেই সকলের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হয়। হে দ্বিজগণ! আস্তিক জীবগণ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে ঐ শাস্ত্র অপ্রত্যক্ষ স্বর্গাদিতে বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া দেয়। অতএব ঐহিক এবং পারলৌকিক এই উভয়রূপ সংসারকে দুষ্ট বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই বিরক্ত। হে দ্বিজগণ! বেদের মস্তকস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণের নিষ্কাম কর্ম্মের সার ফলস্বরূপ যে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সকলকেই স্বভাবত কামনায় লিপ্ত হইতে দেখা যায়। সেই কাম্য কর্ম্মসমূহের বেদই প্রবর্ত্তক। বিরক্তগণের নিবৃত্তিই ধর্ম্ম, অতএব সকল দেহীই অজ্ঞানবশত

দৃঢ়তায় অবলম্বন করে। বেদোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে জীব কর্ম্মশোষণ প্রাপ্ত হয়। আর তিন প্রকার জীব অবিদ্যায় জ্ঞানহীন হইয়া কাম্য কর্ম্মের বশ্যতানিবন্ধন কর্ম্মযুক্ত হয়। পাপকারী নরকগামী, পুণ্যকারী পুণ্য গৌরবে স্বর্গগামী এবং পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই চার প্রকারে অবস্থিত। নিবৃত্তিশূন্য অজ্ঞদেহী কর্ম্মবশতঃ এইরূপে অবস্থান করিতেছে। সন্তান, কর্ম্ম ও ধন দ্বারা মুক্তি হয় না, একমাত্র কর্ম্মসংন্যাস বলেই মুক্তি হয়। ফল ত্যাগ না করিতে পারিলে মানব নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। এইরূপে অজ্ঞানদোষে ও নানাকর্ম্মবশে মানব ষাট্‌কৌশিক কলেবর কল্পনা করে। গর্ভে, যোনিমার্গে, ভূতলে, কৌমারে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে এবং মরণে নানাপ্রকার দুঃখ। হে দ্বিজগণ! স্ত্রীসংসর্গাদিতেও মহৎ দুঃখ। বিচার করিলে দেখা যায়, দুঃখী মানবগণের একমাত্র দুঃখেই দুঃখ শান্ত হয়। ভোগ্যবস্তুর ভোগ করিলে কামনা উপশান্ত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতের দ্বারা অগ্নির ন্যায় আরো বর্দ্ধিত হয়। অতএব বিচার করিলে দেখা যায়, বিষয় প্রাপ্তিতেও মানবের কামনার উপশম নাই। অর্থের অর্জ্জনে, পালনে এবং ব্যয়ে দুঃখ দৃষ্ট হয়॥ ১—২৬॥ পিশাচতা, রাক্ষসতা, যক্ষতা, গন্ধর্ব্বতা, চন্দ্রলোকে চন্দ্রতা, প্রজাপতিতা, ব্রহ্মতা এবং প্রাকৃতপুষতাতেও স্বল্প ও অন্য হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তিলালসা জন্য দুঃখে দুঃখ-ধারা উৎপন্ন হয়। অতএব সংসার সম্বন্ধী অশুদ্ধ ভাগ্য ও ধন ত্যাগ করিবে। পার্থিব ঐশ্বর্য্য অষ্টগুণ, জলীয় ষোড়শ-গুণ, তৈজস চতুর্ব্বিংশতিগুণ, বায়ব্য দ্বাত্রিংশৎগুণ, ব্যোম চত্বারিংশৎগুণ, মানস অষ্টচত্বারিংশৎগুণ, আভিমানিক ষট-পঞ্চাশৎগুণ এবং প্রাকৃত বৌদ্ধ চতুঃষষ্টিগুণ দুঃখ স্বরূপ। ব্রহ্মবাদী যোগিগণেরও নিঃসন্দেহ দুঃখ দৃষ্ট হয়। শঙ্করের গণনাথগণেরও গৌণ দুঃখ বর্ত্তমান। এরূপে বিচার করিলে সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা আদি, মধ্য ও অন্তে দুঃখ দেখা যায়। অজ্ঞানে জ্ঞানমানী মানবগণ দোষ দুষ্ট দেশে বর্ত্তমান, ভবিষ্য, ও অতীত দুঃখের ভাবনা করে না, অন্ন ক্ষুধারূপ ব্যাধির উপশম করে সুখ উৎপন্ন করে, না। এইরূপ ঔষধ নানাপীড়ার শান্তিকর সুখপ্রদ নহে। সেই সেই কালে শীত উষ্ণ, বায়ু, ও বর্ষাদি দ্বারা দেহিগণের কেবল দুঃখই হয়, কিন্তু অজ্ঞানী মানব তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপ স্বর্গেও পুণ্য ক্ষয়াদি নানাবিধ রোগ রাগ দ্বেষ ও ভয়াদি হেতু দুঃখ দৃষ্ট হয়। ছিন্নমূল তরু যেমন অবশ হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হয়, স্বর্গবাসী-গণও সেইরূপ পুণ্যবৃক্ষ হইতে পৃথিবীতে পতিত হয়। স্বর্গবাসিগণের স্বর্গ হইতে পতন অতীব দুঃখকর। হে মুনিপুঙ্গবগণ! বর্ণিগণের বিহিত কার্য্যের অকরণ বশত নরক হয়। ঐ নরকে নিতান্ত দুঃখ। উচ্ছিন্নবাস মৃগ যেমন মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নিদ্রালাভ করিতে পারে না, এইরূপ ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা যতি সংসারভীত হইয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারেন না। কীট, পক্ষী, মৃগ, গজবাজী প্রভৃতি পশুগণের কেবল দুঃখই দৃষ্ট হয়; অতএব কর্ম্মফল ত্যাগ করিলেই উত্তম সুখ লাভ হয়। হে সুব্রত ঋষিগণ! এইরূপ বৈমানিকগণ, কল্পাধিকারী, স্থানাভিমানী, মন্বাদি, দেবগণ ও দৈত্যগণের পরস্পর জিগীষা হেতু কেবল দুঃখ দেখা যায়। জগত্রয়মধ্যেনর পতি সমূহ রাক্ষসসমূহের কেবল দুঃখ। যথার্থ দেখিলে বর্ণ-আশ্রমও কেবল শ্রমের নিমিত্ত। আশ্রম, দেবসাক্ষাৎ, যজ্ঞ, সাংখ্য ব্রত, বিবিধ উগ্র তপস্যা এবং নানাবিধ দান হইতে আত্ম লাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞানিগণ স্বয়ং তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে। পাশুপত ব্রতে নিত্য ভস্মশায়ী পঞ্চার্থজ্ঞানসম্পন্ন শিবতত্ত্বে সমাধিযুক্ত এবং পঞ্চার্থযোগ সম্পন্ন হইয়া দেবকর্ম্মনাশক কৈবল্যকরণযোগ লাভ করিলে সুধী পণ্ডিত দুঃখের অন্তে গমন করে। পরা অর্থাৎ অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা বেদ্যের জ্ঞান হয়, অপরা বিদ্যা দ্বারা তাহা হয় না। পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও সর্ব্বার্থসাধক অথর্ব্ববেদ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা অক্ষর, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণক, অচক্ষু অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ, অজাত, অভূত, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, রসগন্ধবিবর্জ্জিত, অব্যয় প্রতিষ্ঠাশূন্য, নিত্য, সর্ব্বগ বিভুস্বরূপ, মহান্, বৃহৎ, অজ, চিন্ময়, প্রাণশূন্য, মনঃশূন্য অস্নিগ্ধ, অলোহিত, অপ্রমেয়, অস্থূল, অদীর্ঘ, উল্বণতাশূন্য অহ্রস্ব, অপার আনন্দস্বরূপ, অচ্যুত, অনপাবৃত, অদ্বৈত অনন্ত, অগোচার, আবরণশূন্য, একমাত্র আত্মস্বরূপ, এই পরাবিদ্যা অন্য প্রকারে বর্ণনা করা যায় না। পরাপর বিদ্যা যথার্থ নহে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত। আমিই সমস্ত জগৎ আমাতেই সমস্ত জগৎ, আমা হইতেই সকল উৎপন্ন হয় আমাতেই অবস্থান করে, আবার আমাতেই লীন হয়। মন বাক্য ও পাণি দ্বারা আমা হইতে অন্যের জ্ঞান করিবে না আত্মাতে সকল বস্তু দর্শন বিধেয় করা বাহ্যে মন দিবে না অধোমুখ হইয়া নাভির উপর বিতস্তির মধ্যে হৃৎকমল তাহা বিশ্বের মহৎ আয়তন। এই হৃদয়ের মধ্যে পুণ্ডরীক অবস্থিত ঐ পুণ্ডরীক ধর্ম্মরূপ কন্দ হইতে সমুদ্ভূত; জ্ঞান তাহার নাল স্বরূপ, তাহা সুশোভন; ঐশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলযুক্ত, শ্বেত বৈরাগ্য তাহার কর্ণিকা; ঐপুণ্ডরীক অতি শ্রেষ্ঠ। তাহার পত্রান্তর ছিদ্র দিকচক্রবাল, তাহাতে প্রাণাদি বায়ু প্রতিষ্ঠিত প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব ক্রমে বহুধা দর্শন করে। হে মুনিপুঙ্গব গণ! প্রত্যেক প্রাণীতেই দশটী প্রাণ-বহা নাড়ী ও দ্বিসপ্ততি সহস্র অন্য নাড়ী আছে। ইন্দ্রিয়গ্রামে অবস্থিত জীব জাগ্রত; কণ্ঠে অবস্থিত স্বপ্নাপন্ন, হৃদয়স্থ সুষুপ্ত এবং মস্তকে স্থিত তুরীয়। জাগ্রত অবস্থার দেবতা ব্রহ্মা, স্বপ্নের বিষ্ণু সুষুপ্তির ঈশ্বর এবং তুরীয়ের মহেশ্বর। অপরে কহেন পুরুষ যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে তখন তাহার জাগ্রদবস্থা। যখন মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চিত্ত এই চতুষ্টয়যুক্ত হইয়া পুরুষ অবস্থিত হয়, তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা। হে সুব্রত ঋষিগণ! যখন ইন্দ্রিয়গণ আত্মায় বিলীন হয়, তখন সুষুপ্ত্যাবস্থা যখন পুরুষ ইন্দ্রিয়হীন হয়, তখন তুরীয় অবস্থা। ঐ শ্রেষ্ঠ পরম কারণ শিব তুরীয়াতীত। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক

এবং আধিদৈবিক, এই সমস্তই জ্ঞানবানেরা আমাকেই জ্ঞান করেন। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত; এই চতুর্দ্দশ বিধ পৃথক্ পৃথক অধ্যাত্ম। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন, স্পর্শ, মনন, বোধ, অহঙ্কার, চেতন, উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ এবং আনন্দ, অনুক্রমে এই চতুর্দ্দশবিধ অধিভূত॥ ২৭—৭৭॥ আদিত্য, দিক্, পৃথিবী, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, দেবপ্রজাপতি, এই চতুর্দ্দশ আধিদৈবিক। রাজ্ঞী, সুদর্শনা, জিতা, সৌম্যা, মোঘা, রুদ্রা, মৃতা, সত্যা, মধ্যমা, নাড়ী, রাশিশুকা, অসুরা, কৃত্তিকা, ভাস্বতী, এই চতুর্দ্দশ প্রকার শরীরনিবন্ধন নাড়ী। নাড়ীমধ্যে অবস্থিত চতুর্দ্দশ বাহক বায়ু আছে। প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান, সমান, বৈরম্ভ, মুখ্য, অন্তর্যাম, প্রভঞ্জন, কূর্ম্মক, শ্যেন, শ্যেত, কৃষ্ণ, নাগ এই চতুর্দ্দশ বায়ু কীর্ত্তিত হইয়াছে। চক্ষু, দ্রষ্টব্য, আদিত্য, নাড়ী, প্রাণ, বিজ্ঞান্, আনন্দ, হৃদয়, আকাশ এবং এই সকল বস্তুতে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র আত্মা বিচরণ করেন, সেই আত্মস্বরূপ প্রভু বিভুতাগুণসম্পন্ন আমাকে উপাসনা করিবে। হে সুব্রত দ্বিজগণ! সেই একমাত্র আত্মাই এই চতুর্দ্দশ প্রকারে সঞ্চরণ করিতেছেন। সেই সমস্তই তাঁহাতেই বিলীন হয় এবং তাঁহা ভিন্ন কিছুই নাই। এক তিনিই সর্ব্বজ্ঞ এক তিনিই সকলের ঈশ্বর। এই মহাদ্যুতি দেবই সকলের অধিপতি এবং অন্তর্যামী। সেই সনাতন আত্মার উপাসনা করিলে সকলের সকল সৌখ্য হয় কিন্তু তিনি পঞ্চভৌতিক দেহ ধারণপূর্ব্বক সুখভোগ করেন না। তিনিই বেদ ও নানাবিধ শাস্ত্রদ্বারা উপাস্যমান। এই সর্ব্বজ্ঞ বেদশাস্ত্রকে উপাসনা করেন্ না। এই সকলই তাঁহার অন্ন, তিনি স্বয়ং অন্নস্বরূপ হন্না। সেই আত্মাই আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিত বস্তু ভোজন করেন, প্রাণিগণের অন্ন কুত্রাপি নাই। আমিই প্রাণীদিগের প্রাণাপানগ্রন্থিস্বরূপ। আমিই সকলের নিয়ন্তা ও জ্ঞান সাধন। আমি অন্নময়াদি ভেদে পঞ্চকোশস্বরূপ। এই ভূতাত্মা আমিই অন্নময় হইয়া ভক্ষিত ও অন্ন বলিয়া উক্ত হই। আমিই প্রাণময়, ইন্দ্রিয়াত্মা, মনোময়, সঙ্কল্পাত্মা, কালময়, সোমবিজ্ঞানময় এবং সদানন্দময় পরমেশ্বর মহেশ। সেই আমি সমুদয় জগৎ এবং বিচার করিলে পরতন্ত্র এই সকল জগৎ স্বতন্ত্র আমাতেই অবস্থিত এবং বিচার করিলে দ্বৈতভাব দূরে থাকুক, একত্বেরও উপলব্ধি হয় না। এইরূপ অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের কথাই নাই, মর্ত্ত্যই নাই বলিয়া স্থির হয়। স্বপ্নসাক্ষী, জাগ্রৎসাক্ষী, স্বপ্নজাগ্রৎ উভয় সাক্ষী, তুরীয় সাক্ষী, সুষুপ্তিসাক্ষীও প্রতীত হয় না। যথার্থ বিদিত বেদ্য এবং নির্ব্বাণও নাই। নির্ব্বাণ, কৈবল্য, নিঃশ্রেয়স, অনাময়, অমৃত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাপর, নির্ব্বিকল্প নিরাভাস ও জ্ঞান এই দ্বাদশটী পরমাত্মার পর্য্যায়বাচক মাত্র। একাগ্র অর্থাৎ "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই জ্ঞানযুক্ত অন্তঃকরণ যখন সমরসে বর্ত্তমান হয়, তখন জ্ঞান হয়, ইহা ভিন্ন সকলি অজ্ঞান;—সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রসন্ন বিজ্ঞান নিশ্চয়ই গুরুমাহাত্ম্যে উৎপন্ন হয়। উক্তরূপ প্রসন্ন জ্ঞান জন্মিবার পর অন্তঃকরণ রাগ, দ্বেষ, অনৃত, ক্রোধ, কাম ও তৃষ্ণাদি পরামর্শশূন্য হইলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয়। পুরুষ অজ্ঞান মনে লিপ্ত থাকিলে তাহাকে মলিন বলা যায়। সেই অজ্ঞানমলের ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়, অন্যথা কোটি জন্মেও হয় না। একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত পুণ্যপাপ পরিক্ষয় হয় না, অতএব হে বেদবিদ্গণ! মুক্তির নিমিত্ত কেবল জ্ঞানের অভ্যাস করিবে। জ্ঞানাভ্যাসেই পুরুষের বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, অতএব তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া জ্ঞানাভ্যাস করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যে যোগিগণ একমাত্র জ্ঞানে তৃপ্ত হইয়া সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর কর্ত্তব্য নাই; যদি অন্য কার্য্য করেন, তবে তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিৎ নহেন। যেহেতু ব্রহ্মবিৎ প্রকৃত জীবন্মুক্ত; অতএব তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। জ্ঞানতত্ত্বার্থবিৎ কর্ত্তব্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানাভ্যাসে রত হইলে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ক্রোধহীন, বর্ণাশ্রমাভিমানী মোহবশতঃ কর্ত্তব্যে রত হয়, সে অজ্ঞানী, তাহাতে সংশয় নাই। অজ্ঞান সংসারের হেতু। শরীর পরিগ্রহণ সংসার। জ্ঞান,—মোক্ষের হেতু। যিনি আত্মাতে অবস্থিত, তিনিই মুক্ত। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অজ্ঞান হইলেই নিঃসংশয় ক্রোধাদি উপস্থিত হয়; ক্রোধ, হর্ষ, লোভ মোহ, দম্ভ,ধর্ম্ম, অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। ক্রোধাদিবশে মানবের তনু সংগ্রহ হয়। শরীর হইলেই ক্লেশ. অতএব পণ্ডিত অবিদ্যা ত্যাগ করিবে। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া অবস্থিত যোগীর ক্রোধাদি ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিনষ্ট হয়; ক্রোধাদি ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার সে আর শরীরের সহিত যুক্ত হয় না। ঈদৃশ পুরুষই ত্রিবিধ দুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। এইরূপ জ্ঞান ব্যতীত ধ্যান হয় না। হে দ্বিজর্ষভগণ! ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির গুরু সম্পর্কে জ্ঞান হয়, কেবল শব্দমাত্রে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ধ্যানকারী চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ তৈজস বিশ্ব প্রাজ্ঞ ও তুরীয় রূপ জ্ঞান করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিবে। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সহজ আগন্তুক অগ্নি এবং বাকসমুদ্ভূত পাপসমূহ দগ্ধ করে। জ্ঞান ভিন্ন সর্ব্বপাপবিনাশক আর কিছুই নাই। অতএব সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা জ্ঞানাভ্যাস করিবে। জ্ঞানীর সকল পাপ নিঃসংশয় জীর্ণ হয়। জ্ঞানী নানাবিধ পাপের সহিত ক্রীড়া করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না। জ্ঞান যেমন, ধ্যানও সেইরূপ, অতএব সর্ব্বদা ধ্যান অভ্যাস করিবে। প্রথমে সবিষয় ও নির্ব্বিষয় ধ্যান উক্ত হইয়াছে। শিবরহস্যাদি কথিত ষটপ্রকার ধ্যান অভ্যাস করিয়া চতুঃপ্রকার দশপ্রকার এবং ষোড়শ প্রকার ধ্যানকে সালম্ব নিরালম্বভেদে দুই প্রকারে অভ্যাস করিলে যোগীন্দ্র স্বরূপ হইয়া নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করে। সাবলম্ব ধ্যানে নির্ম্মল স্বর্ণাকার বিধূম অগ্নিপ্রভ পীত রক্তসিত কোটি কোটি বিদ্যুৎ প্রভাসম্পন্ন শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিবে এবং নিরালম্বধ্যানে প্রযত্নপূর্ব্বক চিত্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে করিয়া শ্বেত কৃষ্ণ পীত কোনরূপের স্মরণ না করিলে ব্রহ্মবিৎ হওয়া যায়। অহিংসক, সত্যবাদী, অস্তেয়ী, পরিগ্রহ-পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মচারী, দৃঢ়ব্রত, সন্তোষশীল, শৌচযুক্ত ও স্বাধ্যায় নিরত আমার ভক্তজন-

সম্পর্কজ ধ্যান অভ্যাস করিবে। ধ্যাতা চিত্ত স্থাপন করিয়া বিষয়ান্তর বোধ করিবে না, যোগের অভিমান করিবে না, চতুর্দ্দিকে দর্শন করিবে না ॥ ৭৮—১২৫ ॥ আপনার আত্মায় লীন হইয়া ঘ্রাণ গ্রহণ শ্রবণ ও স্পর্শের জ্ঞান করিবে না, এইরূপ করিলে তাহাকে সমরস বলা যায়। পার্থিবসমূহে ব্রহ্মা, বারিতত্ত্বে স্বয়ং হরি, অগ্নিতত্ত্বে কালরুদ্র, বায়ুতত্ত্বে মহেশ্বর, ও আকাশ সাক্ষাত শিবের চিন্তা করিবে। ক্ষিতিতে সর্ব্ব, জলে ভব, অগ্নিতে রুদ্র, বায়ুতে উগ্র, সুষিরনাকে অর্থাৎ আকাশে ভীম, সূর্য্যমণ্ডলে ঈশান, চন্দ্রবিম্বে মহাদেব, যজমান পুরুষে পশুপতি, এইরূপ অষ্টপ্রকারে আমি অবস্থিত। শরীরে যে কাঠিন্য লক্ষিত হয়, তাহা পার্থিব অংশ, দ্রব অংশ জলীয়। যাহা সঞ্চারিত হয় তাহা বায়ু অংশ, যাহা শব্দের কারণ, তাহা আকাশ রূপ বহ্নির অংশ, জলের অংশ রসময়, গন্ধ পার্থিব গুণ, পুনর্ব্বার দক্ষিণনেত্রে ভাস্কর, বামনেত্রে সোম, হৃদয়ে বিভুর চিন্তা করিবে। পাদ হইতে জানুপর্য্যন্ত পৃথিবীতত্ত্ব, নাভি পর্য্যন্ত বারিতত্ত্ব, কণ্ঠ পর্য্যন্ত বায়ুতত্ত্ব, ললাট হইতে শিখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যোমতত্ত্ব, প্রাথমিক সাধক ব্যোমের ঊর্দ্ধে হংসাখ্য ব্রহ্মা, বোমাখ্য ব্যোম মধ্যস্থ শিবের স্মরণ করিবে। জীব, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম, মহান্, অভিমান, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, ব্যোমাদিভূত, কিছুই যথার্থ নহে। তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই সূর্য্য উদিত, বায়ু ভীত হইয়া প্রবৃত্ত, চন্দ্রমা দ্যোতিত, অগ্নি জ্বলিত হয় ॥ ১২৬—১৪০ ॥ ভূমি ধারণ করে, আকাশ অবকাশ দেয়। অতএব হে দ্বিজগণ! তাঁহারই চিন্তা করিবে : সেই শিব সকলের অধিষ্ঠিতা ; তিনি সর্ব্বরূপময় সর্ব্ব, ইহা ভাবিয়া সেই ভবের স্মরণ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সংসার বিষতপ্ত মানবগণের জ্ঞান ও ধ্যানরূপ অমৃতই প্রতিকারকর, অন্য কোনরূপে প্রতিকার নাই। জ্ঞান সাক্ষাৎ ধর্ম্মের কারণ, বৈরাগ্যের হেতু, বৈরাগ্য হইতে পরমার্থপ্রকাশক জ্ঞান লাভ হয়। হে মুনিনিকর! জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত নরই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বনিষ্ঠ নর যোগসিদ্ধিবলেই বিমুক্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কোন প্রকারে মুক্তি হয় না। অবিনশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যকর শিবপদ তমোরূপ অবিদ্যার আস্পদস্বরূপ অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন ; অতএব সত্ত্বশক্তি অবলম্বনে শিবের পূজা করিবে। যে সত্য-নিষ্ঠ, আমার ভক্ত, আমার অর্চ্চনপরায়ণ, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্ব্বদা উৎসাহী, সমাধিযুক্ত, সর্ব্বদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, ধীর সর্ব্বভূতহিতে রত ঋজুস্বভাব, সতত স্বস্থচিত্ত, মৃদু, মানশূন্য, বুদ্ধিমান্, শান্ত, স্পর্দ্ধাত্যাগী, সর্ব্বদা মুক্তি ইচ্ছুক, ধর্ম্মজ্ঞ, সে পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবশে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা ঋণনির্ম্মুক্ত, জরাযুক্ত হইয়াও জ্ঞানি-গুরুর সহবাসে জ্ঞানবিৎ হয়। অন্যথা কৃত্রিমতা বর্জ্জিত হইয়া গুরুর শুশ্রূষা করত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ভোগসুখ অনুভব করিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিৎ হয়। ইহা জ্ঞানি-গুরুর সম্পর্কে অজ্ঞানীর জ্ঞান প্রাপ্তির ক্রম। অতএব হে মুনি-পুঙ্গবগণ! ত্যক্তসঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া এই মার্গে বিচরণ করিলে সংসার কালকূট হইতে মুক্ত হয়। আমি এই প্রকার সংক্ষেপে তোমাদিগের নিকট অচ্যুত শোভন জ্ঞানমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিলাম। এই পাশুপত যোগ ঈশ্বর কর্তৃক কথিত। শিব কহিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তিকে এই যোগ দিবে না। ভস্মনিষ্ঠ যোগীকে এই সুপ্রিয় যোগদান করিবে। এই সংসার শমন প্রকরণ যে পাঠ বা শ্রবণ করে সে নিঃসংশয় ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৬—১৫৭ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সনৎকুমারাদি মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষিগণ, রুদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন পরমেশ্বর পিণাকপাণিকে প্রণাম করিয়া সভয়ে কহিলেন, হে মহেশ্বর! যদি সংসার বিষতুল্য ভয়ানক, তবে আপনি দেবী হৈমবতীর সহিত বিবিধ ভোগদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন কেন? ইহা বলুন। সূত কহিলেন, পিণাকপাণি নীললোহিত ঈশ্বর এইরূপ উক্ত হইয়া অম্বিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ও হাস্য করত প্রণত ঋষিগণকে কহিলেন, আমার বন্ধমোক্ষ নাই, আমি স্বেচ্ছাশরীরী। অকর্ত্তা অজ্ঞ পশুভোক্ত-অণু বিভু, মায়ী জীব পুরুষ মায়ায় বদ্ধ হইয়া কর্ম্মে আবদ্ধ হয়। আত্মার জ্ঞান ধ্যান বন্ধ বা মোক্ষ নাই। যে আমার যথার্থজ্ঞ, তাহারও জ্ঞান ধ্যানাদি নাই। এই হৈমবতী বিদ্যা, আমি বৈদ্য, এই দেবী প্রজ্ঞা, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, অভয়া, নিষ্ঠা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, আজ্ঞা এবং পরাপর বিদ্যাদ্বয়। ইনি জীবের প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন। এই অনির্ব্বচনীয়া সনাতনী দেবী বিকার নহেন, কিন্তু মায়া। পূর্ব্বে জগতের অভয়দায়িনী পঞ্চবক্ত্রা মহাভাগা সনাতনী দেবী আমার আজ্ঞাক্রমে আমারই বক্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি সপ্তবিংশৎ প্রকারে এই দেবীদ্বারা সকল ব্যাপ্ত করিয়া জগতের হিতচিন্তা করিয়াছিলাম ॥ ১—১০ ॥ সেই অবধি মোক্ষের প্রবৃত্তি হইয়াছে। সূত কহিলেন, তখন পরমেশ্বর ইহা কহিয়া ভবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সনাতনী ভবানী ভবের ইঙ্গিত অবগত হইয়া ঋষিগণের মায়া-হরণ করিলেন। মহর্ষিগণ মায়ামলমুক্ত হইয়া পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া প্রীত ও মুক্ত হইলেন। অতএব পার্ব্বতীই পরম গতি। যথার্থত উমা ও শঙ্করের ভেদ নাই। শঙ্করই দুইপ্রকার রূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পরমেষ্ঠীর আজ্ঞায় পণ্ডিত যখন সঙ্গরহিত হন, তখন ক্ষণকাল মধ্যেই মুক্তি হয়, অন্যরূপে কোটি কল্পেও হয় না। পুরাণ-ঋষিপ্রোক্ত মুক্তিক্রম মহাদেবে অনিয়ামক। শঙ্করের প্রসাদে গর্ভস্থ, জায়মান, বালক, তরুণ বা বৃদ্ধ সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। অণ্ডজ, উদ্ভিজ, স্বেদজ প্রাণীও দেবদেবের প্রসাদে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। এই জগন্নাথ বন্ধমোক্ষকর শিবই ভূঃ, ভুব, স্বঃ, মহ জন, তপঃ, সত্য এবং কোটি শত অণ্ড, অণ্ডাবরণাষ্টক ও দেবদেবের বিগ্রহ। সপ্তদ্বীপ সমুদয় পর্ব্বত, বন, সকল সমুদ্র, বায়ুস্কন্ধ এবং অন্যান্য লোকে যে চরাচর বাস করে, সকলেই মহাদেবের অঙ্গ এবং মহাদেবেই তাহাদের গতি। রুদ্রই সকল, অতএব সেই মহাত্মা পুরুষকে নমস্কার। বিশ্ব ও বহুধাজাতভূত সকলি রুদ্র। এই অবস্থিত অম্বিকা রুদ্রাজ্ঞা, ইচ্ছায়

মুক্তি হয়, এই কথা প্রীত-মানস সিদ্ধগণ বলিয়াছিলেন। যখন আত্মারূপিণী অম্বিকাযুক্ত শিব সিদ্ধগণকে দর্শন করিয়া অবস্থান করেন, তখন প্রসন্ন হইয়া খেচর সিদ্ধগণ প্রভু শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ১১—২৫ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! কোন্ যোগবলে সাধুগণের গুণপ্রাপ্তি হয়? যোগিগণ কোন যোগে অণিমাদি গুণযুক্ত হন্? অধুনা আপনি সেই সকল যোগ বিস্তারে বলুন্। সূত কহিলেন, আমি ইহার পর পরম দুর্লভ যোগ বলিতেছি। সনাতন শিবকে চিত্তে সংস্থাপিত করিয়া সদ্যোজাতাদি পঞ্চ প্রকারে স্মরণ করিবে। অনন্তর সোম, সূর্য্য ও অগ্নি-সংযুক্ত পদ্মাসন কল্পনা করিবে। ঐ আসন ষট্‌ত্রিংশৎ শক্তিসংযুক্ত ও মূলে অষ্টাস্র, তদুপরি ষোড়শাস্র, তদূর্দ্ধে দ্বাদশাস্র, তন্মধ্যে ক্রীড়মান দেবীর সহিত ক্রীড়মান অষ্টশক্তিসমাযুক্ত, অষ্টমূর্ত্তি, অজ, প্রভু উমাপতির স্মরণ করিবে। সেই বামাদি অষ্টশক্তির সহিত অষ্টবিধ এবং চতুঃষষ্টিবিধ রুদ্র এবং শক্তিগণও অষ্টগুণযুক্ত, এইরূপক্রমে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্মরণ করিবে, ইহা মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়ক পাশুপত যোগ। যে এই পাশুপত যোগ অবলম্বন করে তাহার অণিমাদি সিদ্ধি হয়; অন্তরূপ কোটি কর্ম্ম করিলেও হয় না। এই যোগেই অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য যোগীগণ কর্ত্তৃক সমুদাহৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত আমি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। সেই সর্ব্ব-কামিক অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সাবেদ্য, নিরবদ্য ও সূক্ষ্ম ভেদে ত্রিবিধ; তন্মধ্যে যাহা পঞ্চভূতাত্মক তাহা সাবেদ্য। ইন্দ্রিয় মন এবং অহঙ্কার নিরবদ্য। আত্মাস্থ শব্দাদি বিষয় প্রকৃতিই অণিমাদিতে পূর্ব্বপ্রোক্ত ত্রিবিধ ভেদ আছে; ঐ সূক্ষ্মে আরও অষ্টগুণ ভেদ বিহিত হইয়াছে। সেই অষ্টগুণ ভেদের অস্পষ্ট অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ত্রৈলোক্যের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও তাহার যে নিয়ম প্রভু শিব যেমন কহিয়াছেন, আমি তাদৃশরূপ কহিতেছি। ত্রৈলোক্যে যোগী ও সর্ব্বভূতের দুষ্প্রাপ্য যে বল, সেই অণিমারূপ বল তাহার প্রাপ্য হয়। অন্তরিক্ষ গমন, প্লবন এবং সর্ব্বলোক অপেক্ষা শীঘ্রত্বরূপ লঘিমা সর্ব্বদা লাভ করে। ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতে স্তুত্য ও পূজ্যত্ব মহিমা সিদ্ধিরূপ যোগ। ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতে যথেষ্ট গমন প্রাপ্তিরূপ যোগ। সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হইয়া প্রকাম বিষয় ভোগ প্রাকাম্য সিদ্ধি যোগ। ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতের সুখ দুঃখ প্রবর্ত্তনক্ষম যোগবিৎ অনেক দেহ ধারণাদি দ্বারা ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়। স্থাবর জঙ্গম ত্রৈলোক্য সর্ব্বপ্রাণী বশীভূত হওয়া ও ইচ্ছাক্রমে রূপ পরিগ্রহ করা বা নাশকরা বশিত্ব। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যে শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও মন ইচ্ছাবশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং হয় না। জনন, মরণ, ছেদ, ভেদ, দাহ, মোহ, লয়, লেপ, স্মৃতি, স্মরণ, খেদ, ক্রিয়া এবং বিক্রিয়ার বিষয় না হওয়া। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বর্ণ, স্বর, শূন্য হইয়া বিষয় ভোগ এবং তাহাতে কর্ম্মে আসক্ত না। হওয়া কামাবসায়িত্ব ॥১—২৩॥ জীব অনুত্বহেতু সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মত্ব হেতুত্যাগী, ত্যাগহেতু ব্যাপক, ব্যাপকত্বহেতু পুরুষ। পুরুষ স্বকীয় সূক্ষ্মরূপ চিন্তাহেতু শ্রেষ্ঠ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে অবস্থান করে। সমুদয় ঐশ্বর্য্য হইতে গুণোত্তর সূক্ষ্ম অণিমারূপ ঐশ্বর্য্য সর্ব্বোত্তম পাশুপতযোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিঘাতশূন্য ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্ম পরম পদরূপ অপবর্গ লাভ হয়। অতএব হে মুনিপুঙ্গবগণ! স্বর্গাববর্গ ফল শিবসাযুজ্য কারণ পাশুপত যোগ জ্ঞাত হইবে। অথবা আত্মচিন্তা ত্যাগ করিয়া রাগবশতঃ রাজস বা তামস কর্ম্ম আচরণ করিলে তাহাতেই ফল ভোগ করিয়া মুক্ত হয়। সেইরূপ সুকৃতকারী স্বর্গে ফলভোগ করিয়া সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মই পরম সৌখ্য, ব্রহ্ম নিত্য ও সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মেরই সেবা করিবে। ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ সুখদায়ক। যজ্ঞাচরণে অতিশয় পরিশ্রম, অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পুনর্ব্বার মৃত্যুর বশ হয়, সেই হেতু মোক্ষই পরম সুখ। অথবা ধ্যানই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ দিব্য বিশ্বাখ্য, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বময় পাদশির ও গ্রীবাযুক্ত, বিশ্বেশ, বিশ্বরূপী, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য, বিশ্বাম্বরধর প্রভু পুরুষকে দর্শন করিয়া অবস্থিত ধ্যানযুক্ত মানবকে শত মন্বন্তরেও চ্যুত করা যায়না। পুরুষ সূর্য্য কিরণ দ্বারা পৃথিবীতে সম্পতিত হইয়া জগৎ উৎপাদিত করেন এবং প্রলয়কালে উৎপাদন করেন না। সেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহান, পুরাতন কবি অনুশাসিতা নিরিন্দ্রিয় রুক্ম বর্ণ আলিঙ্গন কারী নির্গুণ, চেতন স্বরূপ, সর্ব্বগ সর্ব্বসার পুরুষকে যোগ দ্বারা দেখিবে, চক্ষুদ্বারা দেখিবে না। ঐ পুরুষের অনুগৃহীত মানবগণ অচল প্রকাশ এবং তেজে দীপ্যমান পুরুষকে যোগে দর্শন করেন। পুরুষ পানিপাদ উদয় পার্শ্ব ও জিহ্বারহিত অতীন্দ্রিয় সুসূক্ষ্ম এবং এক মাত্র ॥ ২৪—৪০ ॥ তিনি চক্ষুশূন্য হইয়া দর্শন করেন, কর্ণশূন্য হইয়া শ্রবণ করেন; তাঁহার অবোধ নাই এবং বুদ্ধিও নাই। তিনি সকলি জ্ঞান করিতে সমর্থ ও নিজে সকলের বেদ্য, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ মহান পুরুষ। প্রকৃতি অচেতনা সর্ব্বগতা সূক্ষ্মা প্রসবধর্ম্মিণী এবং সর্ব্বভূতগতা যোগীগণ এইরূপে তাঁহাকে দর্শন করে। ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে পাণিপাদবিশিষ্ট, সর্ব্বতোভাবে চক্ষু মস্তক ও মুখ যুক্ত, সর্ব্বতোভাবে শ্রুতি বিশিষ্ট এবং সকলকে আবরণ করিয়া অবস্থিত। মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে সনাতন, সর্ব্বভূতের মধ্যে এক মাত্র পুরুষ ঈশানকে যোগদ্বারা জ্ঞাত হইলে মুগ্ধ হয় না। সেই ভূতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা অব্যয় ব্রহ্মের ধ্যান করিলে মোহের বশীভূত হয় না। পবন সর্ব্বমূর্ত্তিতে বিচরণ করিলেও যেমন কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, জীবও সেইরূপ সর্ব্বমূর্ত্তিতে থাকিলেও তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। জীব পুরে অর্থাৎ শরীরে শয়ন করেন এজন্য তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়। জীব ফলভোগানন্তর ক্ষীণপুণ্য হইলে অবশিষ্ট স্বীয় পুণ্যকর্ম্মবশত শুক্রশোণিতসংযুক্ত ব্রাহ্মণশোণিতে

স্ত্রীপুরুষ সঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর কালে ঐ শুক্র-শোণিত কললরূপ; অনন্তর কালবশত ঐ কলল বুদ্বুদরূপ হয়। চক্র ভ্রমণে পীড়িত মৃৎপিণ্ড যেমন প্রথমে বিম্বাকার, অনন্তর ঘটাকার পরিগ্রহ করে; এইরূপ আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মহাভূতযুক্ত জীব বায়ুপূরিত হইয়া প্রথমে বিম্বাকার ও পশ্চাৎ পুরুষাকার ধারণ করে॥ ৪১—৫১॥ তখন গর্ভস্থ জীবচিন্তা করে, আমি এখন যদি যোনি ত্যাগ করিতে পারি, তবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হই। যাবত জাতমাত্র বৈষ্ণব বায়ু স্পর্শ না করে, চিন্তাকার যে গর্ভ নির্গত হইলেই আমি তাবৎ মহাদেবের পূজা করি। অনন্তর গর্ভে যথারূপ যথাবয়ব মানব জাত হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জল হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। রক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎভাগ, ও শুক্র চতুর্দ্দশভাগ, উভয়-ভাগকে অর্দ্ধফল করিয়া গর্ভনিবিক্ত হয়। অনন্তর গর্ভ-সংযুক্ত পঞ্চবায়ুদ্বারা পরিবৃত হইলে পিতার শরীর হইতে প্রতি অঙ্গে রূপ উৎপন্ন হয়। অনন্তর মাতার ভুক্ত পীত, লীঢ় বস্তু নাভিদ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রাণ-সঞ্চার হয়, ঐ প্রাণই দেহীদিগের আধার। নব মাসাবধি পরিক্লিষ্ট হইয়া পূর্ণাবস্থায় গ্রীবা আকুঞ্চিত হয়, বসতিস্থানজ বায়ু অপর্য্যাপ্ত হওয়ায় সকলগাত্র আবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে নবমাস গর্ভে বাস করিয়া অবাঙ্মুখ হইয়া যোনি ছিদ্র দ্বারা ভূমিষ্ঠ হয়। অনন্তর সেই দেহে স্বকৃত পাপ কর্ম্মবশত প্রাপ্ত হয়। অসিপত্রবন, শাল্মলি ছেদন, তাড়ন, ভক্ষণ, পূয়-শোণিত ভক্ষণ,নিরয় প্রভৃতি যেমন জল প্রতাপিত হইলে সবুদ্বুদ হয়, ঐরূপ জীব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাতনাস্থান গামী হয়। এই প্রকারে জীবগণ স্বয়ং কৃতপাপবশত তপ্যমান হইয়া অবশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা দুঃখ বা সৎকর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ হেতু সুখ প্রাপ্ত হয়। সকল ত্যাগ করিয়া একাই গমন করিতে হইবে এবং একাকীই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, অতএব সুকৃত আচরণ করা উচিত, মরণকালে কেহই মানবের অনুগমন করে না, কেবল যে কার্য্য কৃত হয়, ঐ কার্য্যই অনুগামী হয়। পাপকারী মানবগণ, যমনিকেতনে সর্ব্বদা যাতনা ভোগ করত স্বকৃত কর্ম্মের আক্রোশ করে এবং বহু অনন্ত যাতনা দ্বারা বেদনা প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক হয়। কর্ম্ম, মন, ও বাক্যের দ্বারা মানব যে যাহা করে, তাহাতে অভ্যাসই মানবকে হরণ করিয়া থাকে, অতএব কল্যাণ আচরণ করিবে॥ ৫২—৬৫॥ দেহীগণের পূর্ব্ব কর্ম্মে নিরন্তর বন্ধ অনাদি, অতএব মানব ঘোর তামস ষড়বিধ সংসার প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য হইতে পশুত্ব, পশুত্ব হইতে মৃগত্ব, মৃগত্ব হইতে পক্ষিত্ব, পক্ষিত্ব হইতে সরীসৃপ এবং সরসৃপত্ব হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হয়, আবার কুলাল চক্রবৎ ভ্রান্ত হইয়া সেই স্থাবরত্বেই পরিবর্ত্তন করে; এইরূপ মানবাদি স্থাবরান্ত তামস সংসার, ইহারা সকলেই স্থাবরত্বে পরিবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্মাদি পিশাচান্ত সাত্ত্বিক সংসার, ঐ সংসার দেহিগণের স্বর্গস্থানে স্থিত। ব্রাহ্মভাবে কেবল সত্ত্বভাব, স্থাবরভাবে কেবল তমঃ; চতুর্দ্দশ স্থানের মধ্যে মর্ম্মচ্ছেদ হইলে বেদনার্ত্ত দেহীর রজোগুণবিষ্টত্ব। অতএব বিপ্র সেই পরব্রহ্মকে কিরূপে স্মরণ করিবে। সংসার পূর্ব্ব কর্ম্মের ভাবনায় প্রণোদিত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব ধ্যান আচরণ করিবে। এই সংসার মণ্ডলকে চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ বোধ করিয়া সংসার ভয় পীড়িত হইয়া নিত্য ধর্ম্ম আরম্ভ করিবে, তাহা হইতে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়; অতএব ধ্যানতৎপরযুক্ত মানব সেই প্রকারে যোগ আচরণ করিবে, যাহাতে পরমাত্মার দর্শন করিতে পারে। এই শিব শাশ্বত সর্ব্বভূতের পার্থক্য বিচারে এই পরমাত্মা ও অনুত্তম সেতু, অতএব সেই আত্মা ও অগ্নিস্বরূপ সর্ব্বভূতের হৃদিস্থ, বিশ্বতোমুখ মহেশ্বরের উপাসনা করিবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে আপনার হৃদয়ে পৃথিব্যাদি অষ্টরূপে ও পৃথিব্যাদি অভিমানী ভবাদি রূপে এবং বামদেবাদি অষ্টরূপে অবস্থিত স্বীয় শক্তি-রূপিণী উমার সহিত শোভিত ভুবননায়ক দেবেশ রুদ্রের ধ্যান করিয়া প্রজ্বলিত বহ্নিকে সৃষ্টি নির্ব্বাহ জন্য সঙ্কুচিত করিয়া, তচ্চিন্তাগত মানসে হৃদিস্থ বহ্নিতে যথাবিধানে অনুপূর্ব্বে পঞ্চ আহুতি হোম করিয়া বস্ত্রাদি শোধিত জল একবার পান করিয়া উপবেশন করিবে, স্বাহাকার যুক্ত প্রাণায় এই মন্ত্রে প্রথম আহুতি, ঐরূপ আপানায় এই মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি, ব্যানায় এই মন্ত্রে তৃতীয়, উদানায় এই মন্ত্রে চতুর্থ এবং সমানায় এই মন্ত্রে পঞ্চম আহুতি দিয়া অবশিষ্ট অন্ন যথাকাম ভোজন করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার একবার জল পান করিয়া আচমনপূর্ব্বক হৃদয় স্পর্শ করিয়া "হে শিব! তুমি প্রাণাদি বায়ুর গ্রন্থি, যেহেতু রুদ্র আত্মস্বরূপ, তুমি দুঃখনাশক আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর, রুদ্র জীবের প্রাণ" এইরূপে স্বয়ং আপ্যায়িত করিবে। রুদ্র প্রাণবিশিষ্ট, অতএব রুদ্র প্রাণময়; প্রাণস্বরূপ রুদ্র উদ্দেশে উত্তম অমৃত হোম করিবে "হে শিব! তুমি হৃদয় প্রবেশ কর, ব্রহ্মাত্মা শিব উদ্দেশে হবিঃত্যাগ করিতেছি" শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে এই পঞ্চাহুতি দান করিবে। হে শিব! তুমি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণে হৃদয়-আকাশে শয়ন করিতেছ; অতএব তুমি পুরুষ। তুমি পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপী, পরম কারণ, সকল জগতের প্রভু এবং নিত্য; তুমি প্রীতিমান্ হও। তুমি দেবগণের জ্যেষ্ঠ, প্রথম ইন্দ্র ও রুদ্র। তুমি আমাদিগের প্রতি মৃদু হও এবং এই প্রাশিত অন্ন তোমা উদ্দেশে হুত হউক। আমি অনিমাদি গুণ প্রাপ্তি বিশেষানুরোধে এই সকল এবং পূর্ব্বে স্বয়ং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কথিত যোগাচার কহিলাম। এই প্রকার পাশুপত যোগ প্রযত্ন পূর্ব্বক জানা উচিত এবং নিত্য ভস্মশায়ী ও ভস্মলিপ্ত হইবে। যে এই গুণপ্রাপ্তি দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে পাঠ করে, শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে পরম গতি লাভ করিতে সক্ষম হয়॥ ৬৬—৯০॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ইহার পর আমি শৌচাচারের লক্ষণ বলিতেছি, ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধাত্মা হইয়া পরলোকে গতি-লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা সর্ব্বভূতহিত নিমিত্ত

ব্রহ্মবাদীদিগের সর্ব্ববেদার্থসার কোশস্বরূপ ইহা সংক্ষেপে কহিয়াছেন। মুনিগণের শৌচোদয় নিমিত্ত সেই উত্তম বিষয় বলিতেছি। যে মুনি সেই সদাচারে অপ্রমত্ত হয়,তিনি অবসন্ন হন না। মান ও অবমান, এই দুটী বিষ ও অমৃত। অবমান অমৃত ও মানবিষ। গুরুর হিতে যুক্ত হইয়া সংবৎসর বাস করিয়া অনন্তর সর্ব্বোত্তম জ্ঞানযোগ ও অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিহিত আচারের অবিরোধে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। দৃষ্টিপূত করিয়া পথে চলিবে, বস্ত্রপূত করিয়া জলপান করিবে, সত্যপূত করিয়া কথা কহিবে এবং মনঃপূত করিয়া কার্য্য করিবে। ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৎস্যগ্রাহীর যে পাপ হয়, একদিন অপূতজল পান করিলে সেই পাপ হয়। অপূতজলপান করিলে পঞ্চশত অঘোর মন্ত্রজপ করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। অথবা ঘৃতস্নানাদি দ্বারা বিস্তররূপে শঙ্করের পূজা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে নিঃসংশয় শুদ্ধ হয়। যোগবিৎ ব্যক্তি আতিথ্য, শ্রাদ্ধ এবং যজ্ঞে কখন ভৈক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। এই প্রকারে যোগী অহিংসক হয়। অগ্নি অঙ্গার ভাব ত্যাগ করিয়া ধূমশূন্য হইলে, সকলে ভোজন করিলে মতিমান যোগী ভৈক্ষ্যচর্য্যা করিবে। কিন্তু নিত্য এক ব্যক্তির নিকট করিবে না। সাধুগণের ধর্ম্ম দূষিত না করিয়া সেইরূপে ভৈক্ষ্য করিবে, যাহাতে অপরে তাহাকে অবমান ও পরিভব করে। বাণপ্রস্থ শ্রমী ও যাযাবর গৃহে ভৈক্ষ্য করিবে, যোগীর ইহাই প্রথম বৃত্তি। ইহার পর শীলসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাসমন্বিত, দান্ত, মহাত্মা শ্রোত্রিয় গৃহস্থের নিকট ভৈক্ষ্যাচরণ করিবে॥১—১৫॥ ইহার পর অদুষ্ট ও অপতিত ব্যক্তির নিকট ভৈক্ষাচরণ করিতে পারে, ইহাজঘন্য বৃত্তি। যবাগূ তক্র, দুগ্ধ, যাবক, পক্কফল, মূল, সূক্ষ্ম ধান্যাংশ, পিণ্যাক ও সক্তু, ভিক্ষাহৃত এই কয়টী বস্তু যোগীদিগের সিদ্ধিবর্দ্ধন, আহার। এই সকল বস্তু উপপন্ন হইলে ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ। যে মাসে মাসে কুশাগ্রদ্বারা জলবিন্দু পান করে এবং যে ন্যায়পূর্ব্বক ভিক্ষা করে, সে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষাচারী হইতে শ্রেষ্ঠ। জরা মরণ গর্ভ ও নরকাদিতে ভীতমতি ভিক্ষালব্ধ বস্তুকে দায়লব্ধ বস্তুরন্যায় জ্ঞান করিবে। দধিভক্ষণ ব্রতী, পয়োভক্ষণ ব্রতী এবং কৃচ্ছ্রাদি দ্বারা শরীর-শোষণকারী মানব গণ, ভিক্ষাহারী যতির ষোড়শ ভাগের এক ভাগের ও যোগ্য নহে। যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ ইচ্ছা করে, সে ভস্মশায়ী হইবে এবং ভিক্ষাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পাশুপত যোগ আচরণ করিবে। সকল যোগীরই চন্দ্রায়ণ ব্রতশ্রেষ্ঠ, অতএব যোগী শক্তি অনুসারে এক দুই তিন বা চারটী চন্দ্রায়ণ করিবে। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, ত্যাগ, ও অহিংসা এই পাঁচটী ভিক্ষুদিগের ব্রত, ইহার মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ। অক্রোধ, গুরু শুশ্রূষা শৌচ, আহার লাঘব এবং নিত্য স্বাধ্যায়, এই কয়টী নিয়ম উক্ত হইয়াছে। অরণ্যে হস্তী যেমন মানবের দুর্গ্রহ, সেইরূপ পিতা, মাতা, স্বীয় স্বভাব এবং সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ বন্ধন দেবগণ কর্ত্তৃক দুর্গ্রহ বিহিত হইয়াছে। সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়া দেবগণের ন্যায় স্বর্গপ্রাপক, যজ্ঞ হইতে জপ, জপ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সঙ্গ ও রাগশূন্য ধ্যান, সেই ধ্যান প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত মুক্তির লাভ হয়। দম, শম, সত্য, অকল্মষত্ব, মৌন, সমুদয় ভূতে আর্জ্জব এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, ইহাকে জ্ঞান-বিশুদ্ধ-বুদ্ধিগণ শিব বলিয়াছেন। সমাধিযুক্ত ব্রহ্মচিন্তানিরত প্রমাদশূন্য, শুচি, বিবিক্ত প্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা এই পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হয়, অনিন্দিত, অমল, মহর্ষিগণ ইহা বলিয়া থাকেন। অঙ্কুশ-বিনিবারিত হস্তী যেমন অভিমত দেশে নীত হয়, সেইরূপ কর্ম্মহীন অকল্মষযোগী এই শুদ্ধমার্গ দ্বারা মোক্ষ প্রাপিত হয়। সদাচাররত স্বধর্ম্ম-পরিপালক শান্তযোগিগণ সকল লোক জয় করিয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করে। আমি সর্ব্বলোকের উপকার জন্য পিতামহোপদিষ্ট সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরূপদেশযুক্ত ক্রমবর্ত্তী বৃদ্ধগণ আগত হইলে অভ্যুত্থনাদি ও প্রণাম করিবে॥ ১৬—৩৩॥ ত্রিধাকৃত অষ্টাঙ্গ প্রণি-পাত ও তিনবার প্রদক্ষিণ দ্বারা আচার্য্য এবং পিতাকে অভিবাদন করিবে। অন্য পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ প্রভৃতিকেও জ্ঞানবান্ বন্দন করিবে। যদি উত্তম সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। হেতুবাদ, নাস্তিক বাদ, বিলক্ষেত্র, প্রেতাদি সাধন ক্ষুদ্রমন্ত্রের দ্বারা জীবিকা-করণ, মন্ত্রাদিদ্বারা বিষযুক্ত সর্পাদি গ্রহণ এবং অন্যের অনুকরণ প্রভৃতি নিন্দিত গুণ যত্নে পরিত্যাগ করিবে। ছল, ধন, শঠতা, কুটিলতা, সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে। গুরুর নিকটে অতিশয় হাস্য, অসৎকার্য্যের আরম্ভ, লীলা এবং স্বেচ্ছানু-সারে কার্য্য, অতি যত্নের সহিত ত্যাগ করিবে। গুরুর বাক্যের প্রতিকূল বাক্য এবং তাহার নিকট অযুক্ত বাক্য বলিবে না। পাদদ্বারা যতিগণের আসন, বস্ত্র দণ্ডাদি, পাদুকা, মাল্য, শয়ন স্থান, পাত্র ছায়া এবং যজ্ঞোপকরণাঙ্গ স্পর্শ করিবে না। দেবদ্রোহ এবং গুরুদ্রোহ যত্নের সহিত ত্যাগ করিবে। যদি অজ্ঞানবশত করে, তবে অযুত প্রণব জপ করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক দেবদ্রোহ ও গুরুদ্রোহ করিলে কোটিপরিমিত জপ করিলে শুদ্ধ হয়। মহাপাতক শুদ্ধি নিমিত্ত যথাবিধি ঐ কোটি জপ করিবে। অনুপাতকী যদি বৃত্তবান হয়, তবে কোটির অর্দ্ধজপে শুদ্ধ হয়। হে সুব্রত-গণ! সকল উপপাতকী তদর্দ্ধে শুদ্ধ হয়। সন্ধ্যা লোপ করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাবৃত্তিতে শুদ্ধ হয়। আহ্নিকচ্ছেদ হইলে এক শত জপ উক্ত হইয়াছে। সময়ের লঙ্ঘন, অভক্ষের ভক্ষণ, অবাচ্যবাচন করিলে সহস্রজপে শুদ্ধি হয়। কাক, উলূক, কপোত এবং অপর পক্ষীর হনন করিলে অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া নিঃসংশয় শুদ্ধ হয়। যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববেত্তা, তিনি পাপী হইলে প্রণব স্মরণ করিলে নিঃসন্দেহ শুদ্ধিলাভ করেন। আত্মবিৎগণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ শুদ্ধ মহাত্মারা বিশ্বের হিতে নিরত আছেন। যাহারা যোগধ্যাননিষ্ঠ, তাহারা কাঞ্চনের ন্যায় নির্লেপ। শুদ্ধ বস্তুর কোনরূপ শোধন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাবলে বিশুদ্ধ। বস্ত্র ও চক্ষু দ্বারা, পবিত্র অনুষ্ণ ও ফেনরহিত জলদ্বারা সকল কার্য্য করিবে, কলুষজল ত্যাগ করিবে॥ ৩৪—৫০॥ দুর্গন্ধ, দুর্ব্বর্ণও, কটুাদি রসে দুষ্ট, অশুচি স্থান সংস্থিত পঙ্ক ও অশ্ম-দূষিত, সামুদ্র ও পাল্বল স্থিত, শৈবালযুক্ত এবং অজ্ঞাত দোষ দুষ্ট জল ত্যাগ করিবে। হে দ্বিজগণ! শুচিবিত্ত

পরিধান করিয়া সকল কার্য্য, নমস্কার ও গুরুশুশ্রূষাদি করিবে। যেহেতু বস্ত্রশৌচহীন মানব অশুচি, ইহাতে সংশয় নাই। দেবকার্য্যোপযুক্ত বস্ত্রসমূহ প্রত্যহ ধৌত করিবে। অপর বস্ত্রমলিন হইলে তাহার শৌচ করিবে। হে দ্বিজগণ! অজ্ঞ ব্যক্তি মৃতবস্ত্র যত্নের সহিত ত্যাগ করিবে। কৌশেয় ও আবিক বস্তুরুক্ষ বায়ু দ্বারা ক্ষৌমবস্ত্র গৌর সর্ষপ দ্বারা, স্বর্ণকিরণযুক্তবস্ত্র শ্রীফল দ্বারা, ছাগকম্বল তক্রসেচন দ্বারা, শুদ্ধ হয়। চর্ম্মশণবস্ত্র ও বেত্রের বস্ত্রতুল্য শৌচ, সকল প্রকার বল্কল, ছত্র ও চামর চেলতুল্য শৌচার্হ, ইহা ব্রহ্মবিৎ মুনীন্দ্রগণ কহিয়াছেন। কাংস্য ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়, লৌহ-স্কার দ্বারা শুদ্ধ হয়, তাম্র অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হয়, রঙ্গ ও সীসকও অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হয়; হেম ও রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। মণিপ্রস্তর শঙ্খ ও মুক্তার তৈজসপাত্রের ন্যায় শৌচ। ইহারা অতিশয় অশুদ্ধ হইলে জল ও অগ্নির সংযোগে শুদ্ধ হয়। সমুদয় রস উৎপ্লবনে শুদ্ধিলাভ করে। তৃণকাষ্ঠাদি বস্তু পূতজল দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইলে শুদ্ধ হয়। স্রুক্ ও স্রুব উষ্ণবারিদ্বারা শুদ্ধিলাভ করে। যজ্ঞপাত্রসমূহ ও মুষল এবং উদূখলও এইপ্রকারে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শৃঙ্গ, অস্থি, দারু ও দণ্ডের তক্ষণ দ্বারা শোধন উক্ত হইয়াছে। মিলিত দ্রব্যের প্রোক্ষণে শুদ্ধি হয়, অমিলিত দ্রব্যের প্রত্যে-কের শৌচ করিতে হয়। অভুক্ত রাশীকৃত ধান্যের একদেশ দূষিত হইলে তাবন্মাত্র ত্যাগ করিয়া কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। শাক, মূল ও ফলাদির ধান্যের ন্যায় শৌচ। জলসেক ও গোময় লেপ দ্বারা গৃহের শৌচ হয়। মৃন্ময়পাত্র পুনর্ব্বার পাক করিলে শুদ্ধ হয়। উল্লেখন, গোময় লেপন, সম্মার্জ্জন, গোনিবাস ও সেচন করিলে ধরাশুদ্ধ হয়। যে ভূমিস্থিত জলে গোর তৃষ্ণা নিবারণ হয়, তাদৃশ ভূমি ষষ্ঠ জল অমেধ্য-যুক্ত ও দুর্গন্ধ দুবর্ণ ও মন্দরসযুক্ত না হইলে শুদ্ধ ॥ ৫১—৬৭ ॥ দোহনকালে বৎস, ফলপাতনে নাকুলি, রতিকালে গৃহস্থের স্বস্ত্রী মুখ শুদ্ধ, রজকদ্বারা যথাবিধি ক্ষালিত বস্ত্র কুশজলে প্রোক্ষিত করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন। বর্ণাশ্রম বিভাগে আকরজ, প্রচারিত পণ্য সেই সেই বর্ণের শুচি। মৃগ গ্রহণে সারমেয় শুদ্ধ। হে দ্বিজোত্তমগণ! ছায়া, পাঠকালে, বিনির্গত মুখবিন্দু, মক্ষিকাদি; ধূলি, ভূমি বায়ু অগ্নি, ইহারা স্পর্শে সর্ব্বদা শুচি। নিদ্রা, ভোজন, ক্ষুত; পান, ও নির্ব্বাধনান্তে এবং অধ্যয়ন প্রারম্ভে শুচি থাকিলেও আবার আচমন করিবে। পরের আচমন সম্বন্ধী জলবিন্দু যদি পাদদেশে স্পৃষ্ট হয় তাহাতে অশুচি হয় না, ঐ জলবিন্দু সমান। মৈথুন করিয়া পতিত, কুক্কুটাদি অস্পৃশ্য পক্ষী, শূকর কাকাদি কুক্কুর, গর্দ্দভ চৈত্যজুপ এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধি হয়। জনন মরণা-শৌচযুক্ত হইয়া রজস্বলা সূতিকা;—ও অন্ত্যজা স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না এবং ঐ সকল স্ত্রীর রজঃস্পর্শ করিবে না, করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। যতি, বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, নৃপ, রাজার অমাত্যাদির তত্তৎকার্য্য বিরোধনিবন্ধন সেই সেই কার্য্যে অশৌচ নাই। অন্য কার্য্যে অশৌচ হয়। বৈখানসের অশৌচ নাই, পতিত-দিগের অপ্রাপ্তি হেতু অশৌচ নাই। নিত্য জীবিকা অর্জ্জন-কারী ব্রাহ্মণের স্নানমাত্রে শৌচ। অজ্ঞাতাশৌচ ঋত্বিক্ ও যজ্ঞার্থ দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচ হয় না। যজ্ঞযাজী ঋত্বিক্-গণের একাহে শুদ্ধি স্বয়ম্ভূকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। অধীত বেদশাখ ব্যক্তি একাহে শুদ্ধি, এই সকল কর্ম্মমাত্রশৌচ উক্ত হইয়াছে। অসপিণ্ড ও অগোত্র শাস্ত্রান্তরোক্ত সেই সেই সম্বন্ধীগণ ত্র্যহে উর্দ্ধে চারি দিন হইতে শুদ্ধ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! বান্ধবগণের একাদশ দিন মধ্যে মরণ হইলে স্নানমাত্র, জন্ম দশানন্তর ঋতুত্রয়ের মধ্যে একাহ, ঋতুত্রয়ের পর সপ্তবর্ষ মধ্যে ত্র্যহ, অনন্তর ব্রহ্মণের দশাহে শুদ্ধি হয়। জন্ম দিনে যদি বালক মৃত হয়, তবে পিতা ও মাতার দশাহ অশৌচ হয়। কন্যা মরণে ত্রিবর্ষ পর্য্যন্ত বান্ধবের স্নানে শুদ্ধি, অষ্টাব্দ মধ্যে একাহ, ও দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে ত্র্যহ অশৌচ। সপ্তম পুরুষ অতীত হইলে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়, দশাহ পরে সপিণ্ড মরণ শ্রবণ করিলে ঋতুত্রয়পর্য্যন্ত সপিণ্ডের ত্র্যহ, ঋতুত্রয় পরে পক্ষিণী, সম্বৎসর অতীত হইলে স্নান মাত্রে শুদ্ধ হয়। ধর্ম্মার্থ মৃত ব্যক্তি দহন বহন করিলে অবান্ধবগণ স্নান মাত্রে শুদ্ধ হয়। শবের অনুগমন করিলে স্নান করিয়া ঘৃতপ্রাশন করিলে শুদ্ধ হয়। আচার্য্য ও শ্রোত্রিয় মরণে ত্রিরাত্র, মাতুল ও উপকারী ব্যক্তির মরণে পক্ষিণী। দেশান্তরবাসী রাজাও সামন্তের মরণে সদ্যঃ শৌচ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন সম্পূর্ণা-শৌচ, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রণে মৃত হইলে সদ্যঃশৌচ। বৈশ্যের পঞ্চদশদিন ও শূদ্রের একমাস সম্পূর্ণাশৌচ। আমি এই সংক্ষেপে দ্রব্য শুদ্ধি ও অশৌচ কহিলাম। যতিগণের অশৌচ হয় না। হে দ্বিজগণ! ত্রেতাযুগ হইতে নারীগণের মাসে মাসে রজঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সত্যযুগে সকৃৎরজঃ প্রবৃত্তি হইত। তাৎকালিক মহাভাগগণ কুরুবর্ষীয়ের ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত গমন করিত। হে সুব্রতগণ! ত্রেতা প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা হইয়াছে। জম্বুদ্বীপের অপর অষ্টবর্ষ এবং সুবীত মহাবীতে সে ব্যবস্থা নাই। শাকদ্বীপাদিতে ভারতবর্ষের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচলিত। কৃতযুগে রসোল্লাসা বৃত্তি, ত্রেতায় গৃহ বৃক্ষজা। সেই বৃত্তি মানবের আর্ত্তব কৃতদোষ এবং কামতঃ মৈথুন ও পুরুষাদিহেতু যবাদি, ও গ্রাম্য এবং আরণ্য চতুর্দ্দশ পশু এবং সকল ওষধি, স্ত্রীদিগের রজোদোষ ও মানবের রাগাদিবশত উৎপন্ন হয়। অতএব যত্নের সহিত রজস্বলা স্ত্রী সম্ভাষণ করি-বেনা। প্রথম দিনে চণ্ডালীর ন্যায় রজস্বলাস্ত্রীর বর্জ্জন করিবে॥ ৬৮—১০০ ॥ দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে তাহার অর্দ্ধপরিমিত পাপযুক্ত হয়। চতুর্থদিনে স্নান করিয়া অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়। অনন্তর পঞ্চমদিন হইতে দৈব পৈত্র কর্ম্মাধিকার হয়। ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত রজোদোষ হইলে মূত্রতুল্য শৌচ করিবে। যদি রজোদোষ থাকে, তবে পঞ্চরাত্রি অস্পৃশ্যা থাকে। বিংশতি দিনে উর্দ্ধে আবার রজ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ প্রকার করিবে। রজস্বলা রমণী স্নান, শৌচ গান, রোদন, হাস্য, যান, অভ্যঞ্জন দ্যূত, অনুলেপন, মৈথুন, মানস বা বাচিক দেবতার্চ্চন এবং নমস্কার যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবে। রজস্বলা স্ত্রী অন্য রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ ও সম্ভাষণ এবং

ত্যাগ করিবে না। রজস্বলা স্ত্রী স্নান করিয়া পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিবে না। প্রথমত ভাস্কর দর্শন করিবে; অনন্তর ব্রহ্মকূর্চ্চ, পঞ্চগব্য বা কেবল ক্ষীর পাণ করিলে আত্ম শুদ্ধি হয়। চতুর্থ রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিবে না; গমন করিলে অল্পায়ু, বিদ্যাহীন ব্রতভ্রষ্ট, পতিত, পরদার নিরত এবং নিতান্ত দরিদ্র তনয় জন্মগ্রহণ করে। কন্যার্থী পঞ্চম রাত্রিতে বিধিবৎ গমন করিবে। পঞ্চম রাত্রিতে রক্তাধিক্য বশত কন্যা হয়; শুক্রাধিক্য হইলে পুত্র হয়। রক্ত ও শুক্র উভয় সমান হইলে নপুংসক হয়। পঞ্চম রাত্রিতে কন্যা হয়। ষষ্ঠরাত্রিতে গমন করিলে সে মহাভাগা পত্নী সৎপুত্র প্রসব করে। সেই পুত্র পুত্রত্বের রঞ্জন করে। পুৎ শব্দ নরকের নাম, দুঃখই নরক; ষষ্ঠ রাত্রিতে গমন করিলে নরক ত্রাণকারী পুত্র প্রসূত হয়। সপ্তম রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা প্রসূত হয়, অষ্টম রাত্রিতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন নর জন্ম গ্রহণ করে। নবম রাত্রিতে কন্যা হয়। দশম রাত্রিতে পণ্ডিত পুত্র হয়। একাদশ রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ কন্যা হয়। দ্বাদশ রাত্রিতে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রৌতস্মার্ত্ত প্রবর্ত্তক পুত্র হয়। ত্রয়োদশ রাত্রিতে সর্ব্ব-সঙ্করকারিণী জড়প্রকৃতি কন্যা প্রসূত হয়। অতএব ত্রয়োদশ রাত্রিতে গমন করিবে না। চতুর্দ্দশ রাত্রিতে গমন করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চদশ রাত্রিতে ধর্ম্মিষ্ঠ কন্যা হয়। ষোড়শ রাত্রিতে জ্ঞানপারগ পুত্র হয়। মৈথুন-কালে যদি স্ত্রীর বাম পার্শ্বে বায়ু বিচরণ করে, তবে কন্যা হয়। স্ত্রীদিগের পাপগ্রহবিবর্জ্জিত মৈথুন কালে বায়ু যদি দক্ষিণদিকে বিচরণ করে, তবে পুত্র হয়। উক্ত কালে স্বয়ং শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধা শুচিস্মিতা স্বপত্নীতে গমন করিবে। আমি যতিগণের ধর্ম্মসংগ্রহে প্রসঙ্গক্রমে সর্ব্বভূতের সদাচার কীর্ত্তন করিলাম। যে নর শুচি হইয়া পাঠ ও শ্রবণ করে বা দগ্ধকিল্বিষ ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত প্রমোদ অনুভব করে॥ ১০১—১১২॥

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, আমি ইহার পর শিবপ্রোক্ত যতিগণের পাপশোধন নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। পাপবাক্য,মনঃকায়-সম্ভূত ত্রিবিধ। দিবারাত্রে সতত জগৎ যে পাপে বেষ্টিত হয়। যতি কর্ম্ম না করিয়াও অবস্থান করে, ইহা শ্রুতি-বাক্য। অতএব অতি চঞ্চল আয়ুষ্য যোগদ্বারা ক্ষণকালও প্রযুক্ত করিবে। অপ্রমত্তের যোগ হইয়া থাকে, যোগই পরম বল, মানবের যোগ ভিন্ন কিছুই শুভ দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মযুক্ত মনীষিগণ যোগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার জয়পূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম ও মায়াবিলাস দর্শন করিয়া সেই শিবাখ্য পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুদিগের যে ব্রত ও উপব্রত তাহাদের এক একটির ও অতিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। কামপূর্ব্বক স্ত্রীগমন করিলে প্রাণায়াম সংযুক্ত সান্তপন ব্রত-বিহিত হইয়াছে এবং অন্তে সমাহিত হইয়া প্রাজাপত্যব্রত করিয়া পুনর্ব্বার আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া ব্রতাচরণ করিবে। ধর্ম্মের জন্য মিথ্যাবলা যায়, মনীষিগণ ইহা বলিয়াছেন বটে, তথাপি তাহা বলিবে না। যে হেতু মিথ্যার প্রসঙ্গও ভয়া-নক। কখন মিথ্যাবাক্য কহিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া শত প্রাণায়াম করিবে। ধর্ম্মলিপ্সু যতি অসদ্বাদ করিবেন না এবং অত্যন্ত আপদগ্রস্ত হইয়াও চৌর্য্য করিবেন না। বেদে উক্ত হইয়াছে, চৌর্য্যের অধিক অধর্ম্ম নাই। চৌর্য্য-সর্ব্বপ্রধান হিংসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধন মানবের বহিশ্চর প্রাণ, যে যাহার ধনহরণ করে, সে তাহার প্রাণহর্ত্তা। যে দুষ্টাত্মা ভিক্ষু চৌর্য্য করে, সে ব্রতচ্যুত হয়। পুনর্ব্বার নির্ব্বেদযুক্ত হইলে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানে সংবৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে ক্ষীণ-পাপ হইয়া নির্ব্বিঘ্নচিত্তে আবার আলস্যশূন্য হইয়া ভিক্ষুরূপে বিচরণ করিবে॥ ১—১৫॥ কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতের অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম্ম। ভিক্ষু যদি অকামেও পশু বা কৃমির হিংসা করেন, তবে কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র অথবা চান্দ্রায়ণ করিবে। স্ত্রী দর্শন করিয়া যদি ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যবশত যতির রেতঃস্খলন হয়, তবে ষোড়শ বারপ্রাণায়াম করিবে। দিবাতে যদি ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাস ও শত প্রাণায়াম প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রাত্রিতে হইলে স্নানান্তর শুদ্ধ হইয়া দ্বাদশ প্রাণায়াম করিলে পাপ বিগম হইবে। প্রত্যহ একস্থানিক অন্ন, মধু, মাংস অপক্ব অন্ন এবং প্রত্যক্ষ লবণ যতির অভোজ্য। এক একটীর অতিক্রম করিলে যতিগণ প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। বাক্য মন ও কায়াদ্বারা যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাতে যতিগণ পণ্ডিতগণের সহিত নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহার আচরণ করিবে। যদি সমলোষ্ট্র কাঞ্চন হইয়া শুদ্ধ ভাবে সমস্তভূতে সমাহিতচিত্ত হইয়া বিচরণ করিবে। এই রূপ করিলে শাশ্বত অব্যয় শ্রেষ্ঠ স্থানে নিশ্চয় গমন করে, যাহাতে গমন করিলে আর জন্ম হয় না॥ ১৬—২৪॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, আমি ইহার পর মৃত্যুলক্ষণ বলিতেছি,শ্রবণ কর। যোগীগণ এই জ্ঞান দ্বারা মৃত্যু দর্শন করিয়া থাকেন। যে অরুন্ধতী নক্ষত্র, ধ্রুবনক্ষত্র, ছায়াপুরুষ ও আকাশ গঙ্গাপথ দর্শন করে, সে সম্বৎসর পরে জীবিত থাকে না। যে সূর্য্যমণ্ডলকে রশ্মিহীন ও অগ্নিকে রশ্মিযুক্ত দর্শন করে, সে একাদশ মাস পরে জীবিত থাকে না। যে প্রত্যক্ষ বা স্বপ্নে মূত্র, পুরীষ, সুবর্ণ; রজত বমন করে, সে দশ মাস পরে কাল প্রাপ্ত হয়। যে স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ, গন্ধর্ব্ব নগর, প্রেত ও পিশাচ দর্শন করে, সে নবমমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে অকস্মাৎ স্থূল বা কৃশ হয় অথবা প্রকৃতিচ্যুত হয়, সে আট মাস জীবিত থাকে। ধূলি বা কর্দ্দম মধ্যে যাহার পদাকৃতি অগ্র বা পৃষ্ঠদেশে খণ্ডাকৃতি হয়, সে সপ্তমাস জীবিত থাকে।

যাহার মস্তকে কাক, কপোত, গৃধ্র অথবা মাংসাসী পক্ষী অবস্থান করে, সে ষন্মাসের অধিক জীবিত থাকে না। যে বায়স পঙ্‌ক্তি পরিবৃত বা পাংশুবৃষ্টি বেষ্টিত হইয়া গমন করে অথবা স্বচ্ছ স্থানে বিকৃত দর্শন করে, সে চার কি পাঁচ মাস জীবিত থাকে। যে মেঘশূন্য আকাশে দক্ষিণদিগবস্থিত বিদ্যুৎদর্শন করে বা জলে ইন্দ্রধনু দর্শন করে, সে তিন মাস জীবিত থাকে। যে জলে বা দর্পণে আপনাকে দেখিতে পায় না অথবা মস্তক শূন্য দর্শন করে, সে মাস মধ্যে মৃত হয়। যাহার গাত্র শবগন্ধ বা বসা গন্ধযুক্ত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত, সে অর্দ্ধ মাস মধ্যে মৃত হয়। স্নান করিবা মাত্র যাহার হৃদয় শুষ্ক হয়, অথবা মস্তক হইতে ধূম উদ্গত হইতে দেখা যায়, সে দশ দিন মধ্যে কালগ্রস্ত হয়। বায়ু সম্ভিন্ন হইয়া যাহার মর্ম্ম স্থানসমূহ ছেদন করে, জল স্পর্শ করিলে যে হৃষ্ট হয় না, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। স্বপ্নে ভল্লুক বা বানরযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া নৃত্য ও গান করিতে করিতে আপনাকে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে দেখিলে মৃত্যু উপস্থিত স্থির করিবে। স্বপ্নে কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী শ্যামবর্ণা গানপরায়ণা অঙ্গনা যাহাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায়, সেও জীবিত থাকে না। যে স্বপ্নে আপনার কণ্ঠ ছিদ্রযুক্ত ও নগ্ন শ্রমণক দর্শন করে, তাহার মৃত্যু নিকট। আমি মস্তক পর্য্যন্ত পঙ্ক-সাগরে মগ্ন হইতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে সদ্যঃ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। স্বপ্নে ভস্ম, অঙ্গার, কেশ, শুষ্ক নদী ও ভুজঙ্গ দর্শন করিলে দশরাত্র জীবিত থাকে না॥ ১—১৯॥ স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ উদ্যতাস্ত্র পুরুষকর্ত্তৃক পাষাণদ্বারা তাড়িত হইলে সদ্য মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সূর্য্যোদয় হইলে প্রত্যূষে শিবাগণ যাহার অভিমুখে আসিয়া ধ্বনি করে, তাহার পরমায়ু অবশেষ। স্নান করিবামাত্র যাহার হৃদয় পীড়িত হয় ও দন্তকম্প হয়, তাহাকে গতায়ু বলিয়া স্থির করিবে। যে দিবা বা রাত্রে বারম্বার ত্রস্ত হয় এবং দীপ নির্ব্বাণ গন্ধের আঘ্রাণ পায় না, তাহার মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। রাত্রিকালে ইন্দ্রধনুঃ, দিবসে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করিলে এবং পরনেত্রে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে না পাইলে অধিক দিন জীবিত থাকে না। যাহার একনেত্র হইতে জল নির্গত হয়, কর্ণদ্বয় স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, নাসিকা বক্র হয়, তাহার নিকট মৃত্যু জানিবে। যাহার জিহ্বা প্রখর কৃষ্ণবর্ণ হয়, মুখ পদ্মতুল্য পাণ্ডুরবর্ণ এবং কপোলদ্বয় খর্জ্জুরফলবৎ রক্তবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যে নর স্বপ্নে মুক্তকেশ হইয়া হাস্য-গান অথবা নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিগাভিমুখে গমন করে, তাহার জীবনের সীমা সেই পর্য্যন্ত। যাহার মূর্ত্তি শ্বেত মেঘের আভা এবং শ্বেত সর্ষপের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু নিকট। যে স্বপ্নে অশুভ উষ্ট্র বা গর্দ্দভযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া আপনাকে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখে, তাহারও নিকট মৃত্যু। ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুইটী মৃত্যুচিহ্ন প্রাপ্ত হইলে, অতি শীঘ্র পরলোকে গমন করে। চিহ্ন দুইটী এই যে, কর্ণে শব্দ শ্রবণ না করা ও চক্ষুতে জ্যোতিঃ দর্শন না করা। যে স্বপ্নে গর্ত্তে পতিত হয় এবং তাহা হইতে নির্গত হইবার দ্বার আচ্ছাদন হয় এবং গর্ত্ত হইতে আর উঠিতে পারে না, তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত। একত্র অনবস্থান ঊর্দ্ধদৃষ্টি এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত, মুখের শোষ, ছিদ্রনাভি ও মূত্র অতি উষ্ণ, আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তির এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। দিবা বা রাত্রিতে যাহাকে প্রত্যক্ষ প্রহার করে এবং যে প্রহার করে, তাহাকে দেখিতে পায় না, সে গতায়ু। যে স্বপ্নে অগ্নি প্রবেশ করে এবং তাহার পর কি হইল, তাহা স্মরণ করিতে পারে না, তাহার জীবনের সীমা সেই পর্য্যন্ত। যে স্বপ্নে আপনার প্রাবরণ বস্ত্র শ্বেত, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ দেখে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। দেহে অরিষ্ট সূচিত হইলে, সেই কাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ নর খেদ ও বিষাদ ত্যাগ করিয়া সংসার উপেক্ষা করিবে। পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে নির্গত হইয়া জন্তুবর্জ্জিত সম-নির্জ্জন দেশে উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া শুচি ও স্বস্থচিত্তে আচমন ও স্বস্তিকাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, কায়া মস্তক ও গ্রীবা সমভাবাপন্ন করিয়া ধারণা করত অন্য কিছু অবলোকন না করিয়া নিবাতস্থ দীপের ন্যায় অবস্থান করিবে॥ ২০—৩৮॥ পণ্ডিত ব্যক্তি পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে ক্রমনিম্ন স্থানে উপবেশন করিয়া সেই প্রকারে যোগ করিবে। যাহাদ্বারা কাম, বিতর্ক, প্রীতি এবং সুখ ও দুঃখ এই সকল নিয়তচিত্তে নিগ্রহ করিয়া সাত্ত্বিক ধ্যান অনুসরণ করিবে। ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, স্পর্শেন্দ্রিয় শ্রোত্র, মন, বুদ্ধি, এই কয়টী ধারণা স্থান। বক্ষস্থলে কাল কর্ম্মসমূহ লিঙ্গ শরীরে নিত্য বিজ্ঞাত হইয়া ধারণ করিবে যোগ ধারণ দ্বাদশ অধ্যায় সংজ্ঞক উক্ত হইয়াছে। মস্তকে শত বা অর্দ্ধশত ধারণা ধারণ করিবে। ধারণ-যোগে স্থি[র] হইলে বায়ু উর্দ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর ওঁকারযুক্ত হইয়া উর্দ্ধ বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে। এইরূপ করিলে ওঁকার ময় যোগী অক্ষর ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। আমি ইহার পর প্রণব প্রাপ্তির লক্ষণ বলিতেছি। এই প্রণব ত্রিমাত্র ইহাতে ব্যঞ্জন মকার ঈশ্বর। প্রথম মাত্রা বিদ্যুৎবর্ণ রাজসী, দ্বিতীয়া তামসীমাত্রা, অক্ষরগামিনী তৃতীয়মাত্রা নির্গুণা। তৃতীয়মাত্রা গান্ধারস্বরসম্ভবা গান্ধারী। ইহার গতি পিপীলিকা গতির ন্যায় সূক্ষ্ম। তাহা প্রযুক্ত হইয়া মস্তকে লক্ষিত হয়। প্রযুক্ত ওঁকার যেমন মস্তকে গমন করে সেইরূপ ওঁকারময় অক্ষর যোগী শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে প্রণব ধনুঃস্বরূপ, আত্মা শর ও লক্ষ্য ব্রহ্ম শরবৎ তন্ময় হইয়া আলস্যশূন্য হইলে বেধ করিতে পারা যায়। ওঁ এই একাক্ষর পদ বুদ্ধিতে নিহিত আছে ওঁ এই শব্দ তিনলোক তিন বেদ ও তিন অগ্নি বিষ্ণুর তি[ন] চরণ এবং ঋক্‌, সাম ও যজুর্ব্বেদস্বরূপ। ইহার মাত্রা সা[র্দ্ধ] তিন। প্রণবপ্রেরিত যোগী ব্রহ্মের সালোক্য প্রাপ্ত হয় অকার অক্ষর, উকারের সন্ধিপ্রাপ্ত, সানুস্বরে মকার সহিত ওঁকার ত্রিমাত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অকার এই ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক, মকার সত্যজন ও স্বর্লোক বলিয়া গীত হইয়াছে। ওঁকার ত্রিলোকস্বরূপ, তাহার শি[রঃ] ত্রিপিষ্টপা, সে সমস্তই ভুবনাঙ্গ ও তৎপদ ব্রহ্ম। রুদ্রলোক মাত্রা পাদরূপ, শিবপদ মাত্রাতীত; এইপ্রকার বিশিষ্ট আ[ত্মা] দ্বারা তুরীয় পদের উপাসনা করিতে পারা যায়। অতএ[ব] নিত্য ধ্যানরতি হইবে। মুক্তইচ্ছু মানব প্রবৃত্তসংকো[চ]

মাত্রাতীত অক্ষর শাশ্বত শিবপদের উপাসনা করিবে॥৩১৫৭॥ প্রথম মাত্রা হ্রস্ব, দ্বিতীয়া দীর্ঘ, তৃতীয়া প্লুত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাযথ অনুপূর্ব্বে এই সমুদয় মাত্রা জ্ঞাত হইবে ইন্দ্রিয় সাধ্যানুসারে ইহাদিগকে ধারণা করিবে। যে আত্মায় মন, বুদ্ধি, অর্দ্ধমাত্র মকার ধ্যান করে, সে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর। শতবর্ষ মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মাত্রা ধ্যান করিলে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারে, উগ্র তপস্যা ও ভূরি দক্ষিণা যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানের যে ফল পাওয়া যায় না, মাত্রা ধ্যানে তাহা সম্যক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্লুতনাম্নী যে মাত্রা উক্ত হইয়াছে, তাহাই গৃহস্থ যোগীদিগের ধ্যান যোগ্যা। এই প্লুত মাত্রাই অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্যদায়িনী, অতএব হে দ্বিজগণ! এই মাত্রার যোগ করিবে। এই প্রকার যোগযুক্ত, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত যে নর আত্ম জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, সে সর্ব্বজ্ঞ। অতএব পণ্ডিত পাশুপত যোগদ্বারা আত্ম চিন্তা করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞ, তাহারা নিঃসংশয় শুচি। অধ্যাত্মচিন্তক ব্রাহ্মণ যোগজ্ঞান বলে ঋক্, যজু, সাম, বেদ ও উপনিষদ্ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদেবময় হইয়া লিঙ্গ-দেহ-শূন্য হয় এবং যোনি সংক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বতশিব পদ প্রাপ্ত হয়। পরুফল যেমন বায়ু প্রেরিত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ রুদ্র প্রণামে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। সর্ব্বকর্ম্ম ফলদায়ী রুদ্র নমস্কারে যে ফল পাওয়া যায়, অন্যদেব নমস্কারে তাহা পাওয়া যায় না। অতএব যোগী প্রত্যহ বাক্য, মন ও কায়দ্বারা নম্র হইয়া দশেন্দ্রিয় বিস্তারকারী ব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে দশহোত্রাদিবিধানে উপাসনা করিবে। এইরূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া যে দেহত্যাগ করে, সে কুলত্রয় উদ্ধার করিয়া শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অথবা অরিষ্ট দর্শন করিয়া মরণ উপস্থিত হইলে বারাণসীতে অবিমুক্তেশ্বর সমীপে গমন করিয়া যে কোনরূপে দেহত্যাগ করিলে মানব মুক্ত হয়। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শ্রীপর্ব্বতেও মানব দেহ ত্যাগ করিলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র অতিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা মানবের মুক্তি দায়ক। পণ্ডিত নর সতত ইহার সেবা করিবে; মৃত্যুকাল নিকট হইলে এই স্থানে আগমনে বিশেষ ফল হয়॥৫৮—৭৬॥

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে মহামতে সূত! বারাণসী যদি এইরূপ পুণ্যদায়িনী, তবে এখন আমাদিগের নিকট তাহার প্রভাব কীর্ত্তন কর। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের শোভনমাহাত্ম্য বিস্তারপূর্ব্বক যথান্যায়ে বল, শুনিতে আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। সূত কহিলেন, ভগবান্ শঙ্কর অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রের যে উত্তম মাহাত্ম্য সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছেন আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। হে বিপ্রেন্দ্রসমূহ! আমি বা মহাত্মা ব্রহ্মা শতকোটী বর্ষেও বিস্তার বলিতে পারি না। পূর্ব্বে দেব-দেব নীল-লোহিত শঙ্কর বিবাহ করিয়া হিমালয়ের শিখর হইতে দেবী হৈমবতী ও গণেশ্বরের সহিত বারাণসী আগমন করিয়া অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন ও সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বারাণসী কুরুক্ষেত্র শ্রীপর্ব্বত মহালয় তুঙ্গেশ্বর এবং কেদার তীর্থে যিনি যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করেন; তিনি জন্মান্তরে এক দিনও পাশুপত যোগে যতি হইতে পারেন। অতএব সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে ও দেবোদ্যানে বাস করিবে। সেই স্থানে রুদ্রদেব ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বোদ্যান ও সুশোভন বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন নন্দীর সহিত স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর হৈমবতীকে অনুক্রমে সর্ব্বোদ্যান দর্শন করাইয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীর প্রীতির নিমিত্ত শঙ্কর এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন॥ ১—১১॥ এই উদ্যান নানাবিধ প্রফুল্ল গুল্মশোভিত, লতাপ্রতানাদি দ্বারা মনোহর এবং চতুর্দ্দিকে বিরূঢ় পুষ্প প্রিয়ঙ্গু ও সুপুষ্পিত কণ্টকিত কেতকসমূহে পরিব্যাপ্ত। চতুর্দ্দিকে তমাল গুল্ম ও প্রচুর পুষ্প সুগন্ধি বকুল বৃক্ষে আকীর্ণ; তথায় শত শত অশোক ও পুন্নাগ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাদিগের কুসুমসমূহে মধুকর মালা মধুপানে আকুল হইয়াছে। কোন স্থানে প্রফুল্ল পদ্মরেণু ভূষিত-বিহঙ্গকুলের কলনিনাদে নিনাদিত এবং চতুর্দ্দিক সারস চক্রবাক ও প্রমত্ত দাত্যূহকুলের রবে ধ্বনিত। কোথায় ময়ূরনিকরের কেকাধ্বনি, কোথায় কারণ্ডবসমূহের নিনাদ, কোন স্থান মধুপানমত্ত অলিকুলের ঝঙ্কারে আকুলীকৃত, কোথায় বা মদাকুল মধুপ-কামিনীর কলমধুর নিনাদ, কোন স্থান সুগন্ধি পুষ্পসহকারে নিষেবিত; কোন স্থান লতালিঙ্গিত তিলক বৃক্ষপূর্ণ, কোন স্থানে বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণের গানে পূর্ণ। কোথায় অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, কোথায় হৃষ্টচিত্ত বিহঙ্গমকুল গান করিতেছে। কোন স্থান সিংহধ্বনি শ্রবণে উদ্বিগ্ন হরিণকুলের নিনাদে পূর্ণ। কোন কোন স্থানে সুগন্ধ কদম্ব মৃগকর্ত্তৃক দর্ভাঙ্কুর ও পুষ্পসমূহ ছিন্ন হইতেছে। কোথায় বা নানাবিধ প্রস্ফুটিত পঙ্কজপূর্ণ সরোবর ও তড়াগ। এই উদ্যান মদমুদিত-বিহঙ্গকুলের নিনাদ-রমণীয়। ইহাতে কুসুমিত তরুশাখায় লীন, মত্তমধুপবৃন্দ মধুপান করিতেছে। বৃক্ষের উন্নত শাখায় নবকিসলয় উদ্ভিন্ন হওয়ায় অসাধারণ শোভা সম্পাদিত হইতেছে। কোন স্থানে দন্ত ক্ষত চারু বীরুধাবলী, কোথায় লতা লিঙ্গিত মনোহর বৃক্ষ। কোন স্থানে বিলাসালসগামিনী কিম্পুরুষকামিনী সমূহ গমনাগমন করিতেছে। এই উদ্যানে শুভ্র মনোহর চারুরূপ অভ্রস্পর্শ দেবগৃহের শিখরদেশে পারাবতকুল অনবরত কূজন করিতেছে এবং আকীর্ণ পুষ্পনিকরে হংসগণ প্রবিভক্ত-ভাবে ক্রীড়া করিতেছে ও দিব্য স্ত্রী-শুককুল বাস করিতেছে। এই স্থানে দেবমার্গসমূহ, প্রফুল্ল উৎপলাদি বিতান-সহস্রযুক্ত জলাশয়সমূহে শোভিত এবং মার্গান্তরের বৃক্ষশাখাসমূহ বিচিত্র উৎফুল্ল কুসুম নিকরে নিচিত। তুঙ্গাগ্র উন্নত শাখাযুক্ত, নীলপুষ্প, স্তবক ভরনত, মনোজ্ঞ অশোক তরুনিকরে উদ্ভাসিত হইতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রকিরণের সহিত কুসুমিত তিলক বৃক্ষ একবর্ণ হইতেছে। ছায়ায় সুপ্ত অনঙ্কুর প্রবুদ্ধ হরিণকুল দূর্ব্বাঙ্কুরাগ্র ভক্ষণ করিতেছে। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে হংসগণের পক্ষবায়ুতে কমল বিচলিত হইতেছে।

স্থাংস্রাত প্রচালত কদলীতলে ময়ূরগণ অট্টভাবে নৃত্য করিতেছে। ময়ূরের পক্ষ চন্দ্র ধরণীতলে নিপতিত হওয়ায় ক্ষিতিদেশ রঞ্জিত হইতেছে। সকল স্থানেই প্রমোদযুক্ত বিলাসপরায়ণ মত্তহারিতবৃন্দ বিলীন রহিয়াছে। কোন স্থান সারঙ্গগণে শোভিত, কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন বিচিত্র কুসুমনিকরে শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোন স্থানে হৃষ্ট কিন্নরাঙ্গনা বীণা দ্বারা সুমধুর গান করিতেছে। কোন স্থানে পরস্পর সংস্পৃষ্ট উপলিপ্ত মুনিগণের আবাসে পুষ্প পাতিত হইয়াছে। আমূল পলনিচিত উত্তুঙ্গ বিশাল-পনস বৃক্ষ রহিয়াছে॥ ১২—২৬॥ কোন স্থানে প্রস্ফুটিত অতিমুক্তক (মাধবী) লতাগৃহে সমাগত সিদ্ধ ও সিদ্ধকামিনীগণের কনক নূপুর ধ্বনিতে রমণীয়; কোন স্থান প্রিয়ঙ্গুতরু মঞ্জরীতে ভৃঙ্গনিচয় আসক্ত হইতেছে, কোথায় বা মধুপমালা তাম্রবর্ণ কদম্বপুষ্পের মকরন্দ আস্বাদন করিতেছে। পুষ্পসমূহ-সম্পর্কী বায়ুকর্তৃক সরসীসলিল বিঘূর্ণিত হইতেছে। রমণীয় দ্বিরেফমালা গুল্মসমূহে পাতিত হইতেছে। গুল্ম মধ্যে অতি ভীত মৃগসমূহ বাস করিতেছে এবং তত্রত্য বায়ুস্পর্শও প্রাণিগণের মোক্ষ দান করে। চন্দ্রকিরণ তুল্য নানাবর্ণ মনোহর তিলক, সিন্দূর, কুঙ্কুম ও কুসুম্ভসন্নিভ অশোক এবং স্বর্ণদ্যুতি তুল্য কর্ণিকার বৃক্ষের কুসুমনিকরযুক্ত বিশাল শাখায় কোন স্থান অতি মনোরম হইয়াছে। কোন স্থানে ভূভাগ অঞ্জনচূর্ণ সদৃশ কুসুম সমূহে, কোথায় বিদ্রুম তুল্য দীপ্তিশালী, পুষ্পজালে কুত্রাপি কাঞ্চনসঙ্কাশ কুসুমরাজিতে নিচিত হইয়াছে। পুন্নাগবৃক্ষে শত শত পক্ষী কূজন করিতেছে, রক্তাশোক স্তবকভরে বিনত হইয়াছে। উদ্যানের রমণীয় উপান্তদেশে ক্লেশহর ভবন রহিয়াছে এবং প্রফুল্ল পঙ্কোজে ভ্রমরগণ বিলাস করিতেছে। সকল ভুবনের ভর্ত্তা লোকনাথ মহাদেব, হিমালয় কন্যা ভগবতী ও মত্ত হৃষ্টপুষ্ট প্রিয় প্রমথ প্রধান সমভিব্যাহারে বিবিধ বিলাস-তরুপূর্ণ অতি রমণীয় উদ্যান দেবীকে দর্শন করাইয়াছিলেন! মহাদেব বনজাত সুন্দর শত শত পুষ্পে দিব্য আভরণ প্রস্তুত করিয়া দেবীকে ভূষিত করিয়াছিলেন। হিমালয় সুতা দেবীও শত শত মনোহর কুসুমে ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেব শঙ্করকে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভগবতী দেবপূজ্য মহাদেবকে পূজা এবং অতি রমণীয় উদ্যান দর্শন করিয়া নন্দী প্রভৃতি গণেশ্বরসহ অবস্থিত দেবকে প্রণাম করিয়া কহিলেন। হে দেব! অসাধারণ শ্রীসম্পন্ন উদ্যান দর্শন করাইয়াছেন, এখন এই ক্ষেত্রের সকল গুণ আমার নিকট প্রকাশ করুন। হে দেবেশ! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার মাহাত্ম্য আপনি বলুন॥ ২৭—৩৬॥ সূত কহিলেন, দেবদেব শঙ্কর দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বদনপঙ্কজ চুম্বনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে কহিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এই আমার বারাণসীক্ষেত্র অতি গোপ্য, ইহা সকল জন্তুরই মোক্ষের হেতু। হে দেবি! এই স্থানে সিদ্ধগণ সর্ব্বদা আমার ব্রতধারণ করত আমার লোকে গমনকামনায় নানাচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যুক্তাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম যোগ অভ্যাস করিতেছে। নানাবৃক্ষপরিব্যাপ্ত, নানাপক্ষীশোভিত কমল-উৎপল ও অন্যান্য পুষ্পযুক্ত সরোবরদ্বারা সমলঙ্কৃত, সর্ব্বদা অপ্সরোগণ ও গন্ধসেবিত, এই ক্ষেত্রে যেহেতু সর্ব্বদা আমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা শ্রবণ কর। এই স্থানে আমার ভক্ত আমাতে মন ও ক্রিয়া অর্পণ করিলে যেমন মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অন্য কুত্রাপি সেরূপ হয় না। হে দেবি! প্রাণীগণ এই স্থানে মৃত হইলে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। আমার এই দিব্য পুর অতি গোপনীয়, ব্রহ্মাদি ও মুমুক্ষু সিদ্ধগণ এই ক্ষেত্র অবগত আছেন। অতএব এই ক্ষেত্র অতি শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রধান গতি, যেহেতু আমি এই ক্ষেত্র ত্যাগ করি নাই ও কখন করিব না, সেই নিমিত্ত আমার এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্করে স্নান ও সেবা করিলে মোক্ষ হয় না, কিন্তু এই স্থানে সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় অতএব পূর্ব্বোক্ত তীর্থ হইতে এই তীর্থ প্রধান। প্রয়াগে মোক্ষ হয় এবং আমার পরিগ্রহবশতঃ এই স্থানে মোক্ষ হয়। কিন্তু প্রয়াগ হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র শুভ সত্য ধর্ম্মের মধ্যে উপনিষৎ শম মোক্ষের উপনিষৎ কিন্তু মহর্ষিগণও তীর্থক্ষেত্রের উপনিষৎ এই বারাণসীবে জ্ঞাত নহেন। জন্তু ভোজন, নিদ্রা, ক্রীড়া ও বিবিধ কার্য করিতে করিতে ও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কাশীপুরী ব্যতীত স্বর্গে সহস্র ইন্দ্রত্বও কিছু নয়, বরং মানব পাপ সহস্র করিয়া কাশী পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় সেও উত্তম॥ ২৮—৪৯॥ অতএ মহাতপা জৈগীষব্য যে স্থানে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়া ছেন, মানব মুক্তির জন্য সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সে করিবে; সেই ক্ষেত্রে নিত্য আমাকে ধ্যান করিলে যোগাগ্নি দীপ্তি হয় এবং দেবগণেরও দুর্ল্লভ পরম কৈবল্য প্রাপ্ত হয় সর্ব্বসিদ্ধান্তজ্ঞ অব্যক্ত লিঙ্গ মুনিগণ এই স্থানেই দুর্ল মুক্তিলাভ করেন, অন্য কুত্রাপি তাহার লাভ হয় না। আ সেই মুনিগণকে অনুত্তম যোগৈশ্বর্য্য বলি ও আপনার সাযু এবং তাহাদিগের ইপ্সিত স্থান দান করি। কুবের আমাতে সকল ক্রিয়া অর্পণ করিয়া এই ক্ষেত্রের সেবা করায় গণেশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার ভক্ত সম্বর্ত্তনামে যে ঋষি হই বেন, তিনি ও এই স্থানে আমার আরাধনা করিয়া সর্ব্বোত্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। পরাশরপুত্র যোগনিরত মহাত ঋষি, বেদসংস্থাপক আমার ভক্ত হইবেন, হে পদ্মনয়নে তিনি এইক্ষেত্রে পরম প্রীতি লাভ করিবেন। দেবর্ষিগণে সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র অন্য মহা দেবগণ সকলেই এইস্থানে আমার উপাসনা করিতেছেন প্রচ্ছন্নরূপী অন্য মহাত্মা যোগীগণ অনন্যচিত্তে এইস্থা আমার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম্মচিন্তরহিত বিষয়াসক্ত চিত্ত মানবও এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর সংসা জন্মগ্রহণ করে না। যাহারা মমত্বহীন, ধীর, সত্বিক প্রকৃ জিতেন্দ্রিয়, ব্রতপরায়ণ, ও আরম্ভত্যাগী, তাহারা সক আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। সংসত্যাগী ধীমান্ মানব দেবদেবকে প্রাপ্ত হইলে আমার প্রসাদে মোক্ষ লাভ করে যোগীগণ সহস্র সহস্র জন্মান্তরে যাহা প্রাপ্ত হন না, সুব্রতে! এইক্ষেত্রে আমার প্রসাদে সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হ

পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে কৈলাস ভবন স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সেইদিব্য গোপ্রেক্ষক ক্ষেত্র দর্শন কর। মানব গোপ্রেক্ষক ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক আমাকে দর্শন করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ও কল্মষ হইতে মুক্ত হয়। এই কপিলাহ্রদ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোদুগ্ধ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই তীর্থ অতিশয় পুণ্যপ্রদ, এইস্থানে আমি বৃষধ্বজ নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্বদা সন্নিধান করিয়াছি ইহা দর্শন করিতেছ ॥ ৫৩—৭০ ॥ হে দেবি! ভদ্রতোয় নামক হ্রদ দর্শন কর, ব্রহ্মা এই হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল দেবগণ এই স্থানে আমাকে "হে ঈশ! শান্ত হউন" বলিয়া প্রসন্ন করিয়াছেন। আমিও উপশান্ত হইয়াছিলাম। এই স্থানে ব্রহ্মা আমাকে আনয়নপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকট সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণু পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়াছেন। অনন্তর সংবিগ্নচিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণু অভিহিত হইয়াছেন যে, আমি এই লিঙ্গ আনয়ন করিয়াছি, তুমি কিজন্য স্থাপন করিলে? তখন বিষ্ণু-কুপিতানন ব্রহ্মাকে কহিলেন, রুদ্রদেবে আমার অতি মহতী ভক্তি, আমি এই লিঙ্গ-সংস্থাপন করিলাম; কিন্তু ঐ লিঙ্গ তোমার নামেই খ্যাত হইবে। সেই জন্য আমি এই স্থানে হিরণ্যগর্ভ নামে অবস্থান করিতেছি। এই দেবেশকে দর্শন করিয়া নর আমার লোকে গমন করে। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার পরম ভক্তিসহকারে যথাবিধানে আমার এই শুভ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। আমি ঐইস্থানে স্বর্লীনেশ্বর নামে স্বয়ং আগত হইয়াছি। মানব এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করে না। যোগীদিগের যে অসাধারণ গতি, তাহার সেই গতি হয়। আমি এইদেশে দেব কণ্টক, দর্পিত বলবান্ দৈত্যকে ব্যাঘ্ররূপে নিহত করিয়াছি; অতএব নিত্য ব্যাঘ্রেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়া এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যাঘ্রেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া মানব কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মা উৎপল ও বিদল নামক যে দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়াছিলেন, তুমিই এই স্থানে সেই দর্পিত দৈত্যদ্বয়কে অবজ্ঞার সহিত কন্দুকদ্বারা রণে নিহত করিয়াছিলে। সেই কন্দুকে আমি লিঙ্গরূপে অবস্থিত, প্রথমে গণনায়কগণের সহিত এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছি। অতএব এই আমার প্রথম স্থান, ইহা অতি পুণ্যদর্শন। দেবগণ ইহার চতুর্দ্দিকে লিঙ্গসমূহ স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য মানব নিরত হইয়া এই স্থান দর্শন করিলে অন্তদেহে আমার প্রমথ হয়। তোমার পিতা হিমালয় এই স্থানকে আমার প্রিয় ও হিতকর বলিয়া জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ শৈলেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে, তুমি উহা আদারপূর্ব্বক দর্শন কর। হে দেবি! মানব ইহা দর্শন করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এই পাপনাশিনী পুণ্যদায়িনী বরুণানাম্নী নদী, এই ক্ষেত্রকে অলঙ্কৃত করিয়া জাহ্নবীর সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মা ঐ গঙ্গা ও বরুণার সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বর নামে জগতে বিখ্যাত উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তুমি দর্শন কর। যে মানব দেবনদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া শুচি হইয়া সঙ্গমেশ্বরের পূজা করে, তাহার জন্মভয় কোথায়? আমি বিবেচনা করি, এই মহাক্ষেত্র যোগীদিগের উত্তম নিবাস স্থান। যে স্থানে আমি ক্ষেত্রমধ্যে অগ্র হইয়া মধ্যমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছি॥ ৭১—৯০॥ এই স্থান মদীয় ব্রতচারী সিদ্ধদিগের এবং মোক্ষলিপ্স জ্ঞানযোগনিরত যোগীদিগের বাস স্থান। এই মধ্যমেশ্বরের দর্শন করিলে জন্মের প্রতি শোক হয় না। আর সমস্ত সিদ্ধ ও দেব-পূজিত শুক্রেশ্বর নামক যে লিঙ্গ, ঐ লিঙ্গ ভৃগুপুত্র শুক্র কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে সদ্যঃপাপ হইতে মুক্ত, ও মৃত হইলে আর কখন সংসারী হয় না। পূর্ব্বকালে দেবকণ্টক এক অসুর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া জম্বুকরূপে অতি সাবধানে অবস্থান করিতেছিল। হে হিমালয়পুত্রি! আমি তাহাকে নিহত করি, সেই জন্য আমি অদ্যাপি জগতে জম্বুকেশ বলিয়া বিখ্যাতে আছি। সেই সুরাসুর নমস্কৃত দেবেশকে দর্শন করিলে সকল অভিলষিত ফল লাভ করা যায়। শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ পুণ্য ও সর্ব্বকামপ্রদ লিঙ্গ সমূহ স্থাপন করিয়াছেন, তুমি এই সকল দর্শন কর। হে পার্ব্বতি! এরূপ এই সকল অতি পবিত্র আমার বাসস্থান বলিলাম, এখন গুহ্য বাক্য শ্রবণ কর। হে চার্ব্বাঙ্গি! এই ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে চতুঃক্রোশ, অতএব ইহা যোজনমাত্র, এই ক্ষেত্র মৃত্যুকালে মোক্ষপ্রদান করে। মহালয়পর্ব্বতে ও কেদারে সংস্থিত আমাকে দর্শন করিলে মানবগণে শত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্ষেত্রে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। গাণপত্য লাভ ও উত্তম মুক্তি, হয় বলিয়া মহালয় মধ্যম কেদার হইতেই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পুণ্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৯১—১০২॥ কেদারক্ষেত্র ও মহালয় মধ্যম ভূর্লোকে আর আর যে আমার পুণ্যস্থান আছে, তাহা হইতে এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতম; যেহেতু এই স্থানে থাকিয়া এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছি, এই জন্য এই ক্ষেত্রশুভ। কখন এই ক্ষেত্র আমাকর্ত্তৃক মুক্ত হয় নাই, এজন্য ইহার নাম অবিমুক্ত হইয়াছে। মানব আমার অবিমুক্ত লিঙ্গ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ ও পশুপাশ হইতে মুক্ত হয়। শৈলেশ, সঙ্গমেশ, স্বর্লীলেশ, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্য-গর্ভেশ্বর, গোপ্রেক্ষক, বৃষধ্বজ উপশান্তশিব জ্যেষ্ঠস্থান নিবাসী, শুক্রেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর ও জম্বুকেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব কখন দুঃখসাগর সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। সূত কহিলেন, মহাদেব ইহা কহিয়া সকলদিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিখিলোকন করিয়া মহাদেব অবস্থান করিলে অকস্মাৎ সেই সমস্ত দেশ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পাশুপত ব্রতধারী, ভস্মলেপনে শুভ্রশরীর মহেশ্বর-পরায়ণ নিয়মব্রতধারী শত শত সিদ্ধগণ আগমনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে নমস্কার করিল। যোগেশকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া ধ্যানপর আত্মাতে মনকে অবলম্বিত করিয়া শিবে লীয়মানের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ এইরূপে অবস্থান করিলে দেবদেব উমাপতি অন্তকালে জগৎকে একস্থ করিবার জন্যই যেন পরমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরমপুরুষ প্রভু অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই জগৎপ্রভু মহাদেব পরমমূর্ত্তি অবলম্বন করিলে গিরিরাজ নন্দিনীর রোম হর্ষ হইয়া উঠিল, তিনি আর সেই মূর্ত্তি দর্শনে শক্ত হইলেন না॥ ১০৩—১২৩॥

অনন্তর পরমেশ্বরী প্রকৃতিস্থিত অদৃষ্টপূর্ব্ব আকার জ্ঞান করিয়া যোগবলে প্রকৃতিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাত্মা হরের মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিলেন। অনন্তর সেই যোগী-গণ হরের লক্ষ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দগ্ধলিঙ্গ শরীর হইয়া পূর্ব্ব-প্রকাশিত পাপহর পঞ্চাক্ষর বীজস্মরণ করিতে করিতে পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেব স্বীয় বপু নীললোহিত মূর্ত্তিস্থ করিলেন। তখন হৃষ্টরোমা শৈল-নন্দিনী স্তব করিতে করিতে মহাদেব-চরণে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! ইহারা কে? তখন সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবীকে কহিলেন, হে ভামিনি! ভক্তিমান্ দ্বিজোত্তমগণ মদীয় ব্রত আশ্রয় করিয়া এক জন্মেই যে যে যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, সেই যোগ এই ক্ষেত্রেরও আমাতে ভক্তির প্রভাবে আমি স্বয়ং মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। অতএব এই ব্রহ্মাদি বেদ-বিপ্রেন্দ্র, সিদ্ধ ও তপস্বিগণকর্ত্তৃক সেবিত এইক্ষেত্র অতি মহৎ। প্রতি মাসের উভয়পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে সকল পর্ব্বে বিষুব ও অয়ন সংক্রান্তিতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে কার্ত্তিকীপৌর্ণমাসীতে সকল তীর্থ, বারাণসীতে আগমন-পূর্ব্বক জাহ্নবীর উপাসনা করেন। উত্তরবাহিনী পুণ্যদায়িনী আমার মৌলিবিনির্গতা তোমার পিতা গিরিরাজে শুভ-কারিণী কন্যা পুণ্য-স্থানস্থিতা পুণ্যদায়িনী পুণ্যদিক্প্রবাহিনী ভাগীরথীকে যাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমনপূর্ব্বক ভজনা করেন; হে বরাননে! তাহাদিগকে শ্রবণ কর। সার্দ্ধশত তীর্থের সহিত মিলিত কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নিমিষ, পৃথূদক প্রয়াগ, ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র ও তীর্থ সংযুক্ত নৈমিষ। সর্ব্বদিক্ হইতে ক্ষেত্রসমূহ দেবতা, ঋষি, সন্ধ্যা, ঋতু, সকল নদী, সকল সরো-বর, সপ্তসমুদ্র, ও কৃৎস্ন তীর্থসমূহ সকল পর্ব্বে ভাগীরথীতে আগমন করিবে। হে পরমেশ্বরি! অবিমুক্তেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ ও কাল ভৈরব সন্নিধানে গমন করিয়া সকল পূর্ব্বে পর্ব্বে পাপরাশি ধৌত করে। পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র আয়তন আছে, তাহারা সকলে প্রতি পর্ব্বে আগমনপূর্ব্বক পাপ-বিনাশন অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে॥ ১১৫—১৩৩॥ কেদারে মহালয়ে, যে লিঙ্গ আছে এবং মধ্যমেশ্বর, পাশু-পতেশ্বর, শঙ্কুকর্ণেশ্বর, উভয় গোকর্ণ, ক্রমচণ্ডেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, স্থানেশ্বর, একাগ্র, কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, অমরেশ্বর, জ্যোতির্ম্ময়, ভস্মগাত্র মহাকাল, সেই সকল লিঙ্গ সকল পর্ব্বে বারাণসীতে আমাতে প্রবিষ্ট হয়, এই অতিগুহ্য কথা তোমার নিকট কহিলাম। অতএব হে শুভে! জন্তু এই স্থানে মৃত হইলে দিব্য মোক্ষপদ ও গঙ্গায় স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে শতসহস্র বার সকল যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, তাহা সদ্য প্রাপ্ত হয়; ইহা হইতে আর কি অদ্ভুত আছে। তুমি ও পর্ব্বতে যে সকল মুখ আয়তন আছে, সেই সকল হইতে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর, ইহা আমার বাক্য। দ্বিজগণ বলিয়াছেন; অবিশব্দে বেদে পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই পাপকর্ত্তৃক মুক্ত ও আমার সেবিত, এইজন্য এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত বলিয়া আখ্যাত হই-য়াছে। ভগবান্ সর্ব্বলোক মহেশ্বর রুদ্র ইহা কহিয়াছিলেন। হে দেবেশি! আমার অবিমুক্ত গৃহ দর্শন কর; এই কথা বলিয়া উমাপতি সেই উমার সহিত অনুত্তম শ্রীপর্ব্বত দর্শন করাইলেন এবং সেই সদসন্ময় সর্ব্বাত্মা মহাদেব সর্ব্বগত্ব, সর্ব্বত্ব হেতু উমার সহিত অবিমুক্তেশ্বরে বাস করিলেন। দেবেশ্বর হর শ্রীপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া দেবীকে ক্ষেত্রসমূহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। কুন্তীপ্রভ দিব্য বৈশ্রবণেশ্বর, আশা-লিঙ্গ দেবেশ, বলেশ্বর, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর, দক্ষিণ দ্বার পার্শ্বে কুড়লেশ্বর ঈশ্বর, পূর্ব্বদ্বার সমীপে উত্তম ত্রিপুরান্তক, গিরির স্থ্যায় বিবৃদ্ধ সর্ব্বদেব নমস্কৃত তিনলোকে বিশ্রুত মধ্যমেশ্বর, পূর্ব্বকালে দেবগণ প্রতিষ্ঠিত বরদ অমরেশ্বর, গোচর্ম্মেশ্বর, অদ্ভুত ইন্দ্রেশ্বর কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপুল কর্ম্মেশ্বর॥ ১৩৪—১৫২॥ শ্রীমৎ সিদ্ধবট যাহাতে আমার সর্ব্বদা বাস। অজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দিব্য শুভ অজবিল, সেই বিলেশ্বরে আমার পাদুকাদ্বয় আছে। মধ্যম শৃঙ্গে শৃঙ্গাটকাকার শ্রীদেবী প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গাটকেশ্বর। আর যে মল্লিকার্জ্জুনক ইহ আমার শুভবাস। যুগপরিবর্ত্তে রজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রজেশ্বর, কার্ত্তিকেয় প্রতিষ্ঠিত গজেশ্বর, কপোতেশ্বর পূর্ব্ব-কালে কোটিগণ সেবিত কোটিশ্বর, হে দেবী! এই কোটিশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুভদায়ক, তুমি এই সকল দর্শন কর। দক্ষিণে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিদেবকুল সংজ্ঞক, উত্তরে বিষ্ণু কর্ত্তৃক স্থাপিত, শৈলজ নাম এবং পশ্চিম পর্ব্বতে আমি ব্রহ্মেশ্বর মলেশ্বর নামক মহা প্রমাণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। "হে ব্রহ্মন্! তুমি মুনিগণের সহিত সম্মুখস্থ এই গৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলে, রুদ্র এই কথা বলিয়া গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। অতএব এই গৃহ অংশ গৃহ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে তীর্থজ্ঞ! সেই স্থানে ব্যোমলিঙ্গ নামাক তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে এবং স্কন্দ প্রতিষ্ঠিত কদম্বেশ্বর, নন্দাদি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোমণ্ডলেশ্বর এবং শ্রীসম্পন্ন দেবহ্রদপ্রান্তে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেব কর্ত্তৃক স্থাপিত এ সকল আমার স্থান দর্শন কর। হে দেবি হারপুরে তোমার হার পতিত হইলে, তুমি জগতের হিত নিমিত্ত এই হারকুণ্ড করিয়াছ। শিবরুদ্রপুরে পর্ব্বতরা-কায়োপরি তোমার পিতা শৈলরাজ অচলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের সহিত ঐ স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছি॥ ১৫৩—১৬৫॥ হে দেবি! তোমার আত্মজা চণ্ডিকেশা চণ্ডিকেশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চণ্ডিক নির্ম্মিত স্থান, উত্তম অগ্নিতীর্থ, রুচিকেশ্বর, এই সকল স্থানে ও বিবিধ তীর্থে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিলে আমার সহিত প্রমোদ লাভ করিতে পারে। অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে যেমন মুক্তি লাভ করে সেইরূপ শ্রীপর্ব্বতে মৃত হইলেও দগ্ধ পাপ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়; সন্দেহ নাই। যে এই সকল স্থানে যথাশাস্ত্র ঘৃত দ্বারা মহাস্নান করে, সে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। শত পল ঘৃত দ্বারা স্নান, পঞ্চবিংশতিপলে অভ্যঙ্গ, দ্বিসহস্র পল দ্বারা মহাস্নান উক্ত হইয়াছে। গব্য ঘৃত দ্বারা মদীয় লিঙ্গ স্নান করাইয়া বিশোধনপূর্ব্বক শর্করাদ সর্ব্বদ্রব্য ও জল দ্বারা অভিষেক করিবে। লিঙ্গশোধন করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। স্নান করাইলে লক্ষ যজ্ঞ-ফল হয়। পূজা করিলে

লক্ষ যজ্ঞের ফল হয় ও গীতের দ্বারা স্তব করিলে অনন্ত যজ্ঞের ফল হয়। মহাস্নান করিতে গেলে যদি ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধযুক্ত জল বা কেবল জল দ্বারা করে, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্বিসহস্র পলের অষ্টগুণ হইবে। শর্করাদি অনুলেপন পঞ্চবিংশতি পল দ্বারা করিবে। শমীপুষ্প, বিল্বপত্র, পঙ্কজ এবং অন্যান্য তৎকালজাত পুষ্প যথাবিধি মহাদেবকে অর্পণ করিবে। বিল্বপত্রের অলাভ হইলে পূর্ব্ব-নিবেদিত বিল্বপত্র প্রোক্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। চতুর্দ্রোণ বা অষ্টদ্রোণ পরিমিত তণ্ডুলাদি দ্বারা মহাদেব পূজা করিবে। দশদ্রোণ বা অষ্টদ্রোণ দ্বারা নৈবেদ্য করিবে। বিত্তহীন ব্রাহ্মণ আঢ়ক পরিমিত তণ্ডুলাদি দ্বারা পূজা ও নৈবেদ্য করিলে শতদ্রোণ-সম পুণ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই॥ ১৬৬—১৭৭॥ ভেরী, মৃদঙ্গ, মুরজ, তিমির, পটহাদি বিবিধ বাদিত্রনিনাদে ও বিবিধ নিনাদ করিয়া জাগরণ ও যথাক্রমে প্রার্থনা এবং পুত্র, ভৃত্য, দারসম্বন্ধী বান্ধব সহ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে সুরেশ্বর শঙ্কর! যে পূজা করিলাম, তাহা দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন, ও শ্রদ্ধাহীন, সকল অশংং করা হইয়াছে কিনা, এই সকল আপনি ক্ষমা করুন্; ইহা কহিয়া শীঘ্র রুদ্রমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র জপ করিবে এবং পঞ্চাক্ষরের বীজ জপ করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বজ্ঞ ও বারাণসী-মরণে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়; ও আমার সাযুজ্য লাভ করে সংশয় নাই। যাহারা আমার ভক্তের সহিত আমার প্রিয় নিমিত্ত এই কার্য্য করে না, তাহারা আমার ভক্তই নহে। সূত কহিলেন, দেবী ভগবতী, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারাণসী গমনপূর্ব্বক অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে ও ভুবননায়ক দেবেশ রুদ্রকে পূজা করিলেন। মহাত্মা মন্দর পর্ব্বতের তপস্যা হেতু চারুকন্দর সেই মন্দর পর্ব্বতে ক্ষেত্রে কল্পনা করিলেন। তথায় প্রভু মহাদেব হিরণ্যাক্ষতনয় মহাদৈত্য অন্ধকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া লীলাক্রমে গাণপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগের নিকট এই সকল কথা সর্ব্বস্ব কহিলাম। যে এই উত্তম ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব-ক্ষেত্রে যে পুণ্য হয়, তাহা সহসা লাভ করে। যে মানব কৃতশৌচ জিতেন্দ্রিয় দ্বিজগণকে শ্রবণ করায় সে সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়॥ ১৭৮—১৯০॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, অন্ধক নামক দৈত্যেন্দ্র মনোহর কন্দরবিশিষ্ট মন্দরপর্ব্বতে মহাদেব কর্ত্তৃক দমিত হইয়াও কিরূপে প্রমথাধিপত্য লাভ করিয়াছিল? এ বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই প্রকৃত ঘটনা আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন, অন্ধকের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ, মন্দর পর্ব্বতে তাহার শোষণ, বরলাভ, এই সমুদয় আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। হিরণ্যাক্ষতুল্য বীর্য্যসম্পন্ন অন্ধক নামে হিরণ্যাক্ষতনয় পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া বিক্রম লাভ করিয়াছিল। অন্ধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মার প্রসাদে অবধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বে ত্রৈলোক্য ভোগ করিয়া অবলীলাক্রমে ইন্দ্রপুর জয় করত ইন্দ্রকে ত্রাসিত করিয়াছিল। সুরগণ তৎকর্ত্তৃক বাধিত, তাড়িত, বদ্ধ ও পাতিত হইয়া নারায়ণকে অগ্রসর করত ভীতচিত্তে মন্দরপর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাসুর অন্ধক দেবগণকে পীড়িত করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে চারু-কন্দর মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। অনন্তর সাধ্যগণের সমস্ত সুরেন্দ্রগণ সুরেশ্বর মহেশের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজের বীর্য্যে আমাদিগের অঙ্গ বিভিন্ন হইয়াছে এবং তাহার শস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছি। ভগবান মহেশ্বর অনুপম দৈত্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করত গণেশ্বরের সহিত অন্ধকাভিমুখে গমন করিলেন॥ ১—৯॥ তথায় ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভগবানের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদেব অন্ধকের কোটি কোটি শত অসুর সৈন্য ভস্মসাৎ করিয়া অন্ধককে শূল দ্বারা নির্ভিন্ন করিলেন। তখন পিতামহ দগ্ধ-পাপ অন্ধককে শূলে গ্রথিত দেখিয়া মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক হর্ষনিনাদ করিতে লাগিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার নাদ শ্রবণে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নাদ করিতে লাগিলেন। মুনিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। গণনায়কগণ হর্ষযুক্ত হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অখিল ত্রৈলোক্য হর্ষবশে আনন্দিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। তখন অন্ধক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ ও শূলে প্রোত হইয়া মৃতের ন্যায় রহিলেন এবং সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি জন্মান্তরেও মহাদেব শিবকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছি, পূর্ব্বে সাক্ষাৎ শম্ভু আমাকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছেন; সেই আরাধনা-ফলেই আমি ইহা লাভ করিলাম। অন্যথা কিরূপে মহা-দেবের এত অনুগ্রহ উপপন্ন হয়। যে ব্যক্তি প্রাণান্তে একবার শিবের স্মরণ করে, সে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; বহুবার স্মরণ করিলে যে কি, হয় তাহা কি বলিব? ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারই শরণাগত হওয়া উচিত। সেই দুরাত্মা অন্ধক এইরূপ চিন্তা করিয়া পুণ্য-গৌরব হেতু সগণ অন্ধকার্দ্দন ঈশান শিবের স্তব করিতে লাগিল। ভগবান্ পরমার্ত্তিহর সুরেশ্বর নীললোহিত হর, তৎকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দয়ার সহিত শূলাগ্রস্থিত হিরণ্যাক্ষতনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন॥ ১০—২১॥ হে বৎস! তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক; হে দৈত্যেন্দ্র অন্ধক! আমি বরদ হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর; তোমার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। তখন হিরণ্যাক্ষতনয় মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে মহাদেবকে কহিল, হে ভক্তের পীড়ানাশক দেবদেব ভগবন্ শঙ্কর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করেন, তবে এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, আপনাতে যেন আমার ভক্তি হয়। মহাদেবও মহাত্মা অন্ধকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যেন্দ্রকে শূল হইতে অবরোপিত করিয়া দুর্ল্লভ ঔক্ত শিব-ভক্তি ও প্রমথাধিপত্য প্রদান করিলেন। অন্ধক প্রাপ-

পদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২২—২৬ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! এই অন্ধকের পিতা সুদারুণ দৈত্য-হিরণ্যাক্ষ কিরূপে বিষ্ণু কর্তৃক সূদিত হইয়াছিল? বিষ্ণু কি নিমিত্ত বরাহ হইয়াছিলেন এবং তাহার শৃঙ্গই বা কিরূপে মহেশ্বরের ভূষণ হইয়াছিল, আপনি এই সকল বিশেষরূপে বলুন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা ও অন্ধকের পিতা কালান্তকোপম হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যেন্দ্র দেবগণকে জয় করিয়া এই ইন্দীবর-প্রভা ধরণীকে রসাতলে লইয়া বন্দী করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ বলবান্ ক্রূর দুরাত্মা দৈত্যমুখ্য হিরণ্যাক্ষ কর্তৃত ধাবিত, তাড়িত ও বদ্ধ হইয়া, পরিম্লান মুখে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া, দৈত্য-কোটিমর্দ্দন বিষ্ণুকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ধরণীর বন্ধন নিবেদন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ ধরণীবন্ধন শ্রবণ করিয়া যেমন লিঙ্গ প্রাদুর্ভাবকালে বরাহমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রকোটি দ্বারা দৈত্যগণের সহিত মহাবল দৈত্যেন্দ্রকে নিহত করিয়া দৈত্যান্তকৃৎ প্রভু দীপ্তি পাইয়াছিলেন। বিষ্ণু পূর্ব্বে কল্পপ্রারম্ভ সময়ে রসাতলে প্রবেশ করিয়া যেমন বসুধাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার রসাতলে প্রবেশ করিয়া, সেই দেবীকে আনয়নপূর্ব্বক আপনার অঙ্কস্থ করিলেন। অনন্তর দেবদেব পিতামহ ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত হর্ষ গদ্‌গদবাক্যে দেবেশ্বর নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। আমরা দংষ্ট্রী ও দণ্ডী শাশ্বত বরাহকে নমস্কার করি; যিনি নারায়ণ, সর্ব্বময় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, কর্ত্তা, ধরণীধারক, অসুরগণের স্বয়ং সংহর্ত্তা, সুরেন্দ্রগণের কর্ত্তা ও নেতা এবং অখিলের শাস্তা, তাঁহাকে নমস্কার। আপনিই অষ্টমূর্ত্তি, অনন্তমূর্ত্তি, আদিদেব ও সর্ব্বজ্ঞ। হে সুরেশ! লোকেশ! বরাহ! বিষ্ণো! আপনি সকল সৃজন করিয়াছেন, আপনি প্রসন্ন হউন। হে বিষ্ণু! আপনি দংষ্ট্রাগ্রভাগের মুখাগ্রের কোটি ভাগের একার্দ্ধভাগ দ্বারা পুত্র ও ভৃত্যের সহিত দৈত্য-প্রধানগণকে হত করিয়াছেন। হে দেব! হে ধরেশ! আপনি ধরণীর উদ্ধার করিয়াছেন। হে ধরাকার! হে সুরাসুরসেবিত চন্দ্রবক্ত্র! সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত জল, সমস্ত সমুদ্রের সহিত ধরণী আপনা কর্তৃক দশনমণ্ডলে ধৃত হইয়াছে। হে বিভো দেবেশ! আপনিই অসুরেশ্বরগণকে জয় করিয়া দেবসমূহকে জয়ী করিয়াছেন এবং আপনিই সরস্বতীযুক্ত ব্রহ্মাকে "তোমার বাক্য সত্য হইবে," এই বরদান করিয়াছেন। আপনার রোমে সকল অমরেশ্বর,নয়নদ্বয়ে শশী ও সূর্য,পদদ্বয়ে রসাতলগতা বসুন্ধরা এবং পৃষ্ঠদেশে সকল তারকাদি নিহিত॥ ১—১৭॥ হে ভগবন্! আপনি কল্পারম্ভে রসাতলগতা অবলা ধরণীর উদ্ধার করিয়াছেন। হে জগদ্গুরো! আপনিই সমুদয় ধারণ করিতেছেন। নারায়ণ-নাভিকমলোৎপন্ন বাক্‌পতি প্রজাপতি দেবগণের সহিত এইরূপ বহুবিধ স্তব ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিষ্ণু হইতে বহুবিধ বরলাভ করিলেন। অনন্তর মুনীন্দ্রগণও পৃথিবীকে বিষ্ণুকর্তৃক উদ্ধৃত দেখিয়া নারায়ণ-সন্নিধানে মস্তকে মৃত্তিকা আরোপণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিলেন,—হে বরপ্রদে! তুমি বরাহরূপী অক্লিষ্টকর্ম্মা শতবাহু বিষ্ণু কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছ। হে মহাভাগে! অব্যয়ে! ধরণি! তুমি ভূমি ও ধেনুস্বরূপ। হে মৃত্তিকে! তুমি লোকের ধরণী; আমাদিগের পাপ হরণ কর। হে পদ্মলোচনে! বরদে! আমরা বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা যে সকল পাপ করি, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া নাশ কর, আমরা তাহাতেই জীবিত থাকি। ধরণী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন;—হে দ্বিজগণ! বরাহদংষ্ট্রাবিভিন্ন ধরণীর মৃত্তিকা যে নর এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ধারণ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত ও পৃথিবীতে পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত হইয়া আয়ুষ্মান্, বলবান্ এবং ধন্য হয়; কর্ম্মান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া সুরগণের সহিত প্রমোদ অনুভব করে। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু অনঘ, বরাহরূপ ত্যাগ করিয়া ক্ষীরসাগরে গমন করিলে সেই ধীমান্ দেবদেব বিষ্ণুর দংষ্ট্রাভরে আক্রান্ত ধরণী চলিত হইয়াছিলেন। মহাদেব যদৃচ্ছাক্রমে তাহা দর্শন করিয়া আপনার ভূষণ নিমিত্ত সেই দংষ্ট্রা গ্রহণ করিলেন এবং শ্মশ্রুর নিকটে বিশাল বক্ষঃস্থলে তাহা ধারণ করিলেন। দেবদেব মহাদেব অবলীলাক্রমে দংষ্ট্রা ধারণপূর্ব্বক ধরণীকে নিশ্চল করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বৈভবের স্তব করিতে লাগিলেন; বিভু মহাদেব ভূতগণের প্রলয়কালে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের কলেবর যদি স্বীয় অঙ্গে ধারণ না করিতেন, তবে কিরূপে বিপ্রগণের মুক্তি হইত, এই জন্য মহাদেব বরাহদংষ্ট্রাবিশিষ্ট ॥ ১৮—৩১ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, কিরূপে নৃসিংহ কর্তৃক নৃসিংহের অগ্রজ হিরণ্যকশিপু পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিল তাহা বল। সূত কহিলেন, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামক বিখ্যাত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসম্পন্ন ও সুধী পুত্র হইয়াছিল। সেই প্রহ্লাদ জন্ম প্রভৃতি অব্যয় দেবেশ্বর সর্ব্বগামী সকল দেবগণের কুশলের কারণস্বরূপ, আদিপুরুষ ব্রহ্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মাও অধিপতি সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ বিষ্ণুর পূজা করিতেন। পাপবুদ্ধি দেবারি হিরণ্যকশিপু সেই প্রকার বিষ্ণুতে সমাধিযুক্ত পুত্রকে মুহুর্মুহু 'নমো নারায়ণায়' এবং 'গোবিন্দ' এইরূপে নারায়ণকে স্তব করিতে দেখিয়া, যেন প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিতে করিতে কহিল, রে দুর্ব্বুদ্ধে! বীরের কুপুত্র প্রহ্লাদ! আমি দেব ও দ্বিজগণের পীড়াদায়ক সর্ব্ব দৈত্যাধিপতি, তুমি আমাকে জানিতেছ না। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শক্র, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, শিব, অগ্নি, ইহাদিগের মধ্যে কে আমার তুল্য! প্রহ্লাদ! যদি তোমার জীবনে বাঞ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর; আমাকেই ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর এবং নারায়ণকে স্তব

লিয়া বিবেচনা কর। সুবুদ্ধি প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর সেই াক্য শ্রবণ করিয়া, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া, পূজা করিতে াগিল এবং সকল দৈত্যকুমারকে "নমো নারায়ণায়" ়ই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাপন করাইতে লাগিল। হরণ্যকশিপু, ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক ও দুর্লঙ্ঘ্য স্বীয় আজ্ঞা পুত্র র্ত্তৃক লঙ্ঘিত দর্শন করিয়া দানবগণকে কহিল, তোমারা াই দুষ্পুত্রকে নানাবিধ প্রহার করিয়া বধ কর। দৈত্যগণ, রাত্মা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া দেবদেব নারায়ণের ত্য অব্যয় প্রহ্লাদকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন সুরগণ দৈত্যরাজতনয় প্রহ্লাদের প্রতি যে সকল হারাদি করিল, তাহা ক্ষীরসমুদ্রশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর তেজে ফল হইয়া গেল। তখন প্রভু নারায়ণ গর্ব্বিত হিরণ্য- শিপুকে নিহত করিতে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবির্ভূত ইলেন। সেই দানবাধমকে পুত্রকে হনন করিতে দেখিয়া ৎক্ষণাৎ তাহাকে নিশিত নখাগ্রে বিভিন্ন করিলেন। নন্তর পাপাপহ বিষ্ণু সবান্ধব দৈত্যকে নিহত করিয়া, অপর াস্তাগ্নির ন্যায় দৈত্যেন্দ্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সুব্রত বিপ্রগণ! সেই নৃসিংহের ঘোর নাদে বিত্রাসিত য়া ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত জগৎ প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সময় া, অসুর, মহোরগ, সিদ্ধ, সাধ্য, হরি এবং বিরিঞ্চি প্রভৃতি লে নৃসিংহকে দর্শন করিয়া ধৈর্য্য ও বল লাভপূর্ব্বক হাকে ত্যাগ করিয়া দিঙ্মুখ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ন্তর তাঁহারা গমন করিলে সহস্রাকৃতি, সর্ব্বপাদ, র্ববাহু, সহস্রচক্ষু চন্দ্রসূর্য্য অগ্নিনেত্র সেই মায়াবী সিংহদেব তখন সকল আবরণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া- লেন। ব্রহ্মা, সিদ্ধ, যম ও বরুণের সহিত সুরশ্রেষ্ঠগণ কালোক পর্ব্বতে অবস্থান করত তাঁহাকে স্তব করিয়া- লেন। আপনি পরাৎপর ব্রহ্ম, তত্ত্ব হইতে তত্ত্বতম, াতিঃসমূহেরও জ্যোতি, পরমাত্মা, জগন্ময়, স্থূল, সূক্ষ্ম, ত-সূক্ষ্ম, শব্দ-ব্রহ্মময়, মঙ্গলস্বরূপ, বাক্যের অতীত, ালম্ব, নির্দ্বন্দ্ব ও উপপ্লবশূন্য। আপনি যজ্ঞভুক্, যজ্ঞমূর্ত্তি জ্ঞকের ফলদাতা এবং প্রভাবসম্পন্ন। আপনি মৎস্যাকার র্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে অবস্থিত হইয়াছেন ॥১—২৪॥ পনি বারাহী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। হে দেব! আপনি গণের রক্ষার্থ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই লীলাবতারেব ব্রহ্মশাপ। আপনা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পনি সমস্ত চরাচর। আপনি বিষ্ণু, আপনি রুদ্র, আপনিই ামহ। হে প্রভো! আপনি আদি, আপনি অন্ত, রাও আপনি। হে ঈশ্বর বহুবাক্যে প্রয়োজন, কি সমস্ত ই আপনি। প্রভো! আপনি বহু প্রকার মায়ায় স্থিত অদ্বিতীয়; আপনাকে স্তব করিব কিরূপ? হে দেব- নৃসিংহ! আপনি কিরূপে প্রতিভাত, তাহা জানি না। নাকে স্তব করিব কিরূপে? হে দ্বিজগণ! প্রভু বিষ্ণু নার অবলম্বিত সিংহযোনির অভিমানে এইরূপ নানাবিধ ও বিবিধ ভক্তি প্রকাশেও শান্তি লাভ করিলেন। যে, পূর্ব্বক নৃসিংহ-স্তব পাঠ, স্তবার্থ বিচার এবং দ্বিজগণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি, বিষ্ণুলোক আদৃত হয়। তখন ব্রহ্মাপুরোগম শ্রেষ্ঠ দেবগণ আত্মরক্ষার্থ প্রভু শিবের নিকট গিয়া নৃসিংহরূপী বিষ্ণুর সমুদয় বিবরণ নিবেদনপূর্ব্বক স্তব করিতে করিতে সেই পরম কারণ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ঈশ্বর, মন্দর পর্ব্বতে উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও প্রমথগণ তাঁহার সেবা করিতেছিল। ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে ভূতলে প্রণাম- পূর্ব্বক সভায় গদগদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। আপনি কালের কাল, রুদ্রমৃত্যু, শিব, রুদ্র এবং শঙ্কর; আপনাকে নমস্কার। আপনি উগ্র, কাল, সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, আমাদিগের মঙ্গলদাতা। আমরা সেই আর্ত্তিনাশক শঙ্কর সর্ব্বশিবকে নমস্কার করি। আপনি ময়স্কর, বিশ্ববিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ সকলের অন্তক উমাপতি; আপনাকে নমস্কার। আপনি সাক্ষাৎ হিরণ্যবাহু, হিরণ্যপতি, সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপপুরুষ; আপনাকে নমস্কার। আপনি সদসদ্ব্যক্তিহীন, মহত্তত্ত্বেরও কারণ, আদি ও নিধনবর্জ্জিত বিশ্বরূপ ও জায়মান; আপনাকে নমস্কার। আপনি জগতে বহু প্রকারে জাত হইয়াছেন, আপনি প্রভূত, রুদ্র, নীলরুদ্র, প্রচেতা, কাল, কালরূপ কালাঙ্গহারী, মীঢ়ুষ্টম এবং শিতিকণ্ঠ দেব; আপনাকে নমস্কার। আপনি মহীয়ান্ ও দেবারিগণের হন্তা; আপনাকে নমস্কার। আপনি তার, সুতার ও তারণ; আপ- নাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি হরিকেশ, শম্ভু, পরমাত্মা এবং দেবগণের ও ভূতগণের মঙ্গল বিধাতা; তোমাকে নমস্কার ॥ ১—৪৩ ॥ হে পার্ব্বতীমঙ্গলনিধান! তুমি রুদ্ররূপী কপর্দ্দী এবং নীলকণ্ঠ; তোমাকে নমস্কার। তুমি হিরণ্য, তুমি মহেশ, তুমি শ্রীকণ্ঠ, ভস্মলিপ্তদেহ এবং দণ্ড- মুণ্ডীশ্বররূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি হ্রস্ব, দীর্ঘ, বামন; তুমি উগ্রত্রিশূলধারী উগ্ররূপী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভীম, ভীমকর্ম্মরত; তুমি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া এবং অলক্ষিত থাকিয়া প্রাণি বধ কর। তুমি ধনুর্দ্ধর, শূলপাণি, গদাধর, হলধর, চক্রপাণি, বর্ম্মধারী এবং দৈত্যগণের কর্ম্ম- বিঘ্ন কর; তোমাকে নমস্কার। তুমি সদ্য মন্ত্রস্বরূপ, সদ্যরূপ এবং সদ্যোজাত; তোমাকে নমস্কার। তুমি বামমন্ত্রাত্মক বামরূপ এবং বামলোচন; তোমাকে নমস্কার। তুমি অঘোর মন্ত্রস্বরূপ, বিকট এবং বিকটদেহ; তোমাকে নমস্কার। তুমি পুরুষমন্ত্র স্বরূপ পুরুষোত্তম, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ পরমেষ্ঠী ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশান, ঈশ্বর; তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ শিব; তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্ব! বিশ্বকর্ত্তা জগৎপ্রভু বিষ্ণু, জগতের হিতার্থ নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক বলতর দৈত্যেন্দ্র এবং হিরণ্য- কশিপুকে সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন। এখন তিনি সিংহভাবে নিখিল জগতকে পীড়া দিতেছেন; হে দেবেশ! এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, এখন তাহা আপনি করুন। আপনি উগ্রস্বরূপে সর্ব্ব দুষ্টগণের নিয়ন্তা; আপনি আমাদিগের কল্যাণদাতা শিব-স্বরূপ; আমরা শরণাগত। আপনি কাল- কূটভোজী শরীরে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বিশ্বেশ্বর! আপনার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ; আমরা কেবল আপনার ক্রীড়া- বস্তু। আপনার নয়নের উন্মীলন নিমীলনে আমাদিগের সৃষ্টিসংহার হইয়া থাকে ॥ ৪৪—৫৬ ॥ শিব! আপনার বিনাশ নাই; কেননা আপনার নিমেষরূপ প্রলয় আপনার

পক্ষে হইতে পারে না। হে দেব! আমরা অমিততেজা নৃ-হরির তেজে সন্তপ্ত হইয়াছি। অতএব সর্ব্বলোক-হিতার্থে এই নৃ-সিংহকে আপনার সংহার করিতে হইবে। সূত বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপ নিবেদন করিলে প্রভু দেব শঙ্কর হাস্য করত দেবগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, আমি তাহাকে সংহার করিব। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই শিবকে প্রণিপাত করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর মহাদেব শরভরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক গর্ব্বিত মৃগভোজী নৃসিংহের সমীপে গমন করিলেন। তখন সুরপূজিত শরভ, প্রাণ অপহরণ করিলে বিষ্ণু সিংহাকার পরিত্যাগপূর্ব্বক নররূপে তথা হইতে যথাস্থানে গমন করিলেন। তখন শিব সুরগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া নিজধামে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি এই শিবস্তবপাঠ বা শ্রবণ করে, সে শিবলোকে গিয়া শিবের সহিত আনন্দে থাকে॥ ৫৭—৬৩॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষন্নবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, বিশ্বসংহারকারী মহাদেব, কিরূপে মহাঘোর বিকৃত শরভরূপ অবলম্বন করিলেন এবং নৃ-সিংহ কিরূপ বীর্য্য প্রকাশ করিলেন, তৎসমস্ত আমূল আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, দয়াময় পরমেশ্বর শিব, পূর্ব্বোক্তরূপে দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নৃসিংহ-তেজ সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই জন্যই তিনি মহাপ্রলয় কারণ নিজ ভৈরবরূপ মহাবল বীরভদ্রকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র, গণদিগের অগ্রে হাস্য করতঃ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আনুযাত্রিক কোটি কোটি গণ অত্যুগ্র সিংহাকার এবং অট্টহাস্য ও ইতস্তত উৎপতনে ব্যগ্র। অপর আনুযাত্রিক কোটি কোটি গণ নৃত্য ও আমোদ পরায়ণ, বীর এবং মহাবীর। এই গণ সকল ব্রহ্মাদি দেবগণকে কন্দুকের ন্যায় লইয়া ক্রীড়া করিতে সক্ষম। সেই বীর বন্দিত প্রলয়ানল জ্বালবৎ সমুজ্জ্বল নয়নত্রয়ে দুর্দ্দর্শ, বীরভদ্র অন্যান্য বিবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব গণে পরিবৃত ছিলেন॥ ১—৭॥ তাঁহার হস্তে অস্ত্র শস্ত্র, জটাজুট-মূলে সমুজ্জ্বল নব শশধর, দংষ্ট্রাদ্বয় শশীকলা সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র। তাঁহার ভ্রূলতাযুগল ইন্দ্রধনু সদৃশ। তখন তদীয় মহা প্রচণ্ড হুঙ্কারে দিঙমণ্ডল বধিরীকৃত হইল। শ্মশ্রু নীলমেঘ ও অঞ্জন সদৃশ। অদ্ভুতাকৃতি বীর-শক্তি-বিজৃম্ভিত ভগবান্ বীরভদ্র, অপ্রতিহত বাহুযুগলে বিবাদনাশক ত্রিশিখ অস্ত্র বারংবার ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্বয়ং সদাশিবকে বলিলেন, হে জগৎ-স্বামিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে স্মরণ করিবার কারণ কি? আজ্ঞা করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, ভৈরব! অকালে দেবগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে; সেই দুরাসদ নৃসিংহবাহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছেন; এখন তুমি তাহা নির্ব্বাণ কর। প্রথমতঃ সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইবে; তদ্দ্বারাই শান্তি হওয়া সম্ভব, নিতান্ত না হইলে সূক্ষ্মতেজ দ্বারা সূক্ষ্মতেজ ও স্থূলতেজ দ্বারা স্থূলতেজ সংহার করত মদীয় ভৈরবভাব প্রদর্শন করিবে এবং হে বীরভদ্র! আমা আজ্ঞাক্রমে তাহার মুণ্ড লইয়া আসিবে, ইহাই এখন ক কর্ত্তব্য। গণনায়ক প্রশান্তকায় বীরভদ্র নৃসিংহ যথায় অবস্থি ছিলেন, শিব-আজ্ঞা পাইয়া সত্বর তথায় গমন করিলে অনন্তর রুদ্ররূপী ঈশান বীরভদ্র, পিতা যেমন ঔরসপুত্রে বুঝাইয়া থাকেন, তদ্রূপ নৃসিংহকে বুঝাইবার জন্য বলি লাগিলেন, হে ভগবন্ মাধব! তুমি জগতের সুখের জ অবতীর্ণ হইয়াছ। পরমেষ্ঠী সদাশিব, তোমাকে জগৎপাল নিযুক্ত করিয়াছেন। হে ভগবন্! প্রলয়কালে সমুদয় জ সমুদ্রপ্লাবিত হইলে, তুমি মৎস্যরূপী হইয়া নিজপুচ্ছে সমু প্রাণিবৃন্দ স্থাপনপূর্ব্বক ভ্রমণ করত রক্ষা করিয়া কূর্ম্মরূপে তুমি ত্রিভুবন ধারণ করিতেছ। বরাহরূপে পৃথি উদ্ধার করিয়াছ। এই নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে করিয়াছ। তুমি বামনরূপে পদচালনা করিয়া বলিকে ব করিয়াছ। তুমি সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ ও প্রভু এ স্বয়ং অবিনাশী। যখন যখন জগতের কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থি হয়, তখন তখনই তুমি অবতীর্ণ হইয়া তাহা দূর ক হে হরে! তোমা অপেক্ষা অধিক বা সমান শিবভক্ত নাই। হে কেশব! তুমি ধর্ম্ম এবং বেদ যে শুভ প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, যাহার জন্য তোমার এই অবত সেই হিরণ্যকশিপুও নিহত হইয়াছে। হে ভগবন্! তোমার নরসিংহ দেহ অত্যন্ত উগ্র, অতএব হে বিশ্বাত্ম আমার সমীপেই এই দেহ তুমি উপসংহার কর॥ ৮—২ সূত বলিলেন; বীরভদ্র নৃসিংহকে এই প্রকার শান্তবা বলিলে হরি আরও কোপে উদ্দীপ্ত হইলেন। পরে নৃসি বলিলেন, হে গণাধ্যক্ষ! তুমি যথা হইতে আগমন করিয় সেখানে গমন কর, আর তোমার সান্ত্বনা করত হিতবা বলিতে হইবে না; এক্ষণেই আমি এই চরাচর জগৎ সংহার করিতেছি। জানিও যে, সংহর্ত্তার আর স্বতঃ পর কোথায়ও সংহার নাই। এ জগতে আমারই শাস্ত্র, আমার শাস্তা কেহ নাই, আমার প্রসাদে সক মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইয়া প্রবৃত্ত হইতেছে, আমিই স শক্তির প্রবর্ত্তক, ও আমিই নিবর্ত্তক, জানিবে। যে সত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, শ্রীমান্, বিখ্যাত ও তেজস্বী, গণাধ্যক্ষ! সে সকল আমারই তেজোবিজৃম্ভিত জানি পরমার্থজ্ঞ দেবগণই আমার অলৌকিক সামর্থ্য জা এবং এই যে সকল শক্তিসম্পন্ন দেবগণ, তাঁহারা আমা অংশ জানিও। পুরাকালে আমার নাভিপদ্ম হই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন ও সেই ব্রহ্মার ললাট হই ষড়ৈশ্বর্য্যসমন্বিত বৃষধ্বজ উৎপন্ন হইয়াছেন। স্রষ্টা ব্র রজোগুণে অধিষ্ঠিত এবং রুদ্র তমোগুণসম্পন্ন জানি আমি সকলের নিয়ন্তা, আমার পর আর কোন দেবতা না বিশ্বাধিক ও স্বতন্ত্র বলিয়া আমিই কীর্ত্তিত, জানি আর আমি এ জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা ও আমিই অখিলেশ এ জগতে এমন কেহই নাই যে, এই মদীয় নারসিংহ শুনিতেও বাঞ্ছা করে। অতএব হে ভূতমহেশ্বর! আমার শরণাগত হইয়া বিগতজ্বর হও, ইহাই তো পরম কর্ত্তব্য জানিও। আমিই কাল, আবার আমিই কা

বিনাশক, এই লোক সংহার করিতে আমিই প্রবৃত্ত হই। হে বীরভদ্র! আমা হইতে মৃত্যুরও মৃত্যু জানিও। এই দেবগণেরা আমারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছেন; জানিও ॥২৫—৩৫॥ সূত কহিলেন, অমিতবিক্রম বীরভদ্র নরসিংহের এই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে বিস্ফুরিতাধর হইয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিতে হাসিতে কহিলেন। বীরভদ্র বলিলেন, তুমি] জগৎসংহর্ত্তা বিশ্বেশ্বর পিণাকীকে বিস্মৃত হইয়াছ। দেখিতেছি, তোমার এই অসদুক্তি প্রয়োগ ও বিবাদ করা শেষে মৃত্যুর নিদান হইল। তুমি কোন রূপ কৌশলে যে মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, বল দেখি সেই সকল মৎস্যাদি অন্যান্য অবতার মধ্যে তোমার কোন্ অবতার অবশিষ্ট আছে? এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার কথা মাত্রে পরিণত হইবার লক্ষণ উঠিয়াছে; এতাদৃশ ক্রূর অবস্থাপন্ন হইয়া যে তোমার স্বীয় দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলোকন করিতেছ না যে, সেই সংহারকর্ত্তা কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তুমি প্রকৃতি, আর রুদ্রপুরুষ, তিনি তোমাতে বীর্য্য আধান করেন, তৎপরে তোমার নাভি পঙ্কজ হইতে উৎপন্ন ঐ প্রজাপতি পূর্ব্বে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উগ্র তপস্যায় ব্রতী হইয়া ললাটে নীললোহিত শঙ্করকে চিন্তা করেন। পরে সেই প্রজাপতির ললাট হইতে সৃষ্টি নিমিত্ত শম্ভু আবির্ভূত হন, তাহা দোষের বিষয় নহে। আমি মহাভৈরবরূপী দেবদেবের অংশ তোমারই—বিনয়ে না হইলে বলপূর্ব্বক সংহার করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। তুমি তাঁহারই শক্তিকলাসম্পন্ন হইয়া এই রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব হওয়াতে নিরন্তর অহঙ্কারপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছ। অতএব জানিলাম, অসৎলোকের উপকার কেবল অপকারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে সিংহ! তুমি মহেশ্বরকে নিজের পৌত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, কিন্তু তাহা হইলেও তুমি স্রষ্টা বা সংহর্ত্তা ও স্বাধীন কিছুই হইতে পারিতেছ না। সেই পিনাকী কর্ত্তৃক তুমি কুলালচক্রের ন্যায় নিরন্তর প্রেরিত হইতেছ। হে মুগ্ধ! আজ পর্য্যন্তও তোমার কূর্ম্মরূপের কপাল, হরের হারলতা মধ্যে বিরাজমান আছে, তুমি কি তাহা অবগত নও? সেই শিবের অংশ তারকারি, বরাহরূপী তোমাকে সাক্রোশে দন্ত উৎপাটনে পীড়িত করিয়াছিলেন। আজ কি তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ? বিষক্সেনরূপে তুমি যে রুদ্রের শূলাগ্রে দগ্ধ হইয়াছিলে, আজ কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ? আমিই দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞরূপধারী, তোমার শিরশ্ছেদন করি, তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছ? তোমার তমোগুণাভিভূত পুত্র ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক অদ্যাপি ছিন্ন হইয়া আছে। তথাপি কি রুদ্রের ন ব্রহ্মার অংশ বলিবে? দধীচিমুনি মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া সংগ্রামে দেবতাগণের সহিত তোমাকে যে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছ? অন্য অবতারের কথা দূরে থাকুক, যে চক্র অদ্যাপি পর্য্যন্ত হস্তে বিরাজমান, বিক্রমপ্রকাশ-সময়ে যে চক্র তোমার অতিশয় প্রিয়, হে চক্রপাণে! সে চক্র কোথা হইতে পাইলে? কেইবা সে চক্র নির্ম্মাণ করিল? এখন কি সে সকল বিস্মৃত হইয়াছ? যখন তোমার লোক সকল আমি সংহার করিলাম, তখন যে তুমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সমুদ্র-শয়নে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রিত ছিলে, সেই তুমি কিরূপে সত্ত্বগুণাবলম্বী পালক বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পার? তোমা হইতে তৃণ-পর্য্যন্ত সকলই রুদ্র-শক্তি-বিলসিত. সেই রুদ্রতেজে মোহিত তুমি ও অনল উভয়ে রুদ্র শক্তিবলেই অমিত শক্তি ধারণ করিতেছ; কিন্তু সেই রুদ্রতেজের মাহাত্ম্য তোমরা উভয়েও জানিতে সক্ষম হও নাই। আর যাহারা স্থূল-দৃষ্টি, তাহারা পর্য্যন্ত বিষ্ণুর পরম পদ দর্শনে সক্ষম, আর কত বলিব, তুমি ত বামন রূপে অদিতি হইতে, জয়ন্তরূপে ইন্দ্র হইতে, কার্ত্তিকেয়রূপে অগ্নি হইতে, ভৃগুরূপে বরুণ হইতে এবং বুধরূপে শশাঙ্কের কলঙ্কিত ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বর হইয়াছ। তুমি কালরূপী, মহেশ্বর মহাকালরূপী ও তিনিই কাল কাল। অতএব মাত্র সেই মহেশ্বরের শক্তিতেই মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছ। সেই প্রভুই ইহজগতে স্থির, ধন্বা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অনাদি-নিধন ও তাঁহা অপেক্ষা আর কেহ বীর নাই; ভয়ঙ্কর বলিয়া তিনিই জ্বররোগকে উপহাস করেন। তিনিই হিরণ্ময় পুরুষ এবং মৃগাকার পক্ষিরূপ তিনিই ধারণ করেন। এজগতের তিনিই স্রষ্টা, তদ্ব্যতীত তুমি বা ব্রহ্মা কেহই স্রষ্টা নহেন। এ সকল দেখিয়া এক্ষণে আপনার নৃসিংহরূপ সম্বরণ কর; নচেৎ এখনই মহাভৈরবরূপী মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ সদৃশ রুদ্রের বজ্রকল্প সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ এই শরভমূর্ত্তি আগমন করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করিবে। সূত কহিলেন,—বীর ভদ্রের এতাদৃশ গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণে নৃসিংহ ক্রোধবিহ্বল হইয়া ভীষণ শব্দ করিলেন ও দ্রুতবেগে বীরভদ্রের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়শৈবতেজসমুদ্ভূত বিপক্ষের ভয়জনক গগণব্যাপী, দুর্দ্ধর্ষ মহাঘোর বীরভদ্রের সেই শরভরূপ আবির্ভূত হইল। সেই মহেশ্বররূপ হিরণ্ময় ও নয়, সৌরও নয়, অগ্নিসম্ভূতও নয়, বিদ্যুৎসদৃশও নয়, বা চন্দ্রসদৃশও নয়, অথচ সৌম্য তেজোময় সে সময় নিখিল তেজ সেই অনুপম মূর্ত্তিতে লীন হইল। তাহাতে সেই মহাতেজা অব্যক্ত হইলেন। অনন্তর সেই শারভ ও নৃসিংহরূপ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল। তখন সেই শরভমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইয়া প্রকাশ পাইল এবং রুদ্রচিহ্নে চিহ্নিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় পরমেশ্বর দর্শকি দেবতাগণের জয় শব্দাদি মঙ্গলধ্বনিসমন্বিত হইয়া সংহার রূপে প্রকাশ পাইলেন। সেই শরভরূপের সহস্র বাহু, মস্তক জটিল ও তাহাতে চন্দ্রকলা শেখররূপে বিরাজমান। তাহার অর্দ্ধ শরীর মৃগরূপ, পক্ষদ্বয় বিশাল চঞ্চু ও দন্ত অতি তীক্ষ্ণ, বজ্রতুল্য নখ, কণ্ঠে কালিমা, বাহু সকল অতিদীর্ঘ অর্গল সদৃশ, পাদচতুষ্টয় যেন বহ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, নয়নত্রয় কোপে রক্ত বর্ণ ও কুপিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় ঘূর্ণায়মান এবং সেই নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ত বহির্গত হইতেছে। ক্রোধে অধরোষ্ঠ হইতে দন্তপংক্তি বহির্গত হইয়াছে, নিয়ত বদনমণ্ডল হইতে হুঙ্কার ভীষণাকারে বহির্গত হইতেছে ॥৩৬—৬১ তাহা দেখিয়া হরি বলবিক্রম শূন্য হইয়া সূর্য্যের অধোভাগে স্থিত খদ্যোতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই শরভরূপী হরনাভি ও পদদ্বয় বিদীর্ণ করিয়া পক্ষে দ্বারা ঘূর্ণন করিতে করিতে পুচ্ছে পাদদ্বয়ও বাহু দ্বারা বাহু মণ্ডল

আবদ্ধ করিয়া হরিকে আক্রমণ করিলেন। গরুড় যেমন সর্পকে হরণ করে, তাহার পর সেইরূপ সেই শরভও হরিকে হরণ করতঃ হঠাৎ উড্ডীয়মান হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপ করিতে করিতে আবার নিম্নে নিঃক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহাকে ভয়ে ও পক্ষের আঘাতে বিমোহিত করিয়া দেব মহর্ষিগণের সহিত আকাশমার্গে গমন করিলেন। হরিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ও নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। পরে এইরূপ নীয়মান হইয়া পরবশ হওয়াতে দীনবদন হরি কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর রুদ্রকে ললিত অক্ষর মালায় স্তব করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ বলিলেন,—যিনি রুদ্র, যিনি শর্ব্ব, যিনি মহাগ্রাস, (অর্থাৎ জগৎসংহারক) যিনি বিষ্ণু; তাঁহাকে নমস্কার। যিনি উগ্র, যিনি ভীম, যিনি ক্রোধ এবং যিনিই মন্যু; তাহাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যাহাঁর নাম ভব, ও যিনি শর্ব্ব, শঙ্কর, শিব, কাল, কালকাল, মহাকাল, মৃত্যু, বীর, বীরভদ্র, শূলী ও ক্ষয়দ্বীর (অর্থাৎ পাপনাশক), নামে কীর্ত্তিত হয়েন, তাঁহাকে অনবরত নমস্কার করি। যিনি মহাদেব ও যিনি মহান্ এবং যিনি পশুপতি, এক নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ ও পিনাকী বলিয়া বিদিত, তাঁহাকে নিয়ত নমস্কার করি। যিনি অনন্ত ও সূক্ষ্ম, যাঁহাতে পর, পরমেশ্বর, পরাৎপর, মৃত্যু, মন্যু, বিশ্ব, প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয়, সেই বিশ্বমূর্ত্তিকে নমস্কার করি। যিনি বিষ্ণু কলত্র, ও যাঁহাকে মুনিগণ বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন, সেই ভানুকে নিয়ত নমস্কার করি॥ ৭০—৮১॥ যিনি কৈবর্ত্ত, যিনি অর্জ্জুনের পরীক্ষার নিমিত্ত "কিরাত" হইয়াছিলেন। যিনি মৃগরূপী ব্রহ্মাকে বাণে বিদ্ধ করিয়া 'মহাব্যাধ' নাম ধারণ করিয়াছেন। যিনি ভৈরব, যিনি শরণাগতের শরণ্য, যিনি মহাভৈরবরূপী তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি নমস্কার। যিনি কাম, যম ও ত্রিপুরের জেতা বলিয়া, কাম, কাল, পুবারি বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি নৃসিংহসংহর্ত্তা, যিনি মহাপাশৌঘ সংহর্ত্তা ও বিষ্ণুমায়ান্তকারী নামে কীর্ত্তিত হন এবং যিনি ত্র্যম্বক, ত্র্যক্ষর, (অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান এই ত্রিকালের মধ্যে কখনও যাঁহার নাশ নাই) ও যাঁহার নাম সকল ভূতের অন্তর্য্যামী বলিয়া শিপিবিষ্ট ও ভক্তের কামকল্পতরু বলিয়া মীঢ়ুষ্ এবং যাঁহাতে মৃত্যুঞ্জয়, শর্ব্ব সর্ব্বজ্ঞ, মখারি, মখেশ্বর, নাম প্রযুক্ত হয়, সেই বহ্নিরূপী বরেণ্য শম্ভুকে নমস্কার করি। যিনি মহাঘ্রাণ, যিনি সকলের আস্বাদ—গ্রাহক বলিয়া জিহ্বা নামে বিদিত, যিনি প্রাণাপানপ্রবর্ত্তী, যিনি ত্রিগুণ, যিনি ত্রিশূল (অর্থাৎ সত্বাদিগুণের যোজক) যিনি গুণাতীত, যিনি যোগী, যিনি সংসার, যিনি কর্ম্মফলরূপ প্রবাহের প্রাপক বলিয়া প্রবাহ নামে কীর্ত্তিত হয়েন, যিনি উৎপত্তি স্থিতি লয়রূপে মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক, যিনি চন্দ্র অগ্নি ও সূর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি মুক্তিবৈচিত্র্যের নিদান, যিনি বরপ্রদ, যিনি দাম্ভিকের অধঃপাতক বলিয়া অবতার নাম ধারণ করেন; যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, যিনি করাল, (অর্থাৎ হস্তে যাঁহার অনন্ত বিদ্যমান,) যিনি পতি, যিনি পুণ্যকীর্ত্তি, যিনি অমোঘ, যিনি অগ্নিনেত্র, যিনি নকুলীশ্বর, যিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠ, (অর্থাৎ ভবরোগনিবারক, যিনি মুণ্ড, অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক) যিনি দণ্ডী, যিনি যোগরূপী; যিনি মেঘবাহন, যিনি দেব ও যিনি পার্ব্বতী, তাঁহাকে অবিরত নমস্কার করি॥ ৮২—৮৯॥ যিনি অব্যক্ত, যিনি বিশোক (অর্থাৎ যাঁহা হইতে শোক নাশ হয়) যিনি স্থির, স্থিরধন্বী ও শব্দাদি পঞ্চার্থের হেতু, পণ্ডিতেরা যাঁহার স্থাণু, কৃত্তিবাস, বরদ, একপাদ, অধ্বর বাজ, পরমেষ্ঠী, নিত্য, সত্য, ধ্রুব সকল নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার চরণে আমার শত শত নমস্কার। যিনি শরভরূপ ধারণে পক্ষীশ্রেষ্ঠ নাম ধারণ করেন, যিনি যোগীশ্বর, যিনি চন্দ্রার্দ্ধশেখর ও যিনি সর্ব্বাত্মা এবং এজগতে যাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলা যায়, তাঁহার চরণে আমার একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, দশবার, অথবা সহস্রবার নমস্কার, কিম্বা পরিমাণের কি প্রয়োজন, আমার অপরিমিত অনন্ত সেই চরণে ভূয়োভূয় নমস্কার॥ ৯০—৯৪॥ সূত বলিলেন;—নৃসিংহ এইরূপ অষ্টোত্তর শত অমৃতময় নামে স্তব করিয়া পরমেশ্বর সকাশে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পরমেশ্বর! যখন আমার অহঙ্কার দূষিত অজ্ঞান হইবে, সে সময় তাহা অপনোদনে ক্ষান্ত থাকিবেন না। নরকেশরী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সাত্ত্বিক-অন্তঃকরণ হইলেন। নৃসিংহ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, বীরভদ্র বলিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি অশক্ত হইয়াছ বলিয়াই যাহাতে তোমার জীবনাশ হয়, এইরূপ পরাজিত হইয়াছ। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর মুণ্ড কাটিয়া লইলেন, পরে সেই ইতস্ততঃ বিচলিত বিচ্ছিন্ন কলেবরের চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া মাত্র শুভ্র অস্থি শেষ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। দেবগণ বলিলেন;—হে বীরভদ্র! আজ এই ব্রহ্মাদি দেবগণ মেঘ বর্ষণে পাদপের ন্যায় তোমার দৃষ্টিপাত মাত্রেই জীবিত হইলেন। যাঁহার ভয়ে, অগ্নি দাহিকাশক্তি ধারণ করেন ও সূর্য্য উদিত হইতেছেন, বায়ু নিরন্তর বহিতেছেন, এবং মৃত্যুও ধাবিত হইতেছেন; তুমিই সেই পরমপুরুষ। হে ভগবন্ বীরভদ্র! পুরাণ ব্রহ্মবাদীরা তোমাকেই অব্যক্ত চিদাকাশময় কালাতীত পরম সদাশিব বলিয়া থাকেন। আমরা তোমার জগৎকারকতাশক্তির বর্ণনে সমর্থ নহি ও রূপলাবণ্য বর্ণনের পরম ধামও বিদিত নহি। এ জগতে তুমিই যে পরমেশ্বর, এইমাত্র বিদিত আছি। হে গণাধিপ! সকল উপসর্গ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিও। হে একাদশরূপিন্! তুমিই ভগবান্ ও তুমিই বিগ্রহধারী হর। হে শিব! ঈদৃশ তোমার অনেক অনেক অবতার চরিত্র নিরীক্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, কখনও যেন তমঃ আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় না করে ও ভবদীয় চিন্তা যেন কখন বিনষ্ট না হয়। হে হর! আপনার গুঞ্জাবৃক্ষময় পর্ব্বতের তট সদৃশ অনন্তরূপ। হে রুদ্র! বেদবিশারদেরা আপনার দুই তনু বলিয়া থাকেন। এক ঘোরা তনু, অপর শিবাতনু এবং ঐ তনু প্রত্যেকে অনেক ভাগে বিভক্ত। হে ভগবন্! এজগতে নিয়ত ভীষণ মহাবল পরাক্রান্ত অরিগণকে হনন করিয়া আমাদিগকে বিপদ্ সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। হে পালক! এ জগৎ আপনারই তেজে পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ

অসুরারি আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন,হে মহেশ্বর! আজ ঐ নৃসিংহকে পরাভব করিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি সুরগণ ও অসুরগণকে অসীম বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। হে দেব! আপনিই যেহেতু স্বীয় তনুকে সূর্য্যাদি অষ্ট-মূর্ত্তিতে বিভাগ করিয়া ত্রিভুবনস্থ সকলকে ধারণ করিতেছেন; অতএব এক্ষণেও এই রক্ষিত দেবগণের অভীষ্ট দানে মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৯৫—১১০ ॥ তাহার পর দেবদেব সেই সুরগণ ও মহর্ষিগণকে বলিলেন, যেমন জলে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘৃতে ঘৃত, লীন হইয়া থাকে; সেই প্রকার এই নৃসিংহরূপী বিষ্ণুও আমাতে লীন হইয়াছেন, আমরা উভয়ে ভিন্ন নহি জানিবে। এই মহাবল দর্পধারী নৃসিংহই জগতের সংহার করিতে প্রবৃত্ত আছেন, যাঁহারা আমাতে ভক্তিমান হইয়া সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা ঐ নৃসিংহকেই পূজা করুন, ঐ নৃসিংহই তোমাদের পূজনীয় ও উহাঁকেই নিরন্তর নমস্কার কর। ভগবান্ মহাবল বীরভদ্র এই কথা বলিয়া সেই দেবগণের সম্মুখেই অদৃশ্য ভাবে অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্করের সেই অবধিই নৃসিংহ চর্ম্ম বসন হইল; সেই নৃসিংহের ছিন্ন মস্তকই মুণ্ডমালার মধ্যস্থলে মধ্যমণি স্বরূপ ভাসমান হইতে লাগিল। তাহার পর দেবগণ নির্ভয় হইয়া এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে করিতে বিস্ময় বিকসিতলোচনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। যে এই শিবলোকের সোপান, বিষ্ণুমায়ানিবারক, পরমার্থপ্রদ, সর্ব্বভূত নিবারক বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, যোগ সিদ্ধি সাধন শিবজ্ঞান প্রকাশক, পবিত্র পরম উপাখ্যান পাঠ করে বা শ্রবণ করে, তাহার সকল দুঃখ দূর হয়, ধন যশঃ আয়ুঃ আরোগ্য, পুষ্টি, এ সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর অপ-মৃত্যু ভয় থাকে না, সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাদি শান্তিগুণের সহিত উপচিত হয়, ও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়। দুষ্টগ্রহ, বিষ, শত্রু-কুলের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সকল মনঃপীড়া, রোগ নাশ প্রাপ্ত হয় ও মন-সুখ পুত্র পৌত্রাদির সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তগণ পিনাকীর এই শরভাকার পরম রূপ যাহারা শুনিতে উৎসুক, সেই সকল ভক্ত জনের নিকটে ইহা প্রকাশ করিবে। ভক্তেরা ঐ সকল, ভক্তসকাশে চৌর ব্যাঘ্র সর্প সিংহাদির যম স্বরূপশরভের চরিত্র কীর্ত্তন করিবে এবং স্বয়ং পাঠ করিবে ও শুনিবে। বিশেষতঃ সকল শিবোৎ-সবে চতুর্দ্দশীতে, অষ্টমীতে, প্রতিষ্ঠাকালে এই শিব-সন্নিধি-কারক শরভ চরিত অবশ্য অবশ্য পাঠ করিবে। ভূমিকম্প, দাবাগ্নি ও পাংশুবৃষ্টি রাজভয় বা অন্য কোন উৎপাত হইলে এবং উল্কাপাত, মহাবাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে এই শরভচরিত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে সকল উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই সর্ব্বোত্তম স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে। সে ব্যক্তি রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রের অনুচর হইয়া থাকে ॥ ১১১—১২৮ ॥

ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন;—পুরাকালে জটামৌলি ভগবান্ ভগনেত্রহর হর পাকশাসন পরাক্রমী জলন্ধরকে কি প্রকারে হনন করেন? হে সুব্রত রোমহর্ষণ! তাহা বলিয়া আমা-দিগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করুন। সূত বলিলেন;—সাক্ষাৎ যম সদৃশ তপস্যায় লব্ধবিক্রম প্রবল পরাক্রান্ত জলমণ্ডল-সম্ভব জলন্ধর নামে এক অসুর ছিল, সেই অসুর কর্ত্তৃক দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, অধিক কি ভগবান ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমরে পরাজিত হইয়াছিলেন। সে অসুর এইরূপে সকল ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়া দেবদেবেশ্বর বিশ্বহর বিষ্ণুর সমীপে গমন করিল। পরে তাঁহাদের উভয়ের অবিশ্রান্ত দিবারাত্র ব্যাপিয়া নিয়ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণুও তাহার নিকটে পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ বিষ্ণুকে যেপর্য্যন্ত জয় করিয়া সেই দুর্দ্দম রণপণ্ডিত জলন্ধর ঈশ্বর পিনাকীর জয় বাসনায় স্বীয় অনুচর দৈত্যগণকে বলিলেন; হে দানবপুঙ্গব! আমি সংগ্রামে সকলকেই পরাজয় করিলাম, এক্ষণে কেবল মাত্র শঙ্কর অবশিষ্ট আছে। এস, তাহাকে নন্দী ও প্রমথগণের সহিত পরাজয় করিয়া তোমাদিগকে শিবত্ব, ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি দেবত্ব দান করিব। জলন্ধরের সেই বাক্য শ্রবণে পাপিষ্ঠ দানবাধমেরা যেন মৃত্যু দর্শনে তৎপর হইয়াই উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই ভীম পরাক্রম জলন্ধর স্বয়ং যুদ্ধবাসনায় সন্নদ্ধ হইয়া সেই সকল দৈত্য ও অন্যান্য দৈত্যগণের সহিত শিবের অভি-মুখে যাত্রা করিল। ভগবান্ প্রমথগণবেষ্টিত নন্দীসমভিব্যাহারী মহেশ্বরও সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় সেই দৈত্যেন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহার অন্য কর্ত্তৃক অবধ্যত্ব শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, হে অসুরেশ্বর! সম্প্রতি এযুদ্ধে তোমার কি প্রয়োজন? কেন বৃথা সংগ্রামে বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে উদ্যুক্ত হইতেছ? মহাবল জলন্ধরও পিনাকীর শ্রোত্রবিদারক বাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া বলিতে লাগিল, হে মহাবাহো-বৃষধ্বজ! হে দেবদেব! আর বৃথা বাক্য ব্যয়ে নিষ্প্রয়োজন। চন্দ্রকিরণ সন্নিভ তীক্ষ্ণ শস্ত্রে যুদ্ধ করি-বার নিমিত্তই এখানে আগমন করিয়াছি। ভগবান্ শূলী অসুরের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবলীলায় চরণাঙ্গুষ্ঠে-দ্বারা মহাসমুদ্রে ভীষণ সুদর্শনচক্র উৎপন্ন করিলেন। ত্রিপুরারি সমুদ্রে এইরূপে নিশিত চক্র উৎপাদন করিয়া পাছে এই চক্রে ত্রিজগৎ ও দেবগণ নিহত হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া চক্রকে সেই সমুদ্রেই স্থাপন করত হাসিতে হাসিতে সেই অসুরকে বলিলেন ॥ ১—১৭ ॥ হে অসুরেন্দ্র-জলন্ধর! যদি চরণাঙ্গুষ্ঠে দ্বারা মহাসমুদ্রে নির্ম্মিত চক্রকে উত্তোলন করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অন্যথা নহে। সেই দৈত্যপতি পিনাকীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া, নেত্রাবলোকনে ত্রিজগৎকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল, পরে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল,—হে শঙ্কর! গরুড় যেমন নির্ব্বিষ ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্পকে অবলীলায় বিনাশ

করে, আজ আমিও সেরূপ গদাঘাতে তোমাকে নন্দীকে ও সকল দেবগণের সহিত এই ত্রিলোককে পর্য্যন্ত সংহার করিব। হে মহেশ্বর! আমি এই সবাসব স্থাবর জঙ্গম সকলকে নিহত করিতে সক্ষম। এ ত্রিভুবনে এহেন কে আছে, যে আমার বাণেরও অচ্ছেদ্য? আমি বাল্যকালে ভগবান্ বিষ্ণুকে তপস্যায় পরাজিত করিয়াছি, পরে যৌবনে ব্রহ্মাকে ও সকল দেবগণের সহিত মুনিগণকেও পরাজিত করি। মনে করিলে এই সচরাচর ত্রিলোক ক্ষণকাল মধ্যেই দগ্ধ করিতে পারি। হে রুদ্র! তুমি কি তপস্যায় ভগবান্ বিষ্ণুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছ? সর্পেরা যেরূপ গরুড়ের গন্ধও সহিতে অক্ষম, সেইরূপ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আমার গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। হে গণেশ্বর! আমি বাহু সকল স্বর্গে মর্ত্তে কিছু না পাইয়া অবশেষে রণকণ্ডু অপনোদনের নিমিত্ত সমস্ত পর্ব্বতে ঘর্ষণ করিয়াছিলাম, ঐ ঘর্ষণে মন্দর, শ্রীমান, নীল, সুশোভন সুমেরু প্রভৃতি গিরিবর পতিত হয়। কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা হিমালয়ে গঙ্গা রোধ করি। আমার পত্নীর ভৃত্যগণেরা পর্য্যন্ত দেবগণের বস্ত্র রোধ করিয়াছে। আমি স্বহস্তে বড়বানলের মুখভগ্ন করিয়াছি; সেই সময় এই ভূমণ্ডল কেবল জলময় হইয়া যায় এবং আমিই ঐরাবতাদি দিগ্‌গজগণকে সিন্ধু জলোপরি নিঃক্ষেপ করি। আমিই ভগবান্ ইন্দ্রকে রথের সহিত শত যোজন অন্তরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। আমা কর্ত্তৃক গরুড় ও বিষ্ণুর সহিত নাগপাশে বদ্ধ হন। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাকে কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্র আমার নিকট হইতে প্রণাম পুরঃসর কত অনুনয় বিনয়ে অতিকষ্টে শচীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উমাপতে! তুমি এহেন মহাবীর জলন্ধরকে কেন না অবগত আছ? ॥১৮—৩১॥ সূত কহিলেন;—জলন্ধরের এই প্রকার গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে মহাদেব যখন রুষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার নয়নের প্রান্ত হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইয়া সেই অসুরের রথ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ত্রিপুর-রিপুর নিরীক্ষণে দৈত্যেন্দ্রগণ অতুলবল অশ্ব ও গজের সহিত দগ্ধ হইয়া গেল। তখন জলন্ধর বলিল, হে মহেশ্বর! সংগ্রামে আমার দৈত্যগণের কি প্রয়োজন? যেহেতু আমি একাকীই ক্ষণকাল মধ্যে সকলকে হনন করিতে পারি। হে শিব! যদি তোমার ভয় না থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, যুদ্ধ করিতে অতিশয় ইচ্ছা থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। হে দক্ষশত্রো মদনারে! অতএব গণপতিগণের নন্দীর ও দেবগণের আমার বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তোমার বল থাকে, তবে যুদ্ধ করিতে এখানে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হও। দৈত্যপতি এতাদৃশ বাক্য বলিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হওয়াতে, তখন মৃত বন্ধু বান্ধবগণকে আর স্মরণ করিল না এবং মরণ কাল উপস্থিত বলিয়া তজ্জন্য কিঞ্চিৎমাত্র ও তাহার মন চঞ্চল হইল না। পরে সেই দুর্বিনীত অসুর হস্তের দ্বারা শব্দ করতঃ আস্ফালন করিয়া পিনাকীর সংহার বাসনায়, সেই সুদর্শন চক্র উত্তোলনে প্রবৃত্ত হইল; সেই দুর্ম্মদ দুর্বৃত্ত আসন্ন-মৃত্যু জলন্ধর অতি কষ্ট করিয়া বাহু-বল থাকাতে যেমন চক্র উত্তোলন করিয়া স্কন্ধে স্থাপন করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার কলেবর সেই চক্রে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। যেমন বজ্রাঘাতে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া পর্ব্বত-রাজেরা ভূমিতে পতিত হয়, অপর আর একটী অঞ্জনাদ্রি সদৃশ দৈত্যেন্দ্র জলন্ধরও চক্রখণ্ডিত হইয়া সেই প্রকার ভূমিতে পতিত হইল। ক্ষণকালমধ্যেই তাহার সেই রৌদ্র রক্তে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন রুদ্রের শাসনে সেই অখিল রক্ত ও মাংস মহারৌরব নরকে গমন করিয়া রক্তকুণ্ড হইল। জলন্ধরকে নিহত দেখিয়া দেব গন্ধর্ব্ব পারিষদেরা মহান্ হর্ষসূচক সিংহ নাদ করিয়া সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। যে এই জলন্ধর-বিমর্দ্দন উপাখ্যান পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা কাহাকে শোনায়, সে ব্যক্তি গাণপত্য লাভ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২—৪৩ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন;—হে ভূত! দেব বিষ্ণু দেবদেব মহেশ্বর সকাশে কি প্রকারে সুদর্শন চক্রলাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের তদ্বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সূত বলিলেন, পূর্ব্বে দেব ও অসুরেন্দ্রগণের সকল ভূতের বিনাশ-জনক সুদারুণ সংগ্রাম হয়। দেবগণ সেই সংগ্রামে বাণবিদ্ধ ও শক্তি, মুষল এবং কুন্ত নামক অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে ভয়বিহ্বল হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরাজিত দেবতারা এইরূপে পলায়িত হইয়া দেবদেবেশ্বর হরি সমীপে আগমন করিয়া শোকাকুল চিত্তে নমস্কার করিলেন। সুরেশান হরি প্রণত দেবগণকে বিষণ্ণ চিত্ত দেখিয়া বলিলেন;—বৎস সুরপতিগণ! তোমা-দিগকে কেন এইরূপ বিক্রম শূন্য দেখিতেছি? তোমাদের গাত্রে ভূষণ নাই, ও মানসিক সন্তাপ ক্লেশ দিতেছে। ইহার কারণ বলিয়া আমাকে নিরুদ্বিগ্ন কর। তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন দেবগণ প্রণতি পুরঃসর তাঁহাকে যথাবৃত্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন;—হে ভগবন্ জনার্দ্দন! হে শরণা-গতবৎসল জিষ্ণো! এই দেবগণ, দানবগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, ইহাদিগকে অভয়দানে স্বীয় "শরণাগত বৎসল" এই নামের সার্থকতা প্রকাশ করুন। হে দেবদেবেশ! হে পুরুষোত্তম! আপনিই আমাদিগের গতি, আপনিই পরমাত্মা, আপনি আমাদের বলিয়া কি, জগতের পর্য্যন্ত পিতা, আপনিই হর্ত্তা, আপনি কর্ত্তা, আপনিই দাতা, আপনিই ভোক্তা ও আপনিই জনার্দ্দন, অতএব হে দানবার্দ্দন! আপনিই দুর্দ্দম দানব-গণকে বিনাশ করিতে যোগ্য হইতেছেন ॥ ১—১০ ॥ হে রাজীবলোচন! সকল দৈত্যগণ আপনার সকাশে বরলাভ করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ রৌদ্রাস্ত্র, যাম্যাস্ত্র এবং কৌবের, সৌম্য, নৈঋত্য, বারুণ, বায়ব্য, আগ্নেয়, ঐশান, পাজন্ম, সৌর, রৌদ্র, কম্পন, ও জৃম্ভনাস্ত্রে অধিক কি বৈষ্ণবাস্ত্র ব্রাহ্মাস্ত্রে পর্য্যন্ত অবধ্য হইয়াছে। হে জগদ্‌গুরো! আপনার যে সূর্য্যমণ্ডল সম্ভূত চক্র ছিল,

দধীচিমুনির প্রতিক্ষেপ করাতে তিনি তাহা কুণ্ঠিতাগ্র করিয়া দিয়াছেন। আপনার প্রসাদে দৈত্যগণ দণ্ড শার্ঙ্গ প্রভৃতি ভবদীয় অস্ত্র লাভ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে এমন কোনও উপায় দেখি না যে, তাহা দ্বারা ঐ দুষ্টগণ বিনষ্ট হয়, তবে পূর্ব্বে জলন্ধরাসুরের বিনাশের নিমিত্ত ত্রিপুরারি সুতীক্ষ্ণ ভীষণ সুদর্শন নামে চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা দ্বারা ঐ দুষ্টকে হনন করিতে আপনি সমর্থ। তদ্ব্যতীত অন্য আর উপায় নিরীক্ষিত হইতেছে না, অতএব হে রিপুসূদন! সেই অস্ত্রেই অসুরগণকে নিধন করিতে হইতেছে, অন্য শত শত অস্ত্রেও তাহার বিনাশ হইবে না। বারিজেক্ষণ চক্রধারী হরি সেই ব্রহ্মাদিদেবগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! এস, সকল দেবগণের সহিত মহাদেবের সমীপে গমন করিয়া এখনই দেবগণের অভিলষিত সাধন করিব। হে অমরনিবহ! ত্রিপুরারি জলন্ধর নিধনের নিমিত্ত যে চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এখনই তাহা লাভ করিয়া সেই মহাস্ত্রে মহাসুরগণকে ছয় হাজার শত সংখ্যক ধুন্ধু প্রভৃতি অসুরগণকে সবান্ধবে নিধন করিয়া তোমাদিগকে পবিত্রাণ করিব। সূত বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্টরশ্রবা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরকে স্মরণ করত, সেই শঙ্করের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জনার্দ্দন যথাবিধি বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত মেরুপর্ব্বতসঙ্কাশ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া ত্বরিতাখ্য রুদ্রমন্ত্রে ও রুদ্রসূক্ত দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলেন। আর সেই জ্বালাকার-মনোরম লিঙ্গ মূর্ত্তি রুদ্রকে স্তব ও অগ্নিতে পূজা করিয়া প্রণবাদি নমোঽন্ত ভবাদি সহস্র নাম পাঠ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ঐ পিনাকীর শিবনাম প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন। আর ঐ শঙ্করকে ভবাদি সহস্র নামের প্রতি নাম প্রণবাদি নমোন্ত করিয়া পদ্ম দ্বারা পূজা করিলেন ও ঐ সহস্র নামের প্রতিনাম প্রণবাদি স্বাহান্ত উচ্চারণ করিয়া সমিদাদি দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি দশ হাজার হোম করিলেন, পরে আবার প্রণবাদি নমোন্ত করিয়া সেই ভবাদি সহস্র নামে ভবভূতির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, হে প্রভো! আপনি ভব, শিব, হর, রুদ্র, পুরুষ, পদ্মলোচন, অর্থিতব্য, সদাচাব, সর্ব্ব, শম্ভু, মহেশ্বর, ঈশ্বর, স্থানু, ঈশান, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, বরীয়ান, বরদ, বন্দ্য, শঙ্কর, পরমেশ্বর, গঙ্গাধর, শূলধর, পরার্থৈকপ্রয়োজন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদেবাদি, গিরিধন্বা, জটাধর, চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রমৌলি, বিদ্বান্, বিশ্বামরেশ্বর, বেদান্তসার সর্ব্বস্ব, কপালী, নীল লোহিত, জ্ঞানাধার, অপরিচ্ছেদ্য, গৌরী-ভর্ত্তা, গণেশ্বর, অষ্টমূর্ত্তি, বিশ্বমূর্ত্তি, ত্রিবর্গ, স্বর্গসাধন, জ্ঞানগম্য, দৃঢ়প্রজ্ঞ, দেবদেব, ত্রিলোচন, বামদেব, মহাদেব, পাণ্ডু, পরিদৃঢ়, অদৃঢ় বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বাগীশ, শুচি, অন্তর, সর্ব্বপ্রণয় সম্বাদী, বৃষাঙ্ক, বৃষবাহন, ঈশ পিনাকী, খট্টাঙ্গী, চিত্রবেশ, চিরন্তন, তমোহর, মহাযোগী, ব্রহ্মাঙ্গহৃৎ, জটী, কাল-কাল, কৃত্তিবাস, সুভগ প্রণবাত্মক, উন্মত্তবেশ, চক্ষুষ্য, দুর্ব্বাসা স্মরশাসন, দৃঢ়ায়ুধ, পরমেষ্ঠীপরায়ণ, অনাদি-মধ্য-নিধন, গিরীশ গিরিবান্ধব, কুবের-বন্ধু, শ্রীকণ্ঠ, লোকবর্ণোত্তমোত্তম, সামান্য দেব, কোদণ্ডী, নীলকণ্ঠ, পরশ্বধী, বিশালাক্ষ, মৃগব্যাধ, সুরেশ সূর্য্যতাপন, ধর্ম্মকর্ম্মাক্ষম, ক্ষেত্র ভগবান, ভগনেত্রভিদ্‌উগ্র, পশুপতি তার্ক্ষ্য প্রিয়ভক্ত, প্রিয়ম্বদ, দান্তোদয়াকর, দক্ষ, কপর্দ্দী, কামশাসন, শ্মশাননিলয় সূক্ষ্ম, শ্মশানস্থ, মহেশ্বর, লোককর্ত্তা, ভূতপতি, মহাকর্ত্তা, মহৌষধী, উত্তর ও গোপতি এবং গোপ্তা নাম ধারণ করেন (১০০) আর পণ্ডিতেরা আপনাকেই জ্ঞানগম্য, পুরাতন, নীত, সুনীতি, শুদ্ধাত্মা, সোম সোমরত, সুখী, সোমপ, অমৃতপ, সোম, মহানীতি, মহামতি, অজাতশত্রু, আলোক, সম্ভাব্য, হব্যবাহন, লোককর, বেদকার, সূত্রকার, সনাতন, মহর্ষি কপিলাচার্য্য, বিশ্বদীপ্তি, ত্রিলোচন, পিণাকপাণি ভূর্দ্দেব, স্বস্তিদ, সদা স্বস্তিকৃৎ, ত্রিধামা, সৌভগ, সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগোচর, ব্রহ্মধৃক্ বিশ্বসৃক্ স্বর্গ, কর্ণিকার, প্রিয়, কাব, শাখবিশাখ, গোশাখ, শিব, নৈক, ক্রতু, গঙ্গা-প্লবোদক, ভাব, সকল, সুপতিস্থির, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা ভূতবাহন-সারথি, সগণ, গণকার্য্য, সুকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, কামদেব, কামপাল, ভস্মোদ্ধূলিত বিগ্রহ, ভস্মপ্রিয়, ভস্মশায়ী, কামীকান্ত, কৃতাগন, সমাযুক্ত, নিবৃত্তাত্মা, ধর্ম্মযুক্ত, সদাশিব, চতুর্ম্মুখ, চতুর্ব্বাহু, দুরাবাস, দুরাসাদ, দুর্গম, দুর্লভ, দুর্গ. সর্ব্বায়ুধবিশারদ, অধ্যাত্মযোগ নিলয়, সুতন্ত, তন্তুবর্দ্ধন, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, অমৃতাশন, ভস্মশুদ্ধিকর, মেরু, ওজস্বীশুদ্ধবিগ্রহ, হিরণ্যরেতা, তরণি মরীচি, মহিমালয়, মহাহ্রদ, মহাগর্ভ, সিদ্ধবৃন্দারবন্দিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মধর, ব্যালী, মহাভূত, মহানিধি, অমৃতাঙ্গ, অমৃতবপুঃ, পঞ্চযজ্ঞ, প্রভঞ্জন, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ, পারিজাত পরাবর, সুলভ, সুব্রত শূর, বাঙ্ময়ৈকনিধি ও নিধি এবং বর্ণাশ্রম গুরু, এই সকল নামে কীর্ত্তন করেন, আপনাকে অসংখ্য নমস্কার করি। (২০০) যিনি বর্ণী, শত্রুজিৎ শত্রুতাপন, আশ্রম, ক্ষপণ, ক্ষাম, জ্ঞানবান্, অচলাচল, প্রমাণভূত, দুর্জ্জেয়, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্ধর, ধনুর্ব্বেদ, গুণরাশি, গুণাকর, অনন্তদৃষ্টি, আনন্দ, দণ্ড দময়িতা, দম, অভিবাদ্য, মহাচার্য্য, বিশ্বকর্ম্মা, বিশারদ, বীতরাগ, বিনীতাত্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, জিতকাম, অজিতপ্রিয়, কল্যাণ, প্রকৃতি, কল্প, সর্ব্বলোক প্রজাপতি, তপস্বীতারক, ধীমান, প্রধান প্রভু, অব্যয়ায়, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, কল্পাদি, কমলেক্ষণ, বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ, নিয়ম, নিয়মাশ্রয় প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে ও যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু এবং যাঁহার বিরাম, বিক্রমচ্ছবি, ভক্তিগম্য, পরব্রহ্ম মৃগবাণার্পণ, অনঘ, অদ্রিরাজালয়, কান্ত, পরমাত্মা, জগদ্‌গুরু, সর্ব্বকর্ম্মাচল, ত্বষ্টা, মঙ্গল্য মঙ্গলাবৃত, মহাতপাঃ, দীর্ঘতপাঃ, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অহঃ, সম্বৎসর, ব্যাপ্তি, প্রমাণ, তপঃ, সম্বৎসরকর, মন্ত্র প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, স্নিগ্ধ, মহারেতা, মহাবল, যোগী, যোগ্য, মহারেতা, সিদ্ধ, সর্ব্বাদি, অগ্নিদ, * বসু, বসুমনাঃ সত্য সর্ব্বপাপহর, হর, অমৃতশাশ্বত, শান্ত, বাণহস্ত প্রতাপবান্, কমণ্ডলুধর, ধন্বী, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, মুনি, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন ভোক্তা, লোকনেতা, দুরাধার ও অতীন্দ্রিয় হে দেব। সেই আপনাকে আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। (৩০০) শাস্ত্রবিশারদেরা যাঁহাকে মহাশয়,

* অর্থাৎ যিনি জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রদান করেন।

সর্ব্ববাস, চতুষ্পথ, কালযোগী, মহানাদ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাবীর্য্য, ভূতচারী, পুরন্দর, নিশাচর, প্রেতচারী মহাশক্তি, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপুঃ, শ্রীমান, সর্ব্বহার্য্যমিত, গতি, বহুশ্রুত, বহুময়, নিয়তাত্মা, ভবোদ্ভব, ওজস্তেজো-দ্যুতিকর, নর্ত্তক, সর্ব্বকামক, নৃত্যপ্রিয়, নৃত্যনৃত্য, প্রকাশাত্মা-প্রতাপ, বুদ্ধস্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, সম্মান, সারসংপ্লব, যুগাদিকৃৎ-যুগাবর্ত্ত, গম্ভীর, বৃষবাহন, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শরভ, শরভধনুষ, অপাংনিধি, অধিষ্ঠানবিজয়, জয়কালবিৎ, প্রতি-ষ্ঠিত, প্রমাণজ্ঞ, হিরণ্যকবচ, হরি, বিরোচন, সুরগণ, বিদ্যেশ, বিবুধাশ্রয়, বালরূপ, বলোন্মাথী, বিবর্ত্ত, গহনগুরু, করণ, কারণ কর্ত্তা, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, বিদ্বত্তম বীতভয়, বিশ্ব-ভর্ত্তা, নিশাকর, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, স্থানদ, জগদাদিজ, দুন্দুভ, ললিত, বিশ্ব, ভবাত্মাত্মস্থিত, বীরেশ্বর বীরভদ্র, বীরহা, বীরভৃদ্ বিরাট্, বীরচূড়ামণি, বেত্তা, তীব্রনাদ, নদীধর, আজ্ঞাধার, ত্রিশূলী, শিপিবিষ্ট, শিবালয়, বালখিল্য, মহাচাপ, তিগ্মাংশু, নিধি অব্যয়, অভিরাম, সুশরণ, সুব্রহ্মণ্য, সুধাপতি, মঘবান্ কৌশিক, গোমান্, বিশ্রাম, সর্ব্বশাসন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, সার, সংসারচক্রভৃৎ, অমোঘদণ্ডী, মধ্যস্থ, হিরণ্য, ব্রহ্মবর্চ্চসী, পরমার্থ, (৪০০) পরময়, শাম্বর, ব্যাঘ্রক, অনল, রুচি, বররুচি, বন্দ্য, অহস্পতি, অহর্পতি, রবি-বিরোচ, স্কন্ধ, শাস্তাবৈবস্বত, অজন, যুক্তি, উন্নতকীর্ত্তি শান্তরাগ, পরাজয়, কৈলাসপতি কামারি, সবিতা রবিলোচন বিদ্বত্তম, বীতভয়, বিশ্বহর্ত্তা আনবারিত, নিত্য, নিয়ত কল্যাণ, পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন, দূরশ্রবাঃ, বিশ্বসহ, ধ্যেয়, দুঃস্বপ্ননাশন, উত্তারক, দুষ্কৃতিহা, দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসহ, অভয় অনাদি, ভূ, ভূলক্ষ্মী, কিরীটী ত্রিদশাধিপ, বিশ্বগোপ্তা, বিশ্বভর্ত্তা, সুধীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজন্মাদি, প্রীতিমান্, নীতিমান্, নয়, বিশিষ্ট, কাশ্যপ, ভানু, ভীম, ভীমপরাক্রম, প্রণব, সপ্তধাচার, মহাকায় মহাধনুঃ, জন্মাধিপ, মহাদেব, সকলাগমপারগ, তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকাত্মা, বিভূষ্ণু, ভূতিভূষণ, ঋষি, ব্রাহ্মণবিদ্ জিষ্ণু, জন্ম মৃত্যু জরাতিগ, যজ্ঞ যজ্ঞপতি, যজ্বা, যজ্ঞান্ত, অমোঘ বিক্রম, মহেন্দ্র, দুর্ভর, সেনী, যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞবাহন, পঞ্চব্রহ্ম সমুৎপত্তি, বিশ্বেশ, বিমলো-দয়, আত্মযোনি, অনাদ্যন্ত, ষড়বিংশ, সপ্তলোধৃক্, গায়ত্রী-বল্লভ, প্রাংশু, বিশ্বাবাস, প্রভাকর, শিশু, গিরিরত, সম্রাট সুষেণ, সুরশত্রুহা, অমোঘ, অরিষ্টমথন, মুকুন্দ, বিগত জ্বর, স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনুজ্যোতিঃ, আত্মজ্যোতিঃ, অচঞ্চল, কপিল, কপিলশ্মশ্রু, শাস্ত্রনেত্র ত্রয়ীতনু, জ্ঞানস্কন্ধ ও মহাজ্ঞানী, এই সকল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্দেশে আমার কোটি কোটি নমস্কার। (৫০০) এবং যাঁহার নিরুৎপত্তি উপপ্লব, ভগ, বিবস্বান্ আদিত্য, যোগাচার্য্য, বৃহস্পতি, উদারকীর্ত্তি উদ্যোগী, সদ্যোগী, সদসন্ময়, নক্ষত্রমালী নরাকেশ, সাধিষ্ঠান, ষড়াশ্রয়, পবিত্রপাণি, পাপারি, মণিপুর, মনোগতি, হৃৎপুণ্ডরীকাসীন, শুক্ল, শান্তবৃষাকপি, বিষ্ণু, গ্রহপতি, কৃষ্ণ, সমর্থ, অর্থনাশন, অধর্ম্ম শত্রু, অক্ষয্য পুরুহূত পুরুষ্টুত, ব্রহ্মগর্ভ, বৃহদ্-গর্ভ, ধর্ম্ম ধেনু, ধনাগম, জগদ্‌হিতৈষী সুগত, কুমার, কুশলাগম, হিরণ্যবর্ণ জ্যোতিষ্মান্, নানাভূতধর, ধ্বনি, অরোগ, নিয়মাধ্যক্ষ বিশ্বামিত্র দ্বিজোত্তম, বৃহজ্জ্যোতি, সুধামা, মহাজ্যোতি, অনুত্তম, মাতামহ, মাতরিশ্বা, নভস্বান্ ও নাগহার ধৃক্ প্রভৃতি নাম কীর্ত্তিত হয় ও যিনি পুলস্ত্য, পুলহ; অগস্ত্য জাতুকর্ণ্য, পরাশর নিরাবরণ, ধর্ম্মজ্ঞ, বিরিঞ্চ, বিষ্টর শ্রব আত্মভূ, অনিরুদ্ধ, অত্রিজ্ঞানমূর্ত্তি, মহাযশা, লোকচূড়ামণি বীর, চণ্ডসত্য পরাক্রম, ব্যালকল্প, মহাবৃক্ষ, কনাধর, অলয় রিষ্ণু, অচল, রোচিষ্ণু, বিক্রমোত্তম, আশুশব্দপতি, বেগী প্লবন, শিখিসারথি, অসংস্পৃষ্ট, অতিথি, শত্রুপ্রমাথী, পাপ-নাশন, বসুশ্রবাঃ, কব্যবাহ, প্রতপ্ত, বিশ্বভোজন, জর্য্য জরাধিশমন, লোহিত, তনূনপাৎ, পৃষদশ্ব, নভঃ যোনি সুপ্রতীক, তমিস্রহা, নিদাঘতপন, মেঘপক্ষ, পরপুরঞ্জয় মুখানিল, সুনিষ্পন্ন সুরভি, (৬০০) শিশিরাত্মক, বসন্ত, মাধব গ্রাষ্ম, নভস্য, বীজবাহন, অঙ্গিরাঃ, মুনি, আত্রেয়, বিমল বিশ্ববাহন, পাবন, পুরুজিৎ, শক্র, ত্রিবিদ্য, নরবাহন, মনো-বুদ্ধি, অহঙ্কার, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রপালক, তেজোনিধি, জ্ঞাননিধি বিপাক, বিঘ্নকারক, অধর, অনুত্তর, জ্ঞেয়, জ্যেষ্ঠ, নিঃশ্রেয়-সালয়, শৈল, নগ, তনু, দেহ, দানবারি, অরিন্দম চারুধী জনক, চারুবিশল্য, লোকশল্যকৃৎ চতুর্ব্বেদ, চতুর্ভাব, চতুর চতুরপ্রিয়, আম্নায়, সমাম্নায়, তীর্থদেব শিবালয়, বহুরূপ মহারূপ, সর্ব্বরূপ, চরাচর, ন্যায়নির্ব্বাহক, ন্যায়, ন্যায়গম্য, নিরঞ্জন, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বশাস্ত্র প্রভঞ্জন, মুণ্ড বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, গুণোত্তম, পিঙ্গলাক্ষ, হর্য্যক্ষ, নীলগ্রীব নিরাময়, সহস্রবাহু, সর্ব্বেশ, শরণ্য, সর্ব্বলোকভৃৎ, পদ্মাসন পরংজ্যোতিঃ, পরাবর, পরংফল, পদ্মগর্ভ, মহাগর্ভ, বিশ্বগর্ভ বিচক্ষণ, পরাবরজ্ঞ, বীজেশ, সুমুখসুমহাসন, দেবাসুর-গুরুদেব, দেবাসুর-নমস্কৃত, দেবাসুর-মহামাত্র, দেবাদিদেব, দেবর্ষি-দেবাসুরবরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, দিব্য, দেবাসুর-মহেশ্বর, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, আত্মসম্ভব, ঈড্য, অনীশ, দেবসিংহ, দিবাকর, বিবুধাগ্রবরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেবোত্ত-মোত্তম, শিবজ্ঞানরত, শ্রীমান্, শিখি-শ্রীপর্ব্বতপ্রিয়, জয়স্তম্ভ (৭০০) বিশিষ্টস্তম্ভ, নরসিংহ-নিপাতন, ব্রহ্মচারী লোকচারী, ধর্ম্মচারী, ধনাধিপ, নন্দী, নন্দীশ্বর, নগ্ন, নগ্নব্রতধর, শুচি, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যুগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, স্ববশ, সবশ, স্বর্গস্বর, স্বরময়স্বন, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, ধনকৃৎ-ধর্ম্মবর্দ্ধন, দম্ভ, অদম্ভ, মহাদম্ভ, সর্ব্বভূতমহেশ্বর, শ্মশান-নিলয়, তিষ্য, সেতু, অপ্রতিমাকৃতি, লোকোত্তর, স্ফুটালোক, ত্র্যম্বক, অন্ধকারি, মুখদ্বেষী, বিষ্ণু কন্ধরাপাতন, বীতদোষ, অক্ষয়গুণ, দক্ষারী, পূষদন্তহৃৎ, ধূর্জটি, খণ্ডপরশু, সকল, নিষ্কল, অনঘ, আধার, সকলাধার, পাণ্ডুরাভ, মৃড়, নট, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, সুকুমার, সুলোচন, সামগেয়, প্রিয়কর, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থকর, জটিল, জীবিতেশ্বর, জীবিতান্তকর, নিত্য, বসুরেতাঃ, বসুপ্রিয়, সদ্‌গতি, সৎকৃতি, সক্ত, কালকণ্ঠ, কলাধর, মানী, মান্য, মহাকাল, সদ্ভূতি, সত্যপরায়ণ, চন্দ্র-সঞ্জীবন, শাস্তালোকগূঢ়, অমরাধিপ, লোকবন্ধু, লোকনাথ, কৃতজ্ঞকৃতিভূষণ, অনপায্যক্ষর, কান্ত, সর্ব্বশাস্ত্র-ভৃতাম্বর, তেজোময়-দ্যুতিধর, লোকময়, অগ্রণী, অণু, শুচিস্মিত, প্রসন্নাত্মা, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, জ্যোতির্ম্ময়, নিরাকার, জগন্নাথ, জলেশ্বর, তুম্ববীণী, মহাকায় (৮০০) বিশোক, শোকনাশন, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, শুদ্ধ শুদ্ধি, রথাক্ষজ, অব্যক্তলক্ষণ, অব্যক্ত, বিশাম্পতি, বরশীল,

বরতুর্য, মান, মানধনময়, ব্রহ্মা, বিষ্ণুপ্রজাপালক, হংস, হংসগতি, যম, বেধা, ধাতা, বিধাতা, অত্তাহর্ত্তা, চতুর্মুখ, কৈলাসশিখরবাসী, সর্ব্ববাসী-সতাংগতি, হিরণ্যগর্ভ, হরিণ, পুরুষ, পূর্ব্বজপিতা, ভূতালয়, ভূতপতি, ভূতিদ, ভুবনেশ্বর, সংযোগী, যোগবিদ্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, দেবপ্রিয়, দেবনাথ, দেবজ্ঞ, দেবচিন্তক, বিষমাক্ষ, কলাধ্যক্ষ, বৃষাঙ্ক, বৃষবর্দ্ধন, নির্ম্মদ-নিরহঙ্কার, নির্ম্মোহ, নিরুপদ্রব, দর্পহা, দর্পিত, দৃপ্ত, সর্ব্বর্তুপরিবর্ত্তক, সপ্তজিহ্ব, সহস্রার্চ্চিঃ, স্নিগ্ধ, প্রকৃতিদক্ষিণ, ভূতভব্যভবনাথ, প্রভব, ভ্রান্তিনাশন, অর্থ, অনর্থ, মহাকোশ, পরকার্য্যেকপণ্ডিত, নিষ্কণ্টক, কৃতানন্দ, নির্ব্ব্যাজ, ব্যাজমর্দ্দন, সত্ববান্, সাত্বিক, সত্যকীর্ত্তি-স্তম্ভ-কৃতাগম, অকম্পিত, গুণগ্রাহী, নৈকাত্মা-নৈককর্ম্মকৃৎ, সুপ্রীত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, শুকর, দক্ষিণ, স্কন্ধধর, ধুর্য্য, প্রকট, প্রীতিবর্দ্ধন, অপরাজিত, সর্ব্বসহ, বিদগ্ধ, সর্ব্ববাহন, অধৃত, স্বধৃত, সাধ্য, পূর্ত্তমূর্ত্তি, যশোধর, বরাহশৃঙ্গধৃক্, বায়ু, বলবান্, একনায়ক, শ্রুতিপ্রকাশ, (৯০০) শ্রুতিমান্, একবন্ধু, অনেকধৃক্, শ্রীবল্লভ, শিবারম্ভ, শান্তভদ্র, সমঞ্জস, ভূশয়, ভূতিকৃদ্ভূতি, ভূষণ, ভূতবাহন, অকায়, ভক্তকায়স্থ, কালজ্ঞানী, কলাবপুঃ, সত্যব্রত-মহাত্যাগী, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ, পরার্থবৃত্তি, বরদ, বিবিক্তন, শ্রুতিসাগর, অনির্বিণ্ণ, গুণগ্রাহী, কলঙ্কাঙ্ক, কলঙ্কহা, স্বভাবরুদ্র, মধ্যস্থ, শত্রুঘ্ন, মধ্যনাশক, শিখণ্ডী, কবচী, শূলী, চণ্ডী, মুণ্ডী, কুণ্ডলী, মেখলী, কবচী, খড়্গী, মায়ীসংসার-সারথি, অমৃত্যু-সর্ব্বদৃক্, সিংহ, তেজোরাশি-মহামণি, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, বীর্য্যবান্, কার্য্যকোবিদ্, বৈদ্য, বেদার্থবিদ্গোপ্তা, সর্ব্বাচার, মুনীশ্বর, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, মধুর, প্রিয়দর্শন, সুরেশ, শরণ, সর্ব্ব, শব্দব্রহ্মসতাংগতি, কালভক্ষ, কলঙ্কারি, কঙ্কণীকৃত-বাসুকি, মহেষ্বাস, মহীভর্ত্তা, নিষ্কলঙ্ক, বিশৃঙ্খল, দ্যুমণি তরণি, ধন্য, সিদ্ধিদ, সিদ্ধিসাধন, নিবৃত্ত, সংবৃত, শিল্প, ব্যূঢ়োরস্ক, মহাভুজ, এক জ্যোতিঃ, নিরাতঙ্ক, নর-নারায়ণ-প্রিয়, নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চাত্মা, নির্ব্যগ্র, ব্যগ্রনাশন, স্তব্যস্তবপ্রিয়, স্তোতা ব্যাসমূর্ত্তি, অনাকুল, নিরবদ্যপদোপায়, বিদ্যারাশি, অবিক্রম, প্রশান্তবুদ্ধি অক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রহা, নিত্য সুন্দর, ধৈর্য্য-অগ্রধুর্য্য, ধাত্রীশ, শাকল্য, শর্ব্বরীপতি, পরমার্থ গুরু-দৃষ্টি, গুরু, আশ্রিতবৎসল, রস, রসজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্ব সত্বাবলম্বন প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয়, তাঁহার উদ্দেশে আমার অসংখ্য অনন্ত ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। বিষ্ণু এই রূপ সহস্র নাম স্তবে সেই ভূতভাবনের স্তব করিয়া স্নান করাইলেন এবং পদ্ম পুষ্পে পূজা করিলেন। মহেশ্বর হরিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সকল পুষ্প হইতে একটী পুষ্প গোপন করিলেন। তখন হরি একটী পুষ্প হারাইয়া বিষণ্ণ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে স্বপ্রভাবে তাহার তত্ত্ব জানিতে পারিয়া অর্থাৎ শিবই আমাকে ছলনা করিতেছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া, স্বকীয় সর্ব্বসত্বাবলম্বন নেত্র উৎপাটন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই নেত্রকমলে জগদীশের পূজা করিলেন ॥ ১১—১৬২ ॥ ভূতভাবন হর, হরির এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ত্র্যম্বক বহ্নি মণ্ডল হইতে আবির্ভূত হইলেন;—তাহার প্রভায় বোধ হইতে লাগিল, যেন কোটি সূর্য্য একত্রে মিলিত হইয়াছেন, স্বর্ণ বর্ণ অগ্নি জ্বালা সদৃশ জটামুকুট মস্তককে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে প্রভাছটা গলিয়া পড়িতেছে, হস্তে শূল, টঙ্ক, গদা, চক্র, পাশ ও এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় দানে ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ঊর্দ্ধ দেহভাগে দীপি চর্ম্ম উত্তরীয় আকারে বিরাজমান, দন্ত পংক্তি তীক্ষ্ণ, দেখিলেই এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এ হেন দিব্যাকার ভস্ম ভূষণ ভবভূতিকে অবলোকন করিয়া জনার্দ্দন হর্ষে উথলিত হইয়া তখন এক অনির্ব্বচনীয় অননুভূত আনন্দময় ভক্তিমদে উন্মত্ত হইয়া নমস্কার করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই ত্রিলোচনকে অবলোকন করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মলোক ও ত্রিভুবন চালিত হইল ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ তেজোমণ্ডল শত যোজন প্রান্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন মহাদেব হরিকে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া ঈষৎ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন; হে জনার্দ্দন! দেবকার্য্য নিমিত্ত আপনার যে এসকল অনুষ্ঠান, তাহা এখন বিদিত হইলাম, আমি আপনাকে এখনই সুদর্শনচক্র দান করিতেছি। আর আপনি এই যে ভয়ঙ্কররূপ দেখিলেন, উহা কেবল আপনার ভক্তিবৃদ্ধি ও হিতের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিবেন; কারণ হে ত্রিবিক্রম! রণক্ষেত্রে শান্ত মূর্ত্তি মাত্র দেবগণের দুঃখেরই সাধন জানিবেন, আর শান্তের অস্ত্রও শান্ত হইয়া থাকে, সুতরাং শান্ত অস্ত্রে কি প্রয়োজন? শান্ত ব্যক্তির যদি তপস্বীর সহিত বিরোধ হয়, তবে সেস্থলে শান্তিই অস্ত্র হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি প্রহার যুদ্ধে উদ্যুক্ত, তাহার শান্তি কেবল অরির বল বৃদ্ধিকরী ও স্বীয় বলের নাশিকা হইয়া থাকে। অতএব হে অরিসূদন; যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সকল দেবগণের সহিত এই ঘোররূপই চিন্তা করুন, বৃথা অস্ত্রে কি প্রয়োজন, যখন স্বকীয় জনের দৌর্ব্বল্য না উপস্থিত হইবে, বা অতীত হইয়াছে দেখিবে, কিম্বা অকালে অধর্ম্ম ও অনর্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে দেখিবে, তখন সংগ্রামে ক্ষমা অবলম্বন করিবে না। জগন্নেতা হর, এই প্রকার বলিয়া অযুত সূর্য্য সদৃশ উজ্জ্বল সুদর্শনচক্র এবং তাঁহার পদ্মসন্নিভ নয়নও দান করিলেন। সেই অবধিই জনার্দ্দন কমললোচন বলিয়া কীর্ত্তিত হন। চক্র ও নয়ন দান করিয়া নীললোহিত উভয় করকমলে হরিকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন; হে বরশ্রেষ্ঠ! আমি বর দান করিতেছি, যাহা ঈপ্সিত আছে, তাহা প্রার্থনা করুন। হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার ভক্তি-পাশে বদ্ধ হইয়া অধীন হইয়া পড়িয়াছি। হরের এইরূপ বরদানেচ্ছা শুনিয়া হরি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে মহাদেব! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল আপনাতে যেন ভক্তি অবিনশ্বরী হয়, ইহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর। হে প্রভু! যে হেতু আমার আর কোন পীড়াদি নাই। দয়াময় ভূতভাবন, হরির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অতিশয় আর্দ্র হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন এবং অচলা শ্রদ্ধা দান করিয়া বলিলেন, হে অচ্যুত!

আমার প্রসাদে আপনি আমাতে ভক্তিমান্ এবং সকলে সুরাসুরগণের বন্দনীয় ও পুজনীয় হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। আর যে সময় সুরেশ্বরী দক্ষতনয়া সতী আপন মাতা-পিতাকে নিন্দা করত অনাদর করিয়া মেনকাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, হে বিষ্ণো! আপনিও সে সময় স্বীয় ভগিনী গিরিরাজ তনয়া উমাকে ব্রহ্মার নিয়োগে আমাকে সম্প্রদান করিবেন, সেই অবধি আপনি আমার সম্বন্ধী ও অশেষ লোকের মধ্যে সর্ব্বপূজ্য হইবেন। আর সেই অবধি প্রসন্নচিত্তে অনুপমভাবে আমাকে মিত্রের ন্যায় অবলোকন করিবেন। এই প্রকার বলিয়া ভগবান্ নীল লোহিত অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান জনার্দ্দনও সকল মুনিগণের সহিত মহাদেব ব্রহ্মার নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে পদ্মযোনে! যে এই মৎকৃত দিব্য স্তব নিয়ত পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, কিম্বা উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি প্রতি নামে সুবর্ণদানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলের তুল্যফল লাভ করিতে সক্ষম হয় ও যে ব্যক্তি ঐ সহস্রনাম মন্ত্রে স্থালী বা কলশস্থিত ঘৃতাদিতে মহাদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করাইবে, সেও যেন যজ্ঞসহস্রের ফললাভ করিয়া সুরপতিগণের পূজ্য হয় এবং রুদ্রের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ হয়। ভগবান্ পদ্মযোনি ও জনার্দ্দন সকাশে "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জগদ্গুরু দেবদেবকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। অতএব নিষ্পাপী অর্থাৎ যাহারা পূজার অধিকারী, তাহারা ঐ সহস্র নাম মন্ত্রে দেবদেবের পূজা করিবে এবং ঐ সহস্র নাম মন্ত্র জপ করিবে; তাহা হইলেই মোক্ষরূপ পরম গতি লাভ করিয়া অপার আনন্দময় হইতে সমর্থ হইবে ॥ ১৬৩—১৯৫ ॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন;—হে মহামতে সূত! আপনি পূর্ব্বে দেবীর উৎপত্তিসূচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত ও সতীজন্মের ঘটনা বিস্তাররূপে যথাযথবর্ণনা করিয়া, আমাদের কৌতুকনিবারণ করুন। আর ঐ দেবীর মেনকা-গর্ভে জন্ম, দক্ষ-যজ্ঞনাশ এবং সেই জন্মে বিষ্ণু তাঁহাকে কিরূপভাবে শিবকে দান করিয়াছিলেন, আর বিষ্ণু কিপ্রকারে কল্যাণভাজন হন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের শুশ্রূষা নিবারণ করুন। মুনিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরাণিকোত্তম সূত তাঁহাদিগকে মহাদেবীর উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সূত বলিলেন;—হে ঋষিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয় প্রথমত দণ্ডী সনৎকুমার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে শ্রবণ করান; পরে সেই বৃত্তান্ত সনৎকুমার আবার ধীমান ব্যাসকে শ্রবণ করান। আমি আবার তাহা দ্বৈপায়নের সকাশে অনুরোধ করাতে আপনাদিগের নিকট প্রথমতঃ জগজ্জননীকে নমস্কার করিয়া কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই ভগনাম্নী জগদ্ধাত্রী লিঙ্গরূপী মহাদেবের ত্রিবেদিকা-স্বরূপা, অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতিস্বরূপা, লিঙ্গরূপী দেব নিয়ত সেই ভগের সহিত যুক্ত আছেন, সেই উভয় হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়। ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি-শিব জ্যোতির্ম্ময় ও মায়া-তিমিরের পারে নিয়ত বিদ্যমান। ঐ লিঙ্গবেদীর সংযোগে অর্দ্ধ স্ত্রী-পুরুষ উৎপন্ন হন। অর্দ্ধ স্ত্রী-পুরুষ প্রথমতঃ দেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন। পরে সেই জ্ঞানময় হর সেই ব্রহ্মার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন। অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভু সেই জাত-হিরণ্ময় ব্রহ্মাকে অবলোকন করিলে, ব্রহ্মাও তাঁহাকে অর্দ্ধনারীশ্বর ভাবে অবস্থিত দেখিয়া অষ্টবাক্যে স্তব করিয়া প্রার্থনা করিলেন; হে বিশ্বাধিক! আপনি স্ত্রী-পুরুষ, এই দুইভাগে পৃথক্ করুন। ব্রহ্মার এইরূপ প্রার্থনায়, সেই অর্দ্ধনারীশ্বর বামাঙ্গ হইতে আপনার অনুরূপা পত্নীকে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ঐ পরমাত্মার শ্রদ্ধাই পুরাতনা পত্নী। আবার সেই শ্রদ্ধাই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষ-তনয়া সতীরূপে উৎপন্ন হন। দেবী সেই সতীজন্মেও ঐ রুদ্রকেই পতিত্বে বরণ করেন। আবার সেই সতীই কালক্রমে দক্ষের নিন্দা করিয়া মেনকা-দুহিতা হয়েন। কারণ, নারদের শাপে অবজ্ঞা দুর্ম্মদ দক্ষ দেবদেব উমাপতিকে নিন্দা করিয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। ভবানী, শিবকে অনাদর পুরঃসর দক্ষের এইরূপ অনুষ্ঠান, ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ যোগমার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রভু হিমগিরির কন্যারূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান্ শিব সতীর এইরূপ দেহ-ত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চ্যাবনি দধীচি মুনির শাপবলে দক্ষের বিপুল যজ্ঞ দগ্ধ করিলেন। কোন সময় ঐ চ্যবন মুনির পুত্র দধীচি ত্র্যম্বকের প্রসাদে সমরে বিষ্ণুকে জয় করিয়া, ঐ বিষ্ণুর সহিত লোকপালগণকে শাপ-প্রদান করেন যে, হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব হব্যের সহিত মায়ায় তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে বিনষ্ট হইবে ॥ ১—২০ ॥

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

শততম অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ! ভগবান্ পরমেশ্বর দধীচির শাপদানে বিষ্ণুর সহিত সকলকে জয় করিয়া কিরূপে যজ্ঞ ভঞ্জনা করিলেন। সূত বলিলেন,—সুবিপুল দক্ষ-যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্র যে সকল বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও মুনি-গণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবান্ পরমেষ্ঠী, দেবী সতীর দুঃসহ বিরহে কাতর হইয়া বীরভদ্র নামে গণপতিকে দক্ষযজ্ঞে প্রেরণ করিলেন। সেই বীরভদ্র স্বীয় রোম হইতে গণপতিগণকে সৃজন করিলেন। পরে সেই মহাপ্রতাপশালী বীরভদ্র সেই সকল গণপতির সহিত মিলিত হইয়া, ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া রথারোহণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল বিবিধ আয়ুধপাণি গণপতি ও দেবতাগণের বিরোধী বলিয়া অসুরগণও সর্ব্বতোভদ্র বিমানারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। পরে সেই বীরভদ্র, ভগবান্ পরমেষ্ঠিকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ-দহনে প্রেরিত হইয়া সকল অনুচরের সহিত হিমালয়ের

শোভন সুবর্ণময় শৃঙ্গে জজাহার সমীপে বিখ্যাত রম্য কনখল াম স্থানের, যেখানে দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেখানে গমন রিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় সকল লোকের ভয়ঙ্কর উৎ-াত হইতে লাগিল। পর্ব্বত সকল শিথিলসন্ধি হইল ; বসুন্ধরা াপিতে লাগিলেন ; বায়ু ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল ; সমুদ্র দ্বেলিত হইতে লাগিল ; অগ্নি সকল দ্যুতিহীন ; ভাস্করের ার সে প্রকার সহস্রাংশুর সর্ব্বাতিশায়িনী শক্তি থাকিল া ; গ্রহ সকল আর সে পূর্ব্ব ভাবে প্রকাশ পাইতে পারিল া ; আর কি দেব কি দানব, কাহারও মনে আনন্দের অণু-াত্রও থাকিল না। পরে সেই দ্বিতীয় প্রলয়াগ্নি সদৃশ বীরভদ্র সানুচরে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া অমিততেজা ক্ষকে বলিলেন ; হে মহাত্মন্ ! আজ আমি পিনাকীকর্ত্তৃক স্পর্শ মাত্রেই মুনি ও দেবতাগণকে এবং সকল মুনীন্দ্রের সহিত আপনাকে দগ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছি; এই বলিয়াই সেই যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করিলেন। আর অন্যান্য গণপতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সকল যূপ-কাষ্ঠ উৎপাটন করিয়া নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে শ্রোতা হোতা প্রভৃতি সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ও অন্যান্য গণেশ্বরেরা সকলকে গঙ্গাস্রোতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে উন্নতমনা বীরভদ্র যখন দেখিলেন, ইন্দ্র বজ্রক্ষেপ করিতে হস্ত উত্তোলন করিতেছেন, তখন তাঁহার হস্ত রোধ করিলেন ও ঐরূপ প্রহারোন্মুখ অন্যান্য দেবগণকেও তাদৃশ অবস্থা পাওয়াইলেন ; অনন্তর নখাগ্রদ্বারা ভগনামক আদিত্যের নেত্র উৎপাটন করিয়া, মুষ্ট্যাঘাতে তাঁহার দন্ত ভগ্ন করিয়া দগ্ধ করত ভূমিতে শায়িত করিলেন ; কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত চন্দ্রাকে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেন ; সেই সুরপতি শক্রের শিরশ্ছেদন করিলেন ; অগ্নির হস্তদ্বয় ছেদন ও অবলীলায় জিহ্বা উৎপাটন করিয়া মস্তকে পদাঘাত করিলেন ; যমের দণ্ড চ্ছেদন করিলেন ; ও ত্রিশূলাঘাতে দিক্‌পতি দেব ঈশানকে হনন করিলেন। এই-রূপে তিনি অক্লেশে বসুরুদ্রাদি তিনজন সুরপতি ও তেত্রিশ সঙ্খ্যক দেবগণকে হনন করিয়া, ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি এই তিনজন তিন শত জন ও ত্রিসহস্র জন দেবতাকে সংহার করিলেন এবং মুনিপুঙ্গবগণকেও নিহত করিলেন এবং অন্যান্য যেসকল দেবগণ যুদ্ধবাসনায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও খড়্গ ও মুষ্ট্যাঘাত ও বাণে নিহত করিলেন। অনন্তর মহাতেজা ভগবান্ বিষ্ণু, চক্র গ্রহণ করতঃ সেই বীরভদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের ভীষণ রোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে বিষ্ণুর যোগবলে অসংখ্য শঙ্খ চক্র গদা পাণি সুদারুণ দিব্য দেহধারী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ বীরভদ্র নারায়ণ সদৃশ সেই সকল অসংখ্য বীরচূড়ামণিগণকে অবলীলায় সংহার করিয়া বিষ্ণুর মস্তকে, পরে বক্ষঃস্থলে ভীষণ গদাঘাত করিল। সেই গদাঘাতে পুরুষোত্তম পতিত হইলেন, পরে আবার ক্রোধে আরক্তনয়নে উঠিয়া চক্র উত্তোলন করত তাহাকে হনন করিতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর উদারমনা বীরভদ্র কিছুমাত্র চলিত না হইয়া, সেই প্রলয়াগ্নি সদৃশ চক্রকে রুদ্ধ-প্রসর করিলেন। তাহাতে নারায়ণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে রহিলেন ॥১—৩০॥

পরে বীরভদ্র প্রভু নারায়ণের শার্ঙ্গ-ধনুকের তিন স্থলে বল প্রয়োগ করিয়া তিনভাগে ভগ্ন করেন ; এবং হরির ঐ ভগ্ন শার্ঙ্গ-ধনুর অগ্রভাগদ্বারা তাঁহারই মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর সেই পতিত ছিন্ন মস্তক নিশ্বাস বায়ু দ্বারা রসাতলে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর তিনি সেই দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। অনন্তর প্রবেশে সেই স্থলের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, ও কলশ যূপকাষ্ঠ তোরণ প্রভৃতি ভগ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া যজ্ঞ সেইস্থান হইতে ভয়ে পলায়ন করিলেন। বীরভদ্র যজ্ঞকে মৃগরূপ ধারণে আকাশমার্গে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আক্রমণে গ্রহণ করত তাঁহার মস্তক দেহ হইতে দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন। পরে সেই বীর বীরভদ্র প্রজাপতি ধর্ম্মকে, জগদ্‌গুরু কশ্যপকে, মুনি অঙ্গিরা ও কশাশ্বকে, বহু-পুত্রকে, মুনীন্দ্র অরিষ্টনেমিকে মস্তকে পদাঘাত করিলেন। অনন্তর দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি-লেন এবং সরস্বতী ও দেবমাতার নখাগ্রে নাসিকা চ্ছেদন করিয়া, জয়লক্ষ্মীপরিবৃত হইয়া মহা প্রতাপে শ্মশানে ভগবান্ ক্ষেত্রপালের ন্যায় সেই মৃত দেবমুনিসঙ্কুল স্থানে অবস্থান করিয়া আছেন ; এমন সময় ভগবান্ পদ্মযোনি মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া প্রণত ভাবে বলিলেন ;—হে ভদ্র ! আর ক্রোধে প্রয়োজন নাই, সকল দেবগণ নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদানে সকল অনুচরের সহিত ক্ষান্ত হউন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার প্রভাববলে বীরভদ্রও তাঁহার আজ্ঞায় শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। ভগবান্ সর্ব্বলোক মহেশ্বর বৃষধ্বজ ও স্বীয় গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে প্রার্থনা করিল। ভূতভাবন ভবপতিও সেই সকল নিহতগণের পূর্ব্বমত শরীর প্রদান করিলেন ও মহাত্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রের পূর্ব্বমত মস্তক যোজিত করিলেন এবং দক্ষের অজ মস্তক যোজনা করিলেন। এইরূপে দক্ষ চৈতন্য পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া, দেব দেবেশ্বর শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাতেজা বৃষকেতু দক্ষের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ বরদান করত গণপত্য প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণ ও সেই পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌নারা-য়ণও কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। আর ব্রহ্মা ও অন্যান্য মুনিগণ সকলে পৃথক্ পৃথক্ অনাদিনিধন নীলকণ্ঠের স্তব করিতে লাগিলেন। বিভূতিভূষণ ভব তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া সেই সকল দেবগণকে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩১—৫১ ॥

শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন,—হে রোমহর্ষণ! সতী কি প্রকারে হিমালয়ের কন্যা হইলেন? আর কিরূপেই বা দেবদেবকে পুনরায় পতিলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করুন। সূত বলিলেন, সেই সতী স্বীয় ইচ্ছায় মেনকা ও হিমালয়ের

আরাধনা করিয়া সেই মেনাদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হিমালয় দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। গিরিরাজ যথাসময়ে স্বীয় দুহিতার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন। পরে পার্ব্বতী যখন নিজের বয়স দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন তপস্যা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা দেবীগণও তপস্যা করিতে লাগিলেন। সকল ঋষিগণ দেবীর এই প্রকার তপস্যা দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করত স্তব করিতে লাগিলেন। উহাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অপর্ণা, দ্বিতীয়ার নাম একপর্ণা ও তৃতীয় ভগিনীর নাম বরারোহা একপাটলা ছিল। ঐ মহাদেবীর তপোবলে সর্ব্বভূতপতি ভব, মহাদেবী পার্ব্বতীর বশীভূত হইলেন। যে সময় দেবী সতী দেহ ত্যাগ করেন, সে সময় মহাতেজা তারক নামে অতি প্রবল পরাক্রান্ত এক দানব তারনামে অসুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। সেই তারকাসুরের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম মহাসুর তারকাক্ষ, মধ্যমের নাম মহা ভাগ্যবান্ বিদ্যুন্মালী, কনিষ্ঠের নাম মহাবীর কমলাক্ষ। ইহাদিগের পিতামহ মহাবল তারাসুর প্রভু ব্রহ্মার প্রসাদে অতিশয় বীরত্ব লাভ করে। পূর্ব্বে সেই মহাতেজা তার এই চরাচর জগৎ জয় করিয়া বিষ্ণুকে পর্য্যন্ত জয় করে। বিষ্ণুর সহিত সেই দানবের দিব্য সহস্র বৎসর নিয়ত ভীষণ রোমাঞ্চজনক দিবারাত্র অবিরত সংগ্রাম হয়, পরে সেই দুর্দ্দম দানব গরুড়ধ্বজকে রথের সহিত শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করে। বিষ্ণু এইরূপে সেই দানবকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে শত গুণ বর লাভ করতঃ শত গুণ বল ও ত্রিজগৎকে লাভ করিয়াছিল॥ ১—১৪॥ তাহার পর তাহার পুত্র তারকাসুর তিন পুত্রের সহিত দেবেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় মায়াবলে তাহাদিগের সর্ব্বলোক সঞ্চার রোধ করে। ঐ সকল ভয়ার্ত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়বশতঃ শান্তিও লাভ করিতে পারিলেন না, এবং কাহাকে শরণ্য ও পাইলেন না। তখন অমরপতি ইন্দ্র সকল দেবগণের সহিত বৃহস্পতির নিকট শরণাপন্ন হইয়া সকলের সন্নিধানে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবন্! রাখাল যেরূপ বৎসগণকে তাড়না করে, সেইরূপ দুর্জ্জয় তারতনয় তারকাসুর আমাদিগকে তাড়িত করিয়াছে। হে বৃহস্পতে! ভীষণ সংগ্রামে এই সকল দেবগণ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পিঞ্জরস্থিত বিহঙ্গের ন্যায় নিরালয় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। হে সুরগুরো! আমাদিগের যে সকল অমোঘ অমোঘ অস্ত্র ছিল, আজ সেই সকল ঐ প্রবল শত্রু সকাশে বিফল হইয়া গিয়াছে; ভগবান্ বিষ্ণু তাহার সহিত বিংশতি সহস্র বৎসর নিয়ত যুদ্ধ করিলেন, তথাপিও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে অসুরকে প্রভু বিষ্ণু পর্য্যন্তও পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না, হে গীষ্পতে! কেমন করিয়া অস্মদ্বিধ দেবগণ তাহার সহিত সম্মুখ সমরে অবস্থান করিতেও সমর্থ হইবে? সকল দেবগণের সহিত শক্র এই প্রকার বলিলে পর, বৃহস্পতি ইন্দ্রের সহিত কুশধ্বজ ব্রহ্মার নিকটে আগত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রণতপালক ব্রহ্মাও বৃহস্পতি মুখে ঐ বৃত্তান্ত সাদরে শ্রবণ করিয়া সকল ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বৃহস্পতিকে বলিলেন, হে স্নেহভাজনগণ! দেবগণের যে এইরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি; তাহা হইলেও কিজন্য নিশ্চিন্ত আছি, তাহা শ্রবণ কর। সর্ব্বলোকনমস্কৃতা যে রুদ্রাঙ্গসম্ভবা দেবী সতী পিতা দক্ষকে নিন্দা করিয়া নিজ সতীদেহ ত্যাগ করতঃ পুনর্ব্বার গিরিরাজ হিমালয়ের দুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! এই জন্মে তোমরা আবার তাঁহার অখিল মোহন রূপে রুদ্রের মন হরণ করিতে যত্নবান হও। যেহেতু তাঁহাদের উভয়ের মিলনে অখিল-লোক-নমস্কৃত বীর্য্যবান্ ষড়ানন দ্বাদশ ভুজ, শক্তিধর কুমার কার্ত্তিকেয় নামে এক অনুপম বীর জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্কন্দ, শাখ্য, বিশাখ্য, নৈগমেয় এবং জন্মস্থান ভেদে পাবকি, স্বাহেয়, গাঙ্গেয় ও শরধামজ প্রভৃতি নাম হইবে। সেই বীর্য্যবান্ মহাপুরুষই তোমাদিগের সেনাপতি হইয়া সেনানী নাম ধারণ করিবেন। একাকী সেই মহাসেন বালক হইয়াও অবলীলায় প্রবল তারকাসুরকে সংহার করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করিবেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে, বৃহস্পতি হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সকল দেবগণের সহিত দেব ব্রহ্মাকে শত প্রণাম করতঃ সুমেরু পর্ব্বতের শিখরে আগমন করিয়া কামকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই জগদুৎপাদক কাম রতির সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র ও তাঁহাকে নমস্কার করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে বৃহস্পতে! আপনি যাহাকে কৃপাকটাক্ষ দানে স্মরণ করিলেন, সেই আমি উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে আমার যাহা কর্ত্তব্য আদেশ করিয়া আমার মনোভিলাষ পূরণ করুন। কামকে আগত দেখিয়া বৃহস্পতি বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র নিজের বিবক্ষার উদ্রেকে উৎসুক হইয়া গুরুকে সম্ভাবনা করতঃ তাহার বলার সমকালেই কামকে বলিলেন; হে মদন! আজ শঙ্করের সহিত অম্বিকার সুখ মিলন ঘটাও। আর ঐ রতির সহিত মিলিত হইয়া সেই পথ অবলম্বনে সন্ধান করিবে, যাহাতে সেই ভগবান্ অম্বিকার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন। পরে সেই বিয়োগী, মহাদেব প্রিয়তমা গিরিজার লাভেও সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পরমগতি প্রদান করিবেন। শচীপতির এতাদৃশবাক্য শ্রবণে মীনকেতন সন্তুষ্টচিত্তে সুরপতি দেবেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া ভগবান্ দেবদেবের আশ্রমে গমন করিতে উদ্‌যুক্ত হইলেন। পরে তথায় গমন করিয়া বসন্ত সহায়ে সেই দেবদেবকে পার্ব্বতীর সহিত মিলনবাসনায় সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবদেব ত্রিয়ম্বক মদনকে তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্য করতঃ ভালস্থ তৃতীয় নয়নে যেমন দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই নেত্রহইতে বহ্নি নির্গত হইয়া পার্শ্বস্থিত মদনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন রতি অধীরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, রতির এইরূপ বিলাপ শ্রবণে দেবদেব বৃষধ্বজ তাহাকে কৃপা কটাক্ষ প্রদানে বলিলেন; হে ভদ্রে! তোমার পতি অনঙ্গ হইয়াও রতিকালে সকল কার্য্য করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে সময় ভগবান বিষ্ণু ভৃগুমুনির

পে ও সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত বসুদেবতনয়রূপে বতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার যে পুত্র হইবে, তাহাকে তোমার পতি মদন বলিয়া জানিও। তখন কামপত্নী এইরূপে পতিকে লাভ করিয়া দেব রুদ্রকে প্রণাম করত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বসন্তের সহিত স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১৫—৪৬ ॥

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন;—হে ঋষিগণ! পরে দেবী পার্ব্বতী দুঃসাধ্য তপস্যা করিলে ভগবান্ ভবভূতি প্রীত হইয়া ব্রহ্মার বাক্যে জগতের হিত বাসনায় ও ক্রীড়ার নিমিত্তও যথাবিধি দেবী হৈমবতীকে বিবাহ করেন। ইহা বিস্তার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন;—যখন পার্ব্বতী তাদৃশ অনন্যসাধারণ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তখন স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি মহর্ষির সহিত দেবীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া সেই জগতের কারণ মহাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন, হে শৈলসুতে! আপনি কি নিমিত্ত তপস্যা করিয়া এই ত্রিলোককে সন্তাপিত করিতেছেন? জননি! আপনিই এজগৎকে সৃজন করিয়াছেন ও সেই জগৎকে আপনারই বিনাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। জননি! আপনিই স্বীয় তেজে এই ত্রিলোককে ধারণ করিয়া আছেন। হে বরদে! যে দেবদেবের আমরা কিঙ্কর, ও যিনি আপনাকে সৃজন করিয়াছেন; এবং যাহা ভিন্ন আপনি ক্ষণমাত্রও থাকেন না, হে অম্বিকে! সেই শ্রীমান্ সর্ব্বলোকপতি ভব যে আপনার পতি হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; এই কথা বলিয়া, দেবীকে নমস্কার করিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করিলেন। ব্রহ্মা গমন করিলে, পরে ভগবান্ পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দ্বিজরূপে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেবী তাঁহার অলৌকিক দিপ্ত্যাদি চিহ্নে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া নমস্কার করিলেন। সেই ব্রাহ্মণবেশধারী পরমেশ্বরকে মনের বাসনানুযায়ী পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আর কপটবেশে থাকিতে না পারিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করত গিরিরাজের কুলধর্ম্ম রক্ষাপূর্ব্বক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—হে মহাদেবি! আমি সাধুলোকের মধ্যে লীলা দেখাইবার নিমিত্ত তোমার স্বয়ম্বরে সৌম্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক যাইয়া তোমার সহিত সঙ্গত হইব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ভূতপতি দিব্যনেত্রে দেবীকে অবলোকন করিয়া স্বীয় ইষ্ট স্থানে গমন করিলেন; এবং পার্ব্বতীও স্বীয় পুরে গমন করিলেন। মেনকা ও গিরিবর তপস্বিনী পার্ব্বতীকে আগত দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে স্নেহভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া মনসাধে সমাদর করিলেন। পরে তাঁহারা দেবদেবের পার্ব্বতীর সহিত যে তাদৃশ মন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারিয়া সর্ব্বলোকে কন্যার স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং ইন্দ্র, বহ্নি, সূর্য্য, ত্বষ্টা "অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, প্রভৃতি সূর্য্যভেদ" যম, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, ঈশান, রুদ্র ও মুনিগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, যক্ষ, "সিদ্ধ সাধ্য কিম্পুরুষ ও সর্পগণ" সমুদ্র, নদ, বেদ, মন্ত্র, স্তোত্রাদি, উৎসব, পর্ব্বত, যজ্ঞ, সূর্য্যাদি গ্রহগণ, তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা ও তিন জন দেবতা এবং তিন শত, তিন তিন সহস্র দেবতা আর অন্যান্য দেবগণ সকলে সেই পার্ব্বতীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২২ ॥ অনন্তর দেবী শৈলসুতা সর্ব্বাভরণভূষিতা নৃত্যপরায়ণা অপ্সরা ও বিবিধ সৌন্দর্য্যশালী গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ কিন্নর কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সর্ব্বতোভদ্র বিমানারোহণে সেই স্বয়ম্বর স্থলে উপনীতা হইলেন; বন্দীগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। পার্শ্বে সখী সন্ধ্যা রত্নকিরণে বিভূষিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ শ্বেতাতপত্র গ্রহণ করিয়া আসিতে লাগিল এবং দিব্য স্ত্রীগণ চামর গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল। আর জয়া কল্পদ্রুমজাত মালা গ্রহণ করিয়া ও বিজয়া ব্যজন গ্রহণ করিয়া সহগামিনী হইল। পরে যখন দেবী সভায় উপস্থিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন, তখন বৃষধ্বজ লীলা বাসনায় শিশুরূপ ধারণ করিয়া দেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সমাগত দেবগণ ঐ শিশু কে? ইহা মন্ত্রণা করিতে করিতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তখন ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দেবদেব সেই শিশুরূপেই লীলা দেখিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে সেই প্রহারোন্মুখ ভাবেই স্তম্ভিত করিলেন। তখন আর বজ্রনিঃক্ষেপ বা হস্ত চালনা করিতে সমর্থ থাকিল না, কেবল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ রহিলেন। ঐরূপ যম ও দণ্ড নিঃক্ষেপ করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া ইন্দ্রসদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। নির্ঋতিও খড়্গাঘাত করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া এবং বরুণও নাগ পাশক্ষেপ করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া শেষে তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বায়ুধ্বজ যষ্টি উত্তোলন করিলেন; চন্দ্র গদা নিঃক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সকল দণ্ডধারিবর কুবের দণ্ডাঘাতে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন; ঈশান তীব্র শূল উদ্যত করিলেন; সকলেই সমান দশা প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়পূর্ণ ভাবে কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। রুদ্রগণ শূল ক্ষেপ করিতে, অষ্টবসু মুষলাঘাত করিতে ও দেবগণ মুদ্গার নিঃক্ষেপ করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া সকলই তাদৃশ দুরবস্থার ভাগী হইলেন। আর অন্যান্য দেবগণও মহোবশে সেই প্রকার ঐ শিশুরূপী দেবদেবকে প্রহার করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া শেষে স্তম্ভিত হইলেন। তখন বিষ্ণু ক্রোধে মস্তক কম্পিত করিয়া চক্র নিঃক্ষেপ করিতে উদ্‌যুক্ত হইলেন! কিন্তু সেই দেবদেবের প্রভাবে চক্র নিঃক্ষেপ বা হস্ত চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন সূর্য্যও মোহবশে ক্রোধারক্ত হইয়া দন্তদর্শনে ঐ শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শিশুরূপী দেবদেবের দৃষ্টিপাতমাত্রেই সেই দন্ত পংক্তি ভগ্ন হইয়া পতিত হইল। পরে সকলেরই তেজ, বল, উপায় সকলই স্তম্ভিত করিলেন। দেবগণ এইরূপ অননুভূত অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে

তখন ব্রহ্মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া যাথার্থ্য জানিবার নিমিত্ত ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ধ্যানে দেখিলেন, ঐ উমা ক্রোড়স্থ শিশু স্বয়ং ভূতভাবন ভূতপতি। এইরূপ অবগত হইবামাত্র বিস্মৃতচিত্তে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া দেবদেবের চরণে নমস্কার করিয়া প্রাচীন পবিত্রাখ্যান সাম-সঙ্গীত ও গুহ্য নামে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে পরমেশ! আপনিই সর্ব্বলোকের স্রষ্টা; আপনা হইতেই প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন; এজগতে আপনিই লোকের বুদ্ধি; আপনিই অহঙ্কার; আপনিই ঈশ্বর ও আপনি ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক। এবং আপনার দক্ষিণ বাহু হইতেই আমি পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছি ও বাম বাহু হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। হে সৃষ্টিকারণ! আর এই প্রকৃতি দেবী আপনার পত্নীরূপ ধারণ করিয়া এই জগতের কারণ হইয়াছেন। হে মহাদেব! আপনার চরণে অসংখ্য নমস্কার। হে মহাদেবি! আপনাকেও নিয়ত নমস্কার করি। দেবেশ! আমি আপনারই নিয়োগে ও আপনারই প্রসাদে এই প্রজা সকল ও এই সকল দেবগণকে সৃজন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাদিগকে পূর্ব্বভাব পাইতে শক্তি প্রদান করুন॥ ২৩—৪৭॥ সূত কহিলেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবদেব মহেশ্বরকে এইরূপ নিবেদন করিয়া, সেই স্তম্ভিত দেবগণকে বলিলেন, হে দেবতাগণ! সর্ব্বদেব-নমস্কৃত দেবদেব যে ঐরূপে এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা কি তোমারা জানিতে পার নাই? অতএব তোমরা মূঢ় মধ্যে পরিগণিত হইলে। এক্ষণে আর অন্য উপায় নাই; এস, আমরা শীঘ্রই নারায়ণের সহিত মুনিগণপরিবেষ্টিত হইয়া, পরমাত্মা মহেশ্বর-মহেশ্বরীর শরণাপন্ন হই। ব্রহ্মার এইরূপ আদেশ পাইয়া দেবগণের মোহ দূর হইল; তখন তাঁহারা সেই স্তম্ভিতাবস্থায় সেই খানেই মনে মনে ভক্তিকে সহায় করিয়া, দেবদেবকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দেবদেব তাঁহাদের সেই প্রকার ভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মার আজ্ঞায় পূর্ব্বাবস্থাপন্ন করিলেন। এইরূপ প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বভাব দানের পর ভূতভাবন ভগবান্ ত্রিনেত্র-ভূষণ সকল দেবগণের পর্য্যন্ত অগোচর পরম অদ্ভুত দেহ ধারণ করিলেন। তাঁহার তেজে প্রতিহত দৃষ্টি হওয়াতে এই সকল ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, দিবাকর, যম প্রভৃতি দেবগণ রুদ্র ও সাধ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া মহেশ্বর সকাশে দিব্য চক্ষু প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর ও তাঁহাদিগকে নিখিল অদৃশ্য বস্তুরও দর্শনশক্তি সম্পন্ন পরম চক্ষু প্রদান করিলেন এবং ভবানীর ও গিরিরাজের তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন দিব্যনেত্র দানে তাঁহাদের মনোভিলাষ পূরণ করিলেন। এইরূপ অগোচর-গোচরক্ষম দিব্যনেত্র পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহেশের সেই অদ্ভুত অনুপম তেজঃপুঞ্জ ব্যাপ্ত দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া; তখন এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানময় ভাবের ভাজন হইলেন। পরে মুনিগণ গণপতিগণের সহিত সেই দেবাদিদেবকে নমস্কার করিলেন। খেচর সিদ্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেবদুন্দুভির গম্ভীর মনোহরনাদে সেই স্থল আনন্দময় হইয়া উঠিল। মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন; শৈলাদি গণপতিগণ হর্ষমদে মত্ত হইলেন। পার্ব্বতীর আনন্দ উথলিয়া উঠিল; সেই সময় হর্ষোৎফুল্ল-নয়না দেবী সকল দিবৌকসগণের সমক্ষে সুগন্ধি দিব্যমালা সেই ত্রিলোচনের চরণকমলে অর্পণ করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ যক্ষ রাক্ষস পন্নগের সহিত মিলিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া সেই পার্ব্বতীপূজিত পরমেশ্বরকে দেবীর সহিত নমস্কার করিলেন॥ ৪৮—৬৩॥

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া; কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবাহ করিতে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রভু ভূতপতি "যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই অনুষ্ঠান কর" এই কথা বলিলেন। মহেশের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া, ব্রহ্মা দেবের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ রত্ন-ময় দিব্য পুর রচনা করিলেন। "শিবের বিবাহ হইবে" এই কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ অদিতি, দনু, কদ্রু, সুকালিকা, পুলোমা, সুরমা, সিংহিকা, বিনতা, সিদ্ধি, মায়া ক্রিয়া, সাক্ষাৎ, দেবী, দুর্গা, সুধা, স্বধা, সাবিত্রী, দেবমাতা, রজনী, দক্ষিণা, দ্যুতি, সাহা, স্বধা, মতি, বুদ্ধি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, সরস্বতী, রাকা, কুহু, সিনীবালী, দেবী, অনুমতী, ধরণীধারিণী, চেলা, শচী, নারায়ণী, এই সকল ও অন্যান্য দেবমাতা এবং দেবপত্নীগণ আনন্দে সত্বর গতি হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঐ শঙ্করের বিবাহ সংবাদে উরগগণ, গরুড়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ, গণদেবজ, সাগর, পর্ব্বত, মেঘ, মাস, সংবৎসর, বেদ, মন্ত্র, যজ্ঞ, স্তোম, ধর্ম্ম, হুঙ্কার, প্রণব সহস্র সহস্র দ্বারপাল, কোটি সংখ্যক অপ্সরা ও তাহাদিগের পরিচারিকা সকল আর সকল দ্বীপে দেবলোকে যত যত নদী ও স্ত্রী আছে সকলে হর্ষ-বিকসিত লোচনে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং সর্ব্বলোকনমস্কৃত মহাভাগ গণপতিগণও শঙ্করের বিবাহ সম্বাদে প্রফুল্লচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ১—১২॥ শঙ্খের ন্যায় শুক্ল প্রভৃতি নানা বর্ণ কোটি কোটি গণ ও গণেশ্বরগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কেকরাক্ষ নামক গণপতি দশ কোটি গণ সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদ্যুত আট কোটি, বিশাখ চৌষট্টি কোটি, পারযাত্রিক নয় কোটি, এবং সর্ব্বান্তক ও শ্রীমান বিকৃতানন ছয় কোটি গণের সহিত সে সভায় উপস্থিত হইলেন। গণপতি জ্বালাকেশ দ্বাদশ কোটি, শ্রীমান্ সমদ সাত কোটি, দুন্দুভ আট কোটি, কপালীশ সাত কোটি, সন্দারক ছয় কোটি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ট আট কোটি এবং কণ্ডক ও কুম্ভক কোটি কোটি গ[illegible] সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আ[illegible] পিপ্পল ও সন্নাদ সহস্র কোটি গণে বেষ্টিত হইয়া তথা[য়] উপস্থিত হইলেন। এবং আবেষ্টন আট কোটি, চ[illegible] তাপন সাত কোটি, মহাকেশ সহস্র কোটি, কাল ও মহাকা[ল] শত কোটি গণে পরিবৃত হইয়া সেই সভায় আগ[মন] করিলেন। আর অগ্নিক শত কোটি অগ্নিমুখ আদিত্যমূ[র্দ্ধা]

। ধনাবহ কোটি গণ সঙ্গে লইয়া সেই সুরম্য সভায় পনীত হইলেন। সন্নাত শত কোটি, কাকপাদ ও ভানক ষাট কোটি, মহাবল মধুপিঙ্গ ও পিঙ্গল নয় কাটি, নীল ও দেবেশ পূর্ণভদ্র নবতি কোটি, মহাবল তুর্বক্র সপ্ততি কোটি ও কুমুদ কোটি গণে এবং অমোঘ কাকিল ও সুমন্ত্রক কোটি কোটি গণে অলঙ্কৃত হইয়া থায় আগমন করিলেন; এবং রুদ্রগণ বিংশতি কোটি, ত কোটি ও কোটি কোটি সহস্র গণ পরিবৃত হইয়া থায় শিব সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথম সহস্র কাটি ও ভূতগণও তিন কোটি গণ সহিত তথায় আগত ইলেন। বীরভদ্র চতুঃষষ্টি কোটি বেষ্টিত হইয়া এবং রামজ গণপতি সকলে কোটি সংখ্যক গণে পরিবৃত ইয়া সেই সভায় শিব সমীপে উপনীত হইলেন। আর াষ্ঠকূট, সুকেশ, বৃষভ এবং ভগবান্ বিরূপাক্ষ চতুঃষষ্টি কাটিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। ালকেতু, ষড়াস্য, সনাতন পঞ্চাস্য, সম্বর্ত্তক, চৈত্র, প্রভু কুলীশ্বর, লোকান্তক, দীপ্তাস্য দৈত্যান্তক, মৃত্যুহৃৎ, কালহা, ত্র্যম্বকর, বিষাদ, বিবদ, বিদ্যুৎ, কান্তক, শ্রীমান্ দেবদেবপ্রিয় ঙ্গরাটি, অশনি, ভাসক, ও গণপতি সহস্রপাদ, চতুঃষষ্টিগণ হিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য অসংখ্য হাবল গণপতিগণও তথায় আগত হইলেন। আর চন্দ্রার্দ্ধ-শখর, হারকুণ্ডল কেয়ূর মুকুটাদিভূষণে অলঙ্কৃত, অনিমাদিগুণ-ল ক্ষিত, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু সদৃশ, পাতাল-াসী ও সর্ব্বলোকবাসী গণপতিগণ সেই সভায় আগত হইয়া ভার অনুপম শোভাজনক হইলেন॥ ১৩—৩৪॥ সেই ময় তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হূহূ প্রভৃতি সামগায়কগণও, ানাবিধ রত্ন ও বাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই পুরীতে আগমন রিলেন। দেবগণেরও পূজ্য তপোধন ঋষিগণ হৃষ্টমনে সই পুণ্যসভাতে বৈবাহিক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। খন সেই পুরী এক অদ্ভুত ভাবের আশ্রয় হইল। এইরূপ মাগম ও কার্য্যাদি প্রবৃত্ত হইলে পর ভগবান্ কেশব স্বয়ং শুচিস্মিতা গিরিরাজাকে লইয়া সেই পুরীতে আগমন রিলেন। সেই সভায় ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, হে হরে! আপনিই অগ্রে ভবানী ও দেবগণের সহিত প্রভু শিবের বামাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া-ছেন। পরে আমি দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমার অংশ এই গিরিরাজ হিমালয়কে শিব সঙ্গম সাধনের নিমিত্তই উৎপাদন করা হইয়াছে। এই দেবীও পরমেশ্বর শিবের মায়ায় ঐ গিরিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়া-ছেন। অতএব এই দেবীই জগতের এবং আপনার, আমারও জননী, আর শ্রুতি স্মৃতি প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত ঐ বিবাহ নিমিত্ত আগত ঐ ভগবান্, রুদ্র আমাদিগের জনক। ঐ ভগবান্ শঙ্করের মূর্ত্তিসমূহ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু পৃথিবী, জল, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, চন্দ্র, পবন আত্মা প্রভৃতি ঐ দেবদেবেরই স্বরূপ অজা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ সত্বরজঃ তমো-গুণময়ী এই প্রকৃতি আপনার রূপ বলিয়া শিবের সহিত নিয়ত সংসর্গ থাকিলেও, হে বিষ্ণো এই দেবীকে আমার ও গিরিরাজের বাক্যে ঐ রুদ্রকে প্রদান করুন। আর আপনারও গিরিরাজের সহিত এই সম্বন্ধও শ্রেয়স্কর জানি-বেন,—পাদ্ম নামক কল্পে আপনার নাভিকমল হইতে আমি উৎপন্ন হই, অতএব আমার ও আমার অংশ ঐ শৈলরাজেরও আপনিই গুরু। সূত বলিলেন;—পরে জনার্দ্দন ব্রহ্মার বাক্য যথার্থ বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং দেব মুনিগণ সকলে আর দেবদেব শঙ্করও সেই ব্রহ্ম-বাক্য অনুমোদন করিলেন। এইরূপে প্রজাপতি পদ্ম-যোনির বাক্য সর্ব্বসম্মত হইলে পদ্মনাভ পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া হস্ত দ্বারা দেবদেবের পাদ প্রক্ষালন করিয়া আপনার, ব্রহ্মার ও গিরিরাজের মস্তক অভ্যুক্ষণ করিলেন। পরে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, আপনার অর্দ্ধাঙ্গহরা মদীয় ভগিনী দেবী আপনারই সহিত বিবাহের নিমিত্ত মেনা গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া বিষ্ণু উদকদানপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে দান করিলেন ও শেষে ঐরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। অনন্তর নিখিল বেদার্থপরায়ণ মুনিশ্রেষ্ঠগণ আনন্দে রোমা-ঞ্চিত কলেবর হইয়া বলিলেন যে, হে সভ্যগণ! বিচার করিয়া দেখিলে এই দেবদেব হরই দাতা ও ইনিই গ্রহীতা, ইনিই ফল, ইনিই দ্রব্যাদি, যেহেতু ইঁহারই মায়ায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া যেন ভক্তিভরে উন্নত হইতে না পারিয়া অবনত মস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময় খেচর সিদ্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; দেব-দুন্দুভির গম্ভীর নিনাদে জগৎ পরিপূর্ণ হইল; অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। আর মূর্ত্তিমান্ বেদগণও ব্রহ্মা ও মুনিগণের সহিত দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ দেবদেব সলজ্জা পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া তৃপ্তির আশা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেন না, মনোহরাবয়বা দেবী হৈমবতীও ভগবান্ বৃষধ্বজকে অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। তাহার পর শঙ্কর হরিকে বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! আমি আপনাকে বর প্রদান করিতেছি, যাহা অভিলষিত হয় বলুন। হরি বলিলেন, যেন আমার আপনাতে ভক্তি চির-স্থায়িনী হয়, প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন। ভগবান্ মহাদেব বিষ্ণুকে ব্রহ্ম নাম প্রদান করিলেন। পরে ব্রহ্মা শঙ্করকে বলিলেন, হে দেব! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি আচার্য্য পদে ব্রতী হইয়া হোম করিতে প্রবৃত্ত হই; কেননা এই কর্ত্তব্যকার্য্যটী এখনও করা হয় নাই॥ ৩৫—৫৬॥ দেবদেব শঙ্কর ব্রহ্মার এতাদৃশ প্রার্থনা শ্রবণে বলিলেন;—হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাহা যাহা অভিলষিত হয়, তাহা তাহা করিতে প্রবৃত্ত হও। পিতামহ! তোমরা যাহা যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব। দেব-দেবের এতাদৃশ অনুমতি পাইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রফুল্লান্তঃকরণে ভগবানকে প্রণাম করিয়া দেব-দেবীর পরস্পরের হস্তে হস্তে যোগ করিয়া দিলেন। স্বয়ং অগ্নিও সেই স্থলে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইলেন। পরে ব্রহ্মা দেবদেবকে স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত শ্রৌত বৈবাহিক মন্ত্রের দ্বারা যথাক্রমে যথাবিধি হোম করাইলেন। অনন্তর বিষ্ণুকর্ত্তৃক আনীত বিপ্রগণকে বহুতর গোদানে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে তিন বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। ৬৫-

পরে উভয়ের হস্তযোগ মোচন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সকল দেবপতি ও দেবগণ এবং সকল মনুষ্যগণের সহিত সেই দেবদেব উমাপতিকে নমস্কার করিলেন। পরে সেই প্রজাপতি পদ্মযোনি, ভবভবানীকে পাদ্য দান এবং শিবকে আচমন মধুপর্ক ও গো প্রভৃতি দান করিয়া আবার ইন্দ্রাদি সকল দেবগণের সহিত নমস্কার করিলেন। তাহার পর ভৃগু প্রভৃতি মুনি, ও সূর্য্যাদি গ্রহগণ সকলে যব, তিল তণ্ডুলাদি দ্বারা বৃষধ্বজকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এই প্রকার উৎসবাদি ও বিবাহ-বিধি অনুষ্ঠানের পর ভগবান্ চন্দ্রশেখর রুদ্র বেদোক্ত কার্য্য সকল সমাপন করিয়া, অগ্নিকে সংহার করিয়া আত্মাতে আরোপণ করিলেন। পরে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত তিনি শৈলপতিতনয়া উমার সহিত সঙ্গত হইলেন। যে ব্যক্তি এই ভবপরিণয়োপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা বেদবেদাঙ্গপারগ শুদ্ধ দ্বিজগণকে শ্রবণ করায়, সে গাণপত্য লাভ করিয়া, সেই ভবের সহিত মিলিত হইয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। অতএব যথাবিধি পূজাদি করিয়া এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে, অন্যথা নহে। যেখানে বিপ্রগণ কর্ত্তৃক এই ভববিবাহ উপাখ্যান কীর্ত্তিত হয়, সেখানে দেবদেব নিয়ত অবস্থান করেন। আর এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবোদ্বাহ উপাখ্যান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ সময় কীর্ত্তন করিবে। এইরূপ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবান্ বৃষধ্বজ দেবী হৈমবতীর সহিত সকল দেবগণ, নন্দী ও স্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বারাণসী পুরীতে আগমন করিলেন। কোন সময়ে সেই কাশী-ক্ষেত্রে সুখোপবিষ্ট বৃষধ্বজকে সহাস্যবদনা পার্ব্বতী প্রণাম করিয়া মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্ব্বতীর এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া ভগবান অর্দ্ধেন্দুতিলক শঙ্কর বলিলেন, হে সুরেশানি! ঋষিগণ-পূজিত কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বলা অতিশয় দুঃসাধ্য। অতএব হে দেবি! কেমন করিয়া সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ফলোদয় বর্ণনা করিব? যেখানে মৃত্যু হইলে পাপিগণ এক জন্মেই মুক্ত হয়, যে কাশীক্ষেত্রে অন্যস্থলে অনুষ্ঠিত পাপের বিনাশ হয়, আর যে কাশী পুরীতে পাপ করিলে পিশাচত্ব ও নরক লাভই হইয়া থাকে। যে কাশীক্ষেত্রে ত্রিবিষ্টপ ওঙ্কারেশ্বর কৃত্তিবাস দেব বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, যেখানে মৃত ব্যক্তির আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। বরং সহস্র সহস্র পাপ করিয়া মনুষ্যগণের পিশাচত্ব প্রাপ্তিও শ্রেয়, তথাপি এ হেন কাশীপুরী ব্যতিরিক্ত স্বর্গে সহস্র সহস্র ইন্দ্রত্ব পদও কিছুই নহে। ভগবান্ শশিশেখর এইরূপ সংক্ষেপে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সকল গণেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মনোহর উদ্যান দর্শন করাইলেন। সেখানেই দৈত্য-গণের বিঘ্নরূপী ভগবান্ গজানন বিনায়ক অমরগণের বিঘ্ন দূর করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। হে ঋষিগণ! বেদ-ব্যাসের প্রসাদবলে যথাশ্রুত এই সুশোভন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথাসর্ব্বস্ব কথিত হইল॥ ৫৭—৮১॥

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন;—হে রোমহর্ষণ! গজানন গণপতি দেব বিনায়ক কিপ্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন? আর তাঁহার প্রভাবই বা কি প্রকার? ইহা বর্ণনা করিয়া আমাদের শুশ্রূষা নিবারণ করুন। সূত কহিলেন, দেব দেবীর উদ্যান বিহারের অবসান সময়ে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দৈত্যগণের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন। অনন্তর পরস্পর বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, হে সুরপতিগণ! যখন তমো-রজোগুণাক্রান্ত অসুর রাক্ষসগণ যজ্ঞদানাদি দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে হরিহর বিরিঞ্চিকে আরাধনা করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর লাভ করিয়াছে, অতএব আমাদের যে পরাভব অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনাদিগের বিঘ্ন দূর করিতে হইলে সেই অসুর রাক্ষসগণের বিনাশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এস! তাহাদিগের বিঘ্নের নিমিত্ত বিঘ্নরাজ গণপতিকে সৃজন করিতে শঙ্করের স্তব করি এবং সেই গণপতি সৃষ্ট হইলে নারীগণের পুত্রাদি লাভের বাসনা পূর্ণ ও নরগণের কার্য্য সিদ্ধি হইবে। দেবগণ পরস্পরে এই প্রকার পরামর্শ করিয়া সেই অনঘ পরমেশ্বর দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন, হে পিনাকিন্! আপনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ; আপনাকে নমস্কার করি। হে অনঘ! হে বিরিঞ্চ! আপনিই দেবীর তপস্যা কার্য্যের ফলদাতা। হে স্বরূপ বিহীন! আপনি অশরীরী হইয়াও প্রয়োজন হইলে শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণু পর্য্যন্ত শরীরের আপনিই হর্ত্তা ও আপনিই দেহের অভ্যন্তরস্থ অমৃতাধারমণ্ডলে অবস্থান করেন, আপনাকে নিয়ত নমস্কার করি। হে কালাগ্নিরুদ্ররূপিন্! আপনার কালই বেগ, আপনা হইতেই সত্যযুগাদি কালভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, যমাদি অষ্টদিক্‌পাল আপনার সকাশেই আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ও কালীর গৌর দেহের আপনিই বিধায়ক এবং আপনা হইতেই কালিকা উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনাকে শত শত বার নমস্কার করি। হে কালকণ্ঠ! হে মুখ্য! আপনিই এ জগতের কর্ম্মফলদাতা, আপনার চরণে আমাদিগের অসংখ্য নমস্কার। হে অম্বিকাপতে! হে হিরণ্য-পতে! আপনাকে সতত নমস্কার করি। হে হিরণ্যরেতঃ! হে সর্ব্ব! হে শূলিন! হে কপাল-দণ্ড-অসি-চর্ম্ম-অঙ্কুশ-পাশধর! হে হৈমবতীপতে! হে সুবর্ণবৎ শুভ্ররূপিন্! অর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতী থাকাতে আপনার রূপ পীত শুক্ল এই উভয়ে অসাধারণ মনোহর হইয়াছে এবং আপনিই সুরগণের রক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষিরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনার চরণে আমাদিগের ভূয়োভূয়ঃ কোটি কোটি নমস্কার। হে পঞ্চম পঞ্চাক্ষরময় পঞ্চানন! আপনিই দেব যজ্ঞাদি মহাপঞ্চযজ্ঞকারিগণের ফল দান করিয়া থাকেন, আপনার গলে ফণীই হাররূপে বিরাজমান; আপনাকে অনবরত নমস্কার করি। হে পরাৎপর! পঞ্চাক্ষরদৃক! রুদ্রাদি [illegible] দেবগণ আপনার পাঁচ প্রকারে বিভক্ত মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে নিরঞ্জ! অক্ষয় রূপিন্ রুদ্র! বজ্রের ন্যায় [illegible] দীপ্ত ও অভেদ্য অকারাদি ষোড়শবর্ণ [illegible]

ককারাদি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণ হস্ত, চকারাদি পঞ্চবর্ণ বামহস্ত, ট আদি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণ চরণ, ত আদি পঞ্চবর্ণ বাম পাদ, পাদি পঞ্চবর্ণ মেঢ্র ও যকার এবং শষস, আপনার আত্মরূপ, ক্ষকার প্রলয়রূপ ক্রোধ, আর ল, ব, স রেফ হ ল, * এই পাঁচবর্ণ হৃদয়াদি অঙ্গ। এতাদৃশ অঙ্গবান্ আপনাকে নমস্কার করি! হে সর্ব্বপ্রকাশক! আপনি সকল ভূতের অনাহত ধ্বনি করিয়া থাকেন এবং সাধুগণ আপনাকে ভ্রূমধ্যে অবলোকন করেন। হে পরমাত্মস্বরূপিন্! আপনার সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি এই তিননেত্র এবং আপনি নিয়ত সত্বাদি ত্রিগুণের উপরে বিরাজ করিতেছেন ও আপনার চরণ-কমলই এই সংসার সমুদ্রপারের উপায়; অতএব আপনাকে নিয়ত নমস্কার করি; এবং আপনিই তীর্থতত্ত্ব ও তীর্থ ফল, আর আপনিই সেই তীর্থ-ফলের অধীশ্বর। হে ঋক-যজু-সামবেদ-রূপিন্! আপনিই ওঁকার এবং ঐ ওঁকারে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং আপনি তুরীয়রূপে অবস্থিত। হে অত্যন্ত তেজস্বিন্! আপনি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ সত্বময় এবং আপনিই রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ রজঃ তমোময়, আর আপনিই আবরণরূপে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পাঁচপ্রকারে জলাদি পাঁচ স্থানে যথাক্রমে অবস্থান করিতেছেন। হে রুদ্র! আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু ও আপনিই কুমার; আপনার চরণে আমাদিগের ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। হে সর্ব্বোপরিচর! আপনি মাতাদেবীরও পরমেশ্বর; হে স্থূলসূক্ষ্ম রূপিন্! আপনার স্বরূপ সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বনিদান। হে নিখিল-সঙ্কল্প-শূন্য! আপনি সকল বিশ্ব হইতে গুপ্ত, হে আদি-মধ্যান্ত-শূন্য! চিন্ময়! আপনাকে সতত নমস্কার করি। হে মহেশ্বর! যম, অগ্নি, বায়ু, রুদ্র, বরুণ, চন্দ্র, ইন্দ্র, ও নিশাচরগণ সানুচরে দিঙ্মুখে দিঙ্মুখে নিয়ত আপনার পূজা করিয়া থাকেন। হে রুদ্র! আপনিই সকল সময় সকল স্থলে সকল পদ্ধতিতে পূজিত হন। আপনিই রুদ্রনীল, আপনিই কদ্রুদ্র, আপনিই প্রচেতা, আপনিই ধীর, আপনিই মহেশ্বর ও আপনিই সাক্ষাৎ শিব, আপনার চরণে এই দেবগণের ভূয়োভূয় অসংখ্য অনবরত নমস্কার ॥ ২—২৭ ॥ হে ভগবন্! এই সকল ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি সুরপতি কর্ত্তৃক স্তবচ্ছলে যে আপনার যজ্ঞ, মদন, যম, অগ্নি, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতির সংহারাদি নানাবিধ বিচিত্র চেষ্টিত কীর্ত্তিত হইল, হে ভূতভাবন! প্রসন্ন হইয়া তাহা ক্ষমা করুন। সূত বলিলেন;—যে ব্যক্তি এই ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ কীর্ত্তিত এই স্তব পাঠ করে, অথবা কাহাকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১—২৯ ॥

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন;—সুরপতিগণ ঈশ্বর পিনাকীকে এইরূপে নমস্কার করিয়া অবস্থান করিলে ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। দেবগণ সেই শঙ্করের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, আনন্দে চক্ষু মুদিত করিয়া সাতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। ভূত-ভাবন ভবভূতি অমৃতোপম নয়ন-ত্রিতয়ে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণে তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া "তোমাদিগের মঙ্গল হউক," এই আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি পরম পতিকে ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে ঈশ! এই সকল দেবগণ বরপ্রার্থী হইয়া আপনার সকাশে আগমন করিয়াছেন। হে বরদ! আপনি সুরারি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বিঘ্নে স্বকর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। এই জন্যই এই প্রার্থনা যে, সেই সুররিপুগণের যাহাতে সাতিশয় বিঘ্ন জন্মে, প্রসন্ন হইয়া তাদৃশ বর দান করুন। বাচস্পতি সুরগুরু এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, দেবদেব-শূলী উমা গর্ভে সুরেশ্বর গণপতিরূপ ধারণ করিলেন। তখন শৈলাদি গণেশ্বরগণ ও ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণ সমস্ত লোকনিদান ভবভয় নিবারণ পরমেশ্বর গজানন-রূপী মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ই পার্ব্বতী সর্ব্বলোককারণ ত্রিশূল-পাশধারী গজাননকে প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া দেব, সিদ্ধ, মুনীন্দ্রগণ ও অন্যান্য খেচর সকল পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর সুরপতিগণ সেই অভীষ্টপ্রদ গণেশ-রূপী মহেশ্বরকে অনবরত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১—১০ ॥ পরে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ভৈরব-রূপী শিব-সদৃশ ভব-ভবানী হইতে উৎপন্ন সেই বিচিত্র বসন ভূষণে অলঙ্কৃত নিখিল-মঙ্গলালয় বালক, পিতা মাতাকে বন্দনা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বর ভগবান ভবপুত্রকে জাতমাত্র অবলোকন করিয়া তদুদ্দেশে কর্ত্তব্য জাত-কর্ম্মাদি সংস্কার স্বয়ংই করিলেন। পরে জগদীশ্বর সুকোমল হস্ত-দ্বারা তনয়কে গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন করতঃ মস্তক চুম্বন করিলেন ॥ ১১—১৪ ॥ তাহার পর তাঁহাকে বর দিলেন, হে আত্মজ! দৈত্যগণের বিনাশ, দেবগণের ও ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণের উপকারের নিমিত্তই তোমার অবতার জানিবে। হে বৎস! যে ব্যক্তি মহীতল মধ্যে দক্ষিণাহীন যজ্ঞ করিবে, তুমি স্বর্গপথে থাকিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি অন্যায় পথ অবলম্বনে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্যাখ্যান ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তুমি নিয়ত তাহাদিগের প্রাণ সংহারে ব্যাপৃত থাকিবে। হে নরপুঙ্গব! স্ববর্ণত্যাগী ও স্বধর্ম্মরহিত নরনারীগণের প্রাণ হরণ করিয়া, তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা তোমারই কার্য্য জানিবে। হে বিনায়ক! যে স্ত্রী ও পুরুষ তোমার নিয়ত অর্চ্চনায় রত থাকিবে, তাহাদিগকে গাণপত্যাদিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। হে গণেশ্বর! যুবক হউক বা বৃদ্ধ হউক, যাহারা তোমার ভক্ত, তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অতি যত্নসহকারে পালন করিবে। হে বিঘ্নগণেশ্বর! তুমি ত্রিজগতে লোকের বন্দনীয় ও পূজনীয় হইবে, আর তুমিই যে বিঘ্নগণেশ্বর হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে তনয়! যাহারা আমাকে, ব্রহ্মাকে বা বিষ্ণুকে পূজা করিবে, বা আমাদের উদ্দেশে অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবে, তাহাদিগেরও

* বকারের ন্যায় ল কার দ্বিবিধ; তন্ত্রাদিতে তাহার ভূরি

বিঘ্ন নিবারণের নিমিত্ত প্রথমে তোমার পূজা করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি তোমার পূজা না করিয়া, কোন কল্যাণ জনক শ্রৌত স্মার্ত্ত বা লৌকিক কার্য্য করিবে, তাহা হইলে তাহার কল্যাণ শেষে অকল্যাণ রূপে পরিণত হইবে জানিবে। হে গজেন্দ্রবদন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জাতি, ইহারা সকলেই নিখিল সিদ্ধি বাসনায় তোমাকে উত্তম উত্তম ভোজ্য ভক্ষ্যাদি দ্রব্যে পূজা করিবে। হে বিনায়ক! এই ত্রিজগতে কোন জন, অধিক কি দেবতা পর্য্যন্ত তোমাকে গন্ধপুষ্প ধূপাদিতে পূজা না করিয়া লব্ধব্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। যে লোক বিনায়ককে নিয়ত পূজা করিয়া থাকে, সে শক্রাদি দেবপতির পর্য্যন্ত পূজনীয় হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফলার্থী হইয়া তোমাকে পূজা না করিলে, হে গণেশ! অধিক কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্র অন্যান্য দেবগণ ও আমাকে পর্য্যন্ত তুমি বিঘ্ন বাধিত করিতে সমর্থ হইবে। ভূতভাবন, পিতার এইরূপ বরদানের পর প্রভু গণপতি বিঘ্নগণ স্বজন করিলেন; পরে সেই স্বীয়গণের সহিত পরমেশ্বর পিতা পিনাকীকে নমস্কার করিয়া পিতার সম্মুখে বিনীতভাবে আসীন হইলেন। এই জগতে সেই অবধিই সকলে গণপতিকে পূজা করিয়া থাকেন। পরে গণপতি দৈত্যগণের ধর্ম্ম বিঘ্ন করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করিলেন। হে ঋষিগণ! এই স্কন্দাগ্রজ গণেশের উৎপত্তি উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইল। যে ব্যক্তি এই গণেশ-জন্ম উপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে অসাধারণ সুখের আশ্রয় স্থান হয়॥ ১৫—৩০॥

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন;—হে রোমহর্ষণ! ভবদীয় মুখকমল-বিনির্গত স্কন্দাগ্রজ গণপতির উৎপত্তি উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে পশুপতির নৃত্যারম্ভ কি প্রকার হইয়াছিল? আর কেনই বা সেই নৃত্যারম্ভ হয়? ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, যথাযথ বর্ণনা করিয়া অভিলাষ পূরণ করুন। সূত বলিলেন, পূর্ব্বেতে অসুর বংশে দারুক নামে এক অসুর জন্ম-গ্রহণ করে, সে তপস্যা করিয়া অদ্বিতীয় বিক্রমী হইয়া প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় সকল দেব ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-গণকে বিনাশ করে। সেই দারুকাসুর স্ত্রীবধ্য বলিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্মা, রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, যম এবং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে দেবগণকে অত্যন্ত পীড়িত করে। পরে রুদ্রাদি দেবগণ, স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দেবগণ সেই প্রবল পরাক্রান্ত দারুক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আগমন করতঃ সমস্ত পরাভব-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন; অনন্তর তাঁহারা সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বর সকাশে আগমন করিয়া সকলে স্তব করিতে লাগিলেন; এইরূপ স্তবের পর ব্রহ্মা দেবদেব সমীপে আগমন করিয়া বারম্বার প্রণাম করতঃ নিবেদন করিলেন। হে ভগবন্! দুঃসাধ্য দারুকাসুর এই জগৎকে অতিশয় পীড়িত করিতেছে; আমরাও তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি; অতএব হে বিপন্নশরণ! এক্ষণে স্ত্রীবধ্য প্রবল শত্রু সেই দারুককে নিহত করিয়া এ প্রতিপাল্যগণকে দুস্তর বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ ভগনেত্রহা শূলপাণি ব্রহ্মার এতাদৃশ কাতর বিজ্ঞাপন শ্রবণে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে দেবীকে বলিলেন, হে বরাননে! অতুল-বিক্রম দারুকাসুর স্ত্রীবধ্য বলিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত তাহাকে সংহার করিতে প্রার্থনা করিতেছি। শিবের এতাদৃশ প্রার্থনা শ্রবণে জগতের কারণ দেবী জন্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কেহই সেই ষোড়শভাগের একভাগে পার্ব্বতীর দেব-দেবের দেহে প্রবেশ জানিতে পারিলেন না। দেবীর মায়াবলে ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দেবী "পূর্ব্বের ন্যায়ই শঙ্করের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন," ইহাই দেখিতে পাইলেন। দেবী সেই দেবেশের দেহে প্রবেশ করিয়া পরমেশের কণ্ঠস্থ বিষে আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। কামরিপু দেব স্বীয়দেহে দেবী বিষময়ী হইয়া কালকণ্ঠী হইয়াছেন জানিয়া, স্বীয় কপালনেত্র হইতে তাঁহাকে স্বজন করিলেন॥ ১—১৪॥ যে সময় বিষকালিমায় নীলকণ্ঠী উৎপন্না হইলেন, তখন দেব-গণের বিজয় লক্ষ্মীও তাঁহার সহিত উৎপন্ন হইলেন। আর দেবরিপুগণের অভিলষিত অসিদ্ধির সূত্রপাত হওয়াতে তাহাদের পরাজয়ও অনুজ হইয়া আবির্ভূত হইল। সেকারণ ভবভবানীর অসীম আনন্দও লব্ধ-প্রসর হইল। সেই সময় সুরসিদ্ধগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি সুরপতিগণও শিবনেত্র হইতে উৎপন্না অগ্নিকল্পা কাল-কণ্ঠী কালীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। ঐ দেবীর শিবের ন্যায়ই ললাটে নয়ন হইল, নবশশি কলাও মস্তকের শেখর হইল, বিষকালিমায় কণ্ঠ আবৃত হইল এবং তাঁহার ন্যায় হস্তে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ও সং বলয়াদিও তাঁহার ন্যায় হইল। আর সেই কালীর সহিত সর্ব্বাভরণে ভূষিতা দিব্য-বসনা দেবী সকল সিদ্ধপতি সিদ্ধগণ এবং পিশাচগণও উৎপন্ন হইল। পার্ব্বতী আজ্ঞায় পরমেশ্বরী কালী, সুরপতিগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত সেই দারুককে বিনাশ করিলেন। সেই কালী বেগের আতিশয্য প্রযুক্ত ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভুবন কাতর হইয়া পড়িল। ভগবান্ ভূতভাবনও দেবীর ক্রোধাগ্নি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেত সঙ্কুল শ্মশানে (অর্থাৎ কাশীতে) স্তন্য-পানেচ্ছায় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই পরমেশ্বরের মায়া মুগ্ধা হইয়া, দেবী কালী সেই বালকরূপী ঈশানকে বক্ষে উত্তোলন করিয়া চুম্বন করতঃ স্তন্য পান নিমিত্ত মুখে স্তন দান করিলেন। সেই সময় দেবও তাঁহার স্তন দুগ্ধের সহিত কোপাগ্নি পান করিলেন। ঐ কোপ পান করাতে সেই বালক ক্ষেত্রপালক হইলেন। সেই ধীমান ক্ষেত্রপালের আট মূর্ত্তি হয়। (আজ পর্য্যন্তও সেই মূর্ত্তি কাশীতে প্রসিদ্ধ আছে) এইরূপে সেই বালক কালীর ক্রোধ সংহার করিয়া পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, সেই দেবী কালীর প্রসাদের নিমিত্ত সকল ভূতপতি ও প্রেতগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরীও শম্ভুর নৃত্যামৃত আ

পান করিয়া সেই প্রেতস্থানে যোগিনীগণের সহিত যথাসুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেইখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কালীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার দেবী পার্ব্বতীকেও স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু শূলীর এই প্রকার নৃত্যোপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। দেব দেব-যোগজনিত আনন্দে নৃত্য করেন, ইহাও কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন॥ ১৫—২৮॥

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন ;—হে সূত! পূর্ব্বে উপমন্যু কিরূপে গাণপত্য ও দুগ্ধসমুদ্র লাভ করেন, সম্প্রতি তাহা বর্ণনা করিয়া আমাদিগের বাসনা পূর্ণ করুন। সূত বলিলেন ;— এইরূপে কালীকে সৃজন করিয়া ভগবান্ ত্র্যম্বক গমন করিলে পর উপমন্যু নামে এক মুনি, বাল্যাবস্থাতেই দেবদেবকে অর্চ্চনা করিয়া তপস্যায় স্বীয় অভীষ্ট ফল লাভ করেন। তপস্যার ফল লাভ করিয়া মুনিবালক বাল্যকালেই কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় তেজস্বী হইয়া ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করেন। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রবণ করুন। কোন সময় সেই উপমন্যু মাতুলালয়ে অল্প পরিমিত দুগ্ধ পান করেন। তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া মাতুল-পুত্র ঈর্ষায় তাঁহা অপেক্ষা উত্তম দুগ্ধ যত ইচ্ছা পান করিলেন। উপমন্যু তাহা দেখিয়া মাতার সকাশে যাইয়া বলিলেন, মা! মা! তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে অতি সুস্বাদু উষ্ণ গব্য দুগ্ধ অধিক পরিমাণে দাও। পুত্রের এতাদৃশ বিনীতভাবে প্রার্থনা ও নির্ব্বন্ধাতিশয় অবলোকনে মাতা সাদরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার দারিদ্র্যাবস্থা স্মরণ করিয়া মনোদুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্র উপমন্যুও বারম্বার সেই দুগ্ধের কথা মনে হওয়াতে দুগ্ধ দেনা মা! দেনা মা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের এরূপ আগ্রহাতিশয় লঙ্ঘনে অসমর্থা হওয়াতে মাতা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে উঞ্ছবৃত্তিতে উপার্জ্জিত বীজ পেষণ করিয়া পরে তাহাই জলের সহিত বিলোড়িত করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বৎস! এস এস এই দুগ্ধ খাও! বলিয়া আলিঙ্গন করত চুম্বন করিয়া সেই কৃত্রিম দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। মহাদ্যুতি পুত্রও সেই মাতৃদত্ত কৃত্রিম দুগ্ধ পান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইহা দুগ্ধ নহে। পরে মাতার সকাশে যাইয়া আরও অতিশয় কাতর হইয়া মা! ইহা ত দুগ্ধ নয়, বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মাতা ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় সেই পুত্রবাক্য শ্রবণে আরও অতিশয় দুঃখিতা হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তনয়ের মস্তকে চুম্বন করত করকমলে তাহার বাষ্পক্লিন্ননেত্র মার্জ্জন করিয়া সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত উপদেশপরিপূর্ণ অন্তঃসার বাক্য বলিলেন ; বৎস! যাহাদের পরম নিদান শিবে ভক্তি নাই, তাহারা এই স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালস্থিত রত্নপূর্ণা নদীও দেখিতে পায় না। যাহাদিগের প্রতি শিব প্রসন্ন নহেন, তাহারা রাজ্য, স্বর্গ, মোক্ষ, ভোজন, দুগ্ধ কিম্বা স্বীয় প্রিয় বস্তু কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এ ভুবনমণ্ডলে ভব প্রসন্ন হইলে সকল ইষ্টবস্তু পাওয়া যায়, এই যে সকল দেখিতে পাইতেছ, ইহা তাঁহারই প্রসাদ-জাত, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই এ জগতে নাই। যাহারা অন্য দেবতায় আসক্ত, তাহারা কেবল দুঃখপীড়িত হইয়াই এ জগতে ভ্রমণ করে, অতএব বৎস! আমরা তো সেই দেবদেবের পূজা করি নাই, তবে আমরা কোথায় দুগ্ধ পাইব। পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু উদ্দেশে সহস্র সহস্র দান কর আর নাই কর, যদি সেই পূর্ব্বজন্মে শিব উদ্দেশে দান করিয়া থাক, তবে তাহাই পাইতে সক্ষম হইবে, নচেৎ নহে। বৎস! আমরা ত তাহা কিছুই করি নাই, তবে আমরা কোথায় পাইব? মহাতেজা উপমন্যু মাতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে বালক হইয়াও সেই দুঃখিনী মাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করতঃ বলিলেন ; মা! আর রোদন করিস্‌নে, শোক পরিত্যাগ কর। যদি কোথাও মহাদেব থাকেন, তাহা হইলে, বিলম্বেই হউক, আর অচিরেই হউক, আমি দুগ্ধ সমুদ্র নির্ম্মাণ করিব, ইহা দৃঢ়নিশ্চয় জানিবে। সূত বলিলেন ;—এই বলিয়া সেই মহাপ্রভাব বালক উপমন্যু, জননীকে প্রণাম করতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। জননীও তনয়কে, বৎস! নির্ব্বিঘ্নে তুমি ক্ষেমপ্রদ তপস্যা কর, এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন ; প্রসূতির এতাদৃশ অনুজ্ঞা পাইয়া, বালক হইয়াও সমাহিত চিত্তে হিমালয় পর্ব্বতে আগমন করতঃ অম্বু-দুঃসাধ্য বায়ু ভক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রত অবলম্বন করিয়া দুস্তর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপের প্রতাপে সমস্ত জগৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবপতিগণ বিষ্ণুসকাশে আগমন করিয়া প্রণাম করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম তাঁহাদিগের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে— "ইহার তত্ত্ব কি?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার কারণ অবগত হইলেন। পরে সত্বর গতিতে মন্দরপর্ব্বতে মহেশ্বরের সাক্ষাৎকার বাসনায় আগমন করিলেন। বিষ্ণু সেই সুরম্য গিরিবরে আগমন করিয়া দেবকে সাক্ষাৎ করিয়া প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্! উপমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণ দুগ্ধের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া এই জগতকে দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনি তাঁহাকে নিবারণ করুন। বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবদেব ঐ অবকাশেই ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া গমন করিতে মতি করিলেন॥ ১—২৪॥ অনন্তর সদাশিব সুরপতি ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া, সুরাসুর সিদ্ধ ও মহা হস্তিগণের সহিত শ্বেতবর্ণ গজারোহণে মুনি উপমন্যুর আশ্রমে গমন করিলেন। সেই সময় সহস্রদীধিতি সূর্য্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া বাম হস্তে নব ব্যজন ও দক্ষিণ হস্তে শ্বেতচ্ছত্র গ্রহণ করতঃ সেই শচীর সহিত উপবিষ্ট পাকশাসনরূপী শিবকে সেবা করিতে লাগিলেন। শক্ররূপী ভগবান সদাশিব সেই শ্বেতচ্ছত্রে দ্বারা চন্দ্রবিম্বে বিভূষিত মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরমেশ্বর এই প্রকারে শক্ররূপ ধারণ করিয়া সেই মহাতেজা উপমন্যুকে কৃপা বিতরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনি উপমন্যু শক্ররূপধারী পরমেশ্বর শিবকে আগত দেখিয়া, তাঁহাকে ইন্দ্রই ভাবিয়া অবনত

মস্তকে প্রণাম করতঃ বলিলেন ; আজ আমার এই আশ্রম পবিত্র হইল। যেহেতু জগন্নাথ সুররাজ প্রভু শচীপতি, ভানুর সহিত স্বয়ং এ দীনের আশ্রমে আগত হইয়াছেন এই কথা বলিয়া উপমন্যু কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলেন দেখিয়া, দেবেন্দ্ররূপী শঙ্কর গম্ভীর বচনে বলিলেন, হে সুব্রত! তোমার এতাদৃশ তপস্যা দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। হে মহামতে ধৌম্যাগ্রজ! তোমার যাহা অভিলষিত আছে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই জানিবে। ইন্দ্ররূপী হরকে এইরূপ বরদানে উন্মুখ দেখিয়া, মুনিসত্তম উপমন্যু করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন ; আমার এইপ্রার্থনা, যেন ভূতভাবন ভগবান্ ত্রিলোচনে অচলা ভক্তি থাকে ; প্রভু-ইন্দ্ররূপী প্রমথপতি উপমন্যুর এতাদৃশবাক্য শ্রবণে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করতঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সবেগে বলিলেন, দেবর্ষে! আমি যে দেব-রাজ ঈশ্বর, আমিই যে ত্রিলোকের অধিপতি এবং ত্রিভুবনে এহেন কেহ নাই যে, আমি তাহার নমস্য নহি, ইহা কি তুমি জান না? অতএব হে মুনিবর! তুমি আমারই ভক্ত হও, আমাকেই নিয়ত অর্চ্চনা কর। তোমাকে নিখিল মঙ্গলাস্পদ করিতেছি, নির্গুণ শিবকে পরিত্যাগ কর। উপমন্যু শক্রের এতাদৃশ শ্রোত্র-বিদারণ বাক্য শ্রবণে শুভ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করতঃ বলিলেন ; বিবেচনা করি, তুমি কোনও দৈত্যাধম আমার ধর্ম্ম বিঘ্ন করিতে ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভবনিন্দাপরায়ণ তুমি স্বয়ংই প্রসঙ্গক্রমে মহাত্মা দেবদেবের নির্গুণত্ব প্রকাশ করিয়া নিজের মূর্খতা প্রকাশ করিলে ও বিষয় অধিক আর কি বলিব, যখন শিবের নিন্দা শুনিতে হইল তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি জন্মান্তরে মহৎ পাপ উপার্জ্জন করিয়াছি। যে ব্যক্তি শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিবনিন্দাকারীকে নিহত করিয়া স্বদেহ বিসর্জ্জন দেয়, সে শিবলোকে গমন করিয়া শাশ্বত সুখের আশ্রয় হয়। যে ব্যক্তি শিবনিন্দাকারীর জিহ্বা উৎপাটন করে, সে একবিংশ কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে গমন করে। এখন দুগ্ধে ইচ্ছা দূরে থাকুক, সম্প্রতি সুরাধম তোমাকে প্রথমে বিনাশ করিয়া শিবাস্ত্রে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিব। পূর্ব্বে জননী আমাকে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্বজন্মে আমরা কখনও শিবপূজা করি নাই," দেবকে এই কথা বলিয়া মন্ত্রবিৎ মহাতেজা উপমন্যু নির্ভয়ে সেই শক্রকে অথর্ব্বাস্ত্রে সংহার করিব, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভস্মাধার হইতে একমুষ্টি ভস্ম গ্রহণ করিয়া সেই শক্ররূপী হর উদ্দেশে অথর্ব্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন। পরে অমর সেই উপমন্যু স্বদেহ বিসর্জ্জনে উদ্যুক্ত হইয়া আগ্নেয়ী ধারণা (যোগাঙ্গবিশেষ) ধ্যান করিয়া স্বদেহ দগ্ধ করিতে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। মুনি উপমন্যু এইরূপ স্বদেহ বিসর্জ্জনে উদ্যুক্ত হইলে, ভগবান্ ভগনেত্রহা উমা-সহচর ধারণাযোগে সেই আগ্নেয়ী ধারণাকে নিবারণ করিলেন এবং নন্দীর আদেশে চণ্ডক নামে গণ কর্ত্তৃক সেই কল্পাগ্নি সদৃশ অথর্ব্বাস্ত্রও সংহৃত হইল। পরে পরমেশ্বর স্বীয় চন্দ্রার্দ্ধশেখর মোহনরূপ প্রকাশ করিয়া উপমন্যুকে দর্শন দিলেন। সে সময় চতুর্দ্দিকে দুগ্ধের সহস্র ধারা ও দুগ্ধসমুদ্র, দধি প্রভৃতির সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, ফল সমুদ্র ও নানাবিধ ভোজ্য ভক্ষ্যেরএবংপিষ্টকের পর্ব্বত,সেই মুনিবালক উপমন্যুর নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। বন্ধুজন বেষ্টিত উপমন্যুকে লজ্জিত ভাবে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্ ভূতভাবন শঙ্কর স্বয়ংও লজ্জিত হইলেন, পরে স্মিত মুখী দেবীকে অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সেই বালক উপমন্যুকে বলিলেন ; হে মহাভাগ উপমন্যো! আজ বন্ধুগণের সহিত যত ইচ্ছা স্বীয় অভিলষিত বস্তু ভক্ষণ কর। আর দেখ, এই পার্ব্বতী তোমারই মাতা। আজ হইতে তুমি আমার পুত্র হইলে, অতএব এই সকল দুগ্ধসমুদ্র, মধুসমুদ্র, দধি-সমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, জলসমুদ্র, ফল ও লেহ্যবস্তুর সমুদ্র, পিষ্টকের পর্ব্বত ও নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যের সমুদ্র তোমারই নিমিত্ত জানিবে। হে উপমন্যো! এই জগৎপিতা আমি তোমার পিতা, আর এই জগন্মাতা মহাভাগা পার্ব্বতী তোমার মাতা জানিবে। আজ হইতে তোমাকে দেবত্ব ও শাশ্বত স্থান প্রদান করিলাম, এক্ষণে বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার যাহা যাহা অভিলষিত আছে, প্রার্থনা কর, ইহাতে কোনরূপ বিচার করিও না। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেই বালক উপমন্যুকে হস্ত প্রসারণ করতঃ আলিঙ্গন করিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। পরে তোমার এই তনয়কে গ্রহণ কর বলিয়া দেবীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। ভবানীও তনয়কে সস্নেহে অবলোকন করিয়া প্রীতা হইয়া যোগৈশ্বর্য্য ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। উপমন্যু দেবী সকাশে এই প্রকার বর ও কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ গদগদ বচনে মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং সাত্বিকানুরাগী পরমেশ্বরকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হইয়া এই বর দান করুন, যেন আপনাতে আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে ও নিয়ত যেন আপনার সান্নিধ্য পাইতে বঞ্চিত না হই। এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া ভূতপতি শঙ্কর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে অভিলষিত বর প্রদান করত অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৫—৬৪ ॥

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন ; ঐ উপমন্যুকে অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকাশে দিব্য পাশুপত ব্রত শিক্ষা করেন, ধীমান কৃষ্ণ সেই উপমন্যু সকাশে কিরূপে পাশুপত জ্ঞান লাভ করেন? সেই পাপনাশিনী কথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে নিষ্পাপ ও তদ্বিষয়ে শ্রবণবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সূত বলিলেন, সনাতন পুরুষোত্তম বাসুদেব রূপে স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াও মনুষ্যত্বকে নিন্দা করিয়া স্বীয় দেহ শুদ্ধি করেন। সেই সময় ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় পুত্রকামনায় তপস্যা করিতে উপমন্যু

আশ্রমে গমন করেন। সেখানে উপমন্যু মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা দেখিতে পাইয়া বনমালী ভক্তিপূর্ব্বক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলেন। ধীমান উপমন্যুর দর্শনমাত্রেই কৃষ্ণের কায়জ ও কর্ম্মজ নিখিল মল দূরীভূত হইল। পরে মহাতেজা উপমন্যু গাত্রে ভস্মলেপন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে দিব্য পাশুপত জ্ঞান প্রদান করিলেন। মুনির প্রসাদে পাশুপত জ্ঞান লাভ করিয়া মহামান্য কৃষ্ণ তপস্যা করিতে লাগিলেন; এইরূপে একবৎসর ধীরভাবে তপস্যার পর, গণবেষ্টিত ভব ভবানীকে সাক্ষাৎ করিয়া সাম্ব নামক একপুত্র লাভ করেন। সেই অবধি দিব্য বিশুদ্ধ ব্রত শৈব মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ সকলে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। হে ঋষিগণ! প্রাণিগণের মুক্তির নিমিত্ত অন্য এক ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুবর্ণময় মেখলা করিয়া তাহার আধার ও জল-নিবারক বহির্ভাগ করিবে এবং সুবর্ণময় লিঙ্গ করিয়া সুবর্ণময় ব্যজন ও দণ্ড করিবে। আর মসীভাজন, লেখনী, ক্ষুর, কর্ত্তরিকা ও জলপাত্র পর্য্যন্ত সুবর্ণে নির্ম্মিত করিবে। পরে গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া পুরুষ হউক অথবা স্ত্রী হউক সকলেই শিবভক্তকে দান করিবে। সুবর্ণময় হউক, রজতনির্ম্মিত হউক, অথবা তাম্রনির্ম্মিত হউক, আত্ম-সম্পত্ত্যনুসারে শক্তির অনুরূপই ঐ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দানপূর্ব্বক যোগীকে পূজা করিবে। যাহারা এইরূপ দান করিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও সমস্ত কুলযুক্ত হইয়া দিব্য রুদ্রপদ লাভ করিয়া থাকে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ঐ বিধিতে দান করিলে গৃহস্থেরা এই দুস্তর ভবার্ণব হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আর যোগী ব্যক্তিরা দান করিলে, শিব সত্বরই সেই যোগিগণের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। ফলে যদি আপনার মোক্ষলাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, উত্তম উত্তম রাজ্য, ধন, পুত্র, অশ্ব, যান, অধিক কি সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দান করিবে। এই অনিত্য শরীরের দ্বারা যাহাতে সেই সনাতন প্রশস্ত সংসারার্ণব তারক পাশুপত ব্রত সাধিত হয়, তদ্বিষয় প্রয়াস করিতে ক্রটি করিবে না। সংক্ষেপে কথিত এই সকল বিষয় যাহারা কীর্ত্তন করে, কিম্বা যদি শ্রবণও করে, তাহা হইলে তাহারা যে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ১—১৯॥

শ্রীশ্রীলিঙ্গপুরাণেরপূর্ব্বভাগে অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীলিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ।

লিঙ্গ পুরাণ।

উত্তর ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমো গণেশায়। ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! সকল দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ ইহকালে কি কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হন্? আপনি সর্ব্ব পুরাণজ্ঞ, অতএব আমাদিগের নিকট এ বিষয়ের যথোচিত উত্তর প্রদান করুন। সূত বলিলেন, হে বিপ্রবরগণ! মহাতেজস্বী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পূর্ব্বকালে অম্বরীষ রাজা একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি এ বিষয়ে যে প্রকার অবগত হইয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট যথাযথ বলিতেছি। অম্বরীষ রাজা বলিলেন, হে মহামতে মার্কণ্ডেয়! আপনি অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ধর্ম্মের পারদর্শী; যেহেতু আপনি চিরজীবী, অতএব অত্যন্ত প্রাচীন পুরাণবার্ত্তাসমূহ আপনার কণ্ঠস্থ। হে মহাপ্রাজ্ঞ সুব্রত! নারায়ণনির্ম্মিত আশ্চর্য্য ধর্ম্মসমূহের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কি, তাহা ভক্তগণ সমীপে এক্ষণে বলুন। সূত বলিলেন, অম্বরীষ রাজার কথা শুনিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অব্যয় অচ্যুত কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন, হে ভূপ! যথা নিয়মে শ্রবণ কর, ভগবান্ নারায়ণের স্মরণ, ভক্তিপূর্ব্বক পূজা এবং প্রণাম, বহুসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য জানিবে। সেই নারায়ণই অদ্বিতীয় পুরুষ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমাত্মা জনার্দ্দন, পাদ্মকল্পবিবরণে দেখা যায়, ব্রহ্মা তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, আমার প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানানুসারে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপনাদিগের নিকট বলিতেছি॥ ১—৮॥ পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে বাসুদেবপরায়ণ কৌশিক নামে কোন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সামবেদ গানাসক্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। ভোজন, উপবেশন এবং শয়নকালেও বাসুদেবে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক বারংবার ভগবান্ বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট চরিত্র গান করিতেন। ভক্তিমান্ কৌশিক, ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দির কিংবা বিষ্ণুক্ষেত্র পাইলে তাললয়াদিশুদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছনা এবং সুস্বরযোগে বৃহৎ রথান্তরাদি সামবেদোক্ত গানে ভিক্ষান্নমাত্র ভোজন করত তথায় কালযাপন করিতেন। একদা পদ্মাখ্য নামে বিখ্যাত কোন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণুগুণ গানপরায়ণ কৌশিককে দেখিয়া তাঁহাকে অন্নদান করিতে লাগিলেন। তেজস্বী কৌশিক পরিজনবর্গের সহিত ব্রাহ্মণদত্ত উষ্ণান্ন ভোজনানন্তর বিষ্ণুমন্দিরে হরিগুণগান করতঃ হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পদ্মাখ্য ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে তথায় আসিয়া কৌশিক মুখে হরিগুণগান শ্রবণ করিতেন, কালক্রমে কৌশিক-গায়কের সমীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকুল-সম্ভূত অধিক জ্ঞানবিদ্যাসম্পন্ন পবিত্র হৃদয় এবং বিষ্ণুপরায়ণ সাতজন শিষ্য উপস্থিত হইল। পদ্মাখ্য ব্রাহ্মণ সেই শিষ্যবর্গকেও স্বয়ং অন্নাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌশিক গায়ক ঐ সকল শিষ্যের সহিত প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুমন্দিরে যথানিয়মে হরিগুণগানে রত থাকিলেন। বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মালব নামে কোন বৈশ্য প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে শ্রীহরির প্রীতি নিমিত্ত দীপমালা প্রদান করিত। মালবী নামে পতিব্রতা মালব-ভার্য্যা প্রতিদিন গোময়দ্বারা বিষ্ণুমন্দিরের চতুঃপার্শ্ব লেপন করতঃ স্বামীর সহিত উৎকৃষ্ট কৌশিকগাথকের গান শ্রবণ করিয়া সানন্দ হৃদয়ে ঐ মন্দিরে থাকিতেন॥ ৯—২০॥ কুশস্থলদেশ হইতে সমাগত কঠোর-ব্রত-সম্পন্ন জ্ঞানবিদ্যার্থাভিজ্ঞ পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, কৌশিকের গান শ্রবণ নিমিত্ত তাঁহার সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করত ঐ বিষ্ণু-মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌশিকের গান নানাদেশে বিখ্যাত হওয়াতে, কলিঙ্গদেশের রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ঐস্থানে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, হে কৌশিক! অদ্য তুমি শিষ্যবর্গের সহিত আমার গুণগান কর। হে কুশস্থল-সমাগত ব্রাহ্মণগণ! তোমরাও কৌশিকের ঐ গান শ্রবণ কর। কলিঙ্গরাজের কথা শুনিয়া, কৌশিক, রাজাকে মিষ্টবাক্যদ্বারা বলিলেন, হে মহারাজ! আমার জিহ্বা ভগবান্ বিষ্ণু ভিন্ন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেরও স্তব করেনা এবং আমার বাগিন্দ্রিয় হইতে অন্য কথা নির্গত

হয় না; কৌশিকগাথক এই কথা বলিলে পর, কৌশিক শিষ্য বসিষ্ঠ গোত্র একজন, গৌতমগোত্র একজন, হরিনামক একজন, সারস্বত নামক একজন, চিত্র নামক একজন, চিত্রমাল্যনামক একজন এবং শিশুনামক একজন ইহারা সকলে মিলিত হইয়া কলিঙ্গরাজকে কৌশিকের বাক্যানুরূপ বলিলেন, হে মহারাজ! আমরা হরিভিন্ন অন্যের গুণগান করি না এবং অন্যের কথা কহি না॥ ২১—২৭॥ বিষ্ণু-পরায়ণ শ্রোতৃবর্গও রাজাকে বলিলেন, হে মহারাজ আমাদিগের কর্ণও হরিগুণ ভিন্ন অন্য কিছু শ্রবণ করে না; আমরা সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তিগান শুনিতেই ভাল বাসি, অন্যের স্তব শুনিতে চাহি না। কৌশিক, কৌশিকশিষ্য এবং শ্রোতৃবর্গের কথা শ্রবণে কলিঙ্গরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ ভৃত্য গাথকগণকে বলিল, হে গাথকগণ! এ সকল ব্রাহ্মণ যাহাতে আমার কীর্ত্তিকলাপ শুনিতে পায়, তদনুসারে তোমরা আমার গুণগান কর, দেখা যাক্ চতুর্দ্দিকে আমার গুণগান করিতে থাকিলে কেমন ইহারা না শুনে। কলিঙ্গরাজ এই কথা বলিলে পর রাজভৃত্য গাথকগণ কলিঙ্গরাজার গুণগান করিতে লাগিল। তখন ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ হরিগুণ গানের সুযোগ বন্ধ হওয়াতে দুঃখিতান্তঃকরণে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পরস্পরে নিজ নিজ কর্ণবিবর আবৃত করিলেন, কৌশিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণ রাজার মনোবৃত্তি অবগত হইয়া মনেমনে বিবেচনা করিলেন, এ রাজা স্বীয় গুণগানে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিতেছি, অতএব বলপূর্ব্বক আমাদিগের দ্বারাও নিজগুণগান করাইবে, ইহা স্থির করিয়া সেই পবিত্র হৃদয় ব্রাহ্মণগণ হস্ত দ্বারা নিজ নিজ জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া কলিঙ্গরাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিতচিত্তে তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণ উত্তর দিকে গমন করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা মৃত্যুবশতাপন্ন হইয়া যমালয়ে নীত হইলেন, তদনন্তর যমরাজ তাঁহাদিগকে নিজালয়ে সমাগত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়চিত্ত হইলেন॥ ২৮—৩৫॥

হে রাজন! ঐ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা কৌশিকাদি ব্রাহ্মণ-গণের বিষ্ণুভক্তি অবগত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণকে পরম সুখে বাস করিতে স্থান প্রদান কর; যে কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণ হরিগুণগান করিয়া জনার্দ্দনকে প্রীত করিয়াছে, যদি তোমরা আত্ম দেবত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহাদিগকে যমালয় হইতে শীঘ্র আনয়ন কর। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া কেহবা ওহে কৌশিক, কেহবা ওহে মালব, অপর কেহ ওহে পদ্মাখ্য, তোমরা এস্থানে আগমন কর; এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অতি শীঘ্র যমালয় হইতে আনয়নপূর্ব্বক আকাশপথে সেই মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মলোকে সমাগত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা, কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণকে সমাগত দেখিয়া, যথোচিত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা তাঁহা-দিগকে সম্মানিত করিলেন। হে নৃপবর! ব্রহ্মার কৌশিকের প্রতি গৌরবসূচক কার্য্য দেখিয়া, দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিবারণপূর্ব্বক দেবগণ পরিবৃত হইয়া কৌশিকাদি মুনিগণকে সঙ্গে করতঃ বাসুদেব ধ্যানাসক্তচিত্তে শীঘ্র বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন, তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, ভগবান্ শ্বেতদ্বীপনিবাসী জ্ঞান-যোগেশ্বর প্রভু, সিদ্ধ, বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ, সমাহিত চিত্ত, নারায়ণ তুল্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, অত্যন্ততেজস্বী, পাপলেশশূন্য অষ্টাশীতি সহস্র মহাজনগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান, দেবদেব নারায়ণ, অস্মদাদি মুনিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, পুণ্যবান্ সনকাদি সিদ্ধগণ, নানাবিধ প্রাণিগণ ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া লোক-কার্য্যরত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে দর্শন দিবার অভিপ্রায়ে, বিষ্ণু লোকের মধ্য স্থানে স্থিত সহস্র দ্বারযুক্ত, সহস্র যোজন দীর্ঘ, অতি নির্ম্মল, আশ্চর্য্য, সিংহাসনান্বিত বিমানোপরি উপবেশন করিলেন॥ ৩৬—৪৮॥ অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কৌশিকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ভগবৎ সমীপে আগমন করতঃ প্রণতিপূর্ব্বকগরুড়ধ্বজ বিষ্ণুকে স্তব করিতে আরম্ভ করি-লেন। ভগবান্ জগৎপ্রভু, নারায়ণ হরি কৌশিকাদিকে সমাগত দেখিয়া ওহে কৌশিক, ওহে মালব, ওহে পদ্মাখ্য এইরূপ সম্বোধন করতঃ যথাক্রমে প্রীতচিত্তে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইলে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে জয় ঘোষণা করিয়া উঠিলেন, বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শ্রবণ কর, কুশস্থল নিবাসী এসকল ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত, কৌশিক গাথকের হিতার্থী ও তাঁহার সাধ্যসাধন-তৎপর হইয়া অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে এবং ইহারা আমার কীর্ত্তি শ্রবণ নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎসুকচিত্ত, তত্ত্বজ্ঞানী ও আমা ভিন্ন কাহারও প্রতি ভক্তিমান নহে, অতএব ইহারা সাধ্য নামে দেবযোনি হউক এবং সর্ব্বদা আমার সমীপে (অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে) এবং অন্যান্য লোকেও ইহাদিগকে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। ব্রহ্মাকে এইরূপ আদেশ করিয়া দেবদেব মাধব পুনর্ব্বার কৌশিককে বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে! তুমি নিজ শিষ্যবর্গের সহিত আমার পার্শ্বচর হও, এবং গণাধিপত্য লাভ করিয়া যেখানে আমি অবস্থিত করিয়া থাকি, সে স্থানে অবস্থিতি কর॥ ৪৯—৫৫॥ তদনন্তর দামোদর হরি মালব এবং মালবীকে বলিলেন, হে মালব! আমার এই বিষ্ণুলোকে নিজ ভার্য্যার সহিত দিব্য বপু ধারণপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত হইয়া এ স্থানের আধিপত্য করিতে থাক ও আমার কীর্ত্তি গান শ্রবণ করিতে করিতে যতকাল এ সমস্ত লোক থাকিবে, তাবৎকাল এস্থলে আমার তুল্য পরম সুখে বাস কর। তদনন্তর ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত পদ্মাখ্য ব্রাহ্ম-ণকে বলিলেন, হে পদ্মাখ্য! তুমি ধনাধিপতি কুবেরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমার দর্শন লাভ করতঃ অলকাপুরীর রাজত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর। এরূপ আদেশ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, এই কৌশিকের গান শ্রবণ করিয়া আমার যোগ নিদ্রা উপস্থিত হইয়াছিল, এ কৌশিক বিষ্ণুক্ষেত্রে

শিষ্যগণের সহিত আমার স্তব করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত ক্রূরস্বভাব কলিঙ্গ রাজাকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও বলিয়াছে, আমি বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের স্তব করিব না,এ কথা বলিয়া জিহ্বাচ্ছেদন করিয়াছে; এ নিমিত্ত কৌশিক বিষ্ণুলোকে বাস প্রাপ্ত হইল ও কুশস্থলনিবাসী নিরন্তর আমার ভক্ত যশস্বী এ সকল ব্রাহ্মণ অন্য কীর্ত্তি শ্রবণ নিবারণ অভিপ্রায়ে পরস্পরে কর্ণবিবর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়াছিল; এ নিমিত্ত এ সকল ব্রাহ্মণ দেবত্ব লাভপূর্ব্বক আমার সহচর হইল। মালব, নিজ ভার্য্যার সহিত আমার ক্ষেত্রভূমি প্রতিদিন মার্জ্জনা করিয়াছে এবং দীপমালা প্রদান করিয়া আমার অর্চ্চনা করতঃ অবহিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত আমার কীর্ত্তি-গুণ-গান শ্রবণ করিয়াছে, এ নিমিত্ত মালব আমার চিরস্থায়ী লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পদ্মাখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা কৌশিককে প্রতি দিন খাদ্য দ্রব্য দান করিয়াছে, এ নিমিত্ত এ পদ্মাক্ষ ধনেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার সমীপে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান হরি ব্রহ্মাকে এইরূপ কহিয়া সভামধ্যে উপবেশন করিলেন॥ ৫৬—৬৭॥ সেই সময়ে বাদ্য-বিদ্যা-বিশারদ, অতি সুমিষ্ট-বর্ণ-সংমিষ্ট গীতিগানপরায়ণ, বীণাবাদ্য-কুশল গায়কগণের সহিত অল্প অল্প হাস্যযুক্তবদনা, নানাবিধ আশ্চর্য্য অলঙ্কার-ভূষিত-দেহা, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পরিচারিকা পরিবৃতা, বিষ্ণুপত্নী ভগবতী লক্ষ্মীদেবী হরিগুণ গান করিতে করিতে ভগবান্ নারায়ণ সমীপে আগমন করিলেন। তদনন্তর পরিষাস্ত্রধারী পর্ব্বত তুল্য দীর্ঘকায়, গণনায়কসমূহ লক্ষ্মীদেবীকে দর্শনানন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে এবং মুনিগণকে তাড়াইয়া দিয়া হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করত কথোপকথন করিতে লাগিল। দেবগণ ব্রহ্মা এবং আমরা সকলেই দূরীকৃত হইয়াছিলাম; ইত্যবসরে ভগবান্ বিষ্ণু মুনিবর গায়কশ্রেষ্ঠ তুম্বুরুকে আহ্বান করিলেন। তুম্বুরুও আহ্বান মাত্র দেব-দেবী সমীপে প্রবেশপূর্ব্বক সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে নানাবিধ মূর্চ্ছনা সহকারে সুমিষ্ট সময়োচিত গীতসমূহ গান করিতে লাগিলেন এবং বীণাযন্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া নানাপ্রকার রত্নসংযুক্ত আশ্চর্য্য অলঙ্কারসমূহ দ্বারা এবং শুক্লবর্ণ মন্দার পুষ্প মাল্য দ্বারা তম্বুরুকে সন্তুষ্ট করিলে পর, তিনি হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে অরিন্দম! ঐ সভাস্থ অন্য সমস্ত দেবগণ এবং ঋষিগণ তুম্বুরু সম্মানিত হইয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তুম্বুরু মুনির সতীর্থ নারদ মুনি নারায়ণকৃত তুম্বুরুমুনির সমাদর দেখিয়া শোকাক্রান্তচিত্তে পরিতপ্তহৃদয় ও সাশ্রুনয়ন হইয়া শোকাধীন মূর্চ্ছাপন্ন শরীরে নিরতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন॥ ৬৮—৭৭॥ নারদমুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি কি কার্য্য করিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকটে শ্রীহরির দর্শন লাভ করিব? কি আশ্চর্য্য তুম্বুরু অনায়াসেই লক্ষ্মী সমীপে শ্রীহরির দর্শন লাভ করিল, অতএব মূর্খ এবং চৈতন্যরহিত আমাকে ধিক্। যে আমি শ্রীহরির নিকট হইতে অনুচরগণ কর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছি, অতএব আমি জীবন ধারণ করিয়া কি প্রকারে কোথায় গমন করিব, তুম্বুরু আশ্চর্য্য সুকৃত করিয়াছে। বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ মুনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে ভগবৎকৃত তুম্বুরুর সমাদর স্মরণ করিয়া রোদন করত জ্ঞানী নারদ মুনি আমাকে ধিক্, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নারদ মুনির তপস্যা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যে কার্য্য করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর॥৭৮—৮২॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; তদনন্তর নারদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নারদ মুনিকে অলঙ্কার, মাল্যাদি প্রদান করতঃ দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কালক্রমে তুম্বুরুর তুল্য সমাদর করিলেন। পূর্ব্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদেরও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এ ত্রিলোকে যাবত সংখ্যক গান আছে, তন্মধ্যে হরিগুণ গানই শ্রেষ্ঠ, ইহা বারংবার তোমাকে বলিতেছি। গান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে পর, শ্রীহরি উত্তমকীর্ত্তি, জ্ঞান, তেজস্বিতা, সন্তোষ এবং নিজ স্থান দান করেন; যেরূপ কৌশিক-গাথককে নিজ স্থানাদি দান করিলেন, পদ্মাক্ষ প্রভৃতিকে ভগবান্ হরি যেরূপ সিদ্ধি দান করিলেন, ইহাও আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছ। হে মহারাজ! সেই হেতু বিষ্ণুভক্তপুরুষসমূহের সহিত তুমিও বিষ্ণুক্ষেত্রে বিশেষরূপে বিষ্ণুর পূজা, হরিগুণ গান, নৃত্য এবং বাদ্যোদ্যম নিরন্তর কর। সর্ব্বদা হরিগুণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এই শ্রীহরির গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে। যে বিদ্বান্ মনুষ্য বিষ্ণুক্ষেত্রে উপবেশনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে হরিগুণগান, নৃত্য এবং বিষ্ণুচরিত্র কথোপকথন করে, সে ব্যক্তি জাতিস্মরত্ব, মেধা, মৃত্যুর পর পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের স্মরণ এবং বিষ্ণুর সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে। হে নৃপতিবর! ইহা সত্য, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! আমার নিকট তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ত আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! পুনর্ব্বার তোমার নিকট কি বলিব, তাহা প্রকাশ কর॥ ১—৯॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অম্বরীষ বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মার্কণ্ডেয় মুনে! মহাভাগ্যবান্ নারদ মুনি কি উপায় দ্বারা গান বিদ্যালাভ করিলেন এবং কোন সময়েই গান বিদ্যায় বা তুম্বুরুর সদৃশ হইলেন। হে মহামতে! ইহা আমার নিকট বলুন, যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ। মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, আমি দেবতুল্য নারদ মুনির নিকট এ বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। অতি

তেজস্বী মহামতি নারদ মুনি নিজেই আমার নিকট একথা বলিয়াছেন। তপস্যারাশিস্বরূপ ভগবান্ নারদ মুনি প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করতঃ ভগবানকৃত তুম্বুরুর সমাদর স্মরণ-পূর্ব্বক অতি কঠোর উৎকৃষ্ট তপস্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ মহর্ষি নারদ অতি মহৎ শব্দযুক্ত, আশ্চর্য্য এবং অশরীরসম্ভূতা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি নিমিত্ত দুষ্কর তপস্যা করিতেছ, যদি তোমার গান বিষয়ে বুদ্ধি আসক্ত হইয়াছে, তবে মানসসরোবরের উত্তর পর্ব্বতে গমন করিয়া উলূকনামক পক্ষীকে দর্শন কর; সেই উলূক গানবন্ধু নামে বিখ্যাত। শীঘ্র সে স্থানে গমন কর, এবং সে উলূকপক্ষীকে দর্শন কর, তুমি গানবিদ্যা-বিশারদ হইবে। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নারদ মুনি, আকাশ বাণীতে একথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মানসোত্তর পর্ব্বতে গানবন্ধু উলূকপক্ষীর নিকট গমন করিলেন; দেখিলেন, গন্ধর্ব্বগণ কিন্নরগণ, যক্ষগণ এবং অপ্সরোগণ গানবন্ধু উলূকের চতু-র্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় শিক্ষায় গান বিদ্যা লাভ করিতেছেন, এবং হৃষ্টচিত্তে অতি মধুর কণ্ঠস্বর সংযোগে গান করিতে করিতে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া আছেন। তদনন্তর গানবন্ধু উলূকপক্ষী নারদমুনিকে সমাগত দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্নে যথোচিত পূজা করিলেন। এবং বলিলেন, হে মহামতে! কি নিমিত্ত আপনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনার আমি কি কার্য্য করিব, আপনি তাহা বলুন। নারদ বলিলেন, হে উলূকরাজ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি যে নিমিত্ত আসিয়াছি, সে সমস্ত আপনি শ্রবণ করুন॥ ১—১৩॥ পূর্ব্বে আমার যে অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। হে বিদ্বন্! অতীতযুগে আমি নারায়ণ সমীপে উপস্থিত আছি, এমন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে তথা হইতে দূর করিয়া তুম্বরুকে আহ্বানপূর্ব্বক ভগবতী লক্ষ্মীর সহিত হৃষ্টচিত্তে তুম্বরুর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট গান শ্রবণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণও তথা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৌশিক প্রভৃতি গাথকগণ কেবল হরিগুণ গান মাহাত্ম্যে বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তি-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গানযোগে হরিকে আরাধনা করিয়া পরমসুখে গাণপত্য প্রাপ্ত হন; আমি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখান্বিত চিত্তে এস্থানে তপস্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি॥ ১৪—১৭॥ আমি যে কিছু দান করিয়াছি, যে কিছু যজ্ঞে হোম করিয়াছি, যে কিছু পুরাণাদি শ্রবণ করিয়াছি এবং যে কিছু বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সে সমস্ত কার্য্য বিষ্ণু মাহাত্ম্যগানের ষোড়শ ভাগের এক ভাগও হইবে না। হে পক্ষিরাজ! তদনন্তর আমি বহু চিন্তা করিয়া গানবিদ্যা লাভের নিমিত্ত দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছি; তপস্যা সমাপনান্তে এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম, হে দেবর্ষে! যদি তোমার গান শিক্ষা করিতে বুদ্ধি হয়, তবে গানবন্ধু বিহঙ্গমরাজ উলূকের নিকট গমন কর। হে বিপ্র! তুমি অচিরকাল মধ্যে গানবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে। হে অব্যয়! আমি এইরূপ আকাশসম্ভূত শব্দকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম; আপনার কি কার্য্য করিব, আপনার আমি শিষ্য হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন। গানবন্ধু বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে নারদ! পূর্ব্বকালে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন, সেই বৃত্তান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপারসম্বলিত, সকল পাপবিনাশক এবং কল্যাণ-কর। পূর্ব্বকালে ভুবনেশ নামে বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, অযুত বাজপেয় যজ্ঞ, কোটি কোটি গাভী, কোটি কোটি বসুবর্ণ মুদ্রা, অসংখ্য বস্ত্র, রথ, হস্তী, কন্যা এবং অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে দান করত স্বীয় রাজ্য মধ্যে দ্বিজগণকে গান করিতে নিবারণ করিয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ গান করিয়া বিষ্ণু কি অন্য দেবতা কিংবা মনুষ্যের উপাসনা করে, তাহাকে কোন না কোন দণ্ডে বধ করিব, এইরূপ আদেশ করিয়া বলিলেন, পরমপুরুষ জগদীশ্বরকে বেদমন্ত্র দ্বারা আরাধনা কর॥ ১৮—২৭॥ স্ত্রীলোকগণ সকল স্থানে প্রতিদিন গান করিয়া আমোদ করুক, সূতগণ এবং মাগধগণ ইহারা সকলে গান করুক। এইরূপ আজ্ঞা করিয়া সেই রাজা ভুবনেশ রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সে রাজার পুরীর নিকটে হরিমিত্র নামে বিখ্যাত অত্যন্ত বিষ্ণু ভক্তি-পরায়ণ, সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হরিমিত্র এক দিবস নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, শ্রীহরির সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথাবিধি পূজান্তে অতি সুমিষ্ট ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন এবং পায়স নিবেদনানন্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ ভক্তিভাবে তদ্গতচিত্তে তাল, লয়, সুস্বরযোগে উত্তম পদাবলীবিরচিত হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভূপতির আদেশানু-সারে অনুচরগণ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, হরিমিত্রের হরি-পূজার দ্রব্যজাত চতুর্দ্দিকে নিঃক্ষেপ করতঃ সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজ সমীপে আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তদনন্তর অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি সেই রাজা ভুবনেশ দ্বিজবর হরিমিত্রকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। সে স্থানে পতিত হরিমিত্র-পূজিত শ্রীহরির প্রতিমা রাজকিঙ্করম্লেচ্ছগণ হরণ করিয়া লইল; কিছু কাল পরে চতুর্দ্দিকে সকল লোকের পূজনীয় সেই রাজা ভুবনেশ মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন। যমালয়াগত রাজা ভুবনেশ ক্ষুধা-পীড়িত হওয়াতে, দুঃখিতচিত্তে খেদ করিতে করিতে যমরাজকে বলিতে লাগিলেন; হে দেব! আমি পরলোকগত হইলেও আমার সর্ব্বদা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে। আমি কি পাপ করিয়াছি, হে যমরাজ এক্ষণে কি করিব; যমরাজ রাজাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি অজ্ঞান এবং মোহবশতঃ অত্যন্ত মহৎ পাপ করিয়াছ। হরিপরায়ণ হরিমিত্রের প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছ॥ ২৮—৩৯॥

হে রাজন্! ভগবান্ বাসুদেবের পূজাদি কার্য্য বিষয়ে হরিমিত্র সমীপে পাপাচরণ করিয়াছ বলিয়া তোমার সর্ব্বদা ক্ষুধাব্যাধি উপস্থিত হইতেছে। হে নরপতে! তুমি গীত-বাদ্য-যুক্ত হরিগুণগায়ক মহামতি হরিমিত্রকে আনাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছ এবং তোমার আজ্ঞানুসারে ভৃত্যগণও হরিমিত্রের প্রতি পাপাচরণ করিয়াছে; সেই নিমিত্ত

তোমার দান যজ্ঞাদিজাত ফল বিনষ্ট হইয়াছে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির কীর্ত্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ অন্য কিছু গান করিবে না, ইহাই নিয়ম। তুমি সেই হরিগুণগানে প্রতিবন্ধক হইয়া অত্যন্ত পাপ করিয়াছ; তোমার স্বর্গাদি সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়াছে; অদ্যই তুমি পর্ব্বতকোটরে গমন কর; তুমি তোমার পূর্ব্ব পরিত্যক্ত নিজদেহ ছেদন করিয়া প্রতিদিন ভোজনপূর্ব্বক কাল যাপন কর; সেই পর্ব্বতকোটরে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই আপন দেহ ভোজন করত এক মন্বন্তর ঘোর নরকে বাস কর; এ মন্বন্তর অতীত হইলে, তুমি এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্য দেহে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। গানবন্ধু বলিলেন, ভুবনেশ রাজাকে যমরাজ এরূপ আদেশ করিয়া সেস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীমান্ হরিমিত্রগণাধিপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গণবান্ধবগণকে সংগ্রহ করত বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করিল ও সেই অবধি নরপতি ভুবনেশ এই পর্ব্বতের কোটর মধ্যে বাস করত আপনার শব দেহ ভোজন পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন ॥ ৪০—৪৯ ॥ আমি সেই পর্ব্বতকোটরে ভুবনেশ ভূপতিকে দেখিয়াছি। সেই রাজা আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। সে রাজাকে দেখিয়া, তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আগমন করিবার সময়, হরিমিত্র অমরগণপরিবৃত হইয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্কর বিমানারোহণে গমন করিতেছেন, দেখিয়া হরিমিত্রের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রসাদে দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছি। হে সুব্রত! সেই আয়ু বলেই হরিমিত্রকে দেখিয়াছি, সেই হরিমিত্রের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে আমার চিত্ত গান বিদ্যাতে আসক্ত হইয়াছে। সেই অবধি কিন্নরগণের সহিত একত্র বাস করিতেছি। হে মুনিবর! ষাটহাজার বৎসর গান বিদ্যার চর্চ্চা করাতে আমার জিহ্বার জড়তা দূর হইয়াছে এবং জিহ্বা সুস্পষ্ট হইয়াছে; তাহার পর আমি গান শিক্ষা করিয়াছি; একশত বিংশতি হাজার বৎসর শিক্ষা করাতে আমার গানবিদ্যালাভ হইয়াছে; তাহাতে দশমন্বন্তর অতীত হইয়াছে; তদনন্তর আমি গান বিদ্যার গুরুতা লাভ করিয়াছি; এক্ষণে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবগাথকগণ গান শিক্ষার্থ আমার নিকট সমাগত হইয়াছেন; পরে এ সকল কিন্নরগণও গান শিক্ষা নিমিত্ত আমাকে আচার্য্য স্বীকারপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন, হে তপোধন! সর্ব্বসাধক তপস্যাদ্বারাও গানবিদ্যালাভ হয় না। অতএব তুমি বিশেষ বিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করতঃ গান বিদ্যালাভ কর। এইরূপ আদেশ করিয়া উলূক নারদকে বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে গানবিদ্যা বলিতেছি, বাসুদেবকে নমস্কার করিয়া ইহার শ্রবণে প্রবৃত্ত হও। পরে নারদও উলূকের আদেশানুসারে প্রণাম করতঃ গান বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনিবর নারদ উলূক কর্ত্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া শিক্ষা ক্রমানুসারে গানবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গানবন্ধু নারদকে বলিলেন, এক্ষণে লজ্জা পরিত্যাগ কর। স্ত্রীসঙ্গম, গান, দ্যূতক্রীড়া, পুরাণাদিব্যাখ্যা, ব্যবহার, কার্য্য, আহার, অর্থসমাগম এবং আয় ব্যয়কালে সর্ব্বদা লজ্জাপরিত্যাগ করিবে। সঙ্কুচিতচিত্তে, আবরণাদিদ্বারা লুক্কায়িত হইয়া হস্তদ্বয় বহুবিস্তার করিয়া মুখব্যাদান করিয়া কিম্বা জিহ্বা বহির্গত করিয়া কখনই গান করিবে না; ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কিম্বা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া অথবা আপনার অঙ্গদর্শন করিতে করিতে বা অন্য লোককে দেখিতে দেখিতে গান করিবে না ॥ ৫০—৬৩ ॥ হে মহাবুদ্ধে! গান সময়ে হাস্য, ক্রোধ, শরীর কম্পন এবং অন্য বিষয় স্মরণ, এ সকল কর্ত্তব্য নহে। হে মুনিবর! এক হস্ত দ্বারা তাল দেওয়া উচিত নহে; ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া বা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গান করা উচিত নহে। অন্ধকারময় গৃহে কদাচ গান করিবে না। গান করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ কার্য্য সকল করিবে না। মার্কণ্ডেয় মুনি বলিতে লাগিলেন, সেই ভগবান্ নারদমুনি বিহঙ্গমরাজ উলূককর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উলূকনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী এবং লক্ষণসমূহ অবলম্বন পূর্ব্বক দেব পরিমাণে এক হাজার বৎসর ব্যাপিয়া গান শিক্ষা করিলেন। তদনন্তর নারদ মুনি গীত প্রস্তারকাদি বিষয়ে এবং বীণাদি যন্ত্রবাদনে নিপুণতা লাভ করতঃ সকল স্বরের বিভাগ জ্ঞানপূর্ব্বক ছত্রিশ অযুত একশত সহস্র স্বরের ভেদ করিয়া গান করিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বগণ এবং কিন্নরগণ নারদ মুনির সহিত মিলিত হইয়া গান বাদ্য করত পরম প্রীতি লাভ করিলেন। নারদমুনি গানবন্ধুকে বলিলেন, হে পক্ষিন্! আপনার নিকট আসিয়া অসাধারণ গান বিদ্যা লাভে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, এ জগতে আপনি গান-বিদ্যা-বিশারদ। হে কাকবৈরিন্! আচার্য্য! আপনি অসাধারণ পণ্ডিত, এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিব? গানবন্ধু বলিলেন, হে বিপ্র! হে মহামুনে! ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়, তদনন্তর ত্রিভুবন জলপ্লাবিত হইবে; ব্রহ্মার এক দিবসের শেষ পর্য্যন্ত আমার জীবন থাকিবে, তাবৎকাল আমার পরম মঙ্গল। হে মুনিসত্তম! তৎপরে কি হইবে, ইহা চিন্তা কর; তাহা হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে। নারদ বলিলেন, পরকল্পে আপনি গরুড়নামক পক্ষিরাজ হইবেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নারদমুনি পক্ষিরাজ উলূককে একথা বলিয়া জনার্দ্দন হরির নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৪—৭৫ ॥ নারদ মুনি শ্বেতদ্বীপে আসীন হৃষীকেশ হরির নিকট গমনপূর্ব্বক গীতসমূহ গান করিলেন; ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত হরি শ্বেতদ্বীপে নারদ মুনির গান শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন, হে নারদ! তুমি অদ্যাপি তুম্বরু হইতে উৎকৃষ্ট হইতে পার নাই। যখন তুমি তুম্বরু হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি। গানবন্ধুর নিকট গমন করিয়া কেবল গানার্থজ্ঞ হইয়াছ। হে মহামতে! বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ মহাযুগের দ্বাপর যুগের শেষে যদুবংশে দেবকীর গর্ভে এবং বসুদেবের ঔরসে আমি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব। সেই সময়ে আমার নিকট গমনপূর্ব্বক আমাকে এ সকল কথা স্মরণ করিয়া দিবে; আমি সেই সময়ে তোমাকে অসাধারণ গীতবিদ্যা-বিশারদ করিব। তখন তোমাকে

তুম্বরু তুল্য গীতজ্ঞ অথবা তুম্বরু হইতে উত্তম গীতজ্ঞ করিব। সেকাল পর্য্যন্ত দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের নিকট যথাবিধি যথাশক্তি গান শিক্ষা করিবে। এই কথা বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর তপোনিধি সর্ব্বা-লঙ্কার-ভূষিত-দেহ, দেবতুল্য দেবর্ষি নারদ শ্রীহরিকে প্রণাম-পূর্ব্বক হরিপরায়ণ হইয়া বীণাযন্ত্র স্কন্ধে ধারণ করত বীণা বাজাইতে বাজাইতে সকল-লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বীণাবাদ্যনিপুণ ধর্ম্মাত্মা নারদমুনি বরুণ-সভা, যম সভা, অগ্নি-সভা, ইন্দ্র-সভা, কুবের-সভা, বায়ু-সভা, মহাদেব-সভায় উপস্থিত হইয়া, উত্তমরূপে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিঞ্চিৎ কাল অতীত হইলে পর ঐ নারদমুনি গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণকর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গীতাবাদ্যবিশারদ ব্রহ্মসভার অতি সুন্দর গায়ক, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, চিরজীবী হা হা হূহূ নামক গন্ধর্ব্বদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মসভাতে ঐ গন্ধর্ব্বদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরির গুণ গান করত ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ব্রহ্মা অত্যন্ত তেজস্বী নারদমুনিকে সাতিশয় সমাদর করিলেন॥ ৭৬—৮৮॥ তদনন্তর নারদমুনি সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, মহাত্মা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ইচ্ছানুসারে সকল লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর মহা মুনি নারদ তুম্বরু গৃহে গমনপূর্ব্বক বীণা লইয়া সেস্থানে বসিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরশ্রেষ্ঠ ষড়্জ প্রভৃতি সপ্তস্বর তুম্বরু গৃহে খেলা করিতেছে দেখিয়া নারদ-মুনি অতি শীঘ্র তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তদনন্তর মহামতি মুনিবর নারদ সকল স্থানে গমনপূর্ব্বক বহুতর শ্রম করিয়া গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গানবিদ্যানিপুণ নারদ-মুনি সাতটি স্বরপত্নীকে দর্শন করিয়া বীণাবাদনে তৎপর হইলেন। কিন্তু বীণাতন্ত্রী তাহাদিগকে লাভ করিতে পারিলেন না। তদনন্তর কালক্রমে মুনিবর নারদ রৈবত পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্বে শ্বেতদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ গানশিক্ষা বিষয়ে যে কথা বলিয়াছিলের, সে সকল কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। নারদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া জাম্ববতীকে বলিলেন, হে কল্যাণি! তুমি বীণাযন্ত্রে মুনিবর নারদকে নিয়মানুসারে গানবিদ্যা শিক্ষা করাও। কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী সহাস্য-বদনে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা স্বীকার করিয়া নারদমুনিকে যথানিয়মে গানশিক্ষা করাইলেন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও নারদকে পুনর্ব্বার বলিলেন, সত্যভামা সমীপে গমনপূর্ব্বক যথানিয়মে গানশিক্ষা কর। নারদমুনি তথাস্তু বলিয়া সত্যভামার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণিপাত করত সত্যভামা কর্তৃক শিক্ষিত হওয়াতে গীতবিদ্যায় নিপুণতা লাভপূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তদনন্তর সংবৎসরান্তে পুনর্ব্বার বাসুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রুক্মিণী ভবনে গমনপূর্ব্বক রুক্মিণীর সহচরী এবং কিঙ্করীগণ কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াও অনবরত গান করিতে লাগিলেন, তথাপি শিক্ষাদাত্রীগণ তাঁহাকে বলিতেন, মুনে! তোমার স্বরজ্ঞান হয় নাই। তদনন্তর নারদ-মুনি তিন বৎসর বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন॥ ৮৯—১০১॥ তখন স্বরাঙ্গনাগণ মহামুনি নারদের তন্ত্রীযোগ প্রাপ্ত হইল। পরে অমেয়াত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে আহ্বানপূর্ব্বক নিজে উৎকৃষ্ট গানসমূহ শিক্ষা করাইলেন। তখন মুনিসত্তম নারদ, তুম্বুরু হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া জনার্দ্দন হরিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিলেন, হে মুনিবর! তুমি সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ, এক্ষণে আমার নিকট সানন্দ চিত্তে গান কর। হে নারদ! এই তোমার অভিলষিত গান বিদ্যা লাভ হইল, অদ্যাবধি তুম্বুরুর সহিত মিলিত হইয়া তুমি প্রতিদিন যথাযথ গান করিতে থাকিবে। হৃষীকেশ কর্তৃক এরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া মুনিবর নারদ যথা অভিলাষে বিচ-রণ পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ, ভুবনেশ্বর মহাদেবকে পূজা করেন, তখন শ্রুতি-জাতি-বিশারদ মহামুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগানুসারে সতীপ্রধানা রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্করের গুণ গান করিতে থাকেন। সূত কহিলেন, হে মুনিবরগণ নারদ মুনির গান বিদ্যা লাভের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত আপনাদিগের সমীপে এই নিবেদন করিলাম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে নৃপবর যে ব্রাহ্মণ বাসুদেবস্তুতি অনবরত গান করে, সে শ্রীহরির সালোক্য প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি মহাদেবের স্তুতিসমূহ গান করে, সে ব্যক্তি শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করিতে পারে। অভক্তি সহকারে কিংবা হরিহরের গুণ ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ গান করিয়া ব্রাহ্মণ নরকগামী হয়, কর্ম্ম দ্বারা কিংবা মনের দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা বাসুদেবপরায়ণ হইয়া হরি-গুণ গান কিংবা শ্রবণ করিলে পর শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব গানই পরম পদার্থ॥ ১০২—১১২॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে মহামতে! বাসুদেব-পরায়ণ যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের কি কি চিহ্ন, তাহা আমাদিগের নিকট আপনি বলুন। হে সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ সূত! ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বৈষ্ণবগণের কি উপকার করিয়া থাকেন, ইহাও আমাদিগের নিকট আপনি বলুন। সূত বলিলেন, আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ব্ব কালে মার্কণ্ডেয় মুনি অম্বরীষরাজা কর্তৃক এবিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলে আমি ইহার যথাযথ উত্তর দিতেছি। তখন মার্কণ্ডেয় ম বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞা করিতেছ, তাহা যথাবিধি শ্রবণ কর, যে স্থানে বিষ্ণুভক্ত থাকেন, সে স্থানে নারায়ণ স্বয়ং অবস্থিতি করেন। যা দিগের সর্ব্বপ্রকারে বাহ্য এবং অন্তরে বিষ্ণুই উপাস্য; এ যাঁহাদিগের হরিগুণ কীর্ত্তন করিলে শরীরে রোমাঞ্চ, ক

ঘর্ম্মপাত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে জলকণা নির্গত হইতে থাকে এবং বেদ শাস্ত্রোক্ত, স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলী প্রতিপালনশীল বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণগণকে দেখিয়া যিনি আহ্লাদিত হন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণব ব্যক্তি জগৎ জনের রক্ষা নিমিত্ত তাহাদিগকে দেখা দিবার আশয়ে অধোবস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্য বস্ত্রদ্বারা শরীর আবরণ করিবেন না। যিনি বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া সম্মুখে গমনপূর্ব্বক বাসুদেবের তুল্য জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণামাদি করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণু ভক্ত জানিবে, এবং সে ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিতে পারে। যিনি লোকের নিকট কটুবাক্য শুনিয়া ক্ষমা অবলম্বনে তাহার সহিত আলাপ করেন, ভগবদ্ভক্তের কথা শুনিয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার সহিত কথা কহেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব। যিনি গন্ধ দ্রব্য এবং পুষ্পাদি উত্তম দ্রব্য সমস্ত শ্রীহরিপ্রসাদ বোধে মস্তকে ধারণ করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব॥ ১—১০॥ যিনি প্রেমভাবে বিষ্ণুক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম্ম করেন এবং পবিত্র দেহে বিষ্ণুপ্রতিমার পূজা করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণুভক্ত জানিবে। যিনি শারীরিক চেষ্টা, মন, এবং বাক্যদ্বারা নারায়ণপরায়ণ হন, তিনি ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ জানিবে। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তকে আহার দেয় এবং সেবা শুশ্রূষা করে, তাহার বাস্তবিক যে ফল হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। নারায়ণপরায়ণ জ্ঞানী বৈষ্ণবগণ প্রীতিপূর্ব্বক যাহার যে অন্ন ভোজন করেন, ঐ অন্ন শ্রীহরির মুখে নিপতিত হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ভক্তবৎসল বিশ্বাত্মা মাধব, নিজ ভক্তকে পূজা করিতে দেখিলে, পূজকের প্রতি আত্মপূজন অপেক্ষা অধিক প্রীতিসম্পন্ন হন। বাসুদেবপরায়ণ নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া দেবগণও ভীতচিত্তে প্রণামপূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করেন। হে মহারাজ! বিষ্ণুভক্তের প্রভাব সম্বন্ধে এক পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর, সর্ব্বনিয়ন্তা যমরাজও নিষ্পাপ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনিকে দর্শনমাত্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া করযোড়পূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। সেই হেতু বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুতুল্য জ্ঞানে পূজা করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুসমীপে গমন করে; এ বিষয়ে বিচার করিতে নাই। সহস্র সহস্র অন্য ভক্ত অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তই প্রধান। সহস্র সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে শিবভক্ত প্রধান জানিবে; জগতে শিবভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই; একথায় সংশয় নাই। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মুক্তি কামনায় বৈষ্ণবগণকে এবং শৈবগণকে যত্নাতিশয় সহকারে পূজা করিবে॥১১—২১॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, ইক্ষাকু কুলতিলক বিষ্ণুভক্তাগ্রগণ্য রাজা অম্বরীষ বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে সাগরমেখলা ধরণী পালন করিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! এ কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাঁহার বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট বলুন। ধার্ম্মিকবর মহাত্মা অম্বরীষ রাজার শত্রু, রোগ এবং ভয়াদি বিনাশ নিত্যই বিষ্ণুচক্র হইতে হইত, এ কথা লোকে শ্রবণ করিয়াছে। হে সত্তম! তুমি অম্বরীষ রাজার সমস্ত চরিত্র আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর। অম্বরীষ রাজার মাহাত্ম্যপ্রভাব, অনুত্তম বিষ্ণুভক্তি যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে সূত! তাহা তুমি আমাদিগের নিকট বল। সূত বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই ধীমান্ অম্বরীষ রাজার পাপনাশক উৎকৃষ্ট চরিত্র এবং মাহাত্ম্য আপনারা শ্রবণ করুন। ত্রিশঙ্কু রাজার পরম প্রণয়িনী ভার্য্যা, স্ত্রীলোকের সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা, সর্ব্বদা শৌচ-সমন্বিতা অম্বরীষের মাতা কল্যাণী পদ্মাবতী, যে দেব তমোগুণাবলম্বী হইলে কালরুদ্র নামে অভিহিত হন, রজোগুণাবলম্বী হইলে সুবর্ণাণ্ডসংভূত ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু নামে অভিহিত হন, সেই সর্ব্বদেব-নমস্কৃত, যোগনিদ্রাবলম্বী, অনন্ত শয্যাশায়ী, ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্মসংভূত, মহাত্মা নারায়ণকে বাক্য, মন এবং শারীরিক ক্রিয়াদ্বারা নিরন্তর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। মাল্য প্রদানাদি সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং করিতেন, চন্দন ঘর্ষণ, ধূপাঙ্গ দ্রব্য পেষণ, বিষ্ণুগৃহ ভূমিলেপন, বিষ্ণু নিবেদ্য অন্নাদির পাক,—পদ্মাবতী কুতূহলাবিষ্ট চিত্তে স্বয়ংই করিতেন। ঐ অম্বরীষ জননী পতিব্রতা পদ্মাবতী হে নারায়ণ! হে অনন্ত! এইরূপ শব্দ নিরন্তর করিতেন। তিনি এইরূপে দশ হাজার বৎসর উৎকণ্ঠিতচিত্তে পবিত্র ভাবে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিলেন এবং সর্ব্ব পাপ বিবর্জ্জিত মহাভাগ বিষ্ণু ভক্তগণকে দান, সম্মান, অর্চ্চনাপূর্ব্বক ধন রত্ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তদনন্তর কোন সময়ে ত্রিশঙ্কু মহিষী ভাগ্যবতী পদ্মাবতী দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া শ্রীহরির সম্মুখে পতির সহিত শয়ন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে দেবশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর নারায়ণ স্বপ্নাবস্থায় পদ্মাবতীকে বলিলেন, হে ভামিনি! তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা বল, পদ্মাবতী সতী স্বপ্নাবস্থায় নারায়ণকে দর্শন করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে নারায়ণ আমার বিষ্ণুভক্তাগ্রগণ্য অত্যন্ত তেজস্বী, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালক, পবিত্রচিত্ত সার্ব্বভৌম পুত্র হউক। ভগবান্ জনার্দ্দন তথাস্তু বলিয়া পদ্মাবতী সতীকে একটি ফল প্রদান করিলেন॥ ১—১৭॥ পদ্মাবতী সতী জাগরিত হইয়া সম্মুখে পতিত ফল গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর যথানিয়মে গোবিন্দার্পিত চিত্তে হৃষ্টাঃকরণে স্বপ্নপ্রাপ্ত ফলটি ভোজন করিলেন। কিছুকাল পরে পদ্মাবতী সতী বংশ-বৃদ্ধিকর সদাচারসম্পন্ন বাসুদেবপরায়ণ শুভ-লক্ষণযুক্ত এবং চক্রাকৃতি রোম সম্পন্ন একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ত্রিশঙ্কুরাজা অভিনব জাত পুত্রকে দেখিয়া তৎকালকর্ত্তব্য জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য করিলেন। সেই প্রভু জগতে অম্বরীষ এই নামে বিখ্যাত রাজা হইলেন। কিছুকাল পরে পিতার মৃত্যু হইলে ঐ শ্রীমান্ অম্বরীষ পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর মুনিবর অম্বরীষ মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সহস্র বৎসর জগদীশ্বর হৃৎপদ্ম

মধ্যস্থিত, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ, নির্ম্মল সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু, শিবস্বরূপ, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত, পীতাম্বরধর, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, পুরুষোত্তম পুরুষ, ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করতঃ অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তদনন্তর বিশ্বশরীরী, সর্ব্বদেবগণ-পূজ্য, সকল দেবগণ-স্তুত নারায়ণ বিহঙ্গমরাজ গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক গরুড়কে ঐরাবতের তুল্যাকৃতি করিয়া নিজেও দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য রূপ ধারণ করতঃ তদুপরি উপবেশন-পূর্ব্বক অম্বরীষ সমীপে আগমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে কি বর প্রদান করিব, আমি সকল লোকের প্রভু, তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তোমার নিকট আগমন করিয়াছি॥ ১৮—২৭॥ অম্বরীষ বলিলেন, হে ইন্দ্র! আমি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া এ স্থানে তপস্যা করি নাই, আপনার দত্ত বর প্রার্থনা করি না, আপনি যথাসুখে প্রতিগমন করুন; আমার নারায়ণ প্রভু, সেই জগদীশ্বর নারায়ণকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে ইন্দ্র! আপনি গমন করুন, আপনি আমার বুদ্ধিলোপ করাইবেন না। তদনন্তর নীলগিরিতুল্য-দেহ সর্ব্বাত্মা জনার্দ্দন ভগবান্ শ্রীহরি সহাস্যবদনে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ হস্তে গরুড়োপরি উপবেশনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে সকল দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তুত নিজরূপ ধারণ করিলেন। অম্বরীষ গরুড়ধ্বজ শ্রীহরিকে স্বরূপে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; হে লোকনাথ! হে জগদীশ্বর! আপনি আমার প্রভু; হে জনার্দ্দন! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্বলোকনমস্কৃত! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি সকলের আদি; কিন্তু আপনার আদি নাই; আপনি অন্তশূন্য, আত্মাস্বরূপ পুরুষ; আপনি এ জগতের প্রভু; আপনার ইয়ত্তা নাই। আপনি বিভু, আপনি সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, আপনি গোবিন্দ, আপনি কমললোচন, আপনি শিবের বামাঙ্গসম্ভূত, আপনার নাভি—পদ্মাকার, আপনি যোগীগণের হৃদয়াকাশের জ্ঞেয়বস্তু, আপনি সুপর্ণস্বরূপ, আপনি পিতৃোদ্দেশে হুতবস্তু প্রাপক, আপনি ভৈরবরূপী, আপনি দেবোদ্দেশে হুতবস্তুপ্রাপক, আপনি বায়ুস্বরূপ (সূক্ষ্মপদার্থ) আপনি সকল দেবগণের মূলস্বরূপ, আপনি ভক্তগণের কর্ম্ম-দর্শনে সানন্দচিত্ত, আপনিই পরমাত্মার আত্মস্থিত। হে গোবিন্দ! আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এই তপস্যা করিতেছি। হে দেবকীনন্দন! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেব জগন্নাথ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে কমললোচন! আমাকে রক্ষা করুন। আমার আপনি ভিন্ন অন্য গতি নাই। আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা হউন। সূত বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু অম্বরীষ রাজাকে বলিলেন, "তোমার হৃদয়ে কি কার্য্য করিতে ইচ্ছা আছে? হে সুব্রত! তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার সে সমস্ত বাঞ্ছা পূরণ করিব। আমি সর্ব্বদা অত্যন্ত ভক্তপ্রিয়; এ নিমিত্ত তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতে এ স্থানে আগমন করিয়াছি।" অম্বরীষরাজা বলিলেন, হে লোকনাথ! হে পরমানন্দ! আমার এইরূপ বুদ্ধি নিত্যই আছে। আমি যেন বাক্য, মন এবং শারীরিক কর্ম্মদ্বারা নিরন্তর বাসুদেব-পরায়ণ হইতে পারি। হে দেব! হে জনার্দ্দন! হে বিভো! যেরূপ আপনি দেবদেব, পরমাত্মা মহাদেবের উপাসক, সে প্রকার আমিও যেন আপনার উপাসক হইতে পারি। আমি যেন সমস্ত জগদ্বাসী লোককে বিষ্ণুপরায়ণ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে পারি এবং যজ্ঞ, হোম, পূজাদ্বারা সমস্ত দেবগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারি॥ ২৮—৪১॥ বৈষ্ণবগণকে প্রতিপালন করিব এবং শত্রুগণকে বিনাশ করিব। লোক-তাপভয়-ভীত হইয়া আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। আমার এই সুদর্শন চক্র অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কেবল ভগবান্ রুদ্রের প্রসাদে আমি পাইয়াছি। এই সুদর্শনচক্র তোমার ঋষি শাপাদি যে দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাহা শত্রুবর্গ এবং সমস্ত রোগ সর্ব্বদা বিনষ্ট করিবে, এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। সূত বলিলেন, বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে পর রাজা অম্বরীষ সানন্দ চিত্তে জগদীশ্বর নারায়ণকে প্রণাম করিয়া স্বীয় রাজধানী রমণীয় অযোধ্যাতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নরপতি অম্বরীষ নারায়ণপরায়ণ হইয়া পাপশূন্য বিষ্ণুভক্তগণকে সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে বিশেষ-রূপে প্রতিপালন করিতেন, শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, শত শত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সমুদ্রাবরণা পৃথিবীপালন করিতে লাগিলেন। তখন প্রজাবর্গের গৃহে ভগবান্ শ্রীহরি অবস্থিত করিতে লাগিলেন; সকল গৃহেই বেদাধ্যয়ন শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, সকল গৃহেই হরিনামসঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে যজ্ঞমহোৎসব ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শস্যক্ষেত্র সকল শস্যপরিপূর্ণ হইল এবং কুশাদিতৃণ পরিপূর্ণ হইল। কোন প্রজা কোন দিনেও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয় নাই। প্রজাবর্গ সর্ব্বদা রোগশূন্য ছিল এবং তৎকালে প্রজাবর্গের কোন উপদ্রব ছিলনা। মহাতেজস্বী অম্বরীষ রাজা এইরূপে পালন করিলেন। এইরূপে অবস্থিত অম্বরীষ রাজার সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না, পদ্মপত্রায়তাক্ষী, দৈবীমায়ার ন্যায় শোভাধারিণী শ্রীমতী নামে বিখ্যাত এক কন্যা প্রদানযোগ্যা হন॥ ৪২—৫২॥ সেই সময়ে শ্রীমান্ নারদমুনি এবং মহাত্মা পর্ব্বতমুনি অম্বরীষরাজার সভাতে উপস্থিত হইলেন, ঐ মুনিদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক মহাতেজা অম্বরীষ রাজা তাহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্যদ্বারা পূজা করিলেন, অম্বরীষ রাজার শ্রীমতী কন্যাকে মেঘান্তরালে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমানা দেখিয়া সহাস্য বদনে ভগবান নারদমুনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ! দেবকন্যাসদৃশী অত্যন্ত ভাগ্যবতী এবং সকল সুলক্ষণযুক্ত এ কন্যাটী কে? হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তাহা তুমি বল। রাজা বলিলেন, হে প্রভো! শ্রীমতী নাম্নী কল্যাণী এই কন্যাটী আমার। ইহার বিবাহ সময় উপস্থিত, বর অন্বেষণ করিতেছি। হে দ্বিজগণ! রাজা একথা বলিলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ সে কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে মুনিগণ!

পর্ব্বতমুনিও ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। অম্বরীষ রাজাকে অনুজ্ঞা করিয়া নারদমুনি বলিলেন, নির্জ্জন স্থানে আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক তোমার ঐকন্যা প্রদান কর, পর্ব্বতমুনিও রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমাকে নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়া তোমার ঐ কন্যা প্রদান কর, ধর্ম্মাত্মা অম্বরীষ রাজা মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া ভয়-বিহ্বল-চিত্তে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নারদমুনে! আপনারা উভয়ে আমার একন্যাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আমি এক্ষণে কি করিব? অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন, হে প্রভো পর্ব্বতমুনে! আপনিও আমি যে কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন, আমার এই শুভ-লক্ষণা কন্যা আপনাদিগের দুইজনের মধ্যে যাহাকে বরণ করিবে, তাহাকেই কন্যা প্রদান করিব, অন্যথা আমার কোন ক্ষমতা নাই জানিবেন, তথাস্তু বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমরা আগামী দিবসে আগমন করিব, একথা বলিয়া বাসুদেব পরায়ণ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনিদ্বয় হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৩—৬৪॥ তদনন্তর মুনিবর নারদ বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ হৃষীকেশকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্ প্রভু নারায়ণ! আমার একটী কথা আপনার শুনিতে হইবে, কিন্তু সে কথা আপনাকে নির্জ্জনে বলিব। হে জগদীশ্বর! আপনাকে আমি নমস্কার করি। নারদের কথা শুনিয়া বিশ্বাত্মা ভগবান্ গোবিন্দ হাস্য করতঃ সভাস্থ সকল সভ্যগণকে উঠাইয়া দিয়া নারদমুনিকে বলিলেন, তোমার কি কথা আছে তাহা বল; নারদমুনিও কেশবকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! শ্রীমান্ অম্বরীষ রাজা আপনার ভক্ত, তাঁহার শ্রীমতী নামে অতি সুন্দরী কন্যা আছে; ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার মানসে আমি অম্বরীষ রাজার রাজধানী গমন করিয়াছিলাম। তাহার পর শ্রবণ করুন, হে ভগবন্! আপনার ভক্ত তাপসশ্রেষ্ঠ শ্রীমান পর্ব্বতমুনিও ঐ কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, নরপতিবর মহাতেজস্বী অম্বরীষ রাজা আমাদের উভয়কে বলিয়াছেন; আমার এ কন্যা তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে লাবণ্যযুক্ত বোধে যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকেই আমি এই কন্যা প্রদান করিব আমিও সে কথা স্বীকার করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। হে মহারাজ! আগামী দিবস প্রভাতকালে আমি আপনার ভবনে পুনরাগমন করিব; হে জগন্নাথ! রাজাকে এ কথা বলিয়া, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার হিতকার্য্য করুন; হে জগদীশ! যদ্যপি আপনি আমার হিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পর্ব্বতমুনির মুখ বানরের তুল্য হউক; আপনি, ইহা করুন। মধুরিপু ভগবান্ গোবিন্দ নারদের কথা স্বীকার করিয়া, সহাস্য বদনে নারদকে বলিলেন, তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। হে সৌম্য! তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমন কর; নারদমুনি ভগবান্ হরিকর্ত্তৃক এরূপ আশ্বাসিত হওয়াতে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণামাদি করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি; ইহা স্থির করতঃ পুনর্ব্বার অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৬৫—৭৭ ॥ নারদমুনি গমন করিলে পর মুনিবর পর্ব্বত বৈকুণ্ঠেগমনপূর্ব্বক, মাধবকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণকে রাজকন্যার বিষয় ও নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, হে জগদীশ্বর! নারদমুনির মুখ গোলাঙ্গুলাখ্য বানরের তুল্য হউক্ আপনি এরূপ করুন। ভগবান্ বিষ্ণু পর্ব্বতের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন কর, কিন্তু তোমার সহিত যে কথা হইল, একথা নারদ যেন কোনরূপে জানিতে না পারে, ভগবান্ একথা বলিলে পর পর্ব্বতমুনি তাহা স্বীকার করিয়া অতি সত্বর গমনে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তদনন্তর অম্বরীষ রাজা মুনিদ্বয়কে পুনরাগত জ্ঞাত হইয়া অযোধ্যা নগরীকে নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য সমূহদ্বারা শোভিত করিতে লাগিলেন, পতাকা শ্রেণী উড্ডীন করাইলেন, পুষ্পরাশি এবং লাজ সমূহ রাজমার্গের চতুষ্পার্শ্বে বিক্ষেপ করাইতে লাগিলেন, গৃহের দ্বারসমূহে জলসিঞ্চন করাইলেন, এবং বৃহৎ পণ্য বীথিকার পথসমূহে বারিসিঞ্চন করাইলেন, আশ্চর্য্য গন্ধযুক্ত জল নগর মধ্যে বিক্ষেপ করাইলেন এবং নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সমূহ নির্ম্মিত ধূপশলাকা সকল প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত নগর ধূপিত করিলেন, তদনন্তর সভামণ্ডপের শোভা সম্পাদন করিলেন, উত্তম চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা নানাবিধ ধূপ দ্বারা এবং নানাদেশীয় বস্ত্রাদি দ্বারা ঐ সভাকে ভূষিত করিলেন, ঐ সভার মণিনির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণীকে নানাবিধ পুষ্পমাল্য সমূহ দ্বারা শোভিত করিয়া সভাতলে বহুমূল্য আস্তরণযুক্ত আশ্চর্য্য সিংহাসন সমূহ এবং ভদ্রাসন সমূহ দ্বারা আবৃত করিলেন অনন্তর নরপতিবর অম্বরীষ সকল অলঙ্কারযুক্ত লক্ষ্মীর ন্যায় দীর্ঘলোচনা সুমধ্যমা অতি মনোহর হস্তাদি পঞ্চাবয়বযুক্তা অতি সুন্দরমুখী, স্ত্রীগণ বেষ্টিতা, দেবকন্যা সদৃশী শ্রীমতী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৮—৮৫ ॥ তৎকালে রাজার সমৃদ্ধিযুক্ত, নানাবিধ মণি এবং উৎকৃষ্ট রত্নসমূহদ্বারা চিত্রিত সিংহাসনাদি আসন সংযুক্ত, পুষ্পমালা শোভিত রাজসভা সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল, ঐ সভামধ্যে নানাদেশীয় রাজগণ আগমন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠপুত্র বেদত্রয়ে সুপণ্ডিত ভগবান, মহাত্মা পর্ব্বত মুনি এবং বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ মুনিবর নারদ সভায় আগমন করিলেন, রাজা অম্বরীষ পর্ব্বত মুনি এবং নারদ মুনিকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত সংভ্রান্ত চিত্তে উৎকৃষ্ট আসন প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন, উভয়েই দেবর্ষি এবং সিদ্ধ, উভয়েই জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ। ঐ মহাত্মা মুনিদ্বয় কন্যালাভার্থ সভামধ্যে উপবেশন করিলেন, মহারাজ অম্বরীষ, সমাগত মুনিদ্বয়কে অগ্রে প্রণাম করিয়া পদ্মপত্র-তুল্য দীর্ঘলোচনা, যশস্বিনী, শুভলক্ষণ সম্পন্না শ্রীমতী কন্যাকে বলিলেন, হে কল্যাণি! কন্যে! এই যে দুইজন মুনিবর সভায় উপবেশন করিতেছেন, এই দুইজনের মধ্যে তোমার যাহাকে অভিলাষ হয়, তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া মাল্যপ্রদানকর, সুন্দরনয়না রাজকন্যা শ্রীমতী পিতা-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎকালে স্ত্রীগণ বেষ্টিত হইয়া সুবর্ণময়ী দিব্যমালা গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থানে মহাত্মা পর্ব্বত মুনি এবং নারদ মুনি উপবেশন করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন, তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে এবং নারদকে

বিশেষরূপ দেখিয়া জানিতে পারিলেন, একজন বানর-তুল্যমুখ অপর একজন গোলাঙ্গুলাখ্য বানরতুল্যমুখ; ইহা অবগত হইয়া রাজকন্যা শ্রীমতী কিঞ্চিদ্‌ভীত এবং সংভ্রান্ত-চিত্তে বাতভগ্নকদলীর ন্যায় কম্পমানদেহে সে স্থানে দণ্ডায়-মান রহিলেন, রাজা অম্বরীষ কন্যাকে বলিতে লাগিলেন, হে বৎসে! তুমি কি করিতেছ, হে শুভে! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি মাল্যপ্রদান কর, পিতার কথাবসানে শ্রীমতী ভীত হইয়া পিতাকে বলিলেন; এ দুইজন ত নর-বানর দেখিতেছি॥ ৮৬—৯৫॥ মুনিবর নারদ এবং পর্ব্বতকে ত দেখিতে পাইতেছি না, তবে এই নরবানরদ্বয়েরমধ্যে একজন পঞ্চদশ বর্ষবয়স্ক সর্ব্বালঙ্কারভূষিত দেহ, অতসী পুষ্পসদৃশবর্ণ, দীর্ঘ বাহু; দীর্ঘনয়ন, উন্নতবক্ষঃস্থল, সুন্দর পুরুষ; ইহাঁর কটি ও গ্রীবা রেখাযুক্ত, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ-প্রান্তভাগ এবং অতি বিস্তৃত, ভ্রূদ্বয় আনতচাপ সদৃশ, উদর ত্রিবলী সংযুক্ত নাভিপদ্ম সুশোভিত, গাত্র সুবর্ণ বর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত নখ রত্নখণ্ড সদৃশ করদ্বয় পদ্ম সদৃশ মুখ পদ্ম তুল্য নয়নদ্বয় পদ্মতুল্য সুন্দর সুন্দর নাসিকাগ্র বক্ষঃস্থল ও নাভি পদ্মের ন্যায় শোভমান অসাধারণ শ্রী কেশপাশ উৎকৃষ্ট কুন্দকলিকা তুল্য শুভ্রবর্ণ দন্তশ্রেণী বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে ইনি দেখিয়া হাস্য করিতেছেন এবং দক্ষিণ বাহু প্রসরণ করিয়া আছেন। দেখিতে পাইতেছি। রাজা অম্বরীষ সম্ভ্রান্তচিত্তে কদলীতরুর কম্পমানা সেই স্থলেই অবস্থিত কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, হে বৎস! এক্ষণে তুমি কি করিবে। রাজ কন্যা শ্রীমতী ঐরূপ বলিলে পর নারদমুনি সন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, হে রাজকন্যে! ঐ পুরুষের কটিবাহু তুমি যেরূপ দেখিয়াছ তাহা বল চারুহাসিনী রাজকন্যা বলিলেন, এ পুরুষের ত দুই বাহু দেখিতেছি পর্ব্বতমুনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ পুরুষের বক্ষঃস্থলে কি দেখিতে পাইতেছ এবং হস্তেই বা কি দেখিতেছ তাহা আমার নিকট বল, রাজকন্যা পর্ব্বত-মুনিকে বলিলেন এ পুরুষের বক্ষঃস্থলে উৎকৃষ্ট পঞ্চ প্রকার মালা দেখিতে পাইতেছি হস্তদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ দেখিতেছি রাজ-কন্যা এরূপ কথা বলিলে পর মুনিবরদ্বয় মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা কোন দেবতার মায়া অথবা মায়াবী কন্যাপহারক ভগবান্ জনার্দ্দন নিশ্চয়ই স্বয়ং এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা না হইলে আমাদিগের মুখ কিনিমিত্ত বিকটাকার হইবে, নারদমুনি আপনার মুখ গোলাঙ্গুল তুল্য হইল কেন? চিন্তা করিতে লাগিলেন পর্ব্বতমুনিও চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার মুখ বানর তুল্য হইল কেন॥ ৯৬—১১০॥ তদনন্তর অম্বরীষ রাজা নারদ মুনিকে এবং পর্ব্বত মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনারা দুইজনে কি এইবুদ্ধি মোহজনক কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা দুইজনে সুস্থচিত্তে অবস্থান করুন, আপনারা যেরূপ কন্যা লাভার্থ উন্মত্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনাদিগের মধ্যে এক জনকে বরণ করিবে। অম্বরীষ রাজা একথা বলিলে পর ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিবর দ্বয় রাজাকে বলিলেন, তুমিই এমায়া করিয়াছ, আমরা দুইজনে কদাচ এমায়া করি নাই জানিবে, কন্যা তোমার আমাদিগের দুইজনের মধ্যে একজনকে অবিলম্বে বরণ করুক। মুনিদ্বয় ইহা বলিলে পর রাজকন্যা শ্রীমতী পুনর্ব্বার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া দেখিতে পাইলেন, যে, এক মনোহর মায়াময় পুরুষ মুনি দ্বয়ের মধ্যস্থলে সমাহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার দেহ, সকল অলঙ্কার দ্বারা শোভিত অতসী পুষ্প তুল্য বর্ণ, দীর্ঘ বাহুদ্বয়, সুপুষ্ট অঙ্গ নিচয়, কর্ণান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত নয়ন দ্বয়। সেই পুরুষকে দর্শন মাত্র বরমাল্য প্রদান করিলেন, তদ-নন্তর সভাস্থ মনুষ্য সকল রাজকন্যা শ্রীমতীকে আর দেখিতে পাইল না। তদনন্তর সভা মধ্যে এ কি হইল বলিয়া অত্যন্ত কোলাহল হইতে লাগিল। নারদ মুনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, শ্রীমতীকে হরণ করিয়া পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বকালে রমণী প্রধানা শ্রীমতী শ্রীহরিকে প্রাপ্তি নিমিত্ত (বহুকাল) তপস্যা করিয়া অম্বরীষ ভবনে উৎপন্ন হইয়াছেন, একারণ শ্রীমতী শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইলেন। নারদ মুনি এবং পর্ব্বতমুনি শ্রীমতী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হওয়ায় আত্মাকে ধিক্‌কার দান পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিষ্ণু লোকে বাসুদেবের নিকট গমন করিলেন। ঐ মুনিদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীমতীকে বলিলেন, মুনিদ্বয় এ স্থানে আগমন করিতেছেন, হে প্রিয়ে! তুমি আত্ম গোপন কর। শ্রীকৃষ্ণমহিষী শ্রীমতী প্রিয়তমের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সহাস্য বদনে আত্মগোপন করিলেন, নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমনানন্তর প্রণিপাত পূর্ব্বক দামোদর হরিকে বলিলেন, হে ভগবন্! আমার এবং পর্ব্বতের হিত কার্য্য করিয়াছেন, হে গোবিন্দ! নিশ্চয়ই আপনি সে কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। হে সুরবর! আপনি আমাদিগের দুই জনকে মুগ্ধ করিয়া নিজ বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন, নারদ কর্ত্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু হস্ত-দ্বয় দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা দুইজনে কি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ, তোমাদিগের এভাব ইচ্ছানুযায়ী হইতেছে, অতএব নিশ্চয় জানিলাম্, মুনিবৃত্তি আশ্চর্য্য; ভগবান্ একথা বলিলে পর নারদ মুনি বাসুদেবের কর্ণ মূলে বলিলেন, হে দেব! আমার কি কারণে গোলাঙ্গুল বানর সদৃশ মুখ হইল, তখন, শ্রীহরি নারদের কর্ণ মূলে বলিলেন, হে বিদ্বন্! তোমাদিগের হিতার্থ কেবল পর্ব্বতের বানর সদৃশ মুখ, এবং তোমার ও গোলাঙ্গুল সদৃশ মুখ আমিই করিয়াছি, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে। পর্ব্বত মুনিও ভগবান্ নারায়ণকে ঐ রূপ প্রকারে বলিল, নারায়ণ ও পর্ব্বত মুনিকে ঐরূপ বলিলেন, তখন্ ভগবদ্বাক্য শ্রবণেচ্ছু নারদ এবং পর্ব্বতকে দামোদর শ্রীহরি বলিতে লাগিলেন, তোমাদিগের উভয়ের আমি হিত কার্য্য করিয়াছি, আমি ইহা সত্য করি বলিতেছি, তখন ধার্ম্মিক বর নারদ মুনি শ্রীহরিকে জিজ্ঞা করিলেন, যিনি আমাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে ধনুর্দ্ধার করিয়া বসিয়াছিলেন, সে পুরুষ কে? এবং শ্রীমতীকে হ করিয়া কোথায় গমন করিলেন, তখন বাসুদেব নারদের ক শুনিয়া মুনিবরদ্বয়কে বলিলেন, অনেক উৎকৃষ্ট মহা মায়াবী আছেন। হে মুনিবরদ্বয়! সে শ্রীমতী নিশ্চ তাঁহাদিগের নিকট অদৃশ্য ভাবে লুকায়িত হইয়া আমি সর্ব্বদা চক্র হস্ত, এবং চতুর্ব্বাহু ইহা ত অবধা

আছে. আমি কদাচ সে শ্রীমতীকে মনে মনেও অভিলাষ করি নাই; ইহা তোমরা দুইজনে নিশ্চিত জানিবে ॥ ১১১—১৩১ ॥ ভগবান্ শ্রীহরি একথা বলিলে পর, নারদ এবং পর্ব্বত উভয়ে হরিকে প্রণিপাত করিয়া সানন্দচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! এবিষয়ে আপনার কি দোষ আছে, হে জগন্নাথ, হে নারায়ণ! সেই অম্বরীষ রাজার এ দৌরাত্ম্য সে রাজাই মায়া করিয়াছে, একথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ নারদমুনি এবং পর্ব্বতমুনি বিষ্ণুলোক হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমনপূর্ব্বক অম্বরীষ রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, যেহেতু আমি নারদমুনি এবং এই পর্ব্বত মুনি, আমরা তোমাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া উভয়েই তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পশ্চাৎ তুমি মায়া করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তোমাকে অন্ধকাররাশি আচ্ছাদন করিবে, সে হেতু তুমি নিজ দেহকে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তমরূপে দেখিতে পাইবে না। এই অভিশাপ হইলে পর অন্ধকার রাশি আকাশ হইতে উঠিয়া নরপতিবর অম্বরীষকে আবরণ করিল, তৎক্ষণাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র অম্বরীষ রাজাকে রক্ষা করিতে আবির্ভূত হইল। সুদর্শনচক্র কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া ঐ ভয়ানক তমোরাশি মুনিদ্বয়ের নিকট আগমন করিল। তদনন্তর মুনিবরদ্বয় কম্পিত-কলেবরে পশ্চাদ্ধাবমান সুদর্শনচক্র এবং দুরপনেয় তমোরাশিকে দেখিয়া দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক ওহে আমাদিগের কন্যা-সিদ্ধি লাভ হইয়াছে একথা বলিতে বলিতে এলোক হইতে অন্য লোকে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও পুনর্ব্বার পশ্চাদ্ধাবমান সুদর্শন চক্রকে দেখিয়া ভীতচিত্তে হে গোবিন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন এরূপ বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে বিষ্ণুলোকে গমন করত বলিতে লাগিলেন, হে নারায়ণ, হে জগদীশ্বর, হে বাসুদেব, হে হৃষীকেশ, হে পদ্মনাভ, হে জনার্দ্দন. হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে পুরুষোত্তম, আমাদিগকে রক্ষা করুন, আপনিই আমাদিগের প্রভু ॥ ১৩২—১৪১ ॥

তদনন্তর শ্রীবৎস-চিহ্নধারী শ্রীযুক্ত ভগবান্ হরি ভক্তগণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে সুদর্শন চক্র এবং অন্ধকার রাশিকে নিবারণ করত অম্বরীষ রাজা ও মুনিবর নারদ এবং পর্ব্বত এতিন জনেই আমার ভক্ত ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া মুনিদ্বয়ের এবং অম্বরীষ রাজার এক্ষণে আমার হিত করা উচিত ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক সে তমোরাশিকে আহ্বান করিয়া মধুর বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করত বলিতে লাগিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদ্যপি ঋষি দ্বয়ের অভিশাপ অন্যথা না হয়, তাহা হইলে অম্বরীষ রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি যে বর দান করিয়াছি তাহা বিফল হয়, অতএব তুমি পলায়ন কর, দেখ, অম্বরীষ রাজা সামান্য মনুষ্য নহে। অম্বরীষ রাজার প্রপৌত্র অত্যন্ত যশস্বী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য শ্রীমান্ দশরথ নামে বিখ্যাত রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন, আমি ঐ দশরথ রাজার রাম নামে বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হইব, আমার এই দক্ষিণ হস্ত ভরত নামে দশরথ রাজার দ্বিতীয় পুত্র হইবেন, আমার বাম বাহু শত্রুঘ্ন নামে ঐ রাজার তৃতীয় পুত্র হইবেন, এবং আমার শয্যাভূত এই অনন্তদেব লক্ষ্মণ নামে চতুর্থ পুত্র হইবেন, সেই সময় তুমি আমার নিকট উপগত হইবে, এক্ষণে অম্বরীষ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং এই মুনিদ্বয়কেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন কর। ভগবান্ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তমোরাশিকে এই আজ্ঞা করিলেন। নারায়ণ-বাক্য শ্রবণানন্তর তমোরাশি তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইল ॥ ১৪২—১৪৯ ॥ শ্রীহরির সুদর্শনচক্র প্রভুকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল, তখন মুনিবর দ্বয় ভয়মুক্ত হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিষ্ণুলোক হইতে প্রস্থান করত শোকসন্তপ্তচিত্তে পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, অদ্যাবধি দেহান্ত পর্য্যন্ত আমরা দুই জনে দারপরিগ্রহ করিব না। একথা বলিয়া ঋষিদ্বয় যোগধ্যানপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ অম্বরীষ কিছুকাল পৃথিবীপালন করিয়া, বন্ধুবান্ধব এবং ভৃত্যবর্গের সহিত দেহান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ জগদীশ্বর বিষ্ণু অম্বরীষরাজার এবং ঐ মুনিবরদ্বয়ের সম্মান রক্ষাহেতু দশরথ রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃত হইলেন। সূত বলিলেন, হে মুনিবরগণ! মায়াবী হরিকে দেখিয়া ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, জ্ঞানিগণ কদাচ মায়া করিবে না। নারদমুনি এবং পর্ব্বতমুনি শ্রীহরির মায়াময় কার্য্য বহুকাল দেখিয়া বিষ্ণুর মায়াকে নিন্দা করত ভগবান্ রুদ্রের ভক্ত হইলেন। সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি অদ্য রাজা অম্বরীষের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং শ্রীহরির মায়াপ্রপঞ্চ আপনাদিগকে বলিলাম। যে মনুষ্য এই অম্বরীষচরিত্র অধ্যায় পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ করায়, সে পুণ্যাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া উত্তীর্ণ হইয়া শিবলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি এ পবিত্রতম, উৎকৃষ্ট পুণ্যজনক এবং চতুর্ব্বেদ কথিত অম্বরীষমাহাত্ম্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে পাঠ করে, সে মনুষ্য বিষ্ণুর সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে ॥ ১৫০—১৬০ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! লোমহর্ষণ! দেবদেব ধীমান্ বিষ্ণুর মায়াবিস্ত আমরা শ্রবণ করিলাম, দেবদেব জনার্দ্দন হইতে কিরূপে জ্যেষ্ঠার (অলক্ষ্মীর) উৎপত্তি হইল, একথা আমাদিগের নিকট তুমি যথার্থরূপে বল। সূত বলিলেন, অনাদিনিধন, জগৎপ্রভু মহাতেজা শ্রীমান্ নারায়ণ লোকদিগকে মোহিত করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণগণ বেদচতুষ্টয় সনাতন বেদবিহিত ধর্ম্মসমূহ শ্রেষ্ঠা, শ্রী এবং পদ্মা, এ সমস্ত একভাগ; আর অশুভা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মী, বেদোক্ত ধর্ম্মবহিষ্কৃত নরাধমগণ এবং অধর্ম্ম এ সকল অপর ভাগ— এইরূপ ভাগদ্বয় কল্পনা করিয়াছেন। জনার্দ্দন বিষ্ণু, অগ্রে অলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়া তৎপশ্চাৎ ভগবতী লক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! অগ্রে অলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহার নাম জ্যেষ্ঠা হইয়াছে, অমৃতোৎ-

পাদনকালে বিষের উৎপত্তির পর অত্যন্ত উগ্র বিষ হইতে অকল্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মী উৎপন্ন হন; একথা আমি শ্রবণ করিয়াছি, জ্যেষ্ঠার উৎপত্তির পর বিষ্ণুপত্নী পদ্মালয়া লক্ষ্মী উৎপন্ন হন। দুঃসহ নামক বিপ্রর্ষি অকল্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই মুনিবর দুঃসহ, জ্যেষ্ঠাকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া পরিপূর্ণ মানসে হৃষ্টান্তঃকরণে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, হে বিপ্রগণ! যে স্থানে হরিসংকীর্ত্তন, মহাত্মা মহাদেবের নাম সঙ্কীর্ত্তন, বেদোচ্চারণ বা হোমের ধূম উত্থিত হয়, যেস্থানে ভস্মাবলিপ্ত দেহ শৈবগণ অবস্থিতি করেন, সেই সকল স্থানে জ্যেষ্ঠা ভয়ার্ত্ত হইয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দ্রুতবেগে পলায়ণ করেন। দুঃসহ মুনি স্বীয় পত্নী জ্যেষ্ঠাকে এরূপ দেখিয়া মুগ্ধ চিত্তে জ্যেষ্ঠার সহিত নিবিড় বনে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই জ্যেষ্ঠা তথা হইতে অন্যত্র গমনে অভিলাষিণী হইলেন। তখন যোগধ্যান-রত বিশুদ্ধ যোগীশ্বর মুনি, আর তপস্যা করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। একদা দুঃসহমুনি ঐ বনমধ্যে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনি আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আমার এই ভার্য্যা আমার নিকট কোন প্রকারে অবস্থিতি করিতে চাহে না, হে বিপ্রর্ষে! এ ভার্য্যা লইয়া আমি কি করিব? আমি ইহার সহিত কোন্ স্থানে প্রবেশ করিব এবং কোন্ স্থানেইবা প্রবেশ করিব না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দুঃসহ শুন;—এই তোমার ভার্য্যা অমঙ্গল এবং অকীর্ত্তির নিদান অলক্ষ্মী, ইহার নাম জ্যেষ্ঠা ও ইহাঁর উপমা নাই। যে স্থানে নারায়ণ-পরায়ণ বেদমার্গানুসারী মনুষ্যগণ অবস্থিতি করেন এবং যেস্থানে ভস্মলিপ্ত-গাত্র মহাত্মা শিবভক্তগণ অনবরত বাস করেন, সে সকল স্থানে তুমি অলক্ষ্মীর সহিত কদাচ প্রবেশ করিও না। হে নারায়ণ! হে হৃষীকেশ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে মাধব! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন! কিংবা হে রুদ্র! শিবায় নমো নমঃ শিবতরায় নমঃ শঙ্করায়-নমঃ হে মহাদেব, উমাপতয়ে নমঃ, হিরণ্যপতয়ে নমঃ হিরণ্যবাহবে নমঃ বৃষাঙ্কায় নমঃ হে নৃসিংহ, হে বামন, হে অচিন্ত্য, হে মাধব এইরূপ শব্দ যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হৃষ্টচিত্তে অনবরত উচ্চারণ করে, তাহাদিগের গৃহাদিতে, উপবনে, কিংবা গো-গৃহে কদাচ অলক্ষ্মীর সহিত প্রবেশ করিও না। জ্বালামালাসমূহ দ্বারা অত্যন্ত ভয়ানক, সহস্র সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী অত্যন্ত উগ্র সেই বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র ঐ সকল ভক্তগণের সর্ব্বদা অমঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকেন, যে সকল স্থানে স্বাহাশব্দ বষট্ শব্দ এবং সাম বেদধ্বনি হয়, সে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন কর॥ ১—২৫ ॥ যে সকল ব্রাহ্মণ নিরন্তর বেদ-চর্চ্চাশীল, যে সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রতিদিন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেব শ্রীহরির পূজাদি কার্য্যে অনবরত নিবিষ্টচিত্ত, সে সকল ব্যক্তিকে তুমি অলক্ষ্মীর সহিত দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যাহাদিগের গৃহে নিত্য হোম হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তির গৃহে শিবলিঙ্গ-পূজা হইয়া থাকে, যাহাদিগের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং যে সকল ব্যক্তির গৃহে ভগবতী দুর্গার পূজা হইয়া থাকে, সে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিগণকে দূর হইতে পরিত্যাগপূর্ব্বক অলক্ষ্মীর সহিত স্থানান্তরে গমন করিবে। নিত্য এবং নৈমিত্তিক যাগযজ্ঞদ্বারা যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ মহেশ্বরকে আরাধনা করে, হে দুঃসহ! তুমি অলক্ষ্মীর সহিত দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করিবে। যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল, গাভীগণ, গুরুজন, অতিথিগণ এবং শিবভক্তগণ পূজিত হন, হে দুঃসহ! তুমি অলক্ষ্মীর সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। দুঃসহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! যে স্থানে আমাদিগের প্রবেশ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহা আপনি বলুন, আপনার কথা শুনিয়া নির্ভীক চিত্তে ঐ সকল গৃহে সর্ব্বদা প্রবেশ করিব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যে স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নাই, গাভী নাই, গুরুপূজা নাই, অতিথিসেবা নাই এবং যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরে কলহশীল, হে দুঃসহ! তুমি সেই সকল গৃহে নিজ ভার্য্যা অলক্ষ্মীর সহিত নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ করিবে। দেবদেব, মহাদেব, ত্রিভুবনেশ্বর, ভগবান্ রুদ্রের যে স্থানে নিন্দা হইয়া থাকে, সে স্থানে তুমি নিজপত্নীর সহিত নির্ভয়ে প্রবেশ করিবে, যে সকল মনুষ্যের গৃহে বিষ্ণুভক্তি নাই, এবং সদাশিব মহাদেবের আরাধনা নাই; মন্ত্রজপ নাই, হোমাদি সংকর্ম্মনাই, ভস্মনাই, পর্ব্বসমূহে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতিথিতে, কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে মহাদেবের পূজা নাই, কিংবা সন্ধ্যাকালে যাহারা ভস্মলিপ্ত হয় না, যেস্থানে শিবচতুর্দ্দশীতে মহাদেবের পূজা হয় না, যাহারা হরিনাম করে না, যাহারা দুর্জ্জনসংসর্গী এবং যে স্থানে ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য দুরাত্মা মূঢ় ব্যক্তিগণ, কৃষ্ণায় নমঃ, শর্ব্বায় নমঃ, শিবায় নমঃ, পরমেষ্ঠিনে নমঃ ইত্যাদি কথা মুখেও উচ্চারণ করে না, বৎস দুঃসহ! তুমি নিজ ভার্য্যা অলক্ষ্মীর সহিত তথায় প্রবেশ কর॥ ২৬—৩৭ ॥ যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদপাঠ নাই, গুরুর পূজাদি সৎকার্য্য নাই, যে সকল মনুষ্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি বিবর্জ্জিত হে দুঃসহ! তুমি তাহাদিগের গৃহে ভার্য্যার সহিত নির্ভয়ে প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে প্রতিরাত্রিতে পরস্পরে কলহ হয়, তুমি এই ভার্য্যার সহিত নির্ভয়ে তথায় প্রবেশ কর। যে মনুষ্য শিবলিঙ্গ পূজা করে না এবং মন্ত্র জপাদি করে না, অথচ শিবভক্তির নিন্দা করিয়া থাকে, তুমি সে মনুষ্যের গৃহে নির্ভয়ে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। অতিথি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন, বিষ্ণুভক্ত, এবং গাভীগণ—যাহার গৃহে এ সকল নাই, সে গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে বালকগণের সলোভ দৃষ্টি সত্ত্বেও তাহাদিগকে না দিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সমস্ত গৃহস্বামিগণ অনায়াসে ভোজন করে, তুমি সেই গৃহে সানন্দহৃদয়ে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর! যে গৃহস্থের গৃহে শিবপূজা না করিয়া, বিষ্ণুপূজা না করিয়া এবং নিয়মানুসারে হোম না করিয়া গৃহস্বামিগণ আপনারা নানা

উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা স্বীয় উদরপূরণ করে, তুমি সে গৃহে সর্ব্বদা প্রবেশ কর। যে গৃহে এবং যে দেশে পাপকর্ম্ম-পরায়ণ, মূঢ় এবং নির্দ্দয় মনুষ্যগণ বাস করে, সে গৃহে এবং সে দেশে অনায়াসে প্রবেশ কর। যে গৃহে প্রাকারগৃহ-ধ্বংসিনী সকলের নিন্দাভাজন গৃহিণী, তুমি ভার্য্যার সহিত তথায় যাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বাস কর। যে গৃহে কণ্টকী-বৃক্ষ, রাজমাষ বল্লী, এবং পলাশবৃক্ষ বর্ত্তমান, তুমি তথায় ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি বকবৃক্ষ, অর্কপ্রভৃতি সক্ষীরবৃক্ষ, বন্ধুজীব, করবীরবৃক্ষ তগরবৃক্ষ, এবং মল্লিকাবৃক্ষ প্ররূঢ়, সে সকল গৃহে ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি অপরাজিতালতা অজমোদালতা নিম্ববৃক্ষ, জটামাংসী এবং বহুল কদলীবৃক্ষ প্ররূঢ়, সে সকলগৃহে ভার্য্যার সহিত তুমি প্রবেশ কর। তাল, তমাল, ভল্লাত, তিন্তিড়ী, খণ্ড, কদম্ব এবং খদির এ সকল বৃক্ষ যে গৃহোপরি প্ররূঢ়, সে সকল গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি বটবৃক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ, যজ্ঞোড়ুম্বর এবং পনসবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, হে দুঃসহ! তুমি ভার্য্যার সহিত তথায় প্রবেশ কর। যে ব্যক্তির নিম্ববৃক্ষে কাককুলায় আছে এবং যাহার উপবনে কিংবা গৃহে দণ্ডধারিণী কিংবা মুণ্ডধারিণী রমণী বাস করে, হে দুঃসহ! তুমি ভার্য্যার সহিত সে স্থানে প্রবেশ কর। যে গৃহে একটিমাত্র দাসী, তিনটিমাত্র গাভী, পাঁচটিমাত্র মহিষ, ছটিমাত্র অশ্ব এবং সাতটিমাত্র হস্তী থাকে, সে গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যাহার গৃহে প্রেতসদৃশী অতি-ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা প্রতিমা আছে, ক্ষেত্রপালাখ্য ভৈরব প্রতিমা আছে, সে গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর, যে গৃহে পরিব্রাজক সংন্যাসীর প্রতিমা, ক্ষপণক প্রতিমা, বৌদ্ধাবতার প্রতিমা আছে, সে গৃহে যথাভিলাষে প্রবেশ কর। শয়নকালে উপবেশন কালে, ভোজন কালে, বা গমনকালে যাহাদিগের মুখ হইতে হরিনাম উচ্চারণ হয় না, সে সকল ব্যক্তির গৃহে ভার্য্যার সহিত তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে ॥৩৮—৫৬॥ যে সকল স্থানে শ্রুত্যুক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, বিষ্ণুভক্তি-বিহীন, ভগবান্ মহাদেবের নিন্দক পাষণ্ডগণ অবস্থিতি করে এবং নাস্তিক কিংবা শঠগণ যে স্থানে থাকে, সে স্থানে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল ব্যক্তি মহাদেবকে বিশ্ব সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার না করে এবং ভগবান্ মহাদেবকে সামান্য দেবতা বিবেচনা করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু সুরপতি ইন্দ্র এ সকল দেবতা মহাদেবের প্রসাদজাত একথা যে সকল দুরাত্মা স্বীকার না করে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ইন্দ্র মহাদেবের তুল্য একথা যে সকল মূঢ় বলিয়া থাকে, তাহারা ভগবান্ সূর্য্যদেবকে খদ্যোত সদৃশ বিবেচনা করে, তাহাদিগের গৃহে ক্ষেত্রে এবং বাসগৃহে অলক্ষ্মীর সহিত প্রবেশ কর এবং ভোগ কর। যে সকল চৈতন্য-শূন্য মূঢ়গণ অন্নাদি পাক করিয়া দেবতা অতিথি অভ্যাগতগণকে বঞ্চনা করিয়া কেবল আপনারা ভোজন করে এবং যে সকল ব্যক্তি স্নান এবং মঙ্গলাচার-শূন্য, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে রমণী শৌচরহিত গাত্রমার্জ্জনাদি শূন্য এবং সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে ঐ রমণীর গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য মলিন-বদন, মলিন বস্ত্র পরিধানশীল এবং যে সকল গৃহস্থ দন্তধাবনবর্জ্জিত, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য পাদপ্রক্ষালন-বিরত, সন্ধ্যাকালে নিদ্রাশীল এবং যাহারা সন্ধ্যাকালে ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য অত্যন্ত ভোজনশীল, অত্যন্ত জলপানশীল দ্যূতাসক্ত এবং বিবাদপ্রিয়, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মস্বাপহারী, পূজার অযোগ্য ব্যক্তিগণকে পূজা করিয়া থাকে এবং যাহারা শূদ্রান্নভোজী, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য মদ্যপানকারী, বৃথামাংস-ভোজনশীল এবং পরস্ত্রী-গমন-পরায়ণ, তুমি ভার্য্যার সহিত তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য চতুর্দ্দশ্যাদি পর্ব্ব তিথিতে দেবতার্চ্চনাদি সৎকার্য্যরহিত, যাহারা দিবাভাগে এবং সায়ংকালে মৈথুন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যাহারা কুকুরের ন্যায় এবং মৃগের ন্যায় পশ্চাদ্‌ভাগে মৈথুন করিয়া থাকে এবং যাহারা জলস্থ হইয়া মৈথুন করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে নরাধম রজস্বলা স্ত্রী গমন করে, কিংবা চণ্ডালকন্যা গমন করে অথবা গোগৃহ-মধ্যে মৈথুন করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। এক্ষণে এতদতিরিক্ত বহু বাক্য প্রয়োগ করা ব্যর্থ, যে সকল ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কার্য্য শূন্য এবং শিবভক্তি-বিহীন তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। কৃত্রিম পুংচিহ্ন দ্বারা, কাম শাস্ত্রোক্ত ঔষধ দ্বারা এবং অপর কোন বস্তু দ্বারা যে পুরুষ নিজ পুরুষ চিহ্ন উত্তেজিত করিয়া স্ত্রীসহবাসপূর্ব্বক স্ত্রী মনোরথ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্য্যার সহিত প্রবেশ কর। সূত বলিলেন, দুঃসহ মুনিকে এ সমস্ত উপদেশ করিয়া ব্রহ্মসদৃশ ব্রহ্মর্ষি শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয় মুনি নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করণান্তর সেই স্থানেই অন্তর্হিত হই-লেন! দুঃসহ মুনিও মার্কণ্ডেয় কথিত সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেসকল ব্যক্তি দেবদেব মহাদেব এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নিন্দাশীল, তাহাদিগের গৃহে ভার্য্যার সহিত বিশেষরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ভগবতী শ্রীমতী শ্রীদেবীর উৎপত্তির পূর্ব্বে অলক্ষ্মীর সমুদ্র হইতে উৎপত্তি হয়, এ নিমিত্ত তাহার নাম জ্যেষ্ঠা হইয়াছে। একদা দুঃসহমুনি জ্যেষ্ঠাকে বলিলেন তুমি এই জলাশয়-মধ্যস্থিত আশ্রমে উপবেশন কর, আমি পাতালমধ্যে প্রবেশ করিব ॥ ৫৭—৭৭ ॥ আমি পাতালপুরীমধ্যে আমাদিগের উভয়ের বাসযোগ্য স্থান দেখিয়া তোমার নিকট আগমন করিব। জ্যেষ্ঠা বলিলেন, হে মহাভাগ! আমি কি ভোজন করিব, কে বা আমার খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিবে? একথা শুনিয়া দুঃসহ বলিলেন, যে সকল রমণী তোমার খাদ্য দ্রব্য এবং পুষ্প ধূপ দ্বারা পূজা করিবে, তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ করিও না।

জ্যেষ্ঠাকে এইকথা বলিয়া গর্ত্ত দ্বারা পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অদ্যাপিও দুঃসহমুনি সজল স্থানে নিমগ্ন আছেন, গ্রাম, পর্ব্বত এবং বাস্তস্থানে অকল্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠা বাস করিতেছেন। একদা জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মীর সহিত জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসঙ্গক্রমে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাবাহো, হে প্রভো! আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হে জগদীশ্বর! এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, আমার ভরণপোষণ প্রদান করুন, আপনাকে আমি নমস্কার করি। সূত বলিলেন, জ্যেষ্ঠা এরূপ বলিলে পর ভগবান্ জনার্দ্দন বিষ্ণু হাস্য করিয়া জ্যেষ্ঠাকে বলিতে লাগিলেন,যেসকল ব্যক্তি অনঘ, সর্ব্ব, শঙ্কর, ভগবান্ রুদ্রকে, জগৎজননী হিমালয়দুহিতা অম্বিকাকে এবং আমার ভক্তগণকে নিন্দা করে, তাহাদিগের ধন তোমার ধন বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে সকল মনুষ্য মহাদেবকে নিন্দা করিয়া আমাকে আরাধনা করে, তাহারা আমার ভক্ত হইলেও অজ্ঞানী এবং অল্পভাগ্য; তাহাদিগের ধন তোমার ধন জানিবে। আমি এবং ব্রহ্মা, যে মহাদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং যাঁহার প্রসাদে আমরা জীবনধারণ করিতেছি, সেই মহাদেবকে নিন্দা করিয়া যে সকল ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাহারা আমার বিদ্বেষকারী জানিবে, সেই দুর্ম্মদ ব্যক্তি সকল আমার ভক্ত নহে; তাহারা অভক্তের মধ্যেই গণ্য। তাহাদিগের গৃহ, ধন, ক্ষেত্র এবং ইষ্টাপূর্ত্ত সকলই তোমার। সূত বলিলেন, অলক্ষ্মীকে এরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ জনার্দ্দন ভগবতী লক্ষ্মীর সহিত অলক্ষ্মীর দৃষ্টি-দোষক্ষয় নিমিত্ত রুদ্রমন্ত্র জপ করিলেন। হে মুনিগণ! অলক্ষ্মীর দৃষ্টি-দোষ ক্ষয় নিমিত্ত সর্ব্বদা ঐ অলক্ষ্মীকে পূজা দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুভক্তগণ এবং রমণীগণ সর্ব্বদা সর্ব্ব যত্নে নানাবিধ পূজা দ্রব্য দ্বারা অলক্ষ্মীকে পূজা করিবে। অলক্ষ্মী চরিত্র যে ব্যক্তি পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে অথবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সেই নিষ্পাপ মনুষ্য ইহলোকে অতুল ধন সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করে ॥ ৭৮—৯২ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! কি মন্ত্র জপ করিয়া প্রাণিগণ সকল লোকভয় হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাপশূন্য হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে? কি মন্ত্র জপ করিলে অলক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে এবং ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়? হে সূত! এ কথা তুমি আমাদিগের নিকট বল। সূত বলিলেন, পূর্ব্বকালে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা বশিষ্ঠমুনির নিকট বলিয়াছিলেন, হে মুনিবর্য্য! সকল লোকের হিতকামনায় আমি তোমার নিকট সকল কথা বলিতেছি; দেবদেব, অজ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, অচ্যুত, অব্যয় সকল পাপধ্বংসকারী, শুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞগণের মুক্তিদাতা জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া আপনারা সকলে আমার কথা শ্রবণ করুন;—যে পুণ্যাত্মা মনের দ্বারা শারীরিক চেষ্টা দ্বারা এবং বাক্যদ্বারা পুরুষোত্তমকে প্রণাম করিয়া নারায়ণ মন্ত্র জপ করে, নিদ্রাকালে, গমনকালে, ভোজনকালে, উপবেশনকালে, জাগ্রদবস্থায়, চক্ষুর উন্মেষকালে এবং নিমেষ কালে যে সকল ব্রাহ্মণ ওঁ নমো নারায়ণায় মন্ত্রে নিরন্তর নারায়ণের স্মরণ করে এবং ভক্ষ্যদ্রব্য, পেয় দ্রব্য এবং আস্বাদনীয় দ্রব্য ওঁ নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে; সে ব্যক্তি পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সকাম হইলে সকল পাপ শূন্য হইয়া সৎপথাবলম্বী হওয়া যায়। আমি দুঃসহমুনির পত্নী যে অলক্ষ্মীর বৃত্তান্ত বলিলাম, নারায়ণশব্দ শ্রবণ মাত্র তিনি স্থানান্তরে পলায়ন করেন ইহাতে সংশয় নাই। হে সুব্রতবর্গ! দেবদেব কৃষ্ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুভক্তগণের ভবনে শস্যাদি ক্ষেত্রে এবং বাসগৃহে সর্ব্বদা বাস করেন, বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বারংবার পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচারপূর্ব্বক এই স্থির হইয়াছে, সর্ব্বদা ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান করা কর্ত্তব্য, সকল মনোরথপূরক ওঁ নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র যে ব্যক্তি সর্ব্বদা জপ করে, তাহার অন্য বহু মন্ত্র জপ করার আবশ্যকতা নাই। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি সকল সময়ে ওঁ নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি বন্ধু বান্ধবের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে মুনিগণ অন্য কথা আপনারা শ্রবণ করুন, দেবদেব নারায়ণের চতুর্ব্বেদের প্রয়োজন-সাধক দ্বাদশাক্ষর দ্বাদশাত্মা পুরাতন অপর একটি মন্ত্র আমি পূর্ব্বকালে অভ্যাস করিয়াছি, তাহার মাহাত্ম্য আপনাদিগের নিকট আমি সংক্ষেপে বলিতেছি সুপণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্লেশে তপস্যা করিয়া একটি পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক যথাক্রমে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া যথাকালে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনান্তে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করাইলেন, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণকুমার কিছু শিক্ষা করিতে পারে নাই এবং ঐ বালকের জিহ্বা হইতে বেদাদি শব্দ উচ্চারিত হইত না। ইহা দেখিয়া ঐ দ্বিজবর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন সেই বিপ্রপুত্র ঐতরেয় নিয়ত বাসুদেব নাম অভ্যাস করিতে লাগিল তদীয় পিতা যথাবিধি অন্য রমণীকে বিবাহ করি সেই পত্নীর গর্ব্ভে কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলেন তাহারা শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া বেদচয় অধ্যয় করিয়া সকলের মান্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইল ঐতরেয়ের জননী সপত্নীপুত্রদিগের ঐরূপ উন্নতি দর্শ দুঃখিতা হইয়া নিজপুত্রকে কহিলেন, হে বৎস! সপত্নী পুত্রেরা বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী হইয়া ব্রাহ্মণগণেরও পূজনী হইয়াছে এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী হইয়া নিজ জননীর আন বর্দ্ধন করিতেছে, কিন্তু এই অভাগিনীর পুত্র তুমি সব বিষয়েই নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ, এক্ষণে আমার মরণই শ্রেয় বাঁচি কোনরূপেই সুখ নাই। ঐতরেয় জননী কর্ত্তৃক এই উক্ত হইয়া যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থি হইলে পর ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রার্থজ্ঞান লুপ্ত হইতে লাগি তাহাতে তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। তখন ঐতরেয়ের মু

হইতে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই বাণী নির্গতা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক পূজা করিলেন। পরে ঐতরেয় যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ সমাপন করিলে বহু সম্মান ও অতুল ধনাদি দক্ষিণা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া সভাস্থলে অনন্যমনে ষড়ঙ্গবেদ চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও দ্বিজগণ উঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, তৎকালে আকাশচারী সিদ্ধ চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! ঐতরেয় এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া জননীকে পূজা করত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। এই তোমাদিগের নিকট দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের অনন্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম॥ ১—২৯॥ ইহা নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। যে পুরুষ এই অক্ষয় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি অনুপম পরমপদ বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যদি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও উক্ত মন্ত্র জপ করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়; অতএব যাঁহারা পূর্ব্বতন আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাসুদেবকে নিরন্তর চিন্তা করেন, সেই মহাত্মাগণ যে বিষ্ণুলোকে যাইবেন ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই॥ ৩০—৩৩॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজগণ! ওঁ নমো নারায়ণায় ইত্যাদি প্রকার অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পরমাত্মার অতি প্রিয়, আর ওঁনমঃ শিবায় এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল বেদের সারভূত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। শিবতরায় এবং মহেশ্বরায় এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বয় মঙ্গলময়। নমস্তে শঙ্করায় এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র প্রধান পুরুষ ভগবান্ রুদ্রদেবের অতিপ্রিয়। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিদেবগণ দ্বিজগণ ও মুনিগণ ইহাঁরা ঐ সকল মন্ত্রদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মারও কারণ দেবদেব শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকেন। মনীষিগণ ভগবান্ শিবকেই শঙ্কর দেবদেব রুদ্র ও উমাপতি কহিয়া থাকেন। নমঃ শিবায় নমস্তে শঙ্করায় নমো মহেশ্বরায় নমো রুদ্রায় নমঃ শিবতরায় এই সমাহাত্ম্য প্রকাশক প্রভুর পঞ্চমহামন্ত্র যে ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল জপ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। পূর্ব্বে প্রভুনামক মনুর অধিকারযুক্ত তৃতীয় ত্রেতাযুগে পরমাত্মা ব্রহ্মার মেঘবাহননামক কল্পে ধুন্ধুমূকনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলনয়ন দেবদেব জনার্দ্দন মেঘরূপী হইয়া দেবদেব কৃত্তিবাসকে বহন করেন, সেই ঈশ্বরের অতিরিক্তভারে নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রহিত হওয়ায় অতিপীড়িত হইয়া শিতিকণ্ঠকে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক দেবদেব প্রভু বিষ্ণু, রুদ্র উদ্দেশে অনন্যমনে তপস্যা করিয়াছিলেন, তদবধি উক্ত কল্প মেঘবাহন নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ কল্পে কোন মুনির শাপে ধুন্ধুমূকের ঔরসে এক অতিদুরাত্মা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধুন্ধুমূক কামী হইয়া নিজ ভার্য্যার সহিত রমণ করিয়া অমাবস্যা-দিবাভাগে প্রথম মুহূর্ত্তে তাহাতে গর্ভস্থাপন করেন, তখন বিশল্যানাম্নী ধুন্ধুমূকপত্নী গর্ভিণী হইয়া শনিগ্রহকর্ত্তৃক বীক্ষিত রুদ্র মুহূর্ত্তে অনায়াসে পুত্র প্রসব করেন॥ ১—১৬॥ তখন মিত্রাবরুণনামক ঋষিদ্বয় উহাকে পিতা মাতা ও নিজের রিষ্টে উৎপন্ন দেখিয়া ধুন্ধুমূককে নির্জ্জনে কহিয়াছিলেন, এই ত্বদীয় তনয় অতি দুরাত্মা হইবে; এবং বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন, হে ধুন্ধুমূক! তোমার পুত্র অতি নিকৃষ্ট ও অতি দুরাত্মা হইলেও কালে বৃহস্পতির অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ধুন্ধুমূক নিজ পুত্রের ঈদৃশ ব্যাপার শ্রবণে দুঃখিত হইয়াও পুত্রস্নেহে তাহার জাতকর্ম্মাদি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিলেন ও নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। হে সুব্রতগণ! ধুন্ধুমূকতনয় যথাবিধি অধীতশাস্ত্র হইয়া পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করত গুরুসেবাপরায়ণ হইল। হে মুনিবরগণ! একদা ধুন্ধুমূকতনয় মোহপ্রযুক্ত এক শূদ্রনারী সন্দর্শনে কামী হইয়া নিজ ভার্য্যার ন্যায় দিবারাত্র তাহাতে আসক্ত রহিল। তদবধি ঐ দুর্ব্বুদ্ধি দ্বিজাধম শূদ্রার অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ নিজধর্ম্ম পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার সহিত এক শয্যায় শয়ন একাসনে উপবেশন ও মদ্য পর্য্যন্ত পান করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তমগণ! পরে উক্ত দ্বিজাধম কোন কারণে কুপিত হইয়া ঐ অকল্যাণী শূদ্রাকে নিধন করিলে শূদ্রার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ধৌন্ধুমূকের পিতা মাতা সুন্দরী ভার্য্যা ও শ্যালকগণকে বিনাশ করিল। এইরূপে ধৌন্ধুমূকের কুলনিহত হইল। তদ্দর্শনে রাজা ঐ শূদ্রার ভ্রাতা প্রভৃতিকে সবংশে নিধন করিলেন। অনন্তর ধৌন্ধুমূক নানাদেশ পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বৃহস্পতি ঋষির আশ্রমসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বে দেবদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে পাশুপত ব্রত লাভে শিবমন্ত্র জপপরায়ণ সেই মুনির দর্শন পাইলেন॥ ১৭—৯৭॥ ধৌন্ধুমূক তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর রুদ্রমন্ত্র লব্ধ হইয়া নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন এবং যথাবিধি দ্বাদশমাসিক রুদ্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার পর কালক্রমে মৃত্যু হইলে যমকর্ত্তৃক শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে পূজিত হইয়া নিজপিতা মাতা চারুহাসিনী পতিব্রতা ভার্য্যা ও শ্যালকদিগকে উদ্ধার করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পূজ্য হইয়া আত্মীয়দিগের সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে যাইয়া গণাধিপত্য লাভ করত রুদ্রদেবের প্রিয়পাত্র হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৯—৩২॥ এজন্য অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র অপেক্ষা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে কোটিগুণ ফল আছে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একারণ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধানে শক্তিবীজ সমন্বিত পঞ্চাক্ষর রুদ্রমন্ত্র নিত্য জপ করে, সে পরমপদ লাভ করে। এই আপনাদিগকে সর্ব্বোত্তম সার কথা কহিলাম; যে ব্যক্তি ইহা স্বয়ং পাঠ করে, শ্রবণ করে বা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায় সে রুদ্র পালিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে গমন করে॥ ৩৩—৩৬॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, পূর্ব্বে দেবগণ স্বয়ং ব্রহ্মা ও প্রশংসিতক্রিয় শ্রীকৃষ্ণ যে দিব্য পাশুপত-ব্রত করিয়াছিলেন এবং ঐ পতিত ব্রাহ্মণ ধৌন্ধুমূকও যে পাশুপত ব্রতাচরণ করিয়া

লক্ষবার সেই মন্ত্র জপ করায়, পরমগতি লাভ করিয়াছে, সেই পাশুপত-ব্রত কিরূপ এবং পরমেশ্বর শঙ্কর দেব পশুপতিই বা কিরূপে? তাহা আমাদিগকে বলুন, এ বিষয়ে আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে॥ ১—১৪॥

সূত কহিলেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মতনয় মহাযশা সনৎকুমার দেবদেব রুদ্রের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারই প্রসাদে দুষ্ট দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে সুমেরুশৃঙ্গে শিলাদ-তনয় নন্দির নিকট সমাগত হন। উক্ত মুনিবর তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া তৎসমীপে সর্ব্বোত্তম মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করেন। পুনরায় প্রণাম করিয়া পাশুপত-ব্রতবিধি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করত কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! দেবদেব পশুপতি কিরূপে, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সেই সনৎকুমারের নিকট হইতেই এই সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন; আমি তৎসন্নিধানেই অবগত হইয়া আপনাদিগকে কহিতেছি। সনৎকুমার কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! দেব পশুপতি কিরূপ? ও কাহারা পশু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়? এবং কীদৃশ রজ্জুতে উহারা বদ্ধ ও কিরূপেই বা পুনর্বায় বন্ধনমুক্ত হয়, তাহা বলুন। শৈলাদি কহিয়াছিলেন, হে সনৎকুমার! তুমি নির্ম্মলান্তঃকরণ অতি পবিত্র রুদ্রভক্ত, তোমাকে ইহার তত্ত্ব কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫—১১॥ ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত সংসার বশবর্ত্তী যে কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক, সকলই ধীমান্ দেবদেবের পশু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, ভগবান্ রুদ্র উহাদিগের পতি বলিয়া পশুপতি এই নামে অভিহিত হন। অনাদি অনন্ত অব্যয় পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু পশুর ন্যায় জীবগণকে মায়া রজ্জুতে বন্ধন করিতেছেন। কিন্তু সেই প্রভু রুদ্রই জ্ঞান-যোগে সেবিত হইলে ঐ মায়াবজ্জুবদ্ধ জীবগণকে মুক্ত করেন, পরমাত্মা পরমেশ্বর শঙ্কর ব্যতীত আর কেহই বন্ধন বিমোচক নাই। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব পরমেশ্বরের রজ্জুরূপে নির্দ্দিষ্ট; একমাত্র ভগবান্ শিব জগৎকে চতুর্ব্বিংশতি রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিতেছেন এবং ঐ দেবই জীবগণকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করেন। দশ ইন্দ্রিয়ময় পাশ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তরূপ অন্তঃকরণময় চার পাশ, শব্দাদি পঞ্চ গুণময় পঞ্চপাশ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ বিষয়ময় পঞ্চপাশ—ভগবান্ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বন্ধনসাধন পাশ দ্বারা বিষয়াসক্ত জীবগণকে বন্ধন করিতেছেন। "ভজ ধাতু" সেবার্থক রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া ঈশ্বরের সেবা করিলেই তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় এবং পণ্ডিতেরা ঐ ঈশ্বর-সেবাকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন। মহেশ্বর, ব্রহ্মাদি সূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত সকলকেই সত্ত্বাদি গুণময় পাশত্রয় দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বয়ং সদসৎকার্য্য করাইতেছেন। যদি ঐ পরমেশ্বর জীবগণকর্ত্তৃক দৃঢ় ভক্তি সহকারে পূজিত হন, তবে উহাদিগকে সদ্যই বন্ধন মুক্ত করেন, কায়মনোবাক্য ও কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের সেবাকেই ভক্তি বলা যায়, ভক্তি সকল কার্য্যের হেতু বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি পাশের ছেদন করিতে সমর্থ॥ ১২—২২॥ ভগবান্ সত্য সর্ব্বগত ও অনির্ব্বচনীয়রূপবান্ এই প্রকার শিবের গুণচিন্তাকেই মানস ভজন কহিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ওঁকারাদি জপকে বাচিক ও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানকে কায়িক ভজন কহিয়া থাকেন। পাপ পুণ্যরূপ পাশ দ্বারা জীবগণের বন্ধন হয় এবং একমাত্র ভগবান্ পরমেশ্বর শিবই উক্ত বন্ধন-বিমোচক সত্ত্বাদি বিষয়, শব্দাদিগুণ, বন্ধন-সাধন বলিয়া পাশ-রূপে কীর্ত্তিত হয়; প্রাণিগণ উহাতে বদ্ধ হইলে শিবভক্তি-বলে মুক্ত হয়। ক্লেশময় পঞ্চপাশদ্বারা শঙ্কর পশুদিগকে বন্ধন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগের উপাসিত হইলে বন্ধন হইতে মোচন করেন। অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে পণ্ডিতেরা রজ্জু কহিয়া থাকেন। অবিদ্যাকে তম মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত কহিয়া থাকেন। হে মুনিবরগণ! প্রাণিগণ ঐ অবিদ্যাবদ্ধ হইলে শ্রীমান্ শিবই তাহার মোচন করেন, তদ্ভিন্ন অপর কেহই বিমোচক নাই। যোগপরায়ণ সাধুগণ আত্মভিন্ন দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যাকে তম স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতারূপ অস্মিতাকে মোহ বিষয়াদিরূপ মহামোহকে রাগ ইচ্ছার ব্যাঘাত জনিত ক্রোধরূপতামিস্রকে, দ্বেষ এবং মমতাস্পদ পুত্রাদি রক্ষণার্থ অন্ধতামিস্ররূপ মিথ্যাজ্ঞানকে অভিনিবেশ কহিয়া থাকেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তমের অষ্ট প্রকার, মোহের অষ্টপ্রকার মহামোহের দশ প্রকার, তামিস্রের অষ্টাদশ প্রকার এবং অন্ধতামিস্রের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥২৩—৩৫॥ ঐ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই অবিদ্যা রাগ বা দ্বেষের সহিত কিছুই সম্বন্ধ নাই এবং মায়াতীত দেব পশুপতির কদাপি অভিনিবেশের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং ঐ অবিদ্যাতীত মঙ্গলদাতা সর্ব্বশরণ্য পরমাত্মা শিবের ত্রিকালের কোনকালেই পুণ্য পাপকার্য্য ও ঐ কার্য্যের পরিণাম দৈবের সহিত কিছুই সম্বন্ধ নাই। ঐ সচ্চিদানন্দরূপী পরাৎপর শম্ভুকে বিনশ্বর সুখ দুঃখ আশ্রয় করিতে পারে না এবং ঐ ধীমান্ স্বয়ম্ভূ মহাদেব কালত্রয়েই আশ্রয় কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট থাকেন, সেইরূপ মৃত্যুরও মৃত্যুরূপী ঐ ভগবানকে ত্রিকালবর্ত্তী কর্ম্ম সংস্কার ও ভোগ সংস্কার আশ্রয় করিতে পারে না॥ ৩৬—৪৩॥ ঐ প্রধান পুরুষ ভগবান্ পরমেশ্বর স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ এই লোকের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের আপেক্ষিক আধিক্য দেখা যায়, কিন্তু শিবেতে যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য আছে তাহা অপেক্ষা উহার আতিশয্য দৃষ্ট হয় না বলিয়া মনীষিগণ শিবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন॥ ৪৪—৪৫॥ প্রত্যেক সৃষ্টিপ্রারম্ভে সমুৎপন্ন কাল বিনশ্বর ব্রহ্মাদিগকে ঐ শিবই শাস্ত্রচয় উপদেশ করিয়া থাকেন, অনাদি নিধন শিব খণ্ড কাল স্থায়ী সকল গুরুগণের গুরু পরমেশ্বর নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পরের প্রতি অনুগ্রহার্থই সকল কার্য্যের কারণ হইয়াছেন। পরমাত্মা শিবের ওঁকারই বাচক অর্থাৎ উপাসনাকালে ভক্তগণ কর্ত্তৃক ওঁকার শব্দদ্বারা আহূত হন এজন্য শিবরুদ্র-প্রভৃতি শব্দের মধ্যে ওঁকাররূপী প্রণবকেই মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ বলেন। প্রণববাচ্য শম্ভুর ধ্যান কিংবা কেবলমাত্র ঐ প্রণব জপ করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহা প্রণব ভিন্ন অন্য মন্ত্র জপ করিলে পায় না

ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দেবদেব শঙ্কর ভক্তগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া এই পরম পাশুপতযোগ ও পাশুপত-জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যোপদিষ্ট হইয়া গর্গতনয়াকে ইহা কহিয়াছিলেন। হে গার্গি! যাহারা যোগপরায়ণ নহে তাহারা ঐ নাশশূন্য অপারমহিম বিরাট্-রূপী শিবকে মহাশ্চর্য্য রূপে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু যোগিগণ যোগবলে প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া এইরূপ কহেন, ঐ শিবরূপী পরংব্রহ্ম দৈর্ঘ্যরহিত রক্তেতরবর্ণশালী, উহাঁর উর্দ্ধভাগ নাই, রূপ নাই, একারণ নিত্যানন্দরূপী এবং উহাঁর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ কাহারই বোধগম্য নহে। উনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং শব্দ ও দাহিকা শক্তি শূন্য অন্য প্রমাণ শূন্য সর্ব্ব-সুখদায়ী, উহাঁর নাম গোত্র জরা মরণ ব্যাধি কিছুই নাই ঐ ওঁকার শব্দ প্রতিপাদ্য মোক্ষরূপ পরংব্রহ্ম সুধাময় হইলেও অনাচ্ছাদিত এবং পূর্ব্বাপর ভাগ বহির্দ্দেশ ও অন্ত বিরহিত ব্রহ্ম সকল কার্য্যের সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইয়াও কোন কার্য্যেরই সংস্পর্শে থাকিতেছেন না॥ ৪৬—৫৩॥ যে পুরুষের শিবোক্ত উত্তম এই পাশুপত যোগই প্রয়োজনীয়, সে পূর্ব্বোক্ত পরংব্রহ্মকে অবগত হইয়া অন্তকালে ঐ প্রভুতেই লীন হয়। ঐ ব্রহ্ম তোমার অন্তরেও আছেন; তুমি পবন হইতেও বেগশালী ইন্দ্রিয়নায়ক মনকে বিষয়ান্তর হইতে নিরোধ করিয়া ওঁকারকে প্রদীপ করিয়া ঐ অতি সূক্ষ্ম আদিপুরুষ অন্তর্যামী ভগবানের অন্বেষণ কর। কি হেতু মিথ্যা বাগাড়ম্বর করিয়া কলহ করিতেছ? কিছুই ভয়ের কারণ কি দেখিতেছি না; দেহস্থ শম্ভুকে অবলোকন কর, কেন বৃথা দ্বৈতাদি জ্ঞানজনিত মোহান্ধকারে ভ্রমণ করিতেছ? মুমুক্ষু ব্যক্তি এই মুনিগণ উদ্দেশে শিবভাষিত অর্থ পণ্ডিতগণ সন্নিধানে বিচার করিয়া পরে আত্মস্বরূপকে পঞ্চধা বিভক্ত না করিয়া আত্মস্বরূপে মুক্তিলাভ করিবে॥ ৫৪—৫৬॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নন্দিকেশ্বর! আপনি মহাদেবের প্রধান ভক্ত; এক্ষণে পুনরায় তাঁহার মহিমা বর্ণন করুন। শৈলাদি কহিলেন, হে সনৎকুমার! পরমেশ্বর মহাদেবের মহিমা সংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। ঈশ্বরের প্রকৃতি বন্ধ নাই, বুদ্ধিবন্ধ নাই, অহঙ্কার বন্ধ, চিত্তবন্ধ, মনোবন্ধ কিছুই নাই। উহাঁর চক্ষুঃশ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা বা ত্বক্ এই সমস্ত দ্বারা বন্ধও কদাপি হয় না এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ূপস্থ ও শব্দাদি পঞ্চভূত দ্বারাও বন্ধন নাই। তত্ত্ববেত্তা মুনিগণ ঈশ্বরকে নিত্য শুদ্ধস্বভাব নিত্য প্রবুদ্ধ নিত্যমুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অনাদি অনন্ত পরমেষ্ঠী পুরুষ শিবের আদেশে প্রকৃতিদেবী বুদ্ধিকে উৎপাদন করেন, তাঁহারই আদেশে ঐ বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করেন। দেবগণমধ্যেও অন্তর্যামী রূপে প্রসিদ্ধ পরমেষ্ঠী ভগবান্ স্বয়ম্ভু শিবের আদেশেই অহঙ্কার স্বয়ং একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি তন্মাত্র সকলকে উৎপাদন করেন এবং ঐ প্রভু মহাদেবের আদেশেই শব্দাদিগুণচয়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতকে প্রসব করেন; এবং মহাভূত সকল শিবের আজ্ঞায় মিলিত হইয়া ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবদ্দেহিগণের দেহচয় বিধান করিতেছে। নিখিল দেহে অন্তর্যামী বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রভু স্বয়ম্ভুর আদেশে ঐ বুদ্ধিই যাবদর্থ নিশ্চয় করে। স্বভাব সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতিও তদীয় আজ্ঞায় হয়। সেই প্রভুর আজ্ঞায় অহঙ্কার সকল বিষয়ে মমতা জ্ঞান করিয়া দেয় এবং উহাঁরই আদেশে চিত্ত জীবগণের পূর্ব্বাপর স্মরণ করিয়া দেয়। মন সঙ্কল্প করিয়া দেয়। তাঁহারই সামর্থ্যে শ্রোত্র শ্রবণ করায়, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ অনুভব করিয়া দেয়. পরমেষ্ঠী শিবেরই আদেশে বাগিন্দ্রিয় বাক্ প্রয়োগ করিয়া থাকে, কদাপি গ্রহণাদি করেন না এবং হস্ত যাবৎ দেহে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন; কিন্তু কখন গমনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না ও সেই বিধাতার আদেশেই সকল জীবের চরণ বিহার করে দানাদি কার্য্য করে না। ঐ পরমেশ্বরের শাসনে উৎপন্ন যাবৎ জীবেরই পায়ু পুরীষাদি উৎসর্গ করে কখন বাক্য উচ্চারণ করে না এবং সকল জীবগণের উপস্থ প্রভু পরমেশ্বরের আদেশে নিত্য আনন্দ অনুভব করে॥ ১—২০॥ সেই সর্ব্বভূতেশ্বর শিবের আদেশে আকাশ, সর্ব্বদা অপর ভূতগণকে অনন্ত অবকাশ দান করেন। বায়ুও তাঁহার আদেশে প্রাণাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া সকল প্রাণীর শরীরধারণ করিতেছেন, সপ্তস্কন্ধগত হইয়া আবহাদিভেদে বিভক্ত নিজশরীর দ্বারা লোক যাত্রা সম্পাদন করিতেছেন এবং পরমেশ্বরেরই আদেশে নাগাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া লোকের শরীরে অবস্থান করিতেছেন। অগ্নি, মহাদেবের আজ্ঞায় কব্যভোজী দেবগণের হব্য ও কব্য বহন করিয়া চরু প্রভৃতির পাকসাধন করিতেছে এবং তাঁহারই শাসনে সর্ব্বদা দেহিগণের উদরস্থ হইয়া অন্নাদি আহারীয় দ্রব্য সকল পাক করিতেছেন। তাঁহার আজ্ঞায় জল সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিতেছে এবং তদাজ্ঞা সকলের অলঙ্ঘনীয় বিবেচনায় তাঁহারই আদেশে সর্ব্বপ্রসবিনী ভগবতী পৃথিবীও চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। দেবদেব ইন্দ্র তদাজ্ঞায় বিশ্ব পালন করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যম তাঁহারই আদেশে জীবিত জীবকে নানা রোগ দ্বারা ও মৃত জীবকে অসংখ্য যাতনা প্রদানে সর্ব্বদাই পীড়া দিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত হইয়া দেবগণের রক্ষা, অসুরগণের নিধন ও অধার্ম্মিকদিগের বিনাশ করিতেছেন। বরুণদেব শিবশাসনে জগৎকে জলদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন ও অসুরদিগকে পাশবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করিতেছেন। ধনাধিপ কুবের শিবের আজ্ঞায় সকল প্রাণীর স্ব স্ব পুণ্যানুরূপ ধনদান করিতেছেন এবং সূর্য্যদেবও ঐ নিত্য সত্যরূপী পরমাত্মার আজ্ঞাতেই নিজ উদয়াস্তদ্বারা কাল বিধান করিতেছেন। মৃত্যুরও মৃত্যুরূপী ঐ শিবের আজ্ঞায় কলাময় সুধাংশুদেবও নিজ-কিরণ দ্বারা পুষ্প ওষধি ও সকল জীবকেই আহ্লাদিত করিতেছেন॥ ২১—৩৪॥ আদিত্য বসু রুদ্র ও মরুদ্গণ। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অন্যান্য সকল দেবতাই শিবের

আজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ সাধ্য চারণ যক্ষ রক্ষ ও পিশাচ ইহারা সকলেই ঐ বিধির আদেশ-বর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্র তারা বেদ যজ্ঞ তপস্যা ঋষিগণ কব্যভোজি পিতৃগণ সমুদ্র, পর্ব্বত, নদনদী, কানন, সরোবর, সকলেই শিবের আজ্ঞাবহ। কলা কাষ্ঠা নিমেষ মুহূর্ত্ত দিবস, রাত্রি, ঋতু, বৎসর, পক্ষ, মাস, যুগ, মন্বন্তর পর পরার্দ্ধ প্রভৃতি কালবিশেষ সকলই ঐ ভগবানের শাসনে অবস্থান করিতেছে এবং বিদ্যাধরাদি অষ্টবিধ দেবযোনি পঞ্চবিধ তির্য্যক্‌যোনি মনুষ্যজাতি ও চতুর্দ্দশ সদ্‌যোনি সমুৎপন্ন জীবগণ ধীমান্ দেবদেবের শাসনে অবস্থান করিতেছে। চতুর্দ্দশ ভুবনে অবস্থিত জীবগণ ঐ প্রভু সর্ব্বেশ্বরের আজ্ঞাবর্ত্তী রহিয়াছে। সকল ভুবন পাতাল ও ব্রহ্মা বিষ্ণু সমেত জলাদি আবরণযুক্ত বর্ত্তমান ও উৎপদ্যমান যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডই শিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। ঐরূপ বহুলপদার্থ-সমন্বিত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া শিবাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় অসংখ্য উত্তম উত্তম বস্তু ও জলাদি আবরণের সহিত উৎপন্ন হইয়া শিবাজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ॥ ৩৫—৪০ ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে গণাধিপতে! আপনি তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এজন্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সেই পরমেশ্বর শিবের ও পরমেশ্বরী দুর্গার ঐশ্বর্য্য আমার নিকট বর্ণন করুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে যোগিবর সনৎকুমার! তুমি ব্রহ্মার পুত্র, তোমাকে ঐ শিব ও শিবার বিভূতি কহিতেছি শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ, ঐ পরমাত্মা শিবকে কল্যাণময় ও শিবাকে কল্যাণময়ীরূপে কহিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ শিবকে ঈশ্বর ও গৌরীকে মায়া বলিয়া থাকেন। দ্বিজগণ শিবকে পুরুষ ও শিবাকে প্রকৃতিরূপে কহিয়া থাকেন। শম্ভু,—শব্দার্থ-শিবা,—শব্দ। ঐ অজ শিব-দিবস ও শিবা,—রাত্রি। মহাদেব যজ্ঞ, রুদ্রাণী যজ্ঞের দক্ষিণা। দেব শঙ্কর আকাশ, দেবী শঙ্করী পৃথিবী। ভগবান্ রুদ্র সমুদ্র, নগেন্দ্রনন্দিনী সমুদ্রের বেলা। দেব শূলপাণি বৃক্ষ উঁহার প্রেয়সী তদাশ্রিতা লতা। হর ব্রহ্মা ও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী শিবা সাবিত্রী। মহেশ্বর বিষ্ণু, পরমেশ্বরী ভবানী লক্ষ্মী। মহাদেব ইন্দ্র, ও গিরিরাজ-দুহিতা শচী। রুদ্র স্বয়ং অগ্নি উঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী দেবী স্বাহা। দেব ত্র্যম্বক যম ও গিরিকন্যা তাঁহার পত্নী। ভগবান্ রুদ্র বরুণ ভগবতী গৌরী বরুণ ভার্য্যা সর্ব্বার্থদায়িনী। চন্দ্রশেখর বায়ু, ভবানী বায়ুপত্নী শিবা। দেব চন্দ্রশেখর যক্ষ-রাজ কুবের দেবী শিবা তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি। শশিভূষণ স্বয়ং শশী, রুদ্রাণী তৎপ্রিয়া রোহিণী। শিব স্বয়ং সূর্য্য দেবী উমা তাঁহার প্রেয়সী সুবর্চ্চসা। দেব ত্রিপুরারি কার্ত্তিক হরপ্রিয়া তৎপত্নী দেবসেনা। দেব মহেশ্বর দক্ষ, দেবী উমা প্রসূতি। শম্ভু পুরুষ নামক মনু ও শিবপ্রিয়া শতরূপা। পরমেশ্বর রুচি, ভবানী আকূতি। দেব ত্রিপুরারি ভৃগু দেবী ত্রিনয়নপ্রিয়া খ্যাতি। ভগবান্ রুদ্র মরীচি ও শিবা তৎপ্রিয়া সম্ভূতি। পরমেশ্বর শুক্রাচার্য্য পরমেশ্বরী শুক্রজায়া রুচিরা। গঙ্গাধর অঙ্গিরা উমা সাক্ষাৎ স্মৃতি। শশিশেখর পুলস্ত্য পিনাকিজায়া প্রীতি। ত্রিপুরারি পুলহ এবং মৃত্যুরও মৃত্যুরূপী ঐ দেবের প্রেয়সী গৌরীই দয়া। দেব দক্ষযজ্ঞহন্তাই ক্রতু উঁহার পত্নী সন্নতি। ত্রিনয়ন অত্রি, উমা অত্রিপত্নী অনুসূয়া। মহেশ্বর বশিষ্ঠ, উমা রুন্ধা উর্জ্জা। শঙ্কর পুরুষগণ, মহেশ্বরীসকল স্ত্রীগণ; এমনকি ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু পুংলিঙ্গ শব্দবাচ্য, তৎসমুদায় ভগবান্ রুদ্র ও যে কিছু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাচ্য তৎসমুদায়ই ভগবতী গৌরীর অংশ। স্ত্রী পুরুষ সকলই ঐ উভয়ের বিভূতি; সমস্ত পদার্থ শক্তিই দেবী বিশ্বেশ্বরী ও যে কিছু শক্তিমান্ পদার্থ সকলই মহেশ্বর। জীবগণের শরীরস্থিত অষ্ট প্রকৃতি ও অষ্টবিকৃতি, ঐ দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ এবং যেরূপ এক অগ্নিতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একমাত্র যুগলরূপী ভগবান্ শিবই যাবৎ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। শরীরিগণের শরীরচয় গৌরীর রূপমাত্র ও শরীরিগণ স্বয়ং শঙ্করের অংশ-রূপে অবস্থিত। জগতে যে কিছু শ্রোতব্য, তৎসকলই উমার রূপ ও দেব মহেশ্বর শ্রোতারূপে অবস্থিত, ভগবান্ বিষয়ের ভোক্তা ও ভগবতী যাবদ্বিষয়রূপে অবস্থিতা। শঙ্করপ্রিয়া যাবৎস্রষ্টব্যবস্তু ও সেই বিশ্বরূপ দেব চন্দ্রশেখর স্রষ্টা। জগদীশ্বরী প্রপঞ্চরূপ দৃশ্যবস্তু, কিন্তু সেই শশিশেখর দেব বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দ্রষ্টা। যাবৎরস ও যে কিছু ঘ্রাণ-যোগ্য পদার্থ সকলই উমার রূপ এবং জগদীশ্বর শম্ভু রসাস্বাদক ও ঘ্রাতা। যাহা কিছু বিচার্য্যবস্তু সকলই মহাদেবী মহেশ্বরী ও ঐ বিশ্বরূপ মহাদেব একমাত্র বিচারক। বোদ্ধব্য যাবৎ বস্তু ভবানী ও সেই ভগবান্ চন্দ্রশেখরই একমাত্র বোদ্ধা ॥ ১—৩০ ॥ দেবী উমা দেবী রূপিণী ও শঙ্কর লিঙ্গরূপ, সুরাসুরগণ সযত্নে বেদীতে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন। যে যে পদার্থ পুরুষ চিহ্নক তৎসমুদায় শিবের ও যে যে পদার্থ স্ত্রীচিহ্নক তৎসমুদয় গৌরীর অংশ; জ্ঞানের বিষয়ীভূত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল স্বরূপ যাবৎ ব্রহ্মা উমাস্বরূপ একমাত্র দেব মহেশ্বরই জ্ঞাতা। দেবী ত্রিপুরারিপ্রিয়া লিঙ্গদেহস্বরূপ ও ভগবান্ অন্ধকঘাতী জীবরূপী; যাঁহার রাজ্যে লোকে শিবলিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেবতার যাগ করে, সেই রাজ্য স্বদেশ বাসী যাবৎ লোকের সহিত রৌরব গমন করে। যে রাজা শিবভক্ত না হইয়া অন্যদেবের ভক্ত হয়, নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি ভজনা করিলে যুবতির যাদৃশগতি হয়, তাহার ও সেইরূপ অধোগতি হয়। এই জগতে ব্রহ্মাদিদেবগণ পরৈশ্বর্য্যশালী রাজগণ মানবগণ ও মুনিগণ সকলেই শিব-লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুও ব্রহ্মপৌত্র রাবণকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়া সমুদ্রতীরে ভক্তিযোগে যথাবিধি শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া মহাপাতক, অপনোদন করিয়াছিলেন। লোক সহস্র সহস্র পাপাচরণ বা শত ব্রাহ্মণ বধ করিয়া যদি ধ্যান যোগে রুদ্রকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহে পূর্ব্বোক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সকল লোকই লিঙ্গময় ও লিঙ্গেতেই অবস্থিত আছে একারণ মুমুক্ষু

ব্যক্তিও শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। অতএব সকল আকারে অবস্থিত শিব ও শিবা উভয়কে শুভাকাঙ্ক্ষী মানবেরা সর্ব্বদা পূজা করিবে নমস্কার করিবে ও চিন্তা করিবে ॥ ৩১—৪১ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মহামতে গণাধিপ! বিশ্বরূপ মহাত্মা দেব শঙ্করের অষ্টমূর্ত্তি কি কি তাহা আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে কমলযোনি-তনয় সনৎকুমার! আমি তোমাকে বিশ্বরূপ উমাপতির মহিমা কহিতেছি শ্রবণ কর। ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ সূর্য্য যজমান এবং চন্দ্র, পরমাত্মা শিবের এই অষ্টমূর্ত্তি। কেহ কেহ আকাশ, জীব, চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, জল, ভূমি এবং বায়ু এইরূপ ক্রমে দেবদেবের অষ্টমূর্ত্তি কীর্ত্তন করেন। একারণ একমাত্র সূর্য্যরূপী মহাত্মা অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূজিত হইলে তদংশভূত সকল দেবতাই তৃপ্ত হন। যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সেক করিলে তাহার শাখা উপশাখা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার পূজায় তদংশভূত সকলেই পূজিত হন। শিবের সূর্য্যরূপ মূর্ত্তি দ্বাদশ প্রকার এবং উহা সর্ব্বদেবময় ও যাগার্হ বলিয়া মুনিগণ উহারই যাগ করেন। ঐ সূর্য্যরূপী শিবের অমৃত-সংজ্ঞক এককলা আছে, তাহা সর্ব্বজীবের সঞ্জীবনী বলিয়া জগতে তাহা সর্ব্বদা (পীত হইয়া থাকে)। ঐ সূর্য্যরূপী মূর্ত্তিটির চন্দ্রসংজ্ঞক কিরণ আছে, তাহারা ওষধি সমুহের সম্বর্দ্ধনার্থ হিমবৃষ্টি করিয়া থাকে। ঐ সূর্য্যরূপী শম্ভুর শুক্র সংজ্ঞক রশ্মি আছে, তদ্দ্বারা জগতে ধান্যাদি শস্য পক্বতার হেতু উত্তাপ জন্মে। ঐ সূর্য্যাত্মক শিবের হরিকেশ নামক কিরণ আছে, তাহা গ্রহনক্ষত্রাদির তেজঃপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ সূর্য্যরূপী পরমেশ্বরের বিশ্বকর্ম্মা নামক কিরণ বুধগ্রহের তেজের পোষক বলিয়া খ্যাত আছে ও বিশ্বব্যচ নামক কিরণ শুক্রগ্রহের পোষক বলিয়া খ্যাত আছে ॥১—১৩॥ এবং ঐ সূর্য্যরূপী শূলপাণির সংযদ্বসুনামক যে কিরণ আছে, তাহা মঙ্গলগ্রহের কান্তি পুষ্টি করে। সেই সূর্য্য-রূপী শিবের অর্ব্বাবসু নামে রশ্মি বৃহস্পতির পুষ্টিসাধন করে। উঁহার স্বরাট্ নামে বিখ্যাত রশ্মি শনিগ্রহের পুষ্টিসাধন করে। ঐ সূর্য্যরূপী বিশ্বযোনি দেব উমাপতির সুষুম্নানামক রশ্মি সর্ব্বদা চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করে ॥ ১৪—১৭ ॥ জগদ্গুরু কালান্তক শঙ্করের নিখিল শান্ত কিরণ-জালের প্রকৃতিরূপিণী চন্দ্রনামক মূর্ত্তি যাবৎ শরীরি-গণের শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্ররূপে অবস্থান করেন। ঐ মূর্ত্তি শরীরিগণের মনেতেও অবস্থান করেন। দেব শম্ভুর ষোড়শকলারূপে বিভিন্ন ঐ চন্দ্র মূর্ত্তি যাবৎ জীবের দেহে অবস্থান করিতেছেন এবং সর্ব্বনিয়ন্তা দেবদেবের ঐ মূর্ত্তি অমৃতদ্বারা সর্ব্বদা দেব ও পিতৃগণের পুষ্টিসাধন করেন; চন্দ্রমূর্ত্তি দেহিগণের দেহশুদ্ধির জন্য রস সঞ্চার দ্বারা ওষধি সমূহ পরিবর্দ্ধন করেন। ভবানীকেই ঐ মূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিবে। উমাপতির ঐ চন্দ্ররূপ শরীর, যজ্ঞ ওষধি ও জীবগণের প্রভুরূপে প্রসিদ্ধ। ভগবানের ঐ মূর্ত্তিই জলপতি ও ওষধিনাথ বলিয়া বিখ্যাত। আত্মা-নাত্ম-বিবেকিগণ যাঁহার অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন, সেই হিরণ্ময় দেবকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলেরও তদধিষ্ঠাতৃদেব-গণের মার্গাতীত ঐ চন্দ্ররূপী প্রভু শিব সকলের অন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত আছেন, এইরূপ বোধ হইলে জগৎ-রক্ষিকা মায়া অন্তর্হিতা হয় এবং উঁহার যজমানমূর্ত্তি দিবারাত্রি হব্যদানে দেবগণের ও কব্যদানে পিতৃগণের পুষ্টিসাধন করেন ও উনিই আহুতি সঞ্জাত বৃষ্টিদ্বারা শস্যাদি সকল উৎপাদন করেন ইহা স্পষ্ট প্রসিদ্ধ আছে। যাহা ভগবতীর অন্তরে প্রাণের সহিত একত্র অবস্থিতা ঐ ভগ-বান্ উমাপতির প্রধানা জলময়ী মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বহির্দ্দেশে ও জীবগণের শরীরে জলরূপে অবস্থান করেন এবং নদনদী ও সমুদ্রে ঐ সর্ব্বব্যাপিনী পরমামূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন সর্ব্বদাই লাভ করা যায় ও ঐ পবিত্রা মূর্ত্তি সকল জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন॥ ১৮—৩২॥ শম্ভুর যে মূর্ত্তি অগ্নিতে অবস্থিতা, সেই পরমপূজনীয়া ঈশ্বরী অগ্নিমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বহির্দ্দেশে এবং যজ্ঞসমূহের শরীরে অবস্থান করেন ও জীবগণের কুশলার্থে শরীরে জঠ-রাগ্নিরূপে অবস্থিতা আছেন। ঐ মূর্ত্তির একোনপঞ্চাশৎ ভেদ আছে ইহা বেদবিদ্‌গণ কহিয়া থাকেন। উঁহার যজ্ঞাত্মক মূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক দেবতোদ্দেশে ও পিতৃলোকোদ্দেশে যথাক্রমে হূয়মান হব্য ও কব্যরূপ দ্রব্যজাত তাঁহাদিগের নিকট বহন করেন এবং শম্ভু পূর্ব্বোক্ত অগ্নিরূপ দেহকে বেদশাস্ত্রজ্ঞেরা সর্ব্ববেদময় কহেন ও তাহাতে যথাবিধি যাগ করেন এবং শিবের বায়ুমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ও বহির্দ্দেশে অবস্থিত আছেন ও জীবগণের শরীরে প্রাণাদি পঞ্চনাগ কূর্ম্মাদি পঞ্চ ও আবহাদি পৃথক্‌রূপে অবস্থান করেন। প্রভুর আকাশমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বহির্দ্দেশে ও জীবগণের শরীরে সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন, এবং ব্রাহ্মণগণের মুখ্য দেবতাস্বরূপা শম্ভুর বিশ্বম্ভরা মূর্ত্তি স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। ঐ চরাচরস্থিত জীবগণের শরীর শিবের পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারাই নির্ম্মিত হয়। ধীমান্ দেবদেব মহাদেবের পঞ্চভূত, সূর্য্য, চন্দ্র, ও আত্মা এই আটটী মূর্ত্তি ইহা মুনিগণ কহিয়া থাকেন এবং আত্মা তাঁহার অষ্টমীমূর্ত্তি উহার সংজ্ঞা যজমান। উনিই সকল স্থাবরজঙ্গমের শরীরে অবস্থান করেন। মুনিগণ দীক্ষিত ব্রাহ্মণকেই আত্মা কহিয়া থাকেন, উহাই মঙ্গলদাতা শিবের যজমানাখ্যা মূর্ত্তি। এক্ষণে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবগণকর্ত্তৃক সযত্নে সর্ব্বদা মঙ্গলের একমাত্র হেতু এই অষ্টশিবমূর্ত্তির বন্দনা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩—৪৬ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, নন্দিন্! পুনরায় উমাপতি শিবের অষ্টমূর্ত্তির মহিমা আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে সনৎকুমার! সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা দেব উমাপতির অষ্ট-মূর্ত্তির মহিমা তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিতগণ নিখিল প্রপঞ্চের স্রষ্টা শিবকে বিশ্বম্ভর-

রূপী শর্ব্বনামে নির্দ্দেশ করেন। সেই বিশ্বস্তর পরমাত্মা শর্ব্বের বিকেশী নাম্নী পত্নী ও মঙ্গল উহার পুত্র। বেদবক্তা-গণ ভগবানকে ভবনামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং ঐ জগতের জীবন সাধন জলরূপী পরমাত্মাদেব ভবের জায়া উমা ও পুত্র শুক্র। জগতের একমাত্র রক্ষিতা ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঐ বহ্নিরূপী ভগবান্ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পশুপতি নামে কীর্ত্তিত হন এবং ঐ অগ্নিরূপী পরমাত্মার প্রিয়তমা পত্নী স্বাহা ও ভগবান্ ষন্মুখ পুত্ররূপে কীর্ত্তিত হন। নিখিল ভুবনব্যাপী ও সকল দেহিগণের জীবনধারণের একমাত্র উপায় ঐ বায়ুরূপী দেবকে পণ্ডিতেরা ঈশান নামে নির্দ্দেশ করেন ও ঐ জগৎ-কর্ত্তা পবনমূর্ত্তি দেব ঈশানের পত্নী শিবাও নিখিল চরাচরের সর্ব্বাভীষ্টদাতা মনোবেগ তনয়রূপে কীর্ত্তিত হয়। ভগবানের আকাশমূর্ত্তি ভীমনামে নির্দ্দিষ্ট এবং ঐ মহামহিম গগনরূপী ভীমদেবের দশদিককে দেবী ও স্বর্গকে পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করেন। সকলের অভীষ্টপূরক সূর্য্যরূপী ঐ ভগবানকে ভোগ ও মুক্তিদাতা রুদ্ররূপে নির্দ্দেশ করেন এবং ভক্তদিগের প্রতি ভক্তিদাতা সূর্য্যমূর্ত্তি রুদ্রের দেবী সুবর্চ্চলা এবং যাবৎ-সুন্দরপদার্থের প্রকৃতিরূপে বিখ্যাত শনৈশ্চর তনয় এবং চন্দ্রমূর্ত্তি ঐ দেবকে পণ্ডিতেরা মহাদেব নামে কহিয়া থাকেন ও ঐ চন্দ্ররূপী মহাদেবের ভার্য্যা রোহিণী ও বুধ পুত্ররূপে কথিত হন ঐ বুধ দেবগণের হব্যকব্যের সংস্থাপন করিয়া থাকেন॥ ১—১৬॥ এবং ঐ যজমানরূপী মহাদেব উগ্রনামে ও ঈশান নামে অভিহিত হন। ঐ যজমান মূর্ত্তি প্রভু উগ্রের পত্নী দীক্ষা ও পুত্র সন্তান। শরীরিগণের স্থূল সূক্ষ্মাদি পঞ্চবিধ শরীর মধ্যে কোঙ্কণাস্থির মত কঠিন পার্থিব শরীরের যাথার্থ্য জানিতে হইলে অগ্রে শিবতত্ত্ব অবগত হওয়ার আবশ্যক; দেহিদিগের প্রতিদেহে যে দ্রবময় অক্ষয় বস্তু আছে, তাহা বেদ-পারদর্শী ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক পরমাত্মা ভবের তত্ত্বরূপে অবগত হইয়া থাকেন। দেহীদিগের দেহে যে জাঠরাগ্নি আছে, তাহাকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা পশুপতির মূর্ত্তি বিশেষ বলিয়া অবগত আছেন। শরীরিদিগের শরীরে বায়ুর পরিণাম যাহা আছে, পণ্ডিতেরা উহাকে ভগবানেরই ঈশান মূর্ত্তি বলিয়া জানেন। নিখিল দেহীর দেহে যে কিছু ছিদ্র আছে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে ঐ ভীমের শরীর বলিয়া জানেন। দেহিগণের দেহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গত যে তেজ আছে, পরমার্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাহা প্রভু রুদ্রের মূর্ত্তিভেদ বলিয়া অবগত হন। সকল জীবেরই দেহে যে মনোরূপ ইন্দ্রিয় আছে, তাহা ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক মহাদেবের মূর্ত্তিরূপে অবগত হয়। সকল প্রাণীর দেহগত যে আত্মা আছে, তাঁহাকে যোগিগণ প্রভু উগ্রের মূর্ত্তি-ভেদ বলিয়া জানেন। চতুর্দ্দশ যোনিতে যে সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় ভগবানের ঐ অষ্টমী মূর্ত্তি হইতে পৃথক্ নয় এবং দেহমাত্রেই ভগবানের পূর্ব্বোক্ত সপ্তমূর্ত্তি-ময় রূপে গঠিত ইহা পরমর্ষিগণ কহিয়া থাকেন। সর্ব্বভূত-শরীর-গত আত্মাই প্রভুর অষ্টমী মূর্ত্তি। এক্ষণে যদি নিজ কুশল কামনা কর, তবে সর্ব্বতো ভাবে ঐ জগৎকারণ অষ্ট মূর্ত্তিদেব ঈশ্বরের ভজনা কর॥ ১৭—২৯॥ জগতে যদি যে কোন জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে তাহা দ্বারাই অষ্টমূর্ত্তি মহেশের আরাধনা হয় এবং যদি যে কোন লোকের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া নিগ্রহ করা হয়, তবে তাহা ঐ ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তিরই নিগ্রহ করা হয়। জগতে যদি কোন লোকের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়, তবে তাহা অষ্টমূর্ত্তি মহেশের অবজ্ঞা করা হয় এবং যদি কোন লোককে অভয় দান করা হয়, তবে তাহাতেই নিশ্চয় অষ্টমূর্ত্তির আরাধনা করা হয়। কারণ সকল যে কোন ব্যক্তির উপকার ও অভয়দান করায় দেব অষ্টমূর্ত্তিরই আরাধনা করা হয় এবং মুনিবরগণ সকলের প্রতি উপকার করা ও সকলের প্রতি দয়া করা দেব অষ্টমূর্ত্তির পরম পূজারূপে নির্দ্দেশ করেন। তুমি পরম জ্ঞানী, অতএব শিবের পরমা-রাধনাভিলাষী হইয়া অপর দেহিগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান্ হইয়া অভয় প্রদান করিবে॥ ৩১—৩৭॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে গণেশ্বর নন্দিন্! আপনি শরীরিদিগের মঙ্গল সাধন ও অতি পবিত্র পঞ্চব্রহ্ম কি তাহা আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্মতনয় সনৎ-কুমার! শিবেরই রূপভেদ পঞ্চব্রহ্ম তাহা তোমাকে যথার্থ কহিতেছি শ্রবণ কর। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা পালক ও সংহারক শিবই পঞ্চব্রহ্মরূপী, যাঁহাকে অখিল প্রপঞ্চের একমাত্র উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই শিবই পঞ্চধা ভিন্ন হইয়াছেন। শরণাগতপালক পরমাত্মা শিবের পঞ্চব্রহ্ম সংজ্ঞায় যে পঞ্চ-মূর্ত্তি বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ শিবের প্রথম মূর্ত্তি প্রকৃতিবর্গের ভোক্তা ঈশাননামে অভিহিত হন এবং তাঁহার পুরুষনামক দ্বিতীয় মূর্ত্তিই পরমাত্মার আশ্রয়ীভূতা প্রকৃতিরূপে কথিত। শম্ভুর তৃতীয়া মূর্ত্তি অঘোরকে ধর্ম্মাদি অষ্টাবয়বশালিনী বুদ্ধি মূর্ত্তিরূপেও কহিয়া থাকেন এবং উহার বামদেবাখ্যা চতুর্থী মূর্ত্তি অহঙ্কাররূপে সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সদ্যোজাতনাম্নী পঞ্চমীমূর্ত্তি মনস্তত্ত্বরূপে যাবৎ প্রাণীতেই অবস্থিতা আছেন। ঐ সনাতন ঈশানদেব যাবৎ প্রাণীতেই শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করেন এবং ঐ দেবপ্রধান পুরুষকে তত্ত্ববিদ্‌গণ ত্বগিন্দ্রিয়রূপে নির্দ্দেশ করেন। মহাদেব অঘোরও যাবৎ-প্রাণীর দেহের চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হন এবং দেব বামদেব সকল দেহীর দেহে রসনেন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন। দেব সদ্যোজাত সমস্ত প্রাণীর শরীরে ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করেন এবং ঈশানদেবকে প্রাণীগণের শরীরে বাগিন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন। পুরুষ জীবগণের শরীরে পাণীন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন এবং দেব অঘোর-জীবের দেহে পাদেন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত, ইহা তত্ত্ববিদ্‌ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন। যাবজ্জীবের দেহে ভগবান্ বামদেব পায়ুিন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন এবং দেবসদ্যোজাত প্রাণিগণের দেহে উপস্থরূপে অবস্থিত ইহা

বেদশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন। জীবগণের প্রভু ঐ শঙ্কররূপী ঈশানকে মুনিবরগণ আকাশের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং স্পর্শরূপী দেবপ্রধান পুরুষকে তাঁহারা বায়ুর জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মুখ্য বেদবিদ্‌গণ রূপতন্মাত্ররূপী ভীষণ দেব অঘোরকে অগ্নির জনক কহিয়া থাকেন॥ ১—২৩॥ ঋত্বিকগণ রসতন্মাত্র রূপে প্রথিত ঐ বামদেবকে জলের জনকরূপে নির্দ্দেশ করেন এবং গন্ধতন্মাত্র রূপী মহাদেব সদ্যোজাতকে ভূমির জনক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ঐ আকাশরূপী আদিদেব ঈশানকে মুনিগণ পরমমহত্ত্বশালী ও অত্যদ্ভুত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রভু পুরুষই নিখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পবনরূপী ইহা মনীষিগণ জ্ঞাত আছেন। ঐ মহাত্মা অঘোর অর্চ্চিঃসম্পন্ন অগ্নিরূপী, ইহা বেদার্থবেত্তাগণ কহিয়া থাকেন এবং ঐ পরমসুন্দর জলরূপী মহাদেবকে নিখিলজগতের জীবন ধারণের একমাত্র সাধনরূপে অবগত আছেন। সেইরূপ বিশ্বম্ভররূপী জগদ্‌গুরু সদ্যোজাতকে কবিগণ জগতের একমাত্র প্রভুরূপে জানিয়া থাকেন। স্থাবর জঙ্গম যে কিছু সকলই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চব্রহ্মময় ঈশানাদিমূর্ত্তির ভগবান্ শিবের ক্রীড়নকমাত্র ইহা তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কহিয়া থাকেন। এই জগতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চব্রহ্মরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই ভগবান্ শিব অন্য কিছুই নহে অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা সযত্নে ঐ পঞ্চব্রহ্মরূপী ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বরূপ ভগবান্ শিবের আরাধনা করা উচিত॥২৪—৩৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মহামতে সর্ব্বগুণ শালিন্ নন্দিন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের প্রভু আমাকে পুনরায় শিবের মাহাত্ম্য বলুন। শৈলাদি কহিলেন, হে মহামুনে! বহুতর পূর্ব্বতন মুনিগণ কর্ত্তৃক অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা যাহা কীর্ত্তিত আছে, সেই শিব মাহাত্ম্য তোমাকে কহিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই বিশ্বরূপ শিবকে নিত্য ও অনিত্য বস্তুস্বরূপ কহেন ও কোন কোন পণ্ডিতেরা নিত্যানিত্যের প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যখন প্রভু অখিল প্রপঞ্চ দ্বারা ক্রীড়া করেন তখন ব্যক্ত ও ক্রীড়া বিহীন হইলেই অব্যক্ত নিত্যানিত্য উভয়ই শিবরূপ;—শিবভিন্ন কিছুই নাই। ভগবান্ ঐ উভয়ের প্রভু বলিয়া সদসৎপতি অর্থাৎ নিত্যানিত্য প্রভুরূপে কথিত হন সংখ্যানুশীলী কোন কোন মুনিগণ মহেশ্বর শিবকে ক্ষরাক্ষররূপী হইলেও ক্ষরাক্ষর হইতেও পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অক্ষরকে অব্যক্ত ক্ষরকে ব্যক্ত কহিয়া থাকেন ঐ উভয়ই শঙ্করের রূপ, একারণ ভগবান্ অপর বলিয়া অভিহিত হন এবং পরমেশ্বর মহাদেব ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ হইয়াও ঐ উভয় হইতে পৃথক্, একারণ পণ্ডিতেরা ভগবানকে অপর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ভগবান্ বিশ্বরূপকে জীব ক্ষণেক চিন্তা করিলেই জীবন্মুক্ত হয়। কোন কোন আচার্য্যেরা জগৎকারণ শিবকে সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মুনিগণ ঐ সমষ্টিকে অব্যক্ত ও ব্যষ্টিকে ব্যক্ত কহিয়াছেন, উক্ত উভয়ই শম্ভুর রূপ; ইহা ভিন্ন জগতের কারণ আর কিছুই নাই ঐ শিব নিত্যানিত্যের কারণ বলিয়া পরমেশ্বর শব্দবাচ্য হইয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রবেত্তাগণ ঐ পরমাত্মারও পর জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান্ শিবকে সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণ এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ১—১২॥ পণ্ডিতেরা ক্ষেত্র শব্দে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে ভোক্তা পুরুষ কহিয়া থাকেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রবিদ্ উভয়ই স্বয়ম্ভুর রূপ মাত্র তদন্য কিছুই নাই। ঐ জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত অপর ব্রহ্মরূপীপ্রভু মহাদেবকে কেহ কেহ পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন একারণ জীবগণের ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি ভগবান্ অপর ব্রহ্ম ও পর ব্রহ্মস্বরূপ। উক্ত উভয়ই স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর শঙ্করের রূপ; শিবভিন্ন কিছুই নাই সকলই শিবময়। কোন কোন পণ্ডিত ঐ শঙ্করকে বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপী কহেন, মুনিগণ ঐ জগৎস্রষ্টা ও জগৎপাতা আদিদেব মহেশ্বরকে বিদ্যা ও তদ্ভিন্ন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অবিদ্যারূপ বলিয়া থাকেন, সেই উভয়ই ভগবানের রূপান্তর। কোন কোন বেদজ্ঞমুনিগণ অবিদ্যা ও অবিদ্যাতীত পরম শিবস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে নিজ যোগপ্রভাবে বিষয় বিজ্ঞানকে ভ্রান্তি কহে, আত্মরূপে প্রপঞ্চজ্ঞানকে বিদ্যা কহে এবং সংশয় ও তর্কাদি শূন্য জ্ঞানকে পরম তত্ত্ব কহে উহাই প্রভুর তৃতীয়রূপ অন্য কিছুই নাই সকলই জ্ঞান ময়। জগৎপাতা জগৎস্রষ্টা ঐ পরমেশ্বর শিব ব্যক্ত অব্যক্তরূপী এবং জ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। পণ্ডিতগণ ব্যক্ত শব্দে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অব্যক্ত শব্দে পরমপ্রকৃতি এবং জ্ঞ শব্দে সত্ত্বাদি গুণভোগী পুরুষকে নির্দ্দেশ করিয়া কহেন। পরিদৃশ্যমান যাবৎ প্রপঞ্চই শিবরূপ; শিব ভিন্ন কিছুই নাই॥ ১৩—২৬॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে সুবুদ্ধে নন্দিন! মুনিগণ বহুতর বাক্যদ্বারা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শিবস্বরূপ পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি আপনি বলুন। শৈলাদি কহিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বতন মুনিগণ কর্ত্তৃক নানারূপে কীর্ত্তিত সেই শিবরূপ পুনঃ পুনঃ তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। বেদ সমুদ্রের পারগ আচার্য্য মুনিগণ ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি ব্যক্ত ও কালরূপী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ঐ ক্ষেত্রজ্ঞকে পুরুষ, প্রকৃতিকে প্রধান, ব্যক্তকে প্রকৃতি বিকার সমুদয় প্রপঞ্চ এবং প্রকৃতিও ব্যক্তের পরিণামের একমাত্র কারণকে কালরূপে কহিয়া থাকেন। ঐ চতুষ্টয় ঈশ্বরের রূপ মাত্র। কোন কোন আচার্য্যগণ ব্যক্তরূপী প্রধান পুরুষ পরমেশ্বর শিবকে হিরণ্যগর্ভ কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মা এই বিশ্বের স্রষ্টা প্রধান পুরুষ বিষ্ণু তাহার ভোক্তা এই প্রপঞ্চের নাম ব্যক্ত

প্রকৃতি ইহার প্রধান কারণ। এই চারিটী শিবের রূপ-চতুষ্টয় মাত্র। শঙ্কর হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই সকলই শিবময়। ঈশ্বর পিণ্ডজাতিস্বরূপ অর্থাৎ যাবদ্ব্যক্তিস্বরূপ; কারণ নিখিল স্থাবর জঙ্গমের শরীর পিণ্ডরূপে কীর্ত্তিত হয় এবং ঐ জাতিশব্দে সমস্ত সামান্য দ্রব্যাদিত্রয়বৃত্তি সত্তাকে মহাসামান্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তৎসমুদায় ধীমান্ শিবের স্বরূপ। ঈশ্বরকে কেহ কেহ বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভরূপী কহেন হিরণ্যগর্ভ শব্দে জগতের কারণ ও বিরাট্ শব্দে বিশ্বরূপ অভিহিত হয়। পরমেশ্বরকে কেহ কেহ ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অব্যাকৃত অপ্রকাশ্য এবং সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করেন। মণিগণ যেরূপ সূত্রে অবস্থান করে, তদ্রূপ লোক সকল যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে, সেই অসামান্য ক্ষমতাশালীকেই সূত্র বলিয়া জানিবে॥ ১—১৩॥ কেহ কেহ ঐ স্বয়ং প্রকাশ স্বয়ংবেদ্য পরমেশ্বর শম্ভুকে অন্তর্যামী এবং পর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ শিব সর্ব্বভূতের আত্মারূপী এজন্য অন্তর্যামী ও সর্ব্বভূত হইতে পৃথক্ বলিয়া পর রূপে অভিহিত হন। পরমেশ্বর শিব শম্ভু শঙ্কর ও পরমাত্মা ঐ তুরীয় শিবের প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব সংজ্ঞকরূপ-ত্রয় জানিবে এবং বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতাদি অপর নামক পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞাদিরূপত্রয়ই সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই অবস্থাত্রয়রূপে অভিহিত। ঐ অবস্থাত্রয়বর্ত্তী তুরীয় শিবের জগৎসৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের যথাক্রমে কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই অবস্থাত্রয় পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন দেহিগণ ঈশ্বরের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই অবস্থাত্রয়কে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করে, কর্ত্তা ক্রিয়া কার্য্য করণ এই চারিটী পরমাত্মার রূপ বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন এবং প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমিতি এই চারিটী শিবের চারিরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সকল সমুদ্রেরই বিকার, তদ্রূপ ঈশ্বর অব্যাকৃত; প্রাণবিরাট্ পঞ্চভূতও ইন্দ্রিয় ঐ সকলই ভগবান্ শিবের বিকার মাত্র। পরমেশ্বর জগতের অসাধারণ কারণ ঐ কারণকে বেদজ্ঞেরা অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে নির্দ্দেশ করেন। শিবরূপ কহিয়া থাকেন। শিব পরমাত্মাস্বরূপ; যেরূপ ঊর্ম্মী সলিল হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু তৎসমুদয়ই সলিলেরই রূপ তেমনি ঐ শিব হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব শিবস্বরূপ বলিয়া মনীষিগণ কীর্ত্তন করেন; এবং যেমন সুবর্ণ ও বলয় সুবর্ণেরই বিকার মৃত্তিকাবিকার স্বরূপ যেমন ঘট তদ্রূপ সদাশিবাদি ঈশ্বরের সগুণতত্ত্ব পরমাত্মারই অন্য কিছুই নহে॥ ১৪—২৮॥ এবং যেমন সূর্য্য হইতেই তদীয় কিরণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মায়া-বিদ্যা ক্রিয়া শক্তি ও ক্রিয়াময়ী জ্ঞান শক্তি এই পঞ্চরূপা ভগবতী সেই প্রভু শিব হইতে উৎপন্ন ইহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি নিজ মঙ্গলকামনা কর, তবে সেই সকলের আশ্রয় দাতা সর্ব্বাত্মস্বরূপী দেবদেব শিবকে সর্ব্বতো-ভাবে ভজনা কর॥ ২৯—৩১॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে গণনাথ! সর্ব্বোত্তম শিব-মাহাত্ম্য বিষয়ক ত্বদীয় বাক্যামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই, এক্ষণে বলুন ভগবান্ কি জন্য কিরূপ দেহধারী, কিজন্য দেবপ্রতাপশালী, কেনই বা শম্ভু সর্ব্বাত্ম-স্বরূপী, কিরূপই বা পাশুপতব্রত এবং কিপ্রকারেই বা শঙ্কর দেবগণের শ্রবণগোচর ও প্রত্যক্ষ হইয়াছেন? শৈলাদি কহিলেন, প্রথমে পরমাত্মস্বরূপ হইতে পরম কারণ ও সংসার গৃহের স্তম্ভস্বরূপ কল্যাণময় শিব উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ দেবগণের প্রথম দেব শিব নিজ বদন হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আজ্ঞা সমেত দৃষ্টিপাত করিলেন। দেববর ব্রহ্মা রুদ্র কর্ত্তৃক ঐরূপে অবলোকিত হইয়া সকল সৃষ্টি করিলেন। ঐ বিরাট পুরুষ চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থাসংস্থাপন করিয়া যজ্ঞার্থ সোমরস সৃষ্টি করিলেন ও তাহা হইতে এই সকল সঞ্জাত হইল॥ ১—৬॥ চরু বহ্নি যজ্ঞ বজ্রপাণি শচীপতি বিষ্ণু নারায়ণ এই সমস্তই সোমময় জগৎ বলিয়া কীর্ত্তিত। তখন ঐ দেবগণ রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া পরমেশ্বর রুদ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন ও প্রভু মহেশ্বরও উহাঁদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উহাঁদের ঈশ্বর জ্ঞান অপহরণ করিয়া হাস্যমুখে ঐ দেবগণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে দেবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভো! আপনি কে তাহা বলুন। রুদ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন হে সুরগণ! আমিই একমাত্র পুরাতন পুরুষ ও সকলের আদিতে আমিই এক মাত্র ছিলাম ও থাকিব এই জগতে আমার আদিভূত আর কেহ নাই এবং আমা ভিন্ন কিছুই নাই সকলই আমি; আমি, নিত্য অনিত্য নিষ্পাপ বেদরক্ষক ব্রহ্মা আমিই দিক্ বিদিক্ প্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ও জগতী ছন্দরূপ এবং আমি সর্ব্বগত সত্য স্বরূপ নিষ্পাপ সাগ্নিকদিগের শ্রোতাগ্নি স্বরূপ এবং অধ্যাপকরূপী হিতো-পদেষ্টা গুরু, আমি পৃথিবী ও গহ্বররূপী এবং সর্ব্বদা আনন্দকাননাদিতে ভক্তের গোচর হইয়া থাকি আমি সর্ব্বতত্ত্বের প্রধান তত্ত্বশ্রেষ্ঠ ও সমুদ্ররূপা আমি সলিলরূপী ভগবান্ ঈশ্বর, আমি তেজোরূপী ও বেদিস্বরূপ আমি ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ ও আকাশ স্বরূপ আমি অথর্ব্ব বেদের ও আঙ্গিরস প্রণীত শাস্ত্রের সারতত্ত্ব স্বরূপ, আমি ইতিহাস পুরাণ ও সঙ্কল্প বাক্য এবং বিশ্বরচনা আমি কূটস্থ চৈতন্যরূপী ক্ষমা শান্তি ক্ষান্তি; আমি সর্ব্ববেদের বরেণ্য ও অজ এবং হৃৎপদ্মরূপী; আমি পবিত্র ও তাহার মধ্য ও অন্তরূপী; আমি সম্মুখ পশ্চাৎ অগ্র ও মধ্য স্বরূপ; আমি, তেজ অন্ধকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বুদ্ধি অহঙ্কার পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়চয়। হে সুরগণ! যে ব্যক্তি ঐরূপে আমাকে জ্ঞাত হয় সেই ব্যক্তিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মারূপী সর্ব্বময় পর-মেশ্বর॥ ৭—২০॥ হে সুরগণ! আমি নিরন্তর তেজঃপ্রভাবে ভগবতীবাণীকে বেদদ্বারা সকল ব্রাহ্মণ হবিঃসমূহকে ব্রাহ্মণ গণ দ্বারা, আয়ুকে আয়ুদ্বারা, ধর্ম্মকে ধর্ম্মদ্বারা পরিতৃপ্ত করি। ভগবান্ শিব তৎকালে তথায় এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেবগণ পরমকারণ পরমাত্মা দেব রুদ্রকে

যখন দেখিতে পাইলেন, তখন রুদ্রকে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং নারায়ণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ মুনিগণ সকলে পূর্ব্বোপদিষ্ট প্রকারে উর্দ্ধবাহু হইয়া শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২৪ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যে এই ভগবান্ রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্কন্দ ইন্দ্র চতুর্দ্দশভুবন অশ্বিনীকুমার গ্রহ তারা নক্ষত্র আকাশ দশদিক্ জীবগণ সূর্য্য চন্দ্র অষ্টগ্রহ প্রাণ-বায়ু কাম যম মৃত্যু মোক্ষরূপ পরমেশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদায় বিশ্ব ও সর্ব্বসত্য এ সকলই আপনি আপনাকে বারংবার নমস্কার; আপনি সকলের আদিতে ও অন্তে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রয়রূপী হইয়াছেন; আপনি বিশ্বরূপ ও সর্ব্বদা জগ-তের উপরে অবস্থান করেন। হে দেবদেব! আপনি একমাত্র ব্রহ্মা হইয়াও প্রকৃতি পুরুষরূপী ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপী এবং সকলের আধারভূত। আপনি শান্তি পুষ্টি তুষ্টি হুত ও অহুত স্বরূপ। হে দেব! আপনি বিশ্ব অবিশ্ব দত্ত অদত্ত কৃত অকৃত পর অপর এবং সাধু অসাধুদিগের পরমস্থান আপনাকে নমস্কার। হে নাথ! এক্ষণে আমরা সেই উমা-মিলিত আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই দর্শনে আমরা মুক্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় শিবধামে গমন করিব। তাহা হইলে কামাদি রিপুগণকে জানিব না ও শিবভক্ত আমাদিগকে ঐ শিবরূপ কিছুই করিতে পারিবেন না। বিনশ্বর দেহের হিংসাকে মুক্তি কহে না; শিবরূপ বস্তু আপনিই সূক্ষ্ম অব্যয় অক্ষর ও জগতের প্রিয়তম। আপনি পবিত্র সর্ব্বজনক শান্ত ও যেরূপ বায়ু নিজ স্পর্শগুণে সকলকে গ্রহণ করেন তদ্রূপ আপনি নিজ তেজঃপ্রভাবে অনায়াসে অগ্রাহ্যকে অগ্রাহ্য দ্বারা গ্রাহ্যকে গ্রহদ্বারা ও সৌম্যকে সৌম্যদ্বারা গ্রাস করেন এবং মহত্তত্ব আপনার গ্রাসস্থানীয় সেই বিশ্বসংহারক শূলপাণি আপনাকে নমস্কার। হৃদিস্থ মাতৃকাত্রয় ও সকল দেবতা হৃদাধার প্রাণে অবস্থিত আছেন. সর্ব্বাতিশায়ী আপনি হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং মস্তকে অকার পদদ্বয়ে মকার মধ্যভাগে উকার এই প্রকারে যে ওঁ হইল তিনিই সনাতন শিব এবং প্রণবরূপী হইয়া বিশ্বব্যাপী রহিয়াছেন এবং অনন্ত সূক্ষ্ম শুক্ল সেই তেজোময় সেই পরং ব্রহ্মরূপী ভগবান্ ঈশানই রুদ্ররূপে কীর্ত্তিত হন। ও আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব যিনি উচ্চারিত হইবামাত্র শরীরকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করেন তিনিই ওঁকার ও যিনি প্রাণ সমূহ রক্ষা করেন তিনি প্রণব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যিনি সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই আপনি সর্ব্বব্যাপী সনাতন। হে প্রভো! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য কেহই আপনার আদ্যন্ত জানিতে পান না, একারণ অনন্ত পদবাচ্য সেই পরমকারণ। রুদ্র ভক্তগণকে সংসার হইতে নিস্তার করেন বলিয়া তার নামে অভিহিত হন ॥ ১—১৭ ॥ ভগবান্ নীললোহিত সূক্ষ্ম হইয়া সকল শরীরে সর্ব্বদা অবস্থান করেন বলিয়া সূক্ষ্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হন এবং ইহার শুক্র প্রধান পুরুষ সংযোগে স্পন্দিত হয় ও পরম স্থানে গমন করে এ কারণ [illegible]

বিদ্যোতিত• অর্থাৎ প্রকাশিত করেন বলিয়া বৈদ্যুত নামে অভিহিত হন, ইহলোকে ও পরলোকে ঐ প্রভু অনন্তই একমাত্র বৃহৎ ও সকলকে বৃংহণ অর্থাৎ পোষণ করেন এ কারণ পরংব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হন। পরমেশ্বরের দ্বিতীয় নাই বলিয়া উনি অদ্বিতীয় এবং উনি এই জগতের স্বামী ও দেবগণের চক্ষুর ন্যায় অপর এক নিয়ন্তা এ কারণ ইন্দ্রাদিদেবগণ উহাঁকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রভু ঈশান নামে কীর্ত্তন করেন এবং সর্ব্ববিদ্যার ঈশ্বর বলিয়াও ঈশান সংজ্ঞক হইয়াছেন এবং যেহেতু ঐ দেবদেব মহেশ্বর সমগ্র অবলোকন করেন, জীবগণকে আত্মজ্ঞান ও যোগ সংস্কার প্রদান করিয়া থাকেন, এজন্য এই অলোক-সামান্য মাহাত্ম্য-শালী বলিয়া ভগবান্ নামে অভিহিত হন। হে জীবগণ! ঐ প্রভু অনায়াসে জীবগণের সৃজন পালন ও সংহার করেন বলিয়া মহেশ্বর, ইনি বিশ্বরূপে ক্রীড়মান রুদ্র ও সকল দিক্স্বরূপ এবং উনি অনাদি অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ডোদর প্রবিষ্ট উৎপন্ন উৎপৎস্যমান ও সর্ব্বতোমুখ মহাদেব। এই অবিনশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ শিবের উপাসনা সাধুগণ কর্ত্তৃক সযত্নে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য এবং বাক্য সকল মনের সহিত অনুসন্ধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে না পাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তিনি অবাঙ্মনসগোচর বলিয়া অতি যত্নেও বাক্য তাঁহার অনুসন্ধান পায় না এজন্য প্রভু পর ও অপর বলিয়া স্বয়ং পরায়ণ নামে অভিহিত হন। বাক্ সকল যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর ও নীললোহিত বলিয়া থাকেন, সেই প্রধান পুরুষ পিঙ্গল শিব আপনাকে নমস্কার। হে মহারুদ্র! আপনিই ইতস্তত বহুপ্রকারে জাত জায়মান ও ভূত ভবিষ্যৎ চতু-র্দ্দশভুবনরূপী। তিনি ভগবান্ হিরণ্যবাহু হিরণ্যপতি অম্বিকাপতি ঈশান সুবর্ণরেতা বৃষধ্বজ উমাপতি বিরূপাক্ষ বিশ্বসৃক্ ও বিশ্ববাহন। তিনিই পূর্ব্বে নিজতনয় সনাতন ব্রহ্মাকে •সৃজন করিয়া তাঁহাকে আত্মপ্রকাশক জ্ঞান দিয়াছেন ॥ ১৮—৩২ ॥ যাঁহারা সেই প্রধান পুরুহূত পুরুষ্টুত বহ্নিরূপী বরেণ্য বালরূপী বিশ্বদেব আত্মস্বরূপ মহাদেবকে হৃদয়মধ্যে অবলোকন করেন সেই পণ্ডিত-দিগেরই শাশ্বতী অর্থাৎ নিত্যা শান্তি হয়, তদিতর ব্যক্তিদের হয় না। যিনি মহৎ হইতেও মহান্ ও সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম সে জীবগণের আত্মরূপী মহেশ্বর গুহায় নিহিত আছেন অর্থাৎ তাঁহার অনুসন্ধান অতি দুরূহ এবং তিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের আশ্রয় হইলেও স্বয়ং সকলের হৃৎপদ্মে অবস্থান করেন তথাপি অরোগিগণের দুর্জ্ঞেয় সেই হৃৎপদ্মের উর্দ্ধে বহ্নিশিখা আছে এবং তাহাতে দণ্ড সংজ্ঞক আকাশ আছে, তন্মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সত্যস্বরূপ প্রণবরূপী পরমেশ্বর অবস্থিত আছেন. তিনি অর্দ্ধনারী রূপ বলিয়া কৃষ্ণ ও পিঙ্গল উভয়বর্ণাত্ম উর্দ্ধরেতা ত্রিনয়ন ব্রহ্মারও কারণ, প্রধান পুরুষ পরব্র মহাদেব। উহাঁকে যাঁহারা অবলোকন করেন তাঁহাদিগে নিত্যা শান্তি হয় এবং যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর সকল•যোনিত অবস্থান ও পঞ্চকোষময় দেহ গ্রহণ করেন সেই পুরাত ঈশানকে•নমস্কার করি। অনন্তর এইরূপ স্তবপরায়ণদেবগণ ব্রহ্মা শিবোক্ত নিত্যোপাসনাবিধিপাশুপতব্রত উপদেশ দিত [illegible]

শরীররূপে নির্দ্দেশ করেন ও তাহাতেই ক্রোধ তৃষ্ণা ক্ষমা অবস্থান করে, সেই পরমেশ্বরকে শাশ্বত রুদ্র পরাৎপর ও পরাৎপরতর কহেন। ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু বহ্নি ও বায়ুর জনক শিবকে সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া অগ্নিদ্বারা স্বীয় অঙ্গের পৃথক্ শুদ্ধি করিবে, অনন্তর নিজ শরীরারম্ভক পঞ্চভূতকে শব্দাদি গুণোৎপত্তি ক্রমে স্বস্বকারণে বিলীন করিবে। পৃথিবী, জল, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূতের যথাক্রমে শব্দাদি পাঁচগুণ, ত্রিগুণ, দুইগুণ এবং একগুণ জানিবে। ত্রয়োদশ তত্ত্ব প্রকৃতি শব্দাদি গুণ বর্জ্জিত। ক্রমে সকলতত্ত্ব তাহাতে লীন করিয়া তদ্রূপ অবস্থিত করত, তাহাও পরমপুরুষে লীন করিবে। এইরূপ অমৃত ভাবাপন্ন হইয়া পশুপতির ব্রতাচারণ কর্ত্তব্য। আমি এই পাশুপত ব্রত আচরণ করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঋক্ যজুঃ সামবেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি অগ্ন্যাধান করিবে ও উপবাসী থাকিয়া স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্রে শুক্ল যজ্ঞসূত্রে ও শুক্ল পুষ্পের মাল্য ধারণপূর্ব্বক চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া বিদ্বান ব্যক্তি সেই অগ্নিতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে তাহাতে নিষ্পাপ হইবে আমার প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শুদ্ধ হউক ও বাক্ মন চরণ প্রভৃতি এবং কর্ণ ও জিহ্বা প্রাণ বুদ্ধি মস্তক পণি পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর জঙ্ঘাদ্বয় শিশ্ন উপস্থ পায়ু মেঢ্র ত্বক মাংস শোণিত মেদ অস্থি সকলই শুদ্ধ হউক এবং শব্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধ ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত দেহস্থিত মেদাদি ও মনোজ্ঞান সকলই শিবের ইচ্ছায় শুদ্ধ হউক এইরূপ ঘৃতাক্ত সমিধ ও চরুদ্বারা যথাক্রমে আহুতি করিয়া উক্ত রুদ্রাগ্নির উপসংহার করত সযত্নে তাহার ভস্ম গ্রহণ করিবে, এবং অগ্নিরিত্যাদি মন্ত্রদ্বারা এ ভস্ম সকলে অঙ্গলেপন করিবে সকল বন্ধন বিমোচন এই পাশুপতব্রত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য• শাস্ত্রমত যতি বানপ্রস্থাশ্রমী ও সাধু গৃহস্থদিগের হিতার্থে মহাদেব কহিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভস্ম ধারণ করিলে ব্রহ্মচারিগণেরও মুক্তিলাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠে কেবল হুতাগ্নি সম্ভূত ভস্ম ধারণ করিয়া অঙ্গলেপন করে সে ভস্মাচ্ছাদিত শরীর পরম শৈব বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মহাপাতকাদি হইলেও ঐ পাপ হইতে সদ্যোমুক্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঐ ভস্মের মাহাত্ম্য দেবীকে কহিয়াছেন হে প্রিয়ে! যেহেতু ভস্ম অগ্নির বীর্য্য এ কারণ ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া অঙ্গে ভস্মলেপন ভস্মের দ্বারা স্নানকার্য্য সম্পাদন ও ভস্মের উপর শয়ন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতি বীর্য্যবান্ হইয়া শিবে লয় প্রাপ্ত হয় যে গৃহস্থ ব্যক্তি তপস্যাদি শূন্য হইয়াও ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র না করে তাহার স্নান দান ও পূজাকর্ম্ম সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয় অতএব অতি যত্নে সকল কার্য্যেতেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কর্ত্তব্য ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া ভস্মাচ্ছাদিত দেহ দেবগণ সহিত স্বয়ং ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিরত হইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর পশুপতি স্তবপরায়ণ দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জগজ্জননী উমার সহিত সহিত ও সকল অনুচরগণের সহিত উঁহাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর উমাপতি রুদ্রকে সন্নিহিত দেখিয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত স্তব দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন ঐ দানবহন্তাদেব বৃষধ্বজও উঁহাদিগকে বর দিবার জন্য তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম এইরূপ কহিলেন॥ ৩৩—৬৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন;—দেব ও মুনিগণ হর্ষে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া প্রীতমনা বৃষধ্বজকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ আপনাকে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতে পারে? কোথায় কোনরূপেই বা আপনাকে পূজা করিবে? কাহারই বা পূজার অধিকার? সেই অধিকার ব্রাহ্মণেরই বা কেন? ক্ষত্রিয়েরই বা কেন? বৈশ্যেরই বা কেন? এবং স্ত্রী শূদ্রেরই বা কেন? আর কুণ্ডগোলাদি জারজগণেরই বা কেন? হে বৃষধ্বজ শঙ্কর! সর্ব্ব জগতের হিতের নিমিত্ত এই সকল বিষয় বলিয়া আমাদিগের সন্দেহ দূর করুন। সূত কহিলেন, মণ্ডলাসীন নীল-লোহিত সদাশিব সেই সকল দেব ও মুনিগণের ভক্তিভাব দেখিয়া গম্ভীর বচনে বলিতে লাগিলেন। তখন দেব ও মুনিগণ উমার সহিত মণ্ডলে সুখাসীন মহাভুজ জটামুকুটধারী সর্ব্বাভরণবিভূষিত রক্তমাল্যানুলেপন রক্তাম্বরধারী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী দেব অর্দ্ধনারীশ্বর দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বমুখ পীতবর্ণ প্রসন্নতাযুক্ত পুরুষাখ্য ব্রহ্মস্বরূপ; দক্ষিণবদন নীলাঞ্জন-নিচয়কান্তি দংষ্ট্রাকরাল জ্বালামালাবিভূষিত অত্যুগ্র অঘোররূপী, উত্তরবদন বিদ্রুমবর্ণ, রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও জটাবিভূষিত প্রসন্ন বরদানোন্মুখ এবং সেই ভাস্করমূর্ত্তি স্মরারির পশ্চিম বদন গোক্ষীরের ন্যায় ধবলবর্ণ মুক্তাময় হারবিভূষিত তিলকোজ্জ্বল, দিব্য সদ্যোজাত মূর্ত্তি। সেই দেব ও মুনিগণ সম্মুখে পূর্ব্ববত চতুরানন আদিত্যকে দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বদিকে ঐরূপ চতুর্ম্মুখ ভাস্করকে দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণে ঐরূপ চতুর্ম্মুখ ভানুকে এবং উত্তরে ঐরূপ চতুরানন রবিকে দেখিতে পাইলেন। মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে বিস্তারাকে দক্ষিণে উত্তরাকে, পশ্চিমে বোধনীকে ও উত্তর দিকে একাননা চতুর্ভুজা আপ্যায়নীকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপে এই সকল সর্ব্বাভরণ সম্পন্না সর্ব্বসম্মতা শক্তিকে আর দক্ষিণভাগে ব্রহ্মাকে, বামভাগে জনার্দ্দনকে, এবং ঋগ্‌যজুঃসাম এই মূর্ত্তিত্রয়ময় শিবকে দেখিতে পাইলেন; আর ধর্ম্ম জ্ঞানময় আসনোপরি ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট বরদ পরমেশ্বর দেব ঈশানকে ও বিমলাসন, প্রভূতাশন, বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসংযুক্তাসন, সারাসন, আরাধ্যাসন, পরমসুখাসন, এই সকল আসনে শ্বেত পঙ্কজমধ্যস্থিত দীপ্তাদি নবশক্তি পরিবৃত সর্ব্বেশ্বর দেবকে দেখিতে পাইলেন। দীপ্তশিখাকারা দীপ্তা বিদ্যুৎ প্রভা শুভা সূক্ষ্মা, অগ্নি শিখাকারা জয়া, কনক প্রভা প্রভা, বিক্রম বর্ণা বিভূতি, পদ্মসন্নিভা বিমলা, কর্ণিকা অমোঘা বিশ্ববর্ণিনা বিদ্যুৎ, ও চতুর্ব্বর্ণা চতুর্ব্বক্ত্রা সর্ব্বতোমুখী দেবী, এই সকল সেই দীপ্তাদি নবশক্তি, ইঁহার

ও তাঁহাদের নয়নগোচর হইলেন। আর তাঁহার চতুর্দ্দিকে সোম, মঙ্গল, বুদ্ধিমত্তম বুধ, মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি, তেজোনিধি শুক্র ও মন্দগতি শনি, এই সকল গ্রহকে দেখিতে পাইলেন। সাক্ষাৎ জগন্নাথ শিবই সূর্য্য ও সাক্ষাৎ উমাই চন্দ্ররূপী শেষ পঞ্চতন্মাত্র। সেই পঞ্চতন্মাত্রময় চরাচরকে দেখিতে পাইয়া সকল দেব ও মুনিগণ করযোড়ে বরদ নীল লোহিতকে অষ্টবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১—২৬॥ ঋষিগণ কহিলেন, যিনি শিব, যিনি রুদ্র, যিনি রুদ্ররুদ্র, যিনি প্রচেতা, যিনি মীঢ়ুষ্টম, যিনি শর্ব্ব, যিনি শিপিবিষ্ট ও যিনি রংহঃ (অর্থাৎ বেগ স্বরূপ), তাঁহাকে নমস্কার করি। আরাধ্য, পরম সুখপ্রভৃত ও বিমল; এই সকল আসনে পদ্মাসীন-দীপ্ত্যাদি নবশক্তি পরিবৃত ভাস্করমূর্ত্তি প্রভু দেবকে, আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, দিবাকর, উমা, প্রভা, প্রজ্ঞা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, বিস্তারা, উত্তরা, বোধনী, বরদা, আপ্যায়নী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর, ইহাঁদিগকে আমি নমস্কার করি। সোমাদি বৃন্দকে যথাক্রমে যথাবিধি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া রবিমণ্ডলস্থ আদিদেব সদাশিব শঙ্করকে স্মরণ করি। পূর্ব্বাদি অধ-উর্দ্ধান্ত দিক্‌সমূহকে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে, ঈশ্বরগণকে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে ও বজ্রাদি পদ্ম পর্য্যন্ত সকলকে স্মরণ করি। হে সিন্দূরবর্ণ সুবর্ণ বস্ত্রাভরণভূষিত পদ্মনয়ন পঙ্কজধারী ব্রহ্মেন্দ্র নারায়ণ কারণ! সূর্য্য! মণ্ডলের সহিত আপনাকে নমস্কার করি। সপ্তাশ্বরথ, অরুণ, সপ্তর্ষিগণ ঋতুপ্রবাহে বালখিল্য মুনিগণ ও মন্দেহ অসুরগণের ক্ষয়কারীকে স্মরণ করি। হে দেবদেব! অগ্নিতে তিলাদি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া আবার পুনরায় সেই সকল কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করত হৃৎপঙ্কজ-মধ্যস্থিত আপনার মূর্ত্তিকে স্মরণ করি। হে দেব! যথাক্রমে আপনার ভূষিত-ভূষণ রক্তবর্ণ মূর্ত্তি সকল স্মরণ করি। আপনার লোচন পদ্মের ন্যায় নির্ম্মল, বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বরদান। হে প্রভো! আপনার দংষ্ট্রা করাল বিদ্যুৎপ্রভ দৈত্যগণের ভয়জনক দ্বিজগণের রক্ষান্বিরত মন্দেহ রাক্ষসগণের অভিভব কারণ দিব্য আননকে স্মরণ করি। শ্বেতবর্ণ সোমকে, অগ্নিবর্ণ মঙ্গলকে, সুবর্ণবর্ণ ইন্দুতনয় বুধকে, কাঞ্চনকান্তি বৃহস্পতিকে, সিতকায় শুক্রকে ও কৃষ্ণকায় শনিকে স্মরণ করি। শনিপর্য্যন্ত সোমাদি গ্রহগণের দক্ষিণ হস্তে অভয়, বামহস্ত উরুস্থিত এবং ভাস্কর মূর্ত্তি মহাদেবকে স্মরণ করি। হে ভগবন্! পূর্ণেন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ পুষ্পগন্ধযুক্ত পবিত্র জলে পরিপূর্ণ দৃঢ় তাম্রপাত্র স্থিত অর্ঘ্যদান করিতেছি; গ্রহণ করত এ অধমগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শিব! হে দেব! হে ঈশ্বর! হে কপর্দ্দিন্! হে রুদ্র! হে বিভো! হে ব্রহ্মন্! সূর্য্যমূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার করি। সূত কহিলেন, যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে মণ্ডলে দেব শিবকে পূজা করিয়া প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে এই সর্ব্বোত্তম স্তব পাঠ করে, সে ব্যক্তি এইরূপে যে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ২৭—৪৩॥

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মণ্ডলস্থ পিতামহ মহাদেব রুদ্রকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিশেষরূপে পূজা করিতে পারে। বৈশ্যও পূজা করিতে পারে, শূদ্র পূজা করিতে পারে না; কিন্তু পূজকের শুশ্রূষা করিতে পারে। পূজাদিতে স্ত্রীদিগেরও অধিকার নাই। স্ত্রী ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করাইলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। রাজগণের উপকার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পূজা করিলে, স্বকৃত পূজা অপেক্ষা অধিক ফল হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এইরূপে সদা শিবের পূজা করিবে। ভগবান্ রুদ্র এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সেই রুদ্রধ্যান-বিহ্বল মহাত্মা দেব ও মুনিগণ মঙ্গল নিমিত্ত শঙ্করকে প্রণাম করিয়াছিলেন; অতএব বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা শিবরূপী আদিত্যের অর্চ্চনা করিবে। ঋষিগণ কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ! সর্ব্বজ্ঞ! মহাভাগ! ব্যাসশিষ্য! রোমহর্ষণ! সম্প্রতি ভক্তগণের হিতকামনায় দেবদেব শিব দেব-দানব-দুশ্চর বিপুল তপস্যা করিয়া ষড়ঙ্গযুক্ত বেদ ও সর্ব্বপ্রকার সাংখ্যযোগ হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক অর্থ-দেশাদিসংযুক্ত, গূঢ়, অজ্ঞান নামকে, কোথাও বর্ণাশ্রম কৃত ধর্ম্মের সহিত বিপরীত, কোথাও সম, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মুক্তির নিমিত্তস্বরূপ শিব-কথিত অগ্নিপুরাণ-প্রোক্ত শাস্ত্র আমাদিগকে বলুন। সেই শাস্ত্রে বিভু মহাদেবের শতকোটি প্রমাণ পূজা ও স্নান-যোগাদি কি প্রকার, তাহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের কৌতূহল হইয়াছে। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে সুশোভন মেরুপৃষ্ঠে সনৎকুমার শিবপ্রিয় নন্দীশ্বরদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই সনৎকুমারকে কুলনন্দী নন্দী যে শিবজ্ঞান কহিয়াছেন, সেই শিবকর্ত্তৃক বেদোক্ত সংক্ষেপ করিয়া পরিভাষিত, শ্রুতিনিন্দাবিরহিত সদ্যঃ প্রত্যয়-কারক, গুরু প্রসাদ এবং অনায়াসে মুক্তিপ্রদ শৈব ধর্ম্ম শ্রবণ কর॥ ১—১৬॥ সনৎকুমার কহিলেন, হে ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ! মহেশ্বর! নন্দীশ্বর! শৈলাদি! ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মুক্তির জন্য কিরূপে শম্ভুর পূজা করিতে হয়, তাহা বিনয়পূর্ব্বক আগত আমাকে বলুন। সূত কহিলেন, বদতাংবর ভগবান্ নন্দী মুনিগণকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কালবেলাধিকারাদি বলিতে লাগিলেন। শৈলাদি কহিলেন, আমি গুরূপদেশ ও শাস্ত্রানুসারেই অধিকার বলিতেছি। শিবাচার্য্যের গৌরবেই এই সংজ্ঞা হইয়াছে, অন্যপ্রকারে হয় নাই। যিনি স্বয়ং আচার করেন ও আচারে স্থাপন করেন এবং শাস্ত্রার্থের আচয়ন অর্থাৎ নিরূপণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া উক্ত হন। অতএব ভক্ত,—বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ভস্মশায়ী প্রিয়দর্শন সুভগ আচার্য্য গুরুর অন্বেষণ করিবে। প্রতিপন্ন জনের আনন্দদাতা, শ্রুতিস্মৃতিপথানুগ, বিদ্যাদ্বারা অভয়দাতা লৌল্য ও চাপল্য বর্জ্জিত, আচার-পালক, ধীর, যথাসময়ে আচারকারী, গুরুকে দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে শিবের ন্যায় পূজা করিবে। শিষ্য, শ্রদ্ধা ও বিত্তের অনুসারে স্বদেহ ও ধনদ্বারা গুরুপ্রসাদজনক আরাধনা করিবে। মহাভাগ গুরু সুপ্রসন্ন হইলে সদ্যঃ পাপ ক্ষয় হয়। গুরু মান,

গুরু পূজ্য ও গুরুই সদাশিব ॥ ১৭—২৫ ॥ গুরু ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অতিপ্রিয় বস্তু প্রদান ও ইতস্তত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সংবৎসরত্রয় পরীক্ষা করিবেন। উত্তম ব্যক্তিকে অধম কার্য্যে নিযুক্ত ও অধমকে উত্তম কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যে শিষ্যগণ আকৃষ্ট বা তাড়িত হইয়াও বিষাদ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা যোগ্য। ধর্ম্মিষ্ঠ, শিব-ধর্ম্মপরায়ণ, সংযত-ধর্ম্মসম্পন্ন, স্মৃতিপথানুগ, সর্ব্বদ্বন্দ্বসহ, ধীর, নিত্যউদ্‌যুক্তচিত্ত, পরোপকারনিরত, গুরুশুশ্রূষণ-রত, ঋজু, মৃদু, স্বস্থ, অনুকূল প্রিয়ংবদ, অমানী, বুদ্ধি-মান্, স্পর্দ্ধাশূন্য, স্পৃহাশূন্য, শৌচাচার-গুণোপেত, দম্ভ মাৎসর্য্যবর্জ্জিত, শিবভক্তিপরায়ণ, এইরূপ সকল দ্বিজ যোগ্য। এই প্রকার শমশীলযুক্ত শিষ্যগণকে বাক্য, মন, কায় ও কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বিশুদ্ধি নিমিত্ত শোধন করিবে। শুদ্ধ, বিনয়সম্পন্ন, মিথ্যা-কটুবাক্যবর্জ্জিত এবং গুর্ব্বাজ্ঞাপালক শিষ্য অনুগ্রহযোগ্য। শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, তপস্বী, জনবৎসল, লোকাচাররত, তত্ত্ববিৎ গুরুই মোক্ষদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, সর্ব্বোপায়বিধানজ্ঞ হইয়াও তত্ত্বহীন হইলে সকল নিষ্ফল হয় ॥ ২৬—৩৬ ॥ স্বসংবেদ্য পরমতত্ত্ব স্বরূপ আত্মায় যাহার নিশ্চয় নাই, তাহার প্রতি আত্মারও অনুগ্রহ নাই, পরের অনুগ্রহ কি রূপে হইবে? যে প্রবোধসম্পন্ন শুদ্ধ দ্বিজ কর্ম্মকাণ্ড সাধন করেন, তিনি তত্ত্বহীন হইলে বোধ বা আত্ম-পরিগ্রহ কিরূপে হইবে? যাহারা আত্মপরিগ্রহ-বিনির্ম্মুক্ত তাহারা পশু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহারা সেই পশুকর্ত্তৃক প্রেরিত, তাহারাও পশু। অতএব যাহারা তত্ত্ববিৎ, তাহারা মুক্ত এবং পরকেও মোচন করিতে শক্ত। তত্ত্ব হইতে সম্যক্ জ্ঞান ও পরম আনন্দ উদ্ভূত হয়। যে তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, সেই আনন্দ দর্শন করে। যিনি জ্ঞানরহিত নামমাত্র গুরু, তিনি শিষ্য ও আপনাকে তারণ করিতে পারেন না, পাষাণ কি আর একখানি পাষাণের তারণ করিতে পারে? যাহারা বাস্তব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, কেবল নামমাত্রে আত্মজ্ঞানী, তাহাদের নামমাত্রে মুক্তি হয়, বস্তুত মুক্তি হয় না। যোগিগণের দর্শন, স্পর্শ, বা সম্ভাষণে বন্ধমোচনকর অনুগ্রহ তৎক্ষণাৎ জন্মে। অথবা গুরু যোগবলে শিষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া যোগদ্বারা শোধনপূর্ব্বক সর্ব্বতত্ত্ব বোধ করাইবেন। যোগিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা গুণ এবং শুদ্ধি বিধান করিবেন। গুরু ধার্ম্মিক, বেদপারগ, বহুদোষবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া গুরু, ক্রমাগত জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় অবলোকন করিয়া দীপ হইতে অন্য দীপের ন্যায় বিধি-বৎ সঙ্করণ করিবেন। হে মহাভাগ! সনৎকুমার! ভৌবন, পদ, উত্তম বর্ণাখ্য, মাত্র, কালাধ্বর এই সর্ব্বসম্যতত্ত্ব যাহার সামর্থ্যে আজ্ঞামাত্রে ভিন্ন হয়, তাহার গুরু-কারুণ্য-সম্ভূত সিদ্ধি ও মুক্তি হয়। পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ ভৌবন সংজ্ঞক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পদাখ্য। হে বিপ্র! জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক বর্ণসংজ্ঞক। কর্ম্মেন্দ্রিয় মাত্রসংজ্ঞক। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং অব্যক্ত, কালাধ্বর নামক পুরুষ হইতে বিরিঞ্চি পর্য্যন্তই পরাৎপর উন্মনত্ব। সর্ব্বতত্ত্বাববোধক ঈশত্ব উক্ত হইয়াছে। যোগী ভিন্ন কেহ শিবাত্মিকা তত্ত্ব-শুদ্ধি জানেনা ॥ ৩৭—৫২ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন গন্ধবর্ণ রসাদি দ্বারা ভূমি বিধিবৎ পরীক্ষা করিয়া তাহা ঈশ্বরাবাহনযোগ্য হইলে বিতানাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া একহস্ত প্রমাণ মণ্ডল করিবে। মধ্যে চূর্ণদ্বারা শ্বেত বা রক্ত পঞ্চরত্ন সমন্বিত অষ্টদলকমল লিখিবে। কর্ণিকাতে যত্নের সহিত যথাবিভববিস্তর পরিবারসংযুক্ত বহুশোভাসমন্বিত পরমকারণ শিবকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। ঐ লিখিত পদ্মের দলসমূহে অণিমাদি সিদ্ধি ধ্যান করিবে। তাহার নাল বৈরাগ্য ও জ্ঞানময়, মনোরম কন্দ ধর্ম্মময় চিন্তা করিবে! কেশরসমূহে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, বিকরণী, বলবিকরণী, বলপ্রমথনী ও সর্ব্বভূতদমনী এই অষ্ট শক্তির ধ্যান করিবে। আর শিবাসন কর্ণিকাতে মহামায়া মনোন্মনীকে ধ্যান করিবে। ঐ সকল শক্তির পতি বামদেবাদির সহিত দাম্পত্যরূপে ঐ শক্তিনিচয়কে ও মধ্যস্থলে ঐরূপ দাম্পত্যভাবে মনোন্মনীর সহিত মনোন্মন মহাদেবকে বিন্যাস করিবে ॥ ১—৮ ॥ ঐ পদ্মের পূর্ব্বদলে সূর্য্য সোমাগ্নিরূপ নেত্রযুক্ত শিবাখ্য প্রণবাত্মক রবিপ্রভ পুরুষকে বিন্যাস করিবে। দক্ষিণ পত্রে নীলাঞ্জনচয়োপম অঘোরকে, উত্তরপত্রে জবাকুসুমসন্নিভ বামদেবকে ও পশ্চিমপত্রে গোক্ষীর ধবল সদ্যকে বিন্যাস করিবে এবং কর্ণিকাতে শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ ঈশানকে বিন্যাস করিবে। রুদ্র দিগ্‌ভাগ ঈশানকোণ দলে চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভ হৃদয়ায় এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে। বহ্নিকোণস্থদলে ধূম্রবর্ণ 'শিরসে" এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে। রক্তাভ নৈঋতদলে 'শিখায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র ও বায়ুদলে 'অঞ্জনবর্ণকবচায়' এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে। আর ঊর্দ্ধদিকে অগ্নিশিখাভ 'অস্ত্রায়' এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে; এবং ঈশানকোণে পিঙ্গলবর্ণ "নেত্রেভ্যঃ" এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে। সৃষ্টিস্থিতি লয় ক্রমে সদাশিব মহেশ্বর শিব রুদ্রকে ও ব্রহ্মা বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে ॥ ৯—১৫ ॥ শান্ত্যতীত রুদ্ররূপী শম্ভু শিব উদ্দেশে নমস্কার। শান্ত চন্দ্ররূপী শান্ত-দৈত্য উদ্দেশে নমস্কার। বিদ্যাময় বিদ্যাধার বহ্নিতেজ বহ্নিরূপী উদ্দেশে নমস্কার। প্রতিষ্ঠাময় অন্তকরূপী তারক উদ্দেশে নমস্কার। নিবৃত্তিময় ধারণ ধাররূপী ধনদেব উদ্দেশে নমস্কার। এই মন্ত্রে মহাভূত বিগ্রহ শিবকে পূজা করিবে। ঈশান যাঁহার মুকুট (অর্থাৎ মস্তক) পুরুষ যাঁহার বক্ত্র, অঘোর যাঁহার হৃদয়, বামদেব যাঁহার গুহ্য ও সদ্য যাঁহার মূর্ত্তি; এতাদৃশ সদসদ্ব্যক্তিকারণ পুরাতন মহেশ্বরকে স্মরণ করিবে। যাঁহার পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ ও যিনি সদ্যাদি পঞ্চব্রহ্মের দ্বারা কলাকে পরোক্ত বিভাগে অষ্টত্রিংশৎ ভাগে বিভাগ করিয়া ধারণকরত সেই অষ্টত্রিংশৎ কলাময় হইয়াছেন; কলাকে আট প্রকারে বিভক্ত করি সদ্যঃ অষ্টমূর্ত্তিভেদ ধারণ করেন, ত্রয়োদশভাগে বিভক্ত কলারূপী হইয়া বামদেব ত্রয়োদশভাগে অবস্থিত আছে

ও আটভাগে বিভক্ত কলাময় হইয়া অঘোররূপে অষ্টমূর্ত্তি ভেদে, অবস্থিত আছেন, পুরুষমূর্ত্তিচতুষ্টয় ভেদে চার প্রকারে বিভক্ত কলাধারণ করেন এবং ঈশান পঞ্চমূর্ত্তি ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত কলাময় হইয়া অবস্থিত আছেন; এই প্রকারে যিনি অষ্টত্রিংশৎ কলাময়, এবং যিনি ব্রহ্মরূপী, প্রণবমূর্ত্তি, অকাররূপী ও ব্রহ্ম তুল্য রূপবান্, আর যিনি আ ঈ উ এ অনুক্রমে এই অক্ষর বাচক অম্বা গণেশাদি স্বরূপী ও যিনি প্রকৃতিযুক্ত, দেব, প্রলয়োৎপত্তিবিহীন, আর যিনি অণু অপেক্ষা অণীয়ান্ হইয়াও মহৎ অপেক্ষা মহীয়ান্, যিনি ঊর্দ্ধরেতা, ঈশান, বিরূপাক্ষ উমাপতি, সহস্রশীর্ষক, সহস্রাক্ষ, সহস্রভুজ, সহস্রপাদ্, সনাতন, নাদান্ত ওঁকাররূপী, নাদ প্রতিপাদ্য, খদ্যোতসদৃশাকার চন্দ্ররেখা ভূষণ, দ্বাদশান্তে (অর্থাৎ পরতত্ত্ব মস্তকে) ভ্রূমধ্যে তালুমধ্যে গলে হৃদয়ে ইত্যাদিস্থলে যথাক্রমে অবস্থিত, আনন্দময় অমৃত, বিদ্যুদ্বলয়সঙ্কাশ, এবং তমোরজোময় বলিয়া শ্যাম ও রক্তবর্ণ, সেই গম্ভীরাকার বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভ শক্তিত্রয় কৃতাসন তত্ত্বত্রয়সমন্বিত সদাশিব প্রভু দেবকে স্মরণ করিবেন, ও সেই বিদ্যামূর্ত্তিময় দেবকে যথাক্রমে 'হংস হংস' এই মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেন। পূর্ব্বাদি দিকৃস্থ ইন্দ্রাদিলোকপালগণকে অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন। এবং বিধিবৎ চরু নির্ম্মাণ করিয়া তাহা নিবেদন করিবেন। এইরূপে অর্দ্ধভাগ শিব উদ্দেশে নিবেদন করিয়া অঘোর মন্ত্রে শেষার্দ্ধ ভাগ হোম করিবে, পরে হুতশেষ শিষ্যকে ভোজন করিতে প্রদান করিবে। তাহার পর বিধিমত আচমন করত শুচি হইয়া যথাবিধি পুরুষকে পূজা করিবেন। তৎপরে ঈশান মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পঞ্চগব্য পান করিয়া বামদেব মন্ত্রে গাত্রে ভস্মলেপন করিবেন, তাহার পর শিষ্যকর্ণে রুদ্র গায়ত্রী জপ করিবেন ॥ ১৬—৩৪ ॥ হোমের পূর্ব্বে সসূত্র সাচ্ছাদন বস্ত্রযুগ্মবেষ্টিত হেমরত্নসমূহে অধিবাসিত হিরণ্ময় অধিবাস মণ্ডলে পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্রে পঞ্চকলশ স্থাপন করিবেন। পরে শিবধ্যানপরায়ণ ভক্ত শিষ্যকে মণ্ডলের দক্ষিণে দর্ভাসনে বসাইবেন, প্রভাতে অঘোর মন্ত্রে পুনর্ব্বার অষ্টোত্তর শত ঘৃত হোম করিয়া দুঃস্বপ্নরূপ পাপ শোধন করিবেন এবং সেই উপোসিত শিষ্যকে স্নাত ভূষিত নববস্ত্রোত্তরীয়যুক্ত ও উষ্ণীষাদি মঙ্গল সমন্বিত করিয়া তাহার দুকূলাদি নববস্ত্রে নেত্র বন্ধন করত প্রবেশ করাইবেন এবং যথাবিভববিস্তরে সুবর্ণ-পুষ্প-সমন্বিত পুষ্পাঞ্জলি ঈশান মন্ত্রে দান করিয়া শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্র দ্বারা বা কেবল প্রণব দ্বারা প্রদক্ষিণ করিবেন। এবং দেবদেবকে ধ্যান করিয়া পুষ্প ক্ষেপণ করিবেন। যে মন্ত্রে পুষ্প পতিত হইবে, সেই মন্ত্রেই তাঁহার সিদ্ধি হইবে। পরে অঘোর মন্ত্র দ্বারা মঙ্গল জল ও ভস্ম স্পর্শ করিয়া শিষ্যের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া গন্ধাদি উপচারে শিষ্যকে পূজা করিবে। সকল বর্ণেরই পশ্চিম দ্বার প্রশস্ত, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণের পশ্চিম দ্বার অতি প্রশস্ত। তাহার পর শিষ্যের নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে মণ্ডল দেখাইবেন, অনন্তর কুশাসনে উপবেশন করাইয়া দক্ষিণামূর্ত্তি শিবকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চ তত্ত্ব প্রকারে তত্ত্ব শুদ্ধি করিবেন ॥ ৩৫—৪৬ ॥ হে সুব্রত! ব্রহ্মপুত্র! গুরু পৃথিব্যাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত 'নিবৃত্তি' কলা দ্বারা; অহঙ্কার হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত—'প্রতিষ্ঠা' কলা দ্বারা ও প্রকৃতি-পুরুষ 'বিদ্যা' কলা দ্বারা অবগত করাইয়া ঈশ্বরপ্রাপ্তি পথ 'শান্তি' কলা দ্বারা সংশোধনপূর্ব্বক শিবসেবন সাহায্যে 'শান্ত্যতীতা' কলা দ্বারা শিষ্য জীবকে পরমাত্মা পরম শিবে যোজিত করিয়া দিবেন। প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়ভেদে কিংবা নিবৃত্ত্যাদি তত্ত্বচতুষ্টয় ভেদে সেই সর্ব্বময় যোগেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হইলে শান্ত্যতীত কলাধিষ্ঠাতা সদাশিবকে ঈশান মন্ত্র দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য। আর নিবৃত্তি হইতে শান্তি পর্য্যন্ত সদ্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। হে মুনিবর! অনন্তর ঈশান মন্ত্র দ্বারা শান্ত্যতীত সদাশিব উদ্দেশে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া দিগ্দেবতাদিগের প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত হোম বিধি। ঈশান কোণে ঈশান মন্ত্র দ্বারা প্রধান যাগ করা শাস্ত্রোপদিষ্ট। সমিধ, ঘৃত, চরু, লাজ, সর্ষপ, যব এবং তিল; এই সপ্তদ্রব্য লইয়া প্রণবাদি স্বহস্তে মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। হে বিপ্র! তাহার পূর্ণাহুতি ঈশান মন্ত্র দ্বারা বিধেয়। হে সুব্রত! প্রণবাদি হংস গায়ত্রী সমন্বিত অঘোর মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম বিহিত। জয় হোম হইতে স্বিষ্টিকৃৎ হোম পর্য্যন্ত অগ্নিকার্য্যক্রমে ও বৈদিকাদি ত্রিবিধরূপে প্রধান যাগান্বিত করিবে। অনন্তর মৌনীগুরু, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সদ্যাদি মন্ত্র দ্বারা, প্রাণাপান বায়ুকে ঈশান মন্ত্র দ্বারা, নিয়মিত করিয়া নমো হিরণ্যবাহবে ইত্যাদি ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা আত্ম-বাচক প্রণবের অন্তনাদবর্ণ দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করাইবেন; তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর পরস্পরে পরস্পরের লয় চিন্তা করিয়া রুদ্রে হরের, ঈশানে রুদ্রের এবং শিবে ঈশানের লয় চিন্তনপূর্ব্বক আবার অনুলোমে সৃষ্টিক্রমে সেই হরের চিন্তা করিবেন ॥ ৪৭—৫৮ ॥

গুরু শিষ্যের জীবাত্মাকে রুদ্রে স্থাপিত করিয়া শিষ্ঠ দ্বারা যথাবিধি তাড়ন, দ্বারদর্শন, দীপন, গ্রহণ, পূজার সহিত বন্ধন এবং অমৃতীকরণ করাইবেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-ক্রমে সংহার—সদ্য মন্ত্র, অঘোর মন্ত্র, ষষ্ঠ মন্ত্র এবং ফট্ এই মন্ত্র সমষ্টি দ্বারা কর্ত্তব্য। দীর্ঘাক্ষর সদ্য মন্ত্র এবং বষট্কারান্ত ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা তাড়ন তদ্দ্বার দর্শন ও ষড়ন্ত উক্ত মন্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য। অঘোর মন্ত্র দ্বারা সম্পুটিত ঈশান মন্ত্র দীপনের উপযুক্ত। সদ্য মন্ত্র সম্পুটিত ঈশান মন্ত্র গ্রহণের উপযোগী। এইরূপ সদ্য মন্ত্র সম্পুটিত ঈশান মন্ত্রই বন্ধনের মন্ত্র। সমগ্র ত্র্যম্বক মন্ত্র দ্বারা অমৃতীকরণ হইবে। শান্ত্যতীতা, শান্তি, বিদ্যানাম্নী অমলা কলা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি এই ষট্ কলার যথা-ক্রমে এক একটীর অপরটীর সহিত সন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই কলা সন্ধানে শিবশক্তি উভয় তত্ত্ব অকারাদি বিসর্গান্ত বর্ণ, কলা এবং ভবনাষ্টকের সম্বন্ধ থাকিবে। প্রণব এবং হ্রীং বীজ দ্বারা সম্পুটিত শিবপ্রতিপাদক মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি অর্ঘাদি বিচারপূর্ব্বক স্তব করিবে। পূজা, সম্প্রোক্ষণ, তাড়ন, হরণ, অত্যন্ত বিশুদ্ধচিত্তের সংযোগ,

বিক্ষেপ, অর্চ্চনা বাগীশ্বরী গর্ভে স্থাপন, পুনর্জ্জনন, অজ্ঞান নিবারণ, এবং অবিদ্যানাশ হইয়া থাকে, ইহা অবগত হও। হে সুব্রত! মহামুনে সনৎকুমার! ঈশান মন্ত্র ও হ্রীং বীজদ্বারা ব্রাক্ষণ এবং তাড়ন কর্ত্তব্য। হে সুব্রত! ফড়ন্ত অঘোর মন্ত্রদ্বারা হরণ হইবে; এবিষয়ে সংশয় নাই। এই পূর্ব্বোক্ত ক্রমে প্রতিবিষুবেই জানিবে। যতক্ষণ প্রণায়াম করিয়া থাকিবে, তাবৎ নিবৃত্তি প্রভৃতি কলাদিগকে বিষুব যোগদ্বারা শিব সমীপে লইয়া যাইবে॥ ৫৯—৭১॥ এই নিবৃত্ত্যাদি কলা, একনাসাগ্র দৃষ্টি সাহায্য পরমতত্ত্ব যোগিগণের চরমাংশ পরমাত্মার সহিত সাম্যলাভ করিতে পারে। অন্যান্য অঙ্গদর্শনে তাহা হয় না। হে বিপ্রবর! দীক্ষিত ব্যক্তি, সুখদুঃখাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সহ্য করিবে,ইহা মহাদেবের আদেশ। সুব্রত! অনন্তর সকূর্চ্চ সবস্ত্র তন্তুবেষ্টিত স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র পাত্র পূর্ণ তীর্থজল সংহিতামন্ত্রে যথাবিধি অভিমন্ত্রিত করিয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত স্তবাদি পাঠপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই ধার্ম্মিক ভক্ত শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর শিষ্য, শিব গুরু এবং বহ্নির সম্মুখে সাদরে দীক্ষাগ্রহণ করিবে। দীক্ষিত হইয়া বক্ষ্যমাণ নিয়ম প্রতিপালন করিবে। প্রাণপরিত্যাগ বা শিরশ্ছেদন বরং ভাল, তথাপি ভগবান্ মহাদেবকে পুজা না করিয়া ভোজন করিবে না। এইরূপ দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে পূজা করিবে। দিনের মধ্যে তিনবার অন্ততঃ একবার পরমেশ্বরের পূজা করিবে। অগ্নিহোত্র সকল বেদাধ্যয়ন এবং বহুদক্ষিণক যজ্ঞ এতৎ সমস্তই শিবলিঙ্গ পূজার এক কলাংশেরও তুল্য নহে। যে ব্যক্তি একবার মাত্র শিব পূজা করে, সে সর্ব্বদা যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বদা দান করিয়া সর্ব্বদা বায়ুভোজী হইয়া থাকিলে ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা দিনের মধ্যে তিনবার দুইবার অন্ততঃ একবার মহাদেবের পূজা করিবে, তাহারা সাক্ষাৎ রুদ্র; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। যে রুদ্র নহে, সে রুদ্র স্পর্শ করিবে না, রুদ্র পূজা করিবে না, রুদ্র নামকীর্ত্তন করিবে না। রুদ্র না হইলে রুদ্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ শিবপূজার অধিকারী ব্যবস্থা তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে এই আমি কহিলাম॥ ৭২—৮৩॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, সৌর স্নান পূজাদি কার্য্য করিবার পর শিবস্নান, ভস্মস্নান এবং শিবপূজা কর্ত্তব্য। ওঁতপঃ এই ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ভূমিতে মৃত্তিকা স্থাপন করিবে। ওঁভুবঃ এই দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা সেই মৃত্তিকা অভ্যুক্ষণ করিয়া ওঁস্বঃ এই তৃতীয় মন্ত্রদ্বারা শোধন করিবে। ওঁমহঃ এই চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা ভাগ করিবে। ওঁভূঃ এই প্রথম মন্ত্রদ্বারা মলশোধন করিবে। অনন্তর ষষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্নানান্তে হস্তস্থিত সেই স্নানাবশিষ্ট মৃত্তিকা ওঁভূঃ ইত্যাদি চার মন্ত্রে তিনভাগ করিয়া মধ্যমভাগ ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বামহস্ত স্পর্শ করিবে। দশবার ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত দিগ্‌বন্ধন কর্ত্তব্য। বামহস্তদ্বারা তীর্থালম্ভনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা শরীরকে মৃত্তিকানুলিপ্ত করিবে। অনন্তর সকল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্নানান্তে সূর্য্য স্মরণ করিয়া তীর্থাভিষিক্ত হইবে। বক্ষ্যমাণ মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধিকর বিবিধ সৌর মন্ত্র পাঠ করত শৃঙ্গ, পর্ণপুট বা পলাশপত্র দ্বারা তীর্থাভিষিক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। হে সুব্রত! সর্ব্বদেব-মন্ত্রের সারভূত সৌর মন্ত্র বাস্কল মন্ত্র ও অঙ্গ মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে বলিতেছি। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি ওঁ ঋতং ওঁ ব্রহ্ম ইত্যন্ত নবাক্ষরময় মন্ত্র বাস্কল মন্ত্র নামে অভিহিত। সপ্তলোকের ক্ষয় প্রলয়ের পূর্ব্বে হয় না; অতএব অক্ষর। ঋত—সত্যও অক্ষর, সত্য—ব্রহ্মও অক্ষর এই নয়টী অক্ষর বস্তুই বাস্কল মন্ত্রের-স্বরূপ; সুতরাং বাস্কল মন্ত্র নবাক্ষরময়। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি খখোল্কায় নম ইত্যন্ত প্রণবাদি নমোন্ত মন্ত্র মহাত্মা সূর্য্যের মূলমন্ত্র বলিয়া কথিত। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তাস্তের এবং মূলমন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে। যথাক্রমে অঙ্গ মন্ত্র বলিতেছি, আদিতে প্রণব মধ্যে ব্যাহৃতি তৎপরে মন্ত্র জানিবে—ওঁ ভূঃ ব্রহ্ম হৃদয়ায় ওঁভুবঃ বিষ্ণুশিরসে, ওঁস্বঃ রুদ্রশিখায়ৈ, ওঁভূর্ভুবঃ স্বর্জ্জালামালিনী শিখায়ৈ ওঁমহঃ মহেশ্বরায় কবচায়, ওঁজনঃ শিবায় নেত্রেভ্যঃ ওঁতপঃ তাপকায় অস্ত্রায় ফট্—সৌর বিবিধ মন্ত্র এই কথিত হইল। এই সকল মন্ত্র পাঠ করত শৃঙ্গাদি পাত্রদ্বারা আপনাকে অভিষিক্ত করিবে॥ ১—১২॥ অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করত সমাহিতভাবে কুশপুষ্পসমন্বিত তাম্রকুম্ভদ্বারা অভিষিক্ত হইবে। দ্বিজবর, রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রাতঃকালে সূর্য্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি আচমন করিবে। রাত্রিকালে অগ্নিশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন কর্ত্তব্য। মধ্যাহ্নাচমন আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে হইবে। ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা এইরূপ শুদ্ধি বিধান পুরঃসর অত্যুৎকৃষ্ট বৌষড়ন্ত আদি মন্ত্র মূলমন্ত্র এবং অত্যুত্তম নবাক্ষরময় মন্ত্র জপ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামা কনিষ্ঠা এবং তর্জ্জনীতে ন্যাস করিয়া করতল পৃষ্ঠ ন্যাস করিবে। পূর্ব্বোক্ত-অঙ্গমন্ত্র ন্যাস-পবিত্রীকৃত নবাক্ষরময় দেহ ভাবনা করিয়া আমি সূর্য্য এইরূপ চিন্তার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এবং আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গৌর সর্ষপসমন্বিত বাম করতলস্থিত জলে আটবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া সেই জলে কুশ দ্বারা আত্মদেহ প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট জল বাম নাসাপুটদ্বারা আঘ্রাণ করিয়া নিজদেহে শিব চিন্তা করিবে এবং সেই ঘ্রাণ জল লইয়া নিজদেহস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষ এবং অজ্ঞান বামনাসাপুটদ্বারা নির্গত হইয়া শিলা চূর্ণ হইয়াছে ভাবিবে। অনন্তর সর্ব্ব দেবতা, ঋষিগণ, ভূতগণ এবং পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে। প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন ব্যাপিনী পরম তেজঃস্বরূপা সন্ধ্যার সম্যক্ প্রকার উপাসনা করিবে। এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দান করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সন্ধ্যা-পরায়ণ ব্যক্তি, পূর্ব্ব মুখ হইয়া রক্ত চন্দন জল দ্বারা এক হস্ত পরিমিত বর্ত্তুল মণ্ডল ভূমিতে প্রস্তুত করিবে।

তথায় সূর্য্যদেবের আবাহন করিতে হইবে। অনন্তর এক প্রস্থপরিমিত একটী তাম্রপাত্রে নবাক্ষরময় মূলমন্ত্র উচ্চারণে চন্দন, রক্তচন্দন, গন্ধজল, রক্তবর্ণপুষ্প, তিল, কুশ, আতপ-তণ্ডুল, দূর্ব্বা, অপামার্গ এবং যে কোন গব্যবস্তু অথবা কেবল ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন,দেবদেব সূর্য্যকে প্রণাম এবং সেই অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র পাঠ করত সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল লাভের কথা শাস্ত্রে আছে, সর্ব্ববাদিসম্মত সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানে সেই ফল লাভ হয়। এই সূর্য্যার্ঘ্য দানের পরই ভক্তিসহকারে দেবদেব ত্রিলোচনের পূজা করিতে হইবে। অথবা সূর্য্যপূজার পরে আগ্নেয় স্নান কর্ত্তব্য। শিবস্নানও সৌর স্নানের ন্যায়ই, কেবল-মাত্র মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। সৌর বা শৈব, উভয় স্নানের পূর্ব্বে দন্ত ধাবন করিবে। স্নানীয় জলাশয়ে বিঘ্নেশ, বরুণ এবং গুরুর পূজা করা কর্ত্তব্য। ১৩—৩০॥ নদীতে পদ্মা-সনে উপবিষ্ট হইয়া তীর্থ পূজা করিবে। অনন্তর পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক জলসিক্ত পথে পূজা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ তীর্থাবাহন এবং করাঙ্গন্যাস করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইতেছে। পূজক ব্যক্তি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিবে। রক্তপদ্ম প্রভৃতি রক্তবর্ণ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া নিজ দক্ষিণ ভাগে আর জলপাত্র এবং সূর্য্যপ্রিয় তাম্রপাত্র সকল বামভাগে রাখিবে। অনন্তর সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক যথাবিধি প্রক্ষালন করিয়া জল, জলপাত্র অর্ঘ্যদ্রব্য এবং অর্ঘ্যপাত্র ফট্ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর তদুপরি সংহিতা মন্ত্রজপ করিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পরে চতুর্থ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিবে। অর্ঘ্য স্থাপন এইরূপে কর্ত্তব্য। পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ পুষ্প সমস্তই প্রক্ষালিত পাত্রে পূর্ব্ববৎ পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে। সমস্ত দ্রব্যই সংহিতোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, কবচমন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং অর্ঘ্যজলে অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর সর্ব্বদেব নমস্কৃত সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে আদিত্যো বৈ তেজঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া সেই প্রভুর আসন কল্পনা কর্ত্তব্য। প্রভূত বিমল, সার এবং আরাধ্য পরম সুখজনক এই আসনচতুষ্টয় আগ্নেয্যাদি কোণে ভূর্নমঃ ভুবর্নমঃ, স্বর্নমঃ এবং মহর্নমঃ এই মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করত যথাক্রমে বিন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর, বীজ, অঙ্কুর, সচ্ছিদ্র নাল, কণ্টকসংযুক্ত সূত্র শ্বেতপীতরক্ত বর্ণপত্র পত্রাগ্র কর্ণিকা এবং কেশর সংযুক্ত দীপ্তাদি শক্তিসমন্বিত পদ্ম ভাবনা করিবে। দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অঘোরা এবং বিকৃতা এই দীপ্তাদি অষ্টশক্তি। এইসকল কল্যাণীরাই সূর্য্যাভিমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অথবা পদ্মহস্তে অবস্থিত সর্ব্বালঙ্কারে সকলেই বিভূষিত। মধ্যে বরদা দেবী গায়ত্রীকে, অনন্তর পরমেশ্বর সূর্য্যের আবাহন করিবে। বাক্ষলোক্ত নবাক্ষর মন্ত্র দ্বারাই সূর্য্যের আবাহন এবং সান্নিধ্য করণ বিহিত। পদ্ম মুদ্রাই মহাত্মা সূর্য্যের মুদ্রা; পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আচ-মনীয় পৃথক্ পৃথক্ মূলমন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে। বাক্ষ-লোক্ত মন্ত্র দ্বারা পুনরায় অর্ঘ্য প্রদান কর্ত্তব্য। এবং রক্ত পদ্ম, রক্ত পুষ্প, রক্ত চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মুখবাস তাম্বূল প্রভৃতি সমস্ত উপচারই বাক্ষলোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রদেয়॥ ৩১—৫০॥ অগ্নি কোণ, ঈশান কোণ, নৈর্ঋত কোণ, বায়ু কোণ, পূর্ব্বদিক্ এবং পশ্চিম দিক্ এই ছয় দিকে সূর্য্যপূজা বিহিত। যথাবিধি প্রণবাদি নমোহন্ত মন্ত্র দ্বারা নেত্র পর্য্যন্ত পূজা করিয়া হৃৎকমলে ন্যাস করত সূর্য্য প্রতিমায় ধ্যান করিবে। অঙ্গদেব সকলেই শান্ত; তাঁহার রৌদ্র অস্ত্র। আর অষ্ট মূর্ত্তি, সেই সূর্য্যদেবের মুখ মণ্ডল দংষ্ট্রাভীষণ, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা বামহস্ত পদ্ম বিভূষিত। তাঁহার সকল মূর্ত্তি সর্ব্বা-লঙ্কারভূষিত রক্ত-মাল্যানুলেপনসম্পন্ন এবং রক্তাম্বর পরিধান। মণ্ডলসমন্বিত মহাদেব সূর্য্যের শরীর সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণ, সেই প্রভুর হস্তে পদ্ম, বদন অমৃতপূর্ণ, দুই হস্ত ও দুই নয়ন; আভরণ সকল রক্তবর্ণ, মাল্য ও অনুলেপন রক্তবর্ণ। এইরূপ রূপসম্পন্ন ভুবনেশ্বর সূর্য্যকে ধ্যান করিবে। পদ্মের বহির্ভাগে মণ্ডলের চতুর্দিকে সোম, মঙ্গল, বুদ্ধিমং প্রধান বুধ, মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি, রুদ্রপুত্র ভার্গব, শনি, রাহু এবং ধূম্রবর্ণ কেতুকে পূজা করিবে। ইহারা সকলেই দ্বিনেত্র এবং দ্বিভুজ। রাহু ঊর্দ্ধাঙ্গসম্পন্ন, বিবৃত্ত বদন, কৃতাঞ্জলি এবং ভ্রূকুটী কুটিললোচন। শনৈশ্চরের বদনে দংষ্ট্রা, হস্তে বরাভয়। তাঁহাদিগের এইরূপ রূপ ধ্যান করত ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধির জন্য প্রণবাদি নমোন্ত স্বস্বনাম উচ্চারণপূর্ব্বক এই সকল গ্রহগণকে পূজা করিবে॥৫১—৬১॥ বহির্ভাগে সূর্য্যের উনপঞ্চাশৎ গণদেবতার পূজা করিবে। ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, গ্রাম্য-দেবতাগণ এবং রাক্ষসগণের পূজা করা বিধেয়। প্রথমে প্রভু সূর্য্যের সপ্তচ্ছন্দোময় সপ্তাশ্বের পূজা করিবে। প্রভুর নির্ম্মাল্যগ্রাহী বালখিল্যগণ, পীঠ দেবতা এবং মূর্ত্তি দেবতা-গণের পূজা করিবে। তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যথাবিধি অর্ঘ্য দান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের আবাহন এবং পূজা-শেষে বিসর্জ্জন সময়ে সহস্র পঞ্চশত বা অষ্টোত্তর শত বাক্ষল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। যত সংখ্যক জপ করিবে, তাহার দশাংশের একাংশ জপ পুনরায় কর্ত্তব্য। মণ্ডলের পশ্চা-দ্ভাগে বর্ত্তুল কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে; কুণ্ডের মেখলা উচ্চতা ও বিস্তারে চতুরঙ্গুল পরিমিত। নিত্যকর্ম্মে এবং নৈমিত্তিক যে সকল কর্ম্মে একহস্ত প্রমাণ কুণ্ড হইবে, তাহাতে কুণ্ড নাভি দশাঙ্গুল প্রশস্ত এবং অশ্বত্থ পত্রাকৃতি করিবে। কুণ্ডের অগ্রভাগে পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত এবং হস্তী-ওষ্ঠ-সদৃশ জানিবে। কুণ্ডের গলদেশ একাঙ্গুল পরিমিত, অবশিষ্ট ভাগের বিস্তার দ্ব্যঙ্গুল। কুণ্ডের সেই দ্ব্যঙ্গুল পরিমাণ ত্যাগ করিয়া বহি-র্ম্মেখলা কর্ত্তব্য। এইরূপ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পরে হোম করিবে। ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা উল্লেখন এবং জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সমাহিত চিত্তে প্রথম মন্ত্রদ্বারা মধ্যে আসন কল্পনা কর্ত্তব্য। প্রথম মন্ত্র দ্বারা প্রভাবতী শক্তি বিন্যাস করিবে। বাক্ষল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে তাঁহার পূজা করিবে। প্রতি কর্ম্মেই বাক্ষল মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। পূর্ণাহুতি মূল মন্ত্রে হইবে। এইরূপ বিধানে

ক্রমে সূর্য্যাগ্নি উৎপাদন করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে পূর্ব্বোক্ত পদ্ম বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। হে মহামুনে! পদ্ম মধ্যে প্রভু সূর্য্যের পূজা করিয়া বাস্কল মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে দশ আহুতি প্রদান করিবে। যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গদেবতার এক একবার হোম, কাষ্ঠক্ষেপ জয়াদি স্বিষ্টিকৃৎহোম পর্য্যন্ত সামান্ত কর্ম্ম পারম্পর্য্যক্রমে সকল দ্বারেই কর্ত্তব্য। দেবদেব অমিতাত্মা ভাস্করকে পূজা হোমাদি সমুদায় কার্য্য নিবেদন, অর্ঘ্যদান এবং প্রদক্ষিণ করিয়া অঙ্গ দেবতাদিগের সহিত তাঁহার পূজা, উপসংহরণ নিজ-হৃৎপদ্মে বিসর্জ্জন এবং প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্ম কামার্থ সিদ্ধির জন্য শিব পূজা করিবে। এই সংক্ষেপে সূর্য্য পূজা কথিত হইল। যে ব্যক্তি জগদ্‌গুরু দেবদেব পরমাত্মা ভাস্করকে একবারও পূজা করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপমুক্ত তামসভাব-শূন্য এবং তেজে অনুপম হইয়া থাকে, সে ইহলোকে চতুর্দ্দিকে পুত্র পৌত্রাদি বন্ধুবান্ধবের সহিত বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ধনধান্য সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যান, বাহন ও ভূষণ তাহার সম্পত্তি হয়। মৃত্যু হইলেও বহুকাল সূর্য্যের সহিত আনন্দ লাভ করে। সূর্য্যলোক হইতে ইহলোকে পুনরাগমনপূর্ব্বক ধার্ম্মিক রাজা বা বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হয়। পুনরায় পূর্ব্ব বাসনাবলে ধার্ম্মিক ও বেদপরায়ণ রূপে সূর্য্য পূজা করিয়া সূর্য্য-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়॥ ৬২—৮৫॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি বলিলেন, অনন্তর তোমার নিকট সর্ব্বোত্তম শিব পূজা কীর্ত্তন করিতেছি। ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা এবং যথাশক্তি হোম করিবে। প্রথমতঃ শিবস্নান, তৎপরে পূর্ব্ববৎ ভূতশুদ্ধি কর্ত্তব্য। একাগ্রচিত্তে পুষ্পহস্তে পূজাস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম এবং ভূতশুদ্ধ্যুক্ত দহন আপ্লাবনাদি কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত করতল হইয়া মহামুদ্রা করিবে। প্রকৃতি বুদ্ধি অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রাদিসম্ভূত দেহ ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা নূতন দেহ নির্ম্মাণ করিবে। শিবামৃতপূত শিবযোগ্য গ্রীবারন্ধ্রের নিম্নে এবং নাভির উপর বিতস্তিপরিমিত স্থানস্থিত হৃদয় বিশ্বের মহায়তন জানিবে। হৃৎপদ্মের কর্ণিকাতে সাক্ষাৎ সদাশিবকে চিন্তা করিবে। তিনি পঞ্চানন, দশবাহু সর্ব্বাভরণভূষিত। তাঁহার প্রতি মুখে তিনটী করিয়া চক্ষু। তিনি চন্দ্রশেখর, বদ্ধ পদ্মাসনে আসীন এবং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ চিন্তা করিবে। তাঁহার ঊর্দ্ধ মুখ শুক্লবর্ণ, পূর্ব্বমুখ কুঙ্কুমবর্ণ, দক্ষিণমুখ নীল, উত্তর মুখ অত্যন্ত রক্তবর্ণ এবং পশ্চিম মুখ গোদুগ্ধের মত অত্যন্ত ধবল। সেই পরমেষ্ঠী শিবের দক্ষিণ হস্তশ্রেণীতে শূল, কুঠার, খড়্গ, বজ্র এবং শক্তি; আর বামহস্ত শ্রেণীতে পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, নাগপাশ এবং উত্তম নারাচ। অথবা তিনি চতুর্ভুজ, হস্তে বরাভয় প্রভৃতি, অপর অঙ্গ সমস্তই পূর্ব্ববৎ। তিনি সর্ব্বাভরণসংযুক্ত, বিচিত্রাম্বর পরিধান। সেই সদ্যোজাতাদি মূর্ত্তি ব্রহ্মপতি শিবকে ব্রহ্মাঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। হে সুব্রত! শিবাঙ্গ পঞ্চব্রহ্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এখন শক্তিভূত হৃদয়াদি মন্ত্র শ্রবণ কর। ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ইত্যাদি মন্ত্রই হৃদয়াদি মন্ত্র। শিবাঙ্গ মূর্ত্তি এবং তদীয় বিদ্যা কথিত হইয়াছে। বিদ্যাঙ্গসমেত ব্রহ্মাঙ্গ মূর্ত্তি শিবশাস্ত্রে অবগত হইবে। হে সুব্রত! সর্ব্ববেদের সারভূত বাস্কলাদি সৌর অঙ্গমন্ত্র বলিতেছি॥ ১—১৯॥ বাস্কলমন্ত্র ওঁ ভূঃ ইত্যাদি নবাক্ষরময় বলিয়া কীর্ত্তিত। যাঁহার নাশ বা বিকার নাই, তিনিই অক্ষর পদবাচ্য; সুতরাং অক্ষর শব্দে ব্রহ্ম। "ওঁ ভূঃ ইত্যাদি খখোল্কায় নমঃ" এই পর্য্যন্ত প্রণবাদি নমোন্ত মন্ত্র মহাত্মা ভাস্করের মূল মন্ত্র। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তাদি শক্তির এবং মূল মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা বিহিত। এখন সংক্ষেপে অঙ্গ মন্ত্র সকল বলিতেছি। প্রভূতাদি আসন পূজা ব্যাহৃতি দ্বারা এবং মধ্যমাসন পূজা প্রণব দ্বারা করিবে। ওঁ ভূঃ ব্রহ্মণে ইত্যাদি সৌরাঙ্গ মন্ত্র প্রসঙ্গ ক্রমে কথিত হইল। হে সুব্রত! পূর্ব্বোক্ত ন্যাসযোগে সংক্ষেপে শৈব অঙ্গ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এইরূপ মন্ত্রাত্মক দেবকে হৃৎপদ্মে পূজা করিবে। মনে মনে ক্রমানুসারে বহ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক নাভিস্থানে হোম করিবে। হে সুব্রত! মনে মনে সকল কার্য্য সম্পাদন ও যত্নসহকারে সকলীকরণ করিয়া মূল মন্ত্র ব্রহ্মাঙ্গাদি মূর্ত্তি মন্ত্র দ্বারা পঞ্চব্রহ্মসম্ভব রক্ত পদ্মাসনে আসীন শিবমূর্ত্তি সদাশিব উদ্দেশে শিবাগ্নিতে সমিদাজ্য আহুতি প্রদান করিবে। মনে মনে চন্দ্রমণ্ডল হইতে উৎপাদিত পূর্ণধারা স্মরণ করিবে। জ্ঞানিগণ-কর্ত্তব্য শিবশাস্ত্রোক্ত পূর্ণাহুতি যথাবিধি প্রদান করিবে। হে শৈব! তখন তেজোমাত্র শিবকে মুখমধ্যস্থ চিন্তা করিবে। অথবা সেই দেবদেবকে ললাটে বা ভ্রূমধ্যে চিন্তা করিবে। পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণ বিধিমত কার্য্য করিয়া শুদ্ধ দীপশিখাকার সংসার-মোচন শিবকে হৃৎপদ্মে ধ্যান করিবে, সদাশিবকে লিঙ্গে বা স্থণ্ডিলে পূজা করিবে॥২০—৩১॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, পূর্ব্বে শিব কর্ত্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে, সেই পূজা-বিধান-ব্যাখ্যা শিব শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ১॥ এইরূপ শিবস্নানাদির পর—উভয় হস্ত চন্দনচর্চ্চিত করিয়া প্রথম অঞ্জলি বন্ধন করত বিদ্যামূর্ত্তি ও পূর্ব্বাধ্যায় কথিত শৈবাঙ্গ শিবাদি জপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত অঙ্গুলিতে ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্রের ন্যাস করিবে। সেই ন্যাস যথা প্রথমত—কনিষ্ঠা মধ্যমা তর্জ্জনীতে সদ্যাদি অঘোরান্ত মন্ত্রকে অনুক্রমে (নমঃ স্বাহা বষট্) এই হৃদয়াদি মন্ত্র যুক্ত করিয়া যথাক্রমে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে চতুর্থ পুরুষ মন্ত্র, অনামিকায় পঞ্চম ঈশানমন্ত্র ও তলদ্বয়ে ষষ্ঠমন্ত্রে ন্যাস করিবে। পরে পুনর্ব্বার তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নারাচ মুদ্রা করিয়া মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করিয়া চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে। ইহাকে শিব হস্ত বলা যায়। সেই হস্তেই

শিব পুজা করিবে। প্রথমত আত্মাকে তত্ত্বস্থিত করিয়া পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চকোষ অতিক্রম করত অহঙ্কার মহৎতত্ত্ব প্রকৃতি ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান ব্রহ্ম সমীপে অমৃতধারাযুক্ত সুষুম্নানাড়ী পথে আত্মাকে অবস্থিত করাইয়া তত্ত্ব শুদ্ধি করিবে। তত্ত্বশুদ্ধি, যথা "ফড়ন্ত নমো-হিরণ্য বাহবে" এই ষষ্ঠ মন্ত্র সদ্য মন্ত্র ও তৃতীয় অঘোর মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধি করিবে। ফড়ন্ত ষষ্ঠ মন্ত্র সহিত সদ্য ও তৃতীয় অঘোর মন্ত্রে তত্ত্ব শুদ্ধি করিবে এবং ফড়ন্ত বহ্নি সম্বন্ধীয় তৃতীয় মন্ত্রে বহ্নি শুদ্ধি, ফড়ন্ত বায়ু সম্বন্ধীয় চতুর্থ মন্ত্রে বায়ু শুদ্ধি ও ফড়ন্ত পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠমন্ত্র সদ্য ও তৃতীয় অঘোর মন্ত্রে আকাশ শুদ্ধি করিবে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমাপন করিয়া ফড়ন্ত ষষ্ঠমন্ত্র ও তৃতীয় মূলমন্ত্রে তাড়ন, তৃতীয় অঘোর মন্ত্রে সম্পুটীকরণ করিয়া গ্রহণ ও মূলমন্ত্রকে হ্রৌং সম্পুটিত করিয়া দিগ্বন্ধন করিবে এবং একবিংশ অধ্যায়োক্ত শান্ত্যা-তীতাদি নিবৃত্তি পর্য্যন্ত কলাসমূহকে পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র রূপ তত্ত্বত্রয় ধ্যানপূর্ব্বক দীপ-শিখাকার শুদ্ধ চৈতন্যরূপী যোগ শাস্ত্রোক্ত মূলাধারাদি রূপা-ঙ্কসমন্বিত বিশ্বাদিত্রয়াতীত আত্মাকে ও কুলকুণ্ডলিনী প্রবোধে সুষুম্নানাড়ীতে অমৃত ধারা ধ্যান করিয়া শান্ত্যতীতাদি নিবৃত্তি পর্য্যন্ত কলার মধ্যে নাদবিন্দু অকার উকার মকারান্ত সৃষ্টি স্থিতি লয়ক্রমে ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্রান্ত সদাশিব শিবকে ধ্যান করিবে। অমৃতীকরণ ও ব্রহ্মন্যাস করিয়া পঞ্চাক্ষর মূলমন্ত্রে পঞ্চবক্ত্রে পঞ্চদশ নয়ন বিন্যাস করিবে। অনন্তর পাদাদি কেশপর্য্যন্ত মহামুদ্রা বন্ধন করিয়া "শিবোঽহং" (আমি শিব) এইরূপ ধ্যান করত শক্ত্যাদি বিন্যাস করিবে। তাহার পর হৃদাকাশে শক্তির সহিত বীজাঙ্কুরের অব্যবধানে শুষির সূত্র কণ্টক পত্র কেশর ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির সহিত কেশরে বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী বলবিকরিণী কালী বিকরণী বলপ্রমথনী সর্ব্বভূতদমনী প্রভৃতি শক্তিকে ও কর্ণিকাতে মনোন্মনাকে ধ্যান করিয়া বহির্যোগোপচারে অন্তঃসামগ্রী করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকল উপচারসমন্বিত আসন কল্পনা করিবে ও বহ্নি-কুণ্ড নাভিতে পূর্ব্বের ন্যায় আসন কল্পনা করিয়া সদাশিবকে ধ্যান করত ললাটে মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে। পরে বিন্দু হইতে অমৃতধারা শিবমণ্ডলে পতিত চিন্তা করিয়া ললাটস্থিত মহেশ্বরকে দীপ-শিখাকার ধ্যান করিবে, এইরূপ আত্মশুদ্ধি করিয়া প্রাণাপান বায়ু নিরুদ্ধ করত সুষুম্না দ্বারা বায়ু ব্যবস্থিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ মন্ত্রে তালুমুদ্রা খেচরীমুদ্রা ও দিগ্বন্ধন করিয়া সেই ষষ্ঠ মন্ত্রেই শরীরশুদ্ধি করিবে। পরে বস্ত্রাদি-পূজান্তর অর্ঘ্য পাত্রাদিতে প্রণব দ্বারা তত্ত্বত্রয় বিন্যাস করিয়া তদুপরি বিন্দুকে ধ্যান করিয়া জল পূরণ করিবে। তাহার পর দ্রব্যাদি বিন্যাস করিয়া অমৃতপ্লাবন করত পাদ্য পাত্রাদিতে তত্ত্বাদির অর্ঘ্যযুক্ত আসন কল্পনা করিবে। তাহার পর সংহিতা দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মন্ত্রে অমৃতীকরণ, তৃতীয় মন্ত্রে বিশোধন, চতুর্থ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, পঞ্চম মন্ত্রে অবলোকন ও ষষ্ঠ মন্ত্রে রক্ষা বিধান, চতুর্থ মন্ত্রে কুশপুঞ্জ দ্বারা অর্ঘ্য জলে অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক আত্মা ও দ্রব্যাদিকেও পুনর্ব্বার অর্ঘ্যজলে অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্প জলে পূজা দ্রব্যাদিকে পৃথক্ পৃথক্ শোধন করিবে। সদ্য মন্ত্র দ্বারা গন্ধ, বামদেব মন্ত্রে বস্ত্র, অঘোর মন্ত্রে আভরণ, পুরুষ মন্ত্রে নৈবেদ্য ও ঈশান মন্ত্রে পুষ্পসমূহকে অভিমন্ত্রিত করিবে; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য শিব-গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য সদ্যাদি ব্রহ্মাঙ্গ দ্বারা ও পঞ্চাক্ষর মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে সেই সকল গন্ধাদি মূল মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথক অর্ঘ্য ধূপ আচমনীয় দান করিয়া ও ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কবচ মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন ও অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। এইরূপে দ্রব্য শুদ্ধি করিবে। তাহার পর প্রথমতঃ হৃদয় মন্ত্রে অর্ঘ্যোদক ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা শোধন পূর্ব্বক পূজা প্রভৃতি রক্ষা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য শুদ্ধি করিয়া পূজা সমর্পণের জন্য মৌনাবলম্বনে পুষ্পাঞ্জলি দান করত প্রণবাদি নমোঽন্ত সকল মন্ত্র জপ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবে, ইহাই মন্ত্র শুদ্ধি ॥ ২—১৯ ॥ পরে প্রথমতঃ সামান্যার্ঘ্য-পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সংহিতা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধেনু মুদ্রা বন্ধন করিবে। তাহার পর কবচের দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র মন্ত্রে রক্ষা করিবে। অনন্তর পর্য্যুষিত পূজাকে গায়ত্রী দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া সামান্যার্ঘ্য দান করত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, আচমনীয় স্বধান্ত বা নমোঽন্ত মন্ত্র দান করিয়া ব্রহ্মমন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে ও "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে নির্ম্মাল্য অপনোদন করিয়া ঈশানকোণে চণ্ডকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া আসন মূর্ত্তি চণ্ডকে সামান্য অস্ত্রে ও লিঙ্গপীঠ পাশুপত মন্ত্রে শোধন করিয়া মস্তকে পুষ্প স্থাপন করত পূজন করিবে। ইহাই লিঙ্গশুদ্ধি। কূর্ম্মপৃষ্ঠে আসন, তদুপরি বীজাঙ্কুর, তাহার উপর ব্রহ্মশিলাতে অনন্তনাল, সেই অনন্ত-নাল সুষিরে সূত্র পত্র কণ্টক কর্ণিকা কেশর ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য সূর্য্য সোম অগ্নি ও পূর্ব্বোক্ত বামাদি কেশরে শক্তিসমূহকে ও কর্ণিকাতে মনোন্মনের সহিত মনোন্মনীকে ধ্যান করিয়া সংক্ষেপে "অনন্তাসনায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আসন কল্পনা করিবে। তদুপরি নিবৃত্তি আদি কলাময় ষট্‌কোষযুক্ত কর্ম্মকলাঙ্গ (অর্থাৎ যাহার অঙ্গ হইতে কর্ম্মগতি উৎপন্ন হইয়াছে) বেদ নিদান (অর্থাৎ যাঁহার দেহ হইতে কর্ম্মকলাঙ্গ বেদ উৎপন্ন হইয়াছে) সদাশিবকে চিন্তা করিবে। পুষ্পযুক্ত উভয় করে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্প মর্দ্দন করিয়া আবাহন মুদ্রা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ হৃদয়াদি মস্তকে স্থাপন করত হৃদয়মন্ত্রের সহিত মূল মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া সদ্য মন্ত্র দ্বারা বিন্দু স্থান অপেক্ষা অভ্যধিক দীপশিখাকার সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বতোহস্ত ব্যাপ্য ব্যাপক দেবকে আবাহন করিয়া স্থাপন করিবে। পূর্ব্ববৎ শিবশক্তি সমবেত হৃদয় মন্ত্রে পরমীকরণ ও অমৃতীকরণ, হৃদয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্রের সহিত সদ্যমন্ত্রে আবাহন, হৃদয় মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বামদেব মন্ত্রে স্থাপন ও ঐ প্রকার অঘোর মন্ত্রে সন্নিরোধন, পুরুষ মন্ত্রে সান্নিধ্যকরণ, এবং ঐ প্রকার হৃদয় মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশান মন্ত্রে পূজা করিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চ মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্রে

আপনার দেহ নির্ম্মাণ ও দেবের এবং বহ্নিরও দেহ নির্ম্মাণ করিবে॥ ২০—২৪॥ পরে প্রতিবিম্ব ধ্যানকরিয়া মূলমন্ত্রে নমস্কারপর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া স্বধান্ত করিয়া আচমনীয়, স্বাহান্ত করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা অর্ঘ্য দান করিবে অর্ঘ্য সর্ব্ববিষয়েই নমস্কারান্ত মন্ত্র। বৌষট্ অন্ত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি কিংবা সকল নমস্কারান্ত করিয়া হৃদয় মন্ত্রের দ্বারা ঈশান মন্ত্রের দ্বারা কিংবা রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা অথবা ওঁ নমঃ শিবায় এই মূলমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত করিয়া পুনর্ব্বার ধূপ আচমনীয় দান করিয়া ষষ্ঠমন্ত্র দ্বারা পুষ্প নিঃসরণ পূজা বিসর্জ্জন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রোদকে স্নান করাইবে। পরে পঞ্চামৃতাদির অভিষেক করিয়া ঈশানমন্ত্রে প্রতি দ্রব্য অষ্টপুষ্প অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প ধূপ আচমনীয় প্রভৃতি দান করত 'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে পুষ্পাপসরণ করিবে। তাহার পর পিষ্ট আমলকাদির সহিত শুদ্ধোদকে মূলমন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর হরিদ্রাদি চূর্ণের সহিত উষ্ণোদক দ্বারা পীঠযুক্ত লিঙ্গমূর্ত্তিকে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্রাধ্যায় পাঠ করত নীলরুদ্র, ত্বরিত ও রুদ্রমন্ত্র এবং পঞ্চব্রহ্মমন্ত্র ও "নমঃশিবায়" এইমন্ত্রে গন্ধোদক পুষ্পোদক সুবর্ণোদক ও মন্ত্রোদক দ্বারা স্নান করাইবে। এইরূপ অভিষেক, লিঙ্গ মস্তকে পুষ্প স্থাপন করিয়াই করিবে, কদাচ লিঙ্গ মস্তক শূন্য করিবে না; কারণ যাহার রাজ্যে লিঙ্গ মস্তক শূন্য লক্ষণ থাকিবে, তাহার রাজ্যে অলক্ষ্মী, মহারোগ, দুর্ভিক্ষ ও বাহনক্ষয় হইতে থাকে। অতএব রাজা ধর্ম্মকামার্থ মুক্তির নিমিত্ত এই নিয়ম কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। লিঙ্গ মস্তক শূন্য হইলে রাজ্য এবং স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকেন॥ ২৫—৩০॥ এইরূপ স্নান করাইয়া অর্ঘ্য দান করিবে, তাহার পর বস্ত্র দ্বারা সম্মার্জ্জন করিয়া মূল মন্ত্রে বস্ত্র অলঙ্কারাদি দান করিবে এবং ধূপ, আচমনীয়, দীপ, নৈবেদ্যাদি মূল মন্ত্রে নিবেদন করিয়া লিঙ্গ মস্তকে প্রণব দ্বারা পূজন ও শোধন করিবে। নীরাজন ও দীপাদি দান করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন, কবচ দ্বারা অবগুণ্ঠন, ষষ্ঠ মন্ত্রে রক্ষণ, এইরূপ লিঙ্গ মস্তকে, লিঙ্গমধ্যে ও লিঙ্গের অধোভাগে সাধারণ কার্য্য করিবে। পরে মূলমন্ত্রে নমস্কার করিয়া আবাহন, স্থাপন, সন্নিরোধকরণ, সান্নিধ্যকরণ, পাদ্য, আচমন, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, আচমন, হস্তোদ্বর্ত্তন মুখবাসাদি উপচার সকল নিবেদন করিয়া, ব্রহ্মমন্ত্র জপ ও পাদাদি অঙ্গের উপচারক্রমে পূজা করিবে। পরে সকল ধ্যান, নিষ্কল স্মরণ পরাবর ধ্যান, মূল মন্ত্র জপ, দশাংশ ব্রহ্মাঙ্গ জপ, পূজাসমর্পণ, আত্ম নিবেদন, স্তুতি, নমস্কার প্রভৃতি এবং বামে গুরু পূজা ও দক্ষিণে গণেশ পূজা করিবে। কি দেবগণ কি দ্বিজগণ সকলেরই সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত আদিতে এবং অন্তে জগদীশ্বর বিশ্বেশকে পূজা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি লিঙ্গ মূর্ত্তিতে কিংবা স্থণ্ডিলে দেব শিবকে পূজা করিয়া থাকে, সে এক বৎসর এইরূপ কার্য্য করিলেই শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। আর যে লিঙ্গ মূর্ত্তিতে পূজা করে, সে ষণ্মাসের মধ্যেই শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে, ইহা আর বিচার্য্য নহে। সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে, মানবগণ প্রদক্ষিণ পাদ ক্রমে শত অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; অতএব সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত পূজা করিবে। এইরূপ পূজা করিলে ভোগার্থী ব্যক্তি ভোগ লাভ করিয়া থাকে, রাজ্যার্থী ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিয়া থাকে, পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র শ্রেষ্ঠ লাভ করিতে সমর্থ হয় ও রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি, যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, ঐ পূজাবলে মানবগণ তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হইবে॥ ৩১—৪১॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, হে সনৎকুমার! এক্ষণে শিব পরিভাষিত শিবাগ্নি কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সম্মুখস্থ সুসংস্কৃত দেশে পূর্ব্বাগ্র ও উত্তরাগ্র সূত্রত্রয় করিবে। পরে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে যত্নপূর্ব্বক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে; নিত্য হোমাগ্নিকুণ্ড মেখলাত্রয়যুক্ত নির্ম্মাণ করিবে। 'মেখলা' (হোমকুণ্ডের উপরিস্থ বেষ্টন বিশেষ) হস্ত প্রমাণ চারি অঙ্গুলি তিন অঙ্গুলি ও দুই অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ করিবে ও হস্ত প্রমাণ কণ্ড করিবে মেখলোপরি অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় প্রাদেশ প্রমাণ যোনি নির্ম্মাণ করিবে ও যথাবিধি অষ্টপত্র ও কর্ণিকাযুক্ত প্রাদেশ প্রমাণ ব্রহ্মনাভি নির্ম্মাণ করিবে। অস্ত্রমন্ত্রে উল্লেখন ও বর্ম্ম মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। পরে কুণ্ড অবলোকন করিয়া ষড় রেখা করিবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপ প্রাগগ্র ও উত্তরাগ্র তিন তিন রেখা করিবে। পরে বর্ম্ম মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে শমী ও পিপ্পল বৃক্ষসম্ভূত ষোড়শ অঙ্গুলি পরিমিত অরণী কাষ্ঠে (রং) এই বহ্নি বীজ দ্বারা বহ্নি-মন্থন করিয়া হৃদয় মন্ত্রে শক্তি ন্যাস করত হোম কুণ্ডে বহ্নি নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ যথাবিধি অগ্ন্যাধান করিয়া মৌন ভাব অবলম্বনে প্রাদেশ পরিমিত যজ্ঞিয় কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত বহ্নি সংযুক্ত করিবে। পরে যথাবিধি অষ্টদিকে জল দ্বারা পরিসমূহন করিবে। তাহার পর পূর্ব্বাদি দিকে অনুক্রমে পরিস্তরণ করিবে;—যথা পূর্ব্বদিকে উত্তরাগ্র করিয়া, দক্ষিণ দিকে প্রাগগ্র করিয়া, পশ্চিম দিকে উত্তরাগ্র করিয়া ও উত্তর দিকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া পরিস্তরণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রাগ্নি দৈবতকে আবাহন করিবে এবং দক্ষিণে যমাগ্নি দৈবতকে, উত্তরে চন্দ্রাগ্নি দৈবতকে ও পশ্চিমে বরুণাগ্নি দৈবতকে আহ্বান করিবে। কুশসমূহে পাত্র সকল দ্বন্দ্বভাবে, অর্থাৎ দুই দুই করিয়া স্থাপন করিবে। দ্রব্য সকল অধোমুখ করিয়া উত্তর দিকে রাখিবে। তাহার উপরে দর্ভ সকল বিন্যাস করিবে এবং শিবকে দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিবে ও মূল মন্ত্রে পূজা করিয়া পরে হোম করিবে। পরে পুনর্ব্বার প্রোক্ষণীপাত্র গ্রহণ করত জলে পরিপূর্ণ করিবে। আর সেই জলের উপর প্রাদেশ পরিমিত কুশদ্বয় স্থাপন করিবে। তাহার পর কুশাগ্রকে "বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ" এই মন্ত্রে সিক্ত করিবে এবং সকল পাত্র বিস্তারিত করিয়া বিধানানুসারে প্রোক্ষণ করিবে ও প্রণীতা পাত্র (যজ্ঞিয় পাত্র বিশেষ) গ্রহণ করত জলে পরিপূর্ণ করিবে। পরে সেই অন্য উদকযুক্ত কুশাগ্র দ্বারা আচ্ছাদন করত

ষ্ঠ দ্বারা নাসিকা-সমীপে সেই পাত্র উত্তোলন করিয়া শানকোণে স্থাপিত করিবে। আর পশ্চিম উত্তর কোণে াজ্য স্থাপন করিবে। পরে ভস্মমিশ্রিত অঙ্গার উপবেষ াষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করত পশ্চিম-উত্তর কোণে স্থাপন করিয়া াহাতে ঘৃত তপ্ত করিবে। তৎপরে অগ্নিতে কুশ সকল জ্বালিত করিয়া প্রজ্বালিত কুশত্রয় দ্বারা পর্য্যগ্নিকরণ রিবে। অনন্তর সেই প্রজ্বালিত কুশ সকল সেই হ্নতে নিক্ষেপ করিয়া বহ্নি সমীপে ঘৃত স্থাপন রিবে॥১—২০॥ তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত কুশদ্বয় যথাবিধি ক্ষালন করিয়া সেই সকল তরুণ সংজ্ঞক দর্ভের সহিত নর্ব্বার নয়টী দর্ভ দ্বারা পর্য্যগ্নিকরণ করিবে এবং াবার পর্য্যগ্নিকরণ করিয়া সেই ঘৃতপাত্র নামাইবে। ারে ক্রমশ পাত্রকে উত্তর পশ্চিম কোণে স্থাপন করিবে। াহার পর উপবেষ কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া উত্তর শ্চিম কোণে সেই কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া প্রক্ষালন করত ই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা প্রবাহ ক্রমানুসারে াজ্ঞিকোক্ত পদ্ধতি অনুসারে) পবিত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া লমন্ত্রে আজ্যোৎপবন করিবে। পরে সেই ঘৃতসিক্ত বিত্রদ্বয়কে অভ্যুক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। হে সুব্রত! স্রুক স্রুব অরত্নি প্রমাণ সর্ব্বলক্ষণান্বিত ও সুবর্ণ নির্ম্মিত বিধেয়, কিংবা রজত নির্ম্মিত করিবে, ইহাও বিধি াছে। তাহাও না হইলে যজ্ঞিয় কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। হাও বিধি জানিবেন। ঐ স্রুক স্রুব অরত্নি পরিমিত দীর্ঘ হইবে, তাহার মুখে গর্ত্ত থাকিবে। দণ্ডমূল ষড়ঙ্গুলি বিস্তৃত হইবে। কণ্ঠনাল তিন অঙ্গুলি বিস্তৃতি হইবে। মুখ মূলের ায় হইবে। দণ্ড গোপুচ্ছ-সদৃশাকার হইবে। আর স্রুবের অগ্রভাগ নাসিকার ন্যায় হইবে এবং পুটদ্বয়যুক্ত ও মুক্তাদি র্ণ হইবে। পূর্ণাহুত্যাদি প্রয়োজনীয়, বৃহৎ স্রুব বিধান িতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ স্রুব ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ ও অষ্টাঙ্গুলি বিস্তারযুক্ত হইবে ও উচ্চে চারি অঙ্গুল হইবে, ঐ পরিমাণ সূত্রদ্বারা সমান করিয়া লইবে। সেই স্রুবের মুখ দৈর্ঘ্য বিস্তারে সপ্তাঙ্গুলি হইবে। অগ্রভাগ দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ করিয়া তাহার পর অবশিষ্ট ভাগদ্বয় বক্ষ্যমাণ প্রকারে অগ্র হইতে স্বতন্ত্ররূপে নির্ম্মাণ করিবে। অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ দীর্ঘ বেদি নির্ম্মাণ করিবে, ঐ বেদির বিস্তারও অষ্টাঙ্গুল হইবে। তাহার মধ্যে চারি অঙ্গুল পরিমিত গর্ত্ত করিবে। ঐ বিল সুবৃত্ত অষ্টপত্রযুক্ত কর্ণিকা বিভূষিত হইবে। ঐ বিলের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ পাট্রিকা করিবে ও সেই বিলের বাহিরে বিকশিত পত্রচিত্রিত পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে, পরে সেই পদ্মের বাহিরে যবদ্বয় প্রমাণ পাট্রিকা নির্ম্মাণ করিবে। বেদির মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্ত করিবে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত বেদীর শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত গর্ত্ত করিবে। নাল দণ্ড ষড়ঙ্গুল হইবে, দণ্ডাগ্রে অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া বাড়াইয়া চারি অঙ্গুল পরিমিত দণ্ডিকাত্রয় করিবে। আর ঐ দণ্ডেরমূলে ত্রয়োদশ অঙ্গুল দীর্ঘ শিরোভাগ করিতে হইবে। কম্বু গ্রীব কুম্ভ দুই অঙ্গুল পরিমিত হইবে। নাভি দশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। বেদি মধ্যে ঐরূপ দশ অঙ্গুলি পরিমিত পদ্ম পৃষ্ঠাকার নাভি করিয়া দুই অঙ্গুলি প্রমাণ কর্ণিকাকার পাদ নির্ম্মাণ করিবে। সেই স্রুবের পৃষ্ঠ গজোষ্ঠ সদৃশাকার হইবে। অভিচারাদি কার্য্যে ঐ স্রুব কৃষ্ণ লৌহে নির্ম্মাণ করিবে। পরে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক কুশ দ্বারা ঐ স্রুক স্রুব মার্জ্জিত করিবে। পরে অগ্র দ্বারা অগ্রভাগ সংশোধন করিবে। মধ্য দ্বারা মধ্যভাগ ও মূল দ্বারা মূলভাগ শুদ্ধ করিবে॥২১—৪০॥ তাহার পর যথাবিধি হৃদয়মন্ত্রে অগ্নিতে তাপিত করিবে। আজ্যস্থালী প্রণীতাপাত্র ও প্রোক্ষণীপাত্র এই তিন পাত্র সুবর্ণ নির্ম্মিত বা রৌপ্যনির্ম্মিত বা তাম্রনির্ম্মিত কিংবা মৃণ্ময় করিবে। শান্তিক পৌষ্টিক কর্ম্মে ইহার অন্যথা করিবে না। অভিচার কর্ম্মে ঐ পাত্র লৌহ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। শান্তিক কার্য্যে ঐ পাত্র মৃণ্ময় করিবে। ঐ পাত্রের মুখভাগ ষড়ঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। প্রোক্ষণী পাত্র দুই অঙ্গুল উচ্চ হইবে, প্রণীতাপাত্র চারি অঙ্গুল ও আজ্যস্থালী ষড়ঙ্গুল উচ্চ হইবে। যে সকল সমিধ দ্বারা হোম হইবে, সেই সকল দ্বারাই পরিধি হইবে। ঐ সকল সমিধ মধ্যমাঙ্গুলির ন্যায় বিশাল সরল ও ব্রণশূন্য হইবে। দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলি দীর্ঘ পরিধিত্রয় করিবে। অঙ্গুলি-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রদক্ষিণভাবে গ্রথিত দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ত্রিংশৎ কুশ দ্বারা পরিস্তরণ করিবে। অভিচারাদি কার্য্যে শিবাগ্ন্যাধান ব্যতীত সকল কার্য্য করিবে। অভিচার কার্য্যে সমিধ সকল অকোমল দৃঢ় দেখিয়া সংগ্রহ করিবে। আর সামান্য সমিধ সরল স্থূল সুষম স্নিগ্ধ ব্রণশূন্য কনিষ্ঠাঙ্গুল প্রমাণে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত হইবে। ইহাই সর্ব্বকার্য্যে সমিধ পরিমাণ জানিবেন। গব্যঘৃত হোমে প্রশস্ত, তাহা অপেক্ষা কপিলা গোদুগ্ধ অতিশয় প্রশস্ত। আহুতি স্রুব পরিপূর্ণ করিয়া করিবে ইহাই আহুতি পরিমাণ। চরু প্রভৃতি অন্ন অক্ষ (পরিমাণ বিশেষ) পরিমিত করিয়া তাহার দ্বারা হোম করিবে। হোমে, তিল শুক্তি পরিমিত হইবে। যব অর্দ্ধ শুক্তি পরিমিত ও ফল সকল স্ব স্ব প্রমাণ হইবে। আর স্রুক পাত্রে চতুঃস্রুব পরিমিত ঘৃত লইয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে। স্বিষ্টকৃৎ হোমে পূর্ণাহুতের অর্দ্ধেক পরিমাণ, আর অবশিষ্ট সকলের ঐ পরিমাণ জানিবে। শান্তিক পৌষ্টিক হোম শিবাগ্নিতে করিবে। মোহন উচ্চাটনাদি লৌকিকাগ্নিতে বিধেয়। সাধকেরা সকল কার্য্য শিবাগ্নি নির্ম্মাণ করিয়া সপ্ত জিহ্বা কল্পনা করত করিবে, ইহাই বিধি। অথবা জিহ্বা মাত্র কল্পনা দ্বারাই শিবাগ্নি সিদ্ধ হয় বলিয়া জিহ্বা মাত্র কল্পনা করিয়া সকল কার্য্য করিবে॥ ৪১—৫৬॥

ওঁ বহুরূপায়ৈ মধ্যজিহ্বায়ৈ ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্র। ওঁ হিরণ্যায়ৈ ইত্যাদি। ওঁ কনকায়ৈ ইত্যাদি। ওঁ রক্তায়ৈ ইত্যাদি। ওঁ কৃষ্ণায়ৈ ইত্যাদি। ওঁ সুপ্রভায়ৈ ইত্যাদি। ওঁ অতিব্যক্তায়ৈ ইত্যাদি। ওঁ বহুরূপে ইত্যাদি। স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নি সংস্কার করিবে। অথবা বহ্নি কার্য্যে ও নৈমিত্তিক কার্য্যে যথোক্ত বিধি অনুসারে শিবাগ্নি নির্ম্মাণ করিবে, সেই বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। ফড়ন্ত ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ তাড়ন ও প্রোক্ষণ করিবে। চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষণ ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা খনন ও উৎকিরণ আদ্য মন্ত্র দ্বারা পূরণ ও সমীকরণ। বৌষডন্ত মন্ত্র দ্বারা সেচন,

ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা কুট্টন নিবৃত্তি, কলা মন্ত্র দ্বারা কুণ্ড পরিকল্পন; অঘোর বাম, সদ্য, এই তিন মন্ত্র দ্বারা কুণ্ড-মেখলাকরণ চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডার্চ্চনা, আদ্য মন্ত্র দ্বারা রেখা চতুষ্টয় সম্পাদন, ষড়ন্ত ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা বজ্রীকরণ অর্থাৎ দৃঢ়ীকরণ ও আদ্য মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্পদের স্থাপন করিবে। এই অষ্টাদশপ্রকার কুণ্ড সংস্কার বিধেয়। এইরূপ কুণ্ড সংস্কারের পর অক্ষপাটন (অর্থাৎ তুষ দ্বারা আচ্ছাদন) করিয়া ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা বিষ্টর ন্যাস করিবে ও আদ্য মন্ত্র দ্বারা হীরকাসনে (ওঁ হ্রাং বাগশ্বরীং শ্যামবর্ণাম্) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাগীশ্বরীর আবাহন করিবে। ওঁ বাগীশ্বরীং পূজয়ামি এই বলিয়া পূজা করিবে। পুনর্ব্বার একবক্ত্রং চতুর্ভুজং শুদ্ধস্ফটিকাভং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাগীশ্বরের আবাহন করিবে। পরে স্থাপন সন্নিধান সন্নিরোধ ও ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ এই বলিয়া পূজা পর্য্যন্ত সমাপন করিয়া বাগীশ্বরীর সংস্কার করত গর্ভাধান ও অগ্নিসংস্কার করিবে। অরণী জনিত বা সূর্য্যকান্ত মণিজাত অথবা অগ্নিহোত্রজাত অগ্নি তাম্রপাত্রে বা শরাবে রাখিয়া আদ্যমন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ তাড়ন অভ্যুক্ষণ ও প্রক্ষালন করিবে এবং ঐ প্রথম মন্ত্রে ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবর্গসাধন অগ্নিকে ভ্রূমধ্য হইতে আবাহন করত আগ্নেয় মন্ত্র দ্বারা উদ্দীপিত করিবে। পুরুষ মন্ত্রের সহিত প্রথম মন্ত্র দ্বারা ধারণা ও সংহিতা মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা করিবে। পরে চতুর্থ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া ভূপাতিত জানু হইয়া শরাব উত্থাপন করিয়া কুণ্ডোপরি স্থাপন করিবে। তাহার পর চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা প্রদক্ষিণ করাইয়া আত্মসম্মুখে বাগীশ্বরীকে ধ্যান করত গর্ভাধান মধ্য সময়ে গর্ভনাড়ীতে বৌষড়ন্ত আদ্য মন্ত্র দ্বারা কমল প্রদান করিবে। অনন্তর কুশার্ঘ্য দান করিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ প্রদান গর্ভাধান (অর্থাৎ গর্ভরূপী বহ্নির আধান) ও প্রজ্বালন করত আদ্য সদ্য মন্ত্রদ্বারা পূজন, বামদেব মন্ত্র দ্বারা পুংসবন ঐ দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা পূজন, অঘোর মন্ত্র দ্বারা সীমন্তোনয়ন ও ঐ তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৪১—৭৩ ॥ অবয়ব ব্যাপ্তি, বক্ত্রোদ্ঘাটন বক্ত্র নিষ্কৃতি করণ তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা করিবে। পুরুষ মন্ত্র দ্বারা গর্ভজাত কর্ম্ম, চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা পূজন, ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা সূত শুদ্ধির নিমিত্ত প্রোক্ষণ, ও কুশাস্ত্র মন্ত্র দ্বারা অগ্নিরূপ পুত্রের বক্ত্রে রক্ষা করিবে। অগ্নি কোণে মূল, ঈশান কোণে অগ্র, নৈঋত কোণে মূল, বায়ু কোণে অগ্র ও বায়ু কোণে মূল এবং ঈশান কোণে অগ্র রাখিয়া কুশ আস্তরণ করিবে। পরে লাশাপনোদনের নিমিত্ত অগ্র ও মূলে ঘৃতাক্ত করিয়া সমিধকে ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা আহুতি দান করিবে। সদ্যোজাত মন্ত্র ত্যাগ করিয়া বামাদেবাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা পরিধিযুক্ত বিষ্টর ন্যাস করিবে। প্রথম মন্ত্র দ্বারা ভদ্রাসনোপরি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা করিবে এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ও বজ্রাদি শূলপর্য্যন্ত লোকপালগণের অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবে। পরে বাগীশ্বর বাগীশ্বরীর পূজা করিয়া বাগীশ্বরকে বিসর্জ্জন করত হোমদ্রব্য সকল বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর স্রুক স্রুব সংস্কার ও পূর্ব্ববৎ নিরীক্ষণ প্রোক্ষণ তাড়ন অভ্যুক্ষণাদি করিয়া স্রুক স্রুব দুই হস্তে লইয়া

প্রথম মন্ত্র দ্বারা সংস্থাপন ও তাড়ন করিবে, এবং স্রু
স্রুবের উপরে মূল, মধ্য ও অগ্রেতে তিনবার দর্ভদ্বারা অ
লেখন করিয়া স্রুক শক্তিকে ও স্রুব শম্ভুকে দক্ষিণপা
কুশোপরি "শক্তয়ে নমঃ শম্ভবে নম" এই মন্ত্রদ্বারা স্থা
করিবে ॥ ৭৪—৭৯ ॥ তাহার পর চতুর্থ মন্ত্রে সমীপব
সূত্র দ্বারা স্রুক স্রুবদ্বয়কে বেষ্টন করিবে ও অর্চ্চনা করি
পরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন করি
ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা বিধান করত পূর্ব্বোক্ত স্রুক্
সংস্কার করিবে এবং পুনর্ব্বার অজ্যসংস্কার ও নিরীক্ষণ
করিতে হইবে। ইহাই বিধান। ঘৃত পাত্রকে ঈশ
কোনে ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা বেদীর উপরে স্থাপন করিয়া ঘৃত তা
করিবে। তৎপরে বিতস্তি প্রমাণ কুশপবিত্রের অগ্রভ
বামহস্তের অনামিকাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ও মূলভাগ দ
হস্তের অনামিকাঙ্গুষ্ঠদ্বারা গ্রহণ করিয়া অগ্নিশিখায় উৎপ
করিবে ও পুনর্ব্বার ছয় গাছা দর্ভ পূর্ব্বের ন্যায় ক
স্বদেহ সংপ্লবন করিবে এবং স্বাহান্ত আদ্য মন্ত্রদ্ব
কুশদ্বয়কে পবিত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রথম মন্ত্রে
নিক্ষেপ করিবে। ইহাই পবিত্রীকরণ বিধি। পরে দু
দর্ভগ্রহণ করত অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ঘৃতপাত্র তিন
ভ্রমণ করাইবে। তাহার পর সেই দর্ভদ্বয়কে প্রো
করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই নীরা
বিধি। তাহার পর আবার দর্ভ গ্রহণ করিয়া কী
নিরীক্ষণ করত অর্ঘ্যজলে, প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অ
নিক্ষেপ করিবে, ইহাই অবদ্যোতন বিধি।
দুইটী দর্ভ গ্রহণ করিয়া অগ্নি শিখা দ্বারা ঘৃত নিরীক্ষণ করি
তৎপরে অন্য দর্ভের সহিত পবিত্র গ্রহণ করিয়া সেই পবি
দ্বারা প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করত ঘৃতকে তিন ভাগে বি
করিবে, তাহার মধ্যে দুই ভাগ শুক্লপক্ষ নামক ও এক
কৃষ্ণপক্ষ নামক, এইরূপ পৃথক করিবে। পরে সেই কৃষ্ণ
নামক প্রথম ভাগ হইতে স্রুবে ঘৃত গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অ
স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে শুক্লপক্ষ নামক দ্বিতীয়
হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ও সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্র
হোম করিবে ও ঐ শুক্লপক্ষ নামক তৃতীয়
হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বা
এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করত "ওঁ অ
স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। পরে পুন
কুশ সহিত পবিত্র গ্রহণ করিয়া নমোহন্ত সংহিতা মন্ত্র
অভিমন্ত্রিত করিবে। এইরূপ অভিমন্ত্রণ করিয়া ধেনু
প্রদর্শন, কবচ দ্বারা অবগুণ্ঠন ও অস্ত্রমন্ত্রে সংরক্ষণ করি
তৎপরে সংস্কৃত পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ই
আজ্য সংস্কার বিধি। শক্তি বীজ (হ্রীং) দ্বারা স্রুক
ঘৃত গ্রহণ করিয়া হোম দ্রব্যে মণ্ডলাকারে ঘৃত ধারা নি
করিবে। পরে "ওঁ ঈশানমূর্ত্তয়ে স্বাহা ওঁ তৎপুরুষব
স্বাহা ওঁ অঘোরহৃদয়ায় স্বাহা, ওঁ বামদেবায় গুহ্যায়
ওঁ সদ্যোজাতমূর্ত্তয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ হোম কি
ইহাই বক্ত্রোদ্ঘাটন বিধি। ওঁ ঈশানমূর্ত্তয়ে তৎপুরুষব
স্বাহা, ওঁ তৎপুরুষবক্ত্রায় অঘোরহৃদয়ায় স্বাহা, ওঁ অ
হৃদয়ায় বামগুহ্যায় সদ্যোজাতমূর্ত্তয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র

বক্ত্র সন্ধান বিধেয়। ওঁ ঈশান ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা বক্ত্রৈকীকরণ করিবে। এ সকল কার্য্য শিবাগ্নি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে করিবে। অথবা কেবল জিহ্বা হোম ও শান্তিকাদি কার্য্য করিবে। গর্ভাধানাদি কার্য্যে যোনিবীজ দ্বারা দশাহুতি বা পঞ্চাহুতি দান করিবে। পরে শিবাগ্নিতে পূর্ব্ববৎ দিব্য পরম-আসন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবাহন ন্যাস প্রভৃতি অর্চ্চনা, যেমন দেব মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা বিহিত, সেইরূপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবদেবকে নমস্কার করিবে ও সর্ব্বসম্মত সগর্ভ প্রাণায়ামত্রয় করিয়া পরিষেচন করিবে ও সমিধে ঘৃত ধারা নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই সমিধ প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। দুই অঘোর ভাগ করিয়া সদ্যোজাতাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই অঘোর ভাগদ্বয়ে ঘৃত দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে এবং চক্ষুর্দ্বয় কল্পনা করিয়া আজ্য ভাগদ্বয়কে উত্তরে "অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণে 'সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে হোম করিবে। হে সনৎকুমার! পশ্চিমাভিমুখ শিবাগ্নির দক্ষিণ চক্ষু উত্তর নয়ন এবং উত্তর চক্ষু দক্ষিণ নয়ন হইয়া থাকে। সেই চক্ষুমধ্যে মূল মন্ত্র দ্বারা দশবার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। চরু হোম করিলে যে ফল আর সমিধ দ্বারা হোম করিলেও সেই ফল জানিবে। পরে মূল মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দান করিবে ॥ ৮০—১০২ ॥ সকল আবরণ দেবতার ঈশানাদি ক্রমে ও শক্তিবীজ ক্রমে পাঁচ পাঁচ করিয়া আহুতি দান করিবে। পরে অঘোর মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। আর স্বিষ্টকৃৎ হোম পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় বিধেয়। এই তিন প্রকার সুশোভন অগ্নি কার্য্য কথিত হইল। হে মহামুনে! অবসর অনুসারে নিত্য এইরূপ হোম কর্ত্তব্য। এইরূপ হোম করিলে জীবনান্তে স্বর্গ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তি লাভ হইয়া থাকে এবং কোন কালেও আর নরক লাভ হয় না। ত্রিবর্গসাধক ব্যক্তি পরহিংসাশূন্য হোম করিবে। আর মুমুক্ষু ব্যক্তি হৃদিস্থ শিবাগ্নিকে চিন্তা করত ধ্যান যজ্ঞ দ্বারা হোম করিবে এবং সর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্বজগৎপতি শিবকে অবগত হইয়া প্রাণায়াম করত ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ত হোম করিবে; কারণ বাহ্য হোমানুধ্যায়ী ব্যক্তি ভেদরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাষাণময় প্রদেশে কষ্ট পাইতে থাকে ॥ ১০৩—১০৮ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন;—শিবভক্ত ব্রাহ্মণ শিবের চিন্তায় তৎপর হইয়া দেবদেব পরমেশ্বর শিবকে পূজা করিবে। অগ্নিমূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রজ ভস্ম গ্রহণ করিয়া পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ ঐ ভস্ম দ্বারা [illegible]রিত করিবে। যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক উত্তর মুখ হইয়া ব্রাহ্ম তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে। পরে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মা শিবের শরীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রণব এবং পূর্ব্বোক্ত ঐ মন্ত্র দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে। হে সুব্রত! অগ্নিকার্য্য এবং সমস্ত পূজা ও পূর্ব্বের ন্যায় [illegible]লধারী অঘোরেশ্বরের পূজা, সকল পূজা হইতে অধিক। সেই প্রভু অঘোরেশ্বরের মন্ত্র-বিভিন্ন এবং ঐ অঘোরের ধ্যানও ভিন্ন। তাহা বলিতেছি। তাঁহার মন্ত্র, অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥ ১—৬ ॥ অঘোরেভ্যঃ প্রশান্তহৃদয়ায় নমঃ, ঘোরেভ্যঃ সর্ব্বাত্মব্রহ্মশিরসে স্বাহা, ঘোরঘোরতরেভ্যঃ জ্বালামালিনে শিখায়ৈ বষট্ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যঃ পিঙ্গল কবচায় হুং—নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ নেত্রত্রয়ায় বষট্, সহস্রাক্ষায় দুর্ভেদায় পাশুপতয়ে হুং ফট্। এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে পূজাবিধি কহিতেছি। স্নানের পরে আচমনপূর্ব্বক আপনার শরীর অভ্যুক্ষণ করত যথাবিধি অঘমর্ষণজপ এবং তর্পণ করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান ও সূর্য্যের পূজা করিবে। অঘোর পূজাতে সমস্তই সমান, কেবল মন্ত্র ভিন্ন করিবে। পূজক, ষড়ধ্বশুদ্ধি দ্বারপূজা এবং বাস্তুর পূজা করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করত অগ্রে করশোধন করিয়া বিরক্তিরূপ অনল দ্বারা সমস্ত ব্যবহার দগ্ধ করত নাসিকার অগ্রস্থিত হস্তকমলে সেই ভস্ম স্থাপন পূর্ব্বক সেই ব্যবহার ভস্ম বায়ু দ্বারা প্রেরণ করিয়া পবিত্রজলে শোধন করত ব্রহ্মময় সেই ভস্মে শক্তির সহিত ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করিবে ॥ ৭—১০ ॥ অঘোর সংজ্ঞক মন্ত্রকে পাঁচভাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে পঞ্চাঙ্গ ভস্ম দ্বারা বিলিপ্ত করিবে। এইপ্রকার পূর্ব্বকথিত জ্ঞানযুক্ত ক্রিয়াকে পূর্ব্বোক্তরূপে যথাবিন্যাস করিয়া ত্রিনেত্র অঘোর মূর্ত্তির সহিত ন্যাস করিবে। হৃদয়ে উত্তম আসনে অবস্থিত চিন্তা করত নাভিদেশে অগ্নিগত, স্মরণ করিয়া ভ্রূমধ্যে দীপশিখার ন্যায় প্রভুকে চিন্তা করিবে। পরে ধ্যানপ্রকার বলিতেছি। শান্তি, বীজ অঙ্কুর, অনন্ত এবং ধর্ম্মাদি সংযুক্ত চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মূর্ত্তি সংযুক্ত, বামাদিযুক্ত, মনোন্মনী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তম আসনে পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত, ঈশ্বর স্বরূপ। যাঁহার দেহ অষ্টত্রিংশৎ কলাদ্বারা গঠিত, সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক ও মঙ্গলময়, যাঁহার অষ্টাদশ হস্ত, গজচর্ম্ম যাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার পরিধান বস্ত্র, যিনি সকলস্থানে অঘোর নামে খ্যাত, যিনি পরমেশ্বর, যিনি দ্বাত্রিংশৎ অক্ষররূপিণী দ্বাত্রিংশৎ শক্তি কর্ত্তৃক পরিবৃত, যিনি সকল আভরণে বিভূষিত, সমস্ত দেবতাগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, কপালমালা যাঁহার আভরণ, সর্প এবং বৃশ্চিক যাঁহার ভূষণ, যাঁহার মুখমণ্ডল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, যাঁহার মূর্ত্তি অতি মনোহর, কোটিচন্দ্রের তুল্য যাঁহার প্রভা, যিনি ললাটে চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন, যিনি শক্তির সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যে শম্ভুর একহস্তে খড়্গ, খেটক, পাশাস্ত্র, বিবিধ রত্ন দ্বারা চিত্রবিচিত্র অঙ্কুশ ও নাগকক্ষা নামক অস্ত্র। অপর হস্তে শরাসন, পাশুপতাস্ত্র, দণ্ড এবং খট্বাঙ্গ, অপর হস্তে বীণা, ঘণ্টা, বৃহৎশূল, দিব্য ডমরু, বজ্র, গদা এবং প্রদীপ্ত টঙ্ক ও অপর হস্তে মুদ্গর, সেই বরদানে সক্ত অভয়হস্ত, পূজনীয় পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে এবং পূজা করিবে। পরে অগ্নিতে হোম করিবে। কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত মন্ত্র ভিন্ন প্রকার কথিত হইয়াছে। বহ্নিপুরাণোক্ত বিধান দ্বারা আট প্রকার পুষ্পাদি এবং গন্ধাদি দ্বারা পূজা,

স্তুতি, আত্মনিবেদন ও কুণ্ডমধ্যে হোম করিবে। কুণ্ডমধ্যে হোম বলিয়া বহির্হোমাদি কথিত হইতেছে॥ ১১—২২॥ যথাবিধি মণ্ডল করিয়া যথাক্রমে রুদ্রেভ্যঃ মাতৃগণেভ্যঃ যক্ষেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ গ্রহেভ্যঃ রাক্ষসেভ্যঃ নাগেভ্যঃ নক্ষত্রেভ্যঃ বিশ্বগণেভ্যঃ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ এই মন্ত্র দ্বারা বলিপ্রদান করিবে। পরে বায়ুকোণ এবং পশ্চিম দিকৃভাগে ক্ষেত্রপাল বলি নিক্ষেপ করিবে। হে সুব্রত! পরে অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল প্রভৃতি যথাবিধি নিবেদন করিবে। এইরূপে নিবেদন করত বিসর্জ্জন করিয়া আট প্রকার পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পূজাতে এই সমস্তই সমান জানিবে। হে ব্রতানুষ্ঠায়িগণ! সংক্ষেপে অঘোরের পূজা হোম সকলই কহিলাম। লিঙ্গ অথবা স্থণ্ডিল উভয়েই অঘোরের পূজার বিধান আছে, কিন্তু লিঙ্গে পূজা করিলে স্থণ্ডিল হইতে কোটি গুণ ফল হইবে। যেরূপ পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ লিঙ্গার্চ্চনরত ব্রাহ্মণ মহাপাতকজাত পাপে লিপ্ত হয় না। লিঙ্গের দর্শন পুণ্যজনক, এবং দর্শন হইতে স্পর্শ শ্রেষ্ঠ। হে ব্রহ্মপুত্র! লিঙ্গের পূজা হইতে অধিক কিছুই নাই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপে সংক্ষেপে উত্তম অঘোরার্চ্চন বিধান কহিলাম, কোটি কোটি বর্ষ ধরিয়াও বিস্তারপূর্ব্বক বলা যায় না॥ ২৩—৩০॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে রোমহর্ষণ! হে সুব্রত! নন্দীর প্রভাব এবং শক্তিসম্মিত লিঙ্গের পূজাফল শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে পরমেশ্বর ত্রিশূলী সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে ক্ষত্রিয়দিগের হিতের নিমিত্ত মনুর নিকটে যে জয়াভিষেক বিধি কহিয়াছিলেন, তাহা কিরূপ? এবং ষোড়শ প্রকার উত্তম মহাদানই বা কিরূপ? হে সূত! আপনি বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আমাদিগের নিকট সেই সমস্ত বলুন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে প্রভু স্বায়ম্ভুব মনু জীবিতাবস্থায় আপনার শ্রাদ্ধ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করত দেবরাজ নীল লোহিতকে স্তব করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ভব তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া অতি বিনীত মনুকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলে, মনু তাহা দ্বারা অব্যয় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া নমস্কার এবং যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত হর্ষ গদ্‌গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন এবং নমস্কার করিতে লাগিলেন॥ ১—৬॥ হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে ভুবনেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। মহাদেবের প্রসাদে জীবচ্ছ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ হইয়াছে, এক্ষণে আমি আপনাকে পূজা করিলাম এবং তৎপরে দর্শনও করিলাম। হে দেবেশ! হে প্রভো! আপনি পূর্ব্বে ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদানে যোগ্য, যে জয়াভিষেক ইন্দ্রের নিকটে করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন। সূত কহিলেন, দেবদেব মহাদেব পরমেশ্বর ভগবান্ নীললোহিত মনুর নিকট সমস্ত জয়াভিষেক বিধি কহিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি রাজাদিগের হিতের কামনায় অপমৃত্যু এবং সমস্ত শত্রু জয়ের নিমিত্ত জয়াভিষেক বলিতেছি শ্রবণ কর॥৭—১১॥ সেনাপতি যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আপনাকে অভিষিক্ত করত রাজাকে অভিষিক্ত করিয়া সমরাঙ্গণে যুদ্ধ নিমিত্ত গমন করিবে। বেদ পারগ ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে মণ্ডপ, পানীয় শালা এবং নিশ্চল স্থান নির্ম্মাণ করিয়া নয় প্রকার বহ্নি স্থাপন করিবে। পরে সকলের অভিষেকের নিমিত্ত সেই মণ্ডপে সূত্রপাত করিবে। প্রথমে পূর্ব্বদিক হইতে পরে দক্ষিণদিক হইতে দুই হাজার চারি শত বর্ণসূত্র ক্ষেপ করিবে॥ ১২—১৪॥ উপরি লিখিত কোষ্ঠের শেষ কোষ্ঠকে শুভ বলিয়া জানিবে। ঐ উপরি লিখিত শেষ ভাগকে মধ্যস্থান করিবে। কোষ্ঠের বাহিরে চারিদিকে প্রথম রেখাতে একটী স্থান কল্পনা করিবে। পরে আর একটি পৃথক্ সূত্র গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে পশ্চিমাগ্র এবং উত্তরাগ্র বর্ণসূত্র নিক্ষেপ করিবে। পশ্চিমাগ্র এবং উত্তরাগ্র ষট্‌ত্রিংশৎ রেখা যথাক্রমে করিবে। পূর্ব্বদিক হইতে সাতটি, পরে পুনর্ব্বার দক্ষিণ দিক হইতে সাতটি রেখা করিবে, তাহা হইলে একপঞ্চাশৎ রেখা হইবে। তাহার মধ্যস্থলে নয়টি রেখা গ্রহণ করত সেই স্থানে চন্দন, গোময় এবং জল দ্বারা লেপন করিয়া এক হস্ত পরিমিত সুশোভন পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ঐ পদ্মের আটটি পাতা শুক্ল বর্ণ হইবে এবং গোল ও কেশরযুক্ত করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গুল পরিমিত সুবর্ণ বর্ণ কর্ণিকা করিবে; চতুরঙ্গুল পরিমিত কেশরের স্থান উক্ত হইয়াছে। পরে অগ্নি, নৈঋ‌ত, বায়ু এবং ঈশান কোণে প্রণব দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যকে যথাক্রমে স্থাপন করিবে। উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই চারিদিকে বাহ্য পত্রাকারে অব্যক্ত নিয়ত কাল এবং কালা এই চারি জনকে স্থাপন করিবে। হে ব্রতিগণ! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণ যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, হিরণ্য এবং কৃষ্ণ জানিবে। উপরি-উক্ত অব্যক্ত প্রভৃতি চারিজনের সুবর্ণাভ হংসাকার গাত্র কল্পনা করিবে; পরে আধার শক্তি মধ্যে সৃষ্টির কারণ একটি পদ্ম বক্ষ্যমাণ বামাদি শক্তি মধ্যে মাত্রবিন্দু তন্নিম্নে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার; ঐ অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারের উপরিভাগে ওঁকার স্বরূপ, জগৎগুরু শিবকে চিন্তা করিবে। মনোন্মনী এবং মহাদেবকে পদ্মাকারে ভাবনা করিবে॥১৫—২৫॥ প্রতি কেশরে বামাদি শক্তিকে পূর্ব্বমুখ করিয়া যথাক্রমে স্থাপন করিতে হইবে। বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, বিকরণী, বলা, প্রমথিনীদেবী, এবং দমনী ইহাদিগকে যথাক্রমে বামদেবাদির সহিত প্রণব দ্বারা বিন্যাস করিবে। নমোহস্তু বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় শূলিনে; রুদ্রায় কালরূপায় কালবিকরণায় চ; বলায় চ তথা সর্ব্বভূতস্য দমনায় চ; মনোন্মনায় দেবায় মনোন্মন্যৈ নমো নমঃ। এই মন্ত্রদ্বারা পরিপমণ্ডলের শাস্ত্রানুসারে পূজা করিবে॥২৬—৩০॥ প্রথম আবরণ উক্ত হইল। দ্বিতীয়াবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে ষোলটি শক্তি, তৃতীয় আবরণে চব্বিশটি শক্তি স্থাপন করিবে। ঐ মণ্ডলের মধ্যে পিশাচ-বীথি এবং চতুর্দ্দিকে নাভিবীথি। ঐ পিশাচ-বীথি, নিম্ন-লিখিত মন্ত্র দ্বারা পিশাচদিগের নিমিত্ত যথাশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক অষ্টকোণযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া সেই সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শালি, নীবার,

গোধূম এবং যবাদি তণ্ডুল, তিল ও শ্বেতসর্ষপ দ্বারা যথাক্রমে পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। কিংবা উপরি-লিখিত যে সময়ে যাহা পাওয়া যায়, সেই সকল শালি প্রভৃতি দ্বারা বিধানানুসারে পদ্ম কল্পনা করিবে। ঐ সকল পদ্মে কর্ণিকা এবং কেশরযুক্ত আটটি পত্র প্রস্তুত করিবে। একটি একটি পদ্ম, পৃথক্ পৃথক্ রূপে এক এক আঢ়ক পরিমিত শালি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। শালির অর্দ্ধেক তণ্ডুলের, তণ্ডুলের অর্দ্ধেক যবাদির পরিমাণ জানিবে। প্রধান কুম্ভ সম্বন্ধে দ্রোণ পরিমিত শালি, তাহার অর্দ্ধেক তণ্ডুল; মধ্যস্থলে আঢ়ক পরিমিত তিল, তাহার অর্দ্ধেক যব জানিবে। তাহার পর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক জল দ্বারা ঐ সকল পদ্মকে সম্যক্ রূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই সকল পদ্মে শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে প্রণব বিন্যাস করিবে। এইরূপে সহস্র সংখ্যক স্থান সমাপন করত উত্তমরূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া সুবর্ণময় বক্ষ্যমাণ লক্ষণ-সম্পন্ন, সহস্র সংখ্যক উত্তম কলস স্থাপন করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে রজত-নির্ম্মিত, অথবা তাম্রনির্ম্মিত কলস স্থাপন করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক সুগন্ধ জল দ্বারা ঐ সকল কলসকে প্রোক্ষণ করিবে ঐ সকল কলসের উদরভাগ দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণ অথচ গোলাকার হইবে আর তাহার নিম্নভাগ ষড়ঙ্গুল পরিমিত, কণ্ঠদেশ দুই অঙ্গুল উচ্চ বার অঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ওষ্ঠভাগ দুই অঙ্গুল উচ্চ ও চার অঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইবে॥ ৩১—৪২॥ এবং অগ্রভাগ দুই অঙ্গুল উচ্চ, জল নির্গম পথ দুই অঙ্গুল পরিমিত করিতে হইবে। যে সকল বস্তুর যে যে পরিমাণ উক্ত হইল, শিবের কুম্ভে তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ মনোহর বস্তু গ্রহণ করিবে। কুম্ভের যব পরিমিত স্থান সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক যথাবিধি কুশের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রণব উচ্চারণ করত সুগন্ধ জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। এইরূপে শাস্ত্রানুসারে শিবকুম্ভের সহিত সমস্ত কুম্ভ এবং বর্দ্ধনী স্থাপন করিবে। পরে কমলগর্ভ কলসের মধ্যভাগে এক মুষ্টি কুশ এবং আতপতণ্ডুলের সহিত [বস্ত্র]যুগ্ম দ্বারা বেষ্টন করত সুবর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র রত্নমণ্ডিত [বস্ত্র] দ্বারা ঐ সহস্র সংখ্যক কলস পৃথক্ পৃথক্ রূপে আচ্ছাদন [ক]রিয়া শিবকুম্ভে গায়ত্রী এবং প্রণব দ্বারা শিবকে স্থাপন [ক]রিবে। রুদ্র গায়ত্রী দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের সকল সময়ে [সা]ন্নিধ্য হয় জানিবে। পরে বর্দ্ধনীতে দেবী গৌরী গায়ত্রী [দ্বা]রা গৌরী দেবীকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। প্রথম [আ]বরণে বামা প্রভৃতি শক্তি, তাহা প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। [প্র]থম আবরণ উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে ষোড়শ শক্তি। হে সুব্রত! সেই শক্তি[স্থা]নে পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা করিবে। ইন্দ্রব্যূহের [ম]ধ্যে সুভদ্রাকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। অগ্নিকোণে [ভ]দ্রাকে, দক্ষিণদিকে কনকাণ্ডজাকে, নৈঋ‌ত কোণে অম্বিকাকে [ম]ধ্যস্থিত কলসে পূজা করিবে; পশ্চিম দিকে শ্রীদেবীকে, [বা]য়ুকোণে বাগীশাকে, উত্তর দিকে গোমুখীকে মধ্যস্থিত [ক]লসে পূজা করিবে। রুদ্রব্যূহের মধ্যস্থানে ভদ্রকর্ণার [পূ]জা করিবে। পূর্ব্ব এবং অগ্নি এই উভয় দিকের মধ্যে সুন্দর অণিমার পূজা করিবে। দক্ষিণ এবং অগ্নি এই উভয় দিকের মধ্যে পদ্মের উপরে লঘিমার পূজা করিবে। দক্ষিণ এবং নৈঋ‌ত এই উভয়দিকের মধ্যে মধ্যস্থলে মহিমার পূজা করিবে॥ ৪৩—৫৬॥ নৈঋ‌ত এবং পশ্চিম এই উভয়দিকের মধ্যে মধ্যস্থানে প্রাপ্তির পূজা করিবে। পশ্চিম এবং বায়ু এই উভয়দিকের মধ্যে পদ্মের উপরে প্রাকাম্যের পূজা করিবে। বায়ু এবং উত্তর এই উভয়দিকের মধ্যে ঈশিত্বকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। উত্তর এবং ঈশানকোণ এই উভয়ের মধ্যে বশিত্বকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। ঈশান এবং পূর্ব্ব এই উভয়দিকের মধ্যে কামাবসায়িতার পূজা করিবে। দ্বিতীয় আবরণ উক্ত হইল, তৃতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ঐ তৃতীয় আবরণে চতুর্ব্বিংশ শক্তি, ঐ সকল শক্তিকে দ্বিতীয় ব্যূহের ন্যায় ব্যূহ মধ্যে অষ্টদিকপালদিগের কলসে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অথবা দীক্ষা, দীক্ষায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাংশুনায়িকা, সুমতী, সুমত্যায়ী, গোপা, গোপায়িকা, এই অষ্টশক্তিকে পূজা করিবে। চতুর্ব্বিংশৎ শক্তির পূজার পর, নন্দ এবং নন্দায়ীর, তাহার পরে পিতামহ, পিতামহীর, পূর্ব্বদিক হইতে যথাবিধি স্থাপন করত পূজা করিবে। এইরূপে যথাবিধি শুভ তৃতীয়াবরণের পূজা করিয়া সৌভদ্র ব্যূহ প্রাপ্তির পর যথাক্রমে প্রথম আবরণে অষ্টশক্তিকে পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমে ক্রমে স্থাপন করত দ্বিতীয় আবরণে পূর্ব্বদিক হইতে ষোড়শ শক্তির পূজা করিয়া পদ্মমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। বিন্দুকা, বিন্দুগর্ভা, নাদিনী, নাদগর্ভজা, শক্তিকা, শক্তিগর্ভা, পরা এবং পরাপরা এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডা, চণ্ডমুখী, চণ্ডবেগা, মনোজবা, চণ্ডাক্ষী, চণ্ডনির্ঘোষা, ভৃকুটী, চণ্ডনায়িকা, মনোৎসেধা, মনোধ্যক্ষা, মানসী, মাননায়িকা, মনোহরী, মনোহ্লাদী, মনঃপ্রীতি, এবং মহেশ্বরী, এই ষোড়শশক্তি উক্ত হইয়াছে। সৌভদ্র ব্যূহ কথিত হইল, এক্ষণে আমার নিকটে ভদ্র ব্যূহ শ্রবণ কর। ঐ ব্যূহের প্রথম আবরণে ঐন্দ্রী, হৌতাশনী, যাম্যা, নৈঋ‌তী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, ঐশানী এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে হাবণী, সুবর্ণা, কাঞ্চনী, হাটকী, রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভগা, জম্বুনায়িকা, বাগ্ভবা, বাক্পথা, বাণী, ভীমা, চিত্ররথা, সুধী, বেদমাতা, হিরণ্যাক্ষী, এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। ভদ্র নামে ব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে কনক নামে ব্যূহ শ্রবণ কর॥ ৫৭—৭৩॥ ঐ কনক ব্যূহের প্রথম আবরণে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ পাশ, ধ্বজ, গদা, ত্রিশূল, এই কএকটি ক্রমে ক্রমে দেবতা। মুদ্রা, প্রবুদ্ধা, চণ্ডা, মৃড়া, কপালিনী, মৃত্যুহন্ত্রী, বিরূপাক্ষী, কপর্দ্দী, কমলাসনা, দংষ্ট্রিণী, রঙ্গিণী, লম্বাক্ষী, কঙ্কভূষণী, সম্ভাবা এবং ভাবিনী, এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। কনকব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে অম্বিকাব্যূহ শ্রবণ কর। এই অম্বিকাব্যূহের প্রথম আবরণে, খেচরী, আত্মনাসা, ভবানী, বহ্নিরূপিণী, বহ্নিনী, বহ্নিনাভা মহিমা, অমৃতলালসা এই অষ্টশক্তি সকলের অভিমত। কেহ বলেন, ক্ষমা, শিখরা দেবী,

ঋতুরম্ভাশিলা, ছায়া, ভূতপনী, ধন্যা, ইন্দ্রমাতা, বৈষ্ণবী, তৃষ্ণা, রাগবতী, মোহা, কামকোপা মহোৎকটা, ইন্দ্রা, এবং দেবী বধিরা, এই ষোড়শ শক্তি। হে সুব্রত! আমি অম্বিকাব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে শ্রীব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর। এই শ্রীব্যূহের প্রথম আবরণে স্পর্শা, স্পর্শবতী, গন্ধা, প্রাণা, অপানা, সমানা, উদানা ব্যানা এই অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে তমোহতা, প্রভা, অমোঘা, তেজনী, দহনী, ভীমাস্যা, জ্বালনী, উষা, শোষণী, রুদ্রনায়িকা, বীরভদ্রা, গণাধ্যক্ষা, চন্দ্রহাসা, গহ্বরা, গণমাতা এবং অম্বিকা, এই সর্ব্বসম্মত যোড়শশক্তি যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। মঙ্গলজনক শ্রীব্যূহ কহিলাম, হে সুব্রত! বাগীশব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর। বাগীশব্যূহের প্রথম আবরণে ভারা, বারিধরা, বহ্নিকী, নাশকী, মর্ত্যাতীতা, মহামায়া, বজ্রিণী এবং কামধেনুকা, এই অষ্টশক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। পয়োষ্ণী, বারুণী, শান্তা, জয়ন্তী, বরপ্রদা প্লাবনী, জলমাতা, পয়োমাতা, মহাম্বিকা, রক্তা, করালী, চণ্ডাক্ষী, মহোচ্ছুষ্মা, পয়স্বিনী, মায়াবিদ্যেশ্বরী, কালী এবং কালিকা, যথাক্রমে এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে, এই ষোড়শ শক্তি সর্ব্বসম্মত। বাগীশ্বরব্যূহকহিলাম, গোমুখব্যূহ কহিতেছি। ঐ গোমুখব্যূহের প্রথম আবরণে শঙ্খিনী, হলিনী, লঙ্কাবর্ণা, কল্কিনী, যক্ষিণী, মালিনী, বমনী, এবং রসাত্মনী, এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে॥ ৭৪—৯০॥ দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডা, ঘণ্টা, মহানাদা, সুমুখী, দুর্ম্মুখী, বলা, রেবতী, প্রথমা, ঘোরা, সৈন্যা, লীনা, মহাবলা, জয়া, বিজয়া, অপরা এবং অপরাজিতা এই ষোড়শশক্তি। গোমুখব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে ভদ্রকর্ণী ব্যূহ শ্রবণ কর। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে মহাজয়া, বিরূপাক্ষী, শুক্লাভা, কাশমাতৃকা, সংহারী, জাতহারী, দংষ্ট্রালী এবং শুষ্করেবতী এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে পিপালিকা, পুণ্যাহারী, অশনী, সর্ব্বহারিণী, ভদ্রহা, বিশ্বহারী, হিমা, যোগেশ্বরী, ছিদ্রা, ভানুমতী, ছিদ্রা, সৈংহিকী, সুরভী, সমা, সর্ব্বভব্যা, বেগা, এই ষোড়শ শক্তি। এই আটটি মহাব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আটটি উপব্যূহ শ্রবণ কর। এই অণিমাদি আট প্রকার ব্যূহের মধ্যে লঘিমা প্রভৃতি সপ্ত ব্যূহ অণিমাব্যূহকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ঐ অণিমাব্যূহের প্রথম আবরণে ঐন্দ্রা, চিত্রভানু, বারুণী, দণ্ডী, প্রাণরূপী, হংস, স্বাত্মশক্তি এবং পিতামহ, এই কয়জন দেবতা। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে কেশব, ভগবান্ রুদ্র, চন্দ্রমা, ভাস্কর, মহাত্মা, আত্মা, অন্তরাত্মা, মহেশ্বর, পরমাত্মা, সূক্ষ্মজীব, পিঙ্গল, পুরুষ, পশু, ভোক্তা, ভূতপতি, ভীম, এই কয়জন দেবতা উক্ত হইয়াছে। আমি অণিমাব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের নিকট লঘিমাব্যূহ কহিতেছি। ঐ ব্যূহের প্রথম আবরণে শ্রীকণ্ঠ, অন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিমূর্ত্তি, শশক, অমরেশ, স্থিতীশ, দারত, এই আট জন রুদ্র। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে স্থাণু, হর, দণ্ডেশ, সুরপুঙ্গব ভৌক্তীশ, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ, ক্রুরসেন, সুরেশ্বর, ক্রোধীশ, চণ্ড, প্রচণ্ড, শিব, একরুদ্র, কূর্ম্ম, একনেত্র, চতুর্ম্মুখ, এই ষোড়শ রুদ্র উক্ত হইয়াছে। হে সুব্রত! লঘিমাব্যূহ কহিলাম, মহিমাব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ৯১—১০৬॥ মহিমাব্যূহের প্রথম আবরণে অজেশ, ক্ষেমরুদ্র, সোম, অংশ, লাঙ্গলী, দণ্ডারু, অর্দ্ধনারী, একান্ত, অন্ত, পালী, ভুজঙ্গ, পিনাকী, খড়্গী, কাম, ঈশ, ভৃগু শ্বেত, এই ষোড়শ রুদ্র জানিবে। মহিমাব্যূহ উক্ত হইল, আমার নিকট প্রাপ্তিব্যূহ শ্রবণ কর। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে সংবর্ত্ত, লকুলীশ, বাড়ব, হস্তী, চণ্ড, যক্ষ গণপতি, মহাত্মা, অষ্টমভূগুজ, এই আটজন রুদ্র। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে ত্রিবিক্রম, মহাজিহ্ব, ঋক্ষ, শ্রীভদ্র, মহাদেব, দধীচ, কুমার, পরাবর, মহাদংষ্ট্র, করাল, সুচক, সুবর্দ্ধন, মহাধ্বাজ্ঞ, মহানন্দ, দণ্ডী, গোপালক, এই ষোড়শ রুদ্র! হে সুব্রত! প্রাপ্তিব্যূহ কহিলাম, প্রাকাম্যব্যূহ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে পুষ্পদন্ত, মহানাগ, বিপুলানন্দকারক, শুক্ল, বিশাল, কমল, বিল্ব, তরুণ, এই আটজন রুদ্র। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই আবরণে রতিপ্রিয়, সুরেশান, চিত্রাঙ্গ, সুদুর্জ্জয়, বিনায়ক, ক্ষেত্রপাল, মহামোহ, জঙ্গল, বৎসপুত্র, মহাপুত্র, গ্রামদেশাধিপ, সর্ব্বাবস্থাধিপ, দেব, মেঘনাদ, প্রচণ্ডক, কালদূত এই ষোড়শ রুদ্র জানিবে। প্রাকাম্য-ব্যূহ কহিলাম। এক্ষণে ঐশ্বর্য্য-ব্যূহ কহিতেছি॥ ১০৭—১১৭॥ ঐ ব্যূহের প্রথম আবরণে মঙ্গলা, চর্চ্চিকা, যোগেশা, হরদায়িকা, ভাসুরা, সুরমাতা, সুন্দরী, মাতৃকা এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে যে যে দেবতা, তাহা শ্রবণ কর। গণাধিপ, মন্ত্রজ্ঞ, বরদেব, ষড়ানন, বিদগ্ধ, বিচিত্র, অমোঘ, মোঘ, অশ্ব, রুদ্র, সোমেশ, উত্তমোদুম্বর, নারসিংহ, বিজয়, ইন্দ্রগুহ, প্রভু এবং অপাংপতি। বিধাতা, এই প্রকার দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য-ব্যূহ কহিলাম, এখন বশিত্বব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর। এই বশিত্ব-ব্যূহের প্রথম আবরণে গগন, ভবন বিজয়, অজয়, মহাজয়, অঙ্গার, ব্যঙ্গার, মহাযশা, এই আট জন দেবতা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াবরণে কে কে দেবতা তাহা শ্রবণ কর। সুন্দর, প্রচণ্ডেশ, মহাবর্ণ, মহাসুর মহারোমা, মহাগর্ভ, প্রথম, কনক, খরজ, গরুড়, মেঘনাদ গর্জ্জক, গজ, ছেদকবাহু, ত্রিশিখ, মারি। বশিত্বব্যূহ কহিলাম; কামাবসায়িকব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর। ঐ ব্যূহের প্রথম আবরণে বিনাদ, বিকট, বসন্ত, ভয়, বিদ্যুৎ মহাবল, কমল, দমন, এই আট জন দেবতা। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে ধর্ম্ম, অতিবল, সর্প, মহাকায়, মহাহনু, সবল, ভস্মাঙ্গী দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, বেতাল, রৌরব, দুর্দ্ধর, ভোগ, বজ্র কালাগ্নিরুদ্র, সদ্যোনাদ, মহাগুহ; এই ষোড়শ রুদ্র উক্ত হইয়াছে। কামাবসায়িকব্যূহের দ্বিতীয় আবরণ উক্ত হইল। আমি ষোড়শব্যূহযুক্ত প্রথম আবরণ কহিলাম এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে দক্ষব্যূহের প্রথম আবরণে অষ্ট শক্তি এবং তাহার বাহিরে ষোড়শ শক্তি॥ ১১৮—১৩১॥ ঐ দক্ষ ব্যূহের প্র

আবরণে মনোহরা, মহানাদা, চিত্রা, চিত্ররথা, রোহিণী, চিত্রাঙ্গী, চিত্ররেখা, বিচিত্রিকা, এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে চিত্রা, বিচিত্ররূপা, শুভদা, কামদা, শুভা, ক্রূরা, পিঙ্গলা, দেবী, খড়্গিকা, লম্বিকা, সতী, দংষ্ট্রালী, রাক্ষসী, ধ্বংসী, লোলুপা, লোহিতামুখী, এই ষোড়শ শক্তি সংক্ষেপে উক্ত হইল। দক্ষব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে দাক্ষব্যূহ শ্রবণ কর। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে সর্ব্বা, সতী, বিশ্বরূপা, আমিষপ্রিয়ালম্পটা, দীর্ঘদংষ্ট্রা, বজ্রা, লম্বা এবং প্রাণহারিণী, এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে গজকর্ণা, অশ্বকর্ণা, মহাকালী, সুভাষণা, বাতবেগরবা, ঘোরা, ঘনা, ঘনরবা, বরঘোষা, মহাবর্ণা, সুঘণ্টা, ঘণ্টিকা, ঘণ্টেশ্বরী, মহাঘোরা, ঘোরা, অতিঘোরিকা; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। আমি দাক্ষব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে চণ্ডব্যূহ শ্রবণ কর। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে অতিঘণ্টা, অতিঘোরা, করালা, করভা, বিভূতি, ভোগদা, কান্তি, শঙ্খিনী; এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে কে কে শক্তি, তাহা শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে পত্রিণী, গান্ধারী, যোগমাতা, সুপীরবা, রক্তা, মালাংশুকা, বীরা, সংহারী, মাংসহারিণী, ফলহারী, জীবহারী, স্বেচ্ছাহারী, তুণ্ডিকা, রেবতী, রঙ্গিণী, সঙ্গা; এই ষোড়শ শক্তি। আমি চণ্ডব্যূহ কহিলাম, চণ্ডাব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে চণ্ডী, চণ্ডমুখী, চণ্ডা, চণ্ডবেগা, মহারবা, ভ্রূকুটী, চণ্ডভূ, চণ্ডরূপা, এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে ॥১৩২—১৪৪॥ প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে চন্দ্রঘ্রাণা, বলা, বলজিহ্বা, বলেশ্বরী, বলবেগা, মহাকায়া, মহাকোপা, বিদ্যুতা, কঙ্কালী, কলশী, বিদ্যাতা, চণ্ডঘোষিকা, মহাঘোষা, মহারাবা, চণ্ডভা, অনঙ্গচণ্ডিকা; এই ষোড়শ শক্তি। এই চণ্ডাব্যূহ কহিলাম, আমার নিকটে হরব্যূহ শ্রবণ কর। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে চণ্ডাক্ষী, কামদা, দেবী, শূকরা, কুক্কুটাননা, গান্ধারা, দুন্দুভী, দুর্গা, সৌমিত্রা এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে মৃতোদ্ভবা, মহালক্ষ্মী, বর্ণদা, জীবরক্ষণী, হরিণী, ক্ষীণজীবা, দণ্ডবক্ত্রা, চতুর্ভুজা, ব্যোমচারী, ব্যোমরূপা, ব্যোমব্যাপী, শুভোদয়া, গৃহচারী, সুচারী, বিষাহারী, বিষার্তিহা; এই ষোড়শ শক্তি।—হরের ব্যূহ কহিলাম, হরার ব্যূহ কহিতেছি। এই ব্যূহের প্রথম আবরণে জম্ভা, চ্যুতা, কঙ্কারী, দেবিকা, দুর্দ্ধরা, বহা, চণ্ডিকা, চপলা; এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডিকা, চামরী, ভণ্ডিকা, শুভাননা, পিণ্ডিকা, মুণ্ডিকা, মুণ্ডা, শাকিনী, শাঙ্করী, কর্ত্তরী, ভর্ত্তরী, ভাগিনী, যজ্ঞদায়িনী, যমদংষ্ট্রা, মহাদংষ্ট্রা, করালা; এই ষোড়শ শক্তি। হরার ব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে শৌণ্ডব্যূহ শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে বিকরালী, করালী, কালজম্বা, যশস্বিনী, বেগা, বেগবতী, যজ্ঞা, বেদাঙ্গা; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে বজ্রা, শঙ্খা, অতিশঙ্খা, বলা, অবলা, অঞ্জনী, মোহনী, মায়া, বিকটাঙ্গী, নলী গণ্ডকী, দণ্ডকী, ঘোণা, শোণা, সত্যবতী এবং কল্লোলা যথাক্রমে এই ষোড়শ শক্তি শাস্ত্রমতে উক্ত হইল ॥১৪৫—১৫৯॥ শৌণ্ডব্যূহ কহিলাম শৌণ্ডার ব্যূহ কহিতেছি।—ইহার প্রথম আবরণে দম্ভরা, রৌদ্রভাগা, অমৃতা, সকুলা, শুভা, চলজিহ্বা, আর্য্যনেত্রা, রূপিণী, দারিকা; এই কয় শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে স্বাদকা, রূপনামা, সংহারী, ক্ষমা অন্তিকা, কণ্ডিনী, পেষিণী, মহাত্রাসা, কৃতান্তিকা, দণ্ডিনী, কিঙ্করী, বিম্বা, বর্ণিনী, অমলাঙ্গিনী, দ্রবিণী, দ্রাবিণী; এই ষোড়শ শক্তি। এই উত্তম মনোরম্য শৌণ্ডাব্যূহ কহিলাম, পরে পরম সুন্দর প্রথমনামে ব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে প্লবনী, প্লাবনী শোভা, মন্দা, মদোৎকটা, মন্দা, আক্ষেপা, মহাদেবী; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে দেবী কামসন্দীপনী, অতিরূপা, মনোহরা, মহাবশা, মদগ্রাহা, বিহ্বলা, মদবিহ্বলা অরুণা, শোষণা, দিব্যা, রেবতী, ভাণ্ডনায়িকা, স্তম্ভিনী ঘোররক্তাক্ষী, স্মররূপা, সুঘোষণা; এই ষোড়শ শক্তি। হে স্বায়ম্ভুব! প্রথমব্যূহ যেরূপ, তাহা কহিলাম। এক্ষণে প্রথমাব্যূহ কহিতেছি, আমার নিকটে শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে ঘোরা, ঘোরতরা অঘোরা, অতিঘোরা, ঘনায়িকা, ধাবনী, ক্রোষ্টুকা, মুণ্ডা; এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে ভীমা-ভীমতরা, ভীমা, শস্তা, সুবর্ত্তুলা, স্তম্ভিনী, রোদিনী, রৌদ্রা, রুদ্রবতী, অচলা-চলা, মহাবলা, মহাশান্তি, শালা, শান্তা, শিবা-শিবা, বৃহৎকক্ষা, মহানাসা; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। প্রথমার ব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে মন্মথব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে তালকর্ণী, বালা, কল্যাণী, কপিলা, শিবা, ইষ্টি, তুষ্টি, প্রতিজ্ঞা, এই অষ্ট শক্তি ॥ ১৬০—১৭২ ॥ দ্বিতীয় আবরণে খ্যাতি, পুষ্টিকরী, তুষ্টি, জলা, শান্তি, ধৃতি, কামদা, শুভদা, সৌম্যা, তেজনী, কামতন্ত্রিকা, ধর্ম্মা, ধর্ম্মবশা, শীলা, পাপহা, ধর্ম্মবর্দ্ধিনী এই ষোড়শ শক্তি। মন্মথব্যূহ কহিলাম, আমার নিকটে মন্মথার ব্যূহ শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে ধর্ম্মরক্ষা, বিধানা, ধর্ম্মবতী, অধর্ম্মবতী, সুমতি, দুর্ম্মতি, মেধা, বিমলা; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে শুদ্ধি, বুদ্ধি, দ্যুতি, কান্তি, বর্ত্তুলা, মোহবর্দ্ধিনী, বলা, অতিবলা, ভীমা, প্রাণবৃদ্ধিকরী, নির্লজ্জা, নির্ঘৃণা, মন্দা, সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী, কপিলা, অতিবিধুরা; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। মন্মথাব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে ভীমব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে রক্তা, বিরক্তা, উদ্বেগা, শোকবর্দ্ধিনী, কামা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মোহা; এই অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে জয়া, নিদ্রা ভয়া-আলস্যা, জলতৃষ্ণোদরী, দরা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণাঙ্গিনী, বৃদ্ধা, শুদ্ধোচ্ছিষ্টাশনী, বৃষা, কামনা, শোভনী, দগ্ধা, দুঃখদা, সুখদা, বলী; এই ষোড়শ শক্তি। ভীমব্যূহ কহিলাম, ভীমার্যূহ কহিতেছি।

ইহার প্রথম আবরণে আনন্দা, সুনন্দা, মহানন্দা, শুভঙ্করী, বীতরাগা, মহোৎসাহা, জিতরাগা, মনোরথা; এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে মনোন্মনী, মনক্ষোভা, মদোন্মত্তা, মদাকুলা, মন্দগর্ভা, মহাভাসা, কামা, আনন্দা, সুবিহ্বলা, মহাবেগা, সুবেগা, মহাভোগা, ক্ষয়াবহা, ক্রমণী, ক্রামণী, বক্রা; এই ষোড়শ শক্তি জানিবে। তোমাদিগের নিকটে পরম সুন্দর ভীমায়ীব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে হে স্বায়ম্ভুব! মনের আহ্লাদকর কাঞ্চনব্যূহ কহিতেছি। এই কাঞ্চনব্যূহের প্রথম আবরণে বেগা-বেগা, সুবেগা, অতিবেগা, সুবাসিনী, দেবী মনোরয়া, বেগা, জলাবতী, ধীমতী; এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে রোধনী, ক্ষোভণী, বালা, বিপ্রা শেষা সুশোষণী, বিদ্যুতা-ভাসিনী, দেবী মনোবেগা, চাপলা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, মহাজিহ্বা, ভৃকুটী-কুটিলাননা ফুল্লজ্বালা, মহাজ্বালা, সুজ্বালা, ক্ষয়ান্তিকা; এই কয় শক্তি। শাকুনব্যূহ কহিলাম, আমার নিকটে শাকুনার ব্যূহ শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে জ্বালিনী, ভস্মাঙ্গী, ভস্মান্তগা, ততা, ভাবি[illegible], পক্ষা, বিদ্যা, খ্যাতি; এই অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে উল্লেখা, পতাকা, ভোগা ভোগবতী, খগা, ভোগভোগব্রতা, যোগা, ভোগাখ্যা, যোগপারগা, ঋদ্ধি, বুদ্ধি ধৃতি, কান্তি, স্মৃতি, শ্রুতি এবং ধবা; এই অভিলষিত প্রদান সমর্থ মহান্ শাকুনাব্যূহ কহিলাম। হে স্বায়ম্ভুব! অতি সুন্দর সুমতি নামে ব্যূহ শ্রবণ কর। পরেষ্টা, পরাদৃষ্টা, অমৃতা, ফলনাশিনী, হিরণ্যাক্ষী, সুবর্ণাক্ষী, কপিঞ্জলাদেবী এবং কামরেখা, প্রথম আবরণে এই অষ্ট শক্তি। দ্বিতীয় আবরণে রত্নদ্বীপা, সুদ্বীপা, রত্নদা, রত্নমালিনী, রত্নশোভা, মহাশোভা, সুশোভা, মহাশোভা, মহাদ্যুতি, শাম্বরী, বন্ধুরা, গ্রন্থি, পাদকর্ণা, করাননা, হয়গ্রীবা, জিহ্বা এবং সর্বাভাসা; এই ষোড়শ শক্তি। সুমতিব্যূহ কহিলাম সুমত্যা-ব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে সর্বাশী, মহাভক্ষা, মহাদংষ্ট্রা, অতি রৌরবা, বিস্ফুলিঙ্গা, বিলিঙ্গা, কৃতান্তা, ভাস্করাননা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর॥ ১৭৩—২০০॥ এই আবরণে রাগা, রঙ্গবতী শ্রেষ্ঠা, মহাক্রোধা, রৌরবা, ক্রোধনী, বসনী, পলহা, মহাবলা, কলন্তিকা, চতুর্ভেদা, দুর্গা, দুর্গমালিনী, নালী, সুনালী, সৌম্যা, এই ষোড়শশক্তি, আমি সুমত্যাব্যূহ কহিলাম। হে স্বায়ম্ভুব! এস্থানে গোপব্যূহ বলিতেছি। গোপব্যূহের প্রথম আবরণে পটেলী, পাটবী, পাটী, বিটিপিটা, বঙ্কটা, সুপটা, প্রষটা, ঘটোদ্ভবা; এই অষ্টশক্তি, আমি এইস্থানে প্রথম আবরণ কহিলাম। দ্বিতীয় আবরণে নাদাক্ষী, নাদরূপা, সর্বকারী, গমা, আগমা, অনুচারী, সুচারী, চণ্ডনাড়ী, সুবাহিনী, সুযোগা, বিয়োগা, হংসাখ্যা, বিলাসিনী, সর্বগা, সুবিচারক, বঞ্চনী এই ষোড়শ শক্তি। গোপব্যূহ কহিলাম, পরে গোপায়ীব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে ভেদিনী, ছেদিনী, সর্বকারী ক্ষুধা-শনী, উচ্ছুষ্মা, গান্ধারী, ভস্মাশী, বড়বানলা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে অন্ধা বহ্বাশিনী, বালা, দীপাক্ষমা, অক্ষা, ত্র্যক্ষা, হৃল্লেখা, হৃদ্‌গতা মায়িকা, আময়া, সাদ্বিনী, উদ্ভিন্না, সহ্যা-সহ্যা, সরস্বতী, রুদ্রশক্তি, মহাশক্তি, মহামোহা, গোনদী; এই কয় শক্তি। গোপায়ীব্যূহ উক্ত হইল। পরে তোমা-দিগের নিকটে নন্দব্যূহ বলিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে নন্দিনী, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যানাসা, খগ্রসিনী, চামুণ্ডা, প্রিয়দর্শিনী, যথাক্রমে এই কয় শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে গুহ্যা, নারায়ণী, মোহা, প্রজ্ঞা, দেবী, চক্রিণী, বঙ্কটা, কালী, শিবা, দ্যোষা, বিরামায়া বাগীশী, বাহিনী ভীষিণী, সুভগা, নির্দ্দিষ্টা, এই ষোড়শশক্তি কথিত হইয়াছে। নন্দব্যূহ কহিলাম; পরে নন্দাব্যূহ কহিতেছি। এই ব্যূহের প্রথমাবরণে বিনায়কী, পূর্ণিমা, রঙ্কারী, কুণ্ডলী, ইচ্ছা, কপালিনী, দ্বিপিনী, জয়ন্তিকা, এই অষ্টশক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর॥২০১—২১৬॥ ইহাতে পাবনী, অম্বিকা, সর্বাত্মা, পূতনা, ছগলী মোদিনী, সাক্ষাৎ দেবী, লম্বোদরী, সংহারী, কালিনী, কুসুমা, শুক্রা, তারা, জ্ঞানী, ক্রিয়া, গায়ত্রিকা, সাবিত্রী; এই যথাক্রমে ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, এইরূপ দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। আমি নন্দাব্যূহ কহিলাম, ইহার পরে পিতামহব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে নন্দি, ফেতকারী, ক্রোধা, হংসা, ষড়ঙ্গুলা আনন্দা, বসুদুর্গা, সংহারা, অমৃতা, এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম; দ্বিতীয়াবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে কুলান্তিকা, অনলা, প্রচণ্ডা, মর্দ্দিনী, সর্বভূতাভয়া, দয়া, বড়বামুখী, লম্পটা, দেবীপন্নগা, কুসুমা, বিপুলান্তকা, কেসরা, কূর্ম্মা, দৃবিতা, মন্দরোদরী, খড়্গাচক্রা, এই ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, এইরূপ দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিপ্রদানে সমর্থ পিতামহব্যূহ কহিলাম। এক্ষণে পিতামহা-ব্যূহ কহিতেছি, আমার নিকটে শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে বজ্রা, নন্দনা, শাবা, রাবিকা, রিপু-ভেদিনী, রূপা, চতুর্থা ও যোগা, এই অষ্ট শক্তি উক্ত হই-য়াছে; এবং শেষ আবরণে ভূতা, নাদা, মহাবালা, খর্পরা ভস্মা, কান্তা, বৃষ্টি, দ্বিভুজা ব্রহ্মরূপিণী, সৈহ্যা, বৈকা-রিকা, জাতা, কর্ম্মমোটী, মহামোহা, মহামায়া, পুষ্প-শলিনী গান্ধারী, শব্দাপী ও মহাঘোষা; এই ষোড়শ শক্তি। পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত ব্যূহের আবরণ-মধ্যে যে সকল শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল দেবীর দুই হস্ত, বাল-সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি, সকলেরই হস্তে পদ্ম এবং শঙ্খ, সকলেরই প্রকৃতি শান্ত; মালা, বস্ত্র এবং ভূষণ রক্তবর্ণ, অঙ্গ সকল আভরণে পরিপূর্ণ; সকলেই সুন্দর মুক্তাফলময় মনোরম বিচিত্র রত্ন দ্বারা বিভূষিতা এবং গৌরবর্ণা। এই সকল দেবীকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধ্যান করিবে॥২১৭—২৩০। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত, রুদ্রক্ষেত্রে স্থাপিত তাম্রময় অথবা মৃণ্ময় সহস্রসংখ্যক কলস, ভবাদি এবং বিষ্ণুকর্তৃক কথিত সহস্র নাম দ্বারা পূজা করিয়া স্থাপন করিবে। পরে তাহার সম্মুখে বাণলিঙ্গের অভিষেক করিবে। অভি-ষেকের পর ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীপতিকে

অভিষিক্ত করিবে। যে অভিষেকের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সহস্র কলস স্থাপিত হইয়াছে, সেই অভিষেককে সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ এবং ফলপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিবে। চত্বারিংশৎ মহাব্যূহকে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করিবে। সকল কলসের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত কলস মধ্য-কলস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই কলসের পরিমাণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সকল কুম্ভকেই সুগন্ধজলপূর্ণ এবং পঞ্চরত্নযুক্ত করিতে হইবে; কেবল রুদ্রদেবের কুম্ভ সকলকে ঘৃতপূর্ণ এবং সুবর্ণযুক্ত করিবে। ক্ষীর অথবা দধি কিংবা পঞ্চগব্য দ্বারা ওঁ হূং এই মন্ত্র কিংবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া রুদ্রদেবের অভিষেক করিবে। ঋষিরা এই অভিষেককে অতি পবিত্র বলিয়াছেন। হে প্রধানতম! এক্ষণে যেরূপে নৃপতির অভিষেক করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। 'অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ' এই মন্ত্র দ্বারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাকে অভিষিক্ত করিবে। পরে 'অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যঃ' এই পাপনাশক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। দেবকুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে ঘৃতমিশ্রিত লাজ (খৈ), শালিধান্য, নীবার (উড়িধান) অথবা তণ্ডুলের সহিত অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সমিধ, আজ্য এবং চরু দ্বারা হোম করত রাজাকে পূর্ব্বমুখ করিয়া তাঁহার অধিবাস করিবে। রুদ্রদেবের পূজার নিমিত্ত পুণ্যাহ এবং স্বস্তিবাচন করিয়া রাজার দক্ষিণহস্তে পদ্ম-মৃণালের সহিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত কঙ্কণ এবং ভস্ম বন্ধন করিবে। অথবা ইহার পর 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রাজার অভিষেক ও হোম করিবে। লাজ শালি প্রভৃতি সমস্ত হোম-দ্রব্যের সহিত সকল দ্রব্য দ্বারা অভিষেক করিবে। পঞ্চ ব্রহ্ম মন্ত্র, এবং সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্ব কুণ্ড হইতে যথাক্রমে হোম এই দুইটি ঋষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ 'তৎপুরুষায় বিদ্মহে' ইত্যাদি স্বাহান্ত পুরুষ-মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ব কুণ্ডে হোম করিবে। দক্ষিণ কুণ্ডে অঘোর মন্ত্র পাঠ করাইয়া কৃষ্ণবস্ত্রধারী আচার্য্য দ্বারা হোম করাইবে। বামদেবায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, শ্রেষ্ঠায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, এইরূপে যথাক্রমে পশ্চিম কুণ্ডে হোম করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি' ইত্যাদি স্বাহান্ত সদ্যো মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পশ্চিম কুণ্ডে অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্যদ্বারা যথাক্রমে হোম করিবে। অগ্নিকোণে 'যে যো রুদ্র' ইত্যাদি রুদ্রদেবতার মন্ত্রের সহিত 'জাতবেদসে সুনবাম সোমং' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধানে হোম করিবে। নৈর্ঋতকোণে সর্ব্বসিদ্ধিকর 'নিশি নিশি দিশঃ স্বাহা' ইত্যাদি দিব্য মন্ত্রোচ্চারণ করত পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত দ্রব্যদ্বারা হোম বিহিত হইয়াছে॥ ৫১॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! বায়ুকোণে 'ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোং' ইত্যাদি ঈশ নমস্মোচ্চারণপূর্ব্বক নানাপ্রকার দ্রব্যদ্বারা ইচ্ছানুরূপ যথাবিধি হোম করিবে। অনন্তর ঈশানকোণে ঈশানায় রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দ্বারা হোম করিবে॥২৫২—২৫৩॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! একটি একটি দ্রব্য গ্রহণ করত সহস্র সহস্র করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঈশান মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য দ্বারা রাজার সম্মুখে প্রধান হোম করিবে। অথবা রাজা স্বয়ংই শিবপরায়ণ হইয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। অঘোর মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। অবশিষ্ট যাহা যাহা রহিল, সেই সকল অন্যান্য যাগের ন্যায় আচরণ করিবে॥ ৫৫।৫৬॥ অধিবাসের পরে শঙ্খ এবং ভেরী প্রভৃতির শব্দ মনোহর জয় জয় এই শব্দ, সুন্দর বেদধ্বনি করতঃ কুশজলদ্বারা রাজাকে অভিষিক্ত করিবে, অথবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করতঃ রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মধারী নৃপোত্তমকে যথাবিধি প্রোক্ষণ করিবে। পরে রাজার শুভজনক শঙ্খ চামর ভেরী প্রভৃতি বাদ্য, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ছত্র শিবিকা, (পাল্কী) উত্তমধ্বজ প্রভৃতি রাজচিহ্ন স্থাপন করিবে॥ ২৫৭—২৫৯॥ যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত, যিনি সকলের প্রধান এবং ক্ষত্রিয়, তাঁহাকেই এই সকল রাজচিহ্ন প্রদান করিবে; অন্য ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে ইহা বিহিত হয় নাই। পলাশ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি শাখার দ্বাদশ অঙ্গুল প্রমাণ উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল শাখা পূর্ব্বদিক হইতে যথাক্রমে বন্ধন করিবে। ঐ অভিষেকমণ্ডপে পট্টবস্ত্র দ্বারা প্রধান দ্বার নির্ম্মাণ করিবে। পরে অষ্টাঙ্গুল পরিমিত দর্ভমালা দ্বারা ঐ মণ্ডপকে শোভিত করিবে এবং তাহার আটদিকে আটটি ধ্বজ স্থাপন করতঃ দ্বারদেশে কুম্ভস্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে শোভিত করিবে। পরে সুবর্ণনির্ম্মিত তোরণ দ্বারা মণ্ডপকে ভূষিত করিয়া রাজাকে স্নান করাইবে। তন্মহেশায় বিদ্মহে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সকলের উচ্চদেশে উপবিষ্ট নৃপতিকে শিব-কুম্ভজলে যথাবিধি স্নান করাইবে। গৌরীগায়ত্রী অথবা রুদ্রাধ্যায়পাঠপূর্ব্বক বর্দ্ধনীজলে স্নান করাইবে অথবা অঘোর মন্ত্রদ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পরে সুন্দর আভরণ, শুক্লবর্ণ সুন্দর মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার এবং ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা রাজাকে নিয়ত সন্তুষ্ট করিবে। পরে অষ্টাধিক ষষ্টিসংখ্যক পলপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা উত্তম সুদৃশ্য বস্তু নির্ম্মাণ করতঃ তাহাকে নবরত্নদ্বারা ভূষিত করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। এবং সবৎস দশটি ধেনু, উত্তম ক্ষেত্র, শতদ্রোণপরিমিত তিল, শতদ্রোণপরিমিত তণ্ডুল, শয্যা, বাহন, সপরিচ্ছদ পর্য্যঙ্ক প্রদান করিবে। ঐ অভিষেককার্য্যে যে সকল যোগী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত্রিংশৎপল সুবর্ণ প্রদান করিবে। যাঁহারা সমস্ত যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চদশপল সুবর্ণ দান করিবে। এবং শিবভক্তদিগকে তাহার অর্দ্ধ প্রদান করিবে। তৎপরে রাজা স্বয়ং মহাদেবের মহতী পূজা করিবেন॥ ২৬০—২৭১॥ আমি আপনাদিগের নিকটে সংক্ষেপে এই উত্তম বিজয়াভিষেক কহিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বকালে পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, অম্বিকা অম্বিকাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবিত্রী, দেবী লক্ষ্মী, এবং কাত্যায়নী অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শিবানুচর নন্দী, পূর্ব্বকালে রুদ্রাধ্যায় পাঠ করতঃ মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে তারক নামে মহাসুর, ও বিদ্যুন্মালী, এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া দেবতাদিগেরও

অজেয় হন। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে জয় করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে নৃসিংহদেব, হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যকে কর্ত্তিকেয়, তারকাসুর প্রভৃতিকে নষ্ট করিয়াছেন। অম্বা কৌশিকী এই অভিষেকে কৃতকৃত্যা হইয়া দৈত্যেন্দ্রপূজিত সুন্দোপসুন্দের পুত্রদ্বয় বসুদেব ও সুদেবকে নষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মা, দেবতাদিগকে এইরূপ শাস্ত্রমতে অভিষিক্ত করিলে দেবতারা, দেবাসুরযুদ্ধে অনিন্দিত অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন। সমস্ত রাজগণ, এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, আচার্য্য দ্বারা আপনার আপনার এইরূপে অভিষেক করাইয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে কোন বিচার করিবে না॥২৭২—২৭৯॥ এই অভিষেকের মাহাত্ম্য, অতি আশ্চর্য্য। এই বাক্য আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র। সিদ্ধগণ, এই অভিষেক দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। শতকোটিকল্পে যে পাপ উপার্জ্জিত হয়, রাজা এইরূপে অভিষিক্ত হইলে, ঐ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন; ইহাতে সংশয় নাই; এবং ক্ষয়কুষ্ঠাদি ব্যাধি হইতে মুক্ত হন ও তিনি পুত্র পৌত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া নিত্যই জয়লাভপূর্ব্বক দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় সকললোকের অনুরাগভাজন হইয়া ধর্ম্মিষ্ঠা পত্নীর সহিত নিষ্পাপদেহে আনন্দলাভ করেন। হে স্বায়ম্ভুব মনো! আমি রাজাদিগের উপকারের নিমিত্ত এই যৎকিঞ্চিৎ কহিলাম; ইহার ফল অতি সুন্দর॥ ২৮০—২৮৪॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন;—মনু, স্নানের অনন্তর দেবদেব উমাপতি রুদ্রদেবকে নমস্কার করত দিব্যচক্ষু দ্বারা পরমেশ্বর নীললোহিত রুদ্রকে দর্শন করিয়া রুদ্রাধ্যায় পাঠপূর্ব্বক সেই বরদ শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন রুদ্রদেবও সন্তোষ লাভ করত 'তোমার রাজ্যভোগের পরে স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে' একবার এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন স্বায়ম্ভুব মনু, বৃষধ্বজ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া যেমন পরমেশ্বর মহাবৃষে আরোহণ করেন, তাহার ন্যায় মহামেরুতে আরোহণ করিলেন॥ ১—৩॥ সেই স্থানে সুবর্ণের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, যোগ এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বরদ, ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমারকে দর্শন করিলেন। পরে ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মরূপী বরদ সনৎকুমারকে নমস্কার করত উজ্জ্বলদীপ্তিশালী মনু, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই মুনিবর সনৎকুমার মনুকে দর্শন করিলে হর্ষে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। পরে দয়ালু সনৎকুমার এই কথা বলিলেন, তুমি শঙ্করকে দর্শন করতঃ সেই সর্ব্বেশ্বর শান্তমূর্ত্তি নীললোহিত শঙ্কর হইতে অভিষেকলাভ করিয়া আগমন করিয়াছ; এক্ষণে যদি তোমার কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় বল। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব, সনৎকুমারের সেই বাক্য শ্রবণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাস করিলেন, হে বিভো! কিরূপে কর্ম্মদ্বারা মুক্তি লাভ হয়। হে বিভো! তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, কোন স্থলেও বা কথিত আছে কর্ম্ম এবং জ্ঞান; এই উভয় দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কেবল কর্ম্মদ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হয়, তাহা আমাদিগের নিকট বলুন। অনন্তর বেদমর্ম্মবিদগ্রগণ্য ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মুনে! কেবল কর্ম্মদ্বারা ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ হয়, কর্ম্ম-মিশ্রিত-জ্ঞানদ্বারাও ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু জ্ঞানদ্বারা তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়। পূর্ব্বকালে আমি প্রভু নন্দীকে অবজ্ঞা করায় তাঁহার শাপে ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, পুনর্ব্বার তাঁহার প্রসাদে কল্যাণকারী শিবের আরাধনা করত সেই নন্দীর প্রসাদেই শিবার্চ্চনরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছি, পরে আমি সেই নন্দীর প্রসাদে মুক্তি লাভের উপায় শ্রবণ করিয়া দিব্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৪—১৩॥ শিবার্চ্চনরূপ শিবধর্ম্ম দ্বারা আমার এই সকল ফল হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা হয় নাই। মহাত্মা নন্দী রাজাদিগের কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভের নিমিত্ত তুলারোহণ প্রভৃতি ষোড়শদান কহিয়াছেন, আমি ঐ সকল কর্ম্ম যথাবিধি কহিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্য-গ্রহণাদিসময়ে এবং গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থস্থানে ঐ ষোড়শ মহাদান করিতে হইবে, এইরূপ বিহিত হইয়াছে। ঐ সকল মহাদান করিতে হইলে বিংশতিহস্তপরিমিত উত্তম মণ্ডপ করিতে হইবে এবং ঐ মণ্ডপের শিখরভাগ বিংশতিহস্ত উচ্চ হইবে। অশক্ত হইলে অষ্টাদশ হস্ত কিংবা ষোড়শহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপে মণ্ডপ-নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে নবহস্ত-পরিমিত বেদিনির্ম্মাণ করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে অষ্টহস্ত অথবা সপ্তহস্ত পরিমিত বেদি করিবে; তাহাতে অশক্ত হইলে দ্বিহস্ত অথবা সার্দ্ধহস্ত পরিমিত সুন্দর বেদি করিবে। দ্বাদশটি স্তম্ভের উপরিভাগে পরম সুন্দর ভ্রমণশীল তুলাদণ্ড স্থাপন করিবে। ঐ মণ্ডপের চারিদিকে নয়টি চতুষ্কোণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইবে। হে ব্রহ্মপুত্র! পূর্ব্ব ও ঈশান এই উভয়দিকের মধ্যে প্রধান কুণ্ড করিবে। কুণ্ড নানাপ্রকার চতুষ্কোণ, যোন্যাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ত্রিকোণ, গোল, ষট্‌কোণ, দ্বাদশকোণ, পদ্মাকার এবং অষ্টকোণ। হে বিপ্রেন্দ্র! স্ত্রীলোকের কার্য্যে যোন্যাকার কুণ্ড করিতে হইবে। কুণ্ডকরণে অশক্ত হইলে সকলে আপন আপন হস্ত-পরিমিত কেবল স্থণ্ডিল করিবে॥ ১৪—২২॥ পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপ চারিটী সমান দ্বার এবং চারিটী তোরণযুক্ত, আটটি দিক্‌হস্তিযুক্ত দর্ভমালা-বিশিষ্ট, এবং আটটী মঙ্গল কলসযুক্ত হইবে। ঐ মণ্ডপের উপরিভাগে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে। ঐ মণ্ডপে তুলা-স্তম্ভ প্রোথিত করিবে। বিশেষ ফলের নিমিত্ত বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষের স্তম্ভ করিবে। বিল্ব, অশ্বত্থ, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের অথবা কেবল খদির বৃক্ষের স্তম্ভ করিবে। যে বৃক্ষের দ্বারা প্রথম স্তম্ভ করিবে, সেই বৃক্ষ দ্বারা সকল স্তম্ভ করিতে হইবে॥২৩—২৫॥ অথবা কেবল বিল্ববৃক্ষাদি দ্বারা স্তম্ভ করিতে অশক্ত হইলে নানাজাতীয় বৃক্ষ দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে কিম্বা কেবল

রেণু দ্বারা স্তম্ভ করিবে। অষ্টহস্ত পরিমিত তুলাস্তম্ভের দুই হস্ত পরিমিত মূলদেশ ভূমিতে প্রোথিত করিবে; উপরিভাগ, অনাচ্ছাদিত হইবে। ঐ অনাচ্ছাদিতভাগ আচ্ছাদিতভাগের ত্রিগুণ হইবে। অপরস্তম্ভ, গোল, ব্রণরহিত এবং প্রথম স্তম্ভের ন্যায় হইবে। হে রাজন্! ঐ স্তম্ভ, যে স্থানে প্রথম স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে, ঐ স্থান হইতে দুই অঙ্গুল ন্যূন ছয়হাত অন্তরে প্রোথিত করিবে। অথবা চতুর্হস্ত অন্তর হইলেও ক্ষতি হইবে না। স্তম্ভদ্বয়ের উপরিভাগ ছয়হস্ত অন্তর করিতে হইবে জানিবে। স্তম্ভদ্বয়ের দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত বিস্তার হইবে। উত্তর স্তম্ভেরও এইরূপ বিস্তার জানিবে। স্তম্ভদ্বয় পরিমিত উত্তরদ্বার, তত্তুল্য তুলাদণ্ডের ব্যায়াম, ঐ তুলাদণ্ড, ষড়বিংশতি পরিচ্ছদযুক্ত হইবে। এবং ঐ তুলার, চার হাত পাঁচ যব বিস্তার ঐ দণ্ডকে উত্তমরূপে গোল করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। তুলাদণ্ডের মধ্যস্থান, ষড়-বিংশতি পরিচ্ছদযুক্ত হইবে। ঐ তুলার অগ্র, মধ্য ও মূলদেশে সুবর্ণপট্ট বন্ধন করিবে। ঐ সুবর্ণপট্ট মধ্যে তিনটি অবলম্বন স্থাপন করিবে। ঐ তিন অবলম্বন, তাম্র অথবা পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। কদাপি লৌহ দ্বারা করিবে না। মধ্যস্থলে উর্দ্ধমুখ সুশোভন অবলম্বন করিবে। ঐ অবলম্বন রজ্জু দ্বারা তোরণাগ্রে যথাবিধি বন্ধন করিবে। তুলাদণ্ডের মধ্যে একটী জিহ্বা (কাঁটা) করিবে। অনন্তর তোরণ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। উত্তর দক্ষিণবর্ত্তী তুলা পাত্রের মধ্যস্থানে একটী দৃঢ় শঙ্কু স্থাপনপূর্ব্বক উপরে চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। সেই শঙ্কুতে ছিদ্র-সম্পন্ন একটী বলয়াকার বস্তু রাখিবে। তুলালম্বনক, এবং বিতান বলয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে। তুলামধ্যে পট্টবস্ত্রের বিতান নবাঙ্গুল পরিমিত হইবে। সেই বিতান দৈর্ঘ্যে পঞ্চবিতস্তি প্রমাণ হইবে। অপর সুদৃঢ় পিণ্ডদ্বয় শুভদ্রব্য দ্বারা কর্ত্তব্য। শিক্যের অধোভাগে পঞ্চ প্রাদেশ বিস্তৃত ধারক পাত্রদ্বয় সহস্র পল, অষ্টশত পল, কিংবা ছয় শত পল দ্বারা তাহা নির্ম্মাণ করিবে॥ ২৬—৩৯॥ তুলাপাত্রের মধ্যম বিস্তার চতুস্তাল-পরিমিত কর্ত্তব্য। তুলাপাত্রের উর্দ্ধভাগের বিস্তার সার্দ্ধ ত্রিতাল। সেই ত্রিমাত্র বা ষণ্মাত্র বিস্তৃত পাত্র বন্ধন করিবে। সেই পাত্রে এক এক অঙ্গুলি পরিমিত চারটী ছিদ্র থাকিবে। শুক্ল এবং বিশুদ্ধ কুণ্ডল সেই ছিদ্রে সমভাবে থাকিবে। কুণ্ডলে কুণ্ডলে শৃঙ্খলা লাগাইয়া শৃঙ্খলাধার বলয় তুলাদণ্ডস্থিত অবলম্বনকের সহিত যোগ করিয়া দিবে। ভূমি হইতে প্রাদেশ পরিমিত বা চতুরঙ্গুল পরিমিত পাত্র উর্দ্ধে অবলম্বিত করিবে। দুইটী শোভন কুম্ভ পুরুষ-পরিমিত করিবে। উক্ত কুম্ভদ্বয় বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে শিব স্থাপিত করিবে। তৎপরে সেই কুম্ভদ্বয় দুই হস্ত মাত্র গর্ত্তে প্রোথিত করিবে। অনন্তর জ্ঞানী পূজক, সেই গর্ত্ত বালুকা দ্বারা উত্তমরূপে পূর্ণ করিবে। যেরূপে কুম্ভদ্বয় সম্পূর্ণ স্থির থাকে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। বেদিকার উপরে মণ্ডল নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, এই পরম গুহ্য বিষয় শ্রবণ কর। মণ্ডলের পরিমাণ হইবে অষ্টাঙ্গুল। তাহাতে মঙ্গলাঙ্কুর, ধূপ, দীপ, ফল, পুষ্প থাকিবে। আদর্শতলের ন্যায় সুনির্ম্মল মণ্ডল বেদীর মধ্যে আঁকিবে। মণ্ডলে চার দ্বার, কর্ণিকা, কেশর শোভা উপশোভা সকলই থাকিবে। পঞ্চবর্ণ চূর্ণদ্বারা তাহার নির্ম্মাণ হইবে। স্থানভেদে বর্ণভেদ থাকিবে। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে বজ্র, অগ্নিকোণে উজ্জ্বল শক্তি, দক্ষিণে দণ্ড, নৈর্ঋতকোণে খড়্গ, পশ্চিমদিকে পাশ, বায়ুকোণে ধ্বজ, উত্তরদিকে গদা, ঈশানকোণে শূল এবং শূলের বামভাগে চক্র ও দক্ষিণভাগে পদ্ম আঁকিবে। অনন্তর হোম করিতে হইবে। প্রধান দেবতার হোম গায়ত্রী দ্বারা করিয়া শক্র, বহ্নি, যম, রাক্ষসেশ্বর নির্ঋতি, বায়ু, কুবের, ঈশ্বর, বিষ্ণু, এবং ব্রহ্মা এই দশদিক্‌পালের আদিতে প্রণব অন্তে স্বাহা এবং মধ্যে চতুর্থীর একবচনান্ত সেই সেই দেবতার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বীয় নামোক্ত বিধি অনুসারে স্থাপিত অনলমুখেই যথাবিধি হোম করিবে। জয়াদি হোম ও স্বিষ্টিকৃৎ হোম পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই যথাবিধি করিবে। সকল হোমে ও প্রধান হোমে একবিংশতিসংখ্যক পলাশসমিৎ 'অয়ং তে' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিবে। যথাক্রমে সমিৎহোম, চরুহোম এবং ঘৃতহোম করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধপক্ব শুক্লান্ন এবং কৃশরান্নের নাম চরু। 'অগ্ন আয়ুংষি' ইত্যাদি মন্ত্র এবং গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক সহস্র, পঞ্চশত বা অষ্টোত্তর শত সমিৎহোম, চরুহোম এবং আজ্যহোম প্রধান দেবতার উদ্দেশে কর্ত্তব্য। অনন্তর ক্রমে শক্রাদির এবং বজ্রাদির উদ্দেশেও সহস্রার্দ্ধ হোম করা বিধি। 'ব্রহ্ম জজ্ঞে' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মার এবং 'নারায়ণায় বিদ্মহে' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর হোম করিবে। এই বিশেষ বিধি-যুক্ত সুশোভন হোম-পদ্ধতি কহিলাম। 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুগ্ধযুক্ত দূর্ব্বা দ্বারা শিবের পঞ্চবিংশতি বার পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে। এই দূর্ব্বাহোম এবং বাস্তুহোম সর্ব্বথা প্রশস্ত। অঘোরমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দশসহস্র প্রায়শ্চিত্তহোম ঘৃত দ্বারা করিবে॥ ৪০—৬৩॥ দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে বিষ্ণু, মধ্যে দেবী সহ বিশ্বগুরু শিব; চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, এতদ্ভিন্ন আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, দিবাকর, উষা, প্রভা, প্রজ্ঞা, সন্ধ্যা এবং সাবিত্রী তথায় অধিষ্ঠিত। ইঁহাদিগের সকলেরই হোম পূজা কর্ত্তব্য। পঞ্চপ্রকার বিধি অনুসারে মহাত্মা খখোল্কের পূজা করিবে। বিষ্টরা, সুভগা, বর্দ্ধনী, প্রদক্ষিণা, এবং আপ্যায়নী দেবীকে পূজা করিয়া পদ্মাসনে সূর্য্য পূজা কর্ত্তব্য। প্রভূত, বিমল, সার, আরাধ্য এবং সুখ নামক আসনকে যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যে পূজা করিবে তৎপরে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, অহমাদ্যা এবং বিদ্যুতাকে যথাক্রমে কেসরে পূজা করিয়া মধ্যে সর্ব্বতোমুখীর পূজা করা বিধি। অনন্তর চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর পূর্ব্বোক্ত প্রকার হোম পূজা এবং তদুদ্দেশে দান করিবে। এইরূপ বিস্তৃতকর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক সেই তুলাদান দিনে শিবতত্ত্ব-পরায়ণ দিব্যাধ্যয়ন-সম্পন্ন যোগিগণকে ভোজন করাইবে। হোম প্রবৃত্তি হইলে, রুদ্রাধ্যায় পাঠ করত রাজাকে পূর্ব্বদিকস্থ তুলাপাত্রে বিধিপূর্ব্বক আরোহণ করাইবে। রাজাধিষ্ঠিত তুলা এক দণ্ড যথাবিধি ধরিয়া থাকিবে। অথবা এক দণ্ডের অর্দ্ধ বা তদর্দ্ধ তথায় রাজা থাকিবেন। পূজক রুদ্র-গায়ত্রী পাঠ করিতে থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ তুলারোহী হইলে তিনি কুশহস্ত হইয়া, আর ক্ষত্রিয় রাজা হইলে অলঙ্কৃত এবং খড়্গ-খেটকধারী হইয়া একাগ্র-চিত্তে সূর্য্য-মণ্ডল দর্শন করিবেন এবং আদি ও অন্তে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুণ্যাহ এবং স্বস্তিবাচনাদি কর্ত্তব্য ॥ ৬৪—৭৬ ॥ জয়ধ্বনি, মঙ্গলাদি শব্দ, সুশোভন বেদধ্বনি, সর্ব্বশোভা-সমন্বিত নৃত্য গীত বাদ্যাদি হইতে থাকিবে, এমন সময়ে রাজা আপনার বাম শিক্যাবলম্বিত পাত্রে স্বর্ণরাশি স্থাপন করাইবেন। তুলাধার পাত্রদ্বয় ঠিক সমান এবং সুবৃত্ত হওয়া চাহি। সেই তুলাপাত্রস্থিত স্বর্ণ অক্ষয় হইবে। শত নিষ্কাধিক সুবর্ণই তুলামানে শ্রেষ্ঠ, তদর্দ্ধ সুবর্ণ মধ্যম এবং তদর্দ্ধ সুবর্ণই ন্যূনকল্প। তুলামান সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ কল্প কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজা পূজারম্ভেই বস্ত্রযুগল, উষ্ণীষ, কুণ্ডল, কণ্ঠভূষণ, অঙ্গুলিভূষণ এবং মণিবন্ধ-ভূষণ এই সমস্ত বস্তু ভস্ম-লিপ্তাঙ্গ পাশুপত-ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিকে দান করিবেন। জ্ঞানী রাজা, পূর্ব্বোক্ত সমুদয় ভূষণ, উষ্ণীষ বস্ত্র এবং উত্তরীয় বস্ত্র এই তুলারোহণ কার্য্যের ঋত্বিক্‌বৃন্দকে প্রদান করিবেন। যথাশক্তি শত, পঞ্চাশৎ বা পঞ্চবিংশতি সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা বিধি, উপস্থিত সকল যোগিগণকে পৃথক্ পৃথক্ এক এক নিষ্ক সুবর্ণ প্রদান করিতে হইবে। যাগকর্ত্তা দিব্য যাগোপকরণ আচার্য্যকে প্রদান করিবেন। অন্য দম-গুণাবলম্বীদিগকে পৃথক্ নিষ্ক প্রদান করা কর্ত্তব্য। তুলামান সুবর্ণ, শিবকেই প্রদান করিবে। বুদ্ধিমান যাগকর্ত্তা, প্রাসাদ, মণ্ডপ, প্রাকার, ভূষণ, সুবর্ণ পুষ্প, পটহ, খড়্গ এবং কোশ শিবোদ্দেশে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ বস্তু আচার্য্যগণকে বিশেষতঃ ভস্ম-লিপ্তাঙ্গ শৈবগণকে প্রদান করিবেন। তখন সেই রাজা কারাগারস্থিত বন্দীদিগকে মোচন করিবেন। অনন্তর দেবদেব পরমেশ্বর উমাপতিকে সহস্র কলস জল, কেবল ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, নারিকেল জলাদি সকল দ্রব্য, ব্রহ্মকূর্চ্চ এবং পঞ্চগব্য এতন্মধ্যে যে কোন বস্তু দ্বারা স্নান করাইবেন। পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইতে হইলে গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক গোমূত্র দ্বারা, প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক গোময় দ্বারা, 'আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা, 'দধিক্রাব্‌' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দধি দ্বারা 'তেজোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা ঈশানদেবের স্নান করাইতে হইবে। 'দেবস্যত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুশজলপূর্ণ কলস দ্বারা স্নান করান বিধেয়। অথবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করত পরমেশ্বর শিবকে স্নান করাইবে। বিষ্ণুকথিত, তণ্ডি-কথিত কিংবা মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষকর্ত্তৃক অভিহিত শিব-সহস্র-নাম উচ্চারণপূর্ব্বক সহস্র কলস দ্বারা শিবের অভিষেচন কর্ত্তব্য। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক শিবের মহাপূজা করিতে হইবে। দক্ষিণা, শিবভক্ত এবং নিজ গুরুকে প্রদান করিতে হইবে। তুলা দ্রব্য এবং তাহার দক্ষিণা ঋত্বিক্, যোগী, দীন, অন্ধ এবং কাতর সকলকেই যথাক্রমে সুনিয়মে দাতব্য এবং বালক, বৃদ্ধ, কৃশ এবং আতুরদিগকে যথাবিধি ভোজন করাইবে এবং দক্ষিণাও প্রদান করিবে ॥ ৭৭—৯৬ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, সামান্য রূপ প্রথম তুলাদানের কথা তোমার নিকট এই বলিলাম, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় দানের কথা বলিতেছি। সহস্র সুবর্ণ দ্বারা নিম্নপাত্র এবং পঞ্চশত সুবর্ণ দ্বারা ঊর্দ্ধপাত্র করিবে। তাহার মুখ নিজ শরীর-প্রবেশের উপযুক্ত পরিমাণ কর্ত্তব্য। এইরূপ সর্ব্বালঙ্কার-সংযুত শুভ হৈমপাত্র করিবে। নিম্নপাত্রে গুণত্রয়ময়ী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কৃশানুরূপিণী চতুর্ব্বিংশতত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি দেবীকে চিন্তা করিবে। ঊর্দ্ধ-পাত্রে গুণাতীত ষড়্‌বিংশস্বরূপ সদাশিবকে চিন্তা করিবে। আত্মাকে পঞ্চবিংশতত্ত্ব অগ্রজ পুরুষ-স্বরূপ ভাবনা করিবে। বেদিকার উপরিস্থিত মণ্ডলে শালি মধ্যে লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে সেই পাত্র স্থাপন করিবে এবং নববস্ত্র দ্বারা তাহা বেষ্টন করা কর্ত্তব্য। মাষকল্ক দ্বারা সেই পাত্র লেপন করিয়া পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করিবে। সেই পঞ্চোপচার দ্বারা শিবপূজা ঈশানাদি মন্ত্রদ্বারা যথাক্রমে করিবে। শিবপূজা এবং হোম পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে কর্ত্তব্য। গায়ত্রী জপ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া স্বয়ং সেই পাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। তখন ব্রাহ্মণোত্তম, আচার্য্য, সেই যজমান-গর্ভ পাত্রে যথাবিধি ষোড়শ সংস্কার ক্রমে গর্ভাধানাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে। দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে সেক দিবে। সীমন্তোন্নয়ন কার্য্যে উড়ুম্বর দলের সহিত কুশজল একবিংশতি বার ঈশানকোণে দিবে। উত্তম কন্যা ত্রিংশৎ নিষ্কদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া অলঙ্কার প্রদান-পূর্ব্বক হোম করত শিবকে প্রদান করিবে। বিচক্ষণ সাধক অন্নপ্রাশনে পায়সাদি ভোজন করাইবে। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ, গর্ভাধান হইতে বিশ্বজিৎ পর্য্যন্ত কর্ম্ম এইরূপে শক্তিবীজ দ্বারা করিবে। শেষ কার্য্য তুলা সুবর্ণের ন্যায় যথাবিধি কর্ত্তব্য ॥ ১—১৩ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, মুনে! এক্ষণে উত্তম তিলপর্ব্বতের কথা বলিতেছি;—পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূর্ব্বোক্তকালে যত্নসহকারে যথাবিধি পূজা করিয়া বেদিশূন্য রমণীয় সমতল ভূতলে দশ-তাল প্রমাণে দণ্ডস্থাপন পূর্ব্বক জলছিটা দিয়া তথায় তিল রাশি করিবে। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সেই প্রদেশ পঞ্চগব্য দ্বারা শোধিত করিয়া পূর্ব্ববৎ চতুর্দ্দিকে মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। নূতনবস্ত্র স্থাপন এবং রমণীয় পুষ্পচয় বিকীর্ণ করিয়া তাহাতেই রাশীকৃত তিলভার রাখিবে। নিহিত দণ্ড অপেক্ষা প্রাদেশ পরিমাণ উচ্চ তিলরাশিই উত্তম। হে মুনিবর! পূর্ব্ব পরিমাণ অপেক্ষা চার অঙ্গুল ন্যূন তিলরাশি মধ্যম দণ্ড তুল্যই অধম পরিমাণ। তদপেক্ষা ন্যূন করিবে না। তিলপর্ব্বত নূতনবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। সদ্যাদি আবাহনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি সকল এক একটী করিয়া

ত্রিনিষ্ক সুবর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে এবং যথাক্রমে অষ্টদিকে তাঁহাদিগের পূজা হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! তুলারোহণের ন্যায় যথাবিধি দক্ষিণা প্রদান কর্ত্তব্য। হোমও পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত হইয়াছে। দিক্‌পালগণের সহিত তিলপর্ব্বতের মধ্যস্থিত তিলপর্ব্বতরূপী দেবদেবের পূজা কর্ত্তব্য। পরিপূর্ণ সহস্র কলস দ্বারা পূজা করত তিলপর্ব্বত মধ্যে অবস্থিত দেবদেব মহাদেবকে বন্ধুজনকে দেখাইবে। এইরূপ যথাবিধি পূজা করত ক্রমশ প্রত্যেকের বিসর্জ্জন-কার্য্য সম্পাদন করিবে। নিস্ব বহুপোষ্য সৎকুল-প্রসূত ব্রাহ্মণগণকে সেই তিলপর্ব্বত বিভাগ করিয়া প্রদান করিবে। সকল প্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম তিলপর্ব্বত বিধি বর্ণন করিলাম। ১—১৩॥

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অল্পদ্রব্য-সাধ্য বহুফলপ্রদ অন্য সূক্ষ্মপর্ব্বতের কথা বলিতেছি। মাত্র দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত সেই পর্ব্বত কালে পবিত্রতা লাভ করে। একটি শুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা বিলেপিত করিয়া তাহার উপর বস্ত্র সকল আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গোময়-লিপ্ত বস্ত্র-প্রাবৃত সেই স্থানে তিনভার তিল নিক্ষেপ করিবে। দশটি সুবর্ণ-মুদ্রা কিংবা তাহার চতুর্থাংশে কর্ণিকা ও কেশরবিশিষ্ট একটি অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করাইয়া তিলরাশির মধ্যে বিন্যাস করিবে এবং তাহার মধ্যে মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। বিধিপূর্ব্বক মহাদেবের পূজা করত বামদেবাদি পঞ্চব্রহ্মাঙ্গের পূজা করিবে। তিনটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা শক্তিরূপ নির্ম্মাণ করাইবে। অষ্ট বিনায়কের বিভাগানুসারে ন্যাস করিবে। পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণ-পরিমাণে বিনায়কগণকেও নির্ম্মাণ করিবে। বিধি অনুসারে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ক্রমশ তাঁহাদের পূজা করিবে। ১—৬॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, সংক্ষেপে সুবর্ণ-পৃথিবী দানের বিষয় বর্ণন করিতেছি, জপ, হোম, পূজা, দান এবং অভিষেকাদি পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দেশ এবং কালে মুনিগণের সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন কুণ্ড কিংবা মণ্ডলপ্রদেশে সহস্র সুবর্ণ দ্বারা দিব্যভূমি নির্ম্মাণ করাইবে। এক হস্ত পরিমিত সুশোভিত সেই বর্ত্তুল ভূমিতে সপ্তদ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত এবং তীর্থ সকল নির্ম্মাণ করাইবে। তাহার মধ্যে সুমেরুপর্ব্বত নির্ম্মিত হইবে কিংবা ঐ মধ্যপ্রদেশে জম্বুদ্বীপ কল্পনা করিবে। বেদিমধ্যস্থিত মণ্ডলে পূর্ব্ববৎ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সহস্র সংখ্যার সপ্তমাংশ দক্ষিণা বিধিপূর্ব্বক শিবভক্তকে দান করিবে। সহস্র কলসাদি দ্বারা শঙ্কর শিবের পূজা করিবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুবর্ণমেদিনী দান লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইল॥ ১—৭॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অন্য উত্তমকল্প-পাদপ বলিতেছি। এক শত সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা শাখার সহিত বৃক্ষ নির্ম্মাণ করত নানাপ্রকার মুক্তামালা সেই বৃক্ষের শাখায় আলম্বিত করিবে। দিব্য মরকত মণিদ্বারা মূলপ্রদেশ বদ্ধ করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রবাল দ্বারা সেই বৃক্ষের পল্লব এবং পদ্মরাগ মণি দ্বারা ফল রচনা করিয়া বৃক্ষটির চতুর্দ্দিকে সুশোভা সম্পাদন করিবে। তাহার মূল নীলরত্নে, স্কন্ধ বজ্রমণি দ্বারা, অগ্র বৈদূর্য্য মণি দ্বারা, এবং মস্তক পুষ্পরাগ দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবে। গোমেদক মণি দ্বারা কন্দ-সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত মণি দ্বারা অথবা স্ফাটিক দ্বারা বোদ নির্ম্মাণ করাইবে। ঐ বৃক্ষটি এক বিতস্তি-পরিমিত দীর্ঘ হইবে। শাখা আটটি বিস্তার ও উর্দ্ধে যথাসম্ভব নির্ম্মাণ করিবে। তাহার মূল-প্রদেশে লোকপালগণের সহিত মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। পূর্ব্বোক্ত বেদিয় মধ্যস্থিত মণ্ডলে বৃক্ষস্থাপন করত যত্ন পূর্ব্বক মহাদেব এবং লোকপালবৃন্দের পূজা করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় জপ হোম এবং দক্ষিণার্থে তুলাদি প্রদান করিবে। হে নরপতে! শম্ভু-নিবেদিত সেই বৃক্ষ যোগী কিংবা ভস্ম-ব্রতধারীকে অর্পণ করিয়া রাজা সকল ভূমির অধিপতি হন॥ ১—৮॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, গণেশেশ দান বলিতেছি; পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপে লোকপালগণের সহিত দেবদেবেন্দ্র মহাদেবের পূজা করত শাস্ত্রানুসারে দশটি সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা অলঙ্কৃত প্রত্যেক দিকপাল নির্ম্মাণ করিবে এবং বিধি পূর্ব্বক পূজা নির্ব্বাহ করিবে। অষ্টদিকে আটটি কুম্ভ নির্ম্মান করত পূর্ব্বের ন্যায় হোম করিবে। পরম্পরাগতক্রমানুসারে বামদেবাদি পঞ্চাঙ্গপূজা পূর্ব্বক সাতদিকে সাতজন ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া উত্তর দিকে এক কন্যার অর্চ্চনা করিবে। আনুক্রমিক সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুমারী এবং ব্রাহ্মণগণকে সেই সেই মূর্ত্তি প্রদান করিবে। ইহা করিলে নিশ্চয় সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়॥ ১—৫॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর যথাক্রমে হেমধেনু-বিধি বর্ণন করিতেছি। ইহা দ্বারা পাপ সকল, দুষ্ট গ্রহ ও দুর্ভিক্ষাদি সদ্য বিনষ্ট হয়। নানাপ্রকার উপসর্গ এবং ব্যাধি সমূহও ইহা করিলে নষ্ট হয়। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, তাহার অর্দ্ধ কিংবা

অর্দ্ধার্দ্ধ পরিমাণে অথবা একশত মুদ্রা দ্বারা সকল প্রকার গুণ-সম্পন্ন সুরূপা একটি ধেনু নির্ম্মাণ করিবে। সকল প্রকার সুলক্ষণসম্পন্ন সেই ধেনুটির উৎকৃষ্ট খুর দুইটি বজ্রমণি দ্বারা ও শৃঙ্গদ্বয় পদ্মরাগ মণি দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্য-দেশ উত্তম মৌক্তিকমণি দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। হে মুনিসত্তম-গণ! ঐ ধেনুর স্তন বৈদূর্য্য মণি দ্বারা ও সুন্দর লাঙ্গুল নীল-মণি দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। এবং পুষ্পরাগ দ্বারা সুশোভিত দন্ত নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দশ সুবর্ণ দ্বারা সুন্দর বৎস নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ-বেদিকা মধ্যে মণ্ডল কল্পনা করিবে। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার মধ্যে বৎসের সহিত সুরভিকে সংস্থাপন করিয়া দুই খানি বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা বৎসের ও সুরভির পূজা করিয়া বিধিপূর্ব্বক হোম করিবে। কাষ্ঠ আজ্য প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য সকল পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদন করিবে। ঘৃতাদি দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া পূজা করিবে। গায়ত্রী দ্বারা গবালম্ভন করিয়া শিবকে নিবেদন করিবে। হে মহামতে! আর উহার দক্ষিণা ত্রিংশৎ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে॥ ১—১১॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, লক্ষ্মীদান বিধি বলিতেছি; ইহা দ্বারা অসীম ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মণ্ডপের ঊর্দ্ধ মণ্ডলে বেদিকা করিবে। বিধিপূর্ব্বক সুবর্ণ দ্বারা অনুপমা লক্ষ্মীদেবী নির্ম্মাণ করিবে। সহস্র সুবর্ণ, পাঁচ শত সুবর্ণ, তাহার অর্দ্ধ কিংবা অষ্টাধিক শত সুবর্ণ দ্বারা সকল লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত লক্ষ্মদেবীকে মণ্ডলে স্থাপন করিবে। তাহার সেই মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পরিষ্কৃত স্থলে নারায়ণের পূজা করিবে। লক্ষ্মী-তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সুরেশ্বরী লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণু-গায়ত্রী দ্বারা দেবদেব বিশ্বগুরু বিষ্ণুর পূজা করিবে। বিধিপূর্ব্বক দেবীর পূজা সমাপনান্তে পূর্ব্বের ন্যায় হোম করিবে। প্রথমত কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিয়া আজ্যহোম সম্পাদন করিবে। ঋত্বিক্‌গণ অষ্টাধিক শতবার পৃথক্ পৃথক্ রূপে হোম করিয়া সেই হোমকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে দেবীকে যজমানের দৃষ্টিগোচর করিয়া দিবেন এবং স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথায় অবস্থিত মহাদেবের পূর্ব্ববৎ পূজা করিবেন। সেই লক্ষ্মীর পূজনে বিংশতি সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকে তাহার অর্দ্ধেক পরিমিত যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্ত বিশেষরূপে মহাদেবের উদ্দেশে হোম করিবে॥ ১—৯॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর তিলধেনু-বিধি বলিতেছি। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মণ্ডপের পশ্চিমাংশে শিব-পূজা করিবে। সেই মণ্ডপের অগ্রদেশের মধ্যভূমিতে সুশোভিত একটি পদ্ম লিখিয়া সেই পদ্মটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং তাহার মধ্যে সুশোভিত তিলপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ত্রিংশৎ সুবর্ণ-মুদ্রা, পঞ্চদশ মুদ্রা পাঁচটি সুবর্ণ-মুদ্রা বা তাহার অর্দ্ধাংশদ্বারা একটি পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। তাঁহাকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া সেই পদ্মের উপরিভাগে একাদশ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবে। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিয়া প্রত্যেককে আচ্ছাদন-স্বরূপ উত্তরীয় বস্ত্র ক্রমশঃ অর্পণ করিবে। উষ্ণীষ, কুণ্ডল এবং সুবর্ণাঙ্গুরীয়-প্রভৃতি অলঙ্কার যথাবিধি তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া এগারখানি বস্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে বিস্তারিত করিবে। সেই বস্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ রূপে তিল সংস্থাপন করিয়া শতপল-পরিমিত একাদশটি কাংস্যপাত্র একাদশজন ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। এক একটা ইক্ষুদণ্ড সকলকে দিবে। দুইটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা শৃঙ্গ দুইটি নির্ম্মাণ করিবে। দুই দুইটি রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা ধেনুর খুরনির্ম্মাণ করিবে। পৃথক্ পৃথক্-রূপে বস্তুসকল প্রদান করত সেই শৃঙ্গ ও খুর তিল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। রুদ্রতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা একাদশ রুদ্র সকলকেও বিধিমতে দান করিবে। পদ্ম বিগ্রহের পূর্ব্বভাগে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিয়া দ্বাদশাদিত্যমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও দান করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণদিকে ষোড়শজন ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া বিশ্বেশমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পদ্মমূর্ত্তি প্রদান করিবে। এই সকল কর্ম্ম যথাক্রমে যজমানই সম্পাদন করিবে। রুদ্রদান, আদিত্য-গণের দান এবং বিভবানুসারে মূর্ত্ত্যাদির দান কেবলমাত্র এই কয়টি দান রাজা পদ্মনিক্ষেপপূর্ব্বক যাজকদ্বারা সম্পন্ন করাইবে। পাঁচটি সুবর্ণদ্বারা নির্ম্মিত ভূষণ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবে॥ ১—১৫॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, হে সুব্রত! অনন্তর গোসহস্র-দান-বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুলক্ষণসম্পন্ন সুন্দর বৎসের সহিত সহস্রসংখ্যক গো আনয়ন করত শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের পূজা করিবে। তাহার মধ্যে আটটি ধেনুর যত্নপূর্ব্বক বিশেষরূপে পূজা করিবে। সেই ধেনুসমূহের শৃঙ্গগুলি এক একটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা বাঁধাইয়া দিবে। খুরগুলি রৌপ্যে এবং কণ্ঠ এক একটি সুবর্ণমুদ্রায় বিভূষিত করিবে। সেই ধেনুর কর্ণ হীরক দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। এইপ্রকারে গোসকলকে শিবোদ্দেশে সমর্পণপূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে। দশটি সুবর্ণ-মুদ্রা, অভাবে পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা কিংবা তাহার অর্দ্ধভাগ অথবা বিভবানুসারে একটি সুবর্ণ মুদ্রাও দক্ষিণা প্রদান করিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট দুইখানি করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে। পূজান্তে গোসকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে। এই প্রকারে দানপূর্ব্বক মঙ্গলনিলয় মহাদেবের

পূজা করিবে। অনন্তর শাস্ত্রানুসারে ধেনুর অগ্রে এই স্তব পাঠ করিবে। 'ধেনু আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে প্রতিদিন অধিষ্ঠান করুন এবং আমি নিরন্তর গোমূর্ত্তি চিন্তাপূর্ব্বক ধেনু লইয়া অধিষ্ঠান করি;" এই প্রকারে স্তব করত দ্বিজবর্য্যগণকে সেই গো সম্প্রদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে। ধেনুর গাত্রে যতগুলি লোম আছে, ইহা করিলে তত বৎসরকাল স্বর্গলোকে বাস হয়॥ ১—৯॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে সুব্রত! অশ্বমেধ অপেক্ষা ফলসাধক বিজয়কর হিরণ্যাশ্ব-প্রদান-বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিভূষিত দিব্যলক্ষণ শুক্ল-চরণ শ্বেতমুখ সুলক্ষণ-সম্পন্ন অষ্টোত্তর সহস্র অন্ততঃ অষ্টোত্তর শত অশ্ব সংগ্রহ করিবে। সকল-লক্ষণ-বিশিষ্ট সেই ঘোটকের অঙ্গ সকল অক্ষত হইবে এবং অশ্বসকলকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সুসজ্জীভূত করিবে। পূর্ব্বোক্তগুণ-বিশিষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি অশ্বকে সেই অশ্বসকলের মধ্যে সংস্থাপন করত উচ্চৈঃশ্রবা-বুদ্ধিতে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। বেদবেদাঙ্গবিৎ একজন ব্রাহ্মণকে সেই অশ্বের পূর্ব্বভাগে সুরেন্দ্র-বুদ্ধিতে পূজা করিয়া পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। শিবভক্তকে বিধিপূর্ব্বক পূজিত সেই অশ্বটি প্রদান করিবে। আচার্য্যকে সুবর্ণনির্ম্মিত অশ্ব প্রদান-পূর্ব্বক বিধিমতে পূজা করিবে এবং সুবর্ণ অশ্ব প্রদানে অক্ষম হইলে পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক আচার্য্যের পূজা করিবে। দীন, অন্ধ, দুঃখী, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ এবং রোগিগণকে অন্নদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণগণের বিশেষরূপে সন্তোষ-বিধান করিবে। যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে অশ্বদান করে সে চিরকাল সুরেন্দ্র সদৃশ সম্পৎ সম্ভোগ করে॥ ১—৯॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দান অপেক্ষা উত্তম কন্যাদান-বিধি বর্ণন করিতেছি। সুলক্ষণ-সম্পন্না দোষ-লেশ-বিহীনা কন্যা, মাতাপিতার অভিপ্রায়ানুসারে শুভক্ষণে আত্মীয় বিবেচনায় উত্তম বস্ত্র ও নানাপ্রকার ভূষণ এবং গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিপুল ধনের সহিত প্রদানের উদ্যোগ করিবে। গোত্র ও নক্ষত্রাদি সুলক্ষণ স্থির করিয়া বর ও কন্যার পরস্পর একভাব দর্শন করত যত্নসহকারে উভয়ের পূজাপূর্ব্বক যথাবিধি অধীত-বেদবেদাঙ্গ ব্রহ্মচারী তপস্বী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিবে। দাস, দাসী, ধন, সম্পৎ, ভূষণ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য এবং বস্ত্র প্রভৃতি বিশেষরূপে যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করিবে। কন্যা এবং তাহার পুত্রাদির দেহে যতগুলি রোম থাকিবে কন্যা-সম্প্রদাতা ব্যক্তি তত বৎসরকাল শিবলোকে পূজিত হইয়া বাস করে॥ ১—৭॥

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সম্প্রতি সংক্ষেপে হিরণ্যবৃষ-দান-বিধি বলিতেছি। সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দ্বারা একটি বৃষ নির্ম্মাণ করাইবে কিংবা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পাঁচশত সুবর্ণ-মুদ্রা দ্বারা, অভাবে তাহার অর্দ্ধ ও তদভাবে অর্দ্ধার্দ্ধ অথবা অষ্টাধিকশত সুবর্ণ-মুদ্রা দ্বারাও ঐ বৃষ নির্ম্মাণ করিতে পারে। ধর্ম্মরূপী সেই বৃষের ললাটদেশে স্ফটিকমণি দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পুণ্ড্র (তিলক-বিশেষ) রচনা করিয়া দিবে। সেই বৃষের খুরচতুষ্টয় রজত দ্বারা, গ্রীবা পদ্মরাগমণি দ্বারা এবং ককুদ গোমেদকমণি দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবে। নানাপ্রকার রত্ন-রচিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকা মালায় সেই বৃষের কণ্ঠদেশ বিভূষিত করিবে। মহাদেবকে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-মণ্ডলে বেষ্টিত করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টদেশে শুভকালে বেদিকা-মণ্ডলে সংস্থাপিত পশ্চিমাভিমুখ সেই বৃষের উপরি সংস্থাপন করিবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক বৃষারূঢ় ঈশ্বর বৃষভধ্বজের পূজা করিয়া, গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক বৃষরাজের পূজা করিবে। নমস্কারপূর্ব্বক "তীক্ষ্ণ শৃঙ্গায় বিদ্মহে ধর্ম্মপাদায় ধীমহি। তন্নো বৃষঃ প্রচোদয়াৎ" এই মূলমন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃষরাজের পূজা করিয়া বিভবানুসারে ঘৃত অন্নাদি দ্বারা হোম করিবে। পূজান্তে সেই বৃষ ব্রাহ্মণ কিংবা মহাদেবকে অর্পণ করিবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণাও প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই বৃষ-দান ভক্তিপূর্ব্বক সম্পাদন করে, সে মহাদেবের অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত সুখে অবস্থান করে॥ ১—১১॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, আমি যথাযথ আনুপূর্ব্বীক্রমে গজদান বলিতেছি। পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া শিবোদ্দেশে নিবেদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে হস্তী প্রদান কর্ত্তব্য। স্বর্ণময় বা রজতময় সুলক্ষণ হস্তী সহস্রনিষ্ক, তদর্দ্ধ বা অর্দ্ধার্দ্ধ-দ্বারা প্রস্তুত করিবে। সেই সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন হস্তীকে পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালে শিবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। কিংবা অষ্টমীতে পরমেষ্ঠী শিবকে উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববৎ শিবপূজা করিয়া শিবোদ্দেশে প্রদত্ত হস্তী শ্রোত্রিয় সাত্ত্বিক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি শিব-ভক্তিপ্রদ এই দান করিবে, সে বহুকাল স্বর্গভোগ করিয়া বহুমাতঙ্গপতি রাজা হইবে॥ ১—৬॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, দিব্য অষ্টলোকপাল-দান অত্যন্ত দুর্লভ। এই কার্য্য অতি গোপনীয়, সর্ব্বসম্পত্তিপ্রদ এবং

অরিচক্রবিনাশক। এই কার্য্য করিলে, স্বদেশ-রক্ষা, উৎকৃষ্ট গজবাজি-সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং পুত্র বৃদ্ধি হয়। ইহা পরম পবিত্র ও গোব্রাহ্মণের হিতজনক। পূর্ব্বোক্ত দেশকালে বেদিকার উপর মণ্ডলে যথাবিধি যথাক্রমে মধ্যে শিবপূজা করিয়া আটদিকে আটটা বালুকাময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে। তাহাতে বেদবেদাঙ্গ-পারগ জিতেন্দ্রিয় সদ্বংশ-সম্ভূত সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন শিবাভিমুখে আসীন আটজন ব্রাহ্মণকে দশাযুক্ত নবীন ধৌত বস্ত্র, দিব্য অলঙ্কার ও গন্ধপুষ্পধূপ দ্বারা লোকপাল-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকস্থিত অগ্নিতে লোকপাল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সামিদ্ ও ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। অগ্নিকার্য্যও যথাক্রমে হইবে। শিব-বৎসল আচার্য্য এইরূপ বিধানক্রমে হোম করিয়া যজমানকে আহ্বানপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণ-ভূষিত সেই দ্বিজগণকে তদ্দ্বারা পূজা করাইয়া ধনদান করাইবেন এবং লোকপাল-মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ দশনিষ্ক পরিমিত ভূষণ দান করাইবেন। তাঁহাদিগের আসন দশনিষ্কদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য। শিব-স্থাপন যথাবিধি কর্ত্তব্য। এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই লোকপাল দান করে, সেই বিচক্ষণ লোকপালদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক সার্ব্বভৌম রাজা হয়॥ ১—১২॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সর্ব্বোত্তম অন্য দানের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত দেশকালে মণ্ডপে স্থণ্ডিলে কুণ্ডমধ্যে শিবসমীপে যথাবিধি অগ্নি-প্রণয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বে বিষ্ণু, পরে পদ্মযোনির আবাহন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মমুখ বিনির্গত প্রণবাদি 'নারায়ণায় বিদ্মহে" ইত্যাদি মন্ত্র এবং 'ব্রহ্মব্রহ্মণ বৃদ্ধায়, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া পরে হোম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উক্ত হোমকার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ড-বিধান করত ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উদ্দেশে সমুদয় হোমীয় দ্রব্যের আহুতি দান করা কর্ত্তব্য এবং আচার্য্যের সহিত বেদ-পারগ ঋত্বিক্‌দ্বয়কে বরণ করিতে হয়। আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রীত্যর্থে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্রাহ্মণগণকে যথা-শাস্ত্র বস্ত্র-আভরণ ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার-সমন্বিত অত্যুত্তম অষ্টোত্তরশত স্বর্ণ দান করা আবশ্যক। উল্লিখিত হোম-কার্য্যের আচার্য্যকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে ভাবনা করত তাঁহাদিগের সন্তোষার্থ পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণা দান করা বিধেয় এবং বহুতর ব্রাহ্মণ-ভোজন ও স্নপনাদিক্রমে শিবপূজা কর্ত্তব্য ১—৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, মুনিবর! শুভপ্রদ ষোড়শ প্রকার দানবিধি কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের নিকট জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধক্রম বিষয় বর্ণন করুন। সূত কহিলেন, মুনিগণ! পূর্ব্বে দেবদেব ভগবান্ ব্রহ্মা—মনু এবং শিষ্য বাশিষ্ঠ, ভৃগু ও ভার্গবের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি সেই সর্ব্বসিদ্ধিকর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-সম্মত জীবৎশ্রাদ্ধ-বিধি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন। হে সুব্রতগণ! এক্ষণে আমি শ্রাদ্ধ-মার্গক্রম, শ্রাদ্ধার্হক্রম এবং উহা সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষ আছে, সমুদয়ই কীর্ত্তন করিতেছি। মানবগণ বৃদ্ধাবস্থায় যত্নসহকারে পর্ব্বতে, নদীতীরে, বনে বা আয়তনে জীবৎশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যের পালন করুন বা নাই করুন এবং তিনি জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, শ্রোত্রিয় বা অশ্রোত্রিয়ই হউন, জীবৎশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানহেতু তিনি যে যোগমার্গ-গত পরম যোগীর ন্যায় জীবন্মুক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। প্রথমে শ্রাদ্ধীয় ভূমির গন্ধ-বর্ণ-রসাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সযত্নে শল্যোদ্ধারপূর্ব্বক বালুকাময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে হস্তপ্রমাণ পরিশুদ্ধ কুণ্ড অথবা অরত্নি-পরিমিত স্থণ্ডিল নির্ম্মাণান্তে পুনঃপুনর্ব্বার তাহা জল দ্বারা সুস্নিগ্ধ ও যথাবিধি গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। পরে সমিদ্ত্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র হূয়মান সমুদয় দেবগণকে পরিগ্রহ করত পরিস্তরণান্তে পরম্পরাগত স্বশাখোক্ত কার্য্য সকল সমাপন করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিলমধ্যে যথাক্রমে সমুদয় দেবগণের পূজা করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রনিচয় দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্দেশে বহ্নিতে সমিদাদি দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হইবে। প্রথমে মনোমধ্যে সমুদয় তত্ত্ব-ভূতগণকে সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া অগ্রে পৃথক্ পৃথক সমিদ্ হোম, পরে চরুহোম ও তৎপরে পৃথক্‌পাত্র-শোধিত ঘৃত দ্বারা ঐরূপ আহুতি দান করিবে। এক্ষণে উল্লিখিত পূজা ও হোমের মন্ত্র সকল ক্রমশঃ বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ১—১৩॥

(১) 'ওঁ ভূঃ ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পূজা ও 'ওঁ ভূঃ ব্রহ্মণে স্বাহা' এই মন্ত্রদ্বারা তদুদ্দেশে হোম এইরূপ ক্রমে (২) ওঁ ভুবঃ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ ভুবঃ বিষ্ণবে স্বাহা, (৩) ওঁ স্বঃ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ স্বঃ রুদ্রায় স্বাহা, ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি মন্ত্রদ্বারা সেই সেই দেবতার হোম পূজা কর্ত্তব্য। হে সুব্রতগণ! এই-রূপে পূর্ব্বোক্ত দেবগণের হোম-পূজা-সমাপনান্তে পুনরায় মুক্তির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্তক্রমে বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ ও ভগবান্ শঙ্কর উদ্দেশে আহুতি দান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর পুনর্ব্বার যথাক্রমে পশুপতি ও তৎপত্নীকে পূজা করিয়া পূর্ব্ববন্মন্ত্রে আহুতিদান-পূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে, সর্ব্বধরাং মে দ্বিঙ্কি' ইত্যাদি মন্ত্রে চর্ব্বন্ত, আজ্যপূর্ব্ব ও সমিন্মধ্য কিংবা কেবল ঘৃত দ্বারা সহস্র বা তদর্দ্ধ অথবা অষ্টোত্তর-শত-সংখ্যক আহুতি, পৃথক্‌রূপে অর্পণ করিয়া পুনরায় কেবল ঘৃত দ্বারা বিরজানামক দীক্ষামন্ত্রে এবং 'প্রাণে নিবিষ্ট'ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর-শত আহুতি দান করিবে। আর এই রীতিতে যথাক্রমে সামান্যশ্রাদ্ধোক্ত হোম কার্য্যও কর্ত্তব্য। পরে সপ্তম দিবসে শ্রাদ্ধার্হ যোগীন্দ্রগণকে ভোজন করাইবে। আর শর্ব্বাদি অষ্ট দেবতোপাসক ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, আভরণ, কম্বল, বাহন, শয্যা, যান ও হৈম, রাজত, কাংস্য তাম্রাদি-

পাত্র, ধেনু, তিল, ভূমি, স্বর্ণাদি এবং দাস-দাসীগণ দান ও দক্ষিণা দান করিবে। আর শর্ব্বাদি অষ্টমূর্ত্তি উদ্দেশে পৃথক্‌রূপে পিণ্ডদান করত সহস্র ব্রাহ্মণ কিংবা একজন মাত্র ভস্মবিমণ্ডিত-কলেবর জিতেন্দ্রিয় পরমযোগীকে সদক্ষিণ ভোজন করাইবে এবং দিবসত্রয় রুদ্রদেব উদ্দেশে মহাচরু নিবেদন করিবে। মুনিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট জীবৎশ্রাদ্ধ-বিষয়ক বিশেষ বিধি সমুদয়ই কীর্ত্তন করিলাম, অধিক কি বলিব, যে মানব, এই জীবৎশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে, সে স্বয়ং জীবন্মুক্ত হয়; এজন্য তাহার দেহান্তে শ্রাদ্ধ হউক বা নাই হউক, আর সে সমুদয় নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করুক বা নাই করুক, কিছুতেই তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কোন বান্ধবের মৃত্যুতেও তাহার অশৌচ বা অস্পৃশ্যত্ব হয় না, সে স্নানমাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত জীবৎশ্রাদ্ধকরণের পর যদ্যপি স্বক্ষেত্রে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই কুমার ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকে; তাহার জাতকর্ম্মাদি সমুদয় কার্য্যই পিতার কর্ত্তব্য। এবং ঐ শ্রাদ্ধের পর যদ্যপি সেই মহাত্মার কন্যা হয়, তবে সেই কন্যা যে একপর্ণা অপর্ণার ন্যায় সদ্‌গুণশালিনী হইবে তাহার সন্দেহমাত্র নাই এবং তদ্বংশজগণও ঐরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই পুণ্যাত্মার ঐ কর্ম্মফলে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই নিঃসন্দেহ নরক হইতেও মুক্তিলাভ করে। ঐ মহাত্মা দেহত্যাগ করিলে তাহার পুত্রাদি, তদ্দেহ ভূমিতে প্রোথিত করুন বা দহন করুন আর সমুদয় পুত্রের কার্য্যই বা করুন, কিছুতেই দোষ নাই, কারণ তাদৃশ মহাত্মা উত্তর-কার্য্যের ফলাধীন নহেন। মুনিগণ! পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা, মহামতি মুনিগণ নিকটে এই বিষয় বর্ণন করিয়া পরে পুনরায় সনৎকুমার-সন্নিধানে কীর্ত্তন করেন, অনন্তর ধীমান্ ব্রহ্মনন্দন সনৎকুমার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আমি সেই ধীমান্ ব্যাসদেবের প্রসাদে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারই নির্দেশানুসারে ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে সুব্রতগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্রহ্মসিদ্ধি-প্রদ সমুদয় রহস্য-বিষয় বর্ণন করিলাম, সৎস্বভাব মুনিপুত্রদিগকেই ইহা উপদেশ করা কর্ত্তব্য। অভক্তের নিকট কথনই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৪—৯৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে সূত! আপনি ঘোরান্ধ মানবদিগের মোক্ষের নিমিত্ত অদ্ভুত জীবৎশ্রাদ্ধবিধি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে, হে সুব্রত! রুদ্র, বসু, আদিত্য, শক্রাদি এবং ভগবান্ শম্ভুর লিঙ্গ ও মূর্ত্তির কি প্রকার উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠা, আর মহাত্মা দেব বিষ্ণু ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, যক্ষাধিপ কুবের, অমিতাত্মা ঈশান, ধরা, লক্ষ্মী, দুর্গা, শিবা, হৈমবতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, নন্দিকেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ ও তত্তদ্‌গণসমূহের কিরূপ শুভ প্রতিষ্ঠা লক্ষণ, তাহা সবিস্তরে আমাদিগের সমক্ষে বর্ণন করুন। হে সুব্রত! আপনি পরম রুদ্রভক্ত ও সর্ব্বতত্ত্বের পারদর্শী, অধিক কি, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ অপর তনুস্বরূপ। পূর্ব্বে ব্যাসদেব ভাগীরথীতীরে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন পরমর্ষি সুমন্ত, জৈমিনি ও পৈল ইহাঁরাই আপনার ন্যায় গুরুভক্তি করিতে সমর্থ। কেবল একমাত্র আপনিই সেই মহাপ্রভাবশালী ব্যাসদেবের তুল্য বা তৎস্বরূপ। হে সুব্রত! এই ভূমণ্ডলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে আপনি বৈশম্পায়নের সদৃশ। অতএব আপনি এক্ষণে আমাদিগের সন্নিধানে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ-পিপাসা দূর করুন। মুনিগণ এইরূপ কহিয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তৎসমক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলে সহসা আকাশমার্গে দৈববাণী হইল, "মুনিগণ অত্যুত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু সমুদয় জগতই লিঙ্গময় এবং ঐ শিবলিঙ্গেই চরাচর বিশ্ব অবস্থিত; এজন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল সেই লিঙ্গেরই স্থাপন ও পূজা করা কর্ত্তব্য। লিঙ্গ-স্থাপনরূপ সন্মার্গনিহিত সুদীর্ঘ অসি দ্বারা মানবগণ অবলীলাক্রমে অতি শীঘ্র ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া মুক্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! কি উপেন্দ্র, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি যম, কি বরুণ, কি কুবের এবং কি অন্যান্য মহত্তম দেবগণ সকলেই মঙ্গলময় লিঙ্গমূর্ত্তি মহেশ্বরকে স্থাপন করিয়া স্ব স্ব পক্ষের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রভু হইয়াছেন। ফলতঃ ভগবান ব্রহ্মা, হর, বিষ্ণু, দেবী রমা, ধরা, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, দুর্গা, শচী, রুদ্রগণ, বসুগণ, স্কন্দ, বিশাখ, শাখ, ভগবান্ নৈগমেশ, লোকপালগণ, গ্রহগণ, নন্দিপ্রভৃতি সমস্ত গণসমূহ, প্রভু গণপতি, পিতৃগণ, মুনিগণ, কুবেরাদি সমুদয় যক্ষগণ, প্রভাশালী আদিত্যগণ, বসুগণ, সাংখ্যগণ, ভিষগ্‌বর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদয় জীবগণ, অধিক কি, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎই ঐ লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব মানবগণ, অন্যান্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করত অব্যয় লিঙ্গেরই স্থাপন করিবে। ফলতঃ সযত্নে উক্ত লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিলে সমুদয় দেবতারই স্থাপন ও পূজা হইয়া থাকে" ॥ ১—২১ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—তখন সেই মহামুনিগণ, গগনমার্গে তাদৃশ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মনোমধ্যে মঙ্গলময় অব্যয় লিঙ্গরূপী ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম-পুরঃসর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় কৃত-নিশ্চয় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে "সমুদয় দেবগণের প্রভু অনাদি ভগবান্ স্বয়ং কেশব, বৃহস্পতি, মুনিবরগণ, গণদেবতাগণ এবং সমুদয় সুরাসুর নরগণই শিবলিঙ্গ স্বরূপ" পুনরায় এই প্রকার দৈববাণী হওয়ায় শংসিতব্রত ষট্‌কুলীয় শৌনকাদি সমুদয় মুনিবরগণ তৎশ্রবণে সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে ভগবান্ শঙ্করের

প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হইয়া হর্ষগদ গদ স্বরে মহাত্মা সূতসন্নিধানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা-বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিলে সূত বলিলেন, মুনিপুঙ্গবগণ! আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে লিঙ্গমূর্ত্তি পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠা-বিষয় যথার্থরূপেআনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মানবগণ যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক শিলাময় হেমময় রত্নময় রজতময় বা তাম্রময় সম্যক্ বিস্তৃত-মস্তক এক বেদিযুক্ত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করত সূত্র সমন্বিত করিয়া পঞ্চগব্যাদি দ্বারা বিশোধন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সেই অত্যুত্তম লিঙ্গ, বেদির সহিত স্থাপন করিবে। উক্ত লিঙ্গ-বেদি সাক্ষাৎ মহেশ্বরী, এবং উক্ত লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর; এ কারণ লিঙ্গ ও বেদির পূজা করিলে শঙ্কর ও শঙ্করী উভয়েই পূজিত হইয়া থাকেন এবং সবেদি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলেই উভয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নিমিত্ত সাধকবরের বেদির সহিত লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। উক্ত লিঙ্গের মূলদেশে ভগবান্ ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু এবং উপরিভাগে স্বয়ং সর্ব্ব-পূজিত সর্ব্বেশ্বর অনাদি রুদ্র-মূর্ত্তি পশুপতি, বাস করিয়া থাকেন, এজন্য সাধক-সর্ব্বারাধ্য শিব-লিঙ্গের স্থাপন ও পূজা করিবে। সমুদয় সুরবরগণই, উক্ত মহেশ্বরকে গণসমূহের সহিত পূজা করেন। যে সকল মানব, প্রতিদিন গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, স্নপন, আহুতি, বলি, স্তোত্র ও মন্ত্রাদিরূপ উপচারে উক্ত ত্রিদশনাথ লিঙ্গমূর্ত্তি মহেশ্বরকে পূজা করেন, তাঁহাদিগকে আর জন্মমরণাদি যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। তাঁহারা দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ-গণের বন্দনীয় এবং পূজনীয় হন। অপ্রমেয়াত্মা সেই সকল মহাত্মাদিগকে গণদেবতাগণ নিরন্তর প্রণাম করিতে থাকেন। এজন্য মানবগণ, সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিসহকারে বিহিত উপচার দান করত লিঙ্গমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে বিশেষ-রূপে পূজা করিবে। প্রথমে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া কূর্চ্চবস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক তীর্থমধ্যে মঙ্গলময় বেদিকার উপর তাহা স্থাপন করিবে এবং শঙ্করাধিষ্ঠিত সেই শিব-লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে সাঙ্কত সকূর্চ্চ বিচিত্র-তন্তু-বেষ্টিত বস্ত্রাদ্যস্ত্রসমন্বিত স্বস্তিকাদি-সুশোভিত আচ্ছাদনযুক্ত সবস্ত্র লোকপালাদি-দেবতা-সম্বন্ধীয় মঙ্গল ঘটসমূহ রক্ষা করিবে এবং ধূপদীপাদির সহিত উৎকৃষ্টতম বিতান গজ মহিষাদিও চিত্রিত লোকপালগণের পতাকা, স্থাপনপূর্ব্বক সুশোভন সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন দর্ভনিচয় দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিবে। পরে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন যজমান সমাহিত হইয়া অব্যগ্রভাবে পঞ্চাহ, ত্র্যহ বা একরাত্র ধূপ-দীপাদির সহিত জলদ্বারা অধিবাস করত কিঙ্কিণীধ্বনি-মধুর বীণারব নিনাদিত নৃত্য গীতাদি মঙ্গল কার্য্যে অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া, পরে যথালক্ষণসম্পন্ন মণ্ডল মধ্যে পুণ্যাহ বাচন করিতে হইবে। উক্ত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন অষ্ট-মণ্ডল-সংযুত অষ্ট দিগ্ধ্বজ-সমন্বিত বেদি সংযুক্ত সুসংস্কৃত মণ্ডপ-মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণোপেত নব কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। এবং ঐ সকল কুণ্ডমধ্যে চতুরস্র প্রধান কুণ্ড, ঈশানকোণে করিতে হইবে। অথবা নবকুণ্ড না করিয়া পঞ্চকুণ্ড বা একটীমাত্র স্থণ্ডিল করিলেও হয়।

পূর্ব্বোক্ত বেদিমধ্যে শিবার্চ্চন বিহিত সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় উপ-করণ দ্বারা শুক্লবস্ত্রাবগুণ্ঠিত কাঞ্চনোপেত অত্যুচ্চ এক মহা-শয্যা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি লিঙ্গমূর্ত্তি পরমেশ্বর শঙ্করকে পূর্ব্বশিরা করত যথাবিধি স্থাপন করিবে। পূর্ব্বে রত্ন স্থাপন করিয়া প্রধান ঘট স্থাপন করিতে হয়। বস্ত্রযুগল এবং কূর্চ্চ দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদন করত তাহার চতুর্দ্দিকে রত্ন নিক্ষেপ করত বামাদি নবশক্তি স্থাপন করিবে। প্রথমে লিঙ্গবেদির উপর পঞ্চগব্য-সমন্বিত হিরণ্যাদির সহিত সর্ব্বশস্য-সংযুত নব রত্ন বিন্যাসপূর্ব্বক শিবগায়ত্রী বা কেবল প্রণবমন্ত্রে পরম ব্রহ্মময় অব্যয় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে হয়। ব্রহ্ম-গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা বৈষ্ণব ভাগ বিন্যাস করত 'নমঃ শিবায় নমো হংসঃ শিবায়' এই মন্ত্র দ্বারা কিম্বা রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্রদ্বারা বেদিকার ঊর্দ্ধ পূর্ব্ব ও পশ্চিম-ভাগে পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক শিবভাগ বিন্যাস করিবে এবং চতুর্দ্দিকে পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্রে বেদিকামধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিধিসংযুত কলস নিচয় স্থাপন করিবে। মধ্যকুম্ভে শিব, দক্ষিণ-কুম্ভে দেবী পরমেশ্বরী, তন্মধ্যস্থ সুচিত্রিত স্কন্দ-কুম্ভে স্কন্দ এবং ঐ স্কন্দ-কুম্ভে বা ঈশকুম্ভে ব্রহ্মা, ঈশকুম্ভে বা শিবকুম্ভে হরি ও ঐ শিবকুম্ভে ব্রহ্মাঙ্গ সকল বিন্যাস করিবে এবং বেদিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে শিব, মহেশ্বর, হর, রুদ্র, পিতামহ, ব্রহ্মাণী, অম্বিকা ও সংক্ষেপরূপে হৃদয়াদি অঙ্গ-সকল বিন্যাস করিতে হইবে। বর্দ্ধনী কুম্ভমধ্যে গন্ধতোয়-দ্বারা কলস পূর্ণ করত দেবীকে স্থাপন করিবে। হে সুব্রতগণ! শিবকুম্ভে হিরণ্য, রজত ও রত্নসকল বিন্যাস করিতে হইবে এবং বর্দ্ধনীমধ্যেও গায়ত্র্যঙ্গ মন্ত্র দ্বারা সযত্নে হিরণ্যাদি বিন্যাস-করত বিদ্যেশ্বরদিগকে ও ব্রহ্মকূর্চ্চ-পূরিত দিক্কুম্ভে অষ্টদিক্-পালগণকে বিন্যাস করিবে। অষ্ট কুম্ভে প্রত্যেকে নববস্ত্র অর্পণ করত প্রণবাদি নমোহন্ত মন্ত্রে অনন্ত ঈশ প্রভৃতি দেব-গণকে বিন্যাসপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরগণের কুম্ভমধ্যে হেমরত্নাদি বিন্যাস করিতে হইবে এবং ঈশানাদি মুখক্রমে গায়ত্রীর অঙ্গ ক্রমানুসারেতে আহুতি দান ও জয়াদি স্বিষ্ট পর্য্যন্ত সমুদয় পূর্ব্বের ন্যায় আচরণ করিবে। শিবকুম্ভ, বর্দ্ধনী, বিষ্ণু-কুম্ভ ও ব্রহ্মকুম্ভ দ্বারা বিশেষরূপে ব্রহ্মভাগ এবং বিদ্যেশ্বর-গণের কুম্ভনিচয় দ্বারা পরমেশ্বরকে সেচন করিতে হয়। পরে, সুসমাহিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত মুখক্রমে ঈশানাদি মন্ত্র সকল বিন্যাস করত কলসপুঞ্জের মধ্যে যথাসম্ভব কলসনিচয় দ্বারা স্নানকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক পূজা করিবে॥ ৬—৪৪॥ উৎকৃষ্ট সহস্র পল দক্ষিণা দিবে, অন্য দেবতাদের পক্ষে অর্দ্ধ কিংবা পাদ দক্ষিণা বিধি॥ ৪৫॥ এবং বস্ত্র, ভূমি, ভূষণ গো, ধন প্রধান ব্যক্তিকে দিবে। ক্রমে হোম, যাগ ও বলিদান করিবে। নবাহ, সপ্তাহ, ত্র্যহ কিংবা একাহ উৎসব করিবে। নিত্য শঙ্করার্চ্চনা করিয়া হোম করিবে॥ ৪৬—৪৭। পূর্ব্ববৎ ভাস্করাদির ও হোম করিবে। এই প্রকারে বাহ্য অভ্যন্তর অগ্নিতে শিবারাধনা করিবে। যে এবংবিধ লিঙ্গ স্থাপনা করে, সেই পরমেশ্বর, তাহাতে তাহার দেবগণ ঋষিগণ, অপ্সরোগণ ও সচরাচর ত্রৈলোক্য, স্থাপিত ও পূজ করা হয়॥৪৮—৫০॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, "সকল দেবতাদের প্রতিষ্ঠা বাহুল্যে কহিব।" স্বশাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা যাগকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠা করিবে, উৎসব ও যথাবিধানে পূজা করিবে। সূর্য্যপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চাগ্নি বা দ্বাদশাগ্নি ক্রমে করিবে ॥ ১—২ ॥ সকল কুণ্ড গোল বা পদ্মাকৃতি হইবে। উমার প্রতিষ্ঠাতে যোনিকুণ্ড এবং একটী বর্দ্ধনী করিবে, শক্তিকার্য্যমাত্রেই যোনিকুণ্ড বিহিত। শম্ভুর ও দেবতাদের গায়ত্রী সম্বন্ধে স্থির করিবে, সকলেই রুদ্রাংশসম্ভূত, অতএব তাহাদের প্রতিষ্ঠা (সংক্ষেপে) কহিব ॥৩—৪॥ * দেবতাবিশেষে গায়ত্রীবিশেষ আছে, তাহা দ্বারা পূজাও স্থাপন করিবে, প্রণব তাঁহাদের আসন। অথবা বিষ্ণু স্থাপন, পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা করিবে, বিষ্ণু মহাবিষ্ণু সদাবিষ্ণু ইহাঁদিগকে অনুক্রমে পরিকল্পিত বিধানে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা স্থাপন করিবে। প্রভুর প্রধান মূর্ত্তি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য মূর্ত্তি যুগাবর্ত্তে শাপাধীনবশত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী ও অপর মূর্ত্তি শাপাধীন জন্মিয়াছে। তাঁহাদেরও গায়ত্রী কল্পনা করিয়া স্থাপনও পূজা করিবে। দেবদেব মহাদেবের ও নারায়ণের গুহ্য ও প্রসিদ্ধ সকল মন্ত্র, মন্ত্রোপনিষদাদি পঞ্চসদ্যোজাত পার্থিবরূপ প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিবে। হরির পরম সন্তোষকর "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র ওঁ নমো বাসুদেবায় নম, সঙ্কর্ষণায় নম প্রদ্যুম্নায় নম এবং অনিরুদ্ধায় নম এই সকল মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেককে স্থাপিত করিবে, মহাদেবের সকল প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এবং পূজা, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও লিঙ্গপূজার ন্যায় জানিবে। রত্নদান উৎসবাদি, হরির প্রতিষ্ঠাতেও করিবে। স্থির প্রতিষ্ঠার ন্যায় অস্থির প্রতিষ্ঠাতেও এই এবং বক্ষ্যমাণ প্রকার বিধান করিবে। নেত্র মন্ত্র দ্বারা তাহাদের চক্ষুর্দান করিবে। যে স্থানে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই স্থান প্রদক্ষিণ করিবে। প্রতিষ্ঠিত দেবোদ্দেশে আরাম নগর ও জলাধিবাসন কর্ত্তব্য। আরাম নগর জলাশয়াৎসর্গেও এইরূপ নিয়ম! যাগকুণ্ড ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে, শয্যা দান করিবে। যথাবিধি নবসংখ্যক কুণ্ডে নবাগ্নিতে হোম অথবা পঞ্চকুণ্ড হোম করিবে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে কেবল প্রধানোদ্দেশে হোম করিবে। এই প্রকারে পূর্ব্ব প্রথানুসারে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। শিলা প্রতিমার জলে অধিবাসন করিবে। চিত্র প্রতিমার জলাধিবাসন নাই, বৃষের জলাধিবাসন কর্ত্তব্য। প্রাসাদ প্রতিষ্ঠায় শরীরাঙ্গের ন্যায় প্রাসাদাঙ্গেরও প্রতিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। বৃষ, অগ্নি, মাতা, বিঘ্নেশ, কার্ত্তিকেয়, শ্রেষ্ঠা, দুর্গা, চণ্ডী, শম্ভুর, এই অষ্টাবরণ গায়ত্রী দ্বারা যথাবিধি পূর্ব্বাদি দিকে স্থাপন করিবে এবং লোকপালগণ গণেশাদি প্রমথসমূহ, উমা, চণ্ডী, নন্দী, মহাকাল, মহামুনি, বিঘ্নেশ্বর, মহাভৃঙ্গী, স্কন্দ, উত্তরদিক হইতে যথাক্রমে গায়ত্রী দ্বারা স্থাপন করিবে। এই সময়ে স্বকীয় স্বকীয় স্থানে বা ঈশানকোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ক্ষেত্রপালকে স্থাপিত করিবে। সিংহাসনে অনন্তাদিকে ও বাগীশ্বরীকে প্রণবের দ্বারা স্থাপিত করিবে, ধর্ম্মাদিকে পদ্মে স্থাপিত করিবে। এই সংক্ষেপেতে অবস্থায়ি সকল দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা বলা হইল ॥ ৫—৫০ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* ইহার পর মূলে নানা দেবতার গায়ত্রী আছে। অনুবাদে তাহা প্রকাশ করা অনুচিত এ বিধায় প্রকাশ করিলাম না।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, অঘোরেশ মাহাত্ম্য আপনি কহিয়াছেন, এখন তাহার পূজা ও প্রতিষ্ঠা বলুন। সূত কহিলেন, অঘোর প্রতিষ্ঠা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠানুসারে করিবে। যেরূপ লিঙ্গাদির পূজা অগ্নিতে তাঁহারও সেইরূপ পূজা এবং দধিমধু ঘৃতযুক্ত তিলের দ্বারা সহস্রবার তদর্দ্ধ অথবা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। ঘৃতসক্তু মধুদ্বারা হোম করিলে সর্ব্বদুঃখ ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তিল হোমে ঐশ্বর্য্য হয়, সহস্রবার তিলহোম করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য হয়, শতবার করিলে ব্যাধি দূর হয় যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা অঘোর মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করে, তাহার সর্ব্ব দুঃখ শান্তি হয়। অষ্টোত্তর সহস্রবার অঘোর মন্ত্র জপ করিলে অষ্টসিদ্ধি এবং রাজ্যলাভ হয়। ক্ষীরের দ্বারা সহস্রবার হোম করিলে বিগতজ্বর হওয়া যায়। একমাস ত্রিকালে যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা হোম করে, তাহার মহাসৌভাগ্য হয়। মধু, ঘৃত ও দধি দ্বারা হোম করিলে এক বৎসরে সিদ্ধ হইতে পারা যায়। যবক্ষীর ঘৃত হোমে অথবা অত্যন্ত শুভ্র চরুদ্বারা হোম করিলে পরমেশ্বর আবার প্রীত হন। দধি দ্বারা যাগ করিলে পুষ্টি লাভ হয়, দুগ্ধহোমে শান্তি লাভ হয়, ছয় মাস ঘৃত হোম করিলে সকল ব্যাধির নাশ হয়। এক বৎসর তিলহোমে রাজযক্ষ্মা নষ্ট হয় যবহোমে আয়ুর্ব্বদ্ধি হয়, ঘৃত হোমে জয় হয়। আর সকল কুষ্ঠ ক্ষয়ের নিমিত্ত মধুযুক্ত তণ্ডুল দ্বারা নিয়ত ছয় মাস হোম করিবে। ভগন্দর রোগী ঘৃত দুগ্ধ মধুদ্বারা হোম করিলে তাহার ভগন্দর রোগ নষ্ট হয় এবং তাহার প্রতি জগৎ সন্তুষ্ট হন। ঘৃত হোম করিলে রোগ সকল নষ্ট হয়। অঘোরেশ্বরকে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিলে সকল ব্যাধি নষ্ট হয়। মহাত্মা অঘোরের প্রতিষ্ঠা ও পূজা সংক্ষেপে বলা হইল? ইহা পূর্ব্বে নন্দী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন ॥ ১—১৭ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, মঙ্গলানন শূলী রুদ্র অপরাধীদের কি দণ্ড কহিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন। হে সুব্রত! তোমার কিছুই অবিদিত নাই, লৌকিক বৈদিক শ্রৌতস্মার্ত্ত সকল তত্ত্বই আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে, অক্ষয়তেজা অঘোর শিষ্য শুক্রাচার্য্য হিরণ্যাক্ষকে, দণ্ডনীতি কহিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুগ্রহে দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ্য সদেবাসুর ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলেন, এবং

তাঁহার অন্ধক নামক গণনায়ক চারুবিক্রম পুত্র হইয়াছিল। শেষে বিষ্ণু বরাহ অবতারে সেই হিরণ্যাক্ষকে নিহত করেন। যাহারা স্ত্রী বালক পীড়ন করে, বিশেষতঃ যাহারা গো-পীড়ন করে, তাহাদের ঈদৃশ পদ্ধতিতে জয় হয় না। যখন দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ, পৃথিবীকে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল, তখন অঘোরেশ্বর তাহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছিলেন। এজন্য সহস্র বৎসরান্তে বরাহরূপী ভগবান তাহাকে নিহত করিলেন। অতএব অঘোর সন্তোষের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন, বিশেষতঃ স্ত্রী-পীড়ন ও গো-পীড়ন করিবে না। সম্প্রতি আমি অতিগুহ্য বিষয় তোমাদের নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১—৯॥ আততায়ীর প্রতি রাজার ব্যবহার শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ বা স্বরাজ্যাধিপতি আততায়ী হইলেও কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। অতি দুর্জ্জয় সৈন্য সমাগমে অত্যন্ত বলক্ষয়কর অধর্ম্ম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজে ক্রুর হইয়া এবং ক্রুর ব্রাহ্মণদ্বারা এই উপায় অবলম্বন করিবে। তাহাতেই সে বিপদের অবসান হইবে, সংশয় নাই। হে দ্বিজগণ! দক্ষিণমার্গ অবলম্বনে লক্ষ ঘোররূপী অঘোরমন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় শান্তি হইবে। দশ সহস্র তিলহোম এবং শুভ্র লক্ষ পুষ্পদ্বারা, বাণলিঙ্গ বা বহ্নিতে অঘোরনাথকে পূজা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে মুক্তিলাভ বা সিদ্ধ্যাদি লাভ কিছুই হয় না। সিদ্ধমন্ত্র বেদবেদাঙ্গ-পারগ জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রেত স্থানে বা মাতৃস্থানে উক্ত ক্রুর কার্য্য অথবা কেবল ধীমান্ মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিই শিবচিন্তাপরায়ণ হইয়া আপনার নিমিত্ত অথবা রাজার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবে। অভিচারক ব্যক্তি পূর্ব্বদিক হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত আটটি শূল স্থাপন করিবে॥ ১০—১৭॥ চতুর্ব্বিংশতি শিখার অগ্রভাগে সেই শূলের তিনটী করিয়া শিখা রহিবে। অঘোর বিগ্রহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বনাশ কর। অঘোরকে ধ্যান করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে এবং নিজ দেহকেও কোটিকালাগ্নির ন্যায় চিন্তা করিবে। শূল, কপাল, পাশ, দণ্ড, শরাসন, বাণ, ডমরু, এবং খড়্গ এই অষ্টায়ুধ তাঁহার হস্তে অনুক্রমে অবস্থিত। তাঁহার অষ্ট হস্ত, তিনি বরদ, নীলকণ্ঠ, দিগম্বর এবং পঞ্চতত্ত্বে আরূঢ়। সেই মূর্ত্তির শিরোভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র, বদনমণ্ডল-দংষ্ট্রা ভীষণ ও দৃষ্টি ভয়াবহ। সেই ভয়ঙ্কর দেব মূর্ত্তি হুং ফট স্বরূপ মহাশব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। তিনি ত্রিনেত্র; তাঁহার জটাভার নাগপাশদ্বারা বদ্ধ। তিনি সর্ব্বালঙ্কারভূষিত চিতাভস্মাবৃত। তাঁহার পরিধান গজচর্ম্ম; অলঙ্কার সর্পময়। তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস ডাকিনী বিরাজমান। তিনি বৃশ্চিকাভরণ; সজল জলধরের ন্যায় তাঁহার গম্ভীর নির্ঘোষ। বর্ণ নীলাঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায়; এবং উত্তরীয় সিংহচর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত। ঘোর ঘোরতর অঘোরেশ শিবকে এইরূপে ধ্যান করিবে। হে সুব্রতগণ! সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তি ষটত্রিংশৎমাত্রা গর্ভ প্রাণায়াম কর মহামুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রেতস্থানে বা চিতানলে যথাবিধি সর্ব্বকার্য্য করিবে॥ ১৮—২৭॥ এবং মধ্যদেশে, পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমদিকে, দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে, যথাশাস্ত্র হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। মধ্য কুণ্ডে আচার্য্যকে নিযুক্ত করিবে; পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে উপযুক্ত সাধককে নিযুক্ত করিবে। পূর্ব্বোক্ত শূল বেষ্টিত এবং তাদৃশ শিষ্য সহিত পীঠ মধ্যস্থ হইয়া দ্বাত্রিংশাক্ষর ঘোররূপী অঘোর-নাথকে চিন্তা করিয়া বিভীতক ফলদ্বারা দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ রাজার শত্রু নির্ম্মিত করিয়া পীঠে স্থাপন করিবে, এবং অঙ্গার দ্বারা কুণ্ডের অধোভাগ খনন করিবে। তখন ব্রাহ্মণ ক্রোধে সেই বিভীতক নির্ম্মিত শত্রুকে অধোমুখ ঊর্দ্ধপাদে স্থাপন করিবে। তাহার পর শ্মশানসম্ভূত অঙ্গার আনয়ন করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে তুষের সহিত অগ্নি দিবে। তাহার পর মায়ুরমন্ত্র দ্বারা নাভিদেশে অগ্নি উদ্দীপিত করিবে এবং রক্ত বস্ত্র সহিত কঞ্চুক ধারণ করিয়া তুষসংযুক্ত কার্পাসাস্থিসমন্বিত, হস্তযন্ত্রসম্ভূত তৈল দ্বারা শিষ্য সহিত হোম করিবে। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অষ্টমী পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নি করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবে। এইরূপ করিলে রাজার শত্রু জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত সর্ব্ব দুঃখযুক্ত হইয়া যমমন্দিরে গমন করে এবং নৃকপাল, নখ, মনুষ্যকেশ, অঙ্গার, তুষ, কঞ্চুক, বস্ত্রাঞ্চল, রাজধূলী গৃহসম্মার্জ্জনীধূলী, বিষসর্প দন্ত, বৃষদন্ত, গোদন্ত, ব্যাঘ্রদন্ত, ব্যাঘ্র নখ, মৃগদন্ত, বিড়ালদন্ত, নকুলদন্ত ও বিশেষত বরাহদন্ত অভিমন্ত্রিত করিয়া ও অঘোরমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সেই কপালাদি ক্ষেত্রে, গৃহে, নগরে, প্রেতস্থানে অথবা রাজ্যে শত্রুর অষ্টম রাশিতে সূর্য্য কিংবা চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে প্রেতবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহাতে শত্রুর বাসস্থান নাশ ও শত্রু নাশ হয়। রাজার যুদ্ধগমন সময়ে বেদাধ্যয়নযুক্ত বুদ্ধি-সূচক রাজ্যে নির্ম্মল-দর্পণ চন্দ্রাতপ শোভিত চতুস্তোরণ সংযুক্ত কুশমালা পরিবৃত ভূতলে শত্রু চিত্রিত করিয়া আচার্য্য নিজে দক্ষিণ পাদ দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিবেন, এইরূপ প্রকার করিলেও রাজার শত্রু নাশ হয়। যে নিজ রাজ্যাধিপ উদ্দেশে ঐ প্রকার আভিচারিক ক্রিয়া করে, সে আপনাকে ও নিজ কুলকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্য মন্ত্রৌষধি ক্রিয়া এবং অন্য সকল প্রকার যত্নে স্বরাষ্ট্ররক্ষিতা রাজাকে সর্ব্বদা পালন করিবে, ইহা অতি রহস্য বলা হইল; ইহা যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ্য নহে॥ ২৮—৫০॥

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সত্তম! এই ঘোর নিগ্রহ আমা-দিগের নিকট কহিলেন, অধুনা বজ্রবাহনিকা বিদ্যা বলুন। সূত কহিলেন, সর্ব্বশত্রু-ভয়ঙ্করী বজ্রবাহনিকা বিদ্যা দ্বারা বজ্র অভিষিক্ত করিয়া রাজাদিগকে অর্পণ করিবে। বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি এই বিদ্যা দ্বারা অভিষেক করিবে এবং তাহাতে কাঞ্চন দ্বারা মন্ত্র লিখিবে। তাহার পর সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণ করিয়া লক্ষ জপ করিবে। বজ্রকুণ্ডে ঘৃতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ হোম করিবে, সেই বজ্র নৃপতিকে দিবে এবং নৃপতি অতি গোপনে তাহাকে রক্ষা করিবেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই বজ্র দ্বারা শত্রু জয় করা যায়॥ ১—৫॥ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট

ইন্দ্রের উপকারের নিমিত্ত বজ্রেশ্বরী বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। হে সুব্রতগণ! কোন সময়ে মহাবাহু ইন্দ্র বিশ্বরূপোপদিষ্ট বিদ্যায় সোমরস হরণ করিয়া বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছিলেন। অনন্তর বিশ্বরূপমর্দ্দন মহাবাহু ইন্দ্র সোমযাগে সোমস্বরূপ যথাবিধি হুত হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন, হে শক্র! তুমি আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমাকে সোমরসের ভাগ দিব না, বিশ্বরূপকে হত্যা করায় সোমরসে তোমার অধিকার নাই; এইরূপ কহিয়া মায়ায় সমস্ত আশ্রম মোহিত করিলেন। তাহার পর বিশ্বরূপ-মর্দ্দন ইন্দ্রমায়া নিরাকৃত করিয়া বল দ্বারা সগণে সোমরস পান করিলেন। ইহাতে প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট সোমরস গ্রহণ করিয়া "ইন্দ্রশত্রু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক" এই কথা কহিয়া আহুতি দিলেন। অনন্তর কালাগ্নিসদৃশ অসুর প্রাদুর্ভূত হইল, বর্ত্তনপ্রযুক্ত তাহার নাম বৃত্র হইল পরে সে ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। ইন্দ্র সগণে স্বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রকে ভয়বিহ্বল এবং পলায়নপর দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দম! তুমি বজ্রেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত বজ্র ত্যাগ কর। তাহা হইলে এখনই শত্রু নষ্ট হইবে। তখন ইন্দ্রও সগণে সজ্জিত হইয়া অনায়াসে শত্রু নিপাতন করত সুস্থ হইলেন, এই জন্য বজ্রেশ্বরী বিদ্যা সর্ব্বলোকভয়কারিণী॥ ৬—১৬॥ এই বিদ্যা দ্বারা দুষ্টাশয় রাক্ষসগণকে জয় করা যায় এবং সকল পাপ দূরীকৃত করা যায়। হে মুনিগণ! অধুনা বজ্রেশ্বরী মন্ত্র কহিতেছি। "প্রথম গায়ত্রী, তৎপরে ওঁ ফট জহি ইত্যাদি" ইহাই সর্ব্ব শত্রুক্ষয়কারিণী বজ্রেশ্বরী বিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা মহাদেবও সংহার করিয়া থাকেন॥১৭—১৮॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, শত্রুোপকারিণী ব্রাহ্মী বজ্রেশ্বরী বিদ্যা শুনিলাম এবং ইহা দ্বারা রাজাদের সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহাও জ্ঞাত হইলাম। হে সূত! এই বিদ্যার প্রয়োগ কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন, বশীকরণ, আকর্ষণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, মোহন, তাড়ন, উৎসাদন, ছেদন, মারণ, প্রতিবন্ধন, সেনাস্তম্ভনাদি সকল কর্ম্ম গায়ত্রীদ্বারা করিবে। "আযাতু বরদা দেবী-ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দেবীকে আবাহন করিয়া, বাহ্য কার্য্য এবং বশ্যাদি ক্রিয়া করতঃ "ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছদেবি যথাসুখং" এই মন্ত্রদ্বারা দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া গমন করিবে, নচেৎ করিবে না। হে দ্বিজগণ! দেবীকে আবাহন করতঃ পূজা জপ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তারপর বহ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিবে, প্রতিদিন এইরূপে দেবীকে আবাহন করিবে, পূজাদি সাঙ্গ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে এবং বহ্নিতে হোম করিবে॥ ১—৭॥ এই বিদ্যাদ্বারা সকল কার্য্যই সাধিত হয়। বশ্যার্থী জাতি পুষ্পদ্বারা অযুতত্রয় হোম করিবে। হে দ্বিজগণ! ঘৃত করবীর হোম করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প দ্বারা হোম করিলে বিদ্বেষ করা যায়, তৈল হোমে উচ্চাটন শুম্বন মধুদ্বারা হোম করিলে স্তম্ভন ও তিলহোমে মোহন হয়; খররুধিরে গজরুধিরে বা উষ্ট্ররুধিরে হোম করিলে তাড়ন হয়। সর্ষপ হোমে স্তম্ভন হয়; কুশহোমে পাটন সিদ্ধ হয়। রোহীবীজদ্বারা হোম করিলে মারণ ও উচ্চাটন সম্পাদিত হয়। পান পত্রদ্বারা হোম করিলে বন্ধন সাধিত হয়, মনঃ শিলা হোমে সৈন্য স্তম্ভিত হয়, ঘৃত হোমে সকল সিদ্ধ হয়, দুগ্ধ হোমে বিশুদ্ধি হয়। তিল হোমে রোগ নাশ হয়। পদ্ম হোমে ধন হয়, মধুক পুষ্পদ্বারা হোমে কান্তি হয়; সাবিত্রীদ্বারা অযুতত্রয় হোম করিলে সকল জয়াদি সাধিত হয়। সৃষ্টি ক্রমন্ত, হোম পূর্ব্বোক্ত অগ্নিকার্য্যের ন্যায় জানিবেন। অতি বিস্তৃত বিনিয়োগ সংক্ষেপে বলা হইল। অথবা যথাবিধান কেবল ঐ জপ করিলে বিদ্যাকে পূজা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ ৮—১৬॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে মহামতে সূত! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের মৃত্যুঞ্জয় বিধি বলুন। যেহেতুক আপনি সর্ব্বজ্ঞ। ॥ ১॥ সূত কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! মৃত্যুঞ্জয় বিধি বাহুল্যে কি আর বলিব। রুদ্রাধ্যায়োক্ত বিধানে ঘৃতদ্বারা ক্রমে নিযুত হোম করিবে বা ঘৃত তিল পদ্ম দ্বারা যন্ত্রের সহিত হোম করিবে, অথবা ঘৃত ও গোক্ষীর মিশ্রিত দূর্ব্বাদ্বারা হোম করিবে, কিম্বা সঘৃত চরু ও কেবল দুগ্ধদ্বারা অযুত হোম করিবে, ইহাতে মহামৃত্যুরও প্রতীকার হয়॥ ২—৪॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ত্র্যম্বক মন্ত্রদ্বারা দেবাদেব ত্র্যম্বককে বাণলিঙ্গে অথবা স্বয়ংভূতলিঙ্গে পূজা করিবে॥ ১॥ অথবা আয়ুর্ব্বেদবিদেরা যথাবিধি আনুপূর্ব্বিক অষ্টোত্তর সহস্র শ্বেতপদ্ম দ্বারা শঙ্করকে পূজা করিবে, কিংবা শতপত্র পদ্ম দ্বারা অথবা নীলোৎপল দ্বারা শঙ্করকে পূজা করিয়া পায়স সঘৃত অন্ন মুদ্গান্ন, স্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য দান করিবে, তারপর পূর্ব্বোক্ত পুষ্পদ্বারা, বা চরুদ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবে, এবং যথাবিধি লক্ষ জপ করিবে, ও সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে আর গোসহস্র সুহস্র ও সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিবে॥ ২—৬॥ সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট এই মৃত্যুঞ্জয় বিধান কহিলাম, দেবদেব অত্যুগ্র শূলী শিব, রহস্য সমেত এই বিষয় সুমেরুশৃঙ্গে অমিততেজা কার্ত্তিককে কহিয়াছিলেন। তাহার পর স্কন্দ ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন, আবার সেই সর্ব্বলোকহিতৈষী সনৎকুমার বেদব্যাসকে ইহা কীর্ত্তন করেন। এ বিষয়ে এইরূপ পরম্পরাক্রমে প্রচার হইয়াছে। শুকদেব ত্র্যম্বক রুদ্রকে দেখিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে, প্রভু মহাভাগ মহর্ষি ব্যাস,

স্কন্দজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকশূন্য হন, তখনই সনৎকুমার তাঁহাকে ত্র্যম্বক মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ মন্ত্র মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন। ব্যাস প্রসাদে আমি সেই সকল কহিতেছি॥ ৭—১২॥ দেব ত্র্যম্বককে পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সুপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়া অতুল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, রাজ্যার্থী ব্যক্তি যদি লক্ষ হোম করে, তাহা হইলে সে রাজ্য লাভ করিয়া সুখী হয়। পুত্রপ্রার্থী লক্ষ হোম করিলে, পুত্রলাভ করিতে পারে, ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী যদি লক্ষ হোম ও জপ করে, তাহা হইলে সে ধনধান্য-নিখিল মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত বাস করে এবং অন্তে স্বর্গে গমন করে॥ ১৩—১৬॥ জগতে ইদৃশ মন্ত্র আর নাই, অধিক কি, বেদের মধ্যেও নাই; তজ্জন্য এই মন্ত্র দ্বারা দেবদেব ত্র্যম্বককে নিত্যপূজা করিবে॥ ১৭॥ এই মন্ত্র দ্বারা ত্র্যম্বককে পূজা করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল পাওয়া যায়। শিব ত্রিজগতের, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, ত্রিবেদের ত্রিদিবের এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পিতা। তিনি অকার উকার মকার, এই মাত্রাত্রয়ের বাচক; চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি ও বহ্নিত্রয়ের উমা মাতা, মহাদেব পিতা। তিনি তিন বস্তুর অম্বক বলিয়া তাঁহার নাম ত্র্যম্বক। যেমন কুসুমিত বৃক্ষের গন্ধ দূর হইতে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ মহাত্মা শম্ভুর উত্তম গন্ধ দূরে প্রবাহিত হইতে থাকে, তজ্জন্য তিনি সুগন্ধি, এবং তিনি গীত ধারণকারণ, ও দেবতাদের বাণীর পোষক, এই জন্যও তিনি সুগন্ধি। তাঁহার বীর্য্য নারায়ণ, নাভিতে ধারণ করিতেছেন। তিনি স্ববীর্য্যে হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার বীর্য্য, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, ভূবর্লোক, ভবর্লোক, স্বর্লোক, মহ-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, অতিক্রম করিতেছে, এবং তাঁহার বীজ হইতে পঞ্চভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রকৃতি, পুষ্টি লাভ করিতেছে; সেই জন্য তিনি পুষ্টিবর্দ্ধন। সেই দেবদেব উদ্দেশে ঘৃত, মধু, যব, গোধূম, মাষ, বিল্বফল, কুমুদ, অর্কপুষ্প, শমী পত্র, গৌরসর্ষপ এবং শালি ধান্য, দ্বারা যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক হোম পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে শিব! আমার এই প্রার্থনা; এই মন্ত্র দ্বারা আমাকে কল্প-পাশ-বন্ধন হইতে ও মৃত্যু বন্ধন হইতে স্বতেজে মুক্ত করুন। যেমন পক্ক উর্ব্বারুক ফল বন্ধনমুক্ত হয়, তদ্রূপ কাল আগত হইয়াছে, আমাকে তাহা হইতে বন্ধনমুক্ত করুন। এই প্রকার মন্ত্র বিধান জ্ঞাত হইয়া শিবলিঙ্গ পূজা করিলে পাশবন্ধন মুক্ত হয় এবং মৃত্যু হয় না। ত্র্যম্বকের ন্যায় দয়ালু আশুতোষ ও প্রীতিমান দেবতা দেখা যায় না। অতএব সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাহিতচিত্তে উমাপতি ত্র্যম্বক মন্ত্র দ্বারা ত্র্যম্বককে পূজা করিবে। সর্ব্বাবস্থাতেই শিব চিন্তা করিবে। তাহাতে সকল পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং রুদ্রের ন্যায় প্রভাব হয়। যদি কেহ প্রাণী-হত্যা বা লোকের নিকট অন্যায়াচরণে অন্ন ভক্ষণ করে, তবে সে অদ্বিতীয় শিবকে স্মরণ করিলে, তাহার সকল পাপ নষ্ট হয়॥ ১৮—৩৫॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত! হে সুব্রত! ত্র্যম্বক দেবদেব বৃষধ্বজকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপ যোগমার্গদ্বারা চিন্তা করা যায়। পূর্ব্বেও বেদতুল্য সমস্ত বিষয় বাহুল্যে শুনিয়াছি, অধুনা তাহা সংক্ষেপে বলুন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে মেরুশিখরে পিতামহ ব্রহ্মনন্দন সনৎকুমার মুনিগণপরিবৃত হইয়া দিনকরপ্রভ নন্দীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ নন্দী প্রণত ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৈলাসশিখরে একশয্যাশয়না মাতা ভগবতী গিরিনন্দিনী লোমাঞ্চিত শরীর নীললোহিত ভগবান্ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যোগ কয় প্রকার? প্রাণীদিগের মুক্তিকারণ, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানই বা কীদৃশ? শ্রীভগবান্ কহিলেন, যোগ পঞ্চপ্রকার; প্রথম মন্ত্রযোগ, দ্বিতীয় স্পর্শযোগ তৃতীয় ভাবযোগ, চতুর্থ অভাবযোগ, সর্ব্বোত্তম পঞ্চম মহাযোগ॥ ৫—৮॥ ধ্যানযুক্ত জপের অভ্যাসকে মন্ত্রযোগ কহে। নাড়ী শুদ্ধি করিয়া অনুলোম বিলোম বায়ুকে জয় করিতে সমস্ত ব্যস্ত যোগ দ্বারা শুক্রকে স্থির করিবে এবং ধারণাদিযুক্ত হইয়া কুম্ভকাবস্থায় ধারণাত্রয়ে প্রকাশমান, ভেদত্রয়ের (অর্থাৎ বিশ্বপ্রাজ্ঞ তৈজসের) বিশোধক অভ্যাসকে অবলম্বন করিবে; তাহাকে স্পর্শযোগ কহে। মন্ত্রযোগ ও স্পর্শযোগরহিত হইয়া মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া বহিরন্তর্ভাগে প্রকাশমান মনকে সঙ্কোচ করার নাম ভাব-যোগ; তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। যখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ বিলীন বোধ হইবে, অথবা এই বিশ্বকে যখন শূন্য বলিয়া জ্ঞান হইবে, তখন অভাবযোগ হইবে, উক্ত যোগে চিত্ত-শান্তি হয়। রূপশূন্য অদ্বিতীয় নির্ম্মল-স্বভাব রমণীয় দুর্জ্ঞেয় সর্ব্বদা প্রকাশমান স্বয়ং জ্ঞেয় সর্ব্বব্যাপী আত্মস্বরূপত যাহাতে ভাসমান হয়, তাহাই মহাযোগ বলিয়া কীর্ত্তিত। নিত্যোদিত স্বপ্রকাশ সর্ব্বচিত্তোত্থাপক নির্ম্মল কেবল আত্মাই মহাযোগ নামে অভিহিত। সকল যোগই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং জ্ঞানদায়ক। পূর্ব্বোক্ত সমুদয় যোগ যথাক্রমে উত্তরোত্তর প্রশস্ত। আত্মা মহাকাশ সদৃশ নির্লেপ আবরণবর্জ্জিত এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ চিন্তা করা যায় না। এই জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তিত। এই জ্ঞান দেবগণেরও দুর্লভ। যাঁহার অহঙ্কার বিলীন হইয়াছে, মহত্তত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট। যিনি স্বয়ং বেদ্য স্বসাক্ষিক আনন্দরূপে প্রকাশ-মান এই মদুপদিষ্ট-জ্ঞানে তিনিই অধিকারী। এই জ্ঞান-উপদেশ আহিতাগ্নি কৃতজ্ঞ গুরুভক্ত দেবভক্ত পরীক্ষিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে যথাক্রমে প্রদান করিবে; অন্য কাহাকেও দিবে না। অপর যাহাকে প্রদান করিবে, সে নিন্দিত, ব্যাধিত এবং অল্পায়ু হইবে। হে অনঘে! দাতা-রও উক্তরূপ কুফল লাভ হয়, ইহা জানিয়া এই জ্ঞানো-পদেশ প্রদান করা বিধেয়। সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত, শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মে বিশারদ, পুণ্যাত্মা, মদ্ভক্ত, মৎপরায়ণ, গুরুভক্ত, সদা যোগরত, যোগ্যসাধক এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। হে সুমধ্যমে দেবি! এই সনাতন যোগমার্গ কীর্ত্তিত হইল। ইহা সমুদয় বেদ ও তন্ত্ররূপ কমল-ফুলের মকরন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম-

বিত্তম যোগী যোগামৃত পান করিয়া মুক্তি লাভ করে। এই পাশুপতযোগ সর্ব্বোত্তম যোগৈশ্বর্য্যপ্রদ। এই জ্ঞান আশ্রমানপেক্ষ। হে প্রিয়ে! সমদর্শী শিবার্চ্চনরত মৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে মুক্তির জন্য এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া দেবীর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্কুকর্ণকে তপোবন-দ্বারে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং আত্মচিন্তনে নিযুক্ত হইলেন॥ ৯—২৮॥ শৈলাদি বলিলেন, অতএব হে যোগিন্দ্র! তুমিও যোগাভ্যাসে রত হও। স্বয়ম্ভু শিবের ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি প্রধান। অতএব মুমুক্ষু পুরুষপ্রধান, সর্ব্বতোভাবে ভস্মস্নায়ী এবং পাশুপত যোগপরায়ণ হইবে। যথাক্রমেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমে ব্রহ্মমূর্ত্তি, তৎপরে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি, সর্ব্বশেষে মাহেশ্বরীমূর্ত্তি ধ্যেয়। যোগেশ্বর শিবের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল। সূত কহিলেন, ভস্মস্নায়ী কুলানন্দকর শিলাদপুত্র ধীমান্ নন্দী এইরূপে পাশুপত যোগ কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ সনৎকুমার অমিততেজা বেদব্যাসের নিকট প্রকাশ করেন। আমি তাঁহার নিকট শ্রবণ করি। এখন সত্রানুষ্ঠায়ী মুনিগণের আদেশে তাহা কীর্ত্তন করাতে, কৃতার্থ হইলাম। ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞসকলকে নমস্কার। শান্ত শিবকে নমস্কার। মুনিবর বেদব্যাসকে নমস্কার। এই উত্তম লিঙ্গপুরাণ একাদশ সহস্র শ্লোক। ইহার পূর্ব্বভাগে অষ্টোত্তর শত অধ্যায়। অনন্তর উত্তরভাগে ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষপ্রদ পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

অনন্তর সেই নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সকলেই হর্ষরোমাঞ্চিতকলেবরে একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশানদেবকে প্রণাম করিলেন। প্রভু স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা, একাদশ পুরাণ শাখা প্রবর্ত্তিত করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি, আদ্যোপান্ত সমস্ত লিঙ্গপুরাণ পাঠ করে, শ্রবণ করে, কিংবা দ্বিজগণকে শ্রবণ করায়, সে পরম গতি লাভ করে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, মিশ্র কর্ম্ম কিম্বা কেবল বিদ্যাদ্বারা যে গতি প্রাপ্তি হয়, লিঙ্গ পুরাণ পাঠাদি করিলেও তাহা লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান এবং বেদবিদ্যা হয়। সেই বিপ্রের বৈরাগ্য এবং শাশ্বতী শিবভক্তি হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই মহাত্মার আমার প্রতি এবং নারায়ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। তদীয় বংশের অক্ষর বিদ্যা এবং সর্ব্বতোভাবে প্রমাদশূন্যতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এই আজ্ঞা। অতএব সেই মহাত্মার এতৎ সমস্তই হইয়া থাকে। ঋষিগণ বলিলেন, হে রোমহর্ষণ! যেহেতু ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে; অতএব বেদব্যাস, আপনি, আমরা এবং এই তীর্থযাত্রারত নারদ—এই আমাদিগের সকলের যে সিদ্ধি আছে, এই পুরাণ পাঠাদি করিলে, বিরূপাক্ষের প্রসাদে সর্ব্বতোভাবে তাহার সর্ব্বদা সেই সিদ্ধি লাভ হইবে। মুনিগণ এই কথা বলিলে, ভগবান্ নারদও সুশুভাগ্র করযুগলদ্বারা সূতের শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে সূত! স্বস্ত্যস্ত, তোমার মঙ্গল হউক, বৃষধ্বজ মহাদেবের প্রতি তোমার এবং আমাদিগের যেন শ্রদ্ধা থাকে, সেই শিবকে প্রণাম।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীলিঙ্গপুরাণের উত্তরার্দ্ধ সম্পূর্ণ।

লিঙ্গপুরাণ সমাপ্ত।